শ্রীগুরুচরণতলে

শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

২বি, রামমোহন রায় রোড,
কলিকাতা—৭০০০০৯।

প্রকাশক—অধ্যাপক শ্রীনির্মলকান্তি বসু, এম্. এ. (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)
শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ,
২বি, রামমোহন রায় রোড্., কলিকাতা—৭০০০০৯।

সনাতনধর্মপ্রচারিণী সভা ও শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ :
শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজের তিরোধান-তিথি :
৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ শুক্রবার, শুক্লপ্রতিপদ্

ব্লক্ তৈরী করেছেন ও ছেপেছেন :
ঈগল প্রসেস্
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন্, কলিকাতা—৭০০০০৬।

মুদ্রক :
শ্রীব্রজলাল চক্রবর্তী
মহামায়া প্রেস্
৩০।৬।১, মদন মিত্র লেন্,
কলিকাতা—৭০০০০৬।

বাঁধাই :
চন্দ্রা বাইণ্ডিং ওয়ার্ক্‌স্,
২২বি. বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস স্ট্রীট্.
কলিকাতা—৭০০০০৯।

মূল্য : ২০'০০ (কুড়ি) টাকা মাত্র

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

॥ উৎসর্গ ॥

মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণো মদ্দেহঃ শ্রীগুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ। তার চেয়ে দুর্লভ পবিত্রহৃদয় শ্রীমানের ঘরে জন্মলাভ করা। তদপেক্ষাও দুর্লভ জীবনে সদ্‌গুরুলাভ। তদপেক্ষাও দুর্লভ ভগবৎ কৃপায় বিষয়বৈরাগ্যসহ নির্জনে একান্তে আত্মজ্ঞানলাভের জন্তে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্তে, নির্বিঘ্নে সাধনার সুযোগ পাওয়া। যাঁরা এমন সুযোগ-সুবিধা পান, তাঁরা বড়ই ভাগ্যবান্। ভগবৎকৃপা এবং বহু জন্মার্জিত ফলোন্মুখ সুকৃতি তাঁদের অনুকূল। মাদৃশ অল্পভাগ্য বৈরাগ্যহীনও মহতের কৃপায় পথের সন্ধান পায়, অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে যাবার সুযোগ পায়। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সামান্ত উন্মুখতা দেখলে মহাত্মারা কৃপা ক'রে হাত ধ'রে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে এগিয়ে নিয়ে যান—এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। শাস্ত্রে শুনি—হে গুরো! তুমিই ব্রহ্মানন্দ, তুমি সর্বোত্তম সুখদানকারী, তুমি জ্ঞানস্বরূপ, তুমিই অদ্বয়তত্ত্ব, আকাশের ন্তায় আগুন্তহীন বিরাট্, তুমিই বেদের তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের প্রতিপাগ্য লক্ষ্য; তুমি নিত্য, শাশ্বত, ভূমা, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত, জন্মবৃদ্ধ্যাদি-ষড়্‌ভাববিবর্জিত, গুণাতীত সত্তা। তোমার স্বরূপ বুঝ্‌তে পারিনি, কিন্তু জীবনসায়াহ্নে বুঝ্‌ছি—তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই ভগ্নী, ভ্রাতা, তুমিই দ্রব্যদ্রবিণ, তুমিই আমার সব। তুমিই জীবনের সন্ধিক্ষণে কর্ণধার হ'য়ে কখন লালনে, কখনও তাড়নে, কখন সংশয় জাগিয়ে কখনও বা সংশয় নিরসন ক'রে, কখন স্নেহ-মমতা দেখিয়ে, কখনও বা নির্মম নিষ্ঠুরতা প্রকাশ ক'রে জীবনে উত্থান-পতন, আশা-নিরাশার আলোকবর্তিকা ধ'রে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে এনেছো এবং এখনও অন্তরে-বাইরে থেকে পদে পদে জীবনের পথে চালাচ্ছো। তুমিই আমার পরমারাধ্য। জীবনের শেষ কটা দিনও যেন কোনও মুহূর্তে তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই এবং সে ঘোর অন্তিমকালে দয়া ক'রে

হাত ধ'রে এই ঘোর ভবপারাবার পার কোরো। আমার খাপছাড়া জীবনের স্মৃতিকণা **শ্রীগুরুচরণতলে** তোমার রাতুল-চরণে এনেছি। কৃপা ক'রে গ্রহণ করো।

ধ্যান প্রকাশ,ধ্যানের প্রকাশ,
দেখেছি তোমাতে সদা সুপ্রকাশ,
থাকিতে ডুবিয়া সারাটি দিবস,
ছিলনাকো কোন বিভেদজ্ঞান।
তোমারই আদর্শ করিয়া লক্ষ্য,
মন-প্রাণ হোক একান্ত ঐক্য,
লভিতে জীবনে চরম লভ্য,
লভিতে জীবনে দাও হে জ্ঞান।
দেহ আমি নহি, সুমহান্ আত্মা,
শ্রুতি বলে যারে পরম আত্মা,
বলেছিলে মোরে তুমি সেই আত্মা
বোধে ফুটাও আজি সে মহাজ্ঞান।
ভক্তিপ্রকাশ নাম দিয়েছিলে তুমি
জাগিল না ভক্তি হে জীবন-স্বামী
লও হে তুলিয়া দিয়ে পদখানি
কর মোরে ধন্য আমি যে অজ্ঞান।
জীবন-সায়াহ্ন, ঘনায়েছে দিন,
দিন দিন দীন আমি যে অদীন,
ভাবি' বিহ্বল, দেখি তনুক্ষীণ
পূরাও বাসনা করুণানিধান।
তোমারই কথার গাঁথিয়া মালা,
সাজায়েছি আজি এ বরণডালা,
লও হে আজিকে এ ফুলমালা,
ক'রনা ক'রনা প্রত্যাখ্যান॥

তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—**ভক্তিপ্রকাশ**

● জীবন পথের পথিকের নিবেদন ●

মানবজীবন সংঘাতময় কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রিয়, কি আত্মিক জীবনে চলার পথে প্রত্যেককে অল্পবিস্তর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, চ'লতে হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে হবে। যাঁরা যে স্তরের, যে বয়সের, স্থানকালপাত্রানুযায়ী তাঁদের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতের তারতম্যও তেমনি। যাঁদের জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি থাকে, ইহজীবনের ক্রিয়মাণও যাঁরা বুদ্ধিপূর্বক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'রে যেতে পারেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত অল্প-আয়াসে জীবনের দুরধিগম্যপথে এগিয়ে যেতে পারেন এবং ভগবৎকৃপায় দৈবানুগ্রহে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন। কিন্তু যাঁদের তেমন সুকৃতি নেই, ক্রিয়মাণের সাধনেও গড্‌ডালিকাপ্রবাহে চলেন, তাঁদের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত অনেক বেশী, জীবনে অভিজ্ঞতাও তাঁদের তিক্ততায় ভরা। জীবন-পথের পথিকের সহিত যাঁদের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় ঘটে, তাঁরা সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা পান, পথে চলেন, পূর্বসূরীর অভিজ্ঞতা বুদ্ধিপূর্বক কাজে লাগিয়ে দুরধিগম্য বাধা কাটিয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু তেমন প্রত্যক্ষসঙ্গ, তেমন হাতে-কলমে শেখার সৌভাগ্য আর কয়জনের ভাগ্যে ঘটে! জীবনপথের পথিক নানা, রুচি তাঁদের ভিন্ন, প্রত্যেকের স্থানকালপরিবেশ ভিন্ন, জীবনে পথে চলার ধারা ভিন্ন, জীবনের লক্ষ্যও ভিন্ন। সকলের জীবনের শিক্ষার বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তাও নাই। যাঁর আধার যেমন, যাঁর শিক্ষা-দীক্ষা-পরিবেশ যেমন, জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি-দুষ্কৃতির জন্যে যার যেমন সঙ্গ জুটবে, তাঁকে সেই সময়ে সেই সঙ্গে থেকেই জীবনের পথে এগুতে হবে। আকস্মিক কিছু হবার জো নাই, সবই কার্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ কিনা! ভগবান্ বহু হ'য়ে বহু রূপে লীলা করছেন। তিনি কখন শিক্ষার্থী, কখনও শিক্ষক। কখনও গুরু কখনও শিষ্য, কখনও চালক, কখনও বা চালিত, কখনও আদর্শস্থাপনকারী, কখনও বা আদর্শ অনুসরণকারী—সর্বরূপে তিনি। জীব যেমন যেমন জীবনের পথে অগ্রসর হবে করুণাময় ভগবানও তার প্রয়োজনানুরূপ তেমন তেমন রূপ ধরে তাকে শিক্ষা দিয়ে পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সুতরাং জীবনপথের পথিকের কাজ কেবল পথ-চলা, বিরাম না দিয়ে জিজ্ঞাসা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া! জ্ঞানের ক্ষেত্র সর্বতো বিস্তৃত। যার যেমন অধিকার, তাকে সেই অধিকারকে অবলম্বন ক'রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্থানকালপাত্রানুযায়ী আদর্শ গ্রহণ ক'রে জীবনের পথে চলতে হবে, শিক্ষা নিতে হবে, জীবনে লক্ষ্যে

পৌঁছুবার জন্ত অবিরাম গতিতে এগুতে হবে। কিন্তু সকলের জীবনে সব-সময়ে সকল-ভাবের উন্মেষ বা প্রকাশ সম্ভব নয়। আর সেই অঘটনঘটনপটীয়ান্ যেখানে যা-সাজে, যেখানে যেভাবে সাজালে মানায়, যে-ভাবে চালালে সকলের কল্যাণ হয়, যে-ভাবে রাখলে ক্রমান্বয়ে অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়, পরস্পরের দেখাদেখি জীব শিক্ষা নিয়ে যাতে জীবনে এবং জীবনান্তে ধন্ত হয়, সেই ভাবেই এই বিচিত্র জগৎ সাজিয়ে চালাচ্ছেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের শিষ্য, প্রত্যেকে প্রত্যেকের 'গুরু' আবার প্রত্যেকে স্ব-স্ব জীবনে অতিক্রান্ত পথে অভিজ্ঞতার ফলে ভবিষ্যৎ-জীবনে সেই সেই অবস্থায় নিজের 'গুরু'। কিন্তু আমরা এমনিই মূঢ়, এমনই বিবেকহীন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাতো দেখিই না, এমন কি স্ব-স্ব জীবনের অতিক্রান্ত পথের অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে যে ফাঁস একবার কোনওক্রমে এড়িয়ে আসি, আবার তাই গলায় পরি। অনুষ্ঠিত ভুলচুক্ আবার জীবনে না ঘটে, খোলা ফাঁস আবার গলায় না পড়ে, জীবনের অতিক্রম্য পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হয়, সেজন্ত মহাত্মারা দিনলিপি রাখবার উপদেশ দেন। জীবনখাতার পাতা উল্টালে অনেক স্মৃতি ক্রমে ভেসে ওঠে বটে, কিন্তু অনেক কথা বিস্মৃতির অতল-তলে ডুবে যায়। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে যদি বাইরে কাগজ-কলম-কালির মাধ্যমে ধরে রাখা যায়, তা-হলে তা' ভবিষ্যৎকালে দিনলিপিকারের নিজের জীবনে তো কাজে লাগেই, অন্তেরও উপকারে আসতে পারে। সকলের জীবনের সকল খুঁটিনাটি সকলের কাছে সব সময়ে ধরা পড়ে না, কদাচিৎ কেউ খুঁটিনাটি লিখে রাখতে পারেন। অনেক সময়ে নিজের মন থেকেও ফস্‌কে যায়। তবুও আমাদের সামনে যে-টুকু পাই ছাপার অক্ষরে তাতেই দিগ্‌দর্শন হয় জিজ্ঞাসুর। সাধু সন্ত-মহাত্মাদের আত্মজীবনী এজন্তে উদ্‌ভ্রান্তদের জীবনে বিশেষ উপকারী। আমার এই ক্ষুদ্র জীবন বৈচিত্র্যহীন, সাধনভজনহীন, শিক্ষণীয়-এতে তেমন কিছুই নাই, তবুও আমার চেয়েও যদি কেউ অকৃতি, হীনমন্য থাকে বা থাকেন, তাঁদের হয়তো কোন উপকারে আসতে পারে ভেবে জীবনখাতার পাতা থেকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশের প্রয়াস। ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হলেই যে সকলে একভাবে নেবেন বা একভাবে উপকৃত হবেন, বা প্রেয়ের পথ ছেড়ে শ্রেয়ের পথে এগোবেন—সে আশা করিনা। কারণ প্রজাপতির নিকট তাঁর তিন সন্তান—দেব, দানব ও মনুষ্য, উপদেশ নিতে গিয়েছিলেন; ব্রহ্মচর্যাবলম্বন ক'রে প্রজাপতির নিকটে ছিলেনও এবং প্রজাপতিও একই প্রকারে বিদ্যুৎপ্রকাশের মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছিলেন দ দ-দ। কিন্তু তাঁরা

তাঁদের অধিকারানুযায়ী অর্থ গ্রহণ ক'রলেন। দেবতারা বুঝলেন প্রজাপতি তাঁদের দান্ত সংযতেন্দ্রিয় বা দমগুণান্বিত হ'তে বলছেন, দানবরা বুঝলেন—দয়া-পর হ'তে[illegible]ছেন, আর মানব বুঝলেন তাঁদের দানশীল হ'তে বলছেন। তবুও জীবন-এর প্রতি শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের উক্তি—

"যদি কভু লাগে দানে, সেই ভেবে ঐখানে
পুঁতেছি বালুতে।"

—স্মরণ ক'রে কতিপয় ভক্তের অর্থানুকূল্যের আশ্বাসে এবং শ্রীমান অনন্ত-প্রকাশের আগ্রহাতিশয্যে বসেছিলাম শুধু পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে এসে যে-সব ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-নিরাশা, আনন্দ-নিরানন্দের মধ্য দিয়ে চ'লতে হয়েছে, শ্রীগুরুমহারাজের কাছ থেকে যা পেয়েছি, যে-ভাবে পেয়েছি, তাই-ই মাত্র কাগজ-কালি কলমের ছোঁয়ায় রেখে যাবো ভেবেছিলাম [প্রত্যেককে না হোক্ জীবনের পথে চলতে গিয়ে অনেককে সমজাতীয় ঘাত-প্রতিঘাতাদির ধাক্কায় প'ড়তে হতে পারে। আগে থেকে স্থানকালপরিবেশের সঙ্গে পরিচয় থাকলে মাদৃশ অজ্ঞান মূঢ়দের দিগ্-দর্শন হতে পারে ভেবে] কিন্তু জীবনের পথে চল্‌তে চল্‌তে বুঝেছি সাক্ষাৎভাবে কেউ চালক বা পথ-প্রদর্শক হ'লেও, পরোক্ষভাবে শ্রীগুরু-ভগবান্ অনেক রূপে অনেক শিক্ষা দেন, দুর্গম-পথ চলার পথে সহায়ক হন এবং আমরা তাঁর শিক্ষা জীবনে মনে-প্রাণে কাজে লাগাতে চেষ্টা করি কিনা, অপ্রত্যক্ষভাবে থেকে তাও লক্ষ্য করেন। সাধকের জীবনে গুরুশক্তি কতরূপে কাজ করেন, তার কতটুকুই বা আমি বুঝেছি। তবুও যতটুকু বুঝেছি, বা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ধরা পড়েছে, তার ভাগ অন্যকে দিবার জন্য এই প্রয়াস। যাঁর কাছ থেকে চলার পথে যা পেয়েছি, যিনি কৃপা করে যা দিয়েছেন, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জানাতে চেষ্টা পেলাম। সেজন্য অনেক অবান্তর চরিত্রও স্থান পেয়েছে এই স্মৃতিচারণায়, যাঁর কাছে যে-টুকু উপাদেয় মনে হবে, নেবেন ; যাঁর কাছে যা হেয় বা অপ্রয়োজনীয় বোধ হবে বাদ দেবেন, বাচালতার জন্য ক্ষমা চাই। দোষ ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। আর যদি কিছু সত্যই উপাদেয় মনে হয় সেটুকু তাঁরই, যাঁকে গুরুভক্তেরা—

"গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্বিশ্বং নমস্তেঽস্তু বিশ্বগুরুং নমাম্যহম্॥" বলে প্রণাম করেন।

প্রার্থনা করি—

যে সমস্ত ভক্তের অর্থানুকূল্যে এই '**শ্রীগুরুচরণতলে**' প্রকাশিত হল শ্রীগুরু-ভগবান তাঁদের জীবন পরম শ্রেয়ের পথে চালিত করুন। ইতি—

মাঘী শুক্লা দশমী শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
(সপ্তসপ্ততিতম জন্মতিথি) **ভক্তিপ্রকাশ**

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। একমাত্র মানবদেহেই সাধন-ভজনের সুযোগ লাভ করা যায়, অন্য শরীরে নয়। জীবনের পরম লক্ষ্য পরমার্থ লাভ। মোক্ষ লাভ করিতে হইলে প্রয়োজন নিরন্তর অনলস সাধনা। সাধনার অধিকারী গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই। সাধনপথে চলিবার জন্য প্রয়োজন সদ্‌গুরুর উপদেশ। সদ্‌গুরুর উপদেশ ছাড়া আরও অনেক জিনিস সাধনজীবনকে চালিত করিতে সাহায্য করে, অনুপ্রাণিত করে। সাধুসঙ্গ তন্মধ্যে অন্যতম। শঙ্করাচার্য সত্যই বলিয়াছেন : "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

[মোহমুদ্‌গরঃ, শ্লোক ৪]

সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়নও জীবনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও সাধকের জীবনী এবং সাধকের আত্মজীবনী বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। উপদেশাত্মক অনেক গ্রন্থ আছে। উপদেশের আবেদন অপেক্ষা উদাহরণের আবেদন অনেক বেশী। তাই তো ইংরাজী প্রবাদ-বাক্য—**Example is better than precept**। জীবনের পথ অতি দুর্গম। পথে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে। সাধকের জীবনে ইহা অসম্ভব নহে। একজন সাধক নিজের অভিজ্ঞতার কথা অপরকে বলিলে শ্রোতা তাহাতে উপকৃত হন। কিন্তু কয়জনকে মুখে বলার সুযোগ হইতে পারে ? সাধক যদি নিজ-অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেন—পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বহু লোক তাহা পাঠ করিবার সুযোগ পাইতে পারেন। তাই 'বহুজনহিতায়'—লোককল্যাণের জন্য কোনও কোনও সাধক স্বকীয় জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা, কোনও কোনও ঘটনার কথা দয়াপরবশ হইয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। **'শ্রীগুরুচরণতলে'** এই জাতীয় পুস্তক। গ্রন্থকার আমার পরমপূজনীয় আচার্য শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজ (শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠের মোহন্ত) উক্ত গ্রন্থে তাঁহার সদ্‌গুরুলাভের অব্যবহিত প্রাক্‌কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সুদীর্ঘ কয়েকটি বৎসরের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ও ঘটনার বৃত্তান্ত স্থলবিশেষে মন্তব্যসহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি দীক্ষার অল্প পূর্ব হইতেই তদীয় গুরুদেব, শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠের মোহন্ত, শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজের নিকট উক্ত মঠে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখন পর্যন্ত তিনি (ভক্তি মহারাজ) উক্ত মঠেই অবস্থান করিতেছেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মঠে আসেন

অভিজ্ঞতার কথা লিখিলে অন্ততঃ তিন খণ্ড পুস্তক প্রণীত হইবে। বর্তমান বৎসর পর্যন্ত ঘটনা লিখিত হয় নাই। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজ ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মলীন হইয়াছেন। সেই সময় পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জী লিখিতে গেলেও দুই খণ্ড গ্রন্থ রচিত হইবে। পূজ্যপাদ ধ্যানমহারাজের তিরোধান-সময় পর্যন্ত ঘটনাবলীও বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণতলে উপনিষণ্ণ হইয়া প্রায় ১৫ বৎসর কাল ব্যাপিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ মাত্র গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থের নামকরণও ('শ্রীগুরুচরণতলে') সার্থক এবং অভিনব। এই পুস্তকখানি শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ কর্তৃক রচিত শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ' গ্রন্থ-খানির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

'শ্রীগুরুচরণতলে' লেখকের পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত নয়। ইহাতে তাঁহার কিছু কিছু আত্মকথা অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। তাঁহার পূর্বাশ্রমের বিস্তৃত পরিচিতি প্রদানের কোনও অবকাশ এখানে নাই—সমীচীনও নয়। তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত কোনও কোনও ঘটনা হইতে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা আভাসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠের পর পাঠকমাত্রেরই লেখকের পরমারাধ্য গুরুদেবের জীবন সম্বন্ধেও একটি সুস্পষ্ট ধারণা হইবে।

এই গ্রন্থের রচনাশৈলীও প্রণিধানযোগ্য। আকর্ষণীয়তা অসাধারণ। একবার পড়িতে শুরু করিলে ছাড়িতে পারা যায় না।

গ্রন্থে কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটিয়াছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য পাঠকবৃন্দের নিকট সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। একটি শুদ্ধিপত্র ('অশুদ্ধি শোধন') প্রদত্ত হইল—সময়ের স্বল্পতার জন্য ইহাতে সব অশুদ্ধি সংশোধন সম্ভব হয় নাই।

বর্তমান গ্রন্থের প্রাক্‌কথন লিখিয়া দিয়াছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয়। এজন্য তাঁহার নিকট সুদৃঢ় ঋণ-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পুণ্য লগ্নে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি মহামায়া প্রেসের স্বত্বাধিকারী মহাশয়দিগকে।

এই পুস্তকখানি প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্য-শালী বলিয়া গণ্য করিতেছি এবং এজন্য আমার গুরুপ্রতিম শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীচরণে আমার সভক্তি প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

শ্রীনির্মলকান্তি বসু
রীডার্, সংস্কৃত বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা—৩২।

প্রাক্‌কথন

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

আচার্য শঙ্করের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি সকলেরই স্মরণীয়।

'দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্ দৈবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥'

সংসারে তিনটি জিনিষ দুর্লভ ও দৈবকৃপা-সাপেক্ষ। সে তিনটি হচ্ছে—মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করা, মুক্তিলাভের জন্যে তীব্র ব্যাকুলতা ও মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ।

অন্যত্র আচার্য শঙ্কর বলেছেন—

'ক্ষণমিহসজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈধী ভক্তির যে সকল সাধনার কথা উল্লেখ কোরেছেন, তার ভেতর পাঁচটি প্রধান, আবার সেই পাঁচটির ভেতর সর্বপ্রথম স্থান পেয়েছে সাধুসঙ্গ। তিনি বলেছেন—

'সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মাঝে এক স্বল্প যদি হয়,
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥'

সাধু সঙ্গের যদি এত মহিমা, তবে যাঁরা সদ্‌গুরুর প্রপন্ন অন্তেবাসী শিষ্য হয়ে তাঁর আদেশ ও নির্দেশে ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর হন, যাঁরা মুক্তিলাভ বা আত্মসাক্ষাৎকারকে জীবনের স্থির লক্ষ্য জেনে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে মহত্তম দুঃখবরণেও কুণ্ঠিত হননা, তাঁরা পরম সৌভাগ্যবান। এঁদের ভেতর আবার যাঁরা লোক-কল্যাণের জন্যে নিজেদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা, সংশয়ের কথা ও গুরুকৃপায় তার যথাযথ নিরসনের কথা, লিপিবদ্ধ করে যান, তাঁরা ভূরিদাতা, আর তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞ গুরু হচ্ছেন অভয়দাতা। এরূপ একজন ভূরিদাতা হচ্ছেন 'শ্রীগুরুচরণতলে' গ্রন্থের লেখক শ্রীমৎ

ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, আর যে অভয়দাতা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর চরণতলে বসে তিনি অধ্যাত্ম জগতের গূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন, যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের কৃপাধন্য শিষ্য ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র 'শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। তিনি ছিলেন নীরব সাধক ও গুপ্ত যোগী; তাই তাঁর পুণ্যচরিতকথার ও বাণীর সঙ্গে অল্প লোকেরই পরিচয় আছে। সম্প্রতি তাঁর কৃপাধন্য মন্ত্রশিষ্য 'শ্রীগুরুচরণতলে' রচনা কোরে এই সিদ্ধ পুরুষের জীবনচর্যা ও অন্তর্জীবনের যে নিবিড় পরিচয় দিয়েছেন, তাতে মুমুক্ষু সাধকেরা পরম কল্যাণ লাভ কোরবেন।

'শ্রীগুরুচরণতলে' শুধু 'গুরু-শিষ্য-সংবাদ' নয়, ইহা মুমুক্ষু সাধকের আত্মচরিত, তাঁর দ্বন্দ্ব-সংশয়-সমস্যা-সঙ্কুল অন্তর্জীবনের ইতিহাস।

গ্রন্থখানির যে সাহিত্যিক গুণ আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, তা হচ্ছে প্রবর্তক সাধকের আন্তরিকতা। এই চরিতগ্রন্থে যে বিচিত্র বাস্তব চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার ফলে ইহা উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এক হিসাবে গ্রন্থখানি বাংলা ভাষার Pilgrim's Progress. অধ্যাত্ম পথের পথিক শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর যিনি গুরুদেব, তিনি ছিলেন বজ্রের চাইতেও কঠোর, আবার কুসুমের চাইতেও কোমল। অনুগত শিষ্যকে উপলক্ষ্য কোরে তিনি যে সব উপদেশ দিয়েছেন, তাতে পাঠকদের অনেক সমস্যার সমাধান হবে এবং তাঁরা পরপারের পাথেয় সংগ্রহ কোরে ধন্য ও কৃতকৃত্য হবেন।

তন্ত্রসারে সদ্‌গুরু ও অধিকারী শিষ্যের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যথার্থ শিষ্যকে শ্রদ্ধাবান্, অনলস ও সংযতেন্দ্রিয় হতে হবে, জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু হতে হবে। তাঁকে গুরুচরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ কোরতে হবে। ভগবান মনু বলেছেন—

'যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥'

খনিত্রের দ্বারা মৃত্তিকা খনন কোরতে কোরতে মানুষ যেমন জল প্রাপ্ত হয়, তেমনি শুশ্রূষু শিষ্য গুরুগত সমস্ত বিদ্যা অধিগত করেন।

সদ্‌গুরুর একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে, তিনি শিষ্যের অধিকার ভেদে

ধীরে ধীরে তার মানস-মুকুলকে প্রস্ফুটিত কোরে তোলেন। তিনি কালের প্রতীক্ষা কোরতে জানেন। কিন্তু যিনি শিষ্যের ধারণাশক্তি বা গ্রহণ-সামর্থ্যের কথা চিন্তা না কোরেই অত্যল্প কালের মধ্যে শিষ্যের মানস-মুকুলকে প্রস্ফুটিত কোরতে চান, তিনি যথার্থ গুরু নন। মদন বাউল তাই গেয়েছেন—

'নিঠুর গরজী,
তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে,
ও তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।'

* * *

ও আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই।'

* * *

আধুনিক বাংলার ধর্মান্দোলনের তথা সনাতন ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ইতিহাসে 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকা ও 'সনাতন ধর্মপ্রচারিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা 'পরমার্থ-সঙ্গীতাবলী' রচয়িতা, কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগী, অথচ পরম ভাগবত মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য শ্রীশ্রীনগেন্দ্র মঠের প্রথম মোহান্ত শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে বাস ক'রে তাঁরি নির্দেশে সাধন-ভজনের পথে অগ্রসর হন এবং অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধি লাভ কোরে যথার্থ মোহান্ত (যাঁর মোহের অন্ত হয়েছে) পদের যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন সময়-নিষ্ঠা বা নিয়মানুবর্তিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন স্বল্পাহারী, মিতবাক্, ক্ষমাশীল, স্নেহ-পরায়ণ, —আর্ত ও দুর্গতের প্রতি তাঁর সমবেদনার অন্ত ছিল না, অথচ প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারীকে তাঁর দোষ-ত্রুটি, ভ্রম-প্রমাদের জন্যে তাঁকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা কোরতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের মতো শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর মধ্যেও যে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির চারটি ধারা এসে মিলিত

হয়েছিল, শ্রীগুরুচরণতলে' পাঠ কোরে সে কথা আমরা জানতে পারি। তাঁর মন্ত্রশিষ্য শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশকে তিনি বলেছেন—

'সাধারণতঃ সাধনার চারটি পথ দেখা যায়, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, প্রাণায়াম এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে যোগ শব্দটি জুড়ে দিয়ে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং ক্রিয়াযোগ বা প্রাণায়াম—যোগ বলা হয়। এরা কেউ নিরপেক্ষ নয়, অর্থাৎ শুধু জ্ঞান, শুধু কর্ম, শুধু ভক্তি বা শুধু ক্রিয়া কাউকে চরম সত্য পাইয়ে দেয় না।' (পৃঃ ৪৭৪)

বাস্তবিক, প্রাধান্য অনুসারেই কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি যোগের বিভাগ করা হয়েছে। শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ যৌগিক বিভূতি লাভ কোরলেও কখনো তা প্রকাশ কোরতেন না। তিনি সর্বদাই জিজ্ঞাসু শ্রোতাদের বলতেন—'এ যুগে ভক্তিযোগের পথই হচ্ছে প্রশস্ত পথ। উপযুক্ত গুরু ও উপযুক্ত শিষ্য না হলে যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর নয়। উপযুক্ত গুরুর অভাবে যোগসাধনা কোরতে গেলে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে অথবা বিভূতি লাভ কোরে সাধনার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে লালায়িত হতে পারে। একবার গুরুর নির্দেশ অমান্য কোরে কৌতূহলী শিষ্য ভক্তিপ্রকাশজী 'ঘেরণ্ড-সংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে যৌগিক প্রক্রিয়ার অভ্যাস কোরতে থাকেন। ইহার ফল হয় মারাত্মক। তিনি নানা জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েন। গুরুর সন্ধানী দৃষ্টির নিকট তিনি ধরা পড়ে যান। কোনো ঔষধেই যখন ভক্তিপ্রকাশজী ব্যাধিমুক্ত হতে পারেন নি, তখন তিনি তাঁর গুরুদেবকে 'জলপড়া' দেবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। আর এই মন্ত্রপূত জলপড়াই তাঁকে ব্যাধিমুক্ত করে।

সকলেই জানেন, অষ্টাঙ্গ যোগের একটি প্রধান অঙ্গ প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম কি ভাবে দোষসমূহকে দগ্ধ করে, শিষ্যের সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগুরুদেব বলেছেন—প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ু সংযত হলে বাত, পিত্ত, কফ শোধিত হয় এবং দেহ ব্যাধিমুক্ত হয়ে সাধনার সহায়ক হয়। কিন্তু দেহকে নীরোগ রাখাই তো যোগের প্রধান উদ্দেশ্য নয়—যোগের

লক্ষ্য হচ্ছে চিত্তবৃত্তি সমূহের একাগ্রতা। সাধন-পথে অগ্রসর হতে হতে যোগীরা নানা বিভূতি লাভ করেন কিন্তু এই বিভূতিলাভের পর অনেকের ভেতর মান-যশ-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগে, আর তখনই তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে স্বরোদয় শাস্ত্র-সম্পর্কেও গুরু-শিষ্যের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। (পবন-বিজয় স্বরোদয় দ্রষ্টব্য।) শ্রীগুরুদেব বলেন—স্বরোদয়ের জ্ঞান দ্বারা মানুষ বিভূতি লাভ কোরতে পারে কিন্তু পরমার্থ লাভ কোরতে পারে না। তাই শ্রীগুরুদেব স্পষ্ট ভাষায় শিষ্যকে বলছেন—

'তুমি স্বরোদয় জানবার জন্য সময় নষ্ট না কোরে যতটুকু সময় পাও, ততটুকু মন দিয়ে ভগবানের নাম নিতে চেষ্টা কর, তাতেই কল্যাণ হবে।' পৃ (৩৭৭)

একবার শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশজীর মনে হয়েছিল, মঠের নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকার পরেও তাঁকেই প্রধানত আগন্তুকদের সঙ্গে আলাপ করতে হয় আর এতে চিত্তবিক্ষেপ জন্মে, ধ্যান-জপেরও ব্যাঘাত হয়, অতএব তাঁর পক্ষে হয়তো মৌনব্রত অবলম্বন করাই কল্যাণকর। তিনি মনের এই দ্বন্দ্ব নিয়ে শ্রীগুরুর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে মৃদু ভৎ'সনা কোরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাইরে কথাবার্তা বন্ধ করলেই অন্তরে মৌনী হওয়া যায় না। 'যার মন সর্বদা আত্মচিন্তায় বা ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকে, অন্য চিন্তা তোলার অবকাশ পায় না, সেই মৌনী।' মহামানব যীশুও এই অর্থেই বলেছিলেন—'Enter into thine inner chamber and shut the door'.

শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী অনেক সময়ে কীভাবে সহজ দৃষ্টান্ত বা আখ্যায়িকার ভেতর দিয়ে অধ্যাত্ম জগতের নিগূঢ় সত্য সকল প্রকাশ করতেন, 'শ্রীগুরুচরণতলে' গ্রন্থে তার পরিচয় আছে। আবার তিনি যে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং স্বয়ং সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন, তাও আমরা এই গ্রন্থপাঠে জানতে পারি। শাস্ত্র-পাঠের নিয়ম, জপের কৌশল, মৃত্যুকে অতিক্রম করার উপায় প্রভৃতি

কত বিষয়ই না তিনি তাঁর শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছেন। দীর্ঘকাল সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে বাস করে ও তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণের ফলে তিনি ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি রিপুগণকে জয় করে ধীরে ধীরে সাধন-পথে অগ্রসর হয়েছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি মানব-চরিত্রের হীনতা, নীচতা, ক্রূরতা, মূঢ়তা যেমন প্রত্যক্ষ কোরেছেন, তেমনি আবার মহত্ত্ব-দেবত্ব-ধর্মোপলব্ধির জন্যে তাঁর ব্যাকুলতাও প্রত্যক্ষ কোরেছেন। তিনি শ্রীমৎ জ্যোতিঃপ্রকাশের গুরুভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোরেছেন এবং তার সঙ্গে তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রত্বের কথাও প্রকাশ কোরেছেন। আবার মানুষ যৌবনে বিষয়াসক্ত হলেও এবং অন্যায় ভাবে অর্থোপার্জন কোরলেও পরিণত বয়সে যথার্থ অনুতাপানলে দগ্ধ হতে পারে এবং তার অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হতে পারে, তারও দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছেন কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্যের মধ্যে। বাস্তবিক, ধর্ম সাধনায় সব চেয়ে বড়ো কথাই হচ্ছে 'মনে মুখে এক হওয়া যে কপটাচারী তার ভাগ্যে ঘটে 'মহতী বিনষ্টি',—এই কথাই শ্রীমৎ ভক্তি প্রকাশ শিক্ষা কোরেছেন তাঁর গুরুদেবের চরণতলে বসে।

আজকের এই প্রমত্ততা, ধর্মহীনতা ও আদর্শ ভ্রষ্টতার যুগে 'শ্রীগুরু-চরণতলে' গ্রন্থখানির বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব কোরছি। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গের' পার্শ্বে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানিও স্থান পাবার দাবী রাখে। আমরা প্রার্থনা করি, বাংলার ঘরে ঘরে গ্রন্থখানি বিরাজ করুক এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলুক।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১৩৪১, কার্তিক—আশ্বিন, ১৩৪২ (নভেম্বর, ১৯৩৪ – অক্টোবর, ১৯৩৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজ

আবির্ভাব	তিরোভাব
বঙ্গাব্দ—৭ই শ্রাবণ, ১২৮৪।	বঙ্গাব্দ—১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪।
খ্রীষ্টাব্দ—২১শে জুলাই, ১৮৭৭।	খ্রীষ্টাব্দ—৩০শে মে, ১৯৫৭।

শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

চেয়ারে বসা (১৯৪০ ডিসেম্বর)

শ্রীগুরুচরণতলে

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[নিয়তি নিয়ন্ত্রী]

বাংলা ১৩৪১ সাল, কার্তিক মাস, ইং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষ। ৺দুর্গাপূজার পর দেশ থেকে এসেছি, উঠেছি আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে। সংসারে দাদা ও ছোট বোন ছাড়া আপনার বলতে সত্য সত্যই কেউ নাই, অন্যেরা যাঁরা আছেন, তাঁরা থেকেও না থাকার সমান। কারণ, সংসারে "আমার নেই তোমার আছে এস ব'সে খাই, তোমার নেই আমার আছে কোথায় কিসের ভাই"—ইহাই তো রীতি দেখ্‌ছি। যাক্‌, দাদা বিবাহিত, বোনটিরও বিয়ে হয়ে গেছে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে। বাহিরের সাথী না থাকলেও যাদের সঙ্গে জন্মজন্মান্তর ধ'রে বন্ধুত্ব ক'রে এসেছি সেই বান্ধবরা—সেই ধর্মাধর্ম,—তার ফল পাপ-পুণ্য, তাদের চেলাচামুণ্ডা সুখ, দুঃখ, হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থ-ভালবাসা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ প্রভৃতি তো দেখ্‌ছি আমার চিরসাথী। তাদের সঙ্গে জন্মান্তরে লড়েছিলাম কিনা তা মনে নেই, কিন্তু এজন্মে দ্বিতীয়ভাগ প'ড়বার সময়ে যখন, 'সদা সত্যকথা বলিবে, কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না', 'কাহাকেও হিংসা করিবে না'। "প্রিয় আপনার প্রাণ ভাবহ যেমন নিজ প্রাণ প্রিয় ভাবে অপরে তেমন" 'ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিবে, তাঁর উপর নির্ভর করিবে'—প্রভৃতি প'ড়েছিলাম, তখন থেকে জীবনে এদের সাথী ক'রতে চেয়েছি, এদের বিরোধীদের থেকে দূরে থাক্‌তে চেয়েছি কিন্তু এঁদেরও সাথী কর্‌তে পারিনি, তাদেরও ত্যাগ কর্‌তে পারিনি। আজ জীবনের সায়াহ্নে এসেও সেই হাসি-কান্না, আশা-নিরাশার সঙ্গে লড়্‌তে

হচ্ছে হয়তো জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়্তে হবে। যাক্ যা বল্‌ছিলাম, হোষ্টেলে ছিলাম, ভাল সাথী পেয়েছিলাম; ছেলে নিতান্ত খারাপ ছিলাম না। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনেও আশা কুহকিনী আস্তানা গাড়্‌ল। খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়ি; সকালে-সন্ধ্যায় ভগবানকে একটু একটু ডাকি; এমন সময়ে হরিদ্বারের 'Young mens' Benevolent Society' থেকে ৪জন মহাত্মা এলেন হোষ্টেলে। অনেক সদুপদেশ দিলেন,—চরিত্র গঠনের কথা, আত্মার কথা, ভগবানের কথা বল্‌লেন। একটা chartও দিলেন ইচ্ছুক ছেলেদের—তাতে দৈনন্দিন কতকগুলি নিয়ম পালনের কথা ভগবানের নানা নামের তালিকা এবং যার যে নাম ভাল লাগে, তাই বেছে নিয়ে ভগবানকে ডাক্‌তে বল্‌লেন। ইহার আগেও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের (এখনকার বিধান সরণীতে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে মাঝে মাঝে উপাসনায় যোগ দিয়েছি, তাঁদের উপাসনার মন্ত্র "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবির্ম এধি" শুনেছি, আবার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মুখে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ক্লাশ আরম্ভের পূর্বে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াবার পর "Grant us truth, deliver us from passion, prejudice and poverty" শুনেছি; Hostel Libraryতে স্বামী বিবেকানন্দের বই-গুলি কিছু পড়েছি—সব মিলিয়ে সব গুলিয়ে দিয়েছে। "সংসার আশ্রম ভাল না বৈরাগ্য আশ্রম ভাল" "সংসার আশ্রমে প্রবেশ ক'রে অপর সাধারণের মত বিয়ে ক'রে ছেলেপুলেরবাবা হ'য়ে খেয়ে-দেয়ে আমোদ-আহ্লাদে জীবন কাটান ভাল? না 'আবিরাবিঃ' কে পাওয়ার জন্য জীবনপাত করা উচিত"? এই চিন্তায় মন মগ্ন। দাদা চান বিয়ে দেন, পাওনা অনেক, আমার মন চায় বন্ধন এড়াতে। সুতরাং দাদার সঙ্গে মনোমালিন্য, বাড়ী থেকে খবরাখবর একদম আসা বন্ধ, দূরে থাক্‌তে হবে, খেতে হবে, থাক্‌তে হবে, লজ্জানিবারণের জন্য বস্ত্রাদি সংগ্রহ ক'রতে হবে। অগত্যা Guardian tutor হয়েছিলাম আমি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে। 'পূজাবকাশে দেশে যাব না' ঠিক ক'রেছিলাম। কিন্তু

'নিয়তিঃ কেন ন নিবার্য্যতে'; নিয়তি তার বিধান চালাবেই। প্রথমে সংবাদ পেলাম "দাদার ছেলে হ'য়েই মারা গেছে। সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখ্‌লাম; অধিকন্তু লিখ্‌লাম—'আপনি তার কাছে ঋণী ছিলেন, সে ঋণশোধ ক'রে নিয়ে গেল, সে যদি ঋণী থাকতো আপনার কাছে, তবে বেঁচে থেকে আপনাকে সেবা ক'রে ঋণশোধ করতো। সংসারে আমরা এসেছি কাউকে কিছু দিতে, কারু কাছে কিছু নিতে। এই দেনা-পাওনা যখন শেষ হবে, আসক্তি কেটে যাবে। আর জন্ম হবে না। এই দেনা-পাওনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুখ-দুঃখ, মান-অপমান ঘাত-প্রতিঘাতের সংসারে এমনভাবে যাতায়াত ক'রতে হবে, শোক-তাপ পেতে হবে, সুতরাং যা গেছে, তাতো আর ফিরে আস্‌বে না; শোক না ক'রে নিজের নিত্যকার কাজ করে যান।" দেশে গেলাম না। প্রায় তিন মাস আছি; পরিবেশ ভাল লাগে না। ছেলেরা বাবা-জ্যেঠাকে মানে না. মুখের উপর অকথা-কুকথা বলে; এমন কি অশ্লীল কথাও কানে আসে। ছেলেটীকে পড়াই, নিজের ঘরে থাকি; খাবার সময়ে এক সঙ্গে হই। এমনিভাবেই দিন কাটে, এমন সময়ে আবার এক দুঃসংবাদ, বোনের ছোট ছেলেটা মারা গেছে। তার প্রথম বোল 'হরি' 'মা বা বাবা' নয়। সেজন্য তাকে খুব ভাল লাগত! তার উপর—মা যখন মারা যান, তখন বোনটা ছোট, আমারই সব সময়ের সাথী, সব স্নেহের ভাগিনী। তার এই শোকে সান্ত্বনা দিতে দেশে না গিয়ে পারা গেল না। দেশে গেলাম! আর এক ভূত চাপ্‌লো ঘাড়ে। যখন কাছে থাকা যায় তখন বোধহয় ভালবাসার মাপ হয় না; দূরে গেলে বা দূর থেকে এলে বোধহয় পূর্ব পরিচিতরা আরও স্নেহ করেন, ছোটরা শ্রদ্ধা করে অথবা আগে ধরা পড়তো না, এখন দূর থেকে দেখ্‌তে গিয়ে ধরা প'ড়েছে। যা হোক, গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা দল গড়্‌লাম। তারা গ্রামের গরীবদের সাহায্য ক'রবে, জঙ্গল কাট্‌বে, রাস্তাঘাট চলাচলের উপযোগী যাতে থাকে, তাতে দৃষ্টি রা'খবে। পানাপুকুরের পানা তুলবে, গ্রামে বিবাহাদির সময়ে বিনাজুলুমে টাকাকড়ি সংগ্রহ ক'রবে; ধনীদের

কাছ থেকে মাসে মাসে চাঁদা আদায় ক'রে একটি ফাণ্ড তৈরী ক'রবে, তা থেকে জাতিবর্ণনির্বিশেষে গ্রামের দরিদ্র মেধাবী ছেলেদের উচ্চশিক্ষার জন্য সাহায্য ক'রবে—এইরূপ উদ্দেশ্যাবলী কাজে পরিণত করার জন্য একটা সমিতি গঠন করা গেল। গ্রামের সমাজ বড় খারাপ; বড় পরশ্রীকাতর। আর গুণ না থাক্‌লেও সবাই তাকে মান-সম্মান দিক্—এই ভাব বড্ড বেশী। তাই গড়্‌তে কয়দিন বেশ দেরী হয়ে গেল; যে কয়দিন ছুটি নিয়ে গিয়েছিলাম তার তিন দিন পরে এসেছি; সবে Suitcaseটা বেঞ্চের উপর রেখেছি। অমনি বৃদ্ধ বল্‌লেন, "আমাদের আর Tutorএর দরকার নাই। (একেবারে পত্রপাঠ বিদায় দিতে চান আর কি?) অর্থাৎ বল্‌তে চান 'তুমি চলে যাও। এখানে আর থাকা হবে না'। মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন তার মান-ইজ্জত কিছুই থাকে না। রাখাও সম্ভব নয়। গৃহস্থের নীতি "যাক্ প্রাণ রোক মান"—এ নীতি ও অচল। কেননা আত্মহত্যা মহাপাপ, ধুঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে আগুনে পুড়ে ম'রতে হয়। প্রারব্ধ সম্পূর্ণ শেষ করে গেলে, আর ক্রিয়মাণ না বাড়ালে, জন্মপ্রবাহ কমে যায়। আত্মহত্যা-রূপ ক্রিয়মাণের জন্য আবার আত্মহত্যোপযোগী কর্ম জোটে। কর্মের শেষ থাকে না। মনে মনে ভাব্‌লাম—ধৈর্য ধরাই উচিত। তার উপর আমার পকেটে মাত্র ১।০ (পাঁচ সিকা)। কয় বেলা খাওয়া চল্‌তে পারে। কিন্তু শোওয়া থাকা? রাস্তায় তো আর থাক্‌তে পারি না. তখন মনের অবস্থাও তেমন নয়, তার উপর শিক্ষার অভিমান। ভদ্রতার ভূত ঘাড়ে চেপেছে, তাই বল্‌তে হবে 'কিল খেয়ে কিল চুরি করলাম' বল্‌লাম—"কোন চিঠি দিলেন না কেন? আমার ঠিকানাতো আপনাদের অজানা ছিল না। লিখ্‌লে পারতেন, অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা ক'রে কলিকাতায় এস. এখানে জায়গা হবে না। আমি আসতামই না আপনাদের বাসায়. অন্য ব্যবস্থা করে আস্‌তাম। এখন আমি তৈরী হয়ে আসিনি। সামান্য মাত্র ১।০ আমার পকেটে আছে, এখন আমি কি ক'রতে পারি? যে কয়দিন অন্য ব্যবস্থা না ক'রতে পারি, সে কয়দিন থাক্‌তে দিতে হবে।" তাঁরা না ক'রলেন না, আমিও

জামাকাপড় ছেড়ে ফেল্‌লাম। ঝোঁকের মাথায় এতগুলো কথা বললেও পরক্ষণে মনে গ্লানি উপস্থিত হল।" কেন বললাম ? রাস্তায় তো কতজন শুয়ে থাকে, City College-এর বারান্দায় তো কতজন রাত কাটায়, সেখানে থাকা যেত। বন্ধুও তো অনেক আছে, তাদের বাসায় Suitcaseটা রেখে দিনমানে গোলদীঘিতে, পার্কে কাটিয়ে হোটেলে খেয়ে দিন কেটে যেত ? অপরাধ আর কি ক'রেছি—তিন দিন মাত্র দেরী হ'য়েছে, দেশে গেলে এমন হয়। বিশেষ ক'রে এখন পূজাবকাশ, স্কুল বন্ধ। দু' দিনে Make up ক'রে দিতে পারতাম। তবু পত্রপাঠ বিদায় দিবার চেষ্টা, লঘুপাপে গুরু দণ্ড; দেশে দাদার দরজা বন্ধ—আমি দাদার নির্দেশে সাড়া দিই নি ব'লে। সহজে সংসারে আবদ্ধ হতে চাই নি। সংসারের চারিদিক দেখে' ভয়ে মন আৎকে উঠে। সংসারীদের শোক-তাপ, দুঃখ-দারিদ্র্য, হিংসা-হিংসী, অশান্তির দাবদাহ দেখে' ভয় হয়। যদি সংসারকূপে পড়ি, তবে তো আমাকেও ওদের মত নিত্য নিরন্তর দুঃখতাপে জর্জরিত হ'তে হ'বে। আবার সদানন্দ সাধুদেরও দেখেছি, কিন্তু সে আনন্দের অধিকারী হ'তে হ'লে যে ত্যাগ-সংযম বিবেক-বৈরাগ্য দরকার, তা আমার কই ? শাস্ত্রে বলে "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্‌" (সহসা কোন কাজ করা উচিত নয়) তবে নিজকে একটু বাজিয়ে নিচ্ছিলাম ; সাধু হবার জন্য যা যা দরকার, তা অভ্যাস ক'রে আয়ত্তে আনার চেষ্টার জন্য সময় নিচ্ছিলাম। এটা কি আমার অপরাধ ? সর্বতোভাবে স্বীয় অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে দিয়ে গৃহীদের গোলাম হওয়াই কি সর্বজনবরেণ্য পথ ! না, এটাএকটা কঠিন পরীক্ষা ? এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারি কি না—তা দেখা ভগবানের ইচ্ছা ? তাও বা ভাবি কেন ? তিনি তো সর্বদর্শী। ত্রিকালজ্ঞ, আমার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সবই জানেন, আমি না জান্‌তে পারি, তবে মহাজন-দের চলা পথেই চলা ভাল, দেখি, নিয়তি কোথায় নিয়ে যায়।" এইরূপ নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে Bathroomএ যেয়ে স্নান ক'রে কাপড় ছেড়ে দশ মিনিটের জন্য আসনে ব'সলাম—এটুকু সেই সাধুদের কৃপা। ভগবানের নামে মন বস'ল না। মন ভয়ানক চঞ্চল ; ভীষণ

অপমানিত বোধ ক'রছি ; জীবনে কখনও কেহ ন.' বললে, "হাঁ" করাবার জন্য বলিনি। এমন কি যতদূর মনে পড়ে, মা বাবার কাছেও কোনও জিনিস আবদার করে চাই নি, চাইবার আগেই পেয়ে যেতাম, চাওয়ার দরকারও হোত না। আর আজ যুবক আমি, শিক্ষিত আমি, ভাল ছেলে আমি, আমাকে 'দূর' বললেন, তবুও থাকবার জন্য জেদ করলাম ? শুধু মনে হতে লাগল—কতক্ষণে এখান থেকে অন্যত্র যাব ; কে আশ্রয় দেবে ? কে আশ্বাস দেবে ? কালই রাত পোহালে আমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" এইসব চিন্তায় হৃদয় তোলপাড় করতে লাগল। অগত্যা আসন থেকে উঠে প'ড়লাম! গেলাম বেচুচ্যাটার্জী স্ট্রীটে ও ঝামা পুকুরে দুই বন্ধুর বাসায়। কিন্তু কোনও সুরাহা হোল না, তবে তাঁরা নিরাশ ক'রলেন না। একজন ব'ললেন—'চেষ্টা ক'রবো, পরশু আসবেন', একজন বল'লেন —'বাবু বাড়ী নাই, বাসায় একজন মাষ্টারের দরকার। আপনি হ'লে খুব ভাল হয়। তবে বাবু শীঘ্রই, হয়ত কালই আসবেন।' আশায়-নিরাশায় ফিরলাম রাত্রি ১০টায়। দাদু একটুও বিরক্ত হ'লেন না। বুঝেছেন বোধহয় আমার সঙ্গে ওরূপ ব্যবহারটা করা উচিত হয় নি। হাজার হোক, যুবা বয়স, মান-ইজ্জত, আত্মসম্মানবোধ যুবাদের একটু বেশী। আসার সঙ্গে সঙ্গে খাবার দিতে ব'ললেন। খেতে ব'সে চোখে জল এল, কিন্তু উপায় নাই, কালই হয়ত অন্যত্র চ'লে যেতে হ'বে, হাতে পয়সা ১।০, ধার কে দেবে ? বাড়ী থেকে টাকা এলেও ৭ দিন দেরী ; যদিও আসার সম্ভাবনা কম ; সে দ্বার বন্ধ, অগত্যা চোখ কান বুঁজে খেয়ে নিলাম, খিদেও খুব পেয়েছিল। খেয়ে শুয়ে প'ড়লাম।

[ঠাকুরের কাছে অনুযোগ]

শুবার সময় বললাম "ঠাকুর! জগতে যাঁকে পিতৃরূপে পাঠিয়েছিলে, তাঁকে তো অকালেই (আমার মাত্র ১০ বৎসর বয়সে) কাছে ডেকে নিয়েছিলে, সেই থেকে তো একবার এপাশ একবার সে পাশ করাচ্ছ জলের টোপাপানার মত ; ঢেউয়ের খেয়ালখুশিতে

একবার এঘাট একবার অন্যঘাটে চল্‌ছি, যেমন চালাচ্ছ, তেমনিই চল্‌ছি ; আমার ইচ্ছাতে তো কিছুই হয়নি, হচ্ছেনা এবং ভবিষ্যতেও যে হবে, সে বিশ্বাস নাই। আবার কোথায় নিয়ে যাবে, কোথায় আমার তরী ভিড়্‌বে ? কুল কি পাব না ? না, এমনি ক'রেই দিনের পর দিন ঘাটে ঘাটে ঘুরব ?"

[ডাকে সাড়া]

অন্তর্যামী বোধ হয় আমার কথা শুন্‌লেন। বর্ষার পরে পাড়া গাঁয়ের রাস্তা জল কাদায় ভরা। আস্‌বার সময় হাঁটা পথে আস্‌তে বেশ কষ্ট হয়েছিল। তারপর বাসে ট্রেনে ধাক্কাধাক্কিতে বেশ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হই, তারপর "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ে"র মত বাসায় পৌঁছে স্যুট্‌কেশ নামাতেই বিদায় সম্বর্ধনায় দারুণ মানসিক অবসাদ ; এ সময়ে গভীর নিদ্রাই একমাত্র কিছুক্ষণের জন্য শান্তি দিতে পারে। তাই ঠাকুরই ঘুমপাড়ানী মাসীরূপে হাজির হয়ে আমার অন্তর ও চক্ষু আশ্রয় ক'রলেন ; শুতে না শুতে গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলাম। রাত্রি তখন ২টা, দেওয়াল ঘড়ি তাইই জানিয়ে দিল। নবেম্বর মাস, স্বপ্ন দেখ্‌লাম, ঘুম ভেঙ্গে গেল। "একজন সৌম্য শান্ত গৌরবর্ণ আনন্দময়

[স্বপ্ন কি সত্য হয় ?]

বিরাট পুরুষ আমাকে বল্‌ছেন "ভাব ছিস্‌ কেন ? তোর পথ খোলা, তোর পিছু দিক্‌ সব গুঁড়িয়ে দিয়েছি, সামনে এগিয়ে যা, তোর জায়গা ঠিক্‌ আছে. তুই নিমাইর কাছে যা, সব ঠিক আছে।" দুই একবার ভাব্‌লাম, নিমাই কে ? কোন্‌ নিমাই ? কিন্তু শরীরের ক্লান্তি তখনও সম্পূর্ণ যায়নি ; আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। ঘুম ভাঙ্গল ভোর ৫টায় ; স্বপ্নের কথা একদম ভুলে গেছি। উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রাতঃস্নান সেরে অভ্যাসমত একটু ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে বেরিয়ে প'ড়লাম। সন্ধ্যার প্রসঙ্গ মনে হ'তে কতক্ষণে ঐ বাসা ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাব—এই চিন্তায় মন

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। গেলাম রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে, সেখানে এক বন্ধু থাক্‌তেন, যদি তাঁর ওখানে একটা Seat পাওয়া যায়। কিন্তু দৈব যখন প্রতিকূল, তখন পোড়া মাছও জীয়ন্ত হ'য়ে জলে চ'লে যায়। অভাগা যেখানে যায়, সাগরও শুকায়।" অথবা কোনও অদৃশ্য হস্ত পিছন থেকে কল টিপ্‌ছিল, বুঝিয়ে দিচ্ছিল "আমার অহঙ্কারের কোনোও মূল্য নাই। অহঙ্কার আশ্রয় ক'রলে কিছুই হয় না। যে শরণাগত হয়, যে অনুগত হ'য়ে ভগবদিচ্ছার উপর নিজেকে সঁপে দিতে পারে, তারই শুভ হয়, করুণাময়ের আশ্রয় নিলে প্রিয়জনের সন্ধান মিলে।" ওখানে Seat খালি নাই, সবই ভর্ত্তি Seat মিল্‌ল না। হতাশায়, ক্ষোভে, লজ্জায় মর্ম্মে মর্ম্মে দুঃসহ জ্বালা বোধ ক'রছি, পা যেন চল্‌ছে না, বাসায় ফিরবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু যাব কোথায়? অল্প পয়সায় হোটেলে খাবার মিলে, কিন্তু শোবার জায়গা তো সঙ্গে সঙ্গে মেলে না! বেলা প্রায় ন'টা। অগত্যা সেই বাসার দিকে পা বাড়ালাম, যেখানে শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় পৌঁছানমাত্র 'সাফ্‌ বিদায়বাণী শোনাসত্ত্বেও রাত্রি কাটিয়েছি। কর্ণওয়ালিশ্‌ ষ্ট্রীট্‌ (বর্ত্তমান বিধান সরণি) দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে এসে একসময়ে শঙ্করঘোষ লেনে ঢুক্‌লাম; সামনেই বিদ্যাসাগর কলেজ। চোখে প'ড়তেই কত পুরাতন স্মৃতি মনে জেগে উঠল। চার বৎসর সেখানে পড়েছি; কত স্মৃতি; অধ্যাপক মহাশয়দের ছাত্র বাৎসল্যের কথা, আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য, আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার বর্ধনের জন্য তাঁদের চেষ্টার কথা, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের অর্থ দিয়ে, পুস্তক দিয়ে সাহায্যের কথা, আবার কোন কোন ছাত্রের প্রতি অধ্যাপক বিশেষের অধিক বাৎসল্য, কোন কোনও ছাত্রের প্রাপ্য না পাওয়ারও কথা মনে পড়ল, কতক্ষণ বাস্তব ছেড়ে কল্পনার স্মৃতিতে ডুবেছিলাম এখন ঠিক মনে নাই। বাসায় ফেরার তাগিদ্‌ নাই, পাও যেন চল্‌ছে না; আস্তে আস্তে এগুচ্ছি শম্বুকগতিতে। এমনিভাবে চল্‌তে চল্‌তে এক সময়ে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে ঢুক্‌লাম। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা স'রে গেল। মনের উপর থেকে ঘন অন্ধকারের পর্দা উঠ্‌তেই রাত্রির স্বপ্নের কথা মনে পড়ে

গেল ; সহপাঠী নিমাইর[১] মূর্তি চোখের সামনে। বেলা ৯৷-১০টা তখন হবে। আস্তে আস্তে বাহির মীর্জাপুর পার্কের পূবের দিকে নিমাইয়ের বাড়ীর সামনে হাজির হলাম।

নিমাইয়ের বাবা বাহিরের ঘরে ছিলেন, তাঁকে নমস্কার ক'রে নিমাই এর কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে যেন একটু বিরক্ত হ'লেন ব'ললেন "কেন? কি দরকার? সে বাড়ী নাই"। কিন্তু পরক্ষণে নিমাই'র কণ্ঠস্বর শুনে ব'ললাম—ঐতো নিমাই দোতলায় আছে। হয়তো তিনি জানতেন না, অথবা বাইরের ছেলেদের সঙ্গে ছেলের বেশী মেলামেশা পছন্দ করতেন না, কিংবা তিনি আমাকেই সন্দেহ ক'রতেন, তাই বিদায় ক'রতে চাইলেন, অথবা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বিধি যার ডাক শুনেছেন তিনি যাঁর অনুকূল, তার কি কেহ প্রতিকূলতা ক'রে ঠেকাতে পারে? আমি জ্ঞানতঃ কোনও অন্যায় করি না, করিওনি এযাবৎ। বাল্যে মাতা-পিতৃহারা ভগ্নীর স্নেহের দুলালের মৃত্যু উপলক্ষ্য ক'রে দেশে যাওয়া, তার পর গ্রামের লোকের একটু সুবিধার জন্য সভা সমিতি ক'রে ছেলেদের নিয়ে একটী গ্রামসেবক দল গঠন ক'রে, তাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিতে, হাতে কলমে ক'রে কিছু শিখিয়ে দিয়ে আস্‌তে যা তিন দিন দেরী ক'রেছি তাতেই অপমান! ধূলপায় বিদায়ের ঘণ্টা। যা হোক—নিমাই আমাকে পার্কে বেঞ্চিতে বস্‌তে ব'লে ঘরে ঢুকে গেল—বোধ হয় মাকে কিছু বল্‌তে। ৫।৭ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হ'ল। 'ব'ললে "কি

১। [নিমাই ডাকনাম, পোষাকী নাম প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ; পিতা রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবার পিসতুতভাই কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন মিণ্টো প্রফেসর ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিমাইয়ের সঙ্গে দু' বছর একসঙ্গে প'ড়েছিলাম। আগে কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে থাকৃত ? তখন ওদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যেতাম, ওর বাবা মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য, নিমাই 3rd Class থেকে অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস মহারাজের আশ্রিত। (আগে জানতাম না এখন জেনেছি।)]

ব্যাপার! বহুদিন পরে, একেবারে ভুলে গেছ? চোখের আড়াল হ'লেই মনের আড়াল হয়' ইহাই দেখ্‌ছি সত্যি।" বল্লাম—"তোমার কথা কি ভুলতে পারি? কলেজ জীবনে সেই প্রথমে তোমার সঙ্গে পরিচয়, তখনই মনে হ'য়েছিল—তোমার সঙ্গে বহু জন্মের পরিচয়।" তারপর বর্ত্তমান পরিস্থিতি শুনে ব'ললে—"চল তোমার জায়গা ঠিক আছে। একজন সাধুর কাছে তোমাকে নিয়ে যাই।

[মঠের পথে]

নিমাই আগে, আমি পিছনে, বাহির মীর্জাপুর পার্ক হ'তে রঘুনাথ চাটার্জী ষ্ট্রীটে পড়্‌লাম। নিমাই বল্‌তে বল্‌তে চল্‌ছে, আমি কখনও চুপ করে শুন্‌ছি, কখনও বা ২।১টী কথার উত্তর দিচ্ছি। ব'ললে সাধুর সম্বন্ধে তোমার ধারণা—সাধু জটাজুটধারী, কপালে রক্তচন্দনের তিলক, চক্ষু রক্তবর্ণ, কৌপীনমাত্র সম্বল অথবা একেবারে উলঙ্গ হবেন, তা হ'লে তুমি ঠক্‌বে। আমার গুরুদেবকে (স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী) তো দেখেছ, তিনি তবুও গৈরিক কাপড় পরেন, তাঁর লম্বা দাড়ি, মাথায় চুলও লম্বা, ইনি সেরূপও নন। দেখ্‌লে মনে হ'বে অতীব গরীব গৃহস্থ, শাদা থান কাপড় পরনে, একটা শাদা চাদর কাঁধে, মাথায় চুল অত্যন্ত ছোট ক'রে কাটা, পরিচয় না থাক্‌লে অতি সাধারণ মানুষ ব'লে মনে হয়, কথাবার্ত্তাও অতি সংক্ষিপ্ত, সরল। অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে প্রথমে পরিচয় কর্‌তে হলে, সাধারণতঃ সর্ব্বাগ্রে নমস্কার জানাতে হয়। আর সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে? প্রথমে প্রণাম ক'রে পদধূলি নিতে হয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে—বিনয়ের সঙ্গে কথা বল্‌তে হয়, যেন কোনও প্রকারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ না পায়।"

আমি—শ্রদ্ধা কি জোর ক'রে হয়? না জোর ক'রে কেউ আদায় ক'রতে পারেন? সেতো অন্তরের জিনিষ। মনে শ্রদ্ধা না জাগ্‌লেও বাইরে শ্রদ্ধার ভাব দেখান—সেতো প্রতারণা মাত্র, তবে বয়োবৃদ্ধকে দে'খলে তাঁকে যে নমস্কার জানান হয় সেতো শিষ্টাচার মাত্র। যিনি সত্যই শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য তিনি সামনে উপস্থিত হ'লেই বা তাঁর কাছে

গেলেই, বাহিরে শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ না ক'রলেও মন ও মাথা আপনা-আপনিই নত হ'য়ে আসে, কাউকে ব'লে দিতে হয় না। অবশ্য একেবারে অজ্ঞ বালককে প্রণাম করতে ব'লতে হয়, সেখানেও সে গুরুজনের (বাবা-মা বা দাদা-দিদির) আদেশ পালন করে মাত্র, শ্রদ্ধা তার জাগেও না, সে শ্রদ্ধা জানায়ও না ; কারণ, তখন তার সে বুদ্ধির উন্মেষ হয় না। আমি তো একেবারে বালক নই। তবে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, তিনি তোমার খুবই পরিচিত নিশ্চয়ই ; যদি শ্রদ্ধা নাও জাগে, শিষ্টাচার ও তোমার খাতিরে আর বিশেষ ক'রে কার্যোদ্ধারের জন্য, নিশ্চয়ই যতটুকু সম্ভব, ততটুকু শ্রদ্ধা দেখাবই।"

[মঠের পরিবেশ]

এইরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল, ইতোমধ্যে আমরা বর্তমান মঠবাটীর পূব পাশে উত্তর দিকের দরজার পাশে পৌঁছিয়ে গেছি। দেখ্‌লাম নিমাই মঠপ্রাঙ্গণে প্রবেশের পূর্বে প্রবেশ দরজায় প্রণাম কোর্‌লে, দরজার ধূলি নিয়ে মাথায় দিলে। ভাবলুম এ সব বড় বাড়াবাড়ি। সাধুর কাছে যাচ্ছি, সাধুকে নয় প্রণাম করা যেতে পারে, উচিতও। তাঁর পদধূলি মস্তকে ধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু যে বাড়ীতে সাধু থাকেন, তিনি যেখানে চলাফেরা করেন, যেখানে তাঁর শিষ্যভক্তরা আসেন তাহাও পবিত্র, তাহাও প্রণম্য ? এ কিরূপ ভক্তি ? মুখে কিছু ব'ললাম না। কিন্তু সদর দরজা পার হ'য়ে মঠপ্রাঙ্গণে (Compund এ) পা দিতেই মনে হ'ল যেন সব জ্বালা হতে মুক্ত হ'লাম, মনের সব রকম গ্লানি ক্ষণেকের মধ্যে তিরোহিত হল ; একটা অব্যক্ত আনন্দে হৃদয় ভ'রে গেল, মনে হল বড়ই শান্তির স্থান বড় পবিত্র মনোরম স্থান। অনেকদিন কলকাতায় আছি, এমন সুন্দর পরিবেশ কোথাও চোখে পড়েনি, কলকাতার মধ্যস্থলে নিবিড় অরণ্যে পর্বত গুহার ন্যায় এমন স্থান থাক্‌তে পারে, ভাবিওনি কোন দিন। এক সময়ে Hostel থেকে Picnic কর্‌তে হাওড়া শিবপুরে Botanical Garden-এ গিয়েছিলাম ; Hostelএর ছেলেরা বাঁধা ধরার গণ্ডীর বাহিরে যেতে পেরে

নানা প্রকার আমোদ-আহ্লাদে মত্ত, কেহ বা রান্নাবাড়ার তদারকিতে ব্যস্ত, আবার কেহ কেহ নানাবিধ কৃষ্টি নষ্টি নিয়ে ব্যস্ত; পাড়া গাঁয়ের ছেলে, হৈ হুল্লোড় ভাল লাগতো না, তার উপর ছেলেদের ঠাট্টা তামাসা? তাই দলবল ছেড়ে ঝুলনোদ্যান পেরিয়ে একটু নির্জনে জলের ধারে ব'সে-ছিলাম, পরিবেশটী নির্জন ও শান্ত ছিল, কিছুক্ষণের জন্য মন সব ভুলে গিয়েছিল, কোন্ অজানা দেশে নিয়ে গিয়েছিল; সে স্মৃতি মাঝে মাঝে উঁকি দিত; সেটি ছিল সহর থেকে দূরে আর আজকের এ পরিবেশ? এ যেন এজগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা স্থান। সহরের কেন্দ্রস্থলে থেকেও সহর হ'তে দূরে-সুদূরে নির্জন পর্বতের মধ্যে এক নিভৃত স্থান। তখনও আপার সারকুলার রোডে (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে) ট্রাম লাইন পাতা হয়নি, বাসের সংখ্যাও ছিল কম, ট্যাক্সি চলত কম, ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সার প্রচলন ছিল বেশী। তবুও এখনকার অর্থাৎ এই '৯৭৬ সালের মত নয়ই। তবে কলিকাতার ময়লা জমা হোত এই সার্কুলার রোডের ধারে এবং ট্রেণে করে ঐ ময়লা ধাপার মাঠে নিয়ে যেত! ময়লার দুর্গন্ধ কখন কখন আশ্রমের পবিত্র পরিবেশকেও কলুষিত ক'রত। মঠের প্রবেশ পথের দুধারে সারি সারি Palm গাছ। বিদেশী ফুলের গাছ, মন্দিরের চারিপাশে নানাবিধ ফুলের ও Palm গাছের টব, একটা ছোট বেল গাছ, গন্ধরাজ ও গুলঞ্চ গাছ, একটা নিম গাছ, ঝাউ গাছ, লকেট গাছ, দক্ষিণ পাশে কাঁঠাল গাছ; মঠ বাটীর পুব পাশে টিনের বেড়া; তার ভেতরে প্রমথ চাটুজ্জের মটর মেরামতের কারখানা দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দরমার বেড়া। তখন একটী মন্দির; তার দক্ষিণ পাশে ২টী জবাফুলের গাছ। বর্তমান ছাত্রা-বাসের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী নারকোল গাছ ও একটী জবা ফুলের গাছ। মন্দিরটী পরমারাধ্য ঠাকুর মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত; মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর নগেন্দ্রনাথের ধ্যানমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, বেদীর উপর উত্তর পাশে নারায়ণ শিলা।

[মঠে সাধু দর্শন]

মঠের প্রবেশমুখে ঘণ্টাধ্বনি কানে গেল ; নিমাই বল্‌লে "মহারাজ পূজো ক'রছেন বোধ হয়।" আগে শুনেছি "একজন সাধুর কাছে, নিয়ে যাচ্ছি, এখন শুন্‌লাম 'মহারাজ'। মনে মনে ঠিক করলাম" যিনিই সাধু, তিনিই বোধ হয় মহারাজ। পাড়া গাঁয়ের ছেলে। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিনি, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিনি, তাঁদের কি ব'লে সম্বোধন ক'রতে হয়, কি ভাবে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে হয় তাও জানি না। ছোট বেলা গল্প শুনেছি, সাধুরা জটাজুটধারী, ভস্ম মাখেন, হাতে চিমটা থাকে, সামনে যেতে নাই, পিছন থেকে প্রণাম করতে হয়, সামনে গেলে ভস্ম করে দেন। Hostelএ সাধুরা এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিনি, কথাও বলিনি, তাঁদের Superintendent মহাশয় 'মহারাজ' বলেছিলেন কি 'স্বামীজী' ব'লেছিলেন তাও মনে নাই। যা হোক একে নির্জন, তার উপর আরও নিস্তব্ধতার পালা, একটা আলপিন্ প'ড়লেও যেন তার শব্দ কানে যায়। নিমাই মুখে ওষ্ঠে আঙুল দিয়ে ইসারা ক'রলে আর Speakটি Not : অর্থাৎ কোনও শব্দ করো না। নিমাই অতি সন্তর্পণে মন্দিরের সামনে উপস্থিত হোল এবং আমিও নিঃশব্দে তার অনুসরণ ক'রলাম। উপস্থিত হ'য়েই অতি ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে নিমাই প্রণাম করলে আমিও দেখাদেখি প্রণাম ক'রলাম। ইতোমধ্যে পূজা শেষ হয়েছে, সাধুজী মন্দির থেকে বাইরে আস্‌বার উপক্রম ক'রছেন, নিমাই দেখামাত্রই গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রলে দেখামাত্রই আমার মাথাও আপনিই নত হয়ে চরণে লুণ্ঠিত হল। নবেম্বর মাস, সাধুজীর মুখে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, শরীরের রঙ্ কাঁচা হলুদের মত ; পরণে সিল্কের কাপড়, কাঁধে সিল্কের চাদর, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, মাথায় চুল অল্প, তাও ছোট ছোট ক'রে কাটা। হাতের চেটো, পায়ের তলায় যেন আলতা মাখান, চোখে অতি উজ্জ্বল চাহনি, চাহনি যেন অন্তর্ভেদী ; সে দৃষ্টির বাইরে কিছুই থাক্‌বার নয়, সব সেখানে ধরা প'ড়ে আছে, তাঁর দৃষ্টির সামনে সবই উন্মুক্ত ; প্রশস্ত ললাট, ললাটে সদ্য পূজার চন্দনের তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষের

জপের মালা ; সব মিলিয়ে যেন বাঞ্ছিত দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্তি ; দেবতা যেন রূপ ধ'রে সামনে হাজির হ'য়েছেন। কেহ হয়তো মনে করতে পারেনআমি গদ্য কবিতা লিখ্‌ছি, তা কিন্তু আদৌ নয়, সেরূপের বর্ণনা, সে ভাবের প্রকাশ আমার মত অর্বাচীনের কলমে প্রকাশ্য নয়, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই এমনি ব'লতে বাধ্য হবেন, তাঁরাও অবাক্ হ'য়েছেন। আর তাঁর কথা যাঁরা শুনেছেন, তাঁর সঙ্গে ব্যবহার যাঁরা ক'রেছেন, তাঁরা ধন্য হ'য়েছেন, অবাক্‌ও হ'য়েছেন।

[আপন জন]

আমি যেন বহু খোঁজাখুঁজির পর, বহু জন্মের পর আপনার জনকে পেলাম। কোন বিচার জাগ্‌ল না, কোন চিন্তাও উঠ্‌ল না, দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনপ্রাণ সব তাঁকে সঁপে দিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিলনা, আজও এখনও কোন কথা তাঁর সঙ্গে হয়নি ; আমি চাইলেও তিনি না চাইতে পারেন, আমি দিলে ও তিনি না নিতে পারেন—প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারেন--এসব কিছুই মনে এল না, কেবলই মনে হ'তে লাগল "তিনি আমার অতি আপনার জন, আমি তাঁর কেনা দাস, তিনি দয়া ক'রে গ্রহণ ক'রলে আমি কৃতার্থ হব।" এরূপভাবে মনের সঙ্গে খেল্‌ছিলাম, স্থান কাল-পাত্র ভুলে, কতক্ষণ তা মনে নাই। হঠাৎ কানে গেল "এছেলেটী কোথায় থাকে ? একে কোথায় পেলে ?" গলার স্বর অতি মিষ্ট, মুখে মৃদু হাসি, বাক্য স্নেহভরা।

নিমাই—"আমরা এক সঙ্গে প'ড়তাম ; প'ড়তে প'ড়তে বহু ছেলের মধ্যে এর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হ'য়েছিল, একে ভাল লেগেছিল—বন্ধু মনে হ'য়েছিল তারপর কিছুদিন ছাড়াছাড়ির পর আবার মিলন। ছেলেটী আশ্রয় খুঁজছে, আশ্রয় চায়। কাল নাকি শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে—আমি ওকে আশ্রয়ের সন্ধান দিতে পারি; আমার কাছে এলে ওর আশ্রয় মিলবে।" তা বাহির মীর্জাপুর পার্কে বেঞ্চের উপর ব'সে কথা ব'লতে ব'লতে হঠাৎ আপনার কথা মনে হোল,

মনে হ'ল এমন আশ্রয় তো দুর্লভ। একে এমন সুন্দর পরিবেশ, তার উপর আপনি স্বয়ং এর কর্ণধার ; ওর আহার ওষুধ দুইই হবে ; ওর ইহকাল-পরকালের-পরম কল্যাণ হবে। তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।"

সাধুজী—"মঠের মধ্যে আমি ফজিনা চাকরটিকে সঙ্গে নিয়ে থাকি, আমি দোতলায় থাকি আর ফজিনা রাস্তার দিকে সেই সভা ঘরে থাকে ; এদিকে কেউ থাকে না ; জনমানব শূন্য ; এত বড় বাড়ীতে নীচ তলায় একাকী থাক্‌তে পার্‌বে ? ভয় ক'রবে না ? এই দেখ, এই ঘরে (এখন যেঘরে ছাত্রেরা থাকে) আর কেহই নাই, আর কেহই থাকে না, একা একা থাক্‌তে পারবে ?" ব'লে ঘর দেখালেন। আরও ব'ললেন "খুব ভয় হবে হয়তো, তা ভয় কি ? আমি তো দোতলায় ঐ জানালার কাছেই থাকি, ঠাকুর আছেন, আমি আছি, এখানে নিত্য ভগবানের নাম হয়, নিত্য মন্দিরে আরতি হয়, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে সুতরাং ভূতের ভয় নাই। আর চোরের ভয় ? আমাদের ঘরে তো ধনদৌলত মণিমাণিক্য নাই, আমরা কাঙ্গাল। তবে হ্যাঁ, আর এক প্রকার চোর আছে, ঠাকুরচুরিকরা চোর, মনচুরিকরা চোর ; তা সে চোর তো আর রাত্রিতে চুরি ক'রতে আসে না, সেরূপ চোর হ'তে হ'লে দিনরাত্রির সাধনা চাই, জগতের সকল ছেড়ে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা দিয়ে তাঁর সেবায় লেগে যেতে পারলে, তাঁকে চুরি করতে পারে, সেই চোর কোটিতে হয়তো একটী হয়।" তাঁর কথা শুনছিলাম, জগতের সামান্য কথা ভয় ভ্রান্তি-চোর-ছেঁচড়ের কথা বল্‌তে বল্‌তে জগৎস্বামীকে চুরি, তাঁর মনচুরির কথা শুন্‌তে মনটা কেমন বিকল হল, শরীর রোমাঞ্চিত হল। আচ্ছা নিমাই, "আমি উপরে যাচ্ছি কাজ আছে, তোমরা এস ; এখানে থাক্‌তে হ'লে অনেক কড়াকড়ি মান্‌তে হবে, যখন যে কাজ ক'রবার দরকার হ'বে, নির্বিচারে ক'রতে হবে। এখন লাইব্রেরী দেখ্‌বার লোক নাই, দু'বেলা লাইব্রেরীতে ব'সতে হবে, বই তুল্‌তে হবে। প্রয়োজন হ'লে যখন ফজিনা না থাক্‌বে তখন মঠবাটী ঝাড়ামুছার কাজ, বাজার করা, পূজা গোছান, রান্না এমন কি

বাসনও মেজে নিতে হবে, খেতে হবে নিরামিষ, এখানে আমিষের কোনও প্রসঙ্গই নাই, এক বেলা ভাত, রাত্রিতে গুড় রুটী—এতে যদি রাজি থাকে, আর ভয়ডর না করে, তবে তোমার বন্ধুকে একদিন নিয়ে এসো।"

আমি—প্রণাম করলাম ; বললাম "যখন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবেন যেন চির আশ্রয় পাই, যেন মনেপ্রাণে আশ্রয় করতে পারি"। নিমাই ও আমি উভয়ে পুনরায় প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। দেখ্‌লাম স্নিগ্ধ মধুর হাসি তাঁর মুখে, তিনি দোতলায় উঠে গেলেন।

[ফেরার পথে স্বামী স্বরূপানন্দজীর প্রসঙ্গ]

নিমাই—কেমন দেখলে ? কেমন লাগল ?

আমি—"কেমন দেখলাম, কেমন লাগল"—তা ভাষায় বল্‌তে পার্‌ব না। শুধু মনে হচ্ছিল "অতি আপনার জন, কোন্ সুদূর অতীতে যেন কোথায় তাঁকে দেখেছিলাম, তাঁর কাছে ছিলাম, কালের স্রোতে কর্মের ফলে কত জায়গায় তাঁকে খুঁজেছি—পাইনি। পাইনি বলে হৃদয়ে তৃপ্তি ছিল না। আজ দেখা মাত্রই মনে হ'ল আপনার জনকে পেয়েছি। আমার সব ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করার পাত্র বটে। আর আমাকে ঘাটে ঘাটে ঘুর্‌তে হ'বে না, আমার ইহকাল-পরকালের আশ্রয় মিলেছে।

নিমাই—আমার বাবামণিকে (অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী কেমন লেগেছিল ?

আমি—তাঁকেও খুব ভাল লেগেছিল, তাঁর স্নেহ, তাঁর প্রাণভরা ভালবাসা, তাঁর গালভরা উচ্চ হাসি, প্রশস্ত ললাট, ঋষিমূর্তি—কিছুই ভুলবার নয়, তবুও মন তাঁকে এমনভাবে নেয় নি ; হয়তো মহাযাত্রার পথে কোনও জন্মে কখনও আমার চালক ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে তাঁর কৃপায় প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলাম, তাই এবারও তাঁর সাক্ষাৎ, তাঁর স্নেহ, তাঁর কৃপা, পেয়েছি। কিন্তু এঁকে দেখেই মন কেবল বল্‌ছে "বহু জনমের বহু তপস্যার পর হারানিধি পেয়েছি, আর ছাড়্‌ব না

জনমে জনমে জীবনে জীবনে তাঁকেই ধরে থাকব, তাঁকেই জীবনের ধ্রুবতারা করে চল্‌ব।'

নিমাই—অতি ছোটবেলায় মহারাজের কাছে আস্‌তুম। আমার জ্যাঠা মহাশয় (ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিণ্টো প্রফেসর) থাক্‌তেন মঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বাড়ীতেই। তাঁর বাসায় এলেই, আমরা মঠের মধ্যে যেতাম। আমরা ছোট ছিলাম, ফল-মিষ্টি খুব ভালবাসতাম; মহারাজও আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমরা এলে তিনিও যেন ছোট শিশু হ'য়ে যেতেন, আমাদের সঙ্গে আমাদের মত হ'য়ে খেলতেন, বাড়ীতে এত স্বাধীন ভাবে খেলবার সুযোগ পেতাম না; মঠে ঠাকুরের ভক্তেরা প্রচুর ফল-মিষ্টি দিয়ে যেতেন, ঠাকুরের নির্দ্দেশে মহারাজ আমাদের প্রচুর ফল ও মিষ্টি দিতেন; খেলার আনন্দের, খাওয়ার আনন্দের সীমা থাকৃত না। ছুটি পেলেই মঠে আসবার জন্য প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করত, কিন্তু আমরা ছোটতো? বড়রা (অর্থাৎ মা বা বাবা) জ্যেঠা মহাশয়ের বাসায় না এলে আসা হ'ত না, ছুটির দিনে আশা-নিরাশায় মনটা ভরে থাক্‌তো।

আমি—অত ছোট বেলা আস্‌তে, অত ভালবাসা পেতে, তবে আর একটু বড় হ'য়ে স্বামীজীকে গুরুত্বে বরণ কর্‌লে কেন?

নিমাই—সত্যই আশ্চর্য হ'বার কথা! মহারাজ-কে যশী কাকা (৺জ্যোৎস্নাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় মহাশয়ের বৈমাত্র ভাই) মহারাজ বল্‌তেন, আমরাও মহারাজ বলতাম, "সাধু-সন্তকে মহারাজ বল্‌তে হয়, মহারাজ মানে সন্ন্যাসী বোঝায়—এ বোধ ছিল না, তখন বুদ্ধি অপরিপক্ক ছিল—মার্জ্জিত হয়নি; তিনিও অতি সাধারণভাবে থাক্‌তেন; তাঁকে সাধু ব'লে মনে হয়নি, শুধু জানতাম আমাদের খুব ভালবাসতেন, বাবা-দাদা-কাকা-জ্যেঠার মত আপনার জন। তা ছাড়া যে যার আশ্রিত, জন্মান্তরের ব্যবধানও সে সম্বন্ধ নষ্ট ক'রতেপারে না। ইতোমধ্যে বাবামণি (স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজ) মাঝে মাঝে কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে কবিরাজ নকুলেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ওখানে আস্‌তেন; আমরাও কৌতূহলবশতঃ সাধু দেখ্‌তে যেতাম।

একদিন বাবামণি আমাকে কাছে নিয়ে একটা মন্ত্র জপ করতে বল্লেন, পরে যখনই তাঁর প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছি, তখনই ঐ মধুর শ্রীনাম এমন মধুরভাবে গীত হ'তে শুনেছি, তাতে আর দ্বিতীয়বার মন্ত্র গ্রহণের বা গুরু করণের প্রয়োজনই বোধ হয়নি। তখন হ'তে ঐ মন্ত্রই আমার ইষ্টমন্ত্র এবং বাবামণিই আমার ইহকাল-পরকালের কাণ্ডারী।—চল্‌তে চল্‌তে, কথা বল্‌তে বল্‌তে আমরা বাহির মীর্জাপুর পার্কে এসে গেলাম, বেলা তখন ১০॥—নিমাই বাসায় গেল, আমি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাসায় ফিরলাম; গতকাল সন্ধ্যা থেকে আজকার ১০॥ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা, বায়স্কোপের ছবির মত মনের সামনে আস্‌তে লাগল, আশা-নিরাশা, আনন্দ-নিরানন্দের দোলায় দুল্‌তে লাগ্‌ল!

[আশ্রমে]

আজ ১১ই নবেম্বর, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ; রবিবার, সকাল ৯॥০টা; একটী বিছানা, একটী বাক্স ও একটী সুট্‌কেস নিয়ে মঠে এলাম; বিছানা বল্‌তে একটী সতরঞ্চি, একখানি কম্বল, একটী ছোট বালিশ; সঙ্গে আরও ছিল একটা মগ, একটা এল্যুমিনিয়মের গেলাস, এক খানা থালা ও একটী টেবিল ল্যাম্প; বাক্সে একটা ছোট জামা ও একটা গেঞ্জি ২ খানা কাপড় ও কয়েকখানা বই। রিক্সা ক'রে এসেছি, সিটিকলেজের দক্ষিণ থেকে মঠে আস্‌তে রিক্সা ভাড়া ৪ পয়সা; রিক্সাওয়ালা বাক্স প্রভৃতি বর্ত্তমান ছাত্রবাসের বারান্দায় নামিয়ে দিল; এবার ভাড়া চাইছে—এমন সময়ে সাধুজী মন্দিরের পূজা সেরে বাইরে এলেন। (এ সময়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে নীচে দেখা হ'বে-ভেবেই ৯॥০টায় আসা।) সাধুজীকে দেখেই প্রণাম কর্‌লাম।

সাধুজী—"এলে? ভেবেছিলাম, ভয় পেয়েছ, এত বড় বাড়ীতে একতলায় অন্য জনপ্রাণী নাই, একাকী থাক্‌তে হবে, ভয়েতে আস্‌বে না।' যাক্, চলো, কোথায় থাক্‌বে দেখিয়ে দিই; ফজিনা (চাকর) কে চাবি আন্‌তে বল্লেন এবং ঘরের মধ্যে বর্ত্তমান ছাত্রাবাসের উত্তর পাশের দেওয়ালের কাছের চৌকিতে বিছানাপত্র রাখ্‌তে বল্‌লেন।

আরও বল্‌লেন "যদি ভয় করে, তবে রাত্রিতে সিঁড়িতে শোবে ; ও পাশে বারান্দায় আমি থাক্‌বো, ভয় কর্‌বে না।" সেদিনকার কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন—বল্‌লেন—মঠে এসেছ, এটী আশ্রম ; আশ্রম-জীবনে নিজের প্রয়োজনীয় সব ক'রে নিতে হবে। বাড়ীতে থাকার সময় মা-বাবা, দাদা-দিদিরা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন—সব ক'রে দেন, কিন্তু বাইরে একাকীই সব ক'রে নিতে হয়। এখন চাকর আছে, সে ঝাঁট্‌ দেবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রবে ; বাসনও মেজে দেবে ; কিন্তু যখন চাকর না থাক্‌বে-তখন সবই ক'রে নিতে হবে এবং প্রয়োজন হ'লে রান্না করেও খেতে হবে। রাজি আছতে." ?

আমি – আজ্ঞে। না, ভয় কর্‌বে না ; আমি পাড়া গাঁয়ের ছেলে। পাড়াগাঁয়ে ঝোপ-জঙ্গল, গাছ-পালা, বাঁশ ঝাড় আছে, রাস্তায় আলো নাই, রাত্রিতে এ বাড়ী সে বাড়ী যেতে হ'লে কেহ লণ্ঠন ব্যবহার করেন আর যাঁরা একটু সঙ্গতিসম্পন্ন তাঁরা হ্যারিকেন ব্যবহার করেন ; আর সাধারণতঃ সকলে অন্ধকারেই যাতায়াত করেন। সন্ধ্যার পর কারু সঙ্গে প্রায়ই যোগাযোগ থাকে না। আমার জন্মস্থানে আমাদের ভদ্রাসন গ্রামের মধ্যেই রাস্তার ধারে ছিল, কিন্তু জ্ঞাতিবিদ্বেষের জন্য বাবার মৃত্যুর পর একেবারে গ্রামের বাইরে রাস্তার ধারে আমাদের বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে সন্ধ্যার পর গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাক্‌তো না। রাস্তার দক্ষিণপার্শ্বে যদিও একজনদের ভদ্রাসন আছে, তাও বেড়া দিয়ে ঘেরা; ডাকাডাকি ক'রলে তাঁদের বাড়ী থেকে আসতেও প্রায় ৩।৪ মিনিট লাগে ; বাবা আগেই গত হয়েছিলেন, মাও গত হন তখন ১৯।২০ বছর বয়স, মায়ের মৃত্যুর পর আমরা দুই ভাই ও এক বোন্ থাক্‌তাম ; দাদা সন্ধ্যা বেলায় পাড়া বেড়াতে যেতেন ; সুতরাং বোন্‌টাকে নিয়ে একাকীই থাক্‌তাম ; গ্রামবাসীদের পথ দিয়ে চল্‌বার সময়ের কথাবার্তা ছাড়া রাত্রিতে একেবারেই নির্বাসিতের জীবন কাটাতে হোত ; কই তাতে তো ভয় হোত না ? আর এতো কলকাতার মধ্যস্থল, চারিদিকে রাস্তায় সারারাত্রি আলো জ্বলে, সারারাত্রি প্রায় লোকজন চলে, তাদের কথা শুনতে

৮৮ ২৯৯৭

পাওয়া যায়, সুতরাং আমার ভয় ক'রবে না। তা ছাড়া দিদিমা ছোটবেলা ব'লেছিলেন "রামনাম করবি, ভূতের ভয় থাকবে না, ভূত পালিয়ে যাবে, রামনামে ভূত পালায়" তখন থেকে রাত্রিতে বা অন্ধকারে একাকী হ'লেই 'রাম রাম' করি ; মনে খুব বল পাই।

সাধুজী—বেশ ! বেশ ! আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। কিছু লুকিয়ো না ; ভয় ক'রলে আমাকে বোলো ; আমি উপরেই তোমার শোবার ব্যবস্থা করবো।

[মঠের ব্যবস্থা]

সাধুজী নিজেই পূজা করেন, রান্না করেন, নিজেই শ্রীশ্রীঠাকুরের (গুরুদেবের) ও নারায়ণের ভোগ দেন। একটী Box Cookerএ রান্না হয়। ফজিনা রান্না গুছিয়ে দেয়, বাজার-ঘাট করে, জল তোলে, মঠবাড়ী ধোওয়া-মুছা করে, লাইব্রেরীর বই ঝাড়া-মুছাও করে সপ্তাহে একদিন। একটী ছেলে Libraryতে বস্‌তো, ৺পূজার আগে বাড়ী গেছে, আসেনি, চিঠিও দেয় নি। প্রমথবাবু (শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ, শ্রীশ্রীঠাকুর নগেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য) Libraryতে বসেন, মঠে প্রসাদও পান। সকালে গুরুপূজা ক'রতে আসেন ১নং বাদুড়বাগান লেনের শ্রীনির্ম্মলশশী মিত্র, ইনিও পরমপূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের মন্ত্র-শিষ্য ; রাত্রিতেও আসেন। আর বিকাল ৪/৪৷৷৹টার সময় আসেন ১/এ গোপাল বসু লেনের শ্রীবসন্তকুমার সরকার মহাশয় ও ২৩নং বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীটের শ্রীকেদারনাথ বিশ্বাস মহাশয় [ইঁহারাও শ্রীশ্রীযুগাচার্য্যদেবের মন্ত্রশিষ্য এবং গভর্ণিং বডির মেম্বার—পরে জানি। ৪ জনের ভাত ডাল ঐ Box. Cookerরেই হয়। ভোগের পর প্রসাদ নিতে ডাকেন, আমরা প্রসাদ এনে প্রসাদ পাই। প্রমথবাবু মাত্র দুপুর বেলা প্রসাদ পান। রাত্রিতে তিনি বাসায় খান। ৫নং মদন ঘোষ লেনের (সিমলা) কালীচরণ ভট্টাচার্য ও ৺বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়-এর বাসাথেকে প্রতিদিন বিকালে দুধ মিষ্টি আসে। একটা ষ্টোভেতে আধ পোয়া ময়দার লুচি করা হয়, রাত্রিতে দুধ, মিষ্টি আর

ঐ লুচির ভোগ দেওয়া হয়। ফজিনাও লুচি-প্রসাদ পেত, সে নিজের রুটিও ক'রে নিত। আমি আসায় কাজ বাড়ল, আমার জন্ত রুটি করা। তবে ফজিনা করতো রুটি, অত্যন্ত মোটা; বাঙ্গালীদের বিশেষতঃ আমার পক্ষে হজম করা দুঃসাধ্য। তাই পরদিনই প্রস্তাব দিলাম "রুটি আমি ক'রে নেব"। সাধুজীর ধারণা ছিল—আজকালকার ছেলে, এসব কাজ জানে না, বা ক'রতে সংকুচিত হবে"; তাই বললেন—"রুটি ক'রতে জান? কষ্ট হবে না?"

আমি— না, আমি জানি, মাতৃবিয়োগের পর আত্মীয়স্বজনাভাবে অনেক সময় নিজেদেরই ক'রে নিতে হয়েছে। পর দিন সন্ধ্যায় আরতির পর ষ্টোভে আমার রুটি করা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন, আর ও বোধ হয়-আমার আগ্রহসহকারে ক'রে নিবার ইচ্ছাই তাঁকে আরও সন্তুষ্ট করেছিল।

পরদিন ১২ই নবেম্বর; সকাল বেলা সাধুজী আসন থেকে উঠে- আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে বল্‌লেন "আজ থেকে এ Libraryর ভার তোমার ওপর; বই দেওয়া, নেওয়া, তোলা, খাতায় লেখা ও রক্ষণা-বেক্ষণের ভার তোমার ওপর দিলাম, আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম; সব দায়িত্ব তোমার; ঠাকুরের জিনিস, সেই ভাবে দেখো; সেই ভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করো"। জানি না কেন এত বিশ্বাস ক'রলেন। হয়তো ভাব্‌লেন—তাঁর আশ্রিত, তাঁর কাছে এসেছি আর কোথাও যাব না। "শুনে আমার চোখে জল এল, মনে ভয় হল। নতুন এসেছি, কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ দায়িত্ব নিয়ে কোনও দিন করিনি, তবে যখনই গুরুজনদের নির্দেশ পেয়েছি আগে, তখনই প্রাণপণে ক'রতে চেষ্টা করেছি; এক দাদার আদেশ ছাড়া,—পিঠোপিঠি কিনা? এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তিনি এত বিশ্বাস ক'রে আমার ওপর সব ভার দিলেন? আর যদি না ঠিক ঠিক করতে পারি? তিনি ক্ষুণ্ন হবেন, Libraryর ক্ষতি হবে, তখন? অমনি কে যেন মন থেকে ব'ললে— লেখাপড়া শিখেছ, ফাঁকি দিয়ো না, যত্ন ক'রে সতর্ক হ'য়ে ক'রতে চেষ্টা ক'রবে, ঠিক হয়ে যাবে, ভয় করো না "God helps those who

help themselves. ও sincerity always pays". Libraryর দায়িত্ব প'ড়ল। ছোটবেলা থেকে পূজা করার একটা ঝোঁক ছিল 'পূজা' একপ্রকার খেলা ছিল। আশ্রমে এসেছি, দেখি গাছে অনেক ফুল, ফজিনা সব তোলে না, অল্প কয়েকটা তুলে পূজা ক'রতে দেয়। আমি ভোর বেলা উঠি, একটু অভ্যাসমত আসনে বসি; পাঠাগারে বস্‌বার আগে হাতে অনেক সময় থাকে; সুতরাং ফুল তোলা শুরু ক'রে দিলাম। সাধুজী পূজা কর্‌তে ব'সে অনেক ফুল দেখে খুব খুশী। ফজিনাকে বললেন "আজ অনেক ফুল তুলেছতো? পূজার সময় অল্প ফুল দেখে, আর গাছে এত ফুল থাকতে আমার মনে কষ্ট হয় এবং আরও ফুল দিয়ে ঠাকুরকে সাজাতে ইচ্ছা হয়। তা বেশ কোরেছ; এইরূপই তুলে দেবে"। ফজিনা বললে "না মহারাজ! এত ফুল আমি তুলিনি। ঐ নতুন বাবু তুলেছেন।" আমার স্বভাব-প্রবণতা ও তাঁর আনন্দ-দুইই আমাকে ফুল তোলায় নিযুক্ত ক'রল।

[মঠে প্রথম রবিবার]

আজ ১১ ই নবেম্বর, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ, রবিবার—সন্ধ্যায় হরিসভা, ফজিনা সব গুছিয়ে দিয়েছে, পাঠকের বেদীও সাজান হয়েছে, মিষ্টান্নের থালা রাখার জন্য একখানি চৌকি, একটা তুলসী গাছ, পাঠকের আচ-মনের জন্য কোশাতে গঙ্গাজল। আরতির পর সাধুজী সভাঘরে গেলেন, আমিও গেলাম; অনেকে এলেন। তখন ও নাম শুনি নাই; জান্‌তাম-ও না; একমাত্র জানা নিমাই, সেও আসেনি। আর নিমাইর যশী কাকার নাম যদিও শুনেছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তখনো প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। পরে জেনেছি তাঁরা ৺ঝনুবাবু (৺অরুণকুমার সিংহ) ৺প্রমথনাথ ঘোষ; ৺নির্ম্মল-শশী মিত্র, ৺রবীন্দ্রনাথ দে, উপেন্দ্রনাথ দেব, ৺ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষ, ৺কেদার নাথ বিশ্বাস, ৺বসন্ত কুমার সরকার, জ্যোৎস্নাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (নিমাই এর যশী কাকা) আরও দুই-তিনজন ছিলেন নাম মনে নাই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতা আবৃত্তির

পর গুরুবন্দনা ও ব্রজরাজসুতাষ্টকম্ গানের পর 'যুগাচার্য্য মহর্ষিদেব রচিত পরমার্থ সঙ্গীতাবলী থেকে গান হ'ল—

বিপথগামী অবোধ আমি দেখাও সুপথ হে !
সম্বলহারা পথিক আমি পথের সম্বল দাও হে ॥"

ইত্যাদি। সম্বলহারা পথিক আমি, পথের সম্বল দাও হে—শুনতেই আমার যেন কেমন একরকম অবস্থা হ'ল। আমার শরীর কম্পিত হ'য়ে নিস্পন্দ হ'ল, চোখ দিয়ে দর্ দর্ ধারে জল পড়তে লাগল, চেষ্টা করেও চোখের জল রোধ করতে পারিনি। কেবল মনে হয়েছিল "আমি পথহারা, আমি সম্বলহারা, আমাকে কে পথ দেখাবে ? কে আমাকে পাথেয় দেবে ? সত্যই কি আমি কূল পাব" ? আর গান গাওয়া হ'ল না; আমি বেকুব ব'নে গেলাম, সভায় চুপ ক'রে বসেই রইলাম। ৺কৃষ্ণানন্দ স্বামী (ইনি বেলুড় মঠের সাধু, মাদ্রাজে ছিলেন, বাড়ী ফিরেছেন, তবে সন্ন্যাসী নামটা ছিল, প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে বক্তৃতা ক'রলেন। কিন্তু কিছুই কানে গেল না বা আমার মন তা নিল না ; মন কেবল বলতে লাগল "আমি সম্বলহারা, আমি পথহারা, কে আছেন এমন আমাকে পথের সম্বল দেবেন, আমাকে পথ দেখাবেন।" "শেষে জ্যোৎস্নাময় গাইলেন—

আমি সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমারি দুয়ারে এসেছি।
সকলের প্রেমে বঞ্চিত হয়ে তোমারেই ভালবেসেছি ॥
কত যে কাঁটা ফুটেছে পায়, কত যে আঘাত লেগেছে গায়,
এসে অবেলায় অপরাধী প্রায় দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছি ॥
লহ লহ সখা হৃদয়ের ভার, প্রাণের দেবতা হে প্রিয় আমার
অশ্রুসিক্ত মৌনবেদনার অর্ঘ্য সাজায়ে এনেছি।"

এ কথাগুলি যেন আমার মনের কথা ; আমি রূপ দিতে পারিনি, অন্তর দেবতা যেন রূপ দিয়ে আমার প্রাণের কথা গুলি জ্যোৎস্নাবাবুর মুখ দিয়ে ব'ললেন। গানের কলিগুলি ভাব্‌ছি আর আমার চোখ বেয়ে জল পড়্‌ছে ; সাধুজীর দিকে একবার চোখাচোখি হ'তেই দেখলাম, সে মুখে মৃদু মৃদু হাসি। নবেম্বরের সন্ধ্যায় রাত্রিতেও কপালে

বিন্দু বিন্দু ঘাম। বার বার তাঁকে ভাব্‌ছি আর মনে হচ্ছে "ইনিই আমায় পথ দেখাবেন, ইনিই আমার পারের কড়ি দেবেন, সংসারে ইনিই আমার একমাত্র ভালবাসার পাত্র. সকলে ছাড়লেও ইনি ছাড়েন নি, ছাড়বেনও না। ইনিই আমার কাণ্ডারী"। হরিসভা শেষ হয়েছে, সকলে চলে গেছেন। ভোগ দিয়ে প্রসাদ নিতে ডাকলেন; যেয়ে প্রণাম করলাম; মুখে সেই স্নিগ্ধ মধুর হাসি। সেই মধুর স্মৃতি হৃদয়ে নিয়ে প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়লাম, শুক্লপক্ষের চাঁদ অস্ত গেছে, ঘরে অন্য কেহ নাই; একাকীই শুয়েছি; মনে কেবল চিন্তা জাগ্‌ছে আমি সম্বলহারা, আমি পথহারা—"আমার আর যে কেহ আছে বা আছেন, তাঁদের জন্য আমার কর্ত্তব্য আছে কি নাই, তাঁদের ভাবনা ভাবা উচিত কি না, বা তাঁরা আমার জন্য ভাবতে পারেন কি না, কিছুই মনে এল না। শুধু মনে হোল 'আমি একা' আমি সম্বল-হারা, পথহারা, অনেক দীর্ঘপথ আমাকে অতিক্রম করতে হবে, অনেক দেরী ক'রে এসেছি, বেলা ফুরিয়ে এসেছে, উপায় হয় নি।" সারা-রাত ঐ চিন্তায় কেটেছে, ভাল ঘুম হয়নি; সকালে ৪টা না বাজ্‌তে উঠে শৌচাদি ও প্রাতঃকৃত্য সেরে Library খুল্‌লাম। এখন সকালে পাঠাগার সকাল ৬৷৷০ থেকে ৮৷৷০ পর্য্যন্ত খোলা থাকে। পাঠাগার বন্ধের পর উপরে যেয়ে বইগুলি যথাস্থানে রেখে নীচে আস্‌বার উপক্রম কর্‌ছি, সাধুজী আসন থেকে উঠ্‌লেন, আমি যেয়ে প্রণাম কর্‌লাম। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি—উদ্দেশ্য গত রাত্রির কথা কিছু ব'লব।

[দীক্ষা প্রার্থনা]

সাধুজী—কি কিছু ব'লবে? Libraryতে বস্‌তে অসুবিধে বোধ কোরছ নাকি?

আমি—না, পাঠাগারে বস্‌তে কোনও অসুবিধা নাই; পাঠকেরা তাঁদের কাজ করেন, আমি কাগজগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখি, আর আমার কাজ করি। তবে একটা কথা ব'লব?

সাধুজী—বল।

আমি—Young Mens' Benevolent Societyএর সন্ন্যাসীরা একটা chart দিয়েছিলেন, তার থেকে একটা নাম বেছে নিয়ে তাইই মনে মনে বলি, কিন্তু মন ভরে না, আনন্দ পাই না, শুনেছি প্রণালীমত দীক্ষা না নিলে তত্ত্বলাভ হয় না ; ইষ্টস্ফূর্তি হয় না। তা আমাকে কি শ্রীচরণে আশ্রয় দেবেন ? আমাকে কি দীক্ষা দেবেন, যাতে আমার ইহকাল-পরকালের উপায় হয় ?

সাধুজী—ঠাকুরের চরণে তো আশ্রয় পেয়েছো। কিন্তু ধ'রে থাকা চাই। মনমত চললে কিছু হয় না ; ধীরে ধীরে সংযম অভ্যাস ক'রে মনকে যাচাই করতে হয় ; বার বার অনুকূল-প্রতিকূল বিষয়ের অবতারণা ক'রে মনের গতি ঠিক ক'রে চলাই হচ্ছে 'ধ'রে থাকা'। যম নিয়মের মাধ্যমে চল্‌লেই নিজকে ধরতে পারা যায়। মনের কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদি দূর করতে সচেষ্ট হও আর সাধুদের জীবনী পড়ো, তাঁরা যেমন ভাবে চলেছেন, যেভাবে সত্যে পৌছিয়েছেন, তাঁদের পথ অনুসরণ ক'রে চল, ভয় কি। বললেন, ঠিক্ ঠিক্ চলতে পারলে কালে সব ঠিক হ'য়ে যাবে!

আমি—এখন কি আমাকে দীক্ষা দেবেন না ?

সাধুজী—কাল এসেছ, তুমি আমাকে সত্যি সত্যিই চেন না। আমিও তোমার আচার ব্যবহার ও মনের ভাবের সঙ্গে পরিচিত নই। শাস্ত্রেতে গুরু ও শিষ্য একবৎসর পরস্পরকে সময়ে অসময়ে দেখে যদি হবুশিষ্য মনে বোঝে "আমার আদর্শমত ইনি, এঁকে আশ্রয় করলে আমার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল্ হবে, তবে হবুশিষ্য তাঁকে গুরুত্বে বরণ করবে আর হবুগুরুও দেখবেন—আশ্রয়প্রার্থী, শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু কি না, সে ভক্তিমান্ কি না। প্রণিপাত-পরায়ণ ও সেবাপরায়ণ কি না ; তবে তো তিনি আশ্রয় দেবেন ; শিষ্য ভক্তিমান্ ও প্রণিপাতপরায়ণ হ'লে গুরুকৃপাতেই ধন্য হয়ে যায়, গুরুকে স্বীয় সাধনা দিয়েও তাকে উদ্ধার করতে হয়। শিষ্য নরকে গেলে, গুরুকেও তাকে উদ্ধার করবার জন্য নরকপর্যন্ত গমন করতে হয়। সুতরাং উভয়ে উভয়কে দেখে শুনে আশ্রয় দেওয়া বা

আশ্রয় করা উচিত। এসেছ, থাক, দেখ, তারপর ভাগ্যে থাক্‌লে, সময় হ'লে দীক্ষা পাবে।" আশা পূর্ণ হোল না, খুব বিষণ্ণ মনে নীচে এলাম। কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু উপায় তো নাই, সময় না হ'লে কিছুই হবার জো নাই।

[মঠে প্রথম বিকাল]

'আজ সোমবার, গতকাল মঠে এসেছি। পাঠাগার খুল্‌বার জন্য উপরে চাবি আন্‌তে গেলাম, দেখি, সাধুজীর কাছে একজন বৃদ্ধ* ব'সে আছেন, গায়ের রঙ্‌টা একটু ময়লা, মাথার চুল পাকা, বয়স ৬০।৬৫ বৎসর হ'বে, ললাট প্রশস্ত, চোখ দুটি খুবই উজ্জ্বল, কাউকে দেখ্‌লেই যেন তার ভিতর-বাহির জান্‌তে পারেন! চাবি নিয়ে সাধুজীকে প্রণাম কর্‌তেই তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। সব শুনে বল্‌লেন—ঠাকুরের কাছে এসেছ, থেকে যাও, আর কোথায়ও যেয়ো না, কল্যাণ হবে।"

আমি—থাক্‌বো বলেই তো এসেছি। কিন্তু আমি থাক্‌তে চাইলেই তো আর থাক্‌তে পারবো না; যদি ঠাকুর দয়া ক'রে তাঁর চরণে না রাখেন? সাধুসন্তের চরণতলে স্থান পাওয়াতো বহু ভাগ্যের কথা। ঠাকুরের কৃপা হ'লে অঘটন ঘট্‌তে পারে। তার ইচ্ছা না হ'লে কি কিছু হয়?

কেদারবাবু—তোমারও থাকার ইচ্ছা থাকা চাই। যখন দুই এর ইচ্ছা একমুখীন হয়, তখনই কাজ হয়। ঠাকুর বড দয়ালু। যে ঠাকুর, তোমার হ'লাম; ঠাকুর, দয়া ক'রে তোমার ক'রে লও"-একথাপ্রাণভ'রে বল্‌তে পারে, ঠাকুর তাকেই কোলে তুলে নেন; আপনার ক'রে নেন" বল্‌তে ব'ল্‌তে কেদারবাবুর দুটী চোখ জলে ভ'রে গেল। বুঝ্‌লাম বড় ভক্ত মানুষ তিনি, খুবই ঠাকুরগত প্রাণ।

---

* ইনি পরম পূজ্যপাদ যুগাচার্য্য মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের মন্ত্র-শিষ্য, নাম কেদারনাথ বিশ্বাস, থাকেন পরেশনাথের মন্দিরের নিকট বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীটের ২৩ নং বাড়ীতে।

পাঠাগার খোলার সময় হওয়ায়, আর তাঁকে নির্বাক নিস্পন্দ দেখে, আর কথা না বাড়িয়ে নীচে নেমে পাঠাগার খোলা গেল। তিনি থাকতে থাকতে ছেলেদের জন্য বই আনতে কয়েকবার উপরে যেতে হ'লো। যতবার যাচ্ছিলাম, তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। মনে হ'লো আমার অনুপস্থিতিতে সাধুজীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হ'য়েছে এবং সেইজন্যই দেখ্ছেন।

[৺জগদ্ধাত্রীপূজার নিরঞ্জন-প্রসঙ্গ]

আজ ৪।৫ দিন মঠে এসেছি। সাধুজীর নির্দেশমত নিত্যকার কর্তব্য কর্তে চেষ্টা করি ভয়ে ও ভক্তিতে। ভয় পাছে সাধুর মনে কষ্ট জন্মাই এবং আবার আশ্রয় হারাই; আর ভক্তি? তা না ক'রে উপায় নাই; সাধুজীর আচার, আচরণ, ভালবাসা, মধুর ব্যবহার—সব, তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ক'রতে অতি বড় পাষণ্ডকেও বাধ্য করে। ৺জগদ্ধাত্রীর নিরঞ্জন আজ কিন্তু পাঠাগার বন্ধ নাই, খোলা। যথারীতি চারিটায় খুলেছিলাম ৭টায় বন্ধ ক'র্লাম। ১২৫ খানি বই ছেলেরা পড়্তে নিয়েছিল। পাঠাগার বন্ধের পর সেগুলি যথাস্থানে রাখ্ছি, সাধুজী এখনও আসন থেকে নামেন নি, তিনি ছাদে যাওয়ার সিড়িতে সন্ধ্যা, আহ্নিক, জপ আরাধনা করেন! বই রাখা প্রায় শেষ হয়েছে, সাধুজী আসন থেকে নামলেন, নীচে মন্দিরে সন্ধ্যারতি কর্তে যাবেন। এমন সময়ে খুব ঘটা করে ঘণ্টাদি বাজাতে বাজাতে রামমোহন রায় রোড্ দিয়ে গড়পারের বারোয়ারী তলার ৺জগদ্ধাত্রী নিরঞ্জনের জন্য যাচ্ছে দেখ্লাম। খুব হৈ হুল্লোড় কর্ছে নিরঞ্জন-যাত্রীরা, ঢাক ঢোল ভেপু বাজ্ছে। সাধুজীও শব্দ শুনে জানলার ধারে গিয়ে খুব ভক্তিভরে ৺মাকে প্রণাম কর্ছেন দেখ্লাম, আমিও দেখাদেখি হাত জোড় কর্লাম ৺মায়ের উদ্দেশ্যে।

সাধুজী—কেমন দেখ্লে,? কেমন লাগল?

আমি—"আমার হৈ হুল্লোড় ভাল লাগে না, নির্জনে ব'সে মনে

মনে ৺মায়ের আবাহন, পূজা, বিসর্জন হবে, বাইরে কেউ জান্‌বেনা। তাঁর সঙ্গে আমার আবদার প্রার্থনা চল্‌বে, আর কেহ যেন বুঝ্‌তে না পারে"।

দেখলাম তাঁর মুখখানি খুব গম্ভীর হ'ল। ভাবলুম—এরূপ খোলা খুলি না বল্‌লেই হোত, মনের কথা মনে রাখ্‌লে হোত; বললেই হোত বেশ লাগ্‌ছে, সকলে আনন্দ কর্‌তে করতে যাচ্ছে। তাঁর মনে হয়তো কষ্ট দিয়েছি। আবার ভাব্‌লুম না, ঠিকই ক'রেছি, খোলাখুলি ব'লেই ভাল করেছি, মনে ও মুখে এক হওয়া ভাল, মনে সংশয় থাক্‌লে বা কোন অজ্ঞানতা থাক্‌লে, চেপে রাখলেতো আর সংশোধন হবে না, আরও ভুল কর্‌তে পারি, এবং পরিণামে বেশীকষ্ট পেতে হ'তে পারে। তা ছাড়া এসেছি মহাপুরুষের কাছে, আমার যা কিছু ভাল মন্দ আছে, সংশয় বা কুসংস্কার আছে, যা কিছু বোঝ্‌বার আছে—সব তাঁকে বল্‌বো, কিছুই লুকোব না, অকপটে বলব, তিনিই আমার ভুল ভেঙ্গে দেবেন, আমাকে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে নিয়ে যাবেন। তিনি অন্তর্যামী হ'তে পারেন, আমার ভেতরের সব জেনে নিজগুণে আমার সব দোষ শোধন ক'রে আমাকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যেতে পারেন, আবার নাও হ'তে পারেন অন্তর্যামী, তা হলে তো না বল্‌লে, না জানালে আমাকে চিরকাল অন্ধকারে থাকতে হবে? আমার এমন কি গুণ আছে, এমন কি সেবা দিয়েছি এক কয়দিনে যে তিনি উপর্‌তি প'ড়ে আমাকে কৃপা করবেন? আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দেবেন, আর সকলের জন্যে তিনি যদি সর্বদা চিন্তামগ্ন থাক্‌বেন, তা হলে তাঁর স্বীয় কাজ ক'রবার সময় পাবেন কোথা হতে? ভগবান্ বোলেছেন বটে "সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" "কিন্তু আমার সে ভক্তি কই, আমি সে ভাবেতো তদ্‌গত হইনি। সুতরাং না বল্‌লে, না জিজ্ঞাসা কর্‌লে সন্দেহ যাবে কি করে? জ্ঞান জন্মাবে কি করে? তা ছাড়া দেবর্ষি নারদ ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের জন্য ভগবান্ সনৎকুমারের কাছে উপস্থিত হ'য়ে অকপটে সব বোলেছিলেন ব'লেইতো অল্প সময়ের মধ্যে, দেবর্ষি পরম জ্ঞান

লাভ ক'রেছিলেন। সুতরাং কপটতা না ক'রে খোলাখুলি ব'লে তো ভালই কোরেছি—এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

সাধুজী—নির্জনে, গোপনে সাধনা খুবই ভাল, মনে মনে সাধনা ক'রলে লোকে জান্তে পারে না, প্রতিষ্ঠার কামনা জাগ্‌লেও তা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে না; লোক-সংঘট্টের ফলে সাধকের সাধনার প্রচুর বিঘ্ন হয়। লোক দেখান সাধনা—প্রতিষ্ঠালাভের আশা ক'রে সাধনা করা আদৌ ভাল নয়, তেমন কখনও ক'রবে না। বর্ণচোরা আমের মত থাক্‌বে। বর্ণচোরা আম দেখতে বাহিরে কাঁচা, কিন্তু ভেতরে পাকা। তেমনই সাধকরা বাইরে সাধারণ লোকের মত থাকেন, কিন্তু সর্বদা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। লোকে দেখে সাধক বাইরে চেয়ে আছেন কিন্তু তা ঠিক নয়; সাধকের বাইরের দৃষ্টি শূন্য, অন্তরে পূর্ণ দৃষ্টি। আবার—সাধকদের মুখে হাসি বুকে কান্না—ইহাই লক্ষ্য; তবুও বাহিরের পূজার প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মসদ্ভাব বা ধ্যানভাব—অতি উচ্চস্তরের সাধকদের হয়; সকলেই তো আর অন্তর্মুখীন নন। বরঞ্চ কোটির মধ্যে নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শত নয় জনের মন বাইরের দিকে, তারা বহির্মুখী, দিন্‌রাত বিষয়রসে মগ্ন থাকে। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে উদ্দাম গতিতে অন্যায়ের পথে চলে, তাদের পয়সা প্রায় অসদুপায়ে উপার্জিত, ব্যয় হয়ও অসৎ কাজে। তাদের জন্যই বাহিরের পূজা, উৎসবাদির ব্যবস্থা। তাঁরা প্রতিষ্ঠার জন্য পূজা-অর্চনাদি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে করেন, লোককে ভাঁওতা দেবার জন্য, লোকের কাছে ভক্তরূপে মান-মর্যাদা পাবার আশায় মাঝে মাঝে গগনভেদী চীৎকার ক'রে 'মা' 'মা' বলেন 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলেন। একটা সেক্‌রার দোকান, তাতে তিন জন লোক কাজ করে। দোকানী একজন; সে অপর দুই জনের সাহায্যে তার ব্যবসায় চালায়। অপর দুই জন লোকচরিত্র জানে; তারা পয়সার লোভে পাপী ঠগকে সাহায্য করে। কোন লোক সোনাদানা বিক্রী কর্‌তে বা কিন্‌তে এলে দোকানী 'কে সব' 'কে সব' বলে, বাইরের লোক জানে হরি নাম ক'রছে; ভগবান কেশবের নাম নিচ্ছে, আসলে কিন্তু দোকানী জান্‌তে

চায়, লোকটি বোকা না বুদ্ধিমান্, অপর জন লোককে বোকা ব'লে বুঝ্‌লে বলে 'গো-পাল,' 'গো-পাল' অর্থাৎ বোকা লোক। তখন ওজনকারী দোকানী বলে 'হরি' 'হরি' 'হরি' অর্থাৎ চুরি করি ওজনে। অপর জন বলে' হর' 'হর' 'হর' আসলে 'হরি হরি' শব্দে ভগবানের নাম করে না, আসলে হরণ করতে বা চুরি করা যাবে কিনা তা জান্‌তে চায় এবং 'হর হর' শব্দে দেবাদিদেব মহাদেবের নাম ক'রে না। সে ওজনকারী দোকানীকে হরণ কর্‌তে বা চুরি কর্‌তে বলে। বাইরের লোক অন্তরের ভাব না জেনে ভণ্ডটিকে ধার্মিক মনে ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে আর ঠকে। কিন্তু চিরদিন কভু সমান যায় না; বার বার ঠক্‌তে ঠক্‌তে লোকে সতর্ক হয়ে যায়। আবার এমনিভাবে ভগবানের নাম নিয়ে ঠকাতে ঠকাতে দোকানীরও একদিন নির্ব্বেদ আসে এবং সে নিজ থেকেই ভাবে 'ছি! ছি! কোর্‌ছি কি? যে ভগবানের নাম নিয়ে কত সাধু সজ্জন ভবপারে যাবার চেষ্টা কোরছে, আর আমি কিনা সে নাম নিয়ে লোককে ঠকিয়ে পাপের রাস্তা পরিষ্কার কোরছি, না আর পাপাচরণ কোরব না, আর ঠকাব না!" সে তখন ভগবানের নাম ক'রে ভগবানের কাছে যাবার জন্য চেষ্টা করে। তেমনি যতদিন অন্তরের দিকে মন না যায়, নিবৃত্তিমার্গীর পক্ষে বাহ্য পূজার প্রয়োজন না হলেও সাধারণের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রকৃত ভক্তের কাছে দেবতার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হয়। ভক্ত দেবতাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠা ক'রে আত্মাকে পুজা ক'রে আনন্দ পায়। তা ছাড়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক (যেমন পটুয়া, চিত্রকর, বাদ্যকর, কুম্ভকার, ব্যবসায়ী, মালাকার, পুরোহিত, মজুর) এই সব বাহ্য পূজার দ্বারা উপকৃত হয়। পূজার কয়দিন নির্দোষ আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়। দেবতার রূপ বর্ণিত সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষা জানে কম লোক। আবার শ্লোকের অর্থ জেনে তার মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁক্‌তে পারে আরও কম লোক। আর যখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নির্দ্দেশে ও বর্ণনায় পটুয়া দেবদেবীর রূপ দেয়, তখন সে রূপের ভাবনা শিশুরাও ভাবতে পারে, মূর্ত্তি দেখতে ও ভাব্‌তে পারে। ধ্যানের জন্য প্রতিমা, প্রতিকৃতি,

ঘট, পট, জল, স্থল, স্থণ্ডিল, প্রভৃতি প্রতীক অধিকারী ভেদে প্রয়োজন। আগে শাস্ত্র প'ড়ে মনে আঁকা, তারপর মাটি প্রভৃতি দিয়ে, কালি কলম দিয়ে তার রূপ বাইরে ফোটান। সুতরাং বাহ্য পূজাকে তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিরা অধম হ'তেও অধম বল্‌লেও প্রতিমাদি ও তার পূজাদির প্রয়োজন অবশ্যই আছে। যাঁদের ভাল লাগবে তাঁরা কর্‌বেন; যাঁদের মন অন্তর্মুখীন হয়েছে, তাঁদেরও নিম্ন অধিকারীকে প্রবর্তিত করার জন্যও করা উচিত। কারণ "আপনি আচরি' ধর্ম অপরে শিখায়।" পূর্বসূরীরা না কর্‌লে অর্বাচীনরা শিখ্‌বে কিরূপে,' নিজেরা আচরণ করে না দেখালে পরবর্তীরা ক'রবে কেন ?

সাধুজী নীচে আরতি কর্‌তে নাম্‌লেন। আমি ঘণ্টা বাজাতে মন্দিরে গেলাম মুখ হাত-পা-ধুয়ে।

[ডাকার সমস্যা]

আজ কয়দিন এসেছি, সাধুজীকে অন্যের মত মহারাজ বল্‌তে যেন জিভে আট্‌কায়। কেবল মন "বাবা"বল্‌তে চায়। "বাবা" ব'লে ডাকব ভেবে কাছে যাই আর সঙ্কোচে মন ভ'রে যায়। ভাবি হঠাৎ 'বাবা' বল্‌লে যদি তিনি ক্ষুণ্ণ হন, তাঁরা সাধু মানুষ, 'বাবা' বুলি গার্হস্থ্যজীবনের পিতাপুত্রের সম্বন্ধ স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁরা দৈহিক সম্বন্ধ সব ভুল্‌তে চান। সংসারের সকল প্রকার ধূলি মলিনতার, আসক্তি-কুটিলতার বাইরে থাক্‌তে চান, সুতরাং মনকে বলি "বাবা" বলে ডাকা উচিত হবে না। আবার জন্মদাতা, গুরু, অন্ন-দাতা এবং ভয়ত্রাতা প্রভৃতি পঞ্চ পিতার কথা মনে পড়ে। আপাততঃ মন্ত্র দিয়ে শিষ্য ক'রে তিনি গুরু হতে চাননি, কিন্তু তিনি অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতা তো বটেনই। কয়দিন আগেইতো যখন পত্রপাঠ বিদায়ের গান শুনেছিলাম, আজ নিমাইকে উপলক্ষ্য ক'রে তিনিইতো সকল ভয় থেকে মুক্ত কোরেছেন। সুতরাং মনে মনে সঙ্কল্প ক'রলাম— সাধুজীকে "বাবা বলেই ডাক্‌ব। পাঠাগার বন্ধ হ'য়েছে, উপরে যেয়ে বই তুলছি, সাধুজী আসন থেকে নামলেন। আমি যেয়ে

প্রণাম করলাম। তিনি এই সময় বারান্দায় কয়েকবার পায়চারি করার পর Box-Cooker এ রান্না চাপিয়ে নীচে মন্দিরে পূজা করতে যান। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাধুজী বল্‌লেন—

সাধুজী—কি গো? কিছু বলবে নাকি? কোন অসুবিধা হচ্ছে নাতো? রাত্রিতে ভয় করে নাতো; বেশ ঘুম হয়তো?

আমি—না, আপনার চরণতলে এসে খুব ভালই আছি, এই শান্ত পরিবেশে সহরের হৈ হুল্লোড়ের বাইরে আসতে পেরে খুব সুখে আছি; ভয় করে না, রাত্রিতে কদাচিৎ ঘুম ভাঙ্গে, রাত্রি ৪টা তেই উঠে পড়ি। যদিও কোন দিন ঘুম ভাঙ্গে, তা রাস্তায় আলো থাকায় লোকজনের কথাবার্তা শুনতে পাই, এক একদিন চৌকিদারের চীৎকারও কানে যায়। সুতরাং ভয়ের কোনও কারণ নাই। তবে একটা কথা বলব? যদি কিছু মনে না করেন, তবে বলি।

সাধুজী—মনে করবার কি আছে? আমার এখানে এসেছ, ঠাকুরের আশ্রয় আছে। আমাকে এখানে ঠাকুর এখন তাঁর কাজ করাবার জন্য রেখেছেন, আমাকে নিশ্চয়ই ব'লবে। তোমার সুখ-দুঃখের কথা, অভাব-অভিযোগের কথা—আমাকে না বল্‌লে—বেশী কষ্ট পাবে যে। আমি তো আর অন্তর্যামী নই, যে সকলের অন্তরের কথা জেনে সব ব্যবস্থা ঠিক্ ঠিক্ ক'রে দেবো? আমি সাধারণ মানুষ। আমাকে তোমার আপন জন মনে ক'রবে, মনের সব কথা অকপটে ব'লবে। আমার সাধ্যমত তোমার কষ্ট লাঘব ক'রতে চেষ্টা ক'রব।

আমি—আমি প্রয়োজনমত আপনাকে ডাকতে পারি না, প্রমথবাবু, 'মহারাজ' বলেন আমার 'মহারাজ' বলতে সঙ্কোচ হয়। কেবল "বাবা" ব'লে ডাকতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাও পারি না যদি গার্হস্থ্যজীবনের সম্বন্ধ মনে ক'রে আপনি ক্ষুণ্ণ হন!

সাধুজী (হাসতে হাসতে) ও তাই নাকি? তা ঐভাবে ডাকলে যদি তোমার আনন্দ হয় তবে 'তাই' বলেই ডেকো; আমার কোন কষ্ট হবে না। এত সহজে সমস্যা সমাধান হবে—
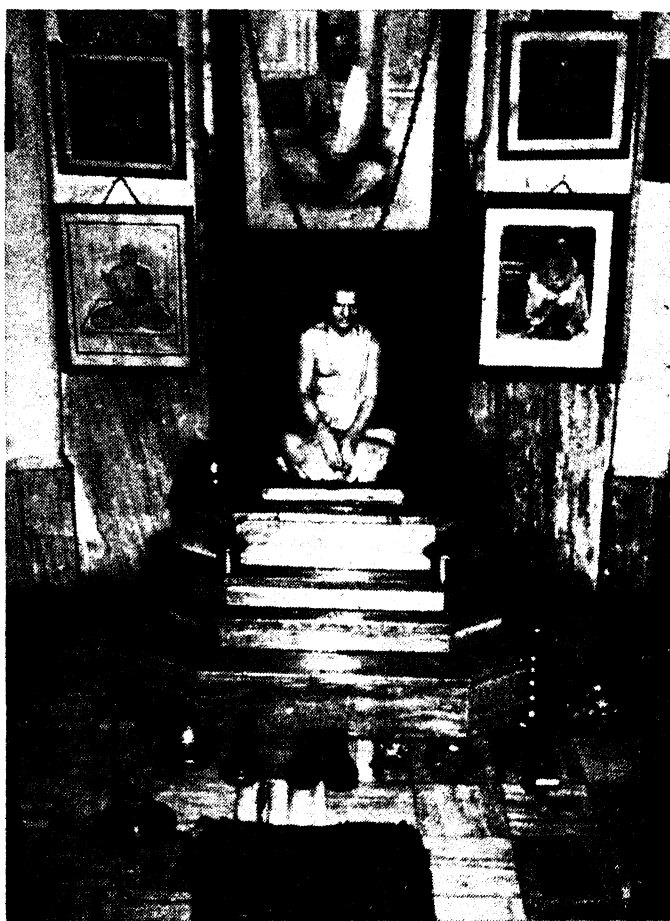
শ্রী ১০০৮ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারি-মহারাজের
স্মৃতিমন্দির

৺হরিপদ দত্ত

৺কেদারনাথ বিশ্বাস

ভাবিনি ; ভেবেছিলাম, হয়তো ক্ষুণ্ণ হবেন, ধমক্ দেবেন—ব'ল্‌বেন—"সকলে ডাক্‌তে পারে 'মহারাজ' ব'লে, আর তোমার সঙ্কোচ ? সাধুদের তো 'মহারাজ'ই বলে।" যা হোক, মনের সাম্‌নে থেকে সংশয়ের কালো মেঘ কেটে গেল, মন প্রফুল্ল হল। উহার পর থেকেই প্রয়োজন হলে 'বাবা' ব'লে ডা'কতাম। [এখন হতে তাঁর প্রসঙ্গ এলেই তাঁকে 'বাবা' বলে উল্লেখ করব]।

[ভুল বোঝার পরিণাম]

পূর্বেই দুইজন বৃদ্ধের কথা ব'লেছি। তাদের একজন শ্রীযুত বসন্ত কুমার সরকার, (সভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট) অপর জন শ্রীকেদারনাথ বিশ্বাস। উভয়ের বয়স ৬০ এর উপর। উভয়েই বৃদ্ধ, চেহারা বেঁটে। বৃদ্ধ হ'লেও তাঁরা বালকের মত, মুখে শিশুর সারল্যে পূর্ণ, উভয়ের মুখ জ্যোতিতে ভরা, দেখলে বিশেষ ভক্তিমান্ ব'লে বোধ হয়, সাধক ও বটেন, শ্রদ্ধাও জাগে মনে। প্রতিদিন বিকালে তাঁরা বাহির থেকে এসে কলতলায় পা ধুয়েই মন্দিরে প্রণাম ক'রে উপরে যান। প্রণামের সময়ে তাঁদের ভাবভঙ্গি দেখ্‌লে নিজের উপর ধিক্কার আসে। এঁরা বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত ; কতজনের প্রণম্য ; তাঁরা এমন ভক্তিভরে প্রণাম করেন, আর আমার প্রণাম কাট্‌খোট্টার মত। না আছে ভাব, না আছে ভক্তি। এই দুই বৃদ্ধকে আমার খুব ভাল লাগে। তাঁদের দেখ লে হৃদয়ে 'গোপালভাব' জাগে। আদর কর্‌তে ইচ্ছা হয়, তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রদ্ধার পাত্র, তা মনে হয় না ; কিছু চাইলে দিতে পার্‌লে তো আনন্দ হয়। কেদারবাবুর সঙ্গে একটু পরিচয়, তাঁর ভক্তিভাব—আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। যাহা হোক, একদিন বিকালে হয়েছে কি, ওঁরা দুইজনই পর পর মঠে এলেন। বসন্তবাবু আগেই এলেন, তিনি হাত-পা ধুয়ে উপরে গেলেন। একটু পরেই কেদারবাবু এলেন, তিনি জুতা খুলে কলতলায় হাত ধুচ্ছেন ; হঠাৎ মুখ থেকে (বোধহয় একটু জোরেই হবে, নতুবা আমি ছাত্রাবাসের বারান্দায়, আর তিনি কলতলায়, শুনবেন কি ক'রে ?) বেরিয়ে পড়ল,

"দুই বুড়ো গোপাল এলেন, মিলবে ভাল"। কেদারবাবু উপরে যাবার সময় বার বার আমার দিকে তাকাতে তাকাতে উপরে গেলেন। তিনি যে আমার কথা শুনতে পেয়েছেন, আমার উপর রাগ ক'রেছেন এবং সেই জন্য ক্রুদ্ধ হ'য়ে বার বার আমার দিকে তাকাতে তাকাতে গেছেন, তা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারিনি। বরং ভেবেছিলাম—আমি নতুন এসেছি, তাই আমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেলেন। জানলাম, তাঁরা চলে যাবার পর; যখন বাবার (সাধুজীর) কাছে গেলাম। তাঁর মুখখানি খুব গম্ভীর।

বাবা—কেদারবাবুকে বুড়ো বলেছ? "গোপাল" বলেছ?

আমি—ঠিক তা বলিনি—তবে বলেছি "দুই বুড়ো গোপাল এলেন, মিলবে ভাল"। তাঁদের দেখ্‌লে আমার মনে "গোপালভাব" জাগে, খুব ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

বাবা—কেদারবাবু খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তিনি বল্‌লেন "ছেলেটিকে সেদিন দেখে বল্‌লাম, "থাক্‌বে তো? এখানেই থাক, ভাল হবে, কোথায়ও যেয়োনা।" তা এমন ডেঁপো ছেলে মঠে থাক্‌বে কি ক'রে? কাকে কি ব'লতে হয়, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর্‌তে হয়, কাকে কেমন সম্মান দিতে হয়, জানে না। আপনি বল্‌লেন ভাল ছেলে, পড়াশুনায় ও ব্যবহারে খুব ভাল। তার এই তো পরিচয়?

আমি—আপনি কি বল্‌লেন? আমার খুব ভালো লাগে, তাই ঐরূপ ব'লে ফেলেছি, তা' শুন্‌তে পেয়েছেন, জান্‌তে পারিনি। তাই বোধহয় আমার দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে উপরে এসেছিলেন।

বাবা—"ছেলেটি বেশ শিষ্ট, শান্ত, ডেঁপো বলেতো মনে হয় না. সে দুষ্টও নয় মনে হয়। যাক্‌, তাকে আমি ব'লে দেবো, যাতে ভবিষ্যতে সে এরূপ ব্যবহার না করে, বা এরূপ কথা কখনও না বলে।" লোকের সঙ্গে স্থানকালপাত্র বিবেচনা ক'রে কথা ব'লবে। বৃদ্ধকে সম্মান দেবে, তাহলে তোমাদের দেখাদেখি, তোমাদের ছোটরাও শিখ্‌বে; তোমরাও কালে তাদের কাছে সম্মান পাবে। নতুবা তোমরাও সম্মানিত না

PRESENTATION COPY
Sree Sree N[illegible] Math

হ'য়ে ছোটদের কাছে পদে পদে অপমানিত হবে। বড় হতে হ'লে নিজকে ছোট ভাবতে হয়, তবে তো সম্মানের অধিকারী হওয়া যায়? আরও বল্লেন—"বৃদ্ধকে বুড়ো বলতে নাই, তাঁরা রাগ করেন। কেহ কখনও 'বুড়ো হয়েছেন'—একথা ভাবতে চান না। বুড়ো হলে পরপারে যাবার ডাক এসে গেছে—মনে হয়। (যদিও মৃত্যুর কালাকাল নাই, কখন কাকে কেশে ধ'রে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নাই। তবুও বৃদ্ধের পক্ষে মৃত্যুভয় স্বাভাবিক।) মন বিকল হয়, চুটিয়ে ভোগ করার ইচ্ছা থাক্‌লে তা যে আর বেশী দিন সম্ভব নয়; ভোগ করা আর যাবে না—দিন শেষ হ'য়ে এল; এইসব চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়। কত কামনা-বাসনা নিয়ে জীব জন্মে, কত কামনা-বাসনা বাড়ে জীবের বিষয় ও বিষয়ীর সংস্পর্শে; তা না পূর্ণ হ'লে ক্ষোভে হৃদয় পূর্ণ হয়। বার্ধক্য জন্য মৃত্যু-চিন্তা জাগলে, যে কটা দিন বাঁচবে সে কটা দিনও সুখে কাটেনা। তাই সাধারণতঃ বুড়োরা "বৃদ্ধ হয়েছেন—একথা স্মরণ করিয়ে দিলে ক্ষুণ্ণ হন। তাই তাঁরা ওকথা শুন্‌তে চান না। আবার এমন বৃদ্ধও আছেন যাঁদের বার্ধক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে সুখী হন, আশীর্বাদ করেন। তাঁরা ভাবেন—কাজ কাজ ক'রে সমস্ত জীবন কাটিয়েছি, জীবন যে ফুরিয়ে যাচ্ছে, তা কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকায় একদম ভুলে গিয়েছিলাম। মানব জনম দুর্লভ জন্ম; এই জন্মে কেবল ভগবানকে ডাকা যায়; আর তাঁকে (ভগবানকে) জানাতেই মানবজীবনের সার্থকতা, তা ভুলে ভোগের পিছনে ছুটেছি সারাজীবন, ছিঃ! ছিঃ! ক'রেছি কি! ইনি আমাকে বার্ধক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমার পরম কল্যাণ ক'রেছেন। ভগবান্ তাঁর মঙ্গল করুন। যাক্, ওঁরা বৃদ্ধ, ঠাকুরের শিষ্য, আমি ওঁদের শ্রদ্ধা করি, তুমি অবশ্যই শ্রদ্ধা ক'র্‌বে, কখনও ওরূপ বেফাঁস কথা বলো না। সকলে তো আর মনের ভাব বোঝেন না; বাইরে দেখেই সিদ্ধান্ত করেন। তবে যাঁদের ভিতর-বাহির সমান হ'য়ে গেছে তাঁদের দেখে সকলেই জানতে পারে।

ব্যবহারে বুঝেছিলাম। প্রথম দর্শনেই যিনি অত স্নেহ ক'রেছিলেন, তাঁর বিমুখতায়, আমার সঙ্গে কথা না বলাতে আমারও খুব কষ্ট হ'ত। কিন্তু দৈবকে তো আর অতিক্রম করা যায় না। দৈবের প্রভাবে মরা মাছ জ্যান্ত হ'য়ে জলে চলে যায়। ভালবাসার কাঙ্গাল সকলেই; ভালবাসার স্বাদ পেয়ে বঞ্চিত হ'লে দুঃখ আরও বাড়ে। জীবনের পথে চলেছি, কেহ দেখার নাই, কেহ সমবেদনা প্রকাশ করার্ নাই। দাদা! তিনিও বিরূপ। তাই প্রায়ই ওঁরা এলে বার বার উপরে যেতাম, যদি কিছু বলেন তবে মনের কথা জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব। কিন্তু সব বৃথা। বহুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমার আচার-ব্যবহারে আর কোনপ্রকার দোষ না পেয়ে শেষে কেদারবাবু আবার স্বাভাবিক হন, আমাকে খুবই স্নেহের চোখে দেখ্তেন, আমিও যথা-সাধ্য তাঁর প্রিয় অনুষ্ঠান কর্তে চেষ্টা করতাম।

[মঠে প্রথম একাদশী]

কার্ত্তিক মাস, ৺জগদ্ধাত্রী পূজার পর একাদশী। আমি অনেক-দিন থেকে একাদশী করি, সারাদিন কিছুই খাই না; সন্ধ্যার সময় ডাবের জল খাই। একথা সাধুজীকে ব'লি নাই, বলার প্রয়োজনও দেখা দেয়নি; সুযোগ হয়নি। আজ একাদশী, সুতরাং বল্তেই হবে। নতুবা রান্না হবে, খাবার নষ্ট হবে; তাছাড়া 'বাবা' নিজেই রান্না ক'রে ভোগ দেন, তাঁরও কষ্ট হবে। সুতরাং আমার পাঠাগার বন্ধ হয়েছে, আমি উপরে এসে বই তুল্ছি, 'বাবা' আসন থেকে উঠলেন; এবার রান্না চাপিয়ে পূজা করতে নীচে যাবেন; তাঁকে প্রণাম কর্লাম এবং একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাবা—কি কিছু বলবে?

আমি—আজ আমি প্রসাদ পাব না।

বাবা—কেন? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

আমি—না, শরীর খারাপ হয় নি, শরীর বেশ ভালই আছে। আজ একাদশী, একাদশীতে আমি কিছু খাই না।

বাবা—তা বেশ। মাঝে মাঝে লঙ্ঘন দেওয়া ভাল। তাতে শরীর ভাল থাকে। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে শরীর রসস্থ হয়; সে সময়ে উপবাস কর্‌লে সাধারণতঃ শরীর ভাল থাকে। তবে একেবারে উপবাস কর্‌তে নাই, কিছু খেতে হয়। বিলেতেও fasting করে আগের দিন অল্প খায়, প্রাতঃকালে Purgative নিয়ে পেট পরিস্কার করে; তারপর fasting করে। জোলাপের সাহায্যে মল বের ক'রে দেওয়ায় শরীরকে মলে রুগ্ন কর্‌তে পারে না এবং ওরা Salad water খায় জলপিপাসা পেলে। শরীরের রক্তের চলাচলে লবণরস প্রয়োজন হয়। খাদ্যের সঙ্গে ঐ রস থাকে, লঙ্ঘনের সময় পেটে খাদ্য (স্থূল খাদ্য) না পড়ায় রক্তের স্বাভাবিক চাপ ঠিক রাখার জন্য লবণরসের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশেও উপবাসের পূর্বে সংযম করে, তারপর—উপবাস করে। তোমার কাজের শরীর, উঠ্‌তি বয়স, এখন শরীর প্রচুর খাদ্য চায়; অবশ্য খাদ্যেরও মাপ আছে। আর আমাদের দেশে যাকে Balanced diet (অর্থাৎ শরীরের বা স্বাস্থ্যের জন্য পরিমাণমত শ্বেতসার প্রোটিন, ভাইটামিন যুক্ত খাদ্য) বলে, তার বালাই নাই; আমাদের দেশ অতি গরীব, যখন যা জোটে তাই-ই খায় অধিকাংশ লোকে। ভাল জিনিস পেলে লোভবশতঃ হয়তো বেশীই খেয়ে ফেলে এবং পেটের অসুখে ভোগে। খাবার নিয়মিত, সময়মত এবং পরিমিত না পেলে শরীর দুর্বল হবে, কর্মক্ষমতা কমে যাবে; কর্মক্ষেত্রে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফির কথা ছেড়ে দিলেও সাধন ক'র্‌তে চাইলে রোগগ্রস্ত দুর্বল শরীর সহায়তা ক'র্‌বে না। উপবাসের মুখ্যার্থ শরীর সুস্থ রেখে নির্জনে একান্তে অনলসভাবে একাগ্র হ'য়ে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকা, তাঁতে ডুবে যাওয়া, তাঁর অস্তিত্বে সব সময়ে জেগে থাকা।' অন্নরস আলস্য বাড়ায়, নিদ্রা-তন্দ্রা এনে দেয়, আলস্য ও প্রমাদ বাড়ে; একান্তে নির্জনে বস্‌লেই ঘুমে চোখ বুঁজে আসতে চায়। বারবার হাই উঠতে থাকে। তাই মাঝে মাঝে লঙ্ঘনের ব্যবস্থা। ভারত-বাসীর জীবনই ধর্মময়। সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত ভারতের

বর্ণাশ্রমীরা সকল কাজ, সকল চিন্তা, সকল ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ভগবানে জেগে থাকতে চায়। তিথি বিশেষে শরীরে, বায়ু পিত্ত-কফের সমতা থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়মিত থাকে না। খাদ্যরসে ঐগুলিকে আরও বিকৃত করে ; তাই হরিবাসরে পৌর্ণমাসী প্রভৃতিতে লঙ্ঘন দিয়ে ধর্মসাধনের উপযোগী ক'রে তোলার চেষ্টা।

আমি—সারাদিন কিছুই খাই না, সন্ধ্যার পর হয়তো দুধ, ডাবের জল বা ফলমূল খাই।

বাবা—লোকদেখান উপবাস ক'রে বাহাদুরি নিবার ইচ্ছা যেন না থাকে। মন চায় না অথচ লোকাচারের বশবর্ত্তী হয়ে কিছু করো না। বার বার নিজের মনকে যাচাই করবে ?

হঠকারিতা ক'রে কিছু করবে না। যুক্তিতর্ক দিয়ে, সাধুসজ্জনের আদর্শ নিয়ে যদি মনকে একবার বুঝিয়ে প্রবর্ত্তিত করতে পার, তবে প্রাণাত্যয়েও তা ত্যাগ করবার ইচ্ছা হবে না। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য আপনাকে জানা বা ভগবৎপ্রাপ্তি। তাঁকে পাবার জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রয়োজন ; তাও খাপছাড়া হলে, খেশালখুসীমত ক'রলে হবে না ; নিত্য নিরন্তর শ্রদ্ধার সঙ্গে সারাজীবন ক'রলেই হয়তো ধাতস্থ হতে পারে। সুতরাং খেয়ে পার না খেয়ে পার ভগবদ্-ভাবে মনকে লাগিয়ে রাখার চেষ্টা কর্‌বে। তাঁর দিকে মন যতই আকৃষ্ট হবে, তাঁর ভাবনায় মন যতই ডুব্‌বে, ততই শরীরের ক্ষুধা কম্‌তে থাক্‌বে, মনের ক্ষুধা বাড়্‌বে। অল্পাহারেও শরীর সুস্থ থাক্‌বে। যদৃচ্ছালাভে মনের তৃপ্তি আসবে, বাহিরের চেষ্টা কমে যাবে, অনেক বেশী সময় ঈশ্বরচিন্তায় লেগে থাক্‌তে পারবে।

আমি—এত দিনের অভ্যাস ও সংস্কার। একাদশী বা পূর্ণিমা এলেই মন যেন না খাবার জন্য প্রস্তুত হয়। অন্য দিন, সকালে জল খাবার খাই, দেরী হলে কষ্ট বোধ হয় কিন্তু একাদশী বা পূর্ণিমাতে সারাদিন খাবার কথা মনেই হয় না, আজ ভাত খাবার ইচ্ছা নাই, ভাত খাব না। মন একাদশী কর্‌বার জন্য জিদ্ ধরেছে।

বাবা—হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, তা বেশ। ব্রত রক্ষার জন্য এমন

নিষ্ঠা খুবই ভাল। যাকে শাস্ত্র ও মহাজনেরা শ্রেয়ঃকর বলেছেন, এবং নিজের বিবেকও সায় দেয়, তা প্রাণ গেলেও রক্ষা ক'রতে চেষ্টা করবে। দেখনা নির্মল (১নং বাদুড়বাগান লেন নিবাসী শ্রীনির্মলশশী মিত্র—ইনি ও পরম পূজ্যপাদ যুগাচার্য্য মহর্ষিদেবের মন্ত্রশিষ্য) দিনে অন্ততঃ পক্ষে ২৫ কাপ চা খায়, কিন্তু একাদশী-পূর্ণিমাদিতে চা স্পর্শই করে না, কোন কষ্টও বোধ করে না। এস, অনেক দেরী হয়ে গেল ঃ প্রণাম করে চলে এলাম। বাবা কুকারে রান্না চাপাতে গেলেন।

[সত্যবাক্ সাধু]

একাদশী করেছি, ইং নবেম্বর মাস ; বাংলা ১লা অগ্রহায়ণ। সন্ধ্যার অব্যবহিতপূর্বে ফণিনাকে ডাব আনতে দিয়েছি ; ডাব এনে বারান্দায় রেখে উপরে আরতির জন্য কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি আনতে গেছে। আমি Library থেকে এসে আসনে বসেছি ; একটু পরেই খড়মের শব্দ পেলাম, বুঝলাম আরতি করতে নীচে নামছেন বাবা ; আমারও কাজ শেষ হয়েছিল ; সাড়া পেয়ে ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি ; মন্দিরে যেতে যেতে ডাব দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "ডাব কার ? কে খাবে ?"

আমি—আমি আনিয়েছি, আরতির পর খাব।

বাবা—ঠাণ্ডা পড়েছে রাত্রিতে ডাব খাবে ? সর্দ্দি ক'রবে যে।

আমি—বরাবরই খাই ; একাদশী, পূর্ণিমা প্রভৃতিতে এরূপ খাওয়া অভ্যাস আছে ; সর্দ্দি করে না। বাবা মন্দিরে আরতি করতে গেলেন। আমি পশ্চাতে পশ্চাতে মন্দিরের বারান্দায় গেলাম। আরতি গোছান ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে আরতি শুরু হল। বাবা আরতি ক'রলেন, আমরা কাঁসর ঘণ্টা বাজালাম—আরতিতে কোন চঞ্চলতা নাই। ওখানে আর কেহ আছে, সেভাবই নাই, সব থেকে যেন মন গুটিয়ে ঠাকুরের চরণে দিয়েছেন, ঠাকুরই তাঁর চোখের সামনে ভাসছেন। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে আরতি হ'ল। আরতির পর আমরা ঠাকুরকে ও বাবাকে প্রণাম ক'রলাম। তিনি উপরে চলে

গেলেন। অন্য দিন ভোগের পর প্রসাদ নিতে ডাকেন, আজ আর সে বালাই নাই; আজ প্রসাদ পাবো না—সকালেই বলেছি। হাত-মুখ ধুয়ে ডাবটা খেয়ে দশটার সময়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু রাত্রি তখন ১২৷৷/১টা হবে; ২।১ বার হাঁচি হ'ল, ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরদিন সকালে গলা দিয়ে আর স্বর বেরোয় না। বুঝ্‌লাম—"সাধুবাক্য অবহেলার ফল।" তিনি বলেছিলেন রাত্রে ডাব খাবে, সর্দ্দি হবে যে; তখন বলেছিলাম, বরাবর খাই, অভ্যাস আছে। কিছু হবে না। বলে বাহাদুরি করেছিলুম, তার ফল হাতে হাতে ফ'লল।" আরও মনে হোল সাধুরা সত্যনিষ্ঠ তপস্বী; তাঁদের বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। যা বলেন তাইই ফলে। ইনি সত্যবাক্ তাই যা বলেছেন, তাইই ফলেছে।" মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর'লাম –"আর বাবার কথার অবাধ্য হব না; হলে, ইহকাল পরকাল দুইই যাবে।

[ক্রমেই কাছে]

বাবার কাজ অত্যন্ত নিয়মবদ্ধ; রাত্রি ৪টা না বাজতেই সিঁড়ির দরজা খোলার শব্দ; অর্থাৎ বাবা ঐ সময়ে একতলায় পায়খানায় আসেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রতিদিন শৌচাদি ও স্নান সেরে আসনে বসেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা আসনে থাকেন, কোন কোন দিন একটু দেরী হয়। বোধ হয় সেদিন আসন ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। বারান্দায় মিনিট ১৫ পায়চারি করা; কুকারে ভোগ চাপিয়ে দেওয়া; ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ৯টায় মন্দিরে পূজা করতে যাওয়া; পূজার পর সামান্য ফল মুখে দেওয়া, দশটায় ঠাকুরের ভোগ দিয়ে ১১টার মধ্যে আসনে বসা; বেলা ১টায়উঠে প্রসাদ পাওয়া; সবই ঘড়ির কাটার মত চলে। বাবার প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেলে আমি প্রসাদ পাই, দুবেলা Libraryতে বসি [আগেপ্রমথবাবু বসতেন, আমার আসার পর তাঁর ছুটি হয়েছে, অর্থাৎ ঠাকুরের কাজ করা দরকার; তাঁর আদেশ-উপদেশ অন্তরে ও বাইরে ফুটিয়ে তোলাই তাঁদের ব্রত] দু' বেলা পাঠকদের বই দিই ও বইগুলি যথাস্থানে তুলে রাখি। এক একদিন ১০০ খানারও বেশী বই পাঠাগারে

নামাতে হয়। পাঠক অধিকাংশই ১৪।২০ বয়স্ক; বৃদ্ধেরাও আসেন, তাঁরা দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পড়েন। আবার কেহ কেহ বই বাড়ীতে নিয়ে যায়, তাও দৈনিক ২০।২৫ খানি বই বাড়ীতে দিতে হয়। বাবার কাছে যেতে ইচ্ছে হয় কিন্তু সাহসে কুলায় না, মনে হয় কি অপরাধ করবো আর তাঁর মনে কি ইচ্ছা জাগবে, আর তার ফল ভোগ করতে হবে। এ কয়দিনে সকালে-সন্ধ্যায় কাজ-কর্ম আচার-ব্যবহার দেখেছি, মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাবার পর কি করেন দেখ্‌বার জন্য মন খুব ব্যগ্র। মাঝে মাঝে সিঁড়িতে উঠি—দেখি, তিনি শুধু মাদুরের উপর একটা বালিশের উপর মাথা দিয়ে বামকাতে শুয়ে বাম পা-খানি ডান-পায়ের হাঁটুর কাছে রেখে শুয়ে আছেন, চোখে চশমা সামনে একখানি মোটা গ্রন্থ। পাতা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, কোন দিন দেখি, চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছেন। ডান পা খানি বাম-পায়ের উরুতের উপর। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছেন—মুখে মৃদু মৃদু হাসি। কোন কোন দিন সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি কর্‌তে শুনি, আবার কোনও দিন মধুর স্বরে গান কর্‌ছেন—শুন্‌তে পাই। কণ্ঠ অতি সুমিষ্ট, গান যখন করেন, তখন শুন্‌লে আপনিই মন সব ভুলে যায়। তখন বুঝ্‌তাম না, এখন মনে হয়--অব্যর্থকালত্বই সাধুদের জীবনের ব্রত। তাঁরা দুর্লভ মনুষ্যজীবনের একটি ক্ষণও বৃথা ব্যয় কর্‌তে চান না। প্রত্যিটি ক্ষণই তাঁরা ভগবদ্‌চিন্তায় লাগাতে চান। তাই কখনও পূজায়, কখনও সেবায়, কখন গানে, কখন ধ্যানে; কখন জপে, কখনও সৎসঙ্গে তাঁরা লেগে থাকেন। যা হোক—একদিন তিনি গান গাইছিলেন, নীচের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে আর স্থির থাক্‌তে পারলাম না। কে যেন আমাকে টেনে সিঁড়িতে নিয়ে গেল। গাইছিলেন—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমার রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ চিত করিবে শীতল তোমার করুণাচন্দনে॥
(কবে) তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি হারা,
তব নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
দেহ শিহরিবে আকুল হবে প্রাণ, বিপুল পুলকস্পন্দনে॥

(কবে) ভবের সুখ দুঃখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না, কাহারও আকুল ক্রন্দনে ॥”

একে তাঁর কণ্ঠ অতি মধুর, গানটাও অতি মধুর ; জীবের জীবনের অবস্থা এবং শেষ গতি বা কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশে ভরা. আমি তন্ময় হ’য়ে শুনছিলাম, কি ভাবছিলাম, মনে নাই, গান কখন শেষ হ’য়েছে—জান্তেই পারিনি। হঠাৎ চমক্ ভাঙ্‌ল, দেখ্‌লাম বাবা বিছানা থেকে উঠে মাঝের দরজার দিকে আস্‌ছেন. দেখ্‌তে পাবেন, কি বল্‌বেন—ভেবে, ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে অসাবধানে রেলিং-এ হাত লেগে শব্দ হ’ল।

বাবা—কে ? কে ওখানে ?

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম. আমার চুরি ধরা পড়ে গেছে ; নিজেকে ভয়ানক অপরাধী মনে হ’তে লাগ্‌ল। এখন লুকাতে গেলে শত মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে ; সেটা (বিশেষ ক’রে সাধুর কাছে) একেবারেই ভাল নয়। বল্‌লাম—“আমি”।

বাবা—ওখানে কি কর্‌ছিলে ?

আমি—আপনি গান গাইছিলেন, ঘর থেকে গানের শব্দ শুন্‌তে পেয়ে স্পষ্ট ক’রে শুন্‌বার জন্য এখানে এসেছিলাম। গান শেষ হওয়ায় ও আপনি উঠে পড়ায় ঘরে যাচ্ছিলাম ; রেলিং-এ হাত লেগে শব্দ হ’য়েছে।

বাবা—কই আর তো কেউ এমন করে না ? যারা এর আগে ছিল, তাদের তো ব’লে কয়ে রবিবারে সভায় নিয়ে যেতে হোত। তোমার গান ভাল লাগে ?

আমি—গান কার না ভাল লাগে, গান সবাই ভালোবাসে। সেক্‌সপীয়র বলেছেন—The man in whom there is no music is a murderer” বল্‌তে বল্‌তে যেয়ে প্রণাম কর্‌লাম। [দেখ্‌লাম. মুখে মৃদু মৃদু হাসি, চোখে করুণামাখা চাহনি। মনের সাহস বেড়ে গেছে]। তিনিও আমার মাথায় তাঁর ডান হাতখানি দিলেন।

তাতে আমার ভিতরে যে কি ভাবের উদয় হ'ল, তা ভাষায় বলা যায় না। শরীরে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ হ'ল। শরীর বারবার রোমাঞ্চিত হ'তে লাগ্‌ল; দু-চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ কোনও কথা ব'লবার শক্তি ছিল না; একটু সামলে নিয়ে তাঁর শ্রীমুখের দিকে তাকালাম—প্রাণ অভয় হোল; ভাবলাম—তিনি তাঁর করুণাহস্তের স্পর্শে আমাকে জন্মজন্মান্তরের সকল গ্লানি হ'তে মুক্ত ক'রে তাঁর অভয়পদে স্থান দিলেন। আমি পুনরায় তাঁকে প্রণাম ক'রে একরকম টল্‌তে টল্‌তে নীচের ঘরে এলাম।

[মঠে উপেন ও সন্তোষবাবু]

আমার মঠে আসার পর বাবার কষ্ট বেড়েছে, তাই একটা পাচকের দরকার। বাবার কষ্ট জেনে গড়পারের ৺সত্যবাবুর [পূজ্যপাদ যুগাচার্যদেবের সস্ত্রীক মন্ত্রশিষ্য ৺সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র] স্ত্রী তাঁদের বাড়ীর পাচক (মেদিনীপুরের উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে) মঠে পাঠিয়ে দিলেন। খাওয়া থাকা, বেতন ৪টাকা। খুব হাসিখুসী মুখ, সময় পেলে নানা গল্পে মাতিয়ে রাখে। আমার ভাল লাগে না বাজে গল্পে সময় নষ্ট কর্‌তে। কেবল মনে হয়, এতক্ষণ বৃথা গেল; কিছুই করা হোল না। ইতোমধ্যে ৺বৃন্দাবন থেকে পূজ্যপাদ যুগাচার্য মহর্ষিদেবের অন্যতম শিষ্য শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এলেন। সন্তোষবাবুর বাড়ী ছিল ২৪পরগণার আমতলা অঞ্চলে। তিনি ৺বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মঠে এসেছেন। ঠাকুরের চরণতলে থেকে জীবন কাটাবেন। এখন আর বাবাকে রান্না কর্‌তে হয় না। আমাকেও রুটি কর্‌তে হয় না রাত্রিতে। উপেনই করে; প্রমথবাবু এখনও মধ্যাহ্নে ঠাকুরের প্রসাদ পান।

[ভয়ঙ্কর জ্বালা ও কষ্ট]

Libraryতে বসি, পাঠকদের বই পড়তে দিবার সময়ে মাঝে মাঝে ২।১ খানি বই-এর পাতা উল্‌টাই; হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল, দীক্ষা

না হলে দর্শন হয় না, অদীক্ষিতের জীবন বৃথা ; পশুবৎ। সুতরাং মন দীক্ষার জন্য আবার ব্যাকুল হ'ল। কয়েকদিন আগে বাবার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম, তিনি তখনই রাজি নন। অন্ততঃপক্ষে এক বৎসর পরস্পর যাচাইর পর সম্ভব। ইতঃপূর্বে স্কুলে পড়্‌বার সময় একজন গৃহীগুরু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ [বিশেষ করে দায়-সারা আহ্নিককৃত্য] দেখে আমার মন সায় দেয়নি, জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দিবার কর্ণধার তিনি হতে পারেন এমন বিশ্বাসও জাগে নি, তাই তাঁর কাছে দীক্ষা লওয়া হয়নি। হোষ্টেলে থাক্‌তে ইয়ং মেন্স বেনিভোলেণ্ট সোসাইটির ৪ জন মহাত্মা ঐখানেই একটা নামের চার্ট দিয়ে "যার যে নাম ভাল লাগে, সেই নাম বেছে নিয়ে জপ করতে এবং যার যে রূপের প্রতি আকর্ষণ আছে, সেই রূপ হৃদয়ে বসিয়ে চিন্তা করতে বলেছিলেন।" সেইভাবে একটা নাম জপ করি ; কিন্তু যে নাম জপ করি, সে নামের প্রতিপাদ্যের চিন্তা ক'রতে গিয়ে খেঁই পাইনা ; এক এক সময়ে এক এক রূপ জাগে ; সংশয় জাগে এরূপ বোধ হয় ঠিক না ; ঐ নামের কোন বিশেষ রূপ আছে। মনের এরূপ অবস্থা। আবার শাস্ত্রমতে দীক্ষা না নিলে, শুধু বই দেখে মন্ত্র বেছে নিয়ে জপ ক'রলে কিছু হয়-না-এরূপ একটি সংস্কারও হৃদয়ে বদ্ধমূল,—হওয়ায় ঐরূপ জপে বা ভাবনায়-মন ভরে না। তাছাড়া ছোট বেলা থেকে ৺বাবার (জন্মদাতা পিতা) ও দিদিমার মুখে নাম শুনে ও কীর্তনাদি শুনেও গান গাইতাম ; গান আমার খুব ভাল লাগে। কেহ ভাল গান গাইলে, সম্ভব হলে তাকে বসিয়ে গান শুন্‌তাম্ ; বিশেষতঃ কোনও বাউল যখন একতারা বাজিয়ে দেহতত্ত্ব ও কৃষ্ণকীর্তন করতো, তখন নাওয়া খাওয়ার কথা ভুলে যেতাম। বাউল চলে গেলেও তার গানের ২।১ কলি, যা মনে থাকৃত, তাই-ই বার বার আওড়াতাম্। এরূপভাবে চললেও, নাম করলেও যেন কিসের অভাব বোধ হোত! সব সময়েই ইহা হচ্ছে না, এরূপে হয় না—এভাবে হবে না—মনে হোত। ভাবতাম—একজন চালকের দরকার, একজন নাবিক না হলে এ

জীবন তরী চলবে না; কর্ণধারের নিকট নিজকে সমর্পণ না করতে পারলে, তাঁর সতর্কদৃষ্টির গণ্ডীতে তাঁর নির্দেশে না চললে জীবন ধন্য হবেনা।" বাবার কাছে বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিরাশ হয়েছি; কখনো মনে হয় যে নাম জপ ক'রছি, ঐ নাম জপ করেই জীবন কাটাব। এক জায়গায় মাটি ক্রমাগত খুঁড়লে একদিন না একদিন জলের সন্ধান যেমন মেলে, তেমনি নাম ক'রতে ক'রতে জপের কৌশল আপনিই আয়ত্তে আসবে। আমার মনের ঐকান্তিকতা দেখে ভগবান নিশ্চয়ই কৃপা ক'রে হয় স্বপ্নে দীক্ষা দেবেন, না হয় বাবার 'মনে আমাকে দীক্ষা দিবার প্রেরণা দেবেন, আর না হয় অন্য কোনরূপে আমাকে কৃপা করবেন; আমার সত্যকার আকুলতা যদি জাগে। আর বাবাকে ব'লব না, ঠাকুরের উপদেশ শিরোধার্য ক'রে চলব। মনের এরূপ ভয়ানক অবস্থা। ইতোমধ্যে উপেনের দীক্ষা হ'ল, তার দীক্ষার যোগাড়-পত্তর-আমিই ক'রে দিলাম। সে আমার পরে এল; এল রান্নার কাজ করতে। আর আমি দীক্ষাপ্রার্থী হয়েও আজও দীক্ষা পাইনি, মন অত্যন্ত খারাপ। ১০৪নং আপার সার্কুলার রোডে (বর্তমান আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড্) বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা; সেখানে থাকেন ৺পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী; দীর্ঘাকার সুপুরুষ, খড়ম পায়ে চলেন, তিনি মাঝে মাঝে মঠে আসেন তিনি আমার পরিচয় নিলেন, বললেন যদি ইচ্ছা করি "তিনি আমাকে হরিদ্বারে ঋষিকুলআশ্রমে থাকার ও সাধনার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।" মন দোল খেল, মন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সায় দিল না। মঠের ধর্মসভায় রবিবারে পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ মহাশয় শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তাঁর চেহারা অতি সুন্দর; কণ্ঠ সুমিষ্ট, ভাগবতব্যাখ্যাও অত্যন্ত প্রাঞ্জল, তাঁকে দেখলেই ভক্তি হয়। আবার মাঝে মাঝে পণ্ডিত বিজয়বিহারী গোস্বামী মহাশয় নারদভক্তি-সূত্র ব্যাখ্যা করেন; থাকেন ডব্লিউ-সি ব্যানার্জী স্ট্রীটে, জোড়া মন্দিরের কাছে; তাঁর শরীর অতি কৃশ, স্বাস্থ্য তত ভাল নয়, কিন্তু ব্যাখ্যান অতি উত্তম। দীক্ষার জন্য মন কখন কখন তাঁর দিকে ঝোঁকে, কিন্তু বেশীটা ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের দিকে; তাঁর কমনীয় কান্তি; সুন্দর স্বরসৌষ্ঠভ,

শাস্ত্র ব্যাখ্যানের প্রাঞ্জলতাই হয়তো তার কারণ। মন আভ্যন্তরে প'ড়ে কেবল হাবুডুবু খাচ্ছে, কোনোও কূলকিনারা পাচ্ছে না। সে বলে তুমি বৈরাগী হ'তে চাইছ, সন্ন্যাস ক'রতে চাইছ, তোমার সন্ন্যাসী-বা বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিকেই গুরু করা উচিত; গৃহী কি কখনোও শিষ্যকে সন্ন্যাসের পথে চালিত করেন? তিনি গৃহস্থ; গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকতে বলবেন কখনোও বৈরাগ্যের পথে যাবার আদেশ দেবেন না। আর গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত। গুরুবাক্য লঙ্ঘন ক'রলে এ জীবনে বা জন্মান্তরে কখনোও কল্যাণ হ'বে না। বাবা এখন দীক্ষা না দিলেও ভবিষ্যতে দিতে পারেন। এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, আমার মনের গতি সত্যই কোন দিকে তা লক্ষ্য করছেন, মর্কট বৈরাগ্য কি না, সত্যই আমি তিতিক্ষু কি না? তা কথায় কাজে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঝালিয়ে নিচ্ছেন। সবুরে মেওয়া ফলে," ধৈর্য ধরে থাকি, নিশ্চয়ই সুফল পাব।" এরূপ নানা চিন্তায় মন ঝালাপালা। এখন সময়ে রাচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যোগদাসৎসঙ্গের কর্ণধার স্বামী যোগানন্দ পরমহংসজী আমেরিকা থেকে এলেন, উঠেছেন মঠের কাছেই তাঁর পিতার ৪।২ নং রামমোহন রায় রোডের বাড়ীতে। তিনি সন্ন্যাসী; জন্মদাতা পিতার বাড়ীতে সন্ন্যাসের পরে এসে উঠেছেন, মনে প্রাণে তা মেনে নিতে পারি না। বিরজাহোমের পর দেহীর দেহ সম্বন্ধ রাখা উচিত না, অলিঙ্গ ভাবে দেহাতীত ভাবের চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত; তা বাবার বাড়ীতে উঠলেন কেন? মঠের ছাত্রাবাসের ছাত্র বিজয় তাঁর কাছে যায়। তাঁর বিভূতির কথা বলে, আমাকে যাবার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু মন সায় দেয় না। মন বলে-জীবনে সিদ্ধাইর জন্য সাধনা নয়; তাতে প্রতিষ্ঠা হয়। পয়সাকড়ি ধনদৌলত লাভ হতে পারে, ঐন্দ্রজালিকরাও তো ইন্দ্রজাল দেখিয়ে লোকের তাক্ লাগিয়ে দেয়; পয়সা পায়, Thought Readerরাওতো লোকের মনের কথা বলে লোককে অবাক্ করে দেয়; কিন্তু তাতে শান্তি কোথায়? ভার অভাবতো ঘোচে না; বারবার লোকালয় থেকে লোকালয়ান্তরে যেয়ে কসরৎ দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করতে হয়; রোগ

মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ

ঃ আবির্ভাব ঃ	ঃ তিরোভাব ঃ
বঙ্গাব্দ ১২৬৩, ২২শে অগ্রহায়ণ,	বঙ্গাব্দ ১৩৩৩, ১৫ই কার্ত্তিক,
অগ্রহায়ণী শুক্লা চতুর্থী	কার্ত্তিকীয় কৃষ্ণা দ্বাদশী

শোক-জরাব্যাধিতে কষ্ট পায়, সিদ্ধিতে কোনও কাজ নাই; সাধনার লক্ষ্য হবে ভগবানকে লাভ। যিনি তাঁকে পাবার পথে চালিত করতে পারেন, যিনি সাধককে গড়েপিটে নিয়ে ভগবানকে পাইয়ে দিতে পারেন, অন্ততঃ পক্ষে ভোগের পথ থেকে আকর্ষণ ক'রে ত্যাগের পথে চালিত করতে পারেন, তিনিই হবেন গুরু। মন আমার এমনই এক আদর্শে আস্থাবান্। সেরূপ আদর্শবান্ মহাত্মার নিকট নিয়তি আমাকে এনেছেন, তাঁকে দেখছি "অহর্নিশং ব্রহ্মণি রমমানঃ।" তিনি ধরাছুঁয়া দিচ্ছেন না, শুধু বুড়ি ছুঁয়ে দূরে সরে আছেন। তিনি ধরা দিচ্ছেন না।

ঠাকুর নগেন্দ্রনাথের মূর্তি, তাঁর ধ্যানস্তিমিত নয়ন, সুন্দর সহাস্য বদন, করুণাঘন চাহনি আর সর্বোপরি পরমার্থসঙ্গীতাবলীর গান সব মিলিয়ে মন শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ভরপুর। তাঁকেই তো গুরু করলে হয়। কিন্তু মন বলে তিনিও তো দেহে নাই। যখন মন স্থির হবে, তখন তাঁর নির্দেশ পেলেও সময়ে—অসময়ে—সব সময়ে তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না। আবার মনে উঠে—ভক্তিতে ভগবান্ বশ হন শ্রদ্ধা নিষ্ঠা এবং সাধনে একাগ্রতা থাকলে তিনি সব করিয়ে নেবেন, জানিয়ে দেবেন। একলব্যও আচার্য দ্রোণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও স্বীয় অধ্যবসায় বলে অর্জুনও যে অস্ত্র লাভ করতে পারেননি তাও একলব্য লাভ করেছিল। সুতরাং আমারই বা হবে না কেন? এরূপ যুক্তিতর্কের মধ্যে সময় কাটছে, একদিন মনে হোল—বাবাকেই জিজ্ঞাসা করি মৃত মহাত্মাকে গুরু করলে কি ফল লাভ হয় না? যেমন ভাবা, তেমনি কাজ; বিকাল ৩৷৷০টা হবে, উপরে সিঁড়িতে গেলাম, দেখ্‌লাম—বাবা একখানি গ্রন্থ খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখ্‌ছেন। আমি আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে প্রণাম ক'র্‌লাম। প্রণামের সময় বই থেকে চোখ তুল্‌লেন, আবার বই-এর দিকে মন দিলেন। আমার মন উপরোক্ত জিজ্ঞাস্য জানবার জন্য ব্যগ্র, অপেক্ষা করছি, এবার মুখ তুলে বল্‌লেন—কি কিছু বল্‌বে নাকি?

[জীবিত মহাত্মাকেই গুরু করতে হয়, মৃতকে নয়]

আমি—আচ্ছা, কোনও মৃত মহাত্মাকে যদি কেহ মনে মনে গুরুত্বে বরণ করে এবং তাঁর আদর্শ ও উপদেশমত চলে, তবে কি সে ইষ্ট-লাভ ক'র্‌তে পারে না ?

বাবা—না, তাতে হয় না। কোনও জীবিত মহাত্মাকেই গুরুত্বে বরণ কর্‌তে হয়। সাক্ষাৎভাবে তাঁর নিকট হ'তে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যানের উপদেশ পাওয়া চাই। শুধু উপদেশ শুন্‌লেই হয় না, হাতে-কলমে শিখে নেওয়া চাই, নতুবা ভুলপথে চ'লে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা বেশী, রোগাদিও হওয়া অসম্ভব নয়। শুদ্ধ মনে সাধুসজ্জনের মহিমা, ভগবানের মহিমা প্রকাশ হয় সত্য ; কিন্তু সেরূপ মনের অধিকারী কোটিতে হয়তো একজন হয়। ত্রিগুণের খেলা নিরন্তর মনের উপর উঠছে ; কখনও সাত্ত্বিকগুণের প্রভাব, কখনও রজোগুণের প্রাধান্য আবার কখনও বা তমোগুণে মন আচ্ছন্ন থাকে। সেজন্য ঠিক্ ঠিক্ পথ ধ'রে চল্‌লেও, বিপথে চালিত হওয়াই স্বাভাবিক। যদি সহজে হোত, তা হ'লেতো আজকাল মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় বহু গ্রন্থ ছাপা হচ্ছে, তাতে মন্ত্র লেখা থাকে, তা দেখে লোকে সাধনা কর্‌ত ; নিজের ভাবে চল্‌তে পার্‌ত ; কারুও অধীন হ'তে হোত না। শিশুরাও প্রথমভাগে ছাপান বর্ণমালা দেখে লেখা পড়া শিখে ফেলত আচার্যের কাছে, গুরুর পাঠশালায় যেয়ে তাঁর নির্দেশমত দাগাবুলি ক'র্‌তে ক'র্‌তে শিখ্‌তে হোত না। কেহ কেহ স্বপ্নে মন্ত্র পান। তাঁরাও তাঁদের শ্রদ্ধেয় সচ্চরিত্র, ক্রিয়াবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞ সাধকের নিকট হতে মন্ত্রের শুভাশুভ (ঋণিত্ব-ধনিত্ব, অরিত্ব, মিত্রত্ব, সিদ্ধত্ব-সাধ্যত্ব) বিচার করিয়ে জপাদি করেন, তবেই কল্যাণ লাভ হয়।

ইষ্টমন্ত্রও সকলের কাছে বল্‌তে নাই। শাস্ত্রে ব'লে "গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ"। মন্ত্রের ন্যাসাদি ক'রে নিজকে মন্ত্রময়-মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবময় ভাবনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে জপাদি ক'র্‌লে তবেই সহজে ইষ্টসিদ্ধ হয়। সে ন্যাসাদির প্রণালী, মন্ত্রের অর্থ একমাত্র দীক্ষা দাতা গুরুই শিষ্যকে জানাতে পারেন, ছন্দোবদ্ধভাবে জপের প্রণালীও গুরু মুখে

শিখ্‌তে হয়। সে কি বাপু! দেহধারী না হ'লে মৃত আত্মার কাছ থেকে সহজে জানা সম্ভব? প্রাণপাত পরিশ্রম ও সেবার দ্বারা সাক্ষাৎকার হয়। জীবিত গুরু না হ'লে, সাক্ষাৎভাবে তাঁর উপদেশ পাওয়া যায় না; সংশয় উপস্থিত হ'লে জিজ্ঞাসা দ্বারা তার নিরসন ক'রে না নিতে পার্‌লে, সাধনায় নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেন কোনও মৃত মহাত্মাকে গুরু কর্‌বে ঠিক ক'রেছ নাকি?

আমি—যদি ঠাকুরকে (যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথকে) করি?

বাবা—ঠাকুর সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী হ'লেও কোনোও কোনো বিশেষ আধারে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। দেখ, সূর্যের আলো সমানভাবে সব জায়গায় প'ড়ছে, কিন্তু আর্শিতে প'ড়লে তার যেমন প্রকাশ, প্রস্তরে প'ড়্‌লে কি তেমন প্রকাশ দেখা যায়? এমনিই সূর্যের আলোতে আগুন জ্বলে না; বহুক্ষণ কোন পাত্রের উপর প'ড়লে পাত্রটা গরম হয় মাত্র। তাও পাত্রের গুণানুসারে তাপের তারতম্য হয়; কিন্তু আতসীকাচের উপরে প'ড়্‌লে তার পিছনের জিনিষে আগুন ধ'রে যায়। সূর্যের কিরণে আগুন জ্বালাবার যার আকাঙ্ক্ষা, তাকে আতসীকাচের সাহায্য নিতে হবে, তেমনি যে প্রকৃত কল্যাণ-লাভ ক'র্‌তে চায়, মনুষ্য জীবনকে ধন্য ক'র্‌তে চায় ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বারা, তাকে যাতে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ, যিনি সংশয় ছেদন ক'রে দিতে পার্‌বেন, যিনি পদে পদে চালিত ক'রে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পার্‌বেন এমন জীবিত মহাত্মাকে গুরুত্বে বরণ ক'র্‌তে হ'বে। কায়মনোবাক্যে তাঁর আদেশ ও নির্দেশের অধীন ক'রে দিতে হয়। তবেই কৃতকৃত্য হ'তে পারে। জীবিত, শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্যবহারজ্ঞ ও আচরবান ব্যক্তিকেই গুরু করা উচিত।

[সন্দেহিয়া অবস্থা]

বাবা দীক্ষা দিচ্ছেন না, তাঁকে দেখার পর থেকে মন আর কাউকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে চাইছে না অথচ তাঁকে কিছুতেই রাজি করাতে

পারছি না। যতজনকে মনের কাছে হাজির করি—মন সব খারিজ করে দেয়। একদিন কাগজে দেখলাম, পাবনার ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ঘোষ লেন কলিকাতা—৬ এ, এসেছেন। একদিন দুপুরে প্রসাদ পাবার পর বেলা আড়াই টার সময়ে তাঁকে দেখতে গেলাম। ৪॥টায় লাইব্রেরী। ওখান থেকে আসতে ৭।৮ মিনিট লাগে। দেখা হোল না, শুনলাম তিনি বিশ্রাম করছেন? ৫টায় দেখা হবে। ওখানকার অধিবাসীর মুখে তাঁর ধারা (বর্ণাশ্রমরীতিবর্হিভূত) জেনে আর সাধু হয়ে দিবা-নিদ্রা যাচ্ছেন শুনে মন বিগড়ে গেল। সময় থাকলে হয়তো তাঁর শ্রীমূর্ত্তি দেখতাম। যা হোক, ফিরে এলাম; ঈশ্বরেচ্ছা অন্যরূপ। ইতোমধ্যে ২।১টি ঘটনায় চরম অবাধ্যতার পরিচয়ও দিয়েছি, পরীক্ষাও চলছে আমার অজ্ঞাতসারে।

আমি দিনে একবার খাই ও রাত্রিতে গুড় দিয়ে রুটি খাই; আর পূজার পর যখন যেমন ২।১ টুকরা শশা কলা ভাগ্যে পড়েও। আমি একজন শক্ত ও সমর্থ যুবক; আমার ক্ষিদে পেতে পারে মনে ক'রে আমাকে মাসে আটআনা পয়সা দেন, [অনেকে মনে করতে পারেন আটআনায় একবেলার জলখাবার হয় না; তা দিনে একপয়সা দেওয়াতো তামাসা করা। তা-ঠিক নয়; গুরু বা বিবেকী ব্যক্তিরা শিষ্য, শিষ্যকল্প বা অধীনস্থদের প্রতি তামাসা করেন না, করতে পারেন না, তাঁদের বিবেকে নিশ্চয়ই বাধে; তাঁরা স্থান, কাল ও পাত্র-অনুযায়ী ব্যবহার করেন; তাহাই সমীচীন। তখন বাজারদর এখনকার মত আগুন ছিল না। একসের মুড়ি দুইআনা/দশ পয়সা; একসের বাতাসা ৩ আনা / ৪ আনা; আশ্রমবাসীর পক্ষে দিনে একবার ছাড়া খাওয়াই উচিত নয়, তবু কৃপাময় অযাচিতভাবে বিকালে জল খাবার ব্যবস্থা করেন] আমার ধারণা "যখন যা পাওয়া যায়, যখন যা জোটে, তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌লে সত্যই শান্তি পাওয়া যায়; অন্যথা ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণা, ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি হৃদয়ে জেগে তাঁকে নাস্তা-নাবুদ করে। শান্তির আশা চিরতরে নষ্ট হয়। আর বৈরাগ্যপথের পথিকের ভিক্ষান্নমাত্রেই সন্তুষ্ট থাকা অবশ্যই কর্তব্য, তবু বৈরাগীর পক্ষে

সব দিক্ দিয়ে সংযমের বেষ্টনী দেওয়া একান্ত কর্তব্য। নচেৎ কখন কোন্ কামনা তাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট ক'রবে, তার ঠিকানা নাই। সাধুর কৌপীনের প্রতি আসক্তির জন্ত শেষ পর্যন্ত সংসার পাততে হয়েছিল, তেমনি সকলের পক্ষে ঘটাই সম্ভব। বৈরাগ্যাশ্রমে ভিক্ষার বিধিবদ্ধ কোনও নিয়ম থাকা সম্ভব নয়, ভগবান্ দয়া ক'রে যখন যা জোটান, তাহাই তাঁর কৃপার দান ; তাইই তখন আমার কল্যাণকর ভেবে সানন্দে মাথা পেতে নিতে পারলেই চিত্ত তাঁতে রাখা সম্ভব ; নতুবা পেটকোবাস্তে হলে, তাতেই মন পড়ে থাকবে। সাধনভজন হ'বে না। এ আশ্রমে কখনও চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় জুট্‌বে ; কখনও শাকান্ন, আবার কখনও বা নিরম্বু উপবাসে দিন কাটাতে হবে, তাতে সন্তুষ্ট না থাকতে পারলে ভণ্ডের খাতায় নাম উঠবে ; বাইরে বৈরাগীর বেশ, ভিতরে ভোগীর করালমূর্তি। এ অবস্থায় যদি নিত্য বিকালে জলখাবার অভ্যাস রাখি আশ্রমে এসেও, তা'হলে এ আর ছাড়া যাবে না। বিকাল হলে খাবার চিন্তা জাগবে, না পেলে সন্ধ্যাহ্নিকও সুবিধা মত হ'বে না। এখন নয় বাবা দিচ্ছেন, যখন দেবেন না, তখন তো খাবারের পয়সা জোগাড় ক'রতে হ'বে, নতুবা বিকালের জন্ত খাবার ভিক্ষা ক'রতে হ'বে; অভ্যাসের দাস হ'তে হ'বে ; তার চেয়ে তুই বেলা যা পাই, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।" এইরূপ নানারকম চিন্তা ক'রে বাবার দেওয়া জলখাবারের পয়সা দিয়ে ঠাকুরের জন্ত ফলমূলাদি কিনে আনতাম।

বাবা—তোমাকে বিকালে খাবার জন্ত পয়সা দিয়েছি ; আগে বিকালে নিশ্চয়ই কিছু খেতে। তখন তুপুরে আশ্রমের থেকে ভাল খেতে এখানে ভাতসিদ্ধ আর ডালসিদ্ধ খাও, তাতে কষ্ট হয়। বিকালে ক্ষিদে পায়—মনে ক'রেই তোমাকে পয়সা দিই ; ঠাকুরের ফল কেনা হয় ; ভক্তেরাও দিয়ে যান, তুমি ফল কিনে আন্‌বে না।

আমি—আমার জলখাবার জন্ত পয়সা চাই না, আমাকে পয়সা দেবেন না।

[পরীক্ষার শেষ নাই]

পয়সা দেওয়া বা নেওয়া বন্ধ হ'ল। চক্র কত প্রকারে ঘোরে, কত প্রকারে যে তিনি বাজিয়ে যাচিয়ে নেন তা' বোঝে কার সাধ্য! আমি তাঁর কাছে এসেছি, আমার ভার তিনি মনে প্রাণে নিয়েছেন, কিন্তু আমাকে জানতে দিবার ইচ্ছা নাই, যাতে সম্বন্ধ পাকা হয়, সে দীক্ষাটুকুও আমি পাইনি। মন আমার অসহায় বোধ করে, যদিও তাঁকে দেখা অবধি তিনি যে আমার জন্মজন্মান্তরের চালক-তা মন মেনে নিয়েছে। এমন সময়ে মঠে৺তারকেশ্বরের মামলা নিয়ে সভায় একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তাতে বাবা খানিকটা বিরক্ত। মনে মনে হয়তো ভবিষ্যতে অন্যত্র চলে যাবার ইচ্ছা। তাঁর ব্যবস্থা ভগবান ক'রবেন, আমার জন্য তাঁর চিন্তা অথবা এই উপলক্ষ্যে আমাকে আর একটু পরীক্ষা করা তাঁর ইচ্ছা; তা তিনি জানেন আর অন্তর্যামী জানেন! আবার পরীক্ষা !!!

বাবা—তোমার নামে একটা Life Insure ক'রে দিই; প্রিমিয়াম্ আমিই দেব, সেজন্য তোমার কোনও ভাবনা থাকবে না। Matured হ'লে তা দিয়ে একটা কিছু ক'রতে পারবে। আর Post officeএ একটা Savings Account খোল, তাতে কিছু টাকা জমা ক'রে দেও; প্রয়োজন হ'লে তা তুলে চালাতে পারবে।

আমি—আমার Postal savings Account এর দরকার নাই; Life Insure করারও দরকার নাই। পোষ্ট অফিসে একটা Account ছিল, তা আশ্রমে আসার আগে close ক'রে দিয়েছি। আর আমার Life? সেতো মনে মনে Insure ক'রেছি, আমার ভাবনা কি? যাঁর কাছে Insure ক'রেছি ভাবনা তাঁর; সে ভাবনা তিনি ভাব্‌বেন, আর আমার ভাববার নাই। বাবা হাসলেন, বললেন—

বাবা—জ্যাঠামি ভাল নয়, মনের কথা মনে রাখতে হয়। আর প্রাণপণে সদিচ্ছা জীবনে রূপায়িত ক'রতে চেষ্টা করতে হয়। একলা না পারলে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা ক'রতে হয়। করিয়ে নিবার

জন্ম প্রাণের আকুতি জানাতে হয়। সদিচ্ছা জীবনে না ফুটাতে পারলে নির্জনে ব'সে কাঁদতে হয়; তবে ভগবৎকৃপায় সফল হওয়া যায়। মনের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলে তা' না ক'রতে পারলে, তেমন না হ'লে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হ'তে হয়; পরের কাছেও অপমানিত হ'তে হয়; তারা সুযোগ পেলেই সেই কথা তুলে খোঁটা দিতে চেষ্টা করে; তখন মন অনুশোচনায় ভরে যায়, মনের শান্তি নষ্ট হয়। বাইরের Insure-এ ত্রৈমাসিক প্রিমিয়াম্ দিতে হয়; বুদ্ধিমানেরা প্রতি তৃতীয় মাসে দেয় প্রিমিয়াম্, মাসে মাসে কিছু কিছু ক'রে জমায় আর বোকারা জমায় না খরচ ক'রে ফেলে যথাসময়ে প্রিমিয়াম্ দিতে না পারায় Life Insure এর Policy Lapse হয়ে যায়। আর তুমি ব'লছ —Insure ক'রেছ, ভেবেছ কি, তা কত দায়িত্বের; এ Policy র প্রিমিয়াম ত্রৈমাসিক নয়, এ প্রতিক্ষণে জমাতে হ'বে শ্রদ্ধা, ভক্তি নিয়ম, নিষ্ঠা, সেবা, জপ, পূজো ও আরাধনার মধ্যে দিয়ে; একটু ত্রুটি হ'লে সুদ বাড়বে, খরচার খাতায় নাম উঠবে। সেকথা মনে রেখো।

আমি—গীতায় পড়েছিলাম, "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। আমার কাজ তো তাঁকে ডাকা, আর একান্ত ভাবে ডাক্‌ব ব'লেই তো আপনার কাছে এসেছি, আমার নিয়তিও আপনার চরণে এনে ফেলেছে। তবে আমার আর ভয় কি?

বাবা—হ্যাঁ, তিনিই যোগক্ষেম বহন করেন; যা থাকেনা তা জুটিয়ে দেন, যা' থাকে, তা রক্ষা করেন। কিন্তু সে কার জন্য? যে নিত্য নিরন্তর তাঁতে মগ্ন থাকে। তাঁতে লেগে থাকা কি সহজ কথা? কত জন্মের কত তপস্যার ফলে জীবের জগতে সব অসার বোধ হয়, তখন সে তাঁকে নিয়ে থাক্‌তে পারে। নতুবা সারেও থাক্‌তে হয়, মাতেও থাক্‌তে হয়। মন যখন তন্ময়ত্বলাভ করে তখনকার কথা আলাদা; যখন মন অহঙ্কারের রাজ্যে থাকে, তখন শাস্ত্র, যুক্তি ও সাধুর ব্যবহারকে আশ্রয় ক'রে চলতে হয়। হিতোপদেশে আছে "আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ" আপৎকালের জন্য ধন রক্ষা করা উচিত।

আমি—যাঁরা গৃহস্থ, তাঁদের পক্ষে উহাই নীতি বটে। তাঁরা ছেলেপিলে নিয়ে সমাজে বাস করেন, অসুখ-বিসুখএ চিকিৎসার জন্য, মান ইজ্জৎ রক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু যারা ঘর ছেড়ে চলে এসেছে, মান-অপমান সমান বোধ ক'রতে চাইছে একাকী থাকে, জীবনমৃত্যু কালের নিয়মে ঘটে, মনে ক'রে পথে নেমেছে, যাদের ভিক্ষায় লজ্জা নাই, পেলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেন না, জমানকে বিপদ মনে করেন, না পেলেও নিজের কপালকে ধিক্কার না দিয়ে ঈশ্বরেচ্ছা ঐরূপ বলে মেনে নিতে পারেন, তাঁদেরও কি অর্থ জমাতে হবে?

বাবা—বাপু! সে অবস্থা বড় দুর্লভ অবস্থা। কদাচিৎ কেহ তেমন অবস্থা লাভ করেন। যিনি তেমন নির্ভর ক'রতে পেরেছেন, মনেপ্রাণে তেমন শরণাগতভাবে চ'লতে পারেন, তিনি বড়ই ভাগ্যবান্। আশীর্বাদ করি, জীবনে তেমন অবস্থা লাভ কর।

জীবনে স্কুলে ও কলেজে পড়বার সময়ে সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক—অনেক পরীক্ষা দিয়েছি, সে সব পরীক্ষার স্থান ও কাল ঠিক ছিল, পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য সময় আগে থেকেই জানান হ'ত বা জানা যেত; কিন্তু সে সব পরীক্ষা অপেক্ষা এখনকার পরীক্ষা আরও কঠিন মনে হচ্ছে। সে পরীক্ষার পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ছিল। Unseen যা থাকতো তাহাও পঠিত বিষয়ের জ্ঞান থাক্‌লে সমাধান সম্ভব হ'ত। কিন্তু এখনকার পরীক্ষার বিষয়বস্তু ঠিক নাই, কালাকাল নাই। দেখ্‌ছি যে কোন সময়ে যে কোন বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। জলখাবার পয়সা দেওয়া বা Postal Savings Account খোলা বা Life Insure করার ব্যাপারে দুটিই পরীক্ষা বলেই মনে হয়। এবার আর এক ধাক্কা, পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব কথিত ও বাবার সঙ্কলিত "সচিত্র ব্রহ্মচর্য ও শরীর পালন" ছাপা হচ্ছে রাধাপ্রসাদ লেনের মণিকা প্রেসে। Proof copy আন্‌তে আমাকে পাঠান, দেরী হ'লে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উচিতমত উত্তর না পেলে কিছু বকেন, বিরক্তি প্রকাশ করেন। [মনে হয় ইহাও পরীক্ষা, কারণ বার বার মুখের দিকে

তাকান; আমার মুখে চোখে কোনও বিক্রিয়া উপস্থিত হয় কিনা, লক্ষ্য করেন, পরক্ষণেই যেন কিছুই ঘটে নাই। এমন ভাব তাঁর মুখে চোখে] নিজে Proof দেখেন। সবে প্রথম ফর্মার ছাপার অর্ডার দিয়ে এসেছি—উপরে লেখা ছিল "Print 1100 (eleven hundred Copies) Copies after carefull correction". এবার Proof দিয়ে গেছে, বেলা পৌনে ৪টা, নিজেই Proof দেখেছেন। আমি Library খুল্‌বার জন্য উপরে চাবি আন্‌তে গিয়ে প্রণাম কর্‌লাম, দেখ্‌লাম Proof দেখ্‌ছেন।

আমি—আপনি Proof দেখ্‌ছেন? বিশ্রাম হ'ল না, কষ্ট হচ্ছে না?

বাবা—না, তেমন কষ্ট কিছুই হচ্ছে না। স্বার্থপরের মত চলে যাওয়া কি ভাল? পরের জন্য কিছু ক'র্‌তে হয়, নতুবা ভগবান্ দেবেন কেন? ঠাকুরের অমূল্য উপদেশ, তাঁর সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করা বিষয়গুলি একটু কষ্ট ক'রে ছাপার অক্ষরে রেখে গেলে অনেকের উপকার হ'বে। রোজই তো বিশ্রাম করি; হয়তো এই কয়টা পাতা Proof দেখ্‌তে এক ঘণ্টা লাগবে, এটুকুও না ক'রে যদি আলস্যে সময় কাটাই তবে জগদ্ধিতায় যে জীবন ভগবান্ দিয়েছেন, তাঁর কাছে কি জবাব দেব? পরের জন্য স্বীয় সকলপ্রকার স্বার্থ বিসর্জন দিতে চেষ্টা করা এবং বিসর্জন দেওয়াই সাধুর কর্তব্য। প্রকৃত সাধুরা তাই-ই করেন।

আমি—যদি আমি Proof দেখে দিই, তা' হ'লে হবে না?

বাবা—তুমি Proof দেখতে জান? কি ক'রে শিখ্‌লে? কই Proof দেখতো।

আমি—আমি নিজে হাতে-কলমে কোনও দিন একাজ করিনি, তবে Hostelএ থাক্‌তে আমাদের রুমে একটা ছেলে আসতেন, তাঁকে Proof correction ক'র্‌তে দেখেছি। দেখেছি—যে লাইনের Proof দেখ্‌ছেন, সেই লাইনের ভুলগুলি সংশোধন ক'রে পরপর দাঁড়ি দিয়ে যাচ্ছেন; বোধহয় Lineএ কোন্‌টার পর কোন্ অক্ষর বসাতে হবে, দাগের কত নম্বর ঘরের কোন্ ভুলটি কিভাবে শোধন

করবার জন্ম। মাঝে মাঝে ড্যাশ, চতুষ্কোণ, সমান্তরাল রেখায় মাঝামাঝি দাগ দিতে দেখে জিজ্ঞাসা করে কারণ জেনেছি; আরও দেখেছি, শেষের অক্ষর বসাবার একরকম কায়দা ও ভিতরের অক্ষরের আর এক রকম কায়দা। আকার, ইকার, ঈকার, একার, ঐকার, ঔকার প্রভৃতির বসাবার কায়দা।

বাবা—আচ্ছা, এ পাতায় কোনও ভুল আছে কিনা দেখতো, এবং কেমনে Proof correction ক'র্‌বে, করো তো ?

আমি—পরীক্ষা দিলাম, পাশও ক'র্‌লাম। ব'ললাম—আমি কপিটা এখন নিয়ে যাব, এখন লাইব্রেরী, সন্ধ্যার পর দে'খ্‌ব, তারপর আপনি একবার দেখে দেবেন কোনও ভুল আছে কিনা, কোন Sign দিতে ভুল ক'রেছি কিনা। তিনি প্রথমে নারাজ হ'লেন বল্‌লেন—

বাবা—"তোমার কত কাজ, আমি তো সব সময়েই ব'সে থাকি, আমিই করি Proof correction।

আমি—আপনি কোথায় বসে থাকেন ? আপনি পূজো করেন, ঠাকুরের ভোগ দেন, আরতি করেন, ভক্তেরা এলে তাঁদের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হয়, মঠ চালাবার জন্ম ভাব্‌তে হয়। proof আমিই দেখ্‌বো। তাতে আমারও অভিজ্ঞতা হ'বে এবং এক প্রকার জোর করেই proof copyটী নিয়ে চলে এলাম।

"সচিত্র ব্রহ্মচর্য ও শরীর পালন" (দ্বিতীয় সংস্করণ) ছাপা শেষ হ'য়ে গেল। আবার পরীক্ষা! বললেন—'তোমাকেই প্রকাশক' ক'র্‌তে চাই। আমি কোনরূপ না ভেবে-চিন্তে বললুম—তা করুন। এবার বল্‌লেন বা! এক কথায় রাজি হ'লে যে ? বইতে কিছু দোষণীয় বস্তু ছাপা হ'লে, কারু লেখা না জানিয়ে ছাপানো হ'লে ঘটনাচক্রে প্রকাশককেই জরিমানা দিতে হয়, জেল পর্যন্ত খাটতে হয়। তোমাকে যদি জেলে নিয়ে যায় যেতে রাজি আছ ?

আমি—আপনি ব'লছেন, নাম প্রকাশক হিসাবে দেবেন ইহাই যথেষ্ট। আপনি কি আমার কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ ক'র্‌তে পারেন ? আপনার ব্রততো সকলের মঙ্গলসাধন। সকলের জন্ম আপনি

ভাবেন, আর ঠাকুরের কাছে এসেছি, সাক্ষাৎভাবে আপনাকেই দেখে এসেছি, আপনার জন্য যদি জেলও খাট্‌তে হয় তা খাট্‌তে আমার কোনও আপত্তি নাই। আমার বিশ্বাসের, আমার নির্ভরতার পরীক্ষা হ'ল।

[মনের অবস্থা]

এখনও দীক্ষা হয়নি। প্রায় ১১ মাস মঠে এসেছি; কয়েকবার দীক্ষার প্রস্তাব ক'রেছি, কাজ হয়নি। সঙ্কল্প ক'রেছি—তিনি যদি দীক্ষা দেন, তবে দীক্ষা নেব, আর কারু কাছে দীক্ষা নেবনা, শুধু গায়ত্রী জপ ক'রেই জীবন কাটাব। গায়ত্রী ঠিক্‌ঠিক্ ক'র্‌তে পারলে তাতেই সব হয়। তবে এখন উপযুক্ত আচার্য নাই। গায়ত্রীর সাধনাও খুব কম লোকে করেন, আবার ক'র্‌লেও গায়ত্রী উপাসনার সব অঙ্গ করেন না। তার ধারাবাহিকতা এবং প্রয়োজন এবং লক্ষ্য প্রায় কেহই ভাবেন না, তাও ক্রিয়াবানের নিকট না জান্‌তে পার্‌লে সফল হওয়া যায় না। তবুও নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল। মনের এমন অবস্থা, এমন সময়ে ডাঃ মণিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে অন্ধ স্বামীজী (স্বামী ত্রিপুরসূদন তীর্থমহারাজ) এসেছেন, মণিবাবুর কাছে শুনেছি। তাঁর কাছে গেলাম এবং প্রসঙ্গতঃ গায়ত্রী সাধনার পদ্ধতি জান্‌তে চাইলাম। বড় দয়াবান্ অনুভবী সাধু; তিনি সাঙ্গ গায়ত্রীর অর্থ এমনভাবে মনে গেঁথে দিলেন তা আর ভুলি নাই। তাই নিয়েই দিন কাটছিল। ৺দুর্গাপূজা এসে গেল। মঠের চাকর, পাচক, ধাঁঙড়, মেথর—সকলকেই কাপড় ও গামছা দেন। আমাকে টাকা কড়ি দিয়ে কাপড় কিন্‌তে পাঠিয়েছেন। আমি কর্ণওয়ালিশ (এখনকার বিধান সরণিতে) ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরেব দক্ষিণে মধুসূদন বস্ত্রালয়ে কাপড় কিন্‌তে যাচ্ছি। সুকিয়া ষ্ট্রীট ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের (এখনকার রামমোহন সরণি) সংযোগস্থলে একজন কৌপীনমাত্র সম্বল সাধুর সঙ্গে দেখা—

[সাধু দর্শন]

সাধুজী—হাম্‌কো কুছ খিলাও।

আমি—পৈসা মেরা পাশ হ্যায়। লেকিন্ হম্ তো কাপড়া কিন্‌নে যাতা হ্যায়! আচ্ছা, আপ্ চলিয়ে মেরে আস্তান্‌মে; নজ্‌দিক্‌হি হ্যায় মেরে আস্তান্। আপ্‌কো খিলায়েঙ্গে।

সাধুজী—আপ্‌কা ভাগ ভারি ভালা হ্যায়। আপ্‌কা আচ্ছা গুরু মিল্ গিয়া।

আমি—ক্যা! আভিতক্ দীক্ষা নাহি মিলা। গুরু কাঁহাসে মিলা?

সাধুজী—মিল্ গিয়ারে, মিল্ গিয়া। ফির্ তেরা সাথ মেরা মুলাকাত্ হোগা।

আমি—আব্ আপ্ চলিয়ে মেরে ডেরামে। আপ্‌কো খিলায়েঙ্গে।

সাধুজী—নেহি নেহি, আভি নেহি যায়েঙ্গে; ফির্ তেরা সাথ মেরা মুল্‌কাত হোগা' বলে সাধু চলে গেলেন। আমার সাথে এলেন না।

সাত-পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে যেয়ে কাপড় কিনে নিয়ে এলাম। মন খুবই ভারাক্রান্ত। বার বার প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে মনকে একরকম প্রবোধই দিয়েছিলাম, গায়ত্রীই জপ কর্‌ব। বাবা দীক্ষা না দিলে কারু কাছে দীক্ষা নেবনা, আমার গুরু বোধহয় এখনও সৃষ্ট হয় নি। দেহ শুদ্ধ হ'ল না, মনে জাগতে লাগল। সাধুজীর কথায় আবার দীক্ষার কথা হৃদয়ে জেগে উঠল। তবে কি বাবাই আমাকে দীক্ষা দেবেন? সে দিন স্পর্শেতে আমার যে ভাবান্তর হয়েছিল উহাই কি আমার আসল দীক্ষা? বাবা কি এ অধমকে শিষ্য বলে গ্রহণ ক'রেছেন? সাধুজী তো কিছুই জানেন না, তবে গুরু মিলে গেছে—ব'ল্‌লেন কেন? এইরূপই মনের অবস্থা।

[দীক্ষা প্রসঙ্গ ও দীক্ষা]

বাংলা ১৩৪২ সাল, আশ্বিন সংক্রান্তির পূর্ব দিন (দীক্ষার কথা

আর বলি নাই, ব'লতে সাহসও হয়নি।) বিকালবেলা Library খুল্‌বার জন্য উপরে চাবি আন্‌তে গিয়ে দেখি বাবা পায়চারি ক'রছেন; প্রণাম ক'রলাম। উঠ্‌তেই বল্‌লেন—কি দীক্ষা নেবার সাধ মিটে গেছে? আর দীক্ষা নিবার ইচ্ছা নাই?

আমি—সাধ্‌ ক'র্‌লে কি সব সাধ মেটে? যাঁর সাধ পূর্ণ করার ক্ষমতা তিনি যদি অনুগ্রহ না করেন, তবে কি সাধ পূর্ণ হয়? আমার ন্যায় অধমের দীক্ষার সাধের কি মূল্য আছে?—এই বল্‌ছি আর চোখে জল ভরে এল; কান্না থামাতে না পেরে তাড়াতাড়ি নীচে চলে এলাম। চোখ মুছে মুখ হাত ধুয়ে Libraryতে বস্‌লাম। মন দুঃখে ও ক্ষোভে ভারাক্রান্ত, অভিমানও জাগ্‌ছে। বার বার দীক্ষার কথা বলেছি, তিনি দেননি, পরে হ'বে ব'লেছেন; আমার পরে উপেন এসেছে রান্না ক'রতে, তাঁর এককথায় দীক্ষা হ'য়ে গেল? আর আজ আমায় ব'লছেন দীক্ষা নিবার সাধ মিটে গেছে?)

মাঝে মাঝে পাঠকদের জন্য বই আনতে উপরে যাচ্ছি, কিন্তু তাঁর দিকে ভাল ক'রে তাকাতে সাহস হচ্ছে না। অথচ যখনই দৃষ্টি প'ড়ছে, তখনই দেখ্‌ছি হাসিমাখা কারুণ্যভরা মুখ, যেন তিনি কত অপরাধী, এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে আমায় রাখায়, এতদিন দীক্ষা না দেওয়ায় প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও।'

আরতির পরে আবার আসনে বসেন। তারপর ভোগ দিতে আবার নীচে নামেন। আজ সাহস করে কাছে যেতে পারছিনা, মন্দিরে আরতির পর প্রণামও করা হয়নি। তাই ওপরে গেলাম প্রণাম করতে। প্রণাম করতেই বললেন—"আজ রাত্রিতে কিছুই খেয়ো না, কাল তোমার দীক্ষা হ'বে।

[অভীপ্সিতের প্রাপ্তিকালে]

রাত্রিতে ভাল ঘুম হ'ল না নানা চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত। এতদিন দীক্ষার জন্য লালায়িত ছিলাম, পাইনি ব'লে কখনও ক্ষোভ, কখনও দুঃখ, কখনও বা অভিমান জাগ্‌ত? মনে ক'রতাম, "নাই বা দিলেন

দীক্ষা, Young Mens' Benevolent Society এর সাধুদের নামের chart দেখে যে নাম বেছে নিয়েছি, তাইই জপ ক'রব এমনি ভাবে চলব; কখনও ভেবেছি গায়ত্রী জপ করে কাটাব যখন সময় হবে তখন ভগবান্ গুরুরূপে এসে দীক্ষা দেবেন। কখনও ভেবেছি, অন্য কোথায়ও যাব, সেখানে দীক্ষা নেব, এখানে আর থাক্‌ব না। কিন্তু মন অন্য যত জায়গায় কথা তোলে, তা আবার তখনই Dismiss করে, সুতরাং মন এগুলেও পা এগোয় না। যাঁকে প্রথম দর্শনে অতি আপনার ভেবেছিলাম, আপনার মনে হয়েছিল, যিনি কত জন্মজন্মান্তরের সাথী, চালক, যাঁর কৃপা পাবার জন্য আজ এক বৎসর ধরে নানাভাবে প্রার্থনা ক'রে দীক্ষা পাইনি, বিফল-মনোরথ হয়েছি, আজ তিনি স্বয়ং দীক্ষার জন্য তৈরী হ'তে ব'লেছেন। বার বার মনে হ'তে লাগল" তন্ত্রসারে যে গুরুর লক্ষণ বলা আছে—আজ এই এক বৎসর—তাঁর কাছে থেকে, সময়ে অসময়ে তাঁর কাছে যেয়ে, তাঁর দৈনন্দিন আচার-আচরণ দেখে সবেরই মিল দেখতে পাই, অধিকন্তু দেখি—তিনি যেন এজগতের কোনও বস্তুতে লিপ্ত নন, সর্বদা যেন কার চিন্তায় মগ্ন, সকল সময়ে কাকে যেন হৃদয়ে দেখে আনন্দে নিমগ্ন থাকেন, গীতার ভগবদ্‌বাক্য—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ঃ

[আত্মসমীক্ষা]

অর্থাৎ সিদ্ধির জন্য যেমন সাধনা চাই, সিদ্ধাবস্থায় স্থিতির জন্যও সাধনা চাই—এই বাক্যের জীবন্তমূর্ত্তি। আবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানীর লক্ষণও তাঁতে পূর্ণভাবে প্রকটিত, আর আমি কলহপ্রিয়, তার্কিক, দুর্বিনীত, শাস্ত্রাচার-জ্ঞানহীন, তন্ত্রসারে বর্ণিত শিষ্যলক্ষণের (শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু প্রভৃতি] একটীও আমাতে নাই। তিনি দীক্ষা দিলেও আর আমি দীক্ষা পেলেও আমি কি সত্য সত্যই তাঁর শিষ্য হ'তে পারব ? কথায় বলে "গুরু মিলে

লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক", শিষ্য কদাচিৎ মিলে, গুরু অনেক পাওয়া যায়। শিষ্য হওয়া খুবই শক্ত, সম্পূর্ণরূপে গুরুদেবের আদেশের অধীন করে দেওয়া, নিজের অভিমান-অহঙ্কার সম্পূর্ণ ভুলে যেয়ে একান্ত ভাবে গুরুপদে আত্মসমর্পণ করা, নির্বিচারে তাঁর আদেশ পালন করা, আত্মবৎ তাঁর সেবা করা কি সম্ভব হ'বে? পার্‌ব কি। ভাব্‌লাম—পালিয়ে যাই, দীক্ষা নেব না, বেশ আছি, দীক্ষা নিলে দীক্ষিতের মত আচরণ ক'র্‌তে না পা'র্‌লে আরও অপরাধী হ'ব। আবার ভাবলাম—"তিনি যখন প্রায় একবছর টালবাহানা ক'রে এখন দীক্ষা দেবেন ব'লে প্রস্তুত হ'তে বলেছেন—তখন দায়িত্ব তাঁর, তিনিই গড়েপিটে নিবেন।" "যখন আমি নিজে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলাম, তখন দায়িত্ব ছিল আমার, এখন সব দায়িত্বই তাঁর। তিনি যখন আমার ভব-পারাবার-তরণের ভার নিচ্ছেন, তখন তিনিই চৈত্যগুরুরূপে আমাকে চালিয়ে নেবেন।" এরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটী সুন্দর স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম, "আমি অকূলসাগরে ভাস্‌ছি, আমাকে প্রবল স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমি 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চীৎকার করছি, এমন সময়ে বাবা একখানা সুন্দর নৌকা নিয়ে এসে আমাকে নৌকোয় তুলে নিলেন, আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন; কত সান্ত্বনা দিলেন; আমার কষ্ট দূর হ'ল মনের ভয় কেটে গেল; বিমল আনন্দে হৃদয় ভরে গেল। ঠিক সেই সময়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল, কাকের ডাকেতে। রাত্রি তখন ৪॥০টা। আর ঘুম হ'ল না। কেবল মনে হ'তে লাগল—এত দিনে আমার পারের উপায় হ'ল, স্বপ্নে যেমন উত্তাল-তরঙ্গময় সাগর থেকে তিনি উদ্ধার ক'রেছেন, তেমনি উত্তালতরঙ্গ-ময় ভবসাগর থেকেও তিনি আমাকে উদ্ধার ক'রবেন। যা জীবনে ঘট্‌বে, এ স্বপ্ন তারই সঙ্কেত দিল। এই দীক্ষাই প্রথম সোপান। ভোরে কাপড় চোপড় ছেড়ে অন্য দিনের মত আসনে ব'সলাম, খুব আনন্দ হ'ল, খুব আনন্দের সঙ্গে দীক্ষার গোছ-গাছ করলাম। অন্যের দীক্ষার সময় আমি গোছাই, আমার জন্য কে ক'রবে? দীক্ষার জন্য

প্রয়োজনীয় ঘি, ফলমূলাদি আনার পয়সা বাবা নিজেই দিলেন, অর্থাৎ দীক্ষার সময়ে যে সামান্য ত্যাগটুকু প্রয়োজন তাও আমাকে করতে হোলনা। আমাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব জেনে ঐহিক ও পারত্রিক সব সম্পদ দিয়ে আমাকে পূর্ণ ক'রলেন। আমার ঐহিক পারত্রিক সব কিনে নিলেন।

[আমার দীক্ষা]

১৩৪২ সাল, আশ্বিন সংক্রান্তি, কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমী তিথি, দীক্ষার সময় দিবা ১১৷৷০টা। বাবা নিত্যপূজা সার্‌লেন, ঠাকুরের ভোগ দিলেন, আর তর সইছে না, কতক্ষণে সে শুভ মুহূর্ত আস্‌বে। এ যে মহাযাত্রাপথের পাথেয় সংগ্রহ; ইহার পর তাইই সম্বল ক'রে ধৈর্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, প্রীতি, ভক্তি, মনন ও ধ্যানের সঙ্গে নিত্য নিরন্তর আলস্য ত্যাগ ক'রে পথে চল্‌তে হ'বে, তবে তো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান যাবে, তা মন ভাব্‌ছে না। ভাব্‌ছে শুধু পাথেয় সংগ্রহের কথা। কতক্ষণে কৃপা পাব, যদি কোনও বিঘ্ন ঘটে! এতদূর এসেও যদি সব বান্‌চাল হয়! একবার মন্দিরে যাচ্ছি, আবার ঘরে আসছি, আবার Library-র দরজা ঠেলে ঘড়ি দেখ্‌ছি। এবার বাবা উপর থেকে নামছেন; সাড়া পেলাম। দাঁড়িয়ে প'ড়ে সিঁড়ির নীচেই প্রণাম ক'রলাম। মুখের দিকে তাকাতেই হৃদয় আতঙ্কিত হ'ল। দেখ্‌লাম মুখখানি, খুব গম্ভীর, ভাব্‌লাম—"এত বেলা হয়েছে ব'লে, না নিত্য পূজোর ব্যাঘাত হ'য়েছে ব'লে মুখ এত গম্ভীর। না, আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিবার ইচ্ছা ছিল না, আমার নির্বন্ধাতিশয়ে এবং শেষ পর্যন্ত আগ্রহহীনতা লক্ষ্য করে দীক্ষা দিচ্ছেন, তাই মুখখানা গম্ভীর। আবার তাই বা ভাব্‌ছি কেন? আমি তো হতাশ হ'য়ে তাঁর নিকট হ'তে দীক্ষা প্রাপ্তির আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনিই তো নিজে উদ্‌যোগ ক'রে কাল আমাকে তৈরী হ'তে ব'লেছেন। তখন তো আমি শিষ্যই হই নাই, মাত্র মন্ত্র লইতে ইচ্ছুক; গুরুর দায়িত্ব, কর্তব্য, চিন্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এখন কেহ দীক্ষাপ্রার্থী হ'লে চিন্তায় আমার মন

ভারাক্রান্ত হয়, হবুশিষ্যের পূর্বাপর চিন্তা, তাকে পরম কল্যাণের পথে চালনার দায়িত্বের কথা, শিষ্য যতদিন মুক্ত না হয়, ততদিন গুরুকে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হবার কথা, শিষ্য যথার্থ ভক্ত, প্রপন্ন ও সেবাপরায়ণ হ'লে গুরুকে তাঁর নিজের পুণ্যাংশ দিয়ে শিষ্যকে মুক্ত করতে হয় ভাবি, অথচ মঠের প্রয়োজনে দীক্ষা দিতে হয় তখন তাঁর সেই মুখ গাম্ভীর্যের তাৎপর্য্য কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করি। চিন্তান্বিত হৃদয়ে তিনি মন্দিরে পাতা নির্দিষ্ট আসনে ব'সলেন, আমাকেও একখানি কুশাসনের উপরে কম্বল আসনে বস্‌তে বললেন। দীক্ষার আনুসঙ্গিক সঙ্কল্প, পূজো, গুরুবরণাদি করাবার পর নিজে পূজো আরম্ভ করলেন। সংস্কৃত-ভাষা অল্প স্বল্প বুঝি, তাতে দীক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, দীক্ষিতের নিত্য কর্তব্য, শিষ্যের অবশ্য করণীয় যে মন্ত্রগুলি পাঠ করালেন, তাতে শিষ্যের কর্তব্য, অবশ্য করণীয়, দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী শুনে হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও আনন্দ উপস্থিত হল। ভয়—মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, যদি না প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি, যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, যদি তাঁর উপদিষ্ট পথে নিষ্ঠার সঙ্গে নির্বিচারে চল্‌তে না পারি, তবে তো নরকের পথ পরিষ্কার হ'বে, কল্যাণের স্থলে মহা অকল্যাণ হ'বে। আর আনন্দ ? আজ আমার নব জন্ম হ'ল, জন্মজন্মান্তরের সব পাপকালিমা হোতে মুক্ত হলাম, যেখানে জন্মাই না কেন, তিনি তো আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বেন, তাঁর ঐ করুণাঘন আনন্দ-ঘন মূর্তি, নরকে যেয়েও যদি দেখতে পাই, তবে নরকও আমার বৈকুণ্ঠ। তিনি যখন দয়া করে শ্রীচরণে আশ্রয় দিচ্ছেন, আমার পারের ভার নিচ্ছেন, তখন আর আমার ভাবনা কি ? ভয়ই বা কি ? তিনিই আমার শয়নে-স্বপনে, ভোজনে-ভ্রমণে, উৎসবে-ব্যসনে—সকল অবস্থায় আমার সাথে চৈত্যগুরুরূপে থেকে আমাকে চালিত কর্‌বেন ; আমার আর চিন্তা কি ? আমার কাজ হবে তাঁর উপদিষ্ট পথে নির্বিচারে চলা—এইরূপ চিন্তার স্রোতে ভেসে চলেছি। আর মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাচ্ছি। সদানন্দময় বাবা আমার দিকে তাকাচ্ছেন ; তাঁর মুখেও মুহুর্মুহু হাসি। বাবা পূজো শেষ ক'রে হোম করলেন। হোম

শিখা বহুদূর পর্যন্ত উঠ্‌ল দেখে ভবিষ্যৎ কল্যাণের মনে হ'ল। আমাকে দীক্ষার জন্য তৈরী হ'তে বললেন। আমি আসনে পশ্চিমাস্য হয়ে উত্তরীয় মস্তকে দিয়ে বস্‌লাম, তিনি অনেকক্ষণ আমার মস্তকে মন্ত্র জপ ক'রলেন এবং আমার মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ হ'তে মস্তক শীর্ষ পর্যন্ত ৩ বার হস্তসঞ্চালন করলেন। যখন মস্তকে হাত রাখ্‌লেন, তখন হৃদয় যেন জুড়িয়ে গেল। সর্ব সন্তাপ হতে মুক্ত হলাম, কিন্তু যখন মেরুদণ্ডের উপর হাত সঞ্চালন কর্‌লেন, তখন শরীরে এক অভূতপূর্ব শিহরণ অনুভব করলাম, আমি ক্ষণেকের জন্য যেন সম্বিৎ-হারা হলাম। শরীর একেবারে সমকায়শিরোগ্রীব হ'ল। একটা বিদ্যুৎশক্তি মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'ল, আমার ডান কান ও বাম কানের কাছে মন্ত্র অতি দীর্ঘ ও গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ ক'রলেন। হঠাৎ হৃদয়ে একটা আলো দেখ্‌লাম, তা ঊর্ধ্বদিকে সহস্রার পর্যন্ত ব্যাপ্ত, আবার সম্বিৎ-হারা হলাম। আমি পরক্ষণে চরণে লুটিয়ে পড়লাম—মনে মনে বললাম—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণো মদ্দেহঃ শ্রীগুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"॥

তিনি আমার হাত ধরে উঠিয়ে আসনে বসিয়ে দিয়ে জপের প্রণালী দেখালেন এবং উপদিষ্ট মন্ত্র-প্রতিপাদ্যকে মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে দেখ্‌তে জপ কর্‌তে বল্‌লেন। দীক্ষা শেষ হল। দেখা ক্ষণিকের হল, সারাজীবনে সারাক্ষণ দেখ্‌বার কৌশল জানা হল মাত্র।

[অপার করুণা]

বাবা বললেন—তোমার নতুন জন্ম হল, এপর্যন্ত এ জীবনে যা করেছ; সব ভুলে যাও, তোমার সব কিছু আমি নিলাম. তোমার ব'লতে আর কিছুই রইল না; তোমার নতুন নাম হ'ল ভক্তিপ্রকাশ, এখন এ নাম কাউকে বলো না। আমারও মনে হ'ল—আমার আর কিছু

নাই, তবে এভাব যেন সদা সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে-জাগরূক্ থাকে, কোনও অবস্থায় যেন আমার অহঙ্কার মাথা চাঁড়া দিয়ে না উঠে, সব সময়ে ঠাকুর! তোমার কাজ তুমি আমার মধ্যে থেকে ক'রছ, আমি যন্ত্রমাত্র, তুমি যন্ত্রী—একথা যেন মরণেও না ভুলি। তিনি নিলেন; বললেন, কিন্তু আমার মনে হ'ল নিতে চাইলেই আমার দুর্গতি, দূরিত তাঁকে নিতে দেব কেন? আমাকে কৃপা ক'রে তুলে ধরেছেন, আর আমার দূরিত নিয়ে তিনি কষ্ট ভোগ ক'রবেন, সেটা হবে না। তিনি আমাকে শক্তি দেবেন আমার দুর্গতি ভোগ করবার। আমি সেই শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে হাসিমুখে সব সহ্য ক'রে তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথে চল্‌বো। তিনি আমার হাত ধ'রে নিয়ে চলুন। আমি আমার দেহ ও মন তাঁকে দিলাম। এদের দিয়ে যেন তাঁর সেবা কর্‌তে পারি, আর এ মন দিয়ে একাগ্র হ'য়ে তাঁর দেওয়া সাধনপথে চল্‌তে পারি।" এই ভাব্‌ছি আর মনে মনে বার বার প্রণাম করছি।

তিনি আরও বললেন—"যতই স্মরণ মনন কর্‌বে ততই নাম উজ্জ্বল হ'বে, হৃদয়ে আনন্দ পাবে। নাম নিতে অবহেলা করো না, শান্তি পাবে মনে;"

বেলা প্রায় ১॥ বেজে গেছে। অন্যদিন ৯/৯॥টায় পূজো সেরে ২/১ টুক্‌রা ফল মুখে দেন; এতক্ষণে মধ্যাহ্নের প্রসাদ পেতে বসেন; আজ কোনটাই হয়নি, তাঁর কষ্ট হচ্ছে মনে হোল। কিন্তু নিজের কষ্টের কথা না ব'লে—তিনি বললেন—'যাও, কিছু খাও যেয়ে, কাল খাওনি, আজও অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। আমার কষ্টের জন্য তাঁর ভাবনা, নিজেও যে এ পর্যন্ত জল পর্যন্ত গ্রহণ করেন নি—সে ভাবনা নাই, ভাবনা শিষ্যের জন্য, তার জন্য তিনি ব্যাকুল—এমন দয়ালু না হলে, এমন মাতৃস্নেহ হৃদয়ে না থাক্‌লে মাদৃশ অধমগণ কি কৃপা পেত? আমি তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে একটু জল খাবার গুছিয়ে দিলাম, তিনি সামান্য একটু নিয়ে আসনে বসলেন। আজ ২॥টার সময় প্রসাদ পেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[বাবার আদেশ]

বাবার আদেশ—"সব সময়ে স্মরণ মনন ক'রতে চেষ্টা করবে, তা না পারলে যখনই মনে হবে, তখনই মনে মনে জপ করবে, ভগবান্ আড়ম্বর দেখেন না, দেখেন মন। তোমার যদি চেষ্টা থাকে তাঁতে জেগে থাক্তে, তিনি নিজগুণে ধরা দেবেন। তিনি ধন চান না, মান চান না, চান কেবল প্রেমমাখা মন; সব সময়ে প্রীতির সঙ্গে, আদরের সঙ্গে তাঁকে ডাক্তে চেষ্টা করবে।"

তাঁর আদেশ পালন কর্তে চেষ্টা করি, চল্তে ফির্তে তাঁর দেওয়া নাম করি; কখনও বা ভুলেই যাই তখন কে যেন ঘাড় ধরে ফিরিয়ে নেয়, শাসানি আসে—এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছ, সম্মুখে যে দীর্ঘ পথ, কচ্ছপের গতিতেও যদি চল আর চলা কামাই না দেও, একদিন লক্ষ্যে অবশ্যই পৌছুবে।"

Libraryতে বসি, বিকালে খুব ভিড় হয়, পাঠকগণ প্রায়ই শিশু—১২ থেকে ১৮।২০ মধ্যে, দিনে প্রায় ১২০।১২৫ খানি বই পড়তে নেয়, স্থির হ'য়ে বস্বার সময় থাকে না। কতক্ষণে Libraryর কাজ শেষ হ'বে, কতক্ষণে ঘরে যেয়ে আসনে বসব—মনে হয়। সময় নষ্ট করি না। মঠের কাজ যতটুকু চাপিয়েছেন, যতটুকু নিজে সেধে নিয়েছি, সেটুকু সার্তে পার্লেই জপ করতে চেষ্টা করি। সন্ধ্যা বেলা Library বন্ধের পর আসনে বসি, আরতির সময়ে উঠি, আবার বসি, রাত্রিতে ভোগের পর বাবা প্রসাদ দেন রাত্রি ১০টার সময়; প্রসাদ নিয়ে এলে তিনি সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে যান। এক একদিন আরতির পর জপ করতে করতে খেয়াল থাকে না, হয়ত ঘুমিয়েই যাই, তিনি ডাকাডাকি ক'রে সাড়া পান না, অনেক দেরীতে উপরে যাই। একদিন বাবা বললেন—"মনে রেখো উত্তাল্ তরঙ্গময় বিরাট্ সমুদ্র অতিক্রম ক'র্তে হবে, প্রথমে খুব হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি ক'রলে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়্বে, শরীরে ব্যাধি দেখা দেবে, তীরের কাছে পৌছিয়েও তীরে ওঠা হ'বে না। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য প্রভৃতি

সাধনের প্রধান বিঘ্ন ; ওদের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা ক'রে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে সমুদ্র পাড়ি দিবার চেষ্টা ক'রতে হ'বে, তবেই কৃতকার্য হ'বে। এজন্য চাই, আহার-বিহার-নিদ্রা-পরিশ্রম সব বিষয়ে নিয়মের অধীন হ'য়ে চলা ; সময়ে হিতকর ও পরিমিত আহার ক'রবে, নিদ্রার সময়ও ঠিক রাখ্‌বে। বিশেষ বাধা না এলে একই সময়ে শোবে ও একই সময়ে উঠবে ; আসনাদি যা করবে, তাহাও সময় ধ'রে ক'রবে। জপারাধনাও নিয়মিত সময়ে ক'রবে। দেখ পাখী-পশুরাও প্রকৃতির নিয়মে ঠিক সময়ে কুলায় যায়, আস্তানা ছেড়ে চর্‌তে যায় এবং ঠিক সময়েই বাসায় ফেরে। ঐরূপ সময় ঠিক রাখ্‌লে, অভ্যাসের ফলে আপনাপনিই নাম হৃদয়ে জাগ্‌বে ? তবে আলস্যকে কথনও প্রশ্রয় দেবেনা। রাত্রি ৩॥০ টার পর কথনও বিছানায় শুয়ে থাক্‌বে না। তখন শয্যাত্যাগ ক'রে শৌচাদি সেরে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আসনে বস্‌বে। সাধন খুব গোপনে রাখবে। লোক-দেখান সাধন করবে না ; প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা মনে ক'রবে। প্রতিষ্ঠার কামনা হৃদয়ে জাগলে আত্ম-প্রবঞ্চনা ও পর-প্রতারণা উভয়ই ঘট্‌বে ; হৃদয় জ্বালায় ক্ষোভে ভরে যাবে, মনে শান্তি পাবে না।" আরও একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে 'পরকে কখনও কষ্ট দেবে না, পরের উপকার ক'রতে সর্বদা চেষ্টা ক'রবে। পরকে কষ্ট দিলে তোমাকেও সেইরূপ কষ্ট—এমন কি দশগুণ কষ্টও ভোগ ক'রতে হ'বে। যারা বোকা, তারা বোঝে না, তাই লোককে কষ্ট দেয়, আবার কষ্ট পেয়েও কেহ কেহ কষ্ট ব'লে বোঝে না, যেমন কুকুর মাংসশূন্য হাড় চিবোয়, তাতে গাল কেটে যায়, রক্ত পড়ে ; সে নিজের রক্ত নিজে খেয়ে আনন্দ মনে করে। শুদ্ধমনে যেমন ভগবানের মহিমা প্রকাশ পায়, তেমনি সামান্য অন্যায়ও তাদের খুব পীড়া দেয়। তারা সামান্য আঘাতেই মর্ম্মাহত হন। কিন্তু এবুদ্ধির চেয়েও আর একটা বুদ্ধি আছে সেটি আত্মজ্ঞান, দেহাতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান। লোকের মানাপমান, সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয়—বুদ্ধি দেহকে আশ্রয় ক'রে জাগে, জীব দেহেতে আত্মজ্ঞান ক'রে নিজকে সুখী, দুঃখী, অবমানিত

সম্মানিত বোধ করে। যার দেহেতে আত্মবুদ্ধি নাশ হয়েছে, যিনি সুখী বা দুঃখী,—আমি নহি, মানাপমান আমার নয়,—সব মনের ধর্ম-এরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, তাঁর সর্বত্র এক অদ্বিতীয় অবিকারী আত্মার-জ্ঞান জাগে, তখন তিনি নিজেও কষ্ট পান না দ্বিতীয় কেহ নাই বোধ হওয়ায় কষ্টও কাউকে দিতে চান না। যাক্, সে অনেক পরের কথা, হঠকারিতা করো না, রাতারাতি সিদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা করো না। ধীরে ধীরে অবিরাম অবিশ্রাম গতিতে এগিয়ে চল, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

[প্রতিক্রিয়া]

কথাগুলি শুনে আমার খুব লজ্জা হল। তিনি উপরে একাই থাকেন, তাঁকেই দরজা বন্ধ করতে হয়। তাঁর সব কাজের সময় নির্দ্ধারিত ; তিনি হয়তো প্রসাদ পেয়েই বিশ্রাম করেন ; আমি সময়ে না যাওয়ার আমার প্রসাদ তাঁকে আগলাতে হয়, তিনি সময়ে বিশ্রাম করতে পারেন না। আমি গুরুকরণ করেছি ; দীক্ষা নিয়েছি, শিষ্য হয়েছি ; কিন্তু শিষ্যের কর্তব্য করছি কই ? মনুসংহিতায় পড়েছিলাম, "গুরুর হিতসাধনই শিষ্যের প্রধান কাজ, গুরুর আদেশ পালনই শিষ্যের জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। শাস্ত্রপাঠ ক'রে শাস্ত্রনির্দেশ জীবনে, যদি অভ্যাস করা না হল, তবে তা না পড়ারই সমান হল। অজ্ঞেরা জানেনা ব'লে করেনা বা ক'রতে পারে না, কিন্তু যারা জেনে শুনে না করে, তারাতো মহাপাপী ; শাস্ত্রবাক্য পালন ক'রতে চেষ্টা ক'রলে বিদেহী আত্মারা সহায়তা ক'রতে চেষ্টা করেন। কই আমিতো তা পালন ক'রতে চেষ্টা করছিনা ; মনগড়াভাবেই তো চলছি। আবার মনে হল —আমার কি দোষ ? আমি ইচ্ছা ক'রে কিছু কি করছি ! সাধ্য কি ২।৩ ঘণ্টা স্থির হয়ে আসনে ব'সে থাকা, তিনিই মন্ত্র দিয়েছেন ; প্রেরণা জোগাচ্ছেন, তিনিই বসিয়ে রাখছেন, জপ ক'রতে করতে সব ভুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি কি ক'রব ? আমি কি করতে পারি ! আবার ভাবলাম—কি জানি বোধ হয়, জপে বসে ঘুমিয়ে যাই, তাই ডাকলে

সাড়া পান না, নচেৎ এমন কি রাতারাতি মন একাগ্র হ'য়ে যায়, আমি বাহিরের সব ভুলে যাই। কোন জ্ঞান থাকেনা। আচ্ছা, এবার থেকে খুব সতর্ক থাক্‌বো, যাতে ডাকলেই সাড়া দিতে পারি অথবা আরতির পর ভোগ হয়ে গেলে প্রসাদ এনে চাপা দিয়ে রেখে জপে বস্‌ব। তাতে নিরিবিলি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সতে পার্‌ব ; আরতির পর আসনে বসি, প্রথম দিকটা মন স্থির হয়, কিন্তু যখন প্রসাদ আনার কথা মনে পড়ে, সময়ে না গেলে তিনি কষ্ট পাবেন, বিরক্ত হবেন-মনে হয়, তখন মন খুবই চঞ্চল হয়ে পড়ে ; মালা ঘোরে, মন ঘোরে, জপে মন বসেনা। খুব খারাপ লাগে, রাত্রিতে খাবার জন্য মন লাগায়ে জপ করার বাধা, বাবার কষ্ট—। রাত্রিতে খাওয়া বন্ধ করে দিলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে জপ করতে পার্‌ব, আর ওঠাওঠির বালাই থাক্‌বে না, বাবাকেও আর কষ্ট ক'রতে হ'বে না। সুতরাং রাত্রিতে খাব না ঠিক করলাম এবং বাবাকে ও সে কথা বলবো ভাব্‌লাম।

[যেমন কথা তেমন চেষ্টা]

বিকালে লাইব্রেরী খোলার আগে রোজ যেমন প্রণাম করি, তেমনি প্রণাম করলাম। কথাটা পাড়বার জন্য অপেক্ষা ক'রলাম। বাবা শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়্‌ছিলেন, প্রণাম করার সময় একবার তাকালেন, আবার ভাগবতে মনোনিবেশ ক'রলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—

বাবা—কি ? কিছু ব'লবে না কি ?

আমি—হ্যাঁ। আমি মনে করেছি, আজ থেকে রাত্রিতে খাব না।

বাবা—কেন ! কি হয়েছে ?

আমি—রাত্রিতে ডাকাডাকি ক'রতে আপনার কষ্ট হয়, আমি হয়তো জপ ক'রতে ব'সে ঘুমিয়ে যাই, যখন সম্বিৎ পাই, তখন অনেক রাত্রি হয়ে যায়, আপনাকে ততক্ষণ জেগে থাক্‌তে হয়, আপনার নিত্যকার নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে। তাই যদি না খাই, তা হলে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমিও অপরাধী হব না।

[প্রতিপাল্যনিয়ম]

বাবা—ও! এই জন্য রাত্রিতে খাওয়া বন্ধ ক'রতে চাও? তবে ডাকাডাকি করতে একটু অসুবিধা হয় বৈকি। তবে সে জন্য তোমাকে খাওয়া বন্ধ ক'রতে হ'বে না, ও কষ্ট টুকু আমি সইতে পার্‌ব। তবে কি জান? সবেরই একটা নিয়ম আছে। নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে মনগড়া ভাবে চললে সিদ্ধিতো দূরের কথা, মন সামান্যমাত্রও স্থির হ'বে না। লাইব্রেরী বন্ধ ক'রে আরতির পূর্বে সায়ংসন্ধ্যা ক'রে নেবে। আরতির পর আবার আসনে ব'সে বেশ ধীরে ধীরে জপ ক'রবে, ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে। জপের সংখ্যা রাখবে, অন্ততঃ পক্ষে ১০০৮ বার জপ ক'রবে; তারপর কিছু পড়াশুনা ক'রবে, তারপর রাত্রি ৯॥টা ১০টার মধ্যে প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়্‌বে। রাত্রি ৩॥০ টার পর আর বিছানায় শুয়ে থাকবে না; বিছানা ছেড়ে, বাসি কাপড় ছেড়ে (পায়খানা পেলে শৌচাদি করে) মুখ হাত ভাল ক'রে ধুয়ে আসনে বস্‌বে। ঐ সময় সব দিক্ নিস্তব্ধ থাকে, ৫।৬ ঘণ্টা বিশ্রামের পর শরীর চাঙ্গা হয়, মনও প্রফুল্ল হয়। তখন আনন্দের সঙ্গে আলস্য-তন্দ্রা বর্জ্জিত হয়ে জপারাধনা ভাল হয়; আর ঐ সময়ে সন্তরা-মহাপুরুষগণ, প্রবর্ত্তক সাধকদের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখে সহায়তা করেন। সাধকরা অজ্ঞাতসারে তাঁদের কৃপা পায়; কখন কখন প্রত্যক্ষভাবেও সাহায্য করেন তাঁরা। রাত্রির প্রথম প্রহর সন্ধ্যাপুজোয় ও সামান্য মাত্র আহারাদিতে কাটাবে। কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহর অসার ভোগবিলাসে কাটাবে না; তখন বিশ্রাম দেবে শরীর ও মনকে অথবা সাধনানুকুল গ্রন্থাদি পাঠ করবে; পবিত্র বিষয় বার বার মনন ক'রবে। রাত্রির শেষ প্রহরে ধ্যানে জপে অতিবাহিত কর্‌বে। যাও, লাইব্রেরী খোলার সময় হয়েছে, রাত্রিতে নিশ্চয়ই খাবে, খাওয়া বন্ধ ক'রতে হবে না। তবে আকণ্ঠ খাবে না, আধপেটা খাবে, সিকিভাগ জল দিয়ে পূর্ণ কর্‌বে, সিকিভাগ খালি রাখ্‌বে।

[ঘণ্ড ঘোষ, মন্দ ঘোষ]

বাবা—"রোজ ভোর বেলা ৺গঙ্গা নাইতে যাবে। প্রাতঃকালে

ভ্রমণ হবে, স্রোতের জলে বিশেষ ক'রে ৺গঙ্গায় স্নান ক'রলে শরীর ও মন পবিত্র হ'বে। ভ্রমণ এক প্রকার ভাল ব্যায়াম, সর্বাঙ্গে সমান ক্রিয়া হয়, যদি পদ্ধতি অনুসারে চলা যায়। শরীর ও মন ভাল থাকলে কর্ম ক্ষমতা বাড়ে, যে কাজে হাত দেওয়া যায়, সেই কাজ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সম্পাদন করা যায়, কখন ও আলস্য আসে না।" উপেনের সঙ্গে সকালে ৺গঙ্গা নাইতে যাবে।

"রোজ রাত্রি ৩৷৷ টায় উঠে পায়খানা সেরে শৌচাদি ক'রে, তারপর ধোওয়া কাপড় পরে আসনে বসি। শৌচাদি সারতে আধঘণ্টা লাগে। ৪টায় আসনে বসি ; ৫৷৫৷৷-টায় আসন ছাড়ি ; উপেনের সঙ্গে ৺গঙ্গা নাইতে যাই। তার বেশী দেরী করার উপায় নাই। এখন শীতের সময়-৬৷৷টায় লাইব্রেরী খুলতে হয়। নিমতলা ঘাটে-স্নান ক'রতে যাই। যাতায়াত স্নান ও তর্পণ সারতে হয় ৫০৷৫৫ মিনিটের মধ্যে। এজন্য পথ সংক্ষেপ ক'রবার জন্য কখন কখন মাণিকতলার বাজারের মধ্যে দিয়ে আসি, আবার কখনও বা হেদুয়ার মধ্যে দিয়ে মাণিকতলা ষ্ট্রীট হয়ে টিকে পাড়ার গলি দিয়ে মঠে আসি। বাজারে মধ্যে দিয়ে আসবার সময় ফড়েদের (দোকানদারদের) তরকারীর দর হাঁকতে শুনি, ফজিনা বাজার করে। সুতরাং বাজার-দর জানার কোনও প্রয়োজন মনে করিনা। বাবা পায়চারী ক'রছেন বারান্দায় ; ফজিনা বাজার এনে রেখে নীচে গেল। জিনিস গুলি প'ড়ে আছে।

আমি—বাবা! এ কত'র বাজার ?

বাবা—সাড়ে ছয় আনার বাজার।

আমি—এর দাম খুব বেশী হলে চারি আনা। তার বেশী হ'তে পারে না।

বাবা—ফজিনা খুব বিশ্বাসী চাকর। তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মাসিক তিন টাকা দিই, তাছাড়া আমি যা খাই, তাই়ই তাকে দিই ; তার জুতো, জামা-কাপড়ও দিই, তাকে কখনও চাকরের মত দেখি না, সেরূপ ব্যবহারও করি না, তাকেও ঠাকুরের একজন সেবক

মনে করি। এত পেয়েও কি সে ঠাকুরের সেবার জন্য বাজার ক'রতে যেয়ে বাজারের পয়সা চুরি করবে?

আমি—আমরাতো বাজারের মধ্যে দিয়েই আসি, আমাদের কাছে পয়সা দিলে আমরা বাজার ক'রে নিয়ে আস্তে পারি। ভাবলাম—বাবা ফজিনাকেই বিশ্বাস ক'রছেন, আমি বল্‌লাম তা বিশ্বাস ক'রছেন না; আমার থেকে ফজিনা বেশী বিশ্বাসের পাত্র? ভাবছেন আমি মিথ্যা ব'লছি; একবারও মনে এল না—সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্" (হঠাৎ কোনও কাজ ক'রবে না, পূর্বাপর ভেবে কাজ ক'রবে) ফজিনা অনেক দিনের চাকর; আমি অল্প দিন এসেছি, সুবিধা হ'লে চলে যেতে পারি, ও চাকরি ক'রতে এসেছে, থাওয়া পরা থাকা পায়-আরও মাসে মাসে মাইনে পায়, ও সহজে যাবে না, আমাকে যাচাই করা তাঁর কর্তব্য, তাই ভেবে দেখছেন। ৩।৪ দিন গেল, ফজিনাই বাজার করে, তাকেই বাজার ক'রতে পয়সা দেন। আমাদের হাতে বাজারের পয়সা দেন না। ভাব্‌লাম, যাক্, বাঁচা গেল। খামাকা একটা ঝামেলা ঘাড়ে নিচ্ছিলাম; তাঁর পয়সা তিনি খরচ ক'রছেন; তিনি যেমন ভাল বুঝছেন, ক'রছেন; মঠের পয়সার সদ্ব্যয় হোক বা না হোক তা আমার দেখার দরকার কি? সেজন্য আমার মাথা ব্যথা করা উচিত নয়। কিন্তু পঞ্চম দিনে সন্ধ্যারতির পর ওপরে প্রণাম ক'রতে গেলে আমাকে সাড়ে ছয় আনা দিয়ে ব'ললেন "কাল ৺গঙ্গা স্নান করে আসবার সময় বাজার করে এনো। ৺গঙ্গাস্নান ক'রে আসবার পথে মাণিকতলা বাজার থেকে বাজার ক'রে এনে থলে ওপরে রেখে লাইব্রেরী খুল্‌লাম; বাবা তখনও আসন থেকে ওঠেননি। আমাকে বাজার রাখ্‌তে দেখে ফজিনার মুখ আঁধার হল'। মনে হল-ও ভাবছে—"এই রে! এবার আমি বাজারের পয়সা চুরি করি, তা ধরা প'ড়ে যাব, মহারাজ আমাকে বিশ্বাস ক'রতেন আর বিশ্বাস ক'রবেন না, দু'পয়সা ফালতু রোজগার করতুম, তা এই বেটা এসে মাটি করে দিল!" Library র ঘড়িতে ৮।।টা বাজল, পাঠাগার বন্ধ করে ওপরে

গেলাম, দেখি বাবা আসন থেকে উঠে রোজকারমত পায়চারী করছেন। আমি প্রণাম করলাম।

বাবা—কই! বাজার এনেছ?

আমি থলে থেকে বাজারের জিনিসগুলি বের করে তাঁর সামনে রাখলাম।

বাবা—এত তরিতরকারি কত দিনে খাবে? কত'র বাজার ক'রেছ?

আমি—সাড়ে চারি আনার বাজার, এই তুই আনা ফিরেছে।

বাবা—হ্যাঁ! বাজারে তরিতরকারী এত সস্তা। না, বেশী পয়সার জিনিস এনে অল্প পয়সা খরচ দেখাচ্ছ; নিজের বাহাতুরী বজায় রাখছ। ফজিনা ঘর মুছ্‌ছিল, তাকে ডাক্‌লেন। ব'ললেন— আনাজ এত সস্তা আর তুমি আমার কাছ থেকে বাজার ক'রতে এত বেশী পয়সা নাও। তোমাকে এত বিশ্বাস করি, তার পরিণাম এই দেখালে?

ফজিনা কট্‌কট্ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে ঘর মুছতে চলে গেল? আমার মনেও খানিকটা তুঃখ হ'ল। আমি তাঁর পয়সা বাজে খরচ না হয়, প্রয়োজন মত ব্যয় হয়, তাই দেখাতে গেলাম, আর বল'লেন-পকেট থেকে পয়সা দিয়ে জিনিস কিনে অল্প পয়সা খরচ দেখিয়ে বাহাতুরি নিচ্ছো? একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললাম।—

আমি—একদিন তুই দিন নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে-বাজার বেশী করে এনে অল্প পয়সা ব'লতে পারি কিন্তু রোজ রোজ তো আর নিজের পয়সা খরচ ক'রে আনতে পারব না? রোজ রোজ পয়সাই বা পাব কোথায়? কাল আর বাজার করার দরকার হ'বে না, মনে হয় এতেই চলে যা'বে, পরশু দিন উপেনের কাছে পয়সা দেবেন?

বলা বাহুল্য এদিন থেকে বাজার করার ভার আমার ওপর প'ড়ল। ৺গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে বাজার ক'রে আনি; যেদিন বাজার করি, সেদিন চলে, তার পর দিনও চলে। সুতরাং সকালে বাজার না করতে পারলে বিশেষ অসুবিধা হয় না। আমি-

ও যেদিন সকালে সময় পাই, ফেরার পথে বাজার করে আনি, যেদিন দেরী হয়, সেদিন পাঠাগার বন্ধের পরে বাজারে যাই। বাজার প্রায়ই এক রকম আনি, কদাচিৎ কোনও দিন একটু উনিশ্‌বিশ হয়। এক সপ্তাহ দেখার পর বোধ হয় বিশ্বাস ক'রলেন "ফজিনাকে False position এ ফেলবার জন্য কোনও অপচেষ্টা করিনি।

[ফজিনার ব্যবহার]

কিন্তু ফল হল খানিকটা শাস্তি, বাজার করার ভার ঘাড়ে লওয়ায়। মঠে বাবা বাদে যাঁরা খেতেন তাঁরা নিজেদের খাওয়ার বাসন, গেলাস বাটী নিজেরাই মেজে নিতেন, ফজিনা মন্দিরের পূজোর বাসন-কোশন, রান্নার হাঁড়ি-কুড়ি, ভোগের থালাবাটী ও বাবার খাবার বাসন মাজত; আমি আসার পর ফজিনা—আমার খাবার বাসনও মাজ্‌ত এবং খাবার জায়গার সগ্‌ড়ি মুক্ত ক'রত। কিন্তু যেদিন থেকে আমি বাজার ক'রতে শুরু ক'রলাম, ফজিনা আমার বাসন মাজা বন্ধ ক'রল; খাবার জায়গাও মুক্ত করা বন্ধ করে দি'ল। ঘরের মধ্যে আর কেহই থাকে না; আমিই একাকী থাকি। সুতরাং রোজ এক এক জায়গায় খেতে আরম্ভ ক'রলাম। খাবার থালা একখানা, একটা গেলাস ও বাটী ১টা'; তা মেজে না নিলে, আর খাব কিসে, তাই তা মেজে নিই। এত কাণ্ড ঘটেছে-(ফজিনা আর বাসন মাজেনা বা সগ্‌ড়ি মুক্ত করে না, বাজার করার পর দিন থেকে) তা বাবাকে বলিনি। যখন শোবার জায়গা ছাড়া সারা ঘর সগ্‌ড়িস্থান হ'য়ে গেল, তখন বারান্দায় খেতে শুরু করলাম। একদিন ছাত্রাবাসের বারান্দায় খাচ্ছি, বাবা বারান্দায় হাত মুখ ধুতে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,

বাবা—কি? ওখানে খাচ্ছ কেন? ঘরে তো জায়গা আছে, সেখানে না খেয়ে বাইরে খাচ্ছ?

আমি খেতে বসে কথা বলি না, সুতরাং তখন উত্তর দেওয়া হলো না। উত্তর না পেয়ে তিনি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন বোধ হয়। যা

হোক, তাঁর কথার উত্তর দিতে না পারায় আমি খুব চঞ্চল হলাম, তাড়াতাড়ি এক রকম গো-গ্রাসে গিলে মুখ ও হাতপা ধুয়ে থালাবাটী ও গেলাস মেজে রেখে উপরে গেলাম, সগ্‌ড়ি মুক্ত করলাম না। উপরে গিয়ে প্রণাম ক'রলাম।

বাবা—"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওখানে খাচ্ছ কেন? ঘরে খাচ্ছ না কেন? তার উত্তর দিলেনা? ভদ্রতা জান না? গুরুজন জিজ্ঞাসা ক'রলে তার যথাযথ উত্তর দিতে হয়? ভারি অবাধ্য ছেলে তো?

আমি—খাচ্ছিলাম যে। খেতে বসে আমি কারু সঙ্গে কথা বলি না; সাধু মহারাজদের কাছে শুনেছিলাম—আমরা খাচ্ছি ভাবতে নাই, আমরা খাইও না, আমাদের মধ্যে যিনি জঠরাগ্নিরূপে আছেন তাঁতেই আহুতি দিই" সেই দিন থেকে সেরূপ ভাবতে ভাবতে খাই, অন্যদিকে মন না দিবার চেষ্টা করি, কথাও কারু সঙ্গে বলিনা, যা খাই, সব একসঙ্গে নিয়ে বসি; আমার খাবার সব এক সঙ্গে দিতে বলি এবং তাঁকে নিবেদন করে খাই। তখন উত্তর দিতে পারিনি বলেই এখন জানাতে এসেছি।

বাবা—ওখানে খাচ্ছিলে কেন? খাওয়া-দাওয়া তো নির্জনে একাকী ক'রতে হয়, বিশেষতঃ ব্রহ্মচারীদের। পঙ্‌ক্তি-ভোজন ব্রহ্মচারীদের করতে নাই। ব্রহ্মচারীরা খাবে আড়ালে বসে, তা তুমি বাইরে বারান্দায় খাচ্ছিলে সেখানে কতজনের দৃষ্টি পড়্‌তে পারে? আমি—ঘরে যে ব'সে খাবার জায়গা নাই। সমস্ত ঘরময় সগ্‌ড়ি। তাই বাইরে খাচ্ছিলাম। যে দিন থেকে আমি বাজার ক'রে এনে দেখিয়েছি, কত অল্প পয়সায় কত বেশী আনাজ পাওয়া যায়, সেদিন থেকে ফজিনা আমার বাসনও মাজে না আমার খাবার জায়গার সগ্‌ড়িও নেয় না। সামান্য থালাবাটী গেলাস মেজে নিতে বা নিজের খাবার জায়গা পরিষ্কার ক'রতে তেমন কিছু কষ্ট হয় না, আপনিও আমাকে খেয়ে নিজের বাসন মেজে নিতে বা খাবার জায়গা পরিষ্কার ক'রতে বলেননি; ফজিনা ক'রে দিত, নিশ্চয়ই আপনার আদেশ

তাইই ছিল। আপনি যা ক'রতে বলবেন, প্রাণপণে তা নিশ্চয়ই ক'রবো, আপনার উপর আমার সব ভার দিয়েছি, আমিও বুঝেছি আপনি আমার সব ভার নিয়েছেন। কিন্তু ঐ ছোটলোক তার চুরি ধরা পড়েছে ব'লে আক্রোশের বশে আমাকে আমার বাসন মাজাবে, আমাকে আমার খাবারজায়গা পরিষ্কার করাবে—তা বরদাস্ত ক'রতে পারিনি; মনেও সায় দেয় নি। আমার কত কাজ; সময় কত অল্প? খেয়ে বাসন-কোশন মেজে নিবার সময়ই বা কোথায়? তা ওর আস্পর্ধা কত? সে নিজে পালটা নিতে চায়, একি বরদাস্ত করা যায়? আপনার কাছে আছি বলে সহ্য ক'রেছি, নতুবা বেটাকে দেখিয়ে দিতুম।

বাবা—তুমি আশ্রমবাসী—ব্রহ্মচারী। গার্হস্থ্যাশ্রমে ঢুক্‌বে না ব'লেইত এত অধিক বয়সে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হ'য়েছ। তোমাকে তো চারি আশ্রমের আত্মিক ও ব্যবহারিক উভয় ধর্ম বজায় রেখে চল্‌তে হবে। যারা চাকরি বাক্‌রি ক'রে, বিবাহ ক'রে সংসার করে, সংসারের নানা ঝামেলায় সব কাজ পেরে ওঠে না বলেই বাড়ীতে গৃহস্থরা চাকর বাকর রাখে। আবার সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যও চাকর বাকর রাখার প্রয়োজন আছে। তুমি যে ব্রহ্মচারী—সংসারত্যাগ ক'রে এসেছ; তোমার কাজ তো সংসারের কারণ মানাপমান, সুখ-দুঃখ, হিংসা দ্বেষ-ক্রোধ, গৌরব-অগৌরব—সব ভগবানে সমর্পণ ক'রে দেওয়া। তোমাকে সমস্ত প্রকার অপেক্ষাশূন্য হ'তে হবে, একমাত্র ভগবানকেই আশ্রয় ক'রতে হবে; সব ভার তাঁর উপর দিয়ে সব বিষয়েই তাঁর কল্যাণহস্ত আছে মনে ক'রে হাসিমুখে সব মাথা পেতে নিতে হ'বে। তা না ক'রে তুমি একটি চাকরের উপর বাসন মাজার জন্য নির্ভর ক'রছ? ও আর এমন কি কঠিন কাজ? আমি কত দিন বাসন মেজেছি, আর দেখ্‌ছ, এখনও তোমাদের জন্য রান্না কর্‌ছি; কই, কারু, ওপর তো নির্ভর করি না, আমার তো তাতে অপমান বোধ হয় না? ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন যেমন করাচ্ছেন তেমন ভাবেই তো চলছি। তুমি শুধু উপদেশ চাও,

না, আদর্শ চাও। আদর্শবান্ হ'তে চেষ্টা কর। শুধু শাস্ত্র মুখস্থ করো না, শাস্ত্রের বাক্য নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা কর।

"নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥" গীতা ৬।২১-২২

এই শ্লোক ২টীর মর্মার্থ [যিনি নিষ্কাম, যাঁর দেহ সংযত, অন্তঃকরণ বৃত্তিপ্রবাহ অন্তর্মুখী অর্থাৎ ভগবন্মুখী, যিনি দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজনের অনতিরিক্ত যদৃচ্ছালব্ধ বস্তু গ্রহণ অভ্যাস করেছেন, তাঁরা শরীর দ্বারা যে কর্ম করেন বা শুধু দেহরক্ষার জন্য যে কাজ করেন, তার দ্বারা কোনও পাপ বা পুণ্য তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনা। তাঁরা যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকেন। আরও হোক্, আরও পাই—এমন কামনা তাঁদের থাকেনা। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে তাঁরা লক্ষ্য হারান না, লক্ষ্যে অবিচল থাকেন, তাঁরা মদ-মাৎসর্যাদিমুক্ত। কর্মের সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে তাঁদের ভিতরে কোনও শৈথিল্য দেখা যায় না, সুতরাং কর্ম ক'রেও তাঁরা আবদ্ধ হন না।] সর্বদা হৃদয়ে রাখ্‌বে এবং তেমনিভাবে আচার আচরণ ক'রবে, শুধু শাস্ত্র প'ড়ে, হাতে কলমে না ক'রে, যদি কাউকে চালাতে চাও, তবে অন্ধকে অন্ধের চালনার মত উভয়ে খানায় প'ড়বে।"

কথাগুলি অতিসত্য, আচারবানের সঠিক নির্দেশ, কিন্তু আমি যে মোহান্ধ। বিদ্যার অহঙ্কার, বয়সের ধর্মও। তাই মন সম্পূর্ণ সায় দিল না। আর কথা না ব'লে প্রণাম ক'রে নীচে চ'লে এলাম। পরে মনে অনুতাপও হোল। আমার তো উচিত তাঁকে উদ্বিগ্ন না করা, তাঁর প্রিয়করা, কিন্তু জেদের বশে একি করেছি। কিন্তু হাতের তীর চলে গেলেতো আর অন্য দিকে যায় না, ভবিষ্যতে সাবধান হবার জন্য—চেষ্টা করবো ভাবলাম। একটু পরেই ফজিনাকে ডাকালেন। আমিই ডেকে দিলাম। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে শুনলাম ব'ললেন—

বাবা—ফজিনা! তুমি তার খাবার বাসন মাজনা, তার খাবার জায়গা পরিষ্কার করনা কেন? শুনলাম যেদিন থেকে ও বাজার ক'রে

এনেছে এবং আমি তোমাকে বিশ্বাস নষ্ট করার কথা ব'লেছি—সেই দিন থেকেই সব বন্ধ ক'রেছ। তোমাকে কিছুদিন সময় দিলাম, তুমি অন্যত্র কাজ দেখে চ'লে যাও, তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস ক'রতাম, মঠের ঘরে বাহিরে সব জায়গায় তোমার অবাধ চলাফেরা ক'রতে দিতাম ; তুমি সে বিশ্বাস একেবারে ধূলিসাৎ ক'রেছ, আর ও তোমার চুরি ধরিয়ে দিয়েছে মনে ক'রে আক্রোশে তাকে কষ্টে ফেল্‌তে চেষ্টা করছ। ও আসার পর আমার কত কাজের ভার নিয়েছে, জান? ফজিলা এক মাস বা আরও কিছুদিনের মধ্যে ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো প্রফেসর) মহাশয়ের বাড়ী কাজ নিয়ে চ'লে গেল। তার দাদা নিশু কাজে বহাল হ'ল, এবার ঘর ও মন্দির মার্জ্জনার ভার আমার ওপর প'ড়ল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[৺গঙ্গাস্নানে উপেনের সঙ্গে]

আগেই বলেছি উপেনের সঙ্গে—একসঙ্গে ৺গঙ্গাস্নান ক'রতে যাই। উপেন দীক্ষা নিয়েছে সত্য, কিন্তু বড়ই বহির্ম্মুখ। তখন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্ থেকে অবতার নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুত ; মঠের পাঠাগারে আস্‌ত। সে সময় ৺নলিনীরঞ্জন সরকার ও বীণা বিশ্বাস কে নিয়ে খুব সরস আলোচনা বেরুত। উপেনকে ৺প্রমথবাবুর সঙ্গে ঐ নিয়ে কথোপকথন করতে শুন্‌তাম। গড়পারের ৺সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, প্রমথ বাবুর ভগ্নীপতি হতেন ; উপেন তাঁদের বাড়ীতে আগে কাজ ক'রত ; প্রমথবাবুর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ; প্রমথবাবুর বয়স ও অনেক বেশী আমার চেয়ে ; বাবার গুরুভাই, ঠাকুর নগেন্দ্রনাথের শিষ্য, আমি নবাগত ; সুতরাং তাঁদের আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু উপেন দীক্ষিত হ'য়েও ঐ সব বিষয়ে আলোচনা করে, তাতে মন বিরক্ত হয়। একদিন বড় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। উপেন ৺গঙ্গাস্নান সেরে উপরে উঠেছে, আমার তখনও স্নান তর্পণ সারা হয়নি ; ৺গঙ্গা

থেকে উপরে এসেই কাপড় ছাড়্‌তে যাবো—এমন সময়ে দুই ব্যক্তি (তাঁরাও ৺গঙ্গাস্নানার্থী) "অবতার" প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা ক'রছেন, কানে গেল। আর দেখলাম উপেন উৎকর্ণ হয়ে তাই শুন্‌ছে। বিরক্তিতে মন ভ'রে গেল, তা চাপা না রাখতে পেরে ব'লে ফেললাম—"মঠে প্রমথবাবুর সঙ্গে Library তে বসে যা নিয়ে আলোচনা কর এখানে ৺গঙ্গায় স্নান ক'রতে এসেও উৎকর্ণ হয়ে তাই শুন্‌ছ, তবে ৺গঙ্গায় স্নান ক'রতে এসেছ কেন ?" উপেনের মুখখানি লাল হয়ে উঠল, স্নানার্থী দু' জনও আমার দিকে তাকালেন। ভাবলাম—উপেন খুব রাগ ক'রেছে, কিন্তু তার রাগ করাতো উচিত নয়। অন্যায়তো কিছু বলি নি। ও মঠবাসী, দীক্ষিত, ওসবে কান দেবে কেন ? অন্যদিন আমার কাপড় চোপড় পরা হ'লে একসঙ্গে দুইজনে আসি ; উপেন আজ আর অপেক্ষা ক'রল না ; হন্ হন্ ক'রে চ'লে এল। ভাবলাম—যাক্ ব'য়ে গেছে, আমি কি আর একাকী মঠে যেতে পারব না ? আমি কি পথ চিনি না ? ও যদি চলে যায় বা ও যদি মঠে নাইই আসতো, আমাকে যখন নিত্য ৺গঙ্গাস্নানের নির্দেশ দিয়েছেন, আমাকেতো আসতেই হ'ত, প্রয়োজন হ'লে একাকীই যাতায়াত ক'রব, তবু অমন লোকের সঙ্গ ভাল নয়", তারপর সব ভুলে গেলাম। বাবার দেওয়া নাম জপ কর্‌তে কর্‌তে মঠের দিকে পা বাড়লাম্, অন্য দিন উপেন সঙ্গে থাকত ; মাঝে মাঝে ২।১টা কথা বলতে হ'ত ; আজ আর সে বাধা নাই, একাকী হওয়ায়। এই জন্যই নির্বিঘ্ন সাধুরা একাকী নির্জনে থাকতে ভালবাসেন। মাণিকতলার বাজার থেকে বাজার ক'রে নিয়ে এনে উপরে রেখে Library খুললাম। বাবা, তখনও নীচে নামেন নি। তিনি নামেন ৮।৮॥টায় ; এদিকে পূজোও গোছান হয়, তিনি নেমেই ২।৪ বার পায়চারী ক'রে মন্দিরে পূজো ক'রতে যান। দেখলাম উপেন টিনের ঘরে [তখন বর্তমান ছোট মন্দিরের পূর্ব দিকের টিনের ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, এত জনের রান্না বক্‌স-কুকারে হ'ত না, রান্নার ঝামেলায় বাবার নিরবিলিতে থাকারও ব্যাঘাত হত ব'লে] রান্না চাপিয়েছে, আমি মনে মনে জপ কর্‌ছি ও হাতে কাজ

ক'রছি ; সকালে তাড়াহুড়োয় প্রাণভরে জপ হয় না ; ৺গঙ্গাস্নান সেরে এসেও আসনে বসার সময় পাই না। ফুলতোলা, ঘর, মন্দির—মার্জনা, Library দেখা, পূজোর নৈবেদ্য তৈরী করা ; চন্দনাদি ঘ'সে পূজোর জায়গা করতে হয়। বাবার নির্দেশ, নাম ছাড়া থাকবে না, আমিও তাই আদেশ পালন করতে চেষ্টা করি। পূজো গোছান হয়েছে, ৯৷৯৷৷টা হবে তখন, বাবাকে পূজো করতে নীচে নামতে বলতে গেলাম।

দেখলাম—বাবা পায়চারী ক'রছেন, প্রণাম ক'রছি, বললেন—

বাবা—৺গঙ্গাস্নান সেরে উপেন গীতা আবৃত্তি ক'রছিল, তুমি তাকে বাধা দিয়েছ ?

আমি—কই ? না তো ! গীতা আবৃত্তিতে বাধা দিইনি তো।

বাবা—মিছে কথা বলছ ? উপেন যে ব'ললে তুমি তাকে বাধা দিয়েছ। মিথ্যে কি ব'লতে আছে ? আগে যা ক'রেছ ; এখন তুমি দীক্ষিত, তোমার নতুন জন্ম হ'য়েছে, এখন সরল ও সত্যপরায়ণ হওয়া, মনে প্রাণে তো এক হওয়া দরকার—তার ওপর আবার আমার সামনে ও মিথ্যে বলতে তোমার বাধছে না ; এরূপ ক'রলে তো দীক্ষা নেওয়া বৃথা হ'বে, সাধন করেও কোন ফল পাবে না।

[কথাগুলি শুনে আমার মন অত্যন্ত খারাপ হোল এবং উপেন নিশ্চয়ই এরূপ মিথ্যা লাগিয়েছে ভেবে তার উপর ভয়ঙ্কর ক্রোধ হোল। যাহা হোক, বললাম—

আমি—আমি সাধারণতঃ মিথ্যা বলি না। যেদিন থেকে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, সে দিন থেকে ধর্মাধর্ম সবই আপনাকে দিয়েছি, মিথ্যা বলায় যে পাপ হ'বে, সেও তো আপনাকে স্পর্শ ক'রবে, জেনে শুনে, এত বড় পাপের কাজ ক'রব ? উপেন কোথায় ? দেখি সে মিথ্যা ব'লছে, কি আমি মিথ্যা ব'লেছি, মিথ্যে বলার জায়গা পায় না ? ৺গঙ্গাস্নান সেরে উপরে উঠে সে অবতারে প্রকাশিত নলিনীরঞ্জন সরকার ও বীণা বিশ্বাসের ঘটনা উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছিল, তাই ব'লেছি—"এখানে এসেও ঐ কথা শুনছ তবে ৺গঙ্গাস্নান করতে এসেছ কেন ?

উপেন, আদৌ গীতা আবৃত্তি করছিল না, করলেও তার মন ছিল, অবতারের ব্যাপারে।

[তাড়াতাড়ি নীচে এসে ছুটে টিনের ঘরে গেলাম, শুনলাম, বাবা ব'লছেন "প্রমথবাবু! গুণ্ডাটাকে থামান, এখনি একটা অঘটন ঘটাবে। আমি—চীৎকার করে উপেনকে বললাম।]—উপেন! তুমি বাবার সঙ্গে মিছে কথা ব'লেছ কেন? তুমি ব'লেছ, তোমার গীতা পড়ায় বাধা দিয়েছি; গীতা পড়ায় বাধা দিলাম কি ক'রে? তুমিতো উৎকর্ণ হ'য়ে "নলিনীরঞ্জনও বীণা বিশ্বাসের আলোচনা শুনছিলে।"

ও মানতে চায় না, প্রমাণ ক'রতে চায় ও গীতা আবৃত্তি করছিল, অবতারের কথা শুনছিল না, আমি ওকে বাধা দিয়েছি, ও সত্য বলছে আর আমি মিথ্যে বলছি, রাগ পঞ্চমে চ'ড়েছে। আমি উপেনের গলা পিছন দিক থেকে এমনভাবে ধরেছি ওর জিভ্ বেরিয়ে আসছে। আর বলছি—"বল্ আর মিথ্যে বলবি, আমার নামে গুরুদেবের কাছে আর মিথ্যে ক'রে কিছু লাগাবি।" প্রমথবাবু এসে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে দিলেন, বললেন—"তোমার এত ক্রোধ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও যদি মরে যেত? কি হোত বলতো? বাবা ও নীচে এসেছেন। খুব বকলেন—

[শাসন]

বাবা—ছি! ছি! এত রাগ তোমার! তুমি লেখাপড়া শিখেছ ব্রহ্মচর্য পেয়েছ, দীক্ষিত হয়েছ; এখন কি তোমার এত রাগ করা সাজে? ক্ষমা ক'রতে শিখবে না? ক্ষমাই মহাত্মগণের পরম ধর্ম। আর জানতো ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয় হয়, ক্রোধে সর্বনাশ হয়। সেই ক্রোধকে এমনভাবে হৃদয়ে পুষে রেখেছ? ক্ষমার দ্বারা ক্রোধ জয় ক'রতে হয়। ভাবতো—তুমি যেভাবে ওর গলা টিপে ধরেছিলে, ও যদি দম আটকে মারা যেত, তা হলে কি শাস্তি তুমি একাই পেতে, না আমাকেও তার দুর্ভোগ ভুগতে হোত? আমার কথা ভেবেও তো উপেনকে ক্ষমা করা উচিত ছিল; প্রতারণা ও মিথ্যার দায়ে তো সেহই বিধাতার কাছে শাস্তি পেত? আমি

বকেছি। তোমার খুব লেগেছে, ধর্ম্মীয় কাজে বাধা দেওয়া মহা অন্যায়, তুমি তাকে বাধা দিয়েছ, তুমি অধর্ম্মের কাজ ক'রেছ, তোমাকে শিক্ষা দেওয়া, তোমাকে সৎপথে চালনা করা—আমার কাজ। তাই তোমাকে ব'লেছি; এতে সে হয়তো আপাততঃ জিতছিল, তোমাকে বকুনি খাইয়ে, কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, ক্ষমা করতে শেখ, ক্ষমা বড় শ্রেষ্ঠ গুণ; সত্যের পথে চল, সত্যকে আশ্রয় ক'রে চল, সত্যের কাছে সকলেরই মাথা নত। নিজে সৎ হওয়াতে ও সত্যের আচরণেই, সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রোধের দ্বারা, বা আঘাতের দ্বারা সত্যের অপলাপই হয়, সত্যই যে ভগবান্, সৎরূপে তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, যেখানেই আঘাত করবে, তাঁকেই আঘাত করা হবে—এটা মনে রেখে জীবনের পথে চল।"

আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ম'রে গেলাম, একটী কথাও মুখ দিয়ে বেরুল না; নিজকে অত্যন্ত অপরাধী বোধ হতে লাগল। ভাবলাম—সত্যই তো একটা অঘটন ঘটতে পারত? ওর যা স্বাস্থ্য? সাধারণতঃ শিক্ষকের সমস্ত দোষ গোপন করে তাঁর মহিমা খ্যাপনেতেই ছাত্রের ছাত্রত্ব। আর আমি যাঁকে জীবনে Friend, philosopher & guide রূপে গ্রহণ করেছি, তাঁর বিপদের কথা না ভেবে একি ক'রছিলাম! গ্লানিতে মন ভরে গেল, গীতার কথা মনে হ'ল—কাম ক্রোধ লোভ তিনটী নরকের দ্বার। কামক্রোধাদি যিনি জয় ক'রেছেন—যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনিই সর্ব্বজয়ী। কাম ক্রোধের বেগ যিনি রুখ্তে পারেন, তিনিই মহাত্মা।' মনে মনে ঠিক করলাম; এখন থেকে ক্রোধকে আর প্রশ্রয় দেব না, ক্রোধের কারণ উপস্থিত হ'লে, সেখান থেকে অন্যত্র যাব, রাগ কম্‌লে আবার আসব।

উপেন রান্না করে, যার মনোবৃত্তি ঐরূপ, তার হাতে খেতে ইচ্ছা হয় না; বাবা এখন আর রান্না করেন না; আর তাঁর রান্নার জন্য কষ্ট করাও উচিত না; আমারও আলাদা ক'রে রান্না করে খাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। উপেন, আমার সঙ্গে কথা বলে না, ঐরূপ অবস্থায় পড়'লে আমিও হয়তো ব'লতাম না; নিতান্ত না খেয়ে কি খাব। কিন্তু

উপেন যেভাবে খাবার দেয়, তাতে খাবার ইচ্ছা থাকে না। ও গুরু ভাই। আমিই লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিতে গিয়েছিলাম, ওর প্রাণাত্যয় ঘটতে পারত? আমারই তো পরে ওর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ও যে রাধুনী: ওর কাছে ক্ষমা চাইব? মনের মধ্যে এমন একটা অতি খারাপ ভাব—জাগায় তাও পার্‌লাম না। তবে বাবার কথা স্মরণ করে সাবধান হ'লাম, যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য।

ইহার পর তিন মাসও যায়নি। খাবার নিয়ে উপেনের সঙ্গে সন্তোষ বাবুর ভীষণ চটাচটি হোল। সন্তোষবাবু গুরুভাই, উপেন শিষ্য। শিষ্যকে কল্যাণের পথে চালনা করাই গুরুর কাজ, প্রয়োজন হোলে শিষ্যকে তাড়না ক'রতে হবে অর্থাৎ শাস্তি দিতে হবে, এবং সময়-বিশেষে লালনও ক'রতে হবে, স্নেহ ভরে কোলে টেনে নিতে হবে। লালন ও তাড়না—ক্ষেত্র বিশেষে স্থান ও কালানুযায়ী যথার্থ গুরুর কাজ। বহুদিন পরে একটি কাগজে লেখা দেখেছি—

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাচ্ছিষ্যঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ।"

(অর্থাৎ আস্কারা দেওয়াতে অনেক দোষ, শাসনে অনেক গুণ, সুতরাং শিষ্য ও পুত্রকে শাসন ক'র্‌বে কখনও আস্কারা দেবে না)। শিষ্য অবুঝ, তার ভুল হয় পদে পদে, গুরু আচারবান্, অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, তিনি শিষ্যকে সৎপথেই চালিত করেন। উপেন ও সন্তোষবাবুর চটাচটি লক্ষ্য ক'রে বাবার নিরপেক্ষতা ও কর্তব্য বুদ্ধি, বিচক্ষণতা আবার চোখে পড়ল। শিষ্যের প্রতি পক্ষপাত ক'রছেন—সন্তোষবাবু ভাবতে পারেন, তাই তিনি উভয়েই দোষগুণ উভয়ের কাছে তুলে ধরলেন। উভয়কে—উভয়কে ক্ষমা ক'রতে বললেন। তুচ্ছ খাবারের জন্য (যা গলার নীচে গেলে, বিষ্ঠায় পরিণত হয়, যতক্ষণ চোখের সামনে, ততক্ষণ লোভের কারণ হয়) এত মনোমালিন্য ভাল নয়, ব'ললেন। আরও ব'ললেন "যখন যেমন জুট্‌বে, তখন তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌বে। জুটেছে—ও সমান ভাগ আছে, অমুক বেশী নিয়েছে, আমাকে কম দিয়েছে—

এরূপ মনোভাব তো বিষয়াসক্ত ঘোর সংসারীদের। তোমরা আশ্রমে এসেছ, ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে আশ্রমের পবিত্র পরিবেশ নষ্ট ক'রছ। এ কি ভাল ক'রছ? উপেনকে ব'ললেন—সেদিন ভক্তির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হ'ল—এই সত্য মিথ্যা নিয়ে, আজ আবার সন্তোষের সঙ্গে বাধিয়েছ, আমি বলছি, তবু তোমরা শু'নবে না, সন্তোষ না মান্‌লেও তুমি শিষ্য, তোমার তো মানা উচিত শোনা উচিত? তখন বেলা ৩৷৹টা, উপেন নীচে এল। এতদিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি, আজ ব'ললে—"ভাই ক্ষমা করো। গুরু মহারাজকে আমার নামে একখানি চিঠি লিখে দাও, আমি তাঁর কাছে আর যাব না, আমি এখান থেকে এখনই চ'লে যাব। অনেক বুঝালাম কিন্তু আমার কথা শুন্‌ল না, অগত্যা উপেন যাহা বল্‌লে, তাহাই একটা কাগজে লিখে দিলাম, উপেন সহি করে, বাবাকে দিতে ব'লে চলে গেল। আমার Library খোলার সময় হোল, আমি বাবাকে উপেনের চিঠি দিলাম। বল্‌লাম—পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে উপেন চলে গেছে?

আবার Box-Cooker-এ রান্না আরম্ভ হল। সন্তোষবাবু রান্নার ধারে কাছে যান না, শুধু রান্না হ'য়ে গেলে (উপেন আসবার পর থেকে) ঠাকুরের ভোগটা নিবেদন ক'রতেন। টিনের ঘরে যেয়ে বাবার পক্ষে রান্না করা অসম্ভব এবং অশোভনও বটে। বারান্দার উনোনেই রান্না করার জন্য সব গুছিয়ে দিই। বাবাকে আবার রান্না ক'রতে দেখে ভয়ঙ্কর কষ্ট হয়। চোখে জল আসে, কিন্তু উপায় নাই। আমার উপর মার্জন, ঠাকুরঘর পরিস্কার করা, ৺গঙ্গাস্নান, বাজার করা, পূজোর জোগাড় করা, বাল্যভোগ গোছান, তরকারি কেটে রান্নার জোগাড় করে দেওয়া, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা—প্রায় সব কাজই আমার উপর। নিত্য বাসন মাজে, সগ্‌ড়ি নেয়, ওঠোন, বারান্দা ও মন্দিরের রক্ ধোওয়া মোছা করে। সন্তোষবাবু শুধু ভোগটা দেন। অবাক্ হলাম, তাঁরই সঙ্গে ঝগড়ার জন্য উপেন চ'লে গেল, আর একদিনও বল্‌তে শুন্‌লাম না—"মহারাজ। আপনি বিশ্রাম করুন, রান্নাটুকু আমি ক'রে নিচ্ছি।"

[মঠে রাত্রিযাপন] (ভগবানের করুণা)

প্রথম রবিবারে ৺জ্যোৎস্নাময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে "সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া" ইত্যাদি গান শুনে বেকুব ব'নে গিয়েছিলাম। তখনও পরিচয় হয়নি। তারপর জেনেছি ৺প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'তে তাঁর একটি রূপ ধরা পড়েছে তিনি নামপ্রেমী ভক্ত, সাধনশীল। রোজ সন্ধ্যায় আরতির পর আসেন সাইকেলে চেপে। বড় মন্দিরের দক্ষিণদিকের বারান্দায় উত্তরদিকে মুখ ক'রে ব'সে জপ করেন। কোন কোন দিন রাত্রি দু'টার পর চলে যান, আমি দরজা বন্ধ ক'রে দিই। কোন কোন দিন সারারাত্রি ঐখানে বসে জপে ও ধ্যানে সারারাত কাটান। কি গ্রীষ্ম, কি শীত, কি বর্ষা—কোনও কালে বাদ থাকে না। বৃষ্টি এলে কখন কখন আমাদের ঘরে এসে বসেন। তাঁর মুখে ভগবৎ-কথা ছাড়া অন্য কথা নাই, সাধুসন্তদের কথা ছাড়া, অন্য কথা নাই। মঠের প্রাণপুরুষ যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের কথা বলেন। ভগবানের কথা বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ দিয়ে অজস্র ধারে জল পড়ে। দেখে অবাক্ লাগে, কেন ভগবানের নামে এঁদের চোখে জল আসে, কেন আমার চোখে জল আসে না? কখন কখন ভাবি ডঃ প্রমথনাথ এবং জ্যোৎস্নাময়—উভয়ে একই পিতার সন্তান, কিন্তু প্রমথবাবুর অতি কাছে থেকে মিশলেও কখনও তাঁকে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে শুনিনি। তিনি লেখাপড়া, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, রাজনীতি, সমাজ-কল্যাণ-চিন্তা নিয়ে থাকেন, আর তাঁরই ভাই জ্যোৎস্নাময় ভগবানকে নিয়ে মেতে থাকেন। প্রমথবাবু ব্রাহ্মভাবাপন্ন, জ্যোৎস্নাময় বর্ণাশ্রমী, বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। মনে মনে সমাধান করি "প্রমথবাবু বিলেত গিয়েছিলেন, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সঙ্গে মিশেছেন, তাই বোধ হয় এরূপ ভাব; আবার ভাবি উভয়েই এক পিতার সন্তান হ'লেও মাতা পৃথক্। ভক্ত প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু ছিলেন বিষ্ণুদ্বেষী. মাতা কয়াধু তো সেরূপ ছিলেন না, তিনি বরং প্রহ্লাদের গর্ভবাস-কালে দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে বিষ্ণুমন্ত্র পেয়েছিলেন, তাই উভয়ের মায়ের রুচি ও

ধর্ম্মভাবের ভেদের জন্য ভেদভাব পরিস্ফুট হয়েছে।” শুনেছি “নরাণাং মাতুলক্রমঃ”—মানুষ মাতামহ কুলের ধারা পায়; জ্যোৎস্নাবাবুর মা ধর্মপরায়ণা ছিলেন, সাধুপ্রিয় ছিলেন। কখন কখন মঠের কাজে তাঁদের গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ীতে গিয়েছি; সাধু ও আশ্রমবাসী ব’লে সেই বয়সী মহিলার নিকট থেকে যে আদরও শ্রদ্ধা পেয়েছি তাতে অভিভূত করে দিত। আমি প্রসাদ পেয়ে রাত্রিতে ঘরে বসি ১০টার সময়, গ্রীষ্মকালে ১১টা বাজে। উনি সেই সময়ে আসন থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে আবার আসনে যান। এক এক দিন আমার ঘরে আসেন, অন্য দু’টী ছাত্র আছে, তাদের ধারে কাছে কখনও যান না। সাধুদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা, সাধকদের জীবনের শান্তির কথা, গার্হস্থ্যাশ্রমীদের সুখদুঃখের, আপদ্‌বিপদের কথা, ভগবৎবিস্মৃত জীবের পরিণামের কথা, নামমাহাত্ম্যের কথা, ঠাকুর নগেন্দ্রনাথের অলৌকিক সাধনার কথা, তাঁদের সঙ্গে বালকের মত খেলার কথা, স্বতঃ-প্রণোদিত হ’য়ে বলেন। শুনতে শুনতে অবাক্ হয়ে যাই, হৃদয়ে বৈরাগ্য দৃঢ় হয়, ভগবৎপথে চলার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, সংসারে অনাসক্তি জাগে। এখন ৺জ্যোৎস্নাবাবু নাই, কোন্ ১৩৪৭ সালের ফাল্গুনমাসে হরিনাম করতে করতে চলে গেছেন। তখন প্রায় সমবয়সী ব’লে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখিনি, তখন সে-বোধও জাগে নি, এখন তাঁর অনুগ্রহের কথা মনে ক’রে বার বার তাঁকে নমস্কার জানাতে ইচ্ছা হয়। ভাবি এও সেই লীলাময়ের লীলা। এমনি ক’রেই নানারূপ ধ’রে তিনি তাঁর প্রতি সামান্য উন্মুখতাকে পরিপূর্ণ আসক্তি জাগিয়ে আকর্ষণ করেন; এমনি ক’রেই যাকে দিয়ে যা করাবার ইচ্ছা থাকে, তাকে দিয়ে তাইই করিয়ে নেন। কেননা সে সময়ে আরও একটা ছেলে সংসার ছেড়ে বৈরাগী হতে চেয়েছিল, সে রাজসাহী কলেজে প’ড়বার সময়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সংঘনেতা প্রণবানন্দজীর সাক্ষাৎ সঙ্গ পেয়েছিল; সাধনাও পেয়েছিল; সাধনা করতো, নিজেকে বৈরাগীতে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিল। তার বাবা, দাদারা বিবাহ দিবার জন্য বহু পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু প্রথমতঃ বিবাহ করতে আদৌ রাজি

হয়নি, বরং লিখতো "দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া ওহি পস্তায়া, যো নাহি খায়া ওভি পস্তায়া," আমি ওর মধ্যে যাচ্ছি না ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতার নির্বন্ধাতিশয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অন্ধ বিকলাঙ্গ দুটী সন্তানের পিতা হয়ে কি দুঃখই না ভোগ ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। নিয়তি নিবারিত হয় না, উৎকট প্রারব্ধ ভোগ করতেই হয়। এই ছেলেটী আমাকে স্থির হয়ে আসনে অনেকক্ষণ (তা ২৷৩ ঘণ্টা) ব'সে থাকতে দেখলে কখন কখন নাকি তুলো নিয়ে আমার নাকের কাছে ধরতো। ব'সে নিদ্রা যাই, কি সমাধিস্থ হই—,তা পরীক্ষার জন্য। যখন জানতে পারি, তখন একাকী একটী ঘরে থাকবার বাসনা জাগে। অচিরে সন্তোষবাবু চলে যাওয়ায় আমার সে বাসনা পূর্ণ হয়। প্রার্থনা ঐকান্তিক হলে, ভাবগ্রাহী ভগবান্ বুঝ্‌লে—প্রার্থীর বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আবার আর একটা ছাত্র ছিল, বরিশালে বাড়ী ; সেও সাথী ; কিন্তু ঐহিকসর্বস্ব অথবা স্বচেষ্টায় লেখাপড়া শিখে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চিন্তায় ব্যাকুল। সে বিদ্যাসাগর কলেজে নৈশবিভাগে কমার্স পড়ে, দু' বেলা দুধ ফেরি করে। সকালে পাঠাগারে বসে, রাত্রিতে নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে ডেয়ারীর সাথীদের সঙ্গে খায়, রাত্রি ১১৷৷৹টায় ফেরে ; ১টা পর্যন্ত পড়ে, ৩৷৷৹টায় ওঠে। সেও বি. কম, পাশ করে গেল, পটুয়াখালি ব্যাঙ্কে চাকুরিও পেল। অর্থাৎ ভগবান, তাঁর কথা "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" [সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, সকাম, নিষ্কাম—যেভাবে যে আমার উপাসনা ক'রে, আমি সেইভাবেই তার অভিমত ফল দিই] রাখেন। সুতরাং প্রার্থীর সাবধান হওয়া উচিত। ভগবান্ জীবকে আলো ও আঁধারের মধ্যে রেখে, দুঃখ-বিপদের মধ্যে ফেলে, এমনি করেই বোধ হয় কাছে টেনে নেন। যে চতুর, সে নির্দ্বিধায় সব মেনে নেয়।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস, Governing Body-র Meeting বসেছে. শ্রীযুক্ত বিভোরকুমার লাহিড়ী মহাশয় (শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য, সভা তথা মঠের প্রাক্তন সেক্রেটারী) একটা নতুন মশারি দিয়েছেন

শ্রীশ্রীঠাকুরের খাটে টাঙিয়ে দিবার জন্য, আগের মশারি ব্যবহারের অযোগ্য হয়েছিল। বাবা নিয়েছেন; গভর্নিং বডির সভ্যদের না জিজ্ঞাসা ক'রে এবং খাটে টানিয়েও দিয়েছেন। তাই নিয়ে বেশ গরম গরম-আলোচনা হচ্ছে দোতলার বারান্দায়। আমি বই আনতে যাচ্ছি কানে গেল—"তিনি (বিভোরবাবু) আমাদের সঙ্গে শত্রুতা ক'রেছেন, মঠের Corporation এর Tax-exemption এ বিরোধিতা ক'রেছেন, নানা কারণে তাঁকে সভার সভ্যপদ ও সেক্রেটারীপদ থেকে বহিষ্কার করা হ'য়েছে, তাঁকে মঠে প্রবেশ ক'রতে নিষেধ করা হ'য়েছে আর আপনি (বাবা, মোহান্ত মহারাজ) আমাদের না জানিয়ে ভয়ানক অন্যায় করেছেন ; মশারি নেওয়া আপনার একদম উচিত হয়নি ”

বাবা—আমি এখানে থাকি, আপনারা আমাকে মোহান্ত করেছেন। কেহ কোন কিছু দিতে আসলে আপনাদের অনুমতি চাইব, তারপর তা নেওয়া হবে—এটা কি সম্ভব ? যদি কেহ কোনও জিনিস (যেমন গৃহ, জমি জমা) দিতে চাইলে সেটা নেওয়া হবে কিনা, তা সভায় আলোচনা ক'রে ঠিক করা যেতে পারে। বিভোর ঠাকুরের শিষ্য। ঠাকুরের মশারিটাও অনেকদিন ছিঁড়ে গেছে ; অর্থের এমন অভাব কিনতেও পারিনি, প্রয়োজনও আছে, বিভোর কিনে (আমি তাকে বলিওনি) এনে খাটে খাটিয়ে দিতে বললে, আমি কিরূপে বলি, মশারি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, মশারি নেব না।' আমি মোহান্ত ; আমার কি শত্রু-মিত্র বুদ্ধি রাখা উচিত ? না, শত্রুকেও ভালবাসা দিয়ে আপনার ক'রে নেওয়া উচিত। সে ভুল ক'রে মোহে প'ড়ে ক্ষতি ক'রতে চেষ্টা করেছে, ক্ষতি তো ক'রতে পারিনি। সে অন্যায় ক'রেছে, সে তার ফল ভোগ ক'রছে এবং ভবিষ্যতেও ক'রবে। আমি যখন অন্যায়কে অন্যায় বলে বুঝ্‌ছি, তখন আমি অন্যায় ক'রবো, কেন ? আমার শত্রু-মিত্র-সকলকে সমান দেখা উচিত। আমার তাকে শত্রু ব'লে মনেও হয়নি, মশারি নেওয়া অন্যায় তাহাও বোধ হয়নি ; সে দিয়েছে, আমিও (ঠাকুরের মশারি ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়েছে বলে) নিয়ে ঠাকুরের খাটে খাটিয়ে দিয়েছি, এতে কি অন্যায় ক'রেছি বুঝছি না।"

এত বলা সত্ত্বেও যখন কোন কোন সভ্য মশারি ফেরৎ দিবার জন্য জেদ ধরলেন এবং বার বার 'অন্যায় হ'য়েছে, অন্যায় ক'রেছেন', বলতে লাগলেন, তখন বাবা বল্লেন—"এমনভাবে শত্রু-মিত্র ভাব পোষণ ক'রে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না। এই আমি সভার সভ্য পদ, মোহান্তপদ ও গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করছি। আপনাদের ১৫ দিন সময় দিলাম, ইতোমধ্যে আপনারা আমার নিকট হ'তে সব দায়-দায়িত্ব বুঝে নিন, ১৬ দিনের দিন সকালে আমি মঠ ছেড়ে চলে যাব। আমি আর কিছুরই জন্য দায়ী থাক্‌ব না"।

[স্থির সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ]

বাবা ধীর স্থির গম্ভীর। শান্ত সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ দেখ্‌লাম। তিনি নির্বাক নিস্পৃহ দর্শকের ভূমিকায় থাকেন, সভ্যদের মতেই মত দেন। তিনি নিজের সাধনভজন ও শ্রীগুরুসেবা নিয়ে দিন কাটান। তিনি মোহান্তপদ ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন, Resignation letter Submit ক'রে নিজের সাধনাস্থলে চ'লে যাবেন—সভ্যরা বোধ হয় তা' ভাবেন নি।

ঘটনার দিন রাত্রিতে আমাকে বল্‌লেন—"দেখ, বিষয়ীদের সংস্পর্শে থাক্‌লে মনকে নিষ্কলুষ রাখা যায় না। ঝুল ঘরে ঢুক্‌লে শত সাবধান থাকলেও বা শত চেষ্টা ক'রলেও একটু না একটু ঝুল লাগবেই; একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, তেমনি বিষয়ীদের কাছে থাক্‌লেই বিষয়রস অন্তরকে স্পর্শ ক'রবেই। এঁদের সংস্রব ছেড়ে ৺গঙ্গার ধারে একটা কুঁড়ে বেঁধে থাক্‌বো তোমাতে-আমাতে। দিনান্তে ভগবান্ যা জোটাবেন, তাই-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌বো. আর প্রাণভ'রে ভগবানকে ডাকবো। তিনি যোগক্ষেম বহনকারী, যদি তাঁকে একান্তভাবে প্রাণ-মন দিয়ে ডাক্‌তে পারা যায়, তিনি নিশ্চয়ই শরীর রক্ষার উপযোগী আহার্যের ব্যবস্থা ক'রবেন। ভেবেছিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনস্থানে, ঠাকুরের পদতলে থেকে জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে দেবো, কিন্তু তা বোধহয় ঠাকুরের ইচ্ছা নয়। এঁরা আমাকে মোহান্ত ক'রে ধর্মপথ,

সাধুসন্তদের পথ ছেড়ে সাধারণ গৃহীর মত, খেয়োখেয়ি নিয়ে থাক্‌তে বলেন। আমি সেটা পারব না; তুমি কালই যাও। কালনা কিংবা নবদ্বীপে ৺গঙ্গার ধারে একটা জায়গা দেখে এস; সেখানেই আমরা দুজনে যাব। অথবা তুমি নির্মলের (১নং বাদুড় বাগান লেন নিবাসী ৺নির্মলশশী মিত্র) বাড়ীতে আপাততঃ 'গার্জেন টিউটর' হ'য়ে থাক, হুলেকে ও গুলেকে (গৌর ও নিমাইকে) পড়াতে থাক; আমি নির্মলকে ব'লে দেব। আমি যেয়ে জায়গা ঠিক কর্‌বো, তারপর তোমাকে ডেকে নেব।" নির্মলশশী মিত্র মহাশয় রোজই গুরুপূজো ক'র্‌তে আসেন। ঘটনার পরদিনও এসে যথারীতি গুরুপূজো সেরে উপরে গিয়ে বাবাকে প্রণাম ক'রলেন। মন তাঁর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। তিনি বাবাকে Resignation Letter প্রত্যাহার ক'র্‌তে ব'ল্‌লেন। কিন্তু বাবা নির্মলবাবুকে বল্‌লেন—"তুমি কি আমাকে শ্রদ্ধা কর? বোধ হয়, না। যা' কর, তা মৌখিক লোক দেখান, নতুবা গতকালকার ঐ পরিস্থিতির পর আমাকে এখানে থাক্‌তে বা ঐ পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার ক'র্‌তে ব'লতে না। কালতো সভায় তাঁদের ব্যবহার দেখেছ? আমি যেন তাঁদের হুকুমের চাকর। তাঁদের whims এর (খেয়ালের) খেসারত হ'বে আমার সাধুতা বর্জন। যে ব্রত সত্য ব'লে নিয়েছি, প্রাণ গেলেও তা' রক্ষা ক'রতে হ'বে। সত্য, মৈত্রী, সরলতা, ক্ষমা, ঈশ্বরনিষ্ঠাই সাধুদের জীবনের ব্রত। তুমি কি তা' আমাকে জলাঞ্জলি দিতে বল? তুমি বরং ভক্তিকে তোমার ছেলেদের 'গার্জেন টিউটর' ক'রে রাখ, পরে আমি তাকে ডেকে নেব। সে পথে বেরোয়নি তো, তার কষ্ট হ'বে। রাস্তায় কখনও খাবার জুট্‌বে, কখনও বা জুটবে না। শুতে হ'বে কখন গাছতলায়, কখনও বা নদীর ধারে; আবার কখনও বা শ্রদ্ধাবান্ গৃহস্থের বাড়ীতেও হ'তে পারে। সে সবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে, তার কিছুদিন শিক্ষার ও অভ্যাসের দরকার।" নির্মলবাবু প্রায় কেঁদে ফেল্‌লেন। কিন্তু বাবা অনড়। বিকাল বেলা বসন্তবাবু এলেন। পরদিন মহেন্দ্র রায় (৺মহেন্দ্রনাথ রায়, ৺গিরিজামণি—৺গঙ্গাবিষ্ণু রায় মহাশয়ের পুত্র, মহর্ষিদেবের

শিষ্য, গভর্নিং বডির সদস্য), ৺সতীশচন্দ্র বিশ্বাস ও ৺রবীন্দ্রনাথ দে মহাশয় প্রভৃতির সনির্বন্ধ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত পঞ্চম দিনে Resignation letter প্রত্যাহার ক'রলেন।

প্রমথবাবু আর মঠে খান না। নিশুও অসুস্থ হ'য়ে দেশে চ'লে গেছে। মঠে বাবা, সন্তোষবাবু ও আমি আছি। বৈশাখ মাসে এল আর একটা যুবক, তার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নাম হয়েছিল ধরমপ্রকাশ। তার পরিচয় না দিলে জীবন-সংঘাত, ভগবৎ কৃপা, সংশয়ের পরিণাম প্রভৃতি অনেক কথা বলা হবে না। তাই তার একটু পরিচয় দিচ্ছি।

[ধরমপ্রকাশ সমাগম]

লাইব্রেরীতে পরিচয়, নাম মনীন্দ্রনাথ বসু, ভাড়াটিয়া ১১নং হরিনাথ দে রোডের ৺ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ; পরিচয়ের পর থেকে রোজ বেলা ১৷৷০টার সময়ে আসেন ভগবৎ কথা বলেন, সাধকদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা, সংসারীদের সাধনপথের নানা বিঘ্নের কথা বলেন। তিনি শিবের উপাসনা করেন, বাড়ীতে ৮টা পোষ্য, সামান্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন ; অতি কষ্টে তাঁর সংসার চলে ; তবুও কিন্তু তিনি খুব আনন্দময়। "কর্ম ক'রতে ভবে আসা, কর্মফল ভোগ ক'রে যেতে হ'বে, সবই ঈশ্বর ইচ্ছায় হয়, জীবের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই ; সুতরাং তাঁর উপর নির্ভর ক'রে চলাই ঠিক"— এমনি তাঁর মনের ভাব। তবে মাঝে মাঝে তাঁর উপাস্যের সঙ্গে আবদার-অভিমান চরমে ওঠে। তাঁর কথা "আমি চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় চাই না, যাদের কর্মফল ভোগের জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছো, আমার কর্মফলের সঙ্গে যাদের কর্মফল জুড়ে দিয়েছ ; তারা দু'বেলা খেয়ে বাঁচাতে পারলেই যথেষ্ট ; তাই-ই তোমার দেওয়া উচিত। তার বেশী চাই না, চাইলেও দিও না ; দিলে তোমাকে ভুলে যাব"। এমনিই তাঁর ধর্মচেতনা। এক দিন এসে তিনি বল্‌লেন—

[ভবিষ্যৎ জানার ইচ্ছা]

মণিবাবু—আমাদের বাসায় ৺কাশী থেকে একজন সর্বজ্ঞ ব্রহ্মচারী এসেছেন, দেখ্‌তে যাবেন ? তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বল্‌ছে

পারেন, প্রশ্ন না ক'রলেও লোকের মনের কথা ব'লে দেন।

আমি—যাব। তবে সন্ধ্যার আরতির পর; ধরুন ৮টা। ৮৷৷০টা; "আমারও ভূত ভবিষ্যৎ জানবার খুবই ইচ্ছা। বিশেষ ক'রে পূর্ব জন্মে আমি কোথায় কে ছিলাম; এজন্মে কোথায় কবে, কোন্ সময়ে জন্মেছি; এবং এ জন্মে কোথায় কিভাবে এ দেহ ত্যাগ হবে, ভগবদ্দর্শন হবে কিনা, এই জন্মেই মুক্ত হ'য়ে যাব কিনা; আবার জন্মাতে হবে কিনা"—এইসব জানবার আকাঙ্ক্ষা খুব জাগে। বাবার কাছে এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র্তে সঙ্কোচ হয়, মনে ভয়ও জাগে; তাই ইচ্ছা "হৃদি উত্থায় উত্থায় বিলীয়ন্তে" মনে মনে কেবল সংকল্প জাগ্‌তে লাগ্‌ল জানবার। যাবতো বল্‌লাম—কিন্তু বাবাকে না ব'লে যাওয়াতো

[নানা চিন্তা]

উচিত হবে না। আবার বল্‌লে যদি যেতে নিষেধ করেন, তবে তো কথা রক্ষা হবে না, আবার না ব'লে যদি যাই, আর তিনি আমার খোঁজ ক'রে না পান, আমি আরতির পর বাইরে গেছি জান্‌তে পারেন, তা হলে কি মনে করবেন? যে স্নেহ, যে ভালবাসা পেয়েছি, সব হারা হব, গুরুদেবের কাছে বিশ্বাসহন্তা হব। কিন্তু ভবিতব্য জান্‌বার জন্য ব্রহ্মচারীর কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল হোল। এমন একটা সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, উহার দ্বারা ভবিষ্যতে পথে ঠিক্ ঠিক্ চলতে পার্‌ব। আমার মনে হোল ব্রহ্মচারীজী সর্বজ্ঞ নন, Thought Reader এবং লাগ্নিক প্রশ্নগণক বা সময় বুঝে উপস্থিত ব্যক্তির হৃদয়ের ভাব গণনা করেন, কিংবা কপালভাতি জানেন। তিনি যদি সর্বজ্ঞ হবেন তবে ৺কাশী ছেড়ে এই কলকাতায় আস্‌বেন কেন? সর্বজ্ঞ একমাত্র ভগবানই। তিনি ভিন্ন আর কেহই সর্বজ্ঞ নহেন। ব্রহ্মচারী যদি সর্বজ্ঞ হবেন তবে তাঁর নিজের জন্মজন্মান্তেরের কথা, এ জন্মের সুখ-দুঃখের কথা, স্বীয় ভাবী জীবনের কথা—সব তাঁর জানা হয়ে গেছে। এই লোককোলাহলপূর্ণ কলিকাতায় এসে স্বীয় জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট না ক'রে তো একান্তে ব'সে নিত্য নিরন্তর আত্মচিন্তায়

মন দেবেন। আবার মনে হল লোকের কল্যাণের জন্য, আমাদের স্থায় জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা মিটাবার জন্য ভগবান্ তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন; এরূপ নানা চিন্তা মনে এলেও ভবিতব্য জান্‌বার একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা আমাকে ঘাড়ে ধরে টানতে লাগ্‌ল। তবে মনে একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার হল—ব্রহ্মচারী Thought Reader; সর্বজ্ঞ নন। যদি যাই আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় আদৌ মনে স্থান দেব না, কেবলই গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করবো অথবা আবোল তাবোল ভাব্‌ব। Library তে ব'সে কি ভাবে কখন যাব, কতক্ষণ থাক্‌ব. (অর্থাৎ রাত্রি নটার মধ্যেই ফিরবো, তা দেখা হোক বা না হোক) এক রকম ঠিক কর্‌লাম। আমার আশা পূর্ণ হয় নি; আমার অনুমান ঠিক হয়েছিল; চক্রীর চক্র কোন্ দিক্ দিয়ে ঘোরান. তা আমরা জান্‌তে পারি না; আর একটা যুবকের জীবন-সূত্র বোধ হয় আমার সঙ্গে জোড়া ছিল, সেই-ই এল। Man proposes but God disposes—একথা সত্য-ধ্রুব সত্য।

এত আশা করে গেলাম; এবং অন্য দিন ঐ সময়ে থাকেন মণিবাবু ব'লেছিলেন, কিন্তু দেখা হ'ল না ব্রহ্মচারীর সঙ্গে—দেখা হ'ল একটি শক্ত, সমর্থ, সুদর্শন যুবকের সঙ্গে, কথাবার্তায় জানা গেল—বাড়ী ছিল বর্ধমানে রায়না পশ্চিমপাড়ায়। বর্ধমানের মহারাজের বাড়ীতে ৺নীলকণ্ঠ মুখুজ্জের লক্ষ্মণবর্জন পালা শুনে বৈরাগ্য জাগে, তারপর আর বাড়ী না গিয়ে একখানা কাপড়, একটা জামা গায় দিয়ে গুরুর অনুসন্ধানে ৺কাশী যায়; গুরু তখনও মেলেনি, নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে নানা প্রকার অভিজ্ঞতার বোঝা মাথা নিয়ে শেষে কলকাতায় এসেছে; ঐ ১১নং হরিনাথ দে রোডে থাকে। এখন Science কলেজে Bearer এর কাজ করে; সুযোগ পেলে বোধহয় বেরিয়ে পড়বে। আমারও পরিচয় নিলে। ব্রহ্মচারীর কথা বল্‌তে বল্‌লে —"আমার সর্বজ্ঞ মনে হয় না, জ্যোতিষগণণা কিছু কিছু জানে, আমি এ কয়দিন দেখ্‌ছি, উনি মিথ্যা বলেন, ফট্‌কা বাজারের শেয়ারের দামের উঠা পড়া গণনা, Race এর বাজি জেতান—প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, ফলেও খুব কম। দেখ্‌ছেন তো আপনাকে ব'লেছিলেন,

থাক্‌বেন ; কোথায় গিয়েছেন। হয়তো বা আপনাকে এড়াবার জন্যে অন্যত্র গেছেন, এইরূপকথাবার্তা চলছে—ব্রহ্মচারী এলেন, বল্‌লেন এক জায়গায় আট্‌কে গেছিলাম। প্রায় আধঘণ্টা-ব'সে রইলাম, কোন ও জবাব পেলাম না। তিন দিন গিয়েছিলাম ; কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর পাইনি। লাভের মধ্যে যুবকটি আমার সঙ্গে এসে আশ্রম দেখে গেল এবং প্রতিদিন সকালে আস্‌তে সুরু কর্‌ল! আমার সিদ্ধান্ত ঠিক রইল সর্বজ্ঞ নন, Thought Reader ; মনি-বাবুকে তা জানালাম, তিনিও আমার কথায় সায় দিলেন। বুঝলাম, লুকোচুরী ধরা পড়ে গেছে। পরদিন বাবা বললেন—

বাবা—"কোথায় গিয়েছিলে ? যা জান্‌তে গিয়েছিলে, তা অন্য কেহ বল্‌তে পারে না বা জানাতে পারে না ; নিজেই জানতে হয়। জান না পতঞ্জলি বলেছেন "সংস্কারসাক্ষাৎকারাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্" Self Intro-spection যত গভীর হবে, যত একাগ্র হয়ে নিজের সংস্কার সমূহের পিছনে ধাওয়া করতে পারবে, ততই পূর্ব কর্ম ও তার ফল তজ্জন্য-জন্ম সব দিবালোকের মত পরিষ্কার হ'য়ে উঠবে, Self-revelation হবে, আর তা জেনে কি হবে ? পিছন দিকে না তাকিয়ে, কি কর্মের জন্য কি ফল ভোগ কর্‌ছ, তা জানতে গিয়ে সময় নষ্ট না ক'রে বর্তমানকে সম্বল ক'রে সামনের দিকে— ভগবানের দিকে তাকাও। তাঁর দিকে তাকাতে তাকাতে, তাঁকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে যতই দেহাত্মবুদ্ধি নাশ হ'তে থাকবে যত এই ক্ষণিক, নশ্বর, তুচ্ছ জাগতিক ভাব থেকে বিমুক্ত হ'তে থাকবে, আর ভগবানে তন্ময়তা আসবে—যত অবিনশ্বর, শাশ্বত সত্যের পথে অগ্রসর হবে, ততই জান্‌বে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হ'চ্ছ, জন্মমরণের হাত থেকে চিরতরে মুক্তির সুযোগ আসছে। যা পেয়েছ, নিষ্ঠার সঙ্গে একান্তমনে ক'রে যাও, তিনিই তোমায় সব জানিয়ে দেবেন, তখন জানবার ইচ্ছাও থাকবে না ; শুধু পাবার ইচ্ছা হবে। আবার অন্য কামনা—সিদ্ধাই বা প্রতিষ্ঠার কামনা থাকলে তাও নিতে হবে, তাতে জন্ম-জন্মান্তর বেড়ে যাবে, যাতায়াত শেষ হবে না, কোন ও কামনা রেখো না, শুধু একান্তমনে ভক্তি ভরে করে যাও।"

[ধরা পড়ে গেছি, ভাব্‌ছি—জানলেন কি ক'রে ? আমি হরিনাথ দে রোডে ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়েছিলাম ? তিনি হয়তো ডেকে ছিলেন, সাড়া পাননিঃ সাড়া নয় নাই-ই পেলেন ; ঠিক আমি যে ওখানে গিয়েছি এবং জন্মান্তররহস্য জান্‌তে গিয়েছি—তা জান্‌লেন কিরূপে ? মণিবাবুর সঙ্গে কথোপকথনকালে কেউ শুনে থাকৃবে, সেই বলতে পারে, তাও সন্তোষবাবু আমার কাছে ঘেঁসেন না, নিশু ও তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কোন ও কিনারা পেলাম না—শেষে সিদ্ধান্ত করলাম—তিনি শুদ্ধচিত্ত, তাঁর হৃদয়ে সব দিবালোকের মত প্রতিভাত হয়, তাঁর আগোচরে কিছুই আমার পক্ষে করা সম্ভব নয় ?

[ভবিষ্যৎ কিসে ভাল হয়]

আমি—পূর্ব জন্মের কথা নাই বা জানলাম, এ জন্মে কি হবে তা তো জানা উচিত ?

বাবা—জ্যোতিষীরা বা Thought readerরা তো সবজান্তা নন, তাঁরা মাত্র অনুমান করেন, গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ দেখে। যিনি যতটুকু সূক্ষ্ম বিচার ক'র্‌তে পারেন, শাস্ত্র গভীরভাবে আলোচনা করেন এবং বহুদর্শিতার ফলে গ্রহনক্ষত্রের কার্যকারিতা যাঁর নখ-দর্পণে থাকে, তিনি কিছুটা বল্‌তে পারেন। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হোলেওহোতে পারে। কি হবে ভবিষ্যতে, তার জন্য ভাব্‌ছ কেন ? বর্তমানের সদ্ব্যবহার কর ধারণা- ধ্যান-সমাধিতে, শ্রবণ-মনন, নিদিধ্যাসনে, শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-মননে—ভবিষ্যৎ আপনিই ভাল হবে। শুধু "ভবিষ্যৎ ভাল হবে" যদি কেউ বলে আর তুমি যদি পুরুষকার অবলম্বন না ক'রে শুধু ব'সে থাক, তাহলে কি ভবিষ্যৎ ভাল হবে ? সুপ্ত সিংহের মুখে কি হরিণ আপনিই এসে ঢোকে, না তাকে চেষ্টা ক'র্‌তে হয় হরিণকে ধ'র্‌বার জন্য ? যাঁরা সত্যকে আশ্রয় ক'রে চলেন, তাঁরা বলেন—"যদি ঠিক্‌ঠিক্ চল, তবে ভবিষ্যতে এমন হ'তে পারে।" আর মৃত্যু, সে তো সময়ে আস্‌বেই ; জন্মালে মৃত্যু হবেই,

আজ হোক্, কাল হোক্; আর একশ' বছর পরে হোক্। মৃত্যুচিন্তা ক'রে সময় নষ্ট না ক'রে যিনি তাঁর কাজ সাধনের জন্য জগতে পাঠিয়েছেন তাঁর কাজ ক'রে যাও শাস্ত্রবাক্য অনুসারে। নিজের বিবেককে ফাঁকি দিয়োনা; সাধুদের আচরণকে অনুসরণ ক'রতে ভুলো না। ফলের আশাও রেখো না; শুধু তাঁর কাজ ক'রে যাও। তিনিই জগতে পাঠিয়েছেন, তাঁর এখানে রাখার ইচ্ছা হোলে রাখবেন; আর তুলে নিবার ইচ্ছা হোলে তুলে নেবেন· তাঁর ওপর সব ভার ছেড়ে দাও। মনে প্রাণে ভাবতে চেষ্টা ক'রবে এবং মেনে নেবে—তাঁর কাজ সব ভাল, তুমি বুঝতে পার না ব'লেই বিপরীত ভাব। নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর পথে চলো, নানা জায়গায় যেয়ো না; নানা জনের কথায় কান দিয়ো না, তাতে সংশয় বাড়বে? চলার পথে বিঘ্ন হ'বে। চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ থেমে যাবে। গুরুতে বিশ্বাস না জাগ্‌লে, তাঁর কথায় শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। আচার্যমুখে শুনে আচরণের কষ্ঠি-পাথরে যাচাই না ক'রলে শাস্ত্রেতেও বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে উপদেশ পালন ক'রলে এবং শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি ফুট্‌লে তবে বিচারের দ্বারা সত্যোদ্ঘাটন হয়। যতদিন তেমন অবস্থায় না পৌঁছান যায়, ততদিন প্রাণপণে নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুর উপদেশানুযায়ী চল্‌তে হয়, নতুবা সব ভেঙ্গে যায়।" রাত্রি ৯৷৹টা বাজল, আমি প্রণাম ক'রে নীচে এলাম।

যুবকটি কিন্তু তারপর দিন থেকে রোজই একবার মঠে আসে। রোজ ৺গঙ্গায় নাইতে যায়, যাবার পথে পূজোর ফুল দিয়ে যায়। ছুটি থাকলে বেলা ১৷৹টায় আসে, ৪। ৪৷৹টায় চলে যায়। সে লেখাপড়া বেশী জানে না, কিন্তু অতি সুকণ্ঠ। অনেক ভক্তিমূলক গান তাঁর কণ্ঠস্থ। কোন কোন গানে জীবনের অসারতা, জগতের নশ্বরতা বোঝায়, বৈরাগ্য জাগায়। গান গায়ও ভাল। ছোটবেলা থেকে আমি গানপাগলা। গান শোনার সুযোগ হ'লে নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে যেতাম; কীর্ত্তন গান হ'লে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত না শুনে ছাড়তাম না; বাউলরা এলে পয়সা দিয়ে গান শুনতাম। যুবকটি

আসলেই তার কাছে অন্ততঃ একখানা গান শুনি, গান গাইতে গাইতে তার চোখ জলে ভরে যায়। আমার চোখেও জল আসে, তবে তার জল আসে ভক্তিতে আর আমার জল ওর দেখাদেখি বোধহয় Sympathetic ; ছোটবেলা যেমন কেউ মারা গেলে কাউকে কাঁদতে দেখলে আমিও কাঁদতাম ; শোকে নিশ্চয়ই কাঁদতাম না, কারণ শোকতাপ বোঝার বয়স তখনও হয়নি। সে ৺কাশী প্রভৃতি নানা স্থান ঘুরে এসেছে। মাঝে মাঝে সাধুসন্তদের কথা জিজ্ঞাসা করে, আমিও জানামত সাধুসন্তদের কথা বলি। মৃত সাধুদের চেয়ে জীবিত সাধুদের কথা বেশী জানতে চায়। আমার ঘোরার অভ্যাস নেই, আমার ধারা চুপচাপ বসে যাওয়া। সুতরাং বেশী জীবিত সাধুর কথা শোনান সম্ভব হয় না। সাধুসঙ্গ ভালবাসে, মঠে আসে ; বাবাকে ২।১ বার নিশ্চয়ই দেখে থাকবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে ; ৺যোগবিনোদ মহারাজ]

কিন্তু তাঁর কাছে যাবার প্রস্তাব করে না। হয়তো বাবার চোগা-চাপকান, গোঁফ-দাড়ি, জটাজুটো নাই ; চুল ছোটো ক'রে কাটা;থাকেন অতি সাধারণ বেশে, একখানা সাদা থানের অর্দ্ধেক পরা আর তারই আর আর্দ্ধেক কাঁদে রাখেন, তিলক চন্দনও তাঁর কপালে নাই— পরিধানে গেরুয়া, হলুদে বা লালবস্ত্রও থাকে না—অর্থাৎ বাহ্যতঃ সাধুর বেশ যা, তার কিছুই বাবার নাই ; তাই হয়তো তাঁকে মহাপুরুষ বা সাধু বলে মনে করেনি। আবার আমার দীক্ষার পূর্বে আমাকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এগুতে হয়েছে, সে সহজে দীক্ষা পাবে কি ?—ইত্যাদি নানা প্রকার ভেবে তাঁর কাছে যাবার বা নিয়ে যাবার প্রস্তাবও করিনি। একদিন যোগোদ্যানে যাবার কথা বললে ; সেদিন লাইব্রেরী কি উপলক্ষে বন্ধ ; বাবাকে ছেলেটাকে নিয়ে যোগোদ্যানে যাবার কথা বললাম। বাবার মনোভাব অতি উদার, তাঁর শিষ্য আমি ; অন্যের কাছে কেন যাচ্ছি, অন্যের কাছে গেলে

তাঁকে কম শ্রদ্ধা করতে পারি—এমন ক্ষুদ্রচেতা তিনি নন। তাঁর ভাব ;—জগতে ভগবান্ অনন্ত রূপে প্রকাশিত, অনন্ত অনন্তরূপে তাঁর প্রকাশ ;—যার চোখ খুলেছে, যার দেখবার শক্তি জেগেছে, সে পারলে দেখে শুনে শিখে নেবে। মানবজীবনে পূর্ণতা লাভ করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ; সে লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য তার নিত্য নিরন্তর চেষ্টা করা উচিত ; যার যেমন শিক্ষা, সংস্কার আছে, সে তদনুরূপ অধিকার নিয়ে চলতে চলতে, নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে এগুবে, ভগবান্ তাকে তেমনি ভাবেই গড়েপিটে নেবেন।" কারু উপর কিছু চাপিয়ে দেন না, কাউকে নিষেধও করেন না—তবে আশ্রিতদের সময়ের সদ্ব্যবহার করতে বলেন, প্রণালী মত উপাসনাদি করতে বলেন সাধনস্বাধ্যায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন ; সহজে দীক্ষা দেন না ; আগ্রহ ও আকুতি দেখে দীক্ষা দেন, আর বলেন "দেখো বাপু যেন নিজে ডুবো না, আমাকেও ডুবিয়ো না"। বাবা বললেন "যাও, আজ তো লাইব্রেরী বন্ধ আছে। তবে সময়ে এসে সন্ধ্যাবন্দনাদি করো। তখন যোগোদ্যানে যোগবিমল মহারাজ থাকেন। যোগোদ্যানের সঙ্গে তখনও বেলুড়মঠের মিলন হয়নি। আমরা যেয়ে যোগবিমল মহারাজকে প্রণাম করলাম। নাতিদীর্ঘ, পাতলা চেহারা ; বর্ণ গৌর নহে, তবে কালোও নহে। বেলা ৪টা হবে, তখন মন্দির দ্বার খোলা হলো ; বৈকালিকও হয়ে গেছে, মন্দিরে যেয়ে বসে ধ্যান ক'রতে বললেন। প্রায় এক ঘণ্টা কোন দিক্ দিয়ে কেটে গেছে। তখন ঐ স্থান বড় নির্জন ছিল। মাণিকতলা মেন রোডের দ্বিতীয় রেলপুল পেরুলে দুপাশে অনেক বাগান ছিল, সেখানে ফুলের চাষ, শাক্‌সব্জির চাষ হতো ; বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল, দূরে দৃষ্টি যেতো না। সহরের অতি নিকটে হয়েও অজ-পাড়া গাঁয়ের মতো ছিল। যেয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করলাম, উদ্দেশ্য মঠে ফেরা। "আমি দীক্ষিত, কলিকাতা (গড়পারে) রামমোহন রায় রোডের নগেন্দ্র মঠের শিষ্য" বলায় যেন সন্তুষ্ট হলেন না, আমাকে আবার যাবার কথাও বললেননা, কিন্তু সাথীটিকে আবার যেতে বললেন এবং "সাধুর কাছে একাকী আসতে হয়" বললেন।

দীক্ষিত-অদীক্ষিতের সঙ্গে সাধুর বিভিন্ন ব্যবহার দেখে মনটা বিষিয়ে গেল। মনে হল "চেলা হ'লে সে হতে পারে, পারলে তাকে স্বীয় দলে নিতে পারবেন যাতায়াত করলে—তাই তাকে আবার একাকী আসতে বললেন ; আমি দীক্ষিত, অন্য গুরুর শিষ্য হয়েছি, আর তো তাঁর শিষ্য হবো না, তাই আমাকে আর আসবার কথাও বললেন না। জগতে দল গড়াই কি লক্ষ্য ? না, তৃষিত পিপাসিতকে সাধ্য থাকলে এবং ইচ্ছা থাকলে তৃপ্ত করাই সাধুর কাজ ? নিজে যা ভাল জিনিস পেয়েছি. তার ভাগ অন্যকে দিয়েই আনন্দ পাওয়া উচিত, না জমিয়ে রেখে অন্যের উপকারে লাগলে দেওয়া উচিত ; পচিয়ে নষ্ট করা কি উচিত ? উপনিষদের ঋষি উদাত্ত স্বরে বলেছেন—

শৃন্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ!
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেব বিদিত্বা হতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ।"

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যপাদ যামুনমুনির কাছে দীক্ষার পর আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তার ভাগ দিবার জন্য পাহাড়ের উপরে গিয়ে সকলকে ডেকে ডেকে বলেছিলেন। আমার মনে এ ভাব জাগা অনুচিত এখন বুঝি। বাবার উদারতা ও তাঁর সঙ্কীর্ণতা ভেবেই নিরস্ত হওয়া উচিত ছিল। মধুভরা ফুল, অন্যত্র যায় না ; ভ্রমরকে ডাকে না আমার কাছে এসো ব'লে, কিন্তু মধুলোভী ভ্রমরই তার কাছে যায় ; মনে হোল, গুরুলাভের পূর্বে আমার মতো লোকের শত জনের কাছে ঘোরাতে দোষ নাই, কিন্তু গুরুলাভের পরে অন্যের কাছে যাওয়া উচিত হয়নি। সাধুর ভাব হয়তো খুবই ভাল, আমি নিতে না পেরে, বিরূপ চিন্তা করলাম, অপরাধী হলাম। যারা মৌমাছির মত মধুমাত্রগ্রহী তিক্ত নিম ফুল থেকেও মধু সংগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু আমার মত দোষ-দর্শকের অন্যত্র না যাওয়াই ভাল। কিংবা এটা ও ভগবানের শিক্ষা। আমি সঙ্গে যেয়ে পথের হদিশ দিয়ে ভবানীকে একাকীই পাঠাতে পারতাম, তা না করে আমিই বা গেলাম কেন ? জ্যৈষ্ঠ মাস ; ফিরলাম ৬টায় ; বাবা তখনও আসনে যাননি, যেয়ে প্রণাম করলাম। বাবার

মুখে মৃদু হাসি ; বললেন 'সাধু দর্শন হলো ? বললাম আমার ঠিক যাবার ইচ্ছা ছিল না, ভবানীর আগ্রহে গিয়েছিলাম। এক যাত্রায় দুই রকম ফলের কথা আর বললাম না। বাবা সন্ধ্যে করতে গেলেন, আমাকেও আসনে আসতে বললেন।

ভবানী ইহার পরে পানিহাটিতে রামদাসবাবাজী মশায়ের কীর্ত্তন শুনতে ও তাঁকে দেখতে গিয়েছিল ; তাঁর ভক্তিভাব ভবানীর খুব ভাল লেগেছিল। বাবাজী মহারাজের চোখ দিয়ে অজস্র ধারে জল পড়তে দেখে সে নাকি তাজ্জব বনে গিয়েছিল। তবু তাঁকে গুরু করতে তার মন সরেনি।

[৺মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী-শিষ্যা শঙ্করীমা]

একদিন পাঠাগারে শুনলাম, শঙ্করীমা নামে একজন মহাসাধিকা শিয়ালদহের কাছে ২নং ছকুখানসামা লেনে এসেছেন। তিনি ৺কাশীর চলন্ত শিব মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীজীর শিষ্যা। সন্ন্যাসিনী। স্বামীজীর কথা পড়েছি। গুরুরা বেঁচে থাকেন শিষ্যের মধ্যে ; ভক্তিমান্ শিষ্য-স্বীয় গুরুর আদর্শে নিজকে গ'ড়ে তোলেন, আচার্য্যই কৃপা-পরবশ হ'য়ে স্বীয় সাধনার বৃক্ষ রোপণ ক'রে শিষ্যকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তাঁর শিষ্যকে বিশেষতঃ সন্ন্যাসিনী শিষ্যাকে দেখলে তাঁর ভাবে মন অনুপ্রাণিত হবে—ভেবে তাঁকে দেখবার জন্য মনটা খুবই ব্যগ্র হল। ভবানী প্রায়ই মঠে আসে ; বলে দীক্ষা নেবে। যদি বাবার কথা বলি—তো পাছে মনে করে নিজেদের দল ভারি করতে চেষ্টা করছি ; আবার পাঁচ জনকে দেখে মন যেখানে আকৃষ্ট হয়, সেখানে দীক্ষা নিলে কোনও ক্ষোভ থাকে না বরং কল্যাণ হয়। সুতরাং অন্যকে দেখিয়ে বাবাকে দেখাব যদি তাঁকে পছন্দ করে, তবে তার ভাল হবে—ভেবে তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব স্থির করলাম। বাবা নিজের সব কাজ নিজেই ক'রে নেন, কিছুই প্রায় আমাকে করতে দেন না, তবে লাইব্রেরীর ভার সম্পূর্ণ—আমার উপর। বৈশাখ মাস, লাইব্রেরী খোলা হয় সাড়েচারটায়। সে সময়ে চাবি নিয়ে

লাইব্রেরী না খুললে কোন কোন দিন ডাক পড়ে। আজ বিকেলে পাঠাগার বন্ধ। প্রসাদ পেলাম ১॥টার সময়। ছেলেটিও এসে পৌঁছে গেছে। বাবা প্রসাদ পাবার পর শ্রীমদ্‌ভাগবতের নব যোগীন্দ্র সংবাদ পড়ছেন, প্রণাম করতে গিয়ে দেখেছি। কেহ না এলে বা কোন প্রয়োজন না থাকলে শাস্ত্রপাঠে তন্ময় হ'য়ে থাকেন ৪॥টা পর্য্যন্ত। সুতরাং ছেলেটিকে নিয়ে মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের (বর্তমান সূর্য্যসেন ষ্ট্রীট) কাছে ছকুখানসামা লেনে গেলাম। মা (শঙ্করীমা) তখন এক ভক্তের সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন। শুনেছিলাম মায়ের শরীর তখন নাকি ১১২ বৎসরের; কিন্তু আমার মনে হয় ৬০।৬২ বছরের। সাধকদের তপঃপূত শরীরে জরা বার্ধক্য কমই প্রভাব বিস্তার করে। আর যোগসিদ্ধ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্যা তিনি, যোগের প্রভাব তাঁর শরীরে ও মনে থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়। যা'হোক তাঁর সুস্থ, সবল, ঋজু দেহ; পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন; চোখে মুখে শান্ত সমাহিত ভাব। মুখের মৃদু হাসি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—সবই চিত্তাকর্ষক, শ্রদ্ধা জাগাল। আমরা উভয়ে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম ক'রলাম। কোথেকে গিয়েছি, জেনে খুবই আনন্দ করলেন। বললেন—"বাবা, ভাল করেছ; মায়ার সংসারে না প'ড়ে ভগবানের সংসারে ঢুকেছ, খুবই ভাল করেছ। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ জন্ম, মনুষ্য শরীরেই মাত্র ভগবানের উপাসনা করা যায়, আর কোনও শরীরে সাধনা হয় না; কেবল হয় প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ। যারা দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে ভগবানের উপাসনা করে না, ভগবানকে পাবার জন্য প্রাণপাত করে না, তারা হাতের অমৃত ফেলে দিয়ে বিষ ভক্ষণ করে। দীক্ষা নিয়েছ; নিত্য নিরন্তর ইষ্ট মন্ত্র স্মরণে রাখতে চেষ্টা করবে, ভগবান্ সর্বব্যাপী; সব জায়গায় তাঁর অবস্থান ভাবতে চেষ্টা ক'রবে, তাঁকে সর্বদা সাক্ষী ও দ্রষ্টা মনে ক'রে সব রকম অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্ত হবে; গুরুর উপদেশ ও আদেশ সাক্ষাৎ ভগবানের নির্দেশ মনে ক'রে প্রাণপণে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে, গুরুর মধ্য দিয়েই ভগবৎশক্তি সংক্রামিত হয়। যারা গুরুকে যতটুকু শ্রদ্ধা করে, তারা ততটুকুরই

অধিকারী হয়। যখন স্বামীজীর (তৈলঙ্গ স্বামীজী) কৃপা পাই তখন আমার বয়স মাত্র নয় বৎসর। তিনি আমাকে উপনয়ন দেন এবং বার বৎসর একাকী নির্জনে সাধনে নিযুক্ত রাখেন। তাঁর কৃপা এমন যে বাহিরের জগৎ দেখতে বা বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা ক'রবার ইচ্ছাই জাগত না ; সদা সর্বদা যেন একটা ভাবের রাজ্যে ডুবিয়ে রাখত মনকে—বল্‌তে বল্‌তে মায়ের দু'চোখ দিয়ে অজস্র ধারা বইতে লাগল, কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বাহ্যজ্ঞানহারা হলেন। তদবস্থায় প্রায় ১৫ মিনিট কাটল। আস্তে আস্তে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরলেন। ব'ললেন —বাবা কিছু মনে করো না, তাঁর করুণার কথা, তাঁর হাতে ধ'রে পথে চালনার কথা—মনে হ'লে স্থির থাকতে পারি না ; কোন অজানা লোকে আমাকে নিয়ে যায় তাঁর সন্ধানে। যখন একুশ বৎসর বয়স তখন স্বামীজী বললেন "যাও উত্তরাখণ্ডে।" আমার নারী শরীর ; পারব কিনা, মনে সংশয় জেগেছিল। তিনি—বলেছিলেন "শের্ কা বাচ্ছা শেরভি হোতা হ্যায়" "তুম্ তো আত্মা হো, শরীরতো নহি, আভি ডর্ আতা হ্যায় তো আদমীকা বেশ বানায় লেও, চলা যাও" ; স্বামীজীর নির্দেশে ও কৃপায় বিশাল হিমালয়ের কত দুর্গম স্থানে গিয়েছি, কত মহাত্মার অহৈতুক কৃপা পেয়েছি, কত কঠোর সাধন ক'রেছি ; যখন ৺কাশীতে ফিরি, তখন স্বামীজী নির্বাণ লাভ করেছেন ; নির্বাণ সময়ে কাছে থাক্‌তে না পেয়ে প্রথমে খুবই দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তিনি তো অন্তর্যামী, সব জানতে পারতেন। কাছে থাক্‌লে বিরহ সহ্য করতে পারবো না—জেনেই বোধ হয় দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এখন শরীর অপটু হয়েছে আবার যদি তোমাদের মত সাথী পাই, আবার উত্তরাখণ্ডে (হিমালয়ে) যাই। বড় চমৎকার সাধনার স্থান ; ঊর্ধ্বে বিস্তৃত বিরাট্ নীলাকাশ, নিম্নে বিশাল বিস্তৃত লোকালয়শূন্য বরফাবৃত প্রান্তর ; এক সীমাহীন অনন্তের মাঝে আত্মচিন্তা করতে করতে দ্বৈত—বুদ্ধি লোপ পেয়ে যেত—বলতে বল্‌তে মা আবার সমাধিস্থ হলেন। প্রায় ৫ মিনিট কেটে গেল, প্রকৃতিস্থ হলেন। বড় ভাল লাগছিল, মায়ের কথা, মায়ের ভাব। মন উড়ে যাচ্ছিল দিগন্তহীন নীলাকাশের

তলে চারিদিকে বরফাবৃত হিমালয়ের গুহায় আর সাধনার পরিপাকে সাধক কত সহজে জগতের সকল ঝুট্‌ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে প্রাণারামের পদতলে মন প্রাণ সমর্পণ ক'রতে পারেন তা ভেবে অবাক্ হচ্ছিলাম। ঘড়িতে ৪টা বাজল, আবার মাকে (শঙ্করীমাকে) প্রণাম করলাম। অনেকক্ষণ মা তাঁর শ্রীহস্ত আমার মাথায় রাখলেন, বললেন—"তোমার কল্যাণ হোক, গুরুর নির্দেশে গুরুর অনুগত হয়ে নিত্য নিরন্তর চলো, পথ আপনিই খুলে যাবে। আবার দেখা হবে।"

সাড়ে চারটায় মঠে-পৌঁছিয়ে হাত পা ধুয়ে মন্দির খোলা গেল। বাবাই ঠাকুরের বিছানা তুলেছেন। প্রণাম করতেই বললেন—কোথায় গেছিলে, কোনও সাড়া পাইনি।

আমি—ছকু খানসামা লেনে ভবানীকে নিয়ে মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্যা শঙ্করীমাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

বাবা—কেমন দেখলে ?

আমি—সুস্থ, সুন্দর, ঋজু দেহ, বেশ প্রশান্ত ভাব। বয়স নাকি ১১২ বছর. তবে আমার মনে হলো ৬০।৬২ বছর, কথা বলতে বলতে দু'বার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হলেন। তৈলঙ্গ স্বামাজীর কথা বলতে বলতে চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলেন। কি অসাধরণ গুরু ভক্তি, বারবার গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন. "গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্"। ধর্মপথের পথিকের গুরুই মাতা পিতা গুরুই সব।"

বাবা—প্রবর্ত্তক অবস্থায় নানা স্থানে নানা জনের কাছে যাওয়া ভাল নয়। সাধনার পথে প্রচণ্ড বাধা আসে। বুদ্ধির প্রখরতা না থাকলে, শাস্ত্রোজ্জ্বলা দৃষ্টি না খুললে পল্লবগ্রাহিতা আসে, কোনও একটা ধারাতে মনকে লাগিয়ে রাখতে পারে না সাধক। ফলে জলের জন্য এক জায়গায় মাটি না খুঁড়ে, নানা জায়গায় অল্প অল্প খুঁড়ে যেমন জল পাওয়া যায় না, শেষে হতাশ হ'তে হয়; তেমনি নিত্য নিরন্তর একভাবে মনকে নিয়ন্ত্রিত না ক'রে নানাভাবে লাগাবার ফলে কোনও

বিষয়ে দৃঢ় সংস্কার জাগে না, শেষে শাস্ত্রকে গুলিখোরের বাক্য, গুরুকে ধাপ্পাবাজ মনে হয়, নাস্তিক হয়ে পড়ে, সাধকের ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়। অধিকাংশ লোকে দলবাঁধার তালে; নিরপেক্ষ হয়ে কল্যাণ-বুদ্ধিতে, নিজের সামর্থ্য বা সাধনা থাকলে যাকে যেটুকু দিলে বা উপদেশ করলে কল্যাণ হবে, তা'না দিয়ে সেই পর্যন্ত যা যা করেছে সব ঝুটা, সুতরাং ত্যাজ্য, তাঁর পথ ও মত সাচ্চা—তাই গ্রাহ্য-এরূপ উপদেশ দেন; ফলে সাধক বুদ্ধির অভাবে, মোহবশে কেঁচে গণ্ডূষ করে এবং এইরূপে তার জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যায়। সিদ্ধ-পুরুষের সাধনা উপযুক্ত ভক্তিমান্ শিষ্যর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে। তাঁদের সংস্পর্শে গেলে যে ভাবের উদ্দীপনা হয়, সে উদ্দীপনা ক্ষণিক, যদি না সাধকের সাধনভূমি তৈরী থাকে। সাধনাই দরকার। নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা ক'রলে, চিত্ত নির্মল হয়; নির্মল দর্পণে যেমন বিম্ব সুন্দর রূপে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি নির্মল চিত্তদর্পণে শুদ্ধ শান্ত সুন্দরের ছবি ফুটে ওঠে। তা' ধরে রাখবার জন্য চাই বাইরের সমস্ত চিন্তা ত্যাগ, বিক্ষেপকারক সবের বর্জন আর তৈলধারাবৎ তাঁর চিন্তা জাগান। আশ্রমের অনেক কাজের ভার তোমার উপর এবং আমাকে আরাম দিবার জন্য কতগুলি সেধে ঘাড়ে নিয়েছ, তোমার সময় অত্যন্ত কম। তাও যদি বাইরে যাতায়াত ক'রে নষ্ট কর, তবে জীবনে সাফল্য আসবে কি ক'রে? কখন স্বাধ্যায়, কখন সাধনা, কখন জপ, কখন স্তবস্তুতি পাঠে কাল কাটাবে। সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রবে। শঙ্করীমায়ের কাছে গিয়েছিলে, তিনি সিদ্ধ মহাত্মার শিষ্যা, তাঁর আরম্ভ ভাল। তারপর এত দীর্ঘকাল কত দুশ্চর তপস্যা করেছেন, তাই তাঁতে গুরুকৃপার স্ফুরণ হয়েছে; তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময়তা আসে, বাইরের সব ভুলে যান। সমাধিস্থ হন। শুধু পড়লে হবে না, শুধু দেখলেও হবে না, যতদিন পর্যন্ত ঐ অবস্থায় উন্নীত না হচ্ছ, ততদিন উহা মাত্র অভিজ্ঞতা-রূপে থাক্‌বে, গল্পের বস্তু থাকবে। ভগবানই গুরু; তিনিই নানা রূপের মধ্য দিয়ে, নানাভাবের মধ্য দিয়ে নিজ মহিমা প্রকাশ করছেন বিশেষ বিশেষ বস্তুতে। ব্যক্তিবিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ।

কিন্তু যতদিন সেই অদ্বয় ভূমা আত্মার সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামীভাব হৃদয়ঙ্গম না হয়, ততদিন সর্বত্র তাঁর মহিমা—এ বোধ জাগে না। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা যতদিন দেহাত্মবিশিষ্ট অহংকার লোপে শুদ্ধ অহংসত্তার ভান না হয়, সবের মধ্যে একের প্রকাশ বোধে না জাগে, ততদিন রক্তমাংসবিশিষ্ট, ক্ষুধাতৃষ্ণাদি, নিদ্রাব্যাধি প্রভৃতির আধার গুরুদেহতে ভগবদধিষ্ঠান মনে হয় না, অবিশ্বাস-সংশয়ের অবকাশ থাকে। শঙ্করীমার যে ভাবের কথা বললে, তাতে মনে হয় তিনি বার বার সমাধি ভূমিতে গেছেন। সর্বত্র তাঁর কৃপায় অনুভব হয়েছে। তাই তাঁর এমন সুন্দর ভাব। এ ভাব সাধকের অবশ্য কাম্য, কিন্তু শুধু কামনায় কিছু হয় না, তদনুকূলে কাজ করা চাই। যখন চিন্তা, বাক্য ও কর্ম এর লক্ষ্য এক হবে; লক্ষ্য ভাবতে ভাবতে লক্ষ্যময় হয়ে যাবে তখনই জানবে জীবন সফল। মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই, কখন কার কেশে ধরে নিয়ে যাবে, কোন্ কর্মের ফলে কোন্ যোনিতে যেতে হবে, তা' কেউ বলতে পারে না। সুতরাং সেই ঘোর দুর্দিন আসার আগে জীবন সাফল্যকর কিছু করে নাও। ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করো না।"

[ভবানীর দীক্ষা প্রসঙ্গ]

অবশেষে একদিন বললাম—"আমার গুরুদেবের কাছে যাবে? [আগে বলিনি—পাছে কোন দিন মনে করে, আমি ভুল করেছি, ঠিক ব্যক্তিকে গুরু করি নাই, তাড়াহুড়ো ক'রে সাথীর প্ররোচনায় গুরু করায় আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল না, তাই ৮।৯ মাসের মধ্যে একদিনও সে কথা বলি নাই]

সে বললে—তিনি কি আমাকে কৃপা করবেন? বাবা রোজই পূজোর সময়ে তার দেওয়া ফুল পান। প্রায়ই বিকালে তাঁর ভক্তিমূলক গান শোনেন। যুবকটী ও মাঝে মাঝে বারান্দায় হাতমুখ ধোবার সময়ে দেখে, কিন্তু ও কোনও দিন কাছে যায়নি, যেতে চায়ওনি; আমিও উদ্যোগ করে নিয়ে যাইনি। আজ বাবাকে জানাতে তিনি নিয়ে যেতে

বল্‌লেন। যুবকটি খুব ভক্তিভরে প্রণাম কর্‌ল। বাবাও তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি নীচে চলে এলাম। পরে উপরে যেয়ে শুন্‌লাম। ও দীক্ষা প্রার্থী, এবং তার সংসারাশ্রমে যাবার ইচ্ছা নেই। বাবা দীক্ষা দিতে চাইলেন, কিন্তু তখনই আশ্রমে আসা হবে না বললেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন। দীক্ষার দিন ধার্য্য হল। আমাকে সব গুছিয়ে দিতে বল্‌লেন। দীক্ষার সময়ে অন্যেরা কে কি দিয়েছেন দেখেছি। কি কি লাগে—তা জানি; সেজন্য বাবা জিনিসের কথা কিছুই বললেন না। শীতকাল; বাবার একটা গরমের চাদর ছিল, একদিন গায় দিয়েছিলেন (তাও আমি আব্‌দার ক'রে-ছিলাম ব'লে) বুড়িমা (মঠের ঝি-মেয়েটী) যেয়ে প্রণাম ক'রে বললে 'বাবা শীতে কষ্ট পাচ্ছি, আমার শীতের কাপড় নাই"।

তার উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় শীতের একটা চাদর আদায় করা। বাবা সেই গরম চাদরখানাই তাকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন পাতলা একখানি উড়ানি গায়ে দেন। যুবকটীকে দীক্ষার দ্রব্যগুলির নাম বললাম। আমার দীক্ষার সময়ে আমার কিছুই লাগেনি। সামর্থ্যও ছিল না, কারণ আমি আগে থেকেই ঘর ছাড়া, নিরালম্ব ছিলাম। বাবাই সব খরচ করেছিলেন। যুবকের ইচ্ছা বস্ত্রাদি দেয়, তার হাতে টাকা আছে, চাকরি করে, তার বুদ্ধি—সামর্থ্য থাকতে সামর্থ্যানুযায়ী শুভকাজে ব্যয় না করলে সুফল পাওয়া যায় না। সুতরাং কাপড় কিন্‌ল এবং শীতের জন্য একটী বালাপোষ কিনে আনল। অবশ্য আমি সাথে ছিলাম। যুবকটি এগুলি বাসায় নিয়ে গেল না, আমাকে মঠেই রাখতে বললে; ওগুলি (কিছু ফলমূল, হোমদ্রব্য, জপের মালা, গুরুবরণ বস্ত্র ও ঐ বালাপোষখানি) উপরে নিয়ে রাখ্‌তে যাচ্ছি। বাবা দেখে খুবই ক্ষুণ্ন হলেন, ওকে পয়সা খরচ করিয়েছি ব'লে; বিশেষ ক'রে বালাপোষ দেখে। বললেন—

[বাবার আদর্শ]

বাবা—"যাও, ফেরৎ দিয়ে এস বালাপোষ। আজই যাও নচেৎ

কাল ফেরৎ না নিতে পারে দোকানদার　আমি কি গৃহস্থ গুরু, না বাবু, যে বালাপোষ গায় দেব ? আমি সন্ন্যাসী ; গাছতলা মন্দির-চত্বর, গিরি গহ্বর, নির্জন স্থান, আমার বাসস্থান হওয়া উচিত ? কৌপীন ও বহির্বাসই আমার লজ্জা নিবারণের সম্বল। দিনে সূর্য্যতাপ, রাত্রিতে আগুনের তাপেই আমার শীত নিবারণ করা উচিত ; শীত গ্রীষ্ম সাধুদের সহ্য করতে অভ্যাস করা উচিত। বালাপোষ গায়ে দিয়ে আরাম ক'রে থাক্‌বার জন্য কি সাধুদের জীবন ? সাধনময় হবে সাধুর জীবন, দেহাত্ম-বুদ্ধি ত্যাগ করার চেষ্টাই হবে সাধনার মূল মন্ত্র ; ঘরের মধ্যে খাটের উপর গদিতে শুয়ে লেপ তোষক বালাপোষ গায়ে চড়িয়ে আরাম চাইলে কি নিরপেক্ষ নিরালম্ব হ'য়ে একান্তমনে ভগবানকে ডাকা যায় ? নিতান্ত গুরুস্থান, কোনও সেবক নাই, তাই এখানে আছি। কৌপীন ও সামান্য বহির্বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত সাধুদের। লোকালয়ে আছি, বহির্বাস দরকার, তাই কৌপীনও পরি, বহির্বাসও ব্যবহার করি। শীতের রাত্রিতে শীত নিবারণের জন্য একটা কাঁথা বা একটা কম্বলই যথেষ্ট। তাই বলে বালাপোষ গায়ে দিয়ে আরাম করতে হবে ? আমার তেমন শীতও করেনা, বালাপোষও গায় দিতে হবে না। আমি ও বালাপোষ গায় দেব না। যাও, এখনই ফেরৎ দিয়ে এস।" আমি বুদ্ধি দিয়েছি—ব'লে আমাকেও বক্‌লেন। অগত্যা ফেরৎ দিতে গেলাম। দোকানদার বিক্রীত জিনিস ফেরৎ নিতে চাইল তবে দাম ফেরৎ দিতে চাইল না। বদলে অন্য জিনিস নিতে বললে। বাবা, রাত্রিতে গায়ে রাখেন উত্তরীয় চাদর ও অতি পাতলা একটা তোষক, মাদুরেও কিছু পাতা থাকে না, আর একটা ছোট্ট বালিশ। সুতরাং ভবানীকে একটা কম্বল নিতে বললাম। কম্বল দেখেও সন্তুষ্ট মন। বললাম – পরিবর্তে জিনিস নিতে জেদ করলে দোকানদার; টাকা ফেরৎ দিতে চাইল না। অগত্যা নিতে হয়েছে। বললেন—"তোমারই জন্য বেচারার পয়সা খরচ হল"। বাবা কত ত্যাগী, কত নির্লোভ, কত অপ্রতিগ্রহী ! লোকে পেলে বর্তে যায়, না পেলে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করে, আর অযাচিতভাবে পেলে তো কথাই

নাই। আর বাবা! অযাচিত ভাবে পেয়েও প্রত্যাখ্যান করলেন। এরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ, নির্লোভ, ও অপ্রতিগ্রহী না হ'লে কি সন্ন্যাস-জীবন সুখের হয়! সন্ন্যাস নিয়েও কি একান্তভাবে পরমপদ পাবার জন্য নিবিড় ভাবে চেষ্টা করতে পারে কেউ? ধন্য ঠাকুর! ধন্য তোমার আদর্শ; তুমি শুধু উপদেশ দাওনা, বলনা "যা বলি তাই করো, যা করি তাই করো না; তুমি স্বীয় জীবনে অভ্যাস ক'রে তবেই আমাকে চালাচ্ছ! তোমার আদর্শ যেন জীবনে সদা সর্ব্বদা চোখের সামনে রেখে চলতে পারি। তুমি শক্তি দাও পথে চলার"। পৌষ সংক্রান্তিতে যুবকের দীক্ষা হল। যুবক সময় পেলেই মঠে এসে জপ ধ্যান করে। দু' মাস কেটে গেছে; এবার প্রার্থনা করলে আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিন; আমি আর ঘরে ফিরব না; ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম পথের সন্ধানে, পথ দেখিয়েছেন। যথাসময়ে ব্রহ্মচর্য দীক্ষাও হল, নাম হল ধরমপ্রকাশ, বৈশাখ মাসে সে মঠে এল আর বাড়ী ফিরল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[কর্মফল সঙ্গে সঙ্গে ফেরে]

ইং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ, জানুয়ারী মাস, মন বড় ভারাক্রান্ত; দীক্ষা পেয়েছি, কাজের ঝামেলায় একেবারে সময় পাই না; তার উপর বারান্দায় খাওয়া নিয়ে খানিক বকুনিও খেয়েছি। তেমন বকুনি বোধ হয় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের পর ঘর ছাড়া হবার পর কোনও দিনও খাইনি; আর ছোটবেলা থেকে আত্মসম্মান বোধ, কুলমর্যাদা রক্ষার তাগিদ যেন একটু আমার বেশি। সেজন্য যাতে কোনও প্রকারে অপমানিত হ'তে হয় বা বংশমর্যাদার হানিকর কিছু ঘটে, সে সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকি। বাইরে বারান্দায় খাবার ব্যাপারটা খানিকটা নীরব প্রতিবাদ জানান; কিন্তু যার মান নেই, যার জীবনে গৌরবের কিছু নেই, তার শত লাঞ্ছনাতেও যে লাঞ্ছনা হয় না। শতবার ধিক্‌কার খেলেও যে ধিক্‌কৃত মনে করে না; আর প্রাণাপেক্ষাও মান বড়, মান রক্ষার জন্য মানী সর্বস্ব ত্যাগ ক'রতে পারে—এ বোধ মাদৃশ অহংকৃত তথাকথিত শিক্ষিত

যুবকের পক্ষে ধারণার বাইরে। তাই প্রথমদর্শনে ভালবাসলেও, মহাত্মাজীই আমার একমাত্র গতিমুক্তিদাতা, জীবনের আলোকবর্তিকা —এ ভাব মনে উঠলেও, মন কেবল পালাই পালাই করছে। সুযোগও জুটলো।

[স্বামী অমলানন্দ গিরি]

সকালবেলা পত্রিকায় দেখলাম ৩০ নং বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে হৃষীকেশ-শিবালয় আশ্রমের এক মহাত্মা এসেছেন ; নাম অমলানন্দ গিরি ; কয়েকদিন আগে পাঠাগারে তাঁর লিখিত জীবন- জ্যোতিঃ' গ্রন্থখানি পড়েছিলাম ; খুব ভাল লেগেছিল। অনুভবী আচার্য ব'লে মনে হয়েছিল। তিনি কলকাতায় এসেছেন, কাছেই আছেন ; তাঁর কাছে গেলে হয়তো হিমালয়ে যেয়ে সাধনায় সহায়তা হতে পারে ; কলকাতার ঘিঞ্জি থেকে দূরে হিমালয়ের বুকে নির্জনে, লোকালয় থেকে দূরে একাকী থেকে, ভিক্ষার সময়ে মাত্র ভিক্ষা ক'রে সর্বক্ষণ সাধন ও স্বাধ্যায় নিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই জীবনে কৃত্যকৃত্য হওয়া যাবে—ভেবে একদিন বেলা ২॥০টার সময়ে গেলাম। স্বামীজী একখানি গ্রন্থ দেখছিলেন। কাছে যেয়ে প্রণাম ক'রতে ব'সতে বললেন ; স্বামীজীর সৌম্য, শান্ত, সুন্দর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মূর্তি। কথা অল্প বলেন, মিষ্টভাষী, সাধনপিপাসুর অত্যন্ত অনুকূল ব'লে মনে হোলো। বয়স ৪০।৪২ হবে আমার পরিচয় যথাসম্ভব নিলেন, মর্কটবৈরাগ্য বা লোকদেখান সন্ন্যাস না ক'রে, মনেপ্রাণে সন্ন্যাসী হোতে ব'ললেন। ত্যাগীর জীবনে যে নিষ্ঠা, সংকল্পে দৃঢ়তা, আচার্যের আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা, নিত্যানিত্য বস্তুবিচার, বৈরাগ্য এবং সর্বোপরি মুমুক্ষার একান্ত প্রয়োজন—ব'ললেন। আরও ব'ললেন আত্মসমীক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন ; দৈনন্দিন জীবনে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে যে চিন্তার স্রোত বয়, তার গতি ও প্রকৃতি নিরপেক্ষভাবে লক্ষ্য করা প্রত্যেক শ্রেয়ঃকামীর কর্তব্য। এজন্য অকপটে যথাযথ দিন-লিপি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলে মাঝে মাঝে পাতা ওল্টালে আমরা স্ব

স্ব জীবনেরসৌন্দর্য, মাধুর্য এবং বীভৎসতা ধ'রতে পারি এবং ভবিষ্যতের জন্য জীবনকে চালিত ক'রতে পারি ; বিপথে যাবার ভয় কমে, হয়তো সুপথে চলার পথ সুগম হয়। স্বামীজী প্রসঙ্গত অবাঙ্গালী সন্ন্যাসীরা বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। সহজে বিশ্বাস করেন না। বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদের তিতিক্ষা কম—তাই হিমালয় অঞ্চলে সাধন ক'রতে যেয়ে রুগ্ন হয়ে অল্পদিনে বাংলায় নেমে আসেন—ব'ললেন। আরও ব'ললেন—"আমার ভূতের ভয় ক'রে কি না, শ্মশানের কাছে সাধন কুটির হ'লে রাত্রিতে ভয় পেয়ে পালাব নাতো।" বললাম— কারু অহিত না ক'র্লে কেউ আমার অহিত ক'রবে কেন ? শুনেছি অপঘাতে যারা মরে বা আত্মঘাতী যারা হয়, তারা দুর্গতি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আত্মীয় স্বজনের সাহায্য চায়, সাধু মহাত্মাদের কাছে কৃপা প্রার্থনা করে প্রেতযোনি থেকে মুক্ত হবার জন্য সেখানকার কারু আত্মীয় আমি নই, আমি তেমন সাধুমহাত্মাও নই ; মাত্র সাধনপথে চলতে উৎসুক হয়েছি, আমাকে তারা ভয় দেখাবেন কেন ? বরং সাধনার সময়ে, সকালে সন্ধ্যায় আমি সকলের সহায়তা চাইব। আমার ভয় হবে না ; স্বামীজী মহারাজ ভিক্ষার অভাবের কথা, দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত বা কোনও আখড়াভুক্ত সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী না হ'লে ভিক্ষা মেলে না। —বললেন। আমি বললাম "ভগবান্ আমাদের সৃষ্টি করার আগেই তো আমাদের খাদ্য সৃষ্টি করেছেন, শুনেছি তাঁকে যারা ডাকে তাদের সব ভার তিনি নেন। আমি তাঁকে ডাকবার জন্য যেতে চাচ্ছি, কোনোরূপ দুরভিসন্ধি নিয়ে যাচ্ছি না। তিনি দয়া ক'রে কি আমার ব্যবস্থা ক'রবেন না ? না করলে তাঁর নামে কলঙ্ক হ'বে তো। স্বামীজী একটু হাসলেন—বোধ হয় আমার বালসুলভ চপলতা দেখে, এবং বাস্তবজীবনের অনভিজ্ঞতা স্মরণ ক'রে। শেষ পর্যন্ত কৃপাপরবশ হ'য়ে ৺শিবালয় আশ্রমের অধ্যক্ষের নামে একখানি চিঠি লিখে খামে ভ'রে আমাকে দিলেন। স্বামীজীর হদিশ পেয়ে ভবানীও একদিন স্বামীজীর কাছে গেল। সেও হৃষীকেশে যেয়ে সাধন করতে চায়। শুনেছি—স্বামীজী যখন খুটিনাটি সব জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন—তখন

ভবানী বলে—"আপনি কৃপা ক'রে একটা নির্জন সাধনের জায়গা ঠিক ক'রে দিন, মন আমি ঠিক ক'রে নেব" ; এই কথা শুনতে শুনতে স্বামীজী একেবারে নিশ্চল নিশ্চুপ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন। তখন বেলা ৩টা আর সোওয়া পাঁচটায় তাঁর বাহ্যদশা হয়। এদিকে ভবানীর সসেমিরা অবস্থা ; বাসায় কাজ আছে, না বলেও আসতে পারে না। স্বামীজীরও বাহ্য সম্বিৎ নাই, ব'লতেও পারছে না। যা হোক্, সে ৫৷৷টায় আমাকে লাইব্রেরিতে সব ঘটনা ব'ললে আমারও অবাক্ লাগলো। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা গাঢ় হোলো। পরদিন ভবানীকে ব'ললাম— 'তুমি পাগলের মত কথা বলেছ, তাই স্বামীজী আর কথা বলেননি, বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সমাধিস্থ হ'য়েছিলেন, মনকে একাগ্র করে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলেন। মন ঠিক করা কি সহজ কথা ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, তাকে কেহ সহজে বশীভূত ক'রতে পারে না, এমনকি অর্জুনও ভগবানকে স্বীয় মনের দুরবস্থার কথা বলেছেন, আর তুমি এক কথায় ব'লেছ মন ঠিক ক'রে নেবে ? সব ঠিক হলেও মন ঠিক হয় না, মন একটার পর একটা চিন্তা তোলে ; কোনটাতে বেশীক্ষণ স্থির হ'য়ে থাকে না। তাই বার বার তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তার গতি প্রকৃতি বুঝ্‌বার জন্য। এইরূপে দীর্ঘকাল নিরন্তর বার বার লক্ষ্য করতে করতে মানুষ নিজের পূর্ব কর্মের পরিণতি এবং ভাবী কর্মের গতি স্থির ক'রে নিজের পথ বেছে নিতে পারে, তখন তার আর বিপথে পা পড়ার ভয় থাকে না। কখনোও বিনা পয়সায় যানবাহনে চড়িনি ; স্থানের সন্ধান হলেও পাথেয়ের বিভ্রাট জাগল, তাও এক বন্ধুর কাছে কিছু পেলাম, বই বিক্রি করে কিছু সংগ্রহ হোলো। কিন্তু হৃষীকেশ যাওয়া হোলো না ! একেই বলে নিয়তি ; কলকাতায় থাকতে হবে, সংসার ছেড়ে সংসারের ভার ঘাড়ে নেবার জন্য যার জন্ম, সে কি আর অন্য পথ পায় ?

বিভোর বাবুর মশারি দেওয়া ও নেওয়া নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল, তা আপাততঃ থাম্‌লেও তার জের এখনও কাটেনি। কিছুদিন পরে অর্থাৎ বাংলা ১৩৪৫ সালের বৈশাখের প্রথমেই আমাকে আবার কালনায় বা নবদ্বীপে ৺গঙ্গার ধারে সাধনোপযোগী স্থান অনুসন্ধানে

পাঠালেন। হয়তো বা তাঁর মনে হয়েছিল, আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের (মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের) সহোদর ভ্রাতুষ্পুত্র, দীক্ষিত আবাল্য ব্রহ্মচারী শিষ্য; অনেকের চেয়ে বয়সেও বড়, তবুও আমি যেখানে অপমানিত হই সেখানে ভক্তি'র মত ক্রোধীর থাকা সম্ভব হবে না, তার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হ'ল। বসেছি স্মৃতিচারণা ক'রতে নিজেই জীবনের Trials and Tribulations এর (ঘাত-প্রতিঘাতের) কথা স্মরণ ক'রতে, তাইই বিশেষ ক'রে ভাবা উচিত কিন্তু যারা ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে সেই সব কুশীলবদের কথা বাদ দিলে স্মৃতিচারণা অসম্পূর্ণ থাকে না কি? সত্য ঘটনার পারম্পর্য রাখা সম্ভব হয় কি? সম্ভব হয় না (অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়)। তাই হয়তো মাঝে মাঝে কিছু অবান্তর প্রসঙ্গও আস্‌বে। মঠে বাবা, সন্তোষবাবু রইলেন, ধর্মপ্রকাশও এসেছে মাসখানেক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Political Science এর অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীদুর্গাগতি চট্টোরাজ মহাশয় মাসে মাসে আমাকে ১০ টাকা দিতেন, বাবা কিছু দিলেন, ২৫ পঁচিশ টাকা হ'ল! তাই নিয়েই যাত্রা করলাম বাবাকে প্রণাম ক'রে। বাবা বলেছেন—"দেখবে ৺গঙ্গার ধারে সাধনানুকুল নির্জনস্থান।" কিরূপ জায়গায় সাধনা ভাল হয়—সেজ্ঞান নাই। লোকালয় থেকে দূরে, জনকোলাহল থেকে দূরে একটা জায়গা ঠিক ক'রে বাবাকে জানাবো, তারপর বাবা পছন্দ করবেন—ভেবে বাবাকে প্রণাম করে কুশাসন, কম্বলাসন, কমণ্ডলু ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা নিয়ে যাত্রা করলাম।

[পথে চলার হাতে খড়ি]

কিন্তু মন খুবই ভারাক্রান্ত; বাবাকে ছেড়ে থাক্‌তে হ'বে, তাঁর দিকে

তো সন্তোষবাবু একদমই তাকান না। ধরমপ্রকাশও নবাগত; চাকরও নাই। সব কাজ সামলে নিয়ে বাবার কষ্ট লাঘব ক'রতে পারবে কি? না যাওয়াই উচিত; আবার ভাবছি। বাবার আদেশ, তাই পালন করাই তাঁর সেবা; আমার ইচ্ছানুযায়ী চ'লে তাঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। সেদিন তিনি যে ভাবে অপমানিত হ'য়েছেন, তা'তো সকর্ণে শুনেছি বা দেখেছি। যদি এখান থেকে অন্যত্র চ'লে যান, তবে তাঁর মর্যাদা রক্ষা হয়। আমি শিষ্য, আমার তাইই করা উচিত। এরূপ ৭।৫ ভেবে কোথায় প্রথমে যাব—নবদ্বীপে না কালনায়—তা ঠিক না করে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে পা বাড়ান গেল। পা চলতে চায় না; বার বার বাবার কথা মনে উঁকি দিচ্ছে, তাঁর কষ্ট হবে ভাব্‌ছি। আবার মনে হচ্ছে, বাবার (গুরুদেবের) প্রিয়কারী হওয়াই উচিত, তাঁর প্রিয়সাধনে আমার পরম কল্যাণ হবে—মনে ক'রে মন্দিরে ঠাকুরকে বারবার প্রণাম ক'রে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে পা বাড়ান গেল।

কলিকাতা—হাওড়া যোগাযোগের একমাত্র পথ নৌ-সেতু। তখন ট্যাক্‌সী, ঘোড়ার গাড়ী রিক্‌সা প্রভৃতি সব ঐ পুলের ওপর দিয়ে যেত। ষ্টেশনে যেয়ে নবদ্বীপগামী ট্রেণের টিকিট কেটে তাতেই চেপে বস্‌লাম। একটু জপ করতে চেষ্টাও কর্‌লাম, কিন্তু মন বস্‌ল না। কেবলই বাবার তত্তৎকালীন চলাফেরা, কাজ, কথা ও Library র কথা মনে আস্‌তে লাগল। মনকে বোঝাতে লাগলুম "মন! এখন তুমি আশ্রমে বাবার কাছে নও। তাঁর কাছে থেকে তাঁর যে সব প্রিয় কাজ কর্‌বার সুযোগ ছিল, এখন তুমি দূরে, তোমার তা করা সম্ভব নহে; শুধুই সে সব ভেবে চঞ্চল হচ্ছ। তিনি নাম দিয়েছেন, শয়নে-স্বপনে ভোজনে-ভ্রমণে যথাসাধ্য তার স্মরণ-মনন ক'রতে ব'লেছেন একমনে; এখন তাই করা উচিত, তুমি এসব চিন্তা ক'রে বৃথা সময় কাটাচ্ছ কেন? সময় গেলে কি সময় ফিরে আসে? তদপেক্ষা সময়ের সদ্ব্যবহার কর, তাঁর দেওয়া নাম জপ কর। কিন্তু মন বড় পাজি, সে কি বলামাত্র সুবোধ ছেলের মত বাধ্য হ'য়ে ফিরে আসে? যা' বলা যায়,

তা' করে ?" কান্না পাচ্ছিল কাছে থেকে সেবা করতে পারলে তবুও সময়ের সদ্ব্যবহার হ'ত, এখন তাও পারছি না, নামেও মন বসছে না। এমন সময়ে গাড়ীতে একজন অন্ধ গান ধরলে, (তার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট,) "দিন ফুরাল সমঝে চল, ইহকাল পরকাল হারাইও না....এসেছ একা যেতে হবে একা, সঙ্গে কেউত যাবে না।" গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনটাকে কে যেন কশাঘাত ক'রে বুনো ঘোড়াকে ফিরিয়ে আনার মত, নামাভিমুখী ক'রল। মাঝে মাঝে ট্রেনের চাকার শব্দের দিকে মন যাচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল, সেও যেন "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" বলছে। তাই কখনও জপে কখন শ্রবণে মন লাগাতে আপাততঃ মঠের কথা ভুলে গেলাম। এক সময়ে নবদ্বীপ ষ্টেশনে এসে ট্রেন থামল ; অচেনা জায়গা, কখনও আসি নি, বিকাল প্রায় ৫॥০ টায় নেমেছি ; ডান দিকে চলতে চলতে একজায়গায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী আশ্রমে পৌছুলাম। স্থানটা মণিপুর ; আশ্রমটী মহানির্বাণ মঠের। আশ্রমাধিবাসীরা বড়ই সদয়, মধুর তাঁদের ব্যবহার এবং এখানে ৺গঙ্গার ধারে আমার গুরু মহারাজ একটু সাধন-জায়গা দেখতে পাঠিয়েছেন, বললাম ; শুনে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। রাত্রিতে ভিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরাই ক'রলেন ; সকালে একজন অবধূত মহারাজ" (নাম মনে নাই) সাথে ক'রে কয়েকটী জায়গা দেখালেন, কিন্তু স্থান ও পরিবেশ দেখে আমার মন কোনটাই পছন্দ করল না। ফিরে এলাম কালনায়।

[গুরু কৃপায় পথের অভিজ্ঞতা-ব্রহ্মচারী-সঙ্গ]

কালনায় ৺সূর্যদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে একটী দোতলা বাড়ীর জানালাভাঙ্গা ঘরে স্থান পেলাম। এই ৺সূর্যদাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর পার্ষদ নিতাইচাঁদের শ্বশুর, ৺জাহ্নবা দেবীর পিতা ; এইখানেই যে তেঁতুলতলায় প্রেমের ঠাকুর গৌর ও নিতাই বসেছিলেন, সেই তলা বাঁধান তেঁতুলগাছ ; পঞ্চতত্ত্ব ও জগন্নাথের সেবা নিত্য হয় ; নিতাইচাঁদের বিরাট্ মন্দির ভেঙ্গে প'ড়েছে। অভয়পদ বাঁড়ুজ্জে নামে একটী ছেলে রোজ পাঠাগারে পড়তে আসতো ! তাদের এই কালনায় পশ্চিমপাড়ায়

বাড়ী ; তার বাবা Eastern Railway তে কাজ করেন। তাঁর ছেলের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, তাই এখানে আসা ; স্থানও ৺গঙ্গার ধারে। নিতাইচাঁদের লীলাস্থলও বটে। উদ্দেশ্য —বাবার নির্দেশানুযায়ী ৺গঙ্গার ধারে সাধনোপযোগী একটা জায়গা খুঁজে বের করা। অনেক-গুলি জায়গাও দেখলাম এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপের কথাও শুন্‌লাম। মনে পড়ল পাতঞ্জলযোগদর্শনের কথা, সাধনের বিঘ্ন ঘটায় যারা তাদের (ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমি-কত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ) কথা ; মন দমে গেল, ভাল জায়গার অনুসন্ধান চলতে লাগল। কিন্তু আমার বুদ্ধিমত ভাল জায়গাও চোখে পড়ল না। মঠে ছিলাম। মঠের ন্যায় শান্ত, সাত্ত্বিক পরিবেশ কোথাও চোখে পড়ল না, পাড়াগাঁয়ে ৺গঙ্গার ধারেও না ; আর সে আশা করাও মরীচিকায় জলের আশার চেয়েও ভ্রান্তিমাত্র। স্থান তো আধার, আধেয়ের গুণে তো আধারের মাহাত্ম্য ; এমনি মাটিকে মা ব'লে আর কয়জন প্রণাম করে ? কিন্তু সেই মাটিতে যদি তুলসীগাছ বসান যায়, তবে তুলসীকে প্রণাম ক'রতে গিয়ে লোকে মাটিতেও মাথা ঠেকায়। সেই মাটি দিয়ে যদি দেব-দেবীর মূর্তি গড়ান হয় আর তাতে সাধক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তবে তো আস্তিকমাত্রেই মাথা নোওয়াবেই। কলিকাতার মঠে সিদ্ধযোগী, নামপ্রেমী, অন্তরে বাইরে হরিদর্শনকারী ঠাকুর নগেন্দ্রনাথ তপস্যা ক'রেছিলেন। তাঁর পাদস্পর্শে, তাঁর নামের ধ্বনিতে মঠের আকাশ-বাতাস মাটি—সবই পবিত্র। দোতলার ভাঙ্গা ঘরে থাকি, পাশেই একটা প্রকাণ্ড লিচুগাছ; বৈশাখ মাস। গাছে প্রচুর লিচু হয়েছে ; কিন্তু আশ্চর্য ! মনে একবারও লিচু খাবার প্রবৃত্তি জাগে না,অথচ হাত বাড়ালেই ২।৫ টী পাড়া যায়। ভোর তিনটায় উঠে আসনে বসি, প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ৺গঙ্গায় স্নান করতে যাই ; বাবার কথা বার বার মনে পড়ে "দমে দমে লইওরে নাম কামাই নাহি দিও।" প্রতিপদক্ষেপে নাম চলে ; অনেকখানি দূরে সরে গেছে ৺গঙ্গা ; পরিচিত লোক নাই, কথা বলার জন্য মন উস্‌খুশ্‌ ক'রলেও কথা বলার সুযোগ নাই, তাই অগত্যা "কাজ নাই তো গাছে উঠ" ভাবের মত মন নাম করে। শেষ রাত্রিতে

ঘুম ভাঙ্গার পর যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ বাবাকে, তাঁর ঘড়িবাঁধা নিত্যকর্ম, পূজো, ভোগ দেওয়া, আরতি করা—সব চোখের সামনে ভাসে এবং তাঁর দেওয়া নাম অবিরাম অবিশ্রাম চলতে থাকে। দিনরাত কোন্ দিক্ দিয়ে যায়, তার হদিস্ থাকে না। বাবার কাছে থাক্তে কখনো কখনো আর কখনো কখনই বা বলি কেন, তাঁকে ভুলে যেতাম, কর্মের মধ্যে ডুবে গেলে সব ভুল হয়ে যেত? কিন্তু তাঁর কৃপায় এখন তিনি সদা সর্বদা আমার চোখের সামনে। এতদিন এসেছি; তিনি আমার কথা ভাব্তে পারেন, তাঁকে চিঠি পত্রাদি দেওয়া উচিত—এসব একবারও মনে ওঠে না; শুধু তাঁকে ভাবি, তাঁর দেওয়া নাম স্মরণ-মনন করি, আর অবসর হ'লে—সুযোগ পেলে ২।৩ জনকে ৺গঙ্গার ধারে জমির কথা জিজ্ঞাসা করি। এমনি ভাবেই কাটছিল দিন—এমন সময়ে দৈবক্রমে এ ধারায় ছেদ প'ড়ল। কালনার বাজারে যাচ্ছি; একজন শাদা কাপড় পরা ৬৭।৬৮ বৎসরের বৃদ্ধ, তাঁর ঘর থেকে আমাকে "নমো নারায়ণায়" জানালেন এবং ভিতরে ডাক্লেন। দেখ্লাম ১০।১২ বৎসর বয়স্ক ১৪।১৫টি ছেলে তাঁকে ঘিরে ব'সে আছে। আমি যেতে তাঁদের চলে যেতে বললেন। বুঝ্লাম তাদের তিনি পড়ান বিনা বেতনে; অবসর সময় বৃথা ব্যয় না ক'রে পরোপকারে ব্যয় কর্ছেন। তিনি আমার পরিচয় ও কালনায় আসার উদ্দেশ্য সব জেনে নিলেন। আমিও জানলাম—তিনিও ব্রহ্মচারী, এখানেই ৪৫ বছর আছেন, গরীব দুঃখীর ছেলেদের পড়ান; কথা-বার্তায় বুঝলাম ওঁর পূর্বাশ্রম ঢাকায় বিক্রমপুর পরগণায় ছিল। ব্রহ্মচারী ব'লে পরিচয় দেওয়ায় পূর্বাশ্রমের কথা, জন্মস্থান, পিতা বা মাতা এমনকি শিক্ষার কথাও জিজ্ঞাসা ক'রলাম না; কারণ শুনেছিলাম সন্ন্যাসী বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের পূর্বাশ্রম, নাম ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা ক'রে পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে দেওয়া মহাপাপ। বহু সাধনায় বহুজন্মের সুকৃতির ফলে দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া যায়, আর তা হতে মুক্ত না হ'তে পারলে ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা যায় না; উদ্বোধনের ফলে পূর্ব আশ্রমের শত্রু-মিত্র আত্মীয়-স্বজন-বান্ধব, সেখানে থাকাকালে

অনুভূত সুখ-দুঃখের কথা জেগে মনকে ব্যাকুলিত করে ; ভগবচ্চিন্তায় ছেদ পড়ে। আমরা সাধনায় অনুকূলতা করতে পারি না, ব্যাঘাত ঘটান অতীব অন্যায়।” ব্রহ্মচারীজী পরদিনই তাঁর ওখানে ভিক্ষা করতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি ১॥০ টার সময়ে স্বহস্তে পাক ক'রে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেলাম ; মঠ থেকে বাইরে গেলেও বাবার মধ্যাহ্নের প্রসাদ পাওয়ার পূর্বে কোনও দিন প্রসাদ পাবার ইচ্ছা জাগে না। এমনকি সকালেও সন্ধ্যাহ্নিক ক'রে উঠে ফল মূলও তাঁর বাল্য ভোজনের পূর্বে খেতে ইচ্ছা হয় না। যা হোক, ব্রহ্মচারীও আমার প্রসাদ পাবার পর প্রসাদ পেলেন এবং আমাকে নিয়ে পড়লেন।

ব্রহ্মচারীজী—আপনাকে আজ কয়দিন বাজারে (কালনাবাজারে) বাজার করতে দেখি, আপনি এসব কিনে খান ? আপনি ব্রহ্মচারী, ভিক্ষে করেন না কেন ?

আমি—না। ভিক্ষে করি না ; আমার কাছে টাকা-পয়সা আছে, ভিক্ষে করব কেন ? যতক্ষণ আমার কাছে টাকা-পয়সা থাকবে ততক্ষণ ভিক্ষে করব, না ; যদি এক পয়সা হ'লে চলে, তবে দুই পয়সা দিলে নেব না ; যখন চাইব তখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেব না। আমার গুরুদেবের নির্দেশ প্রয়োজনাতিরিক্ত না নিতে, পরস্বাপহরণ না ক'রতে এবং ভোগসাধনদ্রব্য গ্রহণ না ক'রতে। তিনি বলেন “অপ্রতিগ্রহী হ'বে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনও নেবে না। ভগবৎকার্য্য সাধনে তিনি আমাদের এ জগতে পাঠিয়েছেন এবং প্রত্যেকের সৃষ্টির পূর্বে তার আহার্যও সৃষ্টি করেছেন, বাসোপযোগী স্থানও গড়েছেন। তাঁর কাজ করবার জন্য শরীররক্ষোপযোগী দ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্য নেবে না”।

[গুরু সর্বরূপে, তিনি সদা সাথী]

ব্রহ্মচারীজী—“ভিক্ষে না করলে অভিমান যায় না। ভিক্ষের জন্য লোকের কাছে গেলে অনেক সময় কটু-কাটব্য, পরুষ বাক্য শুনতে হয় ; তখন সামর্থ্যাভাবে উদরান্নের জন্য ভিক্ষে ক'রতে তো আসিনি। নির্ঝঞ্ঝাটে সাধন-ভজন করার জন্য সময় অন্যরূপে নষ্ট না ক'রে যত

বেশী সময় ঈশ্বর-চিন্তায় লাগাতে পারি, সেইজন্যই তো ভিক্ষে করতে আসা—এরূপ ভেবে নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করাইতো সাধনার প্রথম সোপান। শীত-গ্রীষ্ম. সুখ-দুঃখ, মানাপমান, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত না হ'তে পারলে একান্তভাবে ভগবদারাধনা হয় না। কখন কখন মনে হয় "আমি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হয়েছি, বা ওগুলি আমি জয় ক'রেছি, কিন্তু যতক্ষণ বা যতদিন ব্যবহারের কষ্টিপাথরে না যাচাই হয়, ততদিন বোঝা যায় না। সর্বদা আত্মসমীক্ষা করা চাই, মনের উপর মন রেখে যাচাই ক'রতে হয়।" যাক্ আপনার কাছে কত আছে? দিন আমাকে। অবশ্য আপনার কলকাতায় যাবার ভাড়াটা কাছে রেখে বাকিটা দিন?

আমি—আমার কাছে ১০॥৵১০ টাকা (দশ টাকা সাড়ে দশ আনা) আছে। তাঁর মধুর ব্যবহার; মুখের সারল্য এবং সর্বোপরি তাঁর সান্নিধ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল; একবিন্দুও সংশয় মনে স্থান পেল না। তার ব'লার ভঙ্গি ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে সবটাই তাঁকে দিলাম, না দিয়ে পারলাম না।

ব্রহ্মচারী—দেখুন, আপনি সব আমাকে দান করেছেন, এতে তো আপনার আর অধিকার নাই। এখন আপনি কপর্দকহীন, এখন ভিক্ষে না ক'রে খাবেন কি করে? এবার ভিক্ষে করতে পারবেন তো? প্রয়োজনানুরূপ ভিক্ষে করলে নিশ্চয়ই প্রতিগ্রহী হবেন না?

আমি—দেখুন, ঘর ছেড়ে এসে ভগবৎকৃপায় শ্রীগুরুচরণতলে আছি; খাই থাকি, আর তাঁর নির্দেশমত চলতে চেষ্টা করি; ভিক্ষে তো কোনও দিন করিনি। সাধুরা ভিক্ষে করেন দেখি; 'জয় গুরু' 'নারায়ণ' ব'লে গৃহস্থের ঘরের দ্বারে দাঁড়ান; কখনও পান আবার কখনও বা পান না। অন্যত্র চ'লে যান; তাঁরা দিন কেমন ভাবে কাটান, তার অভিজ্ঞতা নাই, আর আমাকে কোনও দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে ক'রে খেয়ে সাধন ভজন ক'রতে হ'বে—এমন কথা মনেও আসিনি। পুরাকালে অন্তেবাসী শিষ্যদিগকে গৃহস্থের নিকট হ'তে ভিক্ষে ক'রে এনে সব আচার্যকে দিতে হ'ত, আচার্যও তা থেকে স্বীয় প্রয়োজনমত উঠিয়ে নিয়ে শিষ্যকে

আহারের জন্য দিতেন। প্রয়োজন হ'লে কোন কোন শিষ্যের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য অপর্যাপ্ত দেখ্‌লে অন্যের আনীত জিনিস তাকে দিতেন। আবার শিষ্যের নিষ্ঠা, আজ্ঞাকারিতা পরীক্ষার জন্য ভিক্ষালব্ধ জিনিস—সবই জমা দিতে বল্‌তেন। তখনকার কালে শিষ্যেরা ছিলেন অত্যন্ত গুরু-ভক্ত; আচার্যবাক্য বেদবাক্য ব'লে মানতো শিষ্যেরা; আচার্যের আদেশ নির্বিচারে পালনেতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়—এ বোধ তাঁদের ছিল এবং গুরূপদেশ পালনে স্বাধ্যায় ও সাধন না করেও শিষ্যেরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর প্রমাণও উপনিষদাদিতে আছে। আবার আচার্যাদেশ নির্বিচারে পালন না ক'রে তাতে অর্থান্তর কল্পনা ক'রে নির্বন্ধাতিশয়ের জন্য শিষ্যকে অশেষ দুর্গতি ভোগও করতে হয়েছে, তার প্রমাণও মহাভারতাদিতে আছে কিন্তু এখন তেমন রেওয়াজ নাই। এখনতো ব্রহ্মচর্য আশ্রম নাই, ব্রাহ্মণাদি-সন্তানকে উপনয়নের পর আচার্যগৃহেও থাক্‌তে হয় না; উপনয়ন সময়েই সমাবর্ত্তন করান হয়। সুতরাং গুরুগৃহে থেকে গুরুদেবের জন্য ভিক্ষের প্রয়োজনই নাই; এখন দু'টী আশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম ও সন্ন্যাস-আশ্রম; সন্ন্যাসীরা সর্বত্যাগী। তাঁরা দেহরক্ষার প্রয়োজনে ভিক্ষে করেন বটে আর দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না—এ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব'লে বরাক উদরের জন্য বেশী ব্যস্ত থাকেন না; তাঁরা "অহর্নিশং ব্রহ্মণি রমন্তঃ" নিত্যা-ভিযুক্ত; ভগবান্ তাঁদের যোগক্ষেম বহন করেন। আমরা, বিশেষ ক'রে, আমি তো অভ্যস্ত নহি; এ আদর্শ এখন নাইও; আর আমাকে ভিক্ষে কে দেবে? সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম মানুষ আমি। ভিক্ষে করতে গেলে কি ভিক্ষে দেবে, না আমাকে গালি দেবে?

ব্রহ্মচারীজী—গালি খেয়ে গালি হজম ক'রে নির্বিকার থাকাই তো সাধনপথের পথিকের কাজ। দেহাত্মবুদ্ধি থাক্‌লেই তো বিকার আস্‌বে, আর বিকার জাগলে মন চঞ্চল হবে; সাধন ভজন কিছুই হবে না। আপনি তো দেহ ন'ন, দেহী; আপনার হাত, পা, কান, চোখ নষ্ট হ'লে ও আপনি বেঁচে থাক্‌বেন; অথচ কেহ আপনাকে কাণা, খোঁড়া বোকা প্রভৃতি বললে আর আপনি শুন্‌লে চটে লাল হন, কিন্তু

ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে যখন মনের যোগ থাকে না অর্থাৎ আপনার মন যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আপনার কোনও বিকার জন্মে না। তবেই দেখুন আপনি দেহেন্দ্রিয়াদি কিছুই নন; তদতিরিক্ত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। দেহ বা দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় ভাবরাজি থেকে মুক্ত হতে পারলে, সকল অবস্থায় নির্বিকার থেকে আত্মরমণ হওয়া যাবে। যাক্, এই নিন আপনার কলিকাতায় যাবার ভাড়া। চলুন, বাজারে যাই।

[কালনার বাজারের একপাশেই (বাজারের মধ্যে বললেও অত্যুক্তি হয় না) তাঁর আস্তানা বা সাধনকুটীর; সুতরাং বাজারে যাওয়া মানে দূর দূরান্তর নয়; সেখান থেকে উঠে যন্ত্রচালিতের মত তাঁর পিছু পিছু যেয়ে বাজারের মধ্যে পৌঁছুলাম। তিনি একটী টিনের কৌটা, একখানি পাতলা চাটু, একটী এলুমিনিয়মের বাটী একটী জলের ভাঁড় ও একগাছি দড়ি কিনে আমাকে দিলেন, বাকি পয়সা কিন্তু তখন ফেরৎ দিলেন না। বললেন—চলুন আমার ঘরে যাই। [ও সব পয়সা দিয়ে কিন্‌তে দেখে মনে মনে খুবই বিরক্ত হচ্ছিলাম—এখন বলে ফেললাম]

আমি—এসব দিয়ে কি হবে?

ব্রহ্মচারী—এসব দিয়ে ভিক্ষে কর্‌তে হবে; ভিক্ষের পর রুটি তৈরী করে খেতে হবে, পিপাসার জল তুলতে হবে। আপনাকে বাজার থেকে চাল, ডাল, কলা, বেগুন ইত্যাদি কিনতে দেখি। আপনাকে কিছু কর্‌তে হবে না, শুধু যা বল্‌ব তাই কর্‌বেন, দেখ্‌বেন আস্তে আস্তে অভিমান যাবে। শুধু Theory নিয়ে থাক্‌লে কাজ হবে না, Practice কর্‌তে হবে, Practical হ'তে হবে। তবেই শান্তির রাজ্যে যেতে পারবেন।

আমি—[কিছুই বললাম না, চুপচাপ ব'সে সব মনোযোগ দিয়ে শুনছি আর ভাবছি, ব্রহ্মচারীজী আমাকে mesmerise করেছেন নাকি? নতুবা তাঁর কথায় উঠছি বস্‌ছি কেন? আমার তো ব্যক্তিত্ব আছে; আমি তো সহজে কারু কথায় সায় দিই না, বা মাথা পেতে

নিই না ; আবার ভাব্‌ছি আমাকে সম্মোহিত ক'রে তাঁর লাভ কি ? আমার কাছে ২।১০ হাজার টাকা নাই যে তার লোভে তেমন করবেন। তাঁর স্ত্রীপুত্রাদিও নাই যে আমার দ্বারা তাঁদের সেবা করিয়ে নেবেন ; পয়সাকড়ি নিলেন আমার সামনে দরদস্তুর ক'রে জিনিস কিনেছেন, সুতরাং কোনও অসদুদ্দেশ্য নাই। আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আমাকে ভালবেসেছেন, তাই আমার যাতে কল্যাণ হয়, সেই জন্য এরূপ করেছেন বা করছেন—এরূপ সাত পাঁচ ভাব্‌ছি এমন সময়ে ঘণ্টাধ্বনি কানে গেল ; দেখলাম সাধুরা ও ভিখারীরা যে দিক্ থেকে ঐ ঘণ্টাধ্বনি আস্‌ছিল, সে দিকে ছুটে যাচ্ছে। "বর্দ্ধমানের মহারাজের সদাব্রত, ৺লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির হতে প্রার্থীদের আটা, ঘি, ডাল, লবণ, লঙ্কা দেওয়া হয়—সেইখানেই যাচ্ছে" ব্রহ্মচারী ব'ললেন। আমাকেও ওদের পিছু পিছু যেতে বল্‌লেন। মনে মনে ইতস্ততঃ করছিলাম কিন্তু পয়সাও প্রায় সব খরচ ক'রে দিয়েছেন, কলকাতায় ফেরার ভাড়াবাদে সামান্য—কয় আনা আছে ; এখন খেতে হবে তো ! অগত্যা আমিও শুধু হাতে চল্‌লাম।

ব্রহ্মচারীজী—শুধু হাতে যাচ্ছেন যে ? যাচ্ছেন ভিক্ষে করতে, ভিক্ষে দিলে নেবেন কিসে ? শুধু ভাঁড়ও চাটুটা এখানে রেখে আর সব নিয়ে যান।

আমি—ওগুলো নিয়ে গিয়ে কি করবো ?

[আমার অজ্ঞতায় ব্রহ্মচারীজী বিরক্ত হয়েছেন, ভাষায় বোঝা গেল, বললেন]

ব্রহ্মচারীজী—আপনাকে কিছুই কর্‌তে হবে না ; চাইতেও হবে না ; কেহ গালিগালাজও করবে না ; সেখানে গিয়ে দেখবেন—সাধুরা কি করছেন ; আপনি শুধু কষ্ট ক'রে সেই টুকুই করবেন।

আমি—অগত্যা বাটী, কৌটা, ঝোলা নিয়ে সাধুদের পিছু পিছু গিয়ে ৺লক্ষ্মীনারায়ণের চত্বরে পেঁছুলাম। দেখলাম বহু প্রার্থী ; চত্বর ভরে গেছে। আগে ভাগে নিবার জন্য সকলে ভিড় করছে, যেন ফুরিয়ে যাবে, ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না ; আমি চুপচাপ

একপাশে দাঁড়িয়ে আছি, নড়ছিও না, চাইছিও না ; সকলে যখন আটা, অড়হর ডাল, লঙ্কা, সৈন্ধবলবণ ও ঘি নিয়ে চলে গেল তখন ম্যানেজারবাবুর নজর পড়ল আমার দিকে। বললেন, "কেঁউ আপ্ নাহি লিয়া"। তবুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি—দেখে চাঁন্দৌসী গমের আটা আধসের (বোধ হয় আমার হিন্দুস্থানী শরীর ভেবেছিলেন এবং সেই জন্যই হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন) অড়হর ডাল এক কৌটো, লঙ্কা, সৈন্ধব লবণ ও প্রায় একছটাক ঘি অর্থাৎ পুরো একটা সিধে দিতে বললেন। আমি কিছু না ব'লে ওগুলি নিয়ে চুপচাপ ব্রহ্মচারীজীর আস্তানায় এলাম।

ব্রহ্মচারী—ভিক্ষে করলেন ? কেউ কি গালিগালাজ দিল ? যারা পেট্ কোবাস্তে ভেক না ধ'রে সাধনভজনের সুবিধার জন্য ভেক্, নেয়, তাদের ভগবান্ সব জুটিয়ে দেন্, তাদের গড়েপিটে নিয়ে নিজের ক'রে নেন। ভগবানের নাম নেবেন, তাঁর কৃপার কথা ভাববেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ; এখন ডেরায় যান।

ভাঁড় ও চাটু নিয়ে চলে এলাম। তিন দিন আর কোথায়ও যাইনি, বাজারেও না। শুধু মাত্র স্নান করায় সময়ে ৺গঙ্গায় গিয়েছি' আর রুটি তৈরী ক'রে খাবার সময় বাদে সব সময়ে জপ করতে চেষ্টা করেছি। এখন ভাণ্ডারশূন্য। অন্নচিন্তা চমৎকারা। ওখানে বর্ধমানের মহারাজের সদাব্রতে বিকালেই অভুক্তদের আটা দেওয়া হয় ; পয়সা হাতে নাই গাড়ীভাড়া ভিন্ন। পয়সা যে কটা আছে, তা ব্রহ্মচারীজীর কাছে ; অগত্যা চতুর্থদিনে ঘণ্টা বাজার সময়ের পূর্বেই বাসা থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে গেলাম। ব্রহ্মচারীজীকে কুটীরে দেখ্‌তে না পেয়ে অগত্যা ঘণ্টা বাজার শব্দে সদাব্রতের দিকে পা বাড়ালাম। আজ ম্যানেজারবাবু বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু কিছু বলছেন না, আটা প্রভৃতিও দিচ্ছেন না ; মন চঞ্চল হয়েছে, রাত্রিতে খাবার নাই, পয়সাও ব্রহ্মচারীজীর কাছে, "যদি সদাব্রতে কিছু না দেয় কি হবে" ? সকলে চলে গেছে, মাত্র আমি আছি। এবার ম্যানেজারবাবু কাছে এলেন "নমো নারায়ণায়" জানালেন। হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি

বললাম আমার বাঙ্গালী শরীর, হিন্দুস্থানী শরীর নয়।

ম্যানেজারবাবু—আপনার চেহারাখানি হিন্দুস্থানীদের মত, এখানে সদাব্রতে বহু হিন্দুস্থানী সাধুজীও আসেন ; তাই সেদিন হিন্দীতে প্রশ্ন করেছিলাম, আজও হিন্দীতে প্রশ্ন করেছি। 'তা বেশ' ব'লে আমার নাম, আমাদের আশ্রম, গুরুস্থান, বয়স, কতদিন সাধু হয়েছি—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং আমিও যেগুলির উত্তর দেওয়া উচিত মনে করলাম, তার যথাযথ উত্তর দিলাম ; বাকি গুলির উত্তর না দিয়ে ব'ললাম "ওগুলি সাধুদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে নাই। পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করলে—তার পূর্ব পূর্ব কথা এসে পড়ে ; পূর্ব সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, মন চঞ্চল হয় বা সেই সব মনে পড়ায় সহজে তা থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না, সাধুদের সাধনার ক্ষতি করা হয় ; সুতরাং ওগুলি জানতে চাইবেন না।" তিনি বোধ হয় যুক্তির সারবত্তা বুঝলেন, জানবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করলেন না। খুব শ্রদ্ধা ভরে "নমো নারায়ণায়,' জানালেন। এবার সেদিনকার থেকে আরও বেশী আটা, ডাল, ঘি, প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা করলেন।

আমি—এত দেওয়াচ্ছেন কেন, সেদিন যা দিয়েছিলেন তাতে তিন দিন চলে গেছে, এতো আমার দশ দিনের খোরাক ; বিরক্ত সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর পক্ষে সঞ্চয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অত দেবেন না, আমি অত নিয়ে যাব না।"

ম্যানেজার—সাধুরা এসে কেউ ১০ সের, কেহ বা ১৫ সের আটা চান, এবং সেই পরিমাণে ডাল লঙ্কাদিও, না পেলে ক্ষুণ্ণ হন, পীড়াপীড়িও করেন। কখন কখন মনে মনে শাপাশাপি করেন মনে হয়, আর আপনি এই সামান্য পাঁচ পোয়া আটা নিতে নারাজ হচ্ছেন কেন ?

আমি আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিতে শ্রীগুরুদেবের নিষেধ আছে। আমি নিতে পারি না। আপনি পীড়াপীড়ি করবেন না, আপনি আমার সাধনপথের কণ্টক না হয়ে আমার ধর্মপথের সহায় হোন। আমার ব্রত প্রয়োজনানুরূপ নেব, তার অতিরিক্ত নেব না ; পয়সা থাকতে ভিক্ষে করবো না। আমার কাছে সামান্য কিছু পয়সা

ছিল, তাই দিয়ে বাজারাদি কর্তাম, একজন ব্রহ্মচারীজী ভিক্ষে না করলে অভিমান যায় না; আমার অভিমান নষ্ট করাবার জন্য এবং আমাকে ভিক্ষে করাবার জন্য সে পয়সাগুলি নিয়ে নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দেখাও হল না, তাই আজ আবার এসেছি।" তিনি কি ভাবলেন জানি না, তবে আমার প্রার্থনা মত আটাদি দিলেন, তাও আমার তিন দিনের খাবার। তিন দিন বাজারে যাইনি, শুধু স্নান কর্তে ৺গঙ্গায় গিয়েছি, রুটি তৈরী করে খেয়েছি, আর সব সময়ে জপ করেছি, আসন ছেড়ে উঠ্তে আদৌ ইচ্ছা হয়নি, নিত্যকার শৌচাদি যেটুকু না কর্লে নয়, তাই করেছি।"

[নতুন অভিজ্ঞতা]

আজ ৪ দিন কোথায়ও বেরুইনি, একয়দিন রুটি খেয়েছি, আজ ভাত খাবার ইচ্ছা হয়েছে (ভেতো বাঙ্গালী শরীর কিনা!) ভাবছি ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে দেখা হ'লে চাল ডাল এর কথা বল্ব। বাজারে যাবার পথেই ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে দেখা। দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে একয়দিন কোথায় ছিলাম, কি কর্ছিলাম, কি খেয়েছি, কেন আসিনি, কেন দেখা করিনি প্রভৃতি নানা প্রশ্ন কর্লেন। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বল্লাম আজ রসদ ফুরিয়েছে, তাই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

ব্রহ্মচারী—আজ চা'ল ভিক্ষায় যান।

(আমাকে ইতস্ততঃ কর্তে দেখে বল্লেন) আপনাকে কিছুই কর্তে হবে না, বা চাইতে হবে না। শুধু যেয়ে দাঁড়ালেই প্রয়োজনানুরূপ চাল্, ডাল, ঘি, লবণ, লঙ্কা, আলু প্রভৃতি পাবেন। দেখবেন কত সাধু সন্ত আস্ছেন, ভিখিরীরাও আসেন,—সকলেই পায়; কেহ বিমুখ হন না। ঐ দোকানের মালিক এক সময়ে সাধনভজনের জন্য হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করেন, শেষে সুভিক্ষার অভাবে সাধনভজনের বিশেষ ব্যাঘাত হওয়ায় ফিরে এসে ব্যবসায় কর্ছেন, বলেন—"আমার তো কিছু এ জন্মে হ'ল না যদি কারু কিছু সাধনার সহায়তা কর্তে পারি, তা হ'লে সাধু মহাত্মদের আশীর্বাদে জন্মান্তরে

নিশ্চয়ই কিছু হবে"। তাই সাধুরা ভিক্ষা চাইলে বিমুখ হন না। তাছাড়াও ৺গঙ্গার ধারে ৫০ খানি কুটিয়া বানাইয়া রেখেছেন, সাধুদের নির্ব্বিঘ্নে সাধন করবার জন্য। দোকানে যাবার পথের নির্দ্দেশ দিলেন এবং আমিও চলতে চলতে যতই তাঁর দোকানের সমীপবর্ত্তী হচ্ছিলাম, দেখছিলাম, সকলে হাসিমুখে ফিরছে, দোকানদার সম্বন্ধে নানা কথাও বলছে। কিছু পয়সা ব্রহ্মচারীজীর কাছে থাকলেও চাইতে বাধল; ভাবলামও শেষ পর্য্যন্ত কি করেন দেখতে হবে। দোকানের সামনে অন্যান্যের সাথে দাঁড়াতেই দোকাদের মালিক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কত চাল-ডাল চাই।

আমি—আধপোয়া চাল ও সামান্য কিছু ডাল হলেই হবে।

দোকান-মালিক—বসুন। ব'লে অন্য দিকে মন দিলেন।

দেখলাম—ভাস্করানন্দ স্বামীজীর আশ্রমের এক মহারাজ এলেন—বললেন ১০সের চালও ২॥০ সের ডাল দিন। দেখলাম—দোকানের মালিক বিনা প্রশ্নে তাহাই দিবার ব্যবস্থা করলেন ; শুধু তাই নয়, তার উপর আলু ৫ সের, লবণ, লঙ্কা ও ঘি দিতে বললেন, প্রায় ৩০ জনের উপযোগী। এরূপভাবেই যাঁরাই আসছেন প্রার্থী হয়ে, কারু প্রার্থনা পূর্ণ হতে দেরী হচ্ছে না। দোকানের মালিকের বিরক্তি নাই, দিয়েই আনন্দ, দিতে পারাতেই খুসী। বৈশাখমাস, এসেছি ৯টায় এখন প্রায় ১০॥০, সকলকে দিচ্ছেন, আমার দিকে তাকাচ্ছেনও না, দিচ্ছেনও না, মনে মনে চলে আসব আবছি—এমন সময়ে দোকানদার যেন ফুরসুৎ পেলেন, আমার দিকে তাকিয়ে –

দোকানদার—মহারাজ! আপনার আশ্রম কোথায়? কতদিন সন্ন্যাসী হয়েছেন, আপনার শ্রীগুরুদেবের নাম কি? তিনি কি এখন এই শরীরে আছেন, এই বয়সে এত অল্প আহারে শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে যে, শরীর দুর্বল হলে সাধন করবেন, কি করে? জানেন তো "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"। আরও বেশী খাওয়া দরকার,—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করলেন, সদুপদেশও দিলেন।

আমি—আমার শ্রীগুরুদেবের আশ্রম কলিকাতা (গড়পার) ২কি,

রামমোহন রায় রোডে, মঠের নাম শ্রীশ্রীনগেন্দ্রমঠ। আমার ঠাকুর এখনও এই শরীরে আছেন, তাঁর শরীর ৬০।৬১ বৎসরের হবে। যা' খাই, তাই যথেষ্ট; আর প্রয়োজন হয় না। এসেছি সাধন ভজন কর্‌বার জন্য, চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় পাবার আশা করলে তো এ পথ ছেড়ে চাকৃরি বাকৃরি কর্‌তে হবে। "কথায় কথা বাড়ে ভোজনে বাড়ে পেট", সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে, তখন আর সামলান যাবে না; আর ওসব জিনিস তো নিত্য নিত্য কেহ দেবেন না, তখন কোথায় ভাল ভাণ্ডারা হবে, কোথায় গেলে ভাল ভিক্ষে পাওয়া যাবে—সেই দিকে মন পড়ে থাকবে, সাধন-ভজন উবে যাবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি কৃপা ক'রে আমাকে লোভ মোহ থেকে মুক্ত রাখেন, যখন যা জোটান তখন তাইই তাঁর কৃপার দান, তখন তাইই আমার প্রাপ্য, তার বেশী আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়—ভাবতে পারি, তাঁর বিধান যেন সদা সর্বদা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারি, বল্‌তে বল্‌তে গলা ধ'রে এসেছিল, চোখ দিয়ে জলও গড়িয়েছিল—আমি জানতেও পারিনি। দোকানদার আর প্রশ্ন না ক'রে প্রায় আধসের সরু চাল, অড়হর ডাল, ঘি, আলু, লবণ, লঙ্কা দিবার ব্যবস্থা করলেন।

আমি—অত চাই না; এত আমি নেব না, শেষ পর্যন্ত আমার প্রার্থনা মত সিধে দিবার ব্যবস্থা করলেন।

[ফেরার পথে]

দেখি ব্রহ্মচারীজী তাঁর ঘরের দরজায় ব'সে পথের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে দেখেই ডেকে নিয়ে বসালেন এবং এত বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; সব আদ্যোপান্ত শুনে বললেন— এই ব্যবসায়ী মহাত্মা লোক। কত নিরন্নকে অন্ন দিচ্ছেন, কত সাধনপ্রয়াসীর সাধ্য মত সাধনের অনুকূলতা করছেন; আমি প্রায় ১৫ বৎসর ঐরূপ দেখছি। দিনে ৫।৬ মণ চাল দিবার ব্যবস্থা আছে। নিত্য ৺গঙ্গাস্নান ক'রে এসে ৩।৩।০ ঘণ্টা বসেন এবং তাঁর সামনে তাঁর নির্দেশে কর্মচারীরা প্রার্থীদের প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি দেন। অন্য সময়ে নির্জনে গৃহে একাকী

থাকেন, বিবাহ করেন নি, একান্তে জপ-ধ্যান নিয়ে দিন কাটান। ধন্য প্রভু! ধন্য তোমার লীলা; তুমিই ভিখিরী, তুমিই দাতা; আপনি আচরণ করে সকলকে শেখাও। আমাকে পথে এনে পথিক ক'রে পাথেয় দিয়ে আমার ঝোলা ভরে দিচ্ছ। তোমার করুণা না পেলে কি অজানা, অচেনা পথে এসে এমনিভাবে পথ চল্‌তে পারতাম?"

[নিতাইচাঁদের শ্বশুরবাড়ী]

'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে চ'লে আস্‌ছি। ব্রহ্মচারীজী বললেন—প্রভু নিত্যানন্দের শ্বশুরবাড়ীতে কোনও দিন প্রসাদ পেয়েছেন? আপনি যেখানে আছেন, ঐটাইতো প্রভু নিত্যানন্দের শ্বশুরবাড়ী। ওখানেই পঞ্চতত্ত্বের সেবা হয়। ঐ যে বড় ভাঙ্গা মন্দিরটা দেখছেন, ঐটি নিতাই-চাঁদের মন্দির, আর বাজার দিকে আস্‌বার পথে যে বাঁধান তেঁতুল গাছ দেখেছেন, গৌরনিতাই শান্তিপুর থেকে এসে ৺গঙ্গাপার হ'য়ে ঐ তেঁতুল তলাতেই বসেছিলেন, তাই ভক্তেরা ওটি বাঁধিয়ে রেখেছেন।

আমি—কই নাতো? ওখানে পঞ্চতত্ত্বের সেবা আছে, তাতো জানিনা। পাঁচিলের বাইরে দিয়ে রোজ ইন্দারায় জল তুল্‌তে যাই, কোনও দিন তো ভিতরে ঢুকিনি, ভক্তদেরও তো যাতায়াত ক'রতে দেখি না; ওঁরা তো আমাকে কোনও দিন প্রসাদ দেননি বা প্রসাদ পেতে বলেন নি?

ব্রহ্মচারীজী—সেবাইতরা চালান। সেবার জন্য দেবোত্তর-ব্রহ্মোত্তর আছে। তা ছাড়া ভক্তেরা মাঝে মাঝে এসে কিছু কিছু প্রণামী দেন, তাতেই সেবা হয়। নিতাইচাঁদের জন্মোৎসবের সময় ভিড় হয়। আপনি ওদিকের ঘরে থাকেন, আর আপনার জপ-পূজো-স্তবাদি নিয়ে থাকেন। আপনি যখন মধ্যাহ্নে জল তুলতে যান, তখন বৈশাখের এই দারুণ রৌদ্রে আর কাদের যাতায়াত কর্‌তে দেখবেন? যাক্‌, ওখানে কাউকে যেচে প্রসাদ দেয় না বা কাউকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ায় না। ওখানে প্রসাদ পেতে হ'লে আগের দিন সন্ধ্যায় ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে প্রসাদ পাবার কথা ব'লে রাখতে হয়, নতুবা প্রসাদ পাওয়া যায়

না। ভোগের পরিমাণ বাঁধা আছে; ভোগ লাগিয়ে সেবাইতরা ও সেবকরা প্রসাদ পান এবং উদ্বৃত্তটুকু অন্যদের দিবার ব্যবস্থা আছে। আগের দিন ব'ললে পরে, পরের দিন ব্যবস্থা হয়। বোকা সাধু, পথে বেরিয়ে ভিক্ষে না কর্‌লে ভিখ্ মেলে? কাল ওখানে প্রসাদ পাবেন, আজই ম্যানেজারবাবুকে বলে রাখ্‌বেন। ওখানে ব'লে রাখ্‌লে এ কয়দিন রোজই ওখানেই প্রসাদ পেতে পার্‌তেন।

[রামভক্ত হনুমান]

রান্না শেষ ক'রে রেখে আসনে ব'সে জপ কর্‌ছি; বৈশাখ মাস, দারুণ রৌদ্রের তাপ, বাহিরে রোদের দিকে তাকান যায় না, যে ঘরে থাকবার স্থান পেয়েছি, সেটি দোতলা, নীচে নাম্‌বার দিকে দেওয়াল ও দরজা আছে, আর তিন দিকে জানালা বা দরজা নাই; ভেঙ্গে গেছে বা কেউ খুলে নিয়ে গেছে; যে পাশ দিয়ে নীচে নাম্‌তে হয় সেখানে একখানি ভাল ঘর, সেখানে সন্ধ্যায় গানবাজনার আড্ডা বসে কোন কোন দিন। দক্ষিণ পাশে খোলা দরজার কাছে একটা বিরাট লিচু গাছ, প্রচুর লিচু ফলেছে। চোখ বুঁজে জপ কর্‌ছি, হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল, চোখ চাইতেই দেখলাম বিরাট্ একটা হনুমান গাছে লিচু খাচ্ছে; কি খেয়াল হ'ল, জপ ছেড়ে আমি জোরে জোরে "জয় রাম সীতারাম, হরেকৃষ্ণ হরে রাম" গাইতে লাগলাম চোখ বুঁজে; ভয় হচ্ছিল যদি আঁচড়ে কামড়ে দেয়; আবার ভাবলাম, আমিতো তার কোনও ক্ষতি করিনি; আমাকে কাম্‌ড়াবে কেন? হঠাৎ ঝপাৎ ক'রে শব্দ হ'তে চোখ মেলে দেখি হনুমানটি ঘরের ভাঙ্গা দরজায় এসে বসেছে। খুব ভয় হল; ভয়ে নামও বন্ধ হল; আর হনুমানটি একটি শব্দ করে আবার লিচু গাছে চড়্‌ল। রামভক্ত হনুমানটি বোধ হয় নাম শুন্‌তেই এসেছিল, নাম বন্ধ কর্‌তেই আমাকে ধিক্‌কার দিয়ে চলে গেল।

[মৌন না থাকার ফল]

ব্রহ্মচারীজীর নির্দেশ মত সন্ধ্যাবেলায় ম্যানেজারবাবুকে বলায়

পরের দিন প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা হল। ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হ'ল ও তিনি বললেন "ভাঙ্গা ঘরে থাকেন, তাওতো পড়ে থাকে; যতদিন ইচ্ছা এখানে থেকে সাধন ভজন করুন"। কিন্তু প্রসাদ পাওয়াই কাল হ'ল। স্থানটি খুব ভাল লেগেছিল, নিত্য ৺গঙ্গাস্নান করি, তারপর এক নাগাড়ে জপ আরাধনা করি; কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই। ভিক্ষের অসুবিধা নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজের সদাব্রতে রাত্রের জন্য আটা ডাল প্রভৃতি এবং দিনের আহারের জন্য বদান্য সাধুসেবী দোকানদারের দোকানে অযাচিত চাল ডাল আলু প্রভৃতি পাওয়া যায়; কাঠও কিন্‌তে হয় না; চারদিকে গাছপালার শুক্‌না ডালপালা এখানে সেখানে প'ড়ে থাকে, যাতায়াতের পথে কুড়িয়ে আন্‌লেই কাজ চলে যায়। কিছু দিন থেকে একটা মনোমত জায়গা ঠিক ক'রে 'কলকাতায় যাব। কালই কলকাতায় বাবাকে চিঠি লিখ্‌ব। আজ ফিরব কাল ফির্‌ব ক'রে চিঠি লেখা হয় নি, তিনি নিশ্চয়ই খুব চিন্তিত হ'য়েছেন। কিন্তু Man proposes but God disposes'—দৈবের লিখন অন্যরূপ। আজ প্রসাদ্‌ পেলাম। কিন্তু মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল; এমন জিনিস, এমন চালের ভাত সেবাইতরা বা সেবকরা ঠাকুর সেবায় দিতে পারেন! ভাবতে বড় কষ্ট হ'ল। শুনেছি সর্বাপেক্ষা ভাল জিনিস ৺ঠাকুরকে দিতে হয়, মলিন পঙ্কিল মনে তাঁকে ডাকাও যায় না। কিংবা আমারই ভুল ৺ঠাকুরদের সেবায় উত্তম উত্তম বস্তুই দেওয়া হয় এবং সেবাইত বা সেবকগণ সেই প্রসাদ পান, মাদৃশ প্রসাদপ্রার্থী বহিরাগতদের জন্য আলাদা করে চাল ডাল রান্না হয়। ডাটার তরকারী, তাও মনে হ'ল চাষীরা বাজার শেষে যা ফেলে গেছে, তাই কুড়িয়ে এনে রান্না হয়েছে; আর ডাল? কড়াই এর ডাল, তাতে ফেন মেশান; আর প্রসাদী অন্ন ব'লে যা পেয়েছি, তা বোলতার ডিমের মত মোটা কাল কাল। যাহা হোক প্রসাদ পেয়ে ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ঘটটা নিয়ে এসে দড়ি দিয়ে ইন্দেরা থেকে জল তুলে ছায়ায় বসে আছি। বেলা ২টা ২৷৹ টা হবে। এমন সময়ে ৺পঞ্চতত্ত্বের পূজারী বা ভোগরান্নাকারী আস্তে আস্তে আমার পাশে এসে বসে বল্‌লেন "মহারাজ! আমরা

৺ঠাকুরের সেবা পূজো কর্‌ছি, তবুও আমাদের দুঃখ ঘোচে না কেন ? ঠাকুরদের ভোগের ব্যবস্থা (যা' পেয়েছিলাম প্রসাদ ব'লে) দেখে মন খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। মঠে দেখেছি, ঠাকুরকে ভোগ দিতে—'শুধু দুটো ভাত, একটু আলু বা কাঁচা কলা সিদ্ধ একটু ডাল দিয়ে; প্রসাদও অপূর্ব, সামান্যতেই মন ভ'রে যায়; চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়ের কামনাই জাগে না। আর নিতাইচাঁদের শ্বশুরবাড়ীতে পঞ্চতত্ত্বের ভোগের প্রসাদ !

আমি—তাঁর আশা ক'রে, তাঁর সেবা কর্‌লে দুঃখকে বরণ কর্‌তে হয়। তাঁর কথা "যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ। তবু যে না ছাড়ে আশ তার হই দাসের দাস।" সে সেবায় থাকে আত্মোৎসর্গ; সর্বস্ব দিয়ে তাঁর সেবা করতে হয়। ৺ঠাকুরের সেবায় সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা ভাল জিনিস দিতে হয়। আপনারা তো ঠাকুরের সেবা করছেন না, ঠাকুরকে সাবাড়্ কর্‌ছেন। ঠাকুরের সেবা কর্‌তে হয় আত্মবৎ। তা না কর্‌লে কি ঐহিক বা পারত্রিক কল্যাণ হয় ?

পূজারী—কেন ? আমরা সাবাড়্ কর্‌লাম কি ক'রে ?

আমি—"আজ আমিতো প্রসাদ পেয়েছি। ঐরূপ জিনিস কি কেউ ৺ঠাকুরের ভোগে দেয় ? আমিও বাজারে যাই। যা কেউ কেনে না, চাষীরা খদ্দের অভাবে আবার বোঝা মাথায় ক'রে ফিরিয়ে না নিয়ে ফেলে যায়, তাইতো এনে ঠাকুরকে দিয়েছেন।"

দেখলাম পূজোরীর মুখ খুব গম্ভীর; ক্রোধে ফেটে পড়েছেন; কিন্তু সাধুবেশধারী ব'লে হয়ত কিছু বললেন না। ধীরে ধীরে যে পথে এসেছিলেন, সেই পথেই চলে গেলেন। আমিও দড়ি ও জলপূর্ণ ঘট নিয়ে এসে রেখে আবার জপে বস্‌লাম; বেলা ৩। টা হবে।

সন্ধ্যা হয় হয়, ম্যানেজারবাবুর কাছে আমার ডাক্ পড়্‌ল। প্রমাদ গণ্‌লাম। কেন না ২।৩ দিন আগে এক যুবককে খাজনাবন্ধের আন্দোলনের জন্য ধ'রে এনে জুতো দিয়ে মেরেছিলেন আর বলেছিলেন "এখন তোর কংগ্রেসবাবা রক্ষা করুক, বেটা বরাকে সরা জ্ঞান

করেছিস্।” পরক্ষণে কিন্তু বিপরীত ঘটেছিল। যুবকের তিন কুলে কেহই ছিল না, সে বেপরোয়া; তাই দুর্ব্বল মুখসর্ব্বস্ব ম্যানেজারের হাত থেকে জুতো কেড়ে নিয়ে দমাদম ৪।৫ ঘা মেরে আমারই ঘরের পাশ দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে পালিয়ে গিয়েছিল। যাহা হউক, আমাকে ধমক্ ধামক্ দিলেন না; হয়তো বেশের গুণে এবং এ কয়দিন শান্তশিষ্ট ও জপধ্যান-পরায়ণ দেখেছেন বলে; গৃহস্থ তো? ছেলে পিলে নিয়ে বাস করেন, সাধুকে কিছু বললে শাপমুন্যি দিতে পারে, তাতে ক্ষতি হয় ভেবে বোধ হয় নিরস্ত থাক্‌লেন।

ম্যানেজারবাবু—মহারাজ! আপনি অনেক দিন আছেন। এত দিন কেহ থাক্‌তে পারেন না; আর একজন ব্রহ্মচারী এসেছেন—তাঁকে থাক্‌তে দিতে হবে, আপনি কবে যাবেন। বুঝ্‌লাম বিকালের কথাবার্ত্তার পরিণাম; নচেৎ কয়দিন আগেই আমাকে ওখানে থেকে সাধনভজন করতে বলেছিলেন এবং একজন অবাঙ্গালী সাধু কয়বৎসর ধ'রে, ওপাশে একটা একতলা ঘরে আছেন। তিনি বর্ষাকালের জন্য শুকনো কাঠ-সংগ্রহ ক'রে বিরাট গাদা করেছেন, তাও দেখেছি, কিন্তু তাঁকে কেবল ঘুরে বেড়াতে দেখি, সাধনভজনে নিষ্ঠাবান্ দেখি না, একদিন বেলায় প্রসাদ পেতে দেখে ব'লেছিলেন "এত বেলায় প্রসাদ পাই কেন? আমি বলেছিলাম্—"আমার গুরুমহারাজকে যে সময় প্রসাদ পেতে দেখেছি, তা উত্তীর্ণ না হলে প্রসাদ পেতে ইচ্ছাই হয় না।" তিনি বলেছিলেন—ঐ সব নিয়ম রাখলে কি চলে? পথে বেরুলে কখন কোন্ সময়ে আহার জুট্‌বে, তার কি ঠিক আছে? ঐ সব নিয়ম পালন করতে গেলে, বেঘোরে প্রাণ যাবে। এখন নতুন নতুন এসেছেন, এখানে সুযোগ পাচ্ছেন, তাই চালাচ্ছেন।" আমি—"যত দিন চলে চলুক্, কবে ঘর ভাঙ্গবে, তাই ভেবে আগে থেকেই বাহিরে বাস করা কি উচিত? শুনেছিতো "ধর্ম্মো রক্ষিতো রক্ষতি"—ধর্ম্মকে রাখ্‌লে ধর্ম্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন। আর গীতায়ও আছে "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। গুরু তো ভগবানই; তিনিই তো আমাকে চালিয়ে নেবেন। আমার কাজ তো তাঁকে ডাকা, সেটা

করতে পারলেই আমার কাজ শেষ। তাঁর কাজ তিনি না করলে তাঁর অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক রট্‌বে ; সেটা তিনি চান না, সেইজন্য ভক্তকে কৃপা করবার জন্য তিনি সর্বদা ব্যস্ত ; সেই অবাঙ্গালী ব্রহ্মচারী আর কিছু বলেননি। তাঁকে সরিয়ে না দিয়ে মাত্র ১০।১২ দিন আমি আছি আমাকেই যেতে বলবেন কেন ?

মন আর একদণ্ডও ওখানে থাকতে চাইল না, কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত ; রাত্রিতে অন্যত্র যাওয়াও অসম্ভব ; কিছু পয়সাও ব্রহ্মচারীজীর কাছে ছিল, সেটা নেওয়া দরকার। [মঠে বাবার কাছে খরচের হিসাব দেওয়ার তো দরকার ; তিনি টাকা দিয়েছিলেন।] যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করাও উচিত ; যিনি অযাচিতভাবে এতখানি উপকার করেছেন। পরদিন একাদশী, নিরম্বু উপবাস করি। বৈশাখের দারুণ রৌদ্র, উপবাস ক'রে পথ চলায় বিপত্তি ঘট্‌তে পারে—ইত্যাদি ৭।৫ ভেবে আমি বললাম—"আগামী কাল একাদশী ; কাল আর যাব না ; কাল দিনটা থাক্‌ব, পরশু দিন সকালে চলে যাব। আপনাদের এখানে এসে এ কয়দিন আমার সাধনভজন বেশ চল্‌ছিল ; এতদিন যে থাক্‌তে দিয়েছেন দয়া ক'রে সেজন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।"

[ব্রহ্মচারীজীর প্রতিক্রিয়া]

পরদিন সময়মত ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে দেখা ক'রে সব বল্‌লাম। তিনি হাসলেন, বললেন—"জগতের এখন বড় দুর্দ্দিন। সত্যকথা, উচিত কথা প্রাণখুলে বল্‌বার যো নেই, যদি বলেছেন তো বিপদে পড়েছেন। এখন কেবল লোকের মন জুগিয়ে কথা বলার দিন ; কোনও আশ্রমীর পক্ষে সত্যের অপলাপ করা উচিত নয় ; কুটিলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় ; সরল সত্যের পথে চলা উচিত। ত্যাগী, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের তো কথাই নাই ; তাঁরা যা সত্য ব'লে বুঝ্‌বেন, অকপটে তা বলবেন ; বলাই উচিত। তাঁরাই এখন সমাজের আদর্শ শিক্ষক ; আগে এ কাজ ছিল ব্রাহ্মণের। ঐজন্য বলা হ'তো "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" কিন্তু এখন কলিকাল, কলির ব্রাহ্মণ পতিত হয়েছে ; তাঁরা সংযম-সাধনা হারিয়েছেন, কামনা-বাসনা, এষণায় জড়িয়ে পড়েছেন ; দেহাত্মবুদ্ধি

এত প্রবল হয়েছে যে দেহাতিরিক্ত অজয়, শাশ্বত ভূমা, আত্মা আছে, আত্মার নাশ নাই ; সে কেবল পান্থশালায় পথিকের থাকার আড্ডার মত এক একটা দেহ-ঘরে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। তাতে থাক্‌তে থাক্‌তে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য সঞ্চয় ক'রে অখণ্ডের পথে অনন্ত দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাকে চল্‌তে হবে, যতদিন না স্বীয় ঘরে ফিরে যাচ্ছে—তা ভুলে গিয়েছে, ঐহিক সর্বস্ব হয়েছে"। কাল চ'লে আস্‌ব বলায় বাকি পয়সাগুলি To the pie' ফিরিয়ে দিলেন। বল্‌লেন হাঁটা পথে ৺গঙ্গার ধার দিয়ে যাবেন ; পথে গুপ্তি পাড়ায় ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির, বলাগড়ের ঠাকুর বাড়ী ও ডুমুরদহ উত্তমাশ্রম দেখে যাবেন। ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির বহুদিনের, প্রায় ৭৫০ বছরের ; উত্তমাশ্রমও ১৩২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রায় ৬০।৬৫ বিঘে জায়গা জুড়ে ৺গঙ্গার ধারে আশ্রম ; বড় শান্ত পরিবেশ। সেখানে বহু সাধু ও ব্রহ্মচারী থাকেন। ব্রহ্মচারীজীর মুখে মৃদু হাসি। বলল্যাম—'এখানে এসে এবং আপনার সংস্পর্শে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলাম, চিরকাল মনে থাক্‌বে। এমন অভিজ্ঞতা হওয়ার দরকার ছিল বলেই বোধ হয় গুরুমহারাজ ৺গঙ্গার ধারে আশ্রম কর্‌বার জন্য ও সে জন্য জমি দেখবার জন্য পাঠিয়েছেন ; নতুবা তাঁকে যেমন নির্লিপ্ত দেখি, গুরুসেবায় (শ্রীগুরু দেবের দেহান্তেও) যেমন নিষ্ঠা দেখি, তা গুরুচরণতল ছেড়ে অন্যত্র আস্‌বেন মনে হয় না। ব্রহ্মচারীজী—" চলার পথে যার কাছ থেকে যেটুকু যে সময়ে পাবার প্রয়োজন আছে বিধির বিধানে ঠিক সেই সময়ে তাঁর কাছ থেকে তা পাওয়া যায়। সেটুকু নিতেই হবে। কর্তা তো ভগবান্‌। তিনি তো সকলের মধ্য দিয়ে কাজ কর্‌ছেন, সৃষ্ট বস্তুমাত্রই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রী। ঐটুকু আমার মাধ্যমে আপনার প্রাপ্য ছিল। চলার পথে আপনি পেয়ে গেলেন এবং তাঁর প্রেরণায় অবশের মত ক'রে গেলাম, দিতে বাধ্য হলাম। কই কত জনের সঙ্গেতো দেখা হয়, এমন হৃদ্যতাতো হয় না, এমন মিলতো হয় না।" ব্রহ্মচারী-জীর চোখে জল দেখা গেল। "নমো নারায়ণায়" জানিয়ে ডেরায় এলাম।

[মঠের পথে গুপ্তিপাড়া]

বৈশাখ মাস, আজ শুক্লদ্বাদশী তিথি। গত পরশুর ঘটনাবলী মনকে খুব ব্যথিত করেছিল। রাত্রিতে আদৌ ঘুম হয়নি; একাদশী ব'লে না খাওয়ার জন্য শরীরও ক্লান্ত ও পাতলা বোধ হচ্ছিল। ভোরে উঠে কিছু জপ ক'রে ৺গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে এলাম। পথে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করা হয়তো সম্ভব হবে না—ভেবে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সারতে বস্‌লাম এবং তন্দ্রার ভাবও এসেছিল; বেলা অনেক হয়ে গেছে প্রায় ১০টা; কিছু খেলাম। ভেবেছিলাম ব্রহ্মচারীজীর কথামত ৺গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে যাব; কিন্তু রৌদ্রের তেজ দেখে সাহস হল না। কাল্‌না থেকে গুপ্তিপাড়া ৪ মাইল পথ। ট্রেনে চেপেই গুপ্তিপাড়ায় যাব। ঐখানেই মধ্যাহ্নে ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের প্রসাদ পাব, ভাবলাম। ট্রেণের ভাড়া ৪ পয়সা। ষ্টেশনে পৌঁছুতে দেরী হলো; এবং ট্রেণ পেতেও দেরী হলো। যখন গুপ্তিপাড়ায় নামলাম তখন বেলা ১১৷৷০।১২টা হবে; একজন কাউকে গাড়ী থেকে ঐ ষ্টেশনে নামতে দেখলাম না; ষ্টেশনের আশেপাশেও কাউকে দেখ্‌লাম না যে জিজ্ঞাসা ক'রব। ৺গঙ্গা বাঁদিকে, কেন না কালনার পাশদিয়েই ৺গঙ্গাকে বইতে দেখেছি; ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বামদিক্‌ দিয়ে যেতে বললেন এবং ব্রহ্মচারীজীও ৺গঙ্গার ধার দিয়ে গেলে জায়গাগুলিতে পৌছান যাবে—বলেছিলেন। সুতরাং বামদিকের একটী সরু রাস্তা দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম। মাথার উপর বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র, পায়ের তলায় উত্তপ্ত বালুরাশি, কাঁধে আসন-কম্বল, হাতে কমণ্ডলু এবং ব্রহ্মচারীজীর কিনে দেওয়া চাটু, বাটী, চিম্‌টা, টিনের কৌটার থলে। ষ্টেশন হ'তে ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির খুব বেশীদূর নহে। কিন্তু সেদিন উপবাসক্লিষ্ট শরীরে প্রচণ্ড রৌদ্রে বোচ্‌কা-বুচ্‌কি কাঁধে নিয়ে চলার জন্য পথ যেন আর ফুরুচ্ছিল না। পথে জনমানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই; বোধ হয় প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে ভীত হ'য়ে বেলা ১১টা না বাজ্‌তে সকলে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। পথ চলছি তো চলছিই; শেষ পর্য্যন্ত একটা চৌমাথায় এসে পৌঁছে গেলাম। এবার আমি দিশেহারা—কোন্ দিকে

যাই—ভাবছি; এমন সময়ে একটা ৯।১০ বছরের সুন্দরী বালিকা আমার ডানপাশে পশ্চাদ্দিকে চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়ে বললে "ও সাধু! তুমি বুঝি ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির যাবে? ঐ সামনের রাস্তা দিয়ে যাও; কিছু দূর গেলে সামনে একটা খুব চওড়া রাস্তা পড়্‌বে। রাস্তায় উঠে বামদিকে তাকালেই ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের রথ দেখ্‌তে পাবে; ঐ রথের ডান দিকেই ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির।" ওখানে দুপুরে ভোগের পর সকলকে প্রসাদ দেয়।"

আমি অবাক্ হলাম। কই, ঐ রাস্তা দিয়েই তো এলাম, তখন কাউকে তো দেখিনি। ঐ মেয়েটী কোত্থেকে এল? আমার মনের কথা কি ক'রে জানল? বার বার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম, আর সে মৃদু মৃদু হাস্‌ছিল। তার হাসির কারণ বুঝিনি, বুঝবার চেষ্টাও করি নাই। শুধু অন্তরে ক্ষুধা ও বাহিরে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ অন্তরে বাহিরে পীড়িত করছিল; সুতরাং তার কথামত পা বাড়িয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চওড়া রাস্তায় পড়ে বাঁদিকে তাকাইতেই ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের রথ চোখে পড়লো। মন্দিরে মধ্যাহ্ন ভোগের ঘণ্টাধ্বনিও কানে গেল। ওখানে এসে নাটমন্দিরে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। খুব বেশী ক্লান্ত কিনা! দুপুর বেলা ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের দেড় মণ চালের অন্নভোগ ও ৩০ সের দুধের পায়স ভোগ এবং রাত্রিতে লুচি ও হালুয়া ভোগ হয়। ভোগের পর ঘণ্টা ধ্বনি করা হয়। গ্রামে অভুক্ত যারা. তারা এসে প্রসাদ খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, এবং মন্দিরেরকর্ম্মচারী ও সেবকরা প্রসাদ পান। মঠের মোহন্তকে গদীচ্যুত করা হয়েছে। তিনি তখন ওখানে ছিলেন না, তিনি কলকাতায় ছিলেন। তাঁকে বড় রাস্তার পাশে ৩০ বিঘা জমি দেওয়া হয়েছে। একটি কমিটী নিয়োজিত হয়েছে; তাঁরাই ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের ষ্টেট্ দেখা শুনা করেন এবং সেবা-পূজাদির ব্যবস্থা করেন। গদীচ্যুত হলেও মঠাধীশ ঐ কম্পাউণ্ডের একখানি ঘরে থাকেন। যাহা হোক, উপবাস ও পথশ্রমের পর অতি তৃপ্তির সহিত ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের প্রসাদ পেলাম। দিবাভাগে একখানি ঘরে থাকতে দিলেন; রাত্রিতে কম্পাউণ্ডের বাহিরে ক্যাম্পেরা

বাজিয়ে লাঠি সোটা ও হারিকেন নিয়ে আমাকে একখানি ঘরে রেখে আসতেন। একবার ডাকাতি হয়েছিল ব'লে সেই সময় থেকে আর কাউকে মঠের মধ্যে থাকৃতে দেওয়া হত না। যাহা হউক, কর্মচারীদের, বিশেষ করে, ম্যানেজারবাবুর ব্যবহার অতি মধুর তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্। এখানে ভাল জায়গা পেলে আমরা একটি আশ্রম করতে পারি শুনে খুবই আনন্দিত হলেন; বিনা পয়সায় একবিঘা দশকাঠা জায়গাও দিতে চাইলেন; কিন্তু সেখানে যে জঙ্গল তা পরিষ্কার ক'রে আশ্রম ক'রতে প্রচুর অর্থের দরকার হবে—মনে হল। দু'বেলাই প্রসাদ পাই, আর প্রাণভরে জপ-আরাধনা করি; বৃথা কাল কাটাই না। আমার সাধননিষ্ঠা দেখে সকলেই খুব খুশী। সব ভাল, কিন্তু রাত্রির ঐ নির্বাসন খুবই পীড়াদায়ক। কখন কখন মনে হয় আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন, আমার সুখ-সুবিধার দিকে দেখেন, এ কয়দিন আমাকে দেখেও কি এঁদের মনে হচ্ছে না-যে আমি চোর নহি। "আবার ভাবি—ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লে যেমন ভয় পায়, এঁরা ও সেই সাধুবেশধারী ডাকাতের ব্যবহারে বিশ্বাস হারিয়েছেন, আর বিশ্বাস কর্‌তে পারছেন না।"

[গুপ্তিপাড়ার মোহান্তজী]

তিন দিন কেটে গেছে, ইতোমধ্যে মোহান্ত মহারাজ কলকাতা থেকে ফিরেছেন। তাঁকে দেখে "নমো নারায়ণায়" জানালাম। অত্যন্ত চঞ্চল; বিষয়কর্মের কথা ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই; যখনই সাধনের কথা, তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি এড়িয়ে গিয়ে বিষয় কথা তোলেন। কবে সুভাষ বাবু (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু) এসেছিলেন; তিনি ঐ ৩০ বিঘে জায়গাতে Maternity Home করবেন, বললেন আমাকে একদিন সমস্ত জায়গাটা দেখিয়েও নিয়ে এলেন। একয়দিনে ম্যানেজার-বাবু ও অন্যের কাছে তাঁর গুণের কথা, চরিত্রের কথা শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হয়ে উঠেছিল মন। কালনায় থাকৃতে স্থানগুণে ও ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গগুণে এবং গুরুকৃপায় মনটা খুবই অন্তর্মুখীন হয়েছিল। প্রাম্য

কথা ভাল লাগতো না, কেবল জপ-আরাধনায় মন ডুবে থাক্‌তে চাইত, বিষয়ে প্রবল বৈরাগ্য জন্মেছিল। ব'লেই ফেল্‌লাম—সন্ন্যাসী হয়ে Maternity Home করতে যাবেন কেন্‌? তার জন্য তো সরকার আছেন, বদান্য সমাজসেবক গৃহস্থেরা আছেন; সন্ন্যাসীরা ঐ সব কর্‌লে সন্ন্যাসের মর্য্যাদা থাক্‌বে? তাছাড়া এই পাড়াগাঁ অঞ্চলে ঐ সব কর্‌তে গেলে আপনার নামে নানা কুৎসা রট্‌বে।

স্বামীজী—লোককল্যাণকর কাজ সকলে করে না। উদ্‌যোগীও হয় না, তাই এসব কাজে সন্ন্যাসীদের এগিয়ে আসতে হবে।

আমি—সন্ন্যাসীরা চতুর্থ আশ্রমী, তাঁরা বিরজাহোম ক'রে দেহেন্দ্রিয়াদি সব অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দেহাতীত-মনাতীত হন, আপাততঃ মনে মনে ব্রতের মাধ্যমে, তারপর সাধনার দ্বারা শ্রবণমনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা তা ফুটিয়ে তোলেন। সম্পূর্ণ ত্যাগের মাধ্যমে আত্মারাম হন। তাদের কি গৃহস্থধর্ম প্রতিপালনে প্রয়াস পাওয়া উচিত, তাতে ত তাঁরা পতিত হন!

স্বামীজী—অসঙ্গ আত্মার সঙ্গ ক'রে সন্ন্যাসীরাও অসঙ্গ হন, ওসব কাজ ক'রেও সন্ন্যাসীরা জনকরাজার মত নির্লিপ্ত থাকেন, তাঁদের পাতিত্য আসে না; তাঁরা নির্লিপ্তই থাকেন।

এসব কথা ভাল লাগছিল না, কেবল মনে হচ্ছিল—বলি আপনি খুবই বৈরাগী; আপনার কথা সব শুনেছি এবং Maternity Home করার উদ্দেশ্যে কি তা বুঝেছি। কিন্তু কালনার কথা মনে ক'রে চুপ ক'রে গেলাম। মনটা খুবই বিরক্ত, কতক্ষণে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাব। শেষে বলেই ফেললাম—'মহারাজ! দেরী হয়ে যাচ্ছে, এখন আসনে যাব। আপনি আমার "নমো নারায়ণায়" নিন। সত্য বলতে কি তাঁকে 'নমো নারায়ণায়' জানাবার প্রবৃত্তিও ছিল না, কিন্তু শিষ্টাচারবহির্ভূত কাজ কারু পক্ষে করা উচিত নয়। আর ব্রহ্মচারীদের তো নাইই। তাছাড়া বাবার (শ্রীগুরুদেবের) আদেশ "অন্যে ভাল হোক বা না হোক, তুমি সদাচারী, সদালাপী হবে।" তাঁকে 'নমো নারায়ণায়' জানিয়ে চ'লে এলাম। ভাবলাম—ইনি সাধু

বেশধারী, দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ; এঁর কার্য্যকলাপ সাধকোচিত নয়, ইনি ধ্যানজপাদিবিহীন', অত্যন্ত বহির্ম্মুখী ; তাঁকে সমাজের মধ্যে থাকৃতে দেওয়া উচিত নয়। তার উপর—মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ৩০ (ত্রিশ) বিঘা জমি দিয়েছেন।"

নির্ব্বাতিশয়

পূর্বেই বলেছি ম্যানেজার বাবু অতি অমায়িক লোক, ব্যবহার অতি মধুর। তিনি বলেছিলেন—যদি এখানে আর একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে খুব ভাল হবে। আশে পাশের গ্রামের লোকের যথেষ্ট উপকার হবে। মহারাজের কার্য্যকলাপে আমরা ক্ষুব্ধ হয়েই তাঁকে গদি থেকে সরিয়েছি ; আমরা একজন ভাল সাধুর সন্ধানে আছি ; আলাদা আশ্রম না ক'রে এখানেই থাকুন না ; আমরা সর্বতোভাবে আপনাকে সহায়তা করব। ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের অনেক সম্পত্তি, বার্ষিক, নীট আয় ১৩,০০০/- টাকা ; ৫২টী গাভী আছে ; লোক-কল্যাণকর অনেক কাজ হ'তে পারে ; অন্ততঃপক্ষে বর্তমান ধর্মগ্লানির যুগে কোনও আদর্শবান্, আচারনিষ্ঠ সাধকের হাতে পড়্‌লে লোকের চারিত্রিক ও আত্মিক কল্যাণ হবে।"

আমি—না, এখন আমার এখানে থাকা হবে না ; শ্রীগুরু-মহারাজের আদেশে এসে তাঁর নির্দেশ পালন না ক'রে গদীর মোহে ও প্রতিষ্ঠার লোভে এখানে থাকলে আমার ইহকাল পরকাল—দুইই নষ্ট হবে ; তাঁর কৃপাতেই আমার সাধনা। তার কৃপা থেকে বঞ্চিত হ'লে তিনি বিরক্ত হ'লে কোথায় তলিয়ে যাব, তার ঠিক আছে কি ? যেদিন তাঁর চরণে আশ্রয় পেয়েছি, সেইদিনই এদেহ ও মন তাঁর সেবার জন্য উৎসর্গ করেছি। এই যে এসেছি, এও তাঁর সেবার জন্য, তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য ; যদি সে মনকে, দেহকে তাঁর সেবায় না লাগিয়ে স্বীয় তুচ্ছ কামনার পিছনে মনকে নিয়োজিত করি, তবে দত্তাপহারী হব না কি ?

ম্যানেজারবাবু—যদি কোনও দিন ঐ আশ্রম থেকে বেরিয়ে

আসেন, আমার কথা মনে রাখবেন; আমার শরীর আর কতদিন থাক্‌বে জানি না, কিন্তু এঁরা কেউ না কেউ থাক্‌বেন, এখানেই আস্‌বেন। আপনার সাধনার সব ব্যবস্থা আমরা করে দিব।"

[রাত্রির অভিজ্ঞতা]

গুপ্তিপাড়ায় কেঁদো বাঘের ভয়; বর্ষাকালে যখন চারিদিক গাছ-পালায় ভ'রে যায়, তখন তাদের উৎপাত খুব বাড়ে! আমাকে যেখানে রাত্রিতে নির্বাসিতের জীবন কাটাতে হ'ত একটা পুকুরের ধার দিয়ে সেখানে যেতে হ'তো; বৈশাখ মাস; গাছ পালা সব কেটে সাফ্‌ করা হয়েছে; তবুও সাবধানের মার নাই—এই নীতিস্মরণ করেই ক্যানেস্তা বাজিয়ে, হ্যারিকেন জ্বেলে লাঠিসোটা নিয়ে আমাকে সেখানে রেখে আসতেন—(এ যেন "খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু। দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যাম্মহোদধৌ।") সেখানে আর কেহই থাক্‌তো না, অন্ততঃ সে সময়ে আর কেহই থাক্‌তেন না। আমাকে ভাল করে দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে থাক্‌তে বলতেন, রাত্রিতে ঘরের বাহির হ'তে নিষেধ করতেন। আমার আহার ছিল কম, অভ্যাসও ছিল দিনে একবার পায়খানা করা, আর বাবার নির্দেশে গ্রীষ্মের সময়ে রাত্রি ৩টায় সাধনে বসা। বেশ চল্‌ছিল; কিন্তু একদিন রাত্রিতে আসনে বসে বাইরে বাঘের গর্জন কানে গেল ও গায়ের গন্ধ ও নাকে এল। একথা—"আমি নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত আত্মা, জন্মজরামৃত্যু-রহিত অবিনাশী আত্মা, দেহনাশ হলেও আমার মৃত্যু হবে না বার বার শুন্‌লেও অনুভবে ফোটে নি; ও কথা মুখে কপ্‌চাই বটে, মনে মনে দেহাত্মবুদ্ধি টন্‌টনে, তাই খুব ভীত হলাম। তবে খুব ঘন ঘন জপ করতে লাগলাম; ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হলাম, তবে বিশ্বাস্‌ হ'ল, যদি এখানে কোনও প্রকারে বাঘের প্রবেশের সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে মঠের পরিচালকরা কখনও আমাকে এখানে রাখতেন না, আর তাঁদের ব্যবহারে নিষ্ঠুরতার—কোনও চিহ্নই এ পর্যন্ত দেখিনি। নিশুতি রাত; লোকের বাস অনেক দূরে; কারু সাহায্য পাবার আশা নাই,

আর বাঘের গর্জন শুনে কেহ এগিয়ে আসবেন ঐ রাত্রিতে এটাও আশা করাও দুরাশা মাত্র। সুতরাং মনকে অন্য দিকে লাগালে তা থেকে মুক্ত হতে পারি এবং 'বিপত্তৌ মধুসূদনঃ "মনে ক'রে খুব জোরে জোরে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" কীর্তন করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে ব্যাঘ্রমহারাজ চলে গেলেন। তার গায়ের গন্ধ আর নাকে আসছিল না। এখন মনে হয় বালক ধ্রুবও সাধক আর আমিও সাধক। কত তফাৎ! আমি ঘেরা ঘরের মধ্যে, তিনি কোনও ঘেরার মধ্যে ছিলেন না, ছিলেন উন্মুক্ত প্রান্তরে, নদী তীরে। সেখানে সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি কত হিংস্র জন্তু তাঁর কাছে এসেছিল, তাদের দেখে ভীত হওয়াতো দূরের কথা "পদ্মপলাশলোচন হরি এসেছ" ব'লে গলা জড়িয়ে ধ'রেছিলেন। প্রাণের ভয় তাঁর ছিল না; প্রেমের বাঁধনে সবকে বেঁধেছিলেন; সব রূপেতে তাঁর হরি ফুটে উঠেছিল আর আমি শক্ত সুনির্ম্মিত বিরাট্ ঘেরা ঘরের মধ্যে থেকেও ভীষণ ভীত হয়ে পড়লাম। সেখানে বাঘ কেন ডাকাতরাও সাবলাদি নিয়ে ভেঙ্গে প্রবেশ করতে পারে না। আশ্রমে ফিরবার জন্য সঙ্কল্প করলাম। ভাবলাম—ওঁদের স্নেহ ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট পেয়েছি, জমিও ওঁরা নিখরচায় দিতে চেয়েছেন; আর থাক্‌বো না। সকালে জপাদি সেরে ম্যানজারবাবুর সঙ্গে রাত্রির সব বৃত্তান্ত বলতে তিনি অগত্যা মঠ-কম্পাউণ্ডের মধ্যে আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা করাবেন, বল্‌লেন। কিন্তু মন সায় দিল না। স্নান করতে গেলাম, স্নান সেরে ফিরবার পথে মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে একটী গাছতলায় দু'টী রমণীকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখলাম। তাঁদের একজন কৃষ্ণবর্ণ, একজন গৌরাঙ্গী; তাঁদের দেখে একটু তফাৎ দিয়ে আসছিলাম—তখন গৌরাঙ্গী বল্‌লে সাধুবাবা চ'লে যাবে কেন, এখানেই থাকো না কেন? ৺বৃন্দাবন-চন্দ্রের প্রসাদ পাবে, আর প্রাণভরে সাধনভজন করবে। বাঘের ভয়ও থাক্‌বে না, অল্প দিনের মধ্যে মঠবাটীর মধ্যে থাক্‌বার স্থান পাবে।" আমি ত অবাক্। এঁরা জানেন কি করে? আমি বাঘের ভয়ে চলে যাচ্ছি; আমি তো কারু সঙ্গে (একমাত্র ম্যানেজারবাবু ছাড়া)

একথা বলিনি। এঁরা বিশাখা রাধারাণী না তো? কিছু বল্‌লাম না; ২।৩ বার শুধু তাঁদের দিকে তাকিয়ে "অনেকদিন এসেছি গুরুজীর আশ্রমে ফিরে যাব" ব'লে কয়েক পা এগিয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে তাঁদের দেখ্‌তে চাইলাম, কিন্তু কোথায় কে? তাঁরা অদৃশ্য। আমি অভক্ত, সাধনভজনহীন কিনা? তাই গোবিন্দের মাহাত্ম্য, তাঁর অহেতুকী কৃপার কথা বুঝ্‌তে পারলাম না। মনে হয় রাধারাণীই বালিকা-বেশে বৈশাখের দুপুরের রোদে নির্জন পথে কৃপা ক'রে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের মঠে আবার বিশাখাসহ নিজে ভবিষ্যতের সন্ধান দিলেন। আমি অজ্ঞ, আমার প্রারব্ধ অতি প্রবল; তাই তাও উপেক্ষা ক'রলাম। মঠে ফিরে এলাম। নচেৎ মঠের জোয়াল আমার ঘাড়ে পড়ে না, আর এই বার্ধক্যেও নিত্য জুতা-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কর্‌তে হয় না। হা গোবিন্দ! কবে সকল ছেড়ে তোমায় নিয়ে থাক্‌বো। এমন দিন কি আমার জীবনে হবে না যখন শয়নে-স্বপনে, ভোজনে-ভ্রমণে, উঠতে-বসতে, চল্‌তে ফিরতে তোমার মধুর বংশীধ্বনি আমার হৃদয়ে সর্বদা ধ্বনিত হবে' তোমার মহিমা সর্বদা আমার চোখে ভাস্‌বে। পদে পদে তোমার করুণা স্মরণ হবে, আর আমার দু'চোখে অঝোরে বারিধারা ঝরবে; আমার আমিত্ব ভুলে যাব ব্যুত্থানে সব তুমি-ময় দেখ্‌ব, সমাধিতে তোমাতে আত্মহারা হব।" কালনার বাজারের ব্রহ্মচারীজী কলিকাতায় ফেরার পথে বলাগড়ের ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাবার কথা বলেছিলেন. আর আমারও ইচ্ছা জেগেছিল। তাই গুপ্তিপাড়ার ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের ম্যানেজার বাবুর নিকট বিদায় নিতে গেলাম। তিনি থাকতে বললেন এবং আরও বল্‌লেন "যদি আপনারা এখানে আশ্রম করেন, তবে বহুলোকের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হবে।" বললাম "গুরু মহারাজকে বিস্তারিত সব জানাব, তারপর তাঁর ইচ্ছা হলে, হবে। আমাকে মাত্র সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিলেন।" মন্দিরে প্রণাম করলাম; বড় সুন্দর বিগ্রহ।

[গুপ্তিপাড়ার মন্দির]

প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে স্বামী রামদাস এই গুপ্তিপাড়া-মন্দির নির্মাণ

করিয়েছিলেন ; কিংবদন্তী আছে-স্বামীজী গ্রীষ্মের খরতাপে ক্লান্ত হয়ে পথের পাশে বটতলায় ইট-মাথায় দিয়ে শুয়েছিলেন ; সেই পথ দিয়েই মেয়েরা ৺গঙ্গায় যেতেন। এখন যেখানে মন্দির আছে ; তার পাশ দিয়েই ৺গঙ্গা বয়ে যেত, এখন প্রায় ৩ মাইল দূরে সরে গেছে ; স্বামীজী চোখ বুঁজে শুয়েছিলেন। গ্রামের বধূরা সাধুজীকে তেমন ভাবে শুয়ে থাক্‌তে দেখে বললেন "দেখ্‌ছিস্ দিদি ! ইনি ঘর ছেড়েছেন, সাধু হয়েছেন, তবুও এখনও বালিশ মাথায় দিয়ে শুবার সাধ যায় নি ; ইটকে বালিশের মত করে নিয়ে শুয়েছেন"। সাধু সব শুনলেন এবং ভাবলেন সত্যই তো এখনও আমার দেহের সুখের প্রতি লক্ষ্য আছে ; এখনও আরাম চাইছি ; তবে তো আর এত বৎসরেও ৺গোবিন্দকে পাবার জন্য ঐকান্তিকতা আসেনি। না ! এখন থেকে সব রকম দেহসুখ ত্যাগ করব ; এই ভেবে ইটগুলি সরিয়ে দিয়ে, সেই বট তলায়ই চোখ বুঁজে পড়ে রইলেন। ঘুম কি আর আসে ? কতচিন্তায় মন তোলপাড় হ'তে লাগল ; ইতোমধ্যে মায়েরা জল নিয়ে ফেরার পথে সাধুজীকে তদবস্থ দেখে এবং সাধুজী ঘুমিয়ে আছেন মনে ক'রে আগেকার মহিলাই বললেন "দেখ দিদি। আমরা যখন যাই, তখন সাধু ঘুমান নি। তাই আমার কথা শুনতে পেয়ে ঐ দেখ ইটগুলি সরিয়ে দিয়ে শুধু মাটিতে শুয়েছেন ; ওঁকে বিশেষ সাধু ব'লে মনে হয়েছিল, এখন দেখছি উনি এখনও নির্ব্বিকার হতে পারেন নি। বাবার কাছে শুনেছি "সুখে-দুঃখে, মানাপমানে সমান বোধ না হওয়া পর্যন্ত, লোকের সমালোচনায় কান না দিয়ে যা নিত্য সত্য ব'লে বুঝা যায় নিষ্ঠার সঙ্গে সেভাবে না দাঁড়াতে পারলে, সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তা ছাড়া সকলকে সকলে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তাই সাধুগুরুর উপদেশে নিজের পথ বেছে নিতে হয়, দৃঢ়তার সঙ্গে চলতে হয় ? তবেই সাধক কৃতকৃত্য হয় জীবনে; তাছাড়া ভগবান্ মন দেখেন, আড়ম্বর দেখেন না। মন থেকে বিষয়ত্যাগ না হ'লে, বাহিরে বৈরাগ্য দেখিয়ে কতদিন চল্‌তে পারে ; কালে সব ভেঙ্গে যায়"— এমন সব কথা বলতে বলতে চলে গেলেন। সাধুও প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য উৎকর্ণ হয়েছিলেন,

সবই শুনলেন এবং সংকল্প করেন "ঐখানেই ডেরা করবেন। যেখানে মায়েরা এমন সমালোচক, সেখানে বিপথে যাবার ভয় থাকবে না এবং রইয়ে গেলেন। সাধুজী একাধারে যোগী ও ভক্ত ছিলেন; তিনি বস্তি ধৌতি প্রভৃতি ৺গঙ্গার জলে করতেন। ৺গঙ্গার ধারে একটা গাছ তলায় থাক্‌তেন, খুব স্বল্পাহারী ছিলেন। কখনও কখন গ্রামে ভিক্ষায় যেতেন কেহ কিন্তু বিশেষ সন্ধান রাখতেন না। এখন গুপ্তিপাড়ার রায় বাবুদের ছেলে বাড়ীতে কলহের জন্য নিরুদ্দিষ্ট; খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বালক ক্ষোভে দুঃখে ভোর রাত্রিতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ৺গঙ্গার ধারের একটা নির্জন স্থান দেখে জলে নামতে যাচ্ছিল। আর সেই সময়ে সাধুজী ৺গঙ্গাতে ধৌতি করছিলেন; তিনি বালকের মনের ভাব বুঝতে পেরে বেশ শাসনের সুরে নিষেধ করলেন। বালকও সাধুজীর চেহারা ও কার্য্য দেখে আর জলে নামেনি; সাধুর কাছে কয়দিন থাকার পর সাধুর নির্দেশে বাড়ী যায়; যাবার সময় সাধুজী বালককে তাঁর কথা বলতে মানা করে দিলেন। কিন্তু ৭।৮ দিন পরে পিতামাতা হারানিধি কোলে পেয়ে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে সাধুজীর সব খবর পেয়ে যান এবং সাধুজীকে চিরতরে বেঁধে রাখবার জন্য তাঁরা ৺বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির ক'রে দেন এবং সেবার জন্য ভূমি দানও করেন। ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের বার্ষিক নীট আয় ছিল; কিন্তু পরবর্ত্তীকালের কোন মহান্তের অবিমৃশ্যকারিতায় দেনার দায়ে সম্পত্তি নীলামে উঠে এবং শোনা যায় ৺বৃন্দাবনচন্দ্রই খাজাঞ্চীর বেশে হুগলীর কোর্টে টাকা আমানত দিয়ে নিজ সেবা বজায় রাখেন। কিন্তু এমন পরিবেশ, ঠাকুরের এমন মোহনমূর্তি, ম্যানেজার বাবুর আদর আপ্যায়ন এবং সর্বোপরি অনুরোধ কিছুই ধোপে টিকল না, গুরুজীর আকর্ষণ এমনই; প্রায় ১৪ দিন মঠ ছাড়া; এ কয়দিন মঠে চিঠিও দিই নি, বিশেষ ভাবনাও জাগে নি, কিন্তু আজ আর মন প্রবোধ মানছে না, তাই মঠে আসবার জন্য বিদায় নিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[গুরুজীর কৃপা]

ব্রহ্মচারীজী খামারগাছির উত্তমাশ্রম দেখে আসতে বলেছিলেন, অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং আশ্রমবাসীদের আচরণ ও দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী দেখলে জীবনপথের পাথেয় হবে—মনে করে আসন কম্বল কমণ্ডলু লয়ে যাত্রা করা গেল। বেলা বাড়ছে, চেষ্টা করছি ছায়ায় ছায়ায় চলতে এবং ৺গঙ্গার ধারে ধারে চলছি; ৺গঙ্গার ধার গাছপালায় ভর্তি। ৺গঙ্গাজল অনেক দূরে; ৺গঙ্গার ধার দিয়ে সরু পথ গিয়েছে; ডানদিক জানা-অজানা নানাবিধ গাছে ভর্তি, রাস্তায় জনমানব নাই, পথ দিয়ে চল্‌ছি তো চল্‌ছি; এক জায়গায় কোন পথ দিয়ে যাব ঠিক করতে পারছিলাম না, কাউকে জিজ্ঞাসা করবো এমন লোকও চোখে পড়ছে না; কিংকর্তব্যবিমূঢ়; এমন সময়ে জঙ্গলের মধ্য থেকে প্রকাণ্ড এক কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে একজন লোককে দেখা গেল। মনে ভীষণ ভয় হল, কি জানি কেহ নাই, যদি আমাকে মারে, আমার কম্বল টম্বল কেড়ে নেয়—ভেবে ঠাকুরকে, গুরুজীকে স্মরণ করছি আর ইষ্টনাম জপ কর্‌ছি; কিন্তু আমার ধারণা ও ভয় অত্যন্ত অলীক; আমার মন অত্যন্ত কলুষিত তাই ঐরূপ ভীতি ও সংশয় জেগেছিল। কারণ সেই লোকটী বললে 'কি, তুমি বুঝি কলিকাতায় যাচ্ছ, আর যাবার পথে খামারগাছি হয়ে যাবে, তা রেল লাইন ছেড়ে অনেক খানি দূরে এসেছ। ঐ পথ দিয়ে যাও, কিছুদূর যেয়ে ডানদিকের পথে গেলে ষ্টেশনে যাবে।" জয় ঠাকুর, জয় তোমার অশেষ করুণা? এমনি করে হাত ধরে না চালালে যে তোমার অধমতারণ দুঃখবারণ নামে কলঙ্ক হবে। পথ প্রদর্শকের নির্দেশমত চলেছি, পথে কারু সঙ্গে দেখা নাই; ৺গঙ্গার ধারে কোথায়ও কাঁকুড়ের ও উচ্ছের চাষ হয়েছে। আবার ৺গঙ্গার গর্ভে বোরো ধানও দেখলাম, ক্ষেতের মাঝে গাছ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বড় বড় তরমুজ শুয়ে আছে। ওদিকে শালবনও দেখলাম, আর দেখলাম মাঠের মাঝে ধানের খামার। বোধ হয় তখনও ঝাড়াই মাড়াই হয় নি।

[সোমড়া]

সোমড়া গ্রামে ঢুকেছি। ৺গঙ্গার ধারে অনেক শিব মন্দির। লিচু গাছে প্রচুর লিচু ধরেছে ; আর আম গাছেও এত আম ফলেছে যে ডালগুলি ফলভারে নুইয়ে পড়েছে কিন্তু লোকজনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা নাই। গ্রামের হাটখোলায় পৌঁছিয়ে কিছু মুড়ি ও বাতাসা কিনে জল খেয়ে আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুদূর যেতে পথে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হল। "এ গ্রামে এত পাকা বাড়ী দেখ্‌ছি কিন্তু কোথায়ও লোকজন দেখছি না কেন ?" ব'ললাম।

ভদ্র লোক—গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গেছে। যাঁরা শিক্ষিত বা অবস্থাপন্ন তাঁরা গ্রাম ছেড়ে চাকরীর জন্য, কেহ বা প্রাণের দায়ে কলিকাতায় বা ৺কাশী গেছেন। এই গ্রীষ্মের সময়ে আম কাঁঠালের সময়ে অনেকে আসেন ; তখন চারিদিক শুক্‌না থাকে। ম্যালেরিয়ার ভয় থাকে না ; আবার জ্যৈষ্ঠের শেষে সকলেই পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে যান। আমরা গরীবরা, আমাদের মত অশিক্ষতরা আর কোথায় যাবে ! গ্রামে প'ড়েই মার খাই। তাও এখন কল-কারখানায় মজুরী খাটতে যাচ্ছে গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর অনেক লোক ; কে আর গ্রামের কথা ভাবে। গ্রামের উপরে সহরের লোকদের নির্ভর ক'রতে হয়, তারা না হ'লে সহরের লোকের ভাত ডাল জোটে না ; সুতরাং এদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কিছু করার দরকার—একথা তাঁরা ভাবেন না।

অনেকখানি পথ কথায় কথায় আসা গেল। বলাগড়ে যাব বলায় তিনি পথ দেখিয়ে দিলেন। শীঘ্রই একটি খোয়া দেওয়া পথ পেলাম। যখন খোয়া দেওয়া রাস্তা, ভাবলাম নিশ্চয়ই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। কলিকাতার দিকে আসছি, বাম দিকে ৺গঙ্গা দূরে রেখে এসেছি ; লোকের বসতি কদাচিৎ চোখে পড়ল ; হয়তো বা সোমড়ার মত ম্যালেরিয়ার ভয়ে পালিয়েছেন। চল্‌তে চল্‌তে দেখলাম ডান দিক্ থেকে একটা খোয়া দেওয়া রাস্তা এসে মিশেছে আমার চলার রাস্তার সঙ্গে ; কয়েক খানি দালানও চোখে পড়ল দূরে। সংযোগস্থলে একজন গেরুয়াধারী দেখলাম ; তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "বলাগড়ের ঠাকুর বাড়ী কই,

জানেন ? তিনি আমাকে সামনে এগিয়ে দেখতে ব'ললেন। বেলা ৯টা-৯৷০টা হবে, দেখলাম একজন গাড়ু হাতে আমার চলার রাস্তার বামদিকে যাচ্ছেন। বোধ হয় শৌচে যাচ্ছেন। পাড়া গাঁয়ে তো তাই দেখেছি, লোকে জঙ্গলে মলত্যাগ করে। যাহা হোক, তাঁকে ঠাকুরবাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেই সাধুকে দেখিয়েই ব'ললেন "ঐখানে যে রাস্তা মিশেছে, সেই রাস্তাই ঠাকুরবাড়ী গিয়েছে।

[কপাল মন্দ]

বলাগড় ষ্টেশনের নাম হ'লে কি হবে! গ্রাম থেকে অনেক দূরে, মাঠের মাঝখানে ষ্টেশন। উত্তমাশ্রমে যাবার আশা তখনও ছাড়িনি; সুতরাং ষ্টেশনে যেয়ে খামারগাছির টিকিট কাটা এবং পরের ট্রেণেই যাব মনে ক'রে জোরে পা ফেলতে লা'গলাম। আমার যদিও তখন ৩৪৷৩৫ বছর বয়স, কিন্তু ক্ষুধায় আমি তখন অত্যন্ত কাতর; পা আর চলে না। দোকানপাট কাছে দেখছি না যে কিছু খাবার কিনে খাওয়া যাবে; রুটি করতে পারা গেল না; গাছে আম ঝুলছে, কিন্তু একে সাধুর বেশ; তার উপর না ব'লে পরের গাছের ফল পাড়া সাধু নামের কলঙ্ক; সুতরাং ক্ষুন্নিবৃত্তি করার উপায় হ'ল না। ঘরে থাকতে ৺সত্যনারায়ণের শিরণি খেয়েছি, তাতে আটা কলা চিনি মেশান হ'তো, অতি উপাদেয়ও লাগত; কমণ্ডলুতে জলও ছিল। আটা কাছে ছিল, বর্দ্ধমানের মহারাজের সত্রে দেওয়া আখের গুড়ও একটু ছিল, কিন্তু সে বুদ্ধি জাগে না। কপাল যখন মন্দ হয়, দুর্ব্বনে বাঘে খায়" আর কি। মনে মনে সাধুজীর উপর রাগ হ'ল। ভাব্‌লাম উনি জেনেও আমাকে বলেন নি; আর ঠাকুরের উপরেও অভিমান হ'ল। ব'ল্লাম— ব্রহ্মচারীজী ব'লেছিলেন, আমারও তোমার প্রসাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছিল, কিন্তু তুমি আমাকে বঞ্চনা ক'রেছ, তোমার প্রসাদ খাব না; আমি আর ফিরে যাচ্ছিনে; বর্দ্ধমানের মহারাজের সত্রের দেওয়া আটা, ঘি, ডাল প্রভৃতি আমার কাছে আছে, রুটী তৈরী করার সরঞ্জামও ব্রহ্মচারীজী কিনিয়ে দিয়েছেন। দেশলাইও কাছে আছে, শুক্‌না

কাঠ-সংগ্রহ ক'রে রুটি তৈরী করে খাব।' ভগবান্ দর্পহারী ; কারু দর্প রাখেন না ; চূর্ণ ক'রে দেন। আবার দর্প চূর্ণ ক'রে নিষ্কিঞ্চন ক'রে কোলে টেনে নেন। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় হয়েছে দেখে ৺গঙ্গার ধারে-গিয়ে সন্ধ্যা করলাম ; কিন্তু সন্ধ্যায় মন বসল না। ক্ষুধায় তখন পেট চোঁ চোঁ ক'রছে। দেখলাম, অল্প খেলেও যা খাওয়া হয়, সময়ে না পেলে মনকে খুবই ব্যথিত করে। আসন ছেড়ে কাঠের সন্ধান ক'রলাম ; গাছের তলায় পড়া শুক্না ডালপালাও কিছু সংগ্রহ ক'রছি। এক এক সময় ভাবছি, না ব'লে নিচ্ছি, চুরি করা হচ্ছে ; যাঁদের গাছতলা থেকে নিচ্ছি, তাঁরা দে'খলে কি ব'লবেন, ঠিক নাই। আবার ভাব্ছি, আমি তো গাছে উঠে ডালপালা ভাঙ্ছিনা, তলায় পড়া নিচ্ছি, কি আর ব'লবেন ! কিন্তু কে বলবে ? কেহই তো রাস্তা ঘাটে নাই, একেবারে নির্জ্জন রাস্তা। দোকানপাটও কোথায়ও দেখ্ছি না, যে খাবার-দাবার কিনে খাব। অন্নচিন্তা চমৎকারা ; তৃষ্ণা পেয়েছে, ক্ষুধায় পেট জ্বলছে, কিছু আটা মেখে কাঠ ধরাতে চেষ্টা করলাম রাস্তার ধারে একটি আমবাগানে ; খোলা জায়গা, বেশ বাতাস ব'চ্ছিল ; এক বাক্স দেশলাই কাঠি শেষ ; কিন্তু আগুন জ্বালান গেল না, রুটিও তৈরী হ'ল না। অগত্যা আবার বলাগড় ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম। ২।১ বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য গেলাম ; দরজা বন্ধ ; ২।১ বার দরজায় ঘা দিয়ে পালিয়ে এলুম ভয়েতে, যদি বিরক্ত করায় অপমানকর কিছু বলেন ! হায় ! পথে বেরিয়ে ও ব্রহ্মচারীজীর Training-এর পরও অভিমান বড় হয়ে দাঁড়াল। খাবার আশা ছেড়ে দিলাম। ষ্টেশনে পৌছিবার একটু পরেই একখানা ক'লকাতাগামী ট্রেন এসে পৌছে গেল। আমি, ঠিক মনে নেই, মনে হয় এক আনা দিয়ে খামার গাছির টিকিট কাটলাম ; অল্পক্ষণের মধ্যেই খামার গাছি ষ্টেশনে গাড়ী ধ'রল ; ষ্টেশনে নেমে ষ্টেশন-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করাতে বামদিকের রাস্তা দিয়ে চ'লতে ব'ললেন। দুঃখের বিষয় আমি ভিন্ন ঐ ষ্টেশনে আর দ্বিতীয় যাত্রী না'মল না ! বোঁচ্কা বুঁচ্কি নিয়ে একাই পা বাড়ান গেল। বৈশাখ মাস, বেলা ১২।১২॥ টা হবে, পথ জনমানব শূন্য। পথ এঁকে বেঁকে চলেছে, কোথাও উঠোনের পাশ দিয়ে,

কোথাও বাঁশ বাগানের মধ্য দিয়ে, কোথায় বা আমার অচেনা গাছের বেড়ার ধার দিয়ে। এমনি ভাবে চ'লতে চ'লতে একেবারে ৺গঙ্গার ধারের কাছে এসে পৌঁছান গেল। ৺গঙ্গার প্রায় ধার দিয়ে একটা রাস্তা বাম দিকে গেছে, একটা গেছে ডান দিকে; এখন কোন দিকে যাব, ব্রহ্মচারীজীর কথা মত খামারগাছি উত্তম-আশ্রমে যাবার ইচ্ছা; আশ্রম ও ষ্টেশনের মাঝে ব্যবধান অনেকখানি। আগে সে ধারণাই ছিল না। তাছাড়া ক্ষুধায় কাতর, শরীর দুর্ব্বল, অজানা পথ, তাই বোধ হয় দীর্ঘ না হলেও দীর্ঘই বোধ হচ্ছিল। যাহোক, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছি 'কি করা যায়। কোন্ পথে যাওয়া যায়; কাকে জিজ্ঞাসা করি।' এমন সময়ে ৺গঙ্গার গর্ভের দিক থেকে একজন ৬০।৬৫ বছরের বৃদ্ধ আসছেন দেখলাম; তাঁর প্রশস্ত ললাট; মাথার সামনের দিকে চুল নাই, গলায় উপবীত, ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত লাল টুকটুকে, মনে হচ্ছিল যেন পান খাচ্ছেন, সৌম্য শান্ত সুন্দর তাঁর মূর্তি।' দেখে শ্রদ্ধা হল; গৃহস্থ ব'লে মনে হ'ল, আমি ব্রহ্মচারী তাই মনে মনে মাথা নত হলেও বাহিরে নমস্কার জানান হ'ল না; তিনি কিন্তু ঈষদ্ধাস্যমুখে বল্লেন 'কি ব্রহ্মচারীজী, উত্তমাশ্রমে যাবেন, ঐ পথ দিয়ে যান। সামনে যেতে যেতে বাম দিকে বেড়ার মধ্যে একখানা রথ দেখ্তে পাবেন, তার পাশেই রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে গেলেই আশ্রমে যেয়ে পৌঁছুবেন।" যেন দেহে প্রাণ পেলাম; একটা ব্যবস্থা এতক্ষণ পর হ'ল। কিন্তু শুনেই চল্‌তে আরম্ভ ক'রলাম। একবারও "তিনি কে? কি নাম তাঁর, তাঁর বাড়ী কোথায় ইত্যাদি" জিজ্ঞাসা করার কথা মনে হ'ল না। সত্যই অল্প পরে পথের বাম পাশে রাস্তার ধারে একখানি রথ দেখতে পেলাম, এবং প্রবেশের পথ পেয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলাম। বড় শান্ত পরিবেশ; খুব নির্জ্জন, ৺গঙ্গার ধার; ৬৫ বিঘা জমি নিয়ে আশ্রম; আশ্রমের ভিতরে আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে প্রভৃতি গাছে ভরা; গাছগুলি সবই ফলে ভরা; কোন গাছের ডালপালা ভাঙ্গা নয়, তারাও সযত্নে পালিত; আস্তে আস্তে আশ্রমের মধ্যে যেখানে কয়খানি ঘর ছিল, সেখানে যেয়ে একটী বারান্দায় আমার আসন কম্বল

কমণ্ডলু প্রভৃতি রেখে ব'সে পড়লাম। অল্প পরেই একজন ব্রহ্মচারী এলেন (পরে জানি, তাঁর নাম অকিঞ্চনানন্দজী); তিনি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন। আমি ও উত্তর দিচ্ছি। ইতোমধ্যে আরও তিন জন ব্রহ্মচারী হাজির হলেন। তাঁরাও প্রশ্ন ক'রতে লাগলেন; উত্তর দিচ্ছি, কিন্তু "মাতা অন্নপূর্ণা অন্নহরণ ক'রলে বাবা ৺বিশ্বনাথের ভিক্ষাকালে যেমন ওদিন ওদনবিনা কিছু ভাল লাগেনি, আমারও তেমনি অবস্থা; তখন জল ও খাবার বিনা কিছুই প্রিয় ছিল না। যা হোক্, একটু পরেই আশ্রমাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি মহারাজ এসে উপস্থিত হ'লেন। দে'খতে অনেকটা আমার পরম পূজ্যপাদ গুরুমহারাজ শ্রীমদ্ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীজীর মত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[শ্রীমৎস্বামী ধ্রুবানন্দজী সঙ্গে]

আমাকে দেখেই ব্রহ্মচারীদিগকে ধমক দিলেন, ব'ললেন "তোদের আক্কেল কি? দেখছিস্ না বাছার মুখখানা শুকিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ কিছু খায়নি। তারপর হাঁটা পথে এসেছে, পায়ের ধূলোবালি দেখে বোঝা যাচ্ছে, জল তেষ্টাও পেয়েছে; আগে জল টল কিছু খেতে দে? জিজ্ঞাসার কি সময় বয়ে যাচ্ছে? পরে তো জিজ্ঞাসা ক'রতে পারবি।" ব্রহ্মচারীজীরা তাড়াতাড়ি ডাব, আম ও জল এনে দিলেন। আমি স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম ক'রলাম। তাঁর করুণামাখান কথা শুনে প্রাণে এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হল। "ইনি ভগবানকে ভালবেসেছেন, সব তাতেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করেন, সকলের সেবাতেই তাঁরই সেবা মনে করেন। তাই সকলকে এত ভালবাস্‌তে পারেন; নতুবা আমি অজ্ঞাতকুলশীল, বেশে মাত্র ব্রহ্মচারী, তবুও আমার প্রতি তাঁর এত স্নেহ! ব্রহ্মচারীদেরও অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই তাদিগকেও—এমন সেবামুখী ক'রতে পেরেছেন। আশ্রমে অনেক শিবলিঙ্গ। প্রত্যেকেই এক একটার অর্চ্চনা করেন এবং বিরাট হোম কুণ্ড (৬'×৬')। সেখানে

একজন ব্রহ্মচারী শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী হোম ক'রে যান এবং পূজোর পর অন্যান্য ব্রহ্মচারীরা এক একখানি বেলকাঠ ঐ কুণ্ডে নিক্ষেপ ক'রে যান; হোমাগ্নি কখনও নিবে না, সব সময়েই প্রজ্বলিত থাকে। আশ্রমে একটি টোলও আছে। তুইজন পণ্ডিতমহাশয় ব্রহ্মচারীদিগকে ব্যাকরণ ও পুরাণাদি পড়ান। আশ্রমে অনেকগুলি গরু আছে, গরুর তুধ সকলকে সমানভাবে বণ্টন ক'রে দেওয়া হয়। আমি বহিরাগত হ'লেও আমার পাতেও তুধ প'ড়তো; ওঁদের আশ্রমে সমবেত অন্ন গ্রহণের সময় শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় আবৃত্তি করা হয় ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা." শ্লোকও আবৃত্তি করা হয়। দে'খলাম ওগুলি শুধু আবৃত্তি করেন না; তাঁদের ভোজনে, ব্যবহারে ভগবত্তত্ত্ববুদ্ধি প্রকট। সন্ধ্যা বেলায় উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। স্বয়ং আশ্রমাধ্যক্ষ মহারাজ ব্যাখ্যান ক'রে বুঝিয়ে দেন। আমি হোমকুণ্ডের ধারে আসন পাতলাম। মাঝে মাঝে ব্রহ্মচারীরা এলেও আমাকে কেহ বিরক্ত করেন না; একে ৺গঙ্গার ধার; আশ্রমিকরা সকলেই তাঁদের নির্দিষ্ট কাজে ব্যস্ত; বিরাট জায়গা, খুব নির্জন, নিরালা, আসনে ব'সলে মনটা আস্তে আস্তে অন্তর্ম্মুখীন হয়। সময় কোন দিক্ দিয়ে চলে যায় জান্‌তেও পারি না; তুবেলা আহারের ঘণ্টা যখন জোরে জোরে বাজে তখন আসন থেকে উঠে প্রসাদ পাই; সব সময়েই আসনে থাকি; একমাত্র রাত্রিতে শোবার সময় ও ভোরে পায়খানা ক'রতে ও স্নান ক'রতে যা সময় লাগে; সেই সময়ে আসন ছাড়া থাকি। আমার সাধন নিষ্ঠা দেখে আশ্রমাধ্যক্ষ মহারাজ অত্যন্ত প্রীত; আমার গুরুস্থান, নাম, শিক্ষা আদি বিশেষ ক'রে কোনও শাস্ত্রাদি পড়েছি কি না, সব খুঁটিয়ে জানলেন। সন্ধ্যা আরত্তির সময়ে কীর্ত্তন হয়; আশ্রমিকদের সকলকেই যোগ দিতে হয়; আরত্তির পরে সকলেই ভূলুণ্ঠিত হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ মহারাজের (ধ্রুবানন্দজীর) গলার স্বর অতি মিষ্ট; শাস্ত্র ব্যাখ্যানও অতি প্রাঞ্জলও হৃদয়গ্রাহী, স্বাধ্যায়ও সাধনের দিকে সকলকে

চালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা। ব্রহ্মচারীজীদের বিশেষতঃ অকিঞ্চনানন্দজী ও ধীরানন্দজীর ব্যবহার আদর্শস্থানীয়; সাধননিষ্ঠাও খুব। এ দের দু'জনের কথা চিরজীবন মনে থাক্‌বে। অন্যান্যদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি, মাত্র চার দিনতো ছিলাম। ব্যবহার ও উপদেশ স্মরণ রাখার যোগ্য।

[৺উত্তমানন্দজীর প্রতিকৃতি দর্শনে]

একটী অপূর্ব কথা বলা হয়নি। না ব'ল্‌লে সাধুমহাত্মাদের অহৈতুকী কৃপা ও মাহাত্ম্যের কথা বলা হ'বে না। আশ্রমে যেদিন যাই, তারপর দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ৺গঙ্গাস্নান সেরে মন্দিরে প্রণাম ক'র্‌তে গেলাম। গিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। যিনি গতদিন মধ্যাহ্নের নির্জন পথে আমাকে করুণাপরবশ হ'য়ে আশ্রমের পথ বাত্‌লে দিয়েছিলেন, এ যে তাঁরই প্রতিকৃতি! প্রণাম ক'রে উঠেছি, কাছেই ব্রহ্মচারী ধীরানন্দজী ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, ইনি কে? ইনি কোথায়; ধীরানন্দজী ব'ল্‌লেন—ওঁরই নামে এই আশ্রম, ১৩২৩ সালে ইনি ব্রহ্মলীন হয়েছেন। আমি ব'ল্‌লাম—কালই দুপুরবেলায় উনি আমাকে আশ্রমে আসার পথ ব'লে দিয়েছিলেন; ধীরানন্দজী ব'ল্‌লেন—আপনি ভাগ্যবান্, তাঁর দেখা পেয়েছেন। আমি ব'ল্‌লাম—"দেখা পেলাম কি? পাওয়ার আগে তো চাওয়া থাকে; আমি তো তাঁকে চাইনি; কালনার ব্রহ্মচারীজীর নির্দেশে আপনাদের (তাঁর) আশ্রমে আস্‌বার পথে বৈশাখের ভরদুপুরে নির্জন পথে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়েছিলাম, তিনি অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু, দয়া ক'রে আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।" কোথায় বাংলা ১৩২৩ সাল আর কোথায় ১৩৪৫ সালের বৈশাখ। মানুষ মরে না, ছিন্ন বস্ত্র ছেড়ে নতুন বস্ত্র পরার মত জীবাত্মা প্রারব্ধ ও উৎকট কর্মফল ভোগের পর সঞ্চিত ও বাকি ক্রিয়মাণের ফল ভোগ ক'রতে নতুন দেহ ধারণ করেন। আত্মা অমর, নিত্য, শাশ্বত, ভূমা। পুরাতন শরীরের নাশে তার নাশ হয় না এবং সাধু মহাত্মারা এমনিভাবেই বিরাজ করেছেন মাদৃশ দিশাহারা পথহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়দিগকে

পথ দেখাবার জন্তে। কয় বৎসর আগে আশ্রমে সন্ধ্যাকালে বৈদিকসন্ধ্যা করার সময়ে পরম পূজ্যপাদ যুগাচার্য্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের স্পর্শ পেয়ে ধন্ত হয়েছিলাম। তিনি যেন আমার শীর্ষ স্পর্শ ক'রে ব'ললেন—'দাদু! গায়ত্রী ভুল জপছ কেন? ব'লে গায়ত্রী মন্ত্রের শুদ্ধরূপ জপ করা দেখিয়ে দেন। তাঁরা আছেন, তাঁরা কখনও অলক্ষ্যে থেকে আবার কখনও সামনে এসে অজ্ঞানান্ধ জীবের ভুল ভাঙ্গিয়ে দেন, দেহের অনিত্যতা এবং আত্মার অবিনশ্বরতা বুঝিয়ে দিয়ে সত্যের পথে চালিত করেন।

[৺শিবরাম মোহান্ত]

যশোহর জিলার শামটা থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কপোতাক্ষী নদের তীরে জগদানন্দ কাঠীতে ৺শিবরাম নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি পরম ভক্ত ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। বহু বিপন্ন ব্যক্তি তাঁর কৃপায় বিপদ থেকে উদ্ধার পেতেন। রাত্রিতে পথ হারিয়ে অনেক ব্যক্তি তাঁর আশ্রমে আশ্রয় নিতেন; তিনিও কাহাকেও বিমুখ করতেন না; তাঁর ইচ্ছামাত্রই সকলের খাবার হাজির হ'ত। তাঁর যোগশক্তিতে অনেকে আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু তিনি যোগ-বিভূতিকে কখনও আমল দিতেন না নিজের যশ, খ্যাতি বা প্রতিপত্তির জন্য; তবে বিপন্নের কল্যাণের জন্য তিনি কখন কখন যোগৈশ্বর্যের আশ্রয় নিতেন। নিজে অতি দীনহীন বেশে থাকতেন, কেবল "পরোপকারায় হি সতাং জীবিতম্" এই বাক্য চরিতার্থ ক'রবার জন্তে যোগবিভূতি প্রকাশ কখন কখন হ'য়ে প'ড়ত। যাহা হ'ক; এক সময়ে কপোতাক্ষীতে ব্যবসা-বাণিজ্যোপলক্ষ্যে প্রচুর নৌকো যাতায়াত ক'রত; বর্ষায় নদী ভীষণ আকার ধারণ ক'রত এবং দৈবদুর্বিপাকে আর মাঝিদের গাফিলতিতেই হ'ক নৌকোডুবি হ'ত। এমনি ঝড়ে একখানি নৌকাডুবির জন্ত প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হয় এবং মাঝিদেরও জীবিকার উপায় নষ্ট হয়। তাঁরা শুনলেন কপোতাক্ষীর তীরে এক সাধুর আশ্রম আছে। তিনি বড় করুণাময়। বিপন্নকে সাহায্য ক'রতে পার'লে আনন্দিত হ'ন। তাঁরা

যখন শোনেন, তার তিন মাস পূর্বে সাধু দেহত্যাগ ক'রেছেন যোগবলে। কিন্তু আশ্চর্য কথা, যখন তাঁরা আশ্রম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে, তখন এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা ; তাঁকে তাঁরা আনুপূর্বিক সব বলেন। তখন সেই ব্যক্তি বলেন—'আমিই শিবরাম ; আজ তিন মাস আমি আশ্রম ছেড়ে এসেছি, তা তোমরা যাও ; যেয়ে ঘরের ঈশানকোণে দেওয়ালের পাশে মাটির তলায় ঘড়ায় ২০০ মোহর আছে তা তোমাদের দিতে বলেছি আমি, ব'লবে।"

তারা—আপনি যেয়ে না দিলে, তাঁরা বিশ্বাস ক'রবেন কেন ? আর দেবেনই বা কেন ?

শিবরাম—'তোমরা আমাকে দে'খলে, আমার বর্ণনা দেবে এবং বিশ্বাস ক'রে ঐখানে খুঁড়তে ব'ল্‌বে, তবে তারা নিশ্চয়ই দেবে।'

তারা মোহান্তজীর আশ্রমে এসে বল্‌তে, আশ্রমিকরা তো অবাক্ ; তিনি ঠিক তিন মাস আগে দেহ রেখেছেন ; তাঁদের বিবৃত বর্ণনা ও তাঁর আকৃতির সঙ্গে মিলে গেল ; কিন্তু এক রকম চেহারা তো একাধিক লোকের থাকতে পারে ! তাই তাঁরা ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগলেন ; অবশেষে মাঝিদের কাতরতায় অনেক জল্পনাকল্পনার পর আশ্রমগৃহের ঈশান কোণ খুঁড়ে সত্যই ঘড়া পেলেন ; তাতে সত্যই ২০০ মোহর পাওয়া গেল—একটি কমও নহে একটি বেশীও নহে। আশ্রমবাসীরা মাঝিদের ভাগ্যবান্ মনে ক'রে এবং সাধুজীর নির্দেশ (না মান্‌লে অপকার হ'তে পারে মনে ক'রে) মনে ক'রে সমুদয় মোহর তাদের দিয়ে দিলেন। ধন্য মহাত্মাদের জীবিতকালের কারুণ্য প্রদর্শন, জীবনান্তেও লোক-হিতৈষণা। মাঝিরাও আশাতিরিক্ত পেয়ে মহাত্মার জয় গাইতে গাইতে চলে যায়।"

[মৃত্যুর পরেও জীবের অস্তিত্ব]

দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জীবের সব শেষ হয়ে যায় ? না, মৃত্যুর পরেও জীবের অস্তিত্ব থাকে, এবং পরজন্মে বা পরকালে বর্ত্তমান জীবনের কৃত কর্মের ফল ভোগ কর্‌তে হয় কিনা, জীব কর্মজন্য আসক্তির

বশে বারবার নানা যোনিতে জ'ন্মে নানা কষ্ট ভোগ করে কিনা; তার জন্য বর্ত্তমান জীবন হ'তেই সাবধান হবার প্রয়োজন আছে কিনা—এ প্রশ্ন অনাদিকাল থেকে। ঋষিপুত্র নচিকেতাও সংযমনীপুরের অধীশ্বর যমের কাছে এ প্রশ্ন রেখে তার সমাধান জান্‌তে চেয়েছিলেন। কারণ মৃত্যুর পর জীব যখন আবার জন্মায় তখন সাধারণতঃ পূর্বজন্মের শরীর বা স্মৃতি কিছুই নিয়ে ফেরে না। আত্মা অজর, অমর, বিমৃত্যু, বিশোক হ'লেও দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব জাতি, পূর্বস্মৃতি, পূর্ববংশ—সবই বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যায়। কদাচিৎ কারু [যেমন রাজর্ষি ভরতের] পূর্ব জন্মের স্মৃতি বজায় থাকে এবং তদনুযায়ী নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে পরম কল্যাণের পথে চালিত করতে পারেন। রাজর্ষি ভরতের কথা শাস্ত্রাদিতে আছে। এখনকার অনেকে শাস্ত্রবাক্য গাঁজাখোরের গল্প বা পাগলের প্রলাপ বাক্য ব'লে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের মনগড়া পথে চল্‌তে চান; কিন্তু আধুনিক কালেওএমন ঘটনা ঘটতে দেখ্‌লে বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির মুখে শুন্‌লে হয়তো অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও কেহ কেহ বিশ্বাস ক'র্‌তে পারেন। আবার সাধুসন্তরা যখন পথহারাদের, সাধকদের প্রতি কৃপা ক'রে, তাঁদের পথ দেখান বা সাধনের পথে পরিচালিত করেন, জীবনের প্রবল বাধা অতিক্রম করাইয়ে গন্তব্যের পথে এগিয়ে দেন, তখন অবিশ্বাসীকেও বিশ্বাস ক'রতে হয় এবং তাঁর কাছে শুনে অনেকের বিশ্বাস জন্মে; কল্যাণ লাভ হয়।

মাতৃবিয়োগ হয়েছিল ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে; স্বপ্নে দেখি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। মা ব'লছেন "তোর ঘরে অনেক খাবার আছে, আমাকে কিছু খেতে দে'। অবিকল মায়ের দেহত্যাগকালীন মূর্তি; নিশ্চয়ই আমার অভিজ্ঞানের জন্য তাদৃশ মূর্তি ধারণ ক'রে-ছিলেন। কোথায় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ; দীর্ঘ উনিশ বৎসর! আগে কখনও এরূপ দেখিনি বা শুনিনি; আগে বাৎসরিক কৃত্য হ'ত, হয়তো আমার গৃহত্যাগের পর অগ্রজ আর কর'তেন না। যা হোক, সকালে উঠে পঞ্জিকায় দেখলাম, তৃতীয় দিনে ৺মায়ের তিরোধান তিথি। গুরুমহারাজকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ব'ললাম; তিনি সেইদিনই শিবনারায়ণ

দাস লেনের বিশিষ্ট পাখোয়াজবাদক ৺দুর্ল্ভ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে যেয়ে পুরোহিত মহাশয়কে ভোজ্য উৎসর্গ করিয়ে দিবার জন্য ব'লে আসতে ব'ললেন। সবস্ত্র চাল ডাল নানাবিধ ভোজ্য উৎসর্গ করা হোল। এরপর আজ পর্যন্ত আর কখনও ৺মাকে স্বপ্নে দেখিনি, নিশ্চয়ই তিনি তৃপ্ত হ'য়ে সাধনোচিতধামে গেছেন। আরও শুনেছি ১৩নং আমহার্ষ্ট রো নিবাসী ৺কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্যের মুখে। তাঁর দাদা ৺হেমবাবু ৺বৃন্দাবনে থাকতেন। একবার দেশের বাড়ীতে হাওড়ায় এসেছিলেন, এবং ৺বৃন্দাবনে ফিরে যাবার পথে ৺গয়াতে পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদান ক'রে যাবার সংকল্প করেন এবং ৺মা ও অন্যান্যদের কাছ থেকে বংশের পিণ্ডভাগীদের নাম নেন। কিন্তু ৺হেমবাবুর জন্মের ১২ বৎসর পূর্বে মৃত তাঁর এক কাকার নাম ভুলবশতঃ মা বলেননি। (শেষ রাত্রিতে হেমবাবু স্বপ্ন দেখেন—একটা ১২।১৩ বছরের ছেলে তাঁকে ব'লছেন—"হেম, তুই ৺গয়ায় যাবি, আমাকে একটা পিণ্ড দিস্?" হেমবাবু তো অবাক্। তাঁর বয়স ৬৭।৬৮ বৎসর। পিণ্ডপ্রার্থী বালককে তাঁকে তুই ব'লে সম্বোধন কর'তে শুনে। প্রাতে মাকে স্বপ্নের কথা ব'লতে মা কাঁদতে কাঁদতে ব'ললেন "তোর ছোট কাকারে'। তার নাম ব'লতে ভুলে গিয়েছি। তোর জন্মের তিন বছর আগে সে মারা গেছে, তখন আমার বয়স ১১।১২ হবে। তার সঙ্গে পিঠোপিঠি ভাইবোনের মত কত খেলেছি। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, শাস্ত্র বাক্যই সত্য; জীব মরে না, শুধু মাত্র ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরার মত জীব কর্ম ফলভোগান্তে এক দেহ ছেড়ে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণের ফল ভোগের জন্য নতুন দেহ ধারণ করেন। তাঁরা কর্ম ফল ভোগের জন্য যতদিন স্থূল দেহ ধারণ না করেন, ততদিন সূক্ষ্মদেহে থাকেন। তা' না হলে মায়ের দেহত্যাগের ১৯ বৎসর পরে এবং হেমবাবুর কাকা ৭০।৭১ বছর পরে কিরূপে পিণ্ডপ্রার্থী হ'তে পারেন? আত্মা অমর ব'লেই পিণ্ডপ্রাপ্তিতে কর্মফল ভোগের জন্য লোকান্তরে গমন এবং নতুন প্রারব্ধ ভোগের জন্যে এবং নতুন ক'রে ক্রিয়মাণ সংগ্রহ করার জন্য মর্ত্যে আগমন সম্ভব হয়। সুতরাং যারা চার্বাকদের মত খাও দাও মজা লোটো,

দেহ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলে সব শেষ—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" বলেন, 'মরা গরুতে কি ঘাস খায়' ব'লে মৃতদের জন্য শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক'রতে নারাজ হন বা করেন না, তাঁরা কি ঠিক করেন বা বলেন? যে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে আস্তিকগণ" পিতৃপ্রণামমন্ত্রে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।

প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু" ব'লে প্রণাম জানান। তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই অপরাধী হন, বোধ হয় তাঁদের দ্বারা অভিশপ্তও হন।

হুগলীর ডুমুরদহের উত্তমাশ্রমের থাকা কালে বরিশালনিবাসী একটা যুবকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। নাম শুকদেব ঘোষাল। অতি সুন্দর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তার চেহারা। আশ্রমবাসী হ'লেও শাদা থান কাপড় পরে, গেরুয়া কাপড় পরে না। বাবার জীবিত অবস্থাতেই দাদাদের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে জীবনের সন্ধানে (জীবিকার সন্ধানে?) দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিছুদিন পুরীতে রামকৃষ্ণ মিশনাশ্রমে ছিল। সেখান থেকে (বোধ হয় কাজের চাপে) বেরিয়ে পড়ে ৺বৃন্দাবনধাম ঘুরে উত্তমাশ্রমে এসেছে। আশ্রমাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ধ্রুবানন্দ গিরিজি মহারাজের কাছে উপদেশও নিয়েছে। আশ্রমের টোলে পড়ে, আশ্রমের কিছু কিছু কাজও ক'রতে দেখি। কিন্তু আসনে ব'সে নিয়মিত জপ-আরাধনা বা ধ্যানধারণা ক'রতে কোনও দিন দেখিনি। হয়তো আমি যখন ধুনির ধারে আসনে থাকতাম, তখন ধ্যানধারণা করতো। তবে তার উপরে একটি বিশেষ কাজের ভার ছিল, রামাশ্রমে (এইটি একজন বৈষ্ণব বাবাজী উত্তমাশ্রমে দান ক'রে গেছেন) যেয়ে ৺রাধাগোবিন্দজীর মন্দির খোলা, মার্জনা করা, ফুল-তুলসী দেওয়া; ৫খানা বাতাসায় ভোগ লাগান। রামাশ্রমে যাবার পথে কাহারদের পাড়া দিয়ে যেতে হয়, রাস্তা শুয়োরের গুইয়ে ভর্ত্তি; খুব ঘৃণা লাগত। কোন কোন দিন তার সঙ্গে যেতাম কিনা? যা' হোক্, উত্তমাশ্রমের এমন সুন্দর পরিবেশ, ৺গঙ্গার একেবারে কিনারায়,

খুব নির্জন, সাধনভজনের খুব অনুকূল স্থান। স্বামীজী ও ব্রহ্মচারীদের সর্বোপরি আশ্রমাধ্যক্ষ ধ্রুবানন্দ গিরি-মহারাজের সুন্দর ব্যবহার, পরমার্থের পথে পরম সহায়ক। তবু তার মনে শান্তি নাই, যেন কিসের একটা অভাব, একটা আকর্ষণ তাকে পিছুদিকে টানছে দেখ্‌লাম। রামাশ্রমে যাবার সময়ে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আমিও মঠে থাক্‌তে যে সময়ে মঠের কাজে ব্যস্ত থাক্‌তাম, দেখ্‌তাম মন সে সময়ে জপে বা ধ্যানে বস্‌তে চাইত না, বস্‌লে নানা চিন্তায় মন ভ'রে উঠ্‌ত। এই জন্যই সন্ত মহাত্মারা নিরন্তর অভ্যাসী ;— "অহর্নিশং ব্রহ্মণি রমন্তঃ।" মন এমনই একটি বস্তু, তাকে যেমন অভ্যাস করান যায়, সে সেইরূপই হয়ে যায় ; দীর্ঘকাল নিরন্তর যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মনকে কোনও ইষ্ট বিষয়ে লাগাতে চেষ্টা করেন ; তাঁরাই কেবল তাঁদের মনকে ইষ্টেতে লাগিয়ে রাখ্‌তে পারেন; নতুবা দুষ্ট ঘোড়া যেমন রথকে বানচাল ক'রে রথীকে বিপদে ফেলে, তেমনি আমাদের চঞ্চল মনকে নিত্য নিরন্তর ধৈর্যসহকারে অভ্যাসের অধীন না ক'র্‌তে পার্‌লে, সে ইন্দ্রিয়গুলিকে আশ্রয় ক'রে নানাবিধ বিরোধী সংস্কার জন্মায়ে জীবকে বিপর্যস্ত করে। শুধু অভ্যাসী হ'লেও পার পাওয়া যায় না—বৈরাগ্যকেও অতি যত্নসহকারে আশ্রয় ক'রতে হয় ; দৃষ্টবস্তুতে কারু কারু বৈরাগ্য আসে কিন্তু স্বর্গাদিলোকে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগে। সে কিছু শান্তি পেলেও, সে প্রকৃত শান্তি পায় না ; তার মন সেই রাক্ষস-খোক্ষসের বই-এর রাজপুত্রের মত উপায় ভুলে যেয়ে উপেয়েতে মন দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনে ; যার মন ইহজগতের ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত, সে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির গণ্ডীর মধ্যে প'ড়ে সুখ-দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জরিত হয় ; তার মন স্থির হয় না, বরং চঞ্চল হ'তেও চঞ্চলতর হ'য়ে পড়ে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে বিষম ফাঁপরে পড়ে ; শেষে "হা হতোঽস্মি" করে। সুতরাং ঐহিক পারত্রিক—উভয় জগতের বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই নিরন্তর যত্ন কর্‌লে হয় তো মন স্থির কর্‌তে পারেন, নতুবা নহে। মনের একাগ্রতা আসা বা কোনও বিষয়ে নিরুদ্ধ হওয়া সাধনার শেষ ধাপ। আমার

বৈরাগ্য তেমন নহে; ঠিক বৈরাগ্যবশে গৃহ ছাড়িনি; যেন দৈব আমাকে হাত ধ'রে এনে মহাত্মার শ্রীচরণতলে ফেলে দিয়েছেন। আমি তা মাথা পেতে নিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করছি, আমি নিরন্তর অভ্যাসী নহি, আমার অভ্যাস কালিক—গুরু মহারাজের আদেশানুসারে রাত্রির চতুর্থ প্রহরের প্রারম্ভ থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন। তার উপর সবে সাধন পেয়েছি; প্রবর্তকের পর্যায়েও নহি; সুতরাং শ্রীমান্ শুকদেবের কথাতে রাজী হ'তাম।

[শ্রীশ্রীসীতারাম দাস]

আমার লোভ জেগেছিল ৺রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত 'উৎসব'-পত্রিকায় ক্ষেপার ঝুলিটির লেখককে দেখ্‌বার। তিনি 'ক্ষেপা' এই ছদ্মনামে লিখ্‌তেন, নাম শ্রীপ্রবোধ কুমার চট্টোপাধ্যায়, বাড়ী ঐ ডুমুরদহতেই; বর্তমান ভারত বিখ্যাত সন্ত সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী। শুন্‌লাম তিনি শুধু লেখক নন, সাধকও; তাঁর অনুভবের তুলিতে যা' ধরা পড়ে তাই তিনি সহজ সরল ক'রে লেখেন। আরও শুনলাম ৺গঙ্গার ধারে একখানি খড়ের ঘরের মেঝেতে গর্ত করে নিয়েছেন, সেখানে বসে সাধন ভজন করেন। পূর্বে নবদ্বীপে পাতাল বাবার আশ্রমে মাটির নীচে ঘর দেখে এসেছি; আর শুনেছি মধুপুরে পাতঞ্জল যোগদর্শনের ভাস্বতী টীকাকার হরিহরানন্দ আরণ্য মহারাজ মাটির নীচে গর্ভগৃহে থেকে নিত্য নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কদাচিৎ কখনও বাহিরে আসতেন; বহিঃসঙ্গ—লোকসংঘট্ট একদম পছন্দ ক'রতেন না; তাঁদের দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এঁকে দেখতে পাব—এই আশা নিয়ে যাই। একদিন সত্য সত্যই তাঁকে দেখ্‌লাম; কালো রোগা, ছিপ্‌ছিপে চেহারা, বয়স ৪০।৪৫ হ'বে; আসনে ব'সে জপ ক'রছেন; কথা বলার সুযোগ হয়নি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও; দেখ্‌লাম তাঁর শরীর মাঝে মাঝে সামনের দিকে নত হচ্ছে; মনে হ'ল যেন মাথা নোয়ায়ে কারু পদে প্রণাম ক'রছেন। আবার স্থির হ'য়ে বস্‌ছেন; ইঁহার গুরু-দত্ত নাম শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ; তাঁর

জনকল্যাণকর, সমাজকল্যাণকর কাজের, সনাতন ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার আগ্রহের কথা, তৎপরিচালিত পত্রপত্রিকায় দেখেছি ও শুনেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমেই হ'ক কিংবা ভগবদিচ্ছা নয় ব'লেই হ'ক, তাঁর কাছে যেয়ে তৃপ্ত হ'বার সুযোগ হয় নি। যাক্, অনেক কথা প্রসঙ্গতঃ বলে ফেললাম। হয়ত বৃথাই, অথবা কারু কাজে লাগ্‌লেও লাগ্‌তে পারে; যাহা হ'ক আবার শুকদেবের প্রসঙ্গে আসা যাক্। শুকদেবের একান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গেই আমাদের মঠে চলে আসে। একদিন খোলাখুলি ব'লেই ফেললে "দাদা আমি আপনার সঙ্গে আপনাদের মঠে যাব।"

[শুকদেব ব্রহ্মচারী]

আমি—'না ভাই, আমার সঙ্গে তোমার আমাদের আশ্রমে যাওয়া হবে না। সেদিন দুপুরবেলা রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট হয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণায় আধ-মরা অবস্থায় যখন আশ্রমে এসেছিলাম, তখন থেকে শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহারাজের যে স্নেহ পেয়েছি, আমার সাধনার জন্য তিনি যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, আশ্রমের অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা আমাকে যে স্নেহের চোখে দেখেন, এরূপ অবস্থায় তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও বা আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই, তা' হ'লে খুবই অন্যায় করা হ'বে। তোমার উপর এই ঠাকুর সেবার ভার দেওয়া আছে, এটা তোমার পরম সৌভাগ্য। কই কাউকে তো কোনও দিন দেখ্‌লাম না ৺ঠাকুর সেবা ক'রতে আসতে? তা ছাড়া ৺গঙ্গার ধারে এত বড় আশ্রম, এমন সুন্দর নির্জন পরিবেশ, অধ্যক্ষ-মহারাজ এমন স্নেহশীল, তাঁর কাছে উপদেশ পেয়েছ; এখানেই থাক। এখানে থেকেই সাধন-ভজন কর, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে একান্ত আগ্রহ থাক্‌লে। এটি যদি আমার গুরুমহারাজের আশ্রম হ'ত, তা' হলে আমি আর কোথায়ও যেতাম না। ক'লকাতার মধ্যে হ'লেও আমাদের মঠের মধ্যে প্রবেশ ক'রলে যেন পর্বত গুহায় প্রবেশ করেছি মনে হয় এবং দুই মহাপুরুষের সাধনার ফলে উহা তীর্থস্বরূপ। শুনেছ তো 'গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা';

গুরুমুখে শুনতে হয়, তারপর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তা আয়ত্তে আনতে হয় ; নিজে সাধন ক'রে সারা জীবনে যা লাভ না হয়, এক গুরুকৃপাতেই তা সম্ভব হয়। আশ্রমের কাজে তোমাকে কিছু সময় দিতে হয় সত্য কিন্তু শারীরিক ও মানসিক—উভয় দিকে লক্ষ্য রেখে চল্‌তে হয় সাধনপথে, নচেৎ আলস্যকে প্রশ্রয় দিলে অল্পবয়সেই বাতাদি রোগে আক্রান্ত হ'বার সম্ভাবনা। তা হ'লে সাধন হবে কি ক'রে! আর তোমার তো এখনও দিনরাত ধ্যানজপে ডুবে থাকার মত অবস্থা আসে নি ; কাজের মধ্যে থাক্‌লে মন অন্য চিন্তা ক'র্‌তে অবসর পাবে না। আবার সাধনে একান্ত আগ্রহ জন্মালে যেটুকু সময় পাবে, তা নষ্ট ক'র্‌তে চাইবে না। মন, তোমাকে অমনিই আসনে নিয়ে যাবে। গুরুদেবের কাছে থাকার সৌভাগ্য সবার হয়না, সেবার সৌভাগ্য আরও কমজনের ভাগ্যে জোটে! তাঁর কাছে থাক, তাঁর আচার-আচরণ নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা কর। এখান থেকে কোথায়ও যেয়ো না, গেলে এমন সুযোগ আর পাবে না।' শুকদেব সব শু'নল, চুপ ক'রে র'ইল ; আর কিছুই ব'লল না। আমি কয়দিন পরেই মঠে ফিরলাম। দেখ্‌লাম শুকদেব আমার কথা না শুনেই শ্রাবণের শেষে এসে উপস্থিত। তখন পাচক ছিল না ; তার ব্রাহ্মণ শরীর ; তার উপর রান্নার ভার দিলেন। শুকদেব ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে আগুনে পুড়ে ম'রল। উত্তমাশ্রমে দেখেছি টোলে পড়া, শিবপূজা করা ও রামাশ্রমে ৺রাধাগোবিন্দের সেবা'—সবটাই আত্মিক কাজ, আর এখানে লোকাভাবে তার উপর রান্নার ভার পড়ল! যা হোক্, সে একদিন বাবার (শ্রীগুরু মহারাজের) কাছে দীক্ষা প্রার্থী হল। বাবা সব শুনে বললেন "তোমারতো দীক্ষা হয়ে গেছে ; তবে তোমার মন্ত্র অনুকূল হয় নি ; তবে যদি তুমি তোমার প্রত্যক্ষ গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ ক'রতে নিষ্ঠার সঙ্গে, তোমার চৈত্যগুরু তোমার মন্ত্র শোধন করে দিতেন। যাহা হোক্ যখন তুমি নতুন ক'রে মন্ত্র নিতে এত আগ্রহশীল, তখন অমুকদিন তোমার পুনরায় দীক্ষা হবে ; তবে তার আগে কতগুলি নিয়ম পালন ক'র্‌তে হবে।" বলে যথা-

কর্তব্য নির্দেশ দিলেন। আরও ব'ললেন—"তোমার মন এখনও স্থির হয়নি ; তুমি দোটানায় প'ড়েছ ; জীবনে কি করবে, কোন্ পথে চ'লবে —বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখ'।

যার শিক্ষা নাই, মহাত্মাদের উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনা নাই, যার জন্মান্তরীণ তেমন সুকৃতি নাই, যার বিষয়সংস্কার প্রবল, ভোগবাসনা তীব্র, তার মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই বোধ হয়, এসংসারে। শুকদেব গৃহ ছেড়েছে, রামকৃষ্ণমিশনে, উত্তমাশ্রমে ছিল এবং আমাদের মঠে এসেও বাবার কৃপা পেয়েছে, তবু যেন সবই ভস্মে ঘি ঢালার মত। কোন পরিবেশই তাকে আকৃষ্ট ক'রতে পারছে না ; যার পিছু টান আছে টাকা পয়সা, ভোগ সুখের দিকে আসক্তি আছে, সে ভেক ধ'রে কতদিন থাকতে পারে ? তাই একদিন ব'লেই ফেল্‌লে—

শুকদেব-দাদা, আমি যখন বাড়ী ছেড়ে চলে আসি, তখন বাবার প্রতি দাদাদের ব্যবহার ভাল দেখিনি ; আমিও বেশী লেখাপড়া শিখিনি। অভাবের সংসারে পড়ার সুযোগও পাইনি ; পয়সাকড়ি উপায় ক'রতে না পারায় আমিও কম লাঞ্ছিত গঞ্জিত হইনি দাদাদের কাছে ; তাই একদিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি যদি কোনও রূপে কোথায়ও থেকে পয়সা উপায়ের সুযোগ করতে পারি এবং বাবাকে কিছু দিতে পারি ; আজ চার বছর বাড়ী ছাড়া ; বাবার চিঠি পেয়েছি, তাঁর অবস্থা খুবই সঙ্গীণ, কিছু পয়সা উপায় ক'রে বাড়ীতে পাঠাতে পারলে ভাল হয়, মনে শান্তি পাই।'

বুঝলাম, শুকদেব ধর্মের জন্য, ভগবান লাভের জন্য গৃহ ছাড়েনি, ঘর ছেড়েছে জীবিকাঅর্জনের সহজ পথ খুঁজতে। আর দাদাদের দুর্ব্যবহারের জন্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তাদের দেখাতে যে দেখ তোমরা আমাকে হেয় ও তুচ্ছ ভেবে হেনস্থা ক'রেছ, আমি হেয়ও নহি, তুচ্ছও নহি, আমি লেখাপড়া না শিখলেও পয়সাকড়ি উপায় ক'রতে পারি, এই দেখ জীবনে দাঁড়িয়েছি।" ভাবলাম শুকদেবের ওপর রান্নার ভার পড়েছে, এর আগে উপেন রান্না করত, তাকে বাবা তিন টাকা দিতেন, তাও সে শেষে আর নিত না ; ঐ টাকাটা পেলে ওর

কিছু সুবিধা হ'তে পারে। ওকে ব'ললাম—দেখ আশ্রমের অবস্থা তত সচ্ছল নয়, তোমাকে বেশী টাকা দিতে পারবেন না; বাবাকে ব'লে তোমার উপর রান্নার ভার দিয়েছেন ব'লে, উপেনকে যা দিতেন, তাই তোমাকে দেওয়াতে পারি কিন্তু সেও অতি সামান্য; মাত্র তিন টাকা।

গুরুদেব—শুনেছি, ৺আদ্যাপীঠে গেলে সেখানে থাকা খাওয়া বাদে যে যাহা Collection ক'রতে পারে ও ৺আদ্যাপীঠের বই বিক্রী ক'রতে পারে তার উপর শতকরা সাড়ে বার টাকা কমিশন পায়; দেওঘরে থাকতে কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছিল, তারা এখন ৺আদ্যাপীঠে আছে এবং বেশ সুখে আছে।

আমি—তা হ'বে ভাই। তুমি যদি তেমন মনে কর, তবে সেখানে যাও। আমরা মঠে থা'কলেও আমাদের গুরুদেব আমরা রাস্তায় আছি মনে করেন এবং যখন যা জোটে, তাতেই সন্তুষ্ট থেকে সাধনভজন ক'রতে বলেন; খেয়ে দেয়ে সুখে থাকে তো পশুপাখী সব্বাই; সেটা আর এমন কি কথা; মনুষ্যশরীর পেয়ে ভগবানকে পাবার জন্য চেষ্টা করা উচিত, অন্য সব শরীর কেবল প্রারব্ধ ভোগের শরীর, মনুষ্য শরীরে প্রারব্ধ ভোগ হয় এবং ক্রিয়মাণের দ্বারা সাধু-মহাত্মার কৃপায় ভগবানকে লাভ ক'রে, আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে ধন্য হয়। তা তোমার যখন ভগবদারাধনা ক'রে মনুষ্য জীবনকে সার্থক করা অপেক্ষা পয়সাকড়ি উপায় ক'রে বাবার সেবা করা শ্রেয়ঃকর মনে হ'য়েছে, তখন তুমি তাইই কর। যেপথ যে আশ্রয় করে, সেই পথ যদি তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃপ্রদ, মঙ্গলকর মনে না হয়, তবে সেরূপ মন দিয়ে সে পথ একান্তভাবে আশ্রয় ক'রে থাকতে পারে না; সেভাবে থাকা ভণ্ডামি করা; তার জন্য সে জীবন উৎসর্গ করতে পারে না; লোকের দেখাদেখি বা চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে চলে বটে বা আসনে জপাদিতে বসে বটে কিন্তু তার মন পড়ে থাকে পশ্চাতে; সে একবার এক পা এগোয় তো আবার দু' পা পেছয়; দৃষ্টি সামনের দিকে কিন্তু চলন পেছন দিকে, শেষে খানায় প'ড়ে প্রাণ হারায়। সুতরাং তুমি যাও।

কিছুদিন পরমার্থ ছেড়ে দিয়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা কর, বাবার সেবা করার অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে চলো। যদি বোঝ ভুল পথে এসেছি, জীবনে ভুল করেছি, আবার এসো, বাবাকে ব'লে আশ্রমে থাক্‌বার ব্যবস্থা করব।"

শুকদেব চলে গেল ৺আদ্যাপীঠে ; কিন্তু ৬ মাস পরে শুকদেব ফিরে এল ভগ্নস্বাস্থ্য, কোটরগত চোখ এবং উদাস দৃষ্টি নিয়ে। এসে কাঁদতে লাগল আর ব'লল "দাদা, আমি মরেছি, আমার সর্বনাশ হ'য়েছে, আমার সব গেছে।" তিন দিন পরে ৺শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে ভর্তি করা হ'ল। ভর্তির দিন আমি যেতে পারিনি ; তৃতীয় দিনে দেখতে গেলাম ; ওখানকার একজন চিকিৎসকের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তিনি মঠের রোগী জেনে সব ব'ললেন এবং তখনই এখনকার নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা হ'ল। এবারও মঠের কাজের জন্য আমি সঙ্গে যেতে পারিনি। পঞ্চম দিনে গেলাম দেখতে ; শুন্‌লাম Cerebral Mananxieties হ'য়েছে, গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। "আমাকে দেখেই" দাদা, কবে আমি ঠাকুরের কাছে যাব ? ব'লে উঠল।

আমি—ঠাকুরতো তোমার কাছেই আছেন, তোমার হৃদয়ে ; হৃদয়ের দিকে তাকাও। আর বাইরের ঠাকুরের কাছে যাবে, তা ভাল হ'য়ে ওঠ, শীঘ্রই যাবে। অদূরে সিস্টার দাঁড়িয়েছিলেন, আমার কথা শুনে তিনি মুচ্‌কি হাসলেন। আমি ভাবলাম—আমি ঠাকুরের কাছে যাবার কথা বলেছি ব'লে হাসছেন, কিন্তু যখন রাত্রি ৮টায় হাসপাতাল থেকে খবর পেলাম শুকদেব আর নাই, আমি চ'লে আসার আধঘণ্টা পরেই মারা গেছে। তখন Sister-এর হাসির তাৎপর্য বুঝলাম—তিনি বোধ হয় আমার কথা শুনে ভেবেছিলেন 'হ্যাঁ, আর এ বাড়ীতে গিয়েছে, তার সময় হয়ে এসেছে, মৃত্যু তাকে গ্রাস ক'রবে অতি সত্বরেই ; বৃথা স্তোকবাক্য ব'লছেন।" আমি বুঝতেই পারিনি, তার মৃত্যু অতি সন্নিকট। যা হোক মঠ থেকে ছাত্রেরা যেয়ে তার সৎকারের ব্যবস্থা করে এল।

[ডুমুরদহের আশ্রমে]

আশ্রমে ফেরার পালা; শ্রদ্ধেয় ধ্রুবানন্দ মহারাজকে প্রণাম ক'রলাম। ব্রহ্মচারীদের 'নমো নারায়ণায়' জানালাম, আসবার সময়ে অধ্যক্ষ মহারাজ অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন; আমারও বার বার তাঁর কথা মনে হচ্ছিল; ৫ দিন খুব আনন্দে ব্রহ্মচারীদিগের (অকিঞ্চনানন্দজী ও ধীরানন্দজীর) সঙ্গে এবং বিশেষ করে অধ্যক্ষ মহারাজের স্নেহদৃষ্টিতে থেকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করা গেল; কাজের তাড়া নাই, এখানকার আশ্রমবাসীরাও আমাকে কিছু ক'রতে বলেন না; প্রচুর সময়; ভোর ৩ টায় উঠি; পথে বেরুলে কাছে মশারি থাকা চাই; সে অভিজ্ঞতা ছিল না; বৈশাখমাসে গ্রামাঞ্চলে মশা থাকে না। মশার উপদ্রব পাড়াগাঁয়ে 'আষাঢ়-শ্রাবণ ভাদ্রমাসে, শীতের আমেজ প'ড়লে পাড়াগাঁয়ে মশা থাকে না। কিন্তু ডুমুরদহে এত মশার উপদ্রব, বিশেষ ক'রে রাত্রিতে, যে ঘুমোবে কার বাবার সাধ্য! যা হোক ব্রহ্মচারীরা মহারাজের নির্দেশে আমার জন্য মশারির ব্যবস্থা করেছেন। তাই যতটুকু ঘুমাই সুখে কাটে, নতুবা মশার গান শুনে এবং তাদের মধুর স্পর্শে প্রারব্ধ-জন্য পাওয়া শরীরটা অচিরেই দিয়ে আসতে হ'ত অথবা সারাজীবন ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌তে হ'ত; ব্রহ্মচারী ধীরানন্দজীর পাশেই আমার শোবার ব্যবস্থা; যতক্ষণ ঘুম না আসে গুরুমহারাজের কথা, সাধনের কথা, জীবনের লক্ষ্যের কথা, কি ভাবে দেশ-ঘর ছেড়ে এ পথে এলাম—সবেরই আলোচনা হয়। এক একদিন মনটা এমন অন্তর্মুখী হয় যে, অন্য কথা ব'লতে ভাল লাগে না, তাড়াতাড়ি কথা শুন্‌তে শুন্‌তে যেন ঘুমিয়ে পড়েছি এমনিভাবে চুপ করে যাই; নাম চলতে থাকে, কখন ঘুম আসে জান্‌তে পারি না, কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গে দেখি নাম চল্‌ছে। ধন্য গুরুজী! ধন্য তোমার কৃপা; ব'লেছিলে "জীবনে সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রবে, বৃথা কাল নষ্ট হ'তে দেবেনা; কখন জপে, কখন ধ্যানে, কখন স্বাধ্যায়ে, কখন শ্রবণে, কখন পরস্পরের মধ্যে ভগবৎকথায় সময় কাটাতে চেষ্টা ক'রবে; কৌপীন ধারণ ক'রেছ, অহর্নিশি আত্মচিন্তনে, ভগবচ্চিন্তনে নিমগ্ন

থাকাতেই কৌপীনধারণের সার্থকতা। নতুবা আবার মায়ার কবলে প'ড়ে, কত জন্ম নিতে হ'বে ; আর রোগ, শোক, মনস্তাপ ভোগ ক'রতে হবে।" শুনেছি, গুরুশক্তি সর্বব্যাপী ; তা শিষ্যের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত থেকে শিষ্যকে প্রতিনিয়ত চালনা করেন। তুমি গুরু, আমিতো শিষ্য হ'তে পারিনি। শুধু তোমার কৃপায় তোমার স্নেহদৃষ্টিতে থেকে চল্‌তে চেষ্টা পাচ্ছিমাত্র। তবু তোমার কৃপা আমার ওপর অনবরত বর্ষিত হচ্ছে। তোমার পার্থিব সংস্রব থেকে দূরে থা'কলেও তোমার অপার্থিব সান্নিধ্য দিয়ে প্রতিক্ষণে আমাকে শ্রেয়ের পথে নিয়ে চলেছ।'

আশ্রমিক ৺ধীরানন্দজী ও ৺অকিঞ্চনানন্দজীর সঙ্গে ভাবটা একটু বেশী, শুকদেবের সঙ্গেও কম নয়। অকিঞ্চনানন্দজী ভক্ত মানুষ ; তাঁর গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠা অনুকরণীয় ; চোখ দুটি সদাই যেন ভাবে ঢুলু ঢুলু, ক্যালফেলে দৃষ্টি ; তবে লেখাপড়া বেশী না জানলেও লেখার দিকে একটু ঝোঁক। তাঁর অনেক লেখা দেখলাম, সব ভক্তিভাবে পূর্ণ আর লেখাপড়া না জান্‌লে কি হবে! ভগবান্ যে কৃপা ক'রে মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে গিবি লঙ্ঘন করান। তাঁর কৃপায় কত অকবি কবি হ'য়েছে।

[আশ্রমের পথে]

তখন ডুমুরদহ-ষ্টেশন হয়নি। খামারগাছি থেকেই ট্রেন ছাড়ত ; আশ্রম থেকে অনেকখানি উজানে যেয়ে তবে ট্রেন ধ'রতে হ'ত ; তাই ভাবলাম, এগিয়ে গিয়ে সামনের ষ্টেশনে ট্রেন ধ'রব ; ভেবে হাঁটা পথে চল্‌তে শুরু করলাম ; প্রাতঃসন্ধ্যা ও জপাদি সেরে যাত্রা করেছি ; হাঁটা পথে আসছি, কে যেন কানে কানে ব'ললেন—পথ চ'লছ, নাম কোরছো না কেন? প্রতিপদক্ষেপে নাম ক'রতে ক'রতে পথে চল ; নামও করা হ'বে, পথ চলাও হবে, সময়ও বৃথা যাবে না।" মনে হল—"ভিজে কাপড় নিয়ে চলতে অসুবিধা হ'বে, তাই স্নান করাও হয় নি, রাত্রির বাসি কাপড় আমার বোঁচ্‌কায় আছে, এ অবস্থায় কি নাম করা যায়? নাম ক'রতে হ'লেতো শুচি-শুদ্ধ হ'য়ে ক'রতে হয়।" কে যেন ঘড়ি পিটিয়ে জানালেন "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ"।

পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ মাত্রেই অন্তর বাহির শুদ্ধ হ'য়ে যায়, তবে ইতস্ততঃ ক'রছ কেন ? আচ্ছা, এখন বাসি কাপড় সঙ্গে আছে ব'লে নাম কোরছো না, সঙ্কোচ ক'রছ, যখন রোগ শয্যায় প'ড়ে থাকবে, হয়তো মলমূত্র মেখে থাক্‌বে, যখন মৃত্যু এসে আক্রমণ করবে, তখন শুচিশুদ্ধি নও ব'লে ভগবৎকৃপায় তাঁর নাম স্মরণে আস্‌লেও তাঁর নাম মুখে নেবে না ? তা হ'লে তোমার গতি কি হবে ? এখন যদি শয়নে-স্বপনে, ভোজনে-ভ্রমণে, বসে বা দাঁড়িয়ে—যখন যে অবস্থায় থাক, সেই অবস্থায় নাম অভ্যাস না কর, তবে সেই ঘোর অন্তিমকালে—যখন তোমার সব ইন্দ্রিয় বিকল হ'বে, আত্মীয়-স্বজন অসহায় হ'য়ে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে থাকবে, তখন কি নাম স্মরণে আসবে ? যা নিত্য নিরন্তর অভ্যাস করা যায়, তাইই তো অবশের মত হ'য়ে যায় ? সুতরাং অভ্যাসে শৈথিল্য হ'লেই জান্‌বে সেখান দিয়ে দুরিত প্রবেশ ক'রবে। প্রথমে জান্‌তে না পারলে-তো পরিশেষে ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে, ফাল হ'য়ে বেরুবে। আর এমনকি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছ, বা এমন কি সাধনায় সিদ্ধ হ'য়েছ, যে ঠাকুরের (মহর্ষি-নগেন্দ্রনাথের) মত আগে থেকেই মৃত্যুসময় জান্‌তে পারবে, এবং বিছানা ছেড়ে আসনে ব'সে আচমন ক'রে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে তাঁকে স্মরণ ক'রতে ক'রতে তাঁর নাম উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে দেহ ছাড়বে ? অভ্যাস না ক'রলে কি কিছু হয় ! আর অভ্যাসও আন্তরিক হওয়া চাই ; যা অভ্যাস করা যায় দীর্ঘদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে, তাইই স্বভাব হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং শুচি বা অশুচির চিন্তা করো না, প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে, তাঁর নাম কর্‌তে কর্‌তে চল ; পথ চল্‌তে চল্‌তে যদি মৃত্যুও আসে, সে মৃত্যুও ভয়ের কারণ হ'বে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[বাঁশবেড়ে]

হাঁটা পথেই চলেছি, কখনও ৺গঙ্গার কাছাকাছি আবার কখনও দূর দূরান্তর দিয়ে চল্‌ছি। বেলা বাড়ছে, ক্ষুধাও পেয়েছে। মধ্যাহ্নকাল

উপস্থিত। বাঁশবেড়ে এসেছি; ৺গঙ্গায় হাতমুখ ধুয়ে পথের ধারে গাছের ছায়ায় মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করতে ব'সে পড়লাম। বসার পর কাউকে ব'লতে শুনলাম একেবারে ৺মায়ের বেদীর কাছে সাধুজী জপ ক'রতে ব'সেছেন; আর একজন বললে,—জপ ক'রতে ব'সেছেন তো, অন্য কিছু ক'রছেন নাতো, তা হ'লে বলা যেত। তাঁরা চলে গেলেন; আমি সন্ধ্যা ক'রছি. ১০৮বার গায়ত্রী জপ ক'রলাম। দীক্ষার মন্ত্রও অভ্যাসমত সংখ্যা রেখে ২০০৮বার জপ ক'রলাম। চোখ বুঁজেই জপ ক'রছিলাম; যেই চোখ মেলছি দেখি একজন কালো বৃদ্ধা তাঁর বাঁহাত খানি

[জ্যোতিষী গিরি]

আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন; আমি আবার চোখ বুঁজে জপ ক'রতে লাগলাম, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ক'রলাম না; জপ করেই যাচ্ছি, উদ্দেশ্য তাকে এড়িয়ে যাওয়া। বেলা প্রায় ১।৹ টা, জনমানব কাছে পিঠে নেই, বৈশাখের রোদ্দুর ধূ ধূ ক'রছে। তাকে দেখে প্রথমে ভয়ও হ'য়েছিল। যা হোক, ক্ষিধেও পেয়েছে, আশ্রমেও ফিরতে হবে—মনে ক'রে উঠতে যাচ্ছি। এবার বৃদ্ধা ব'ললেন বাবা অনেকক্ষণ বসে আছি আপনার কাছে কয়েকটি কথা জানব ব'লে, আপনি আমার ভবিষ্যৎ একটু ব'লে দিন।"

আমি—মা, আমি তো জ্যোতিষী নহি। রেখাও দেখতে জানি না।

বৃদ্ধা—বাবা, সাধুরা সব জানেন, আপনি ইচ্ছা ক'রলেই সব ব'লতে পারেন, আপনি একটু দয়া করুন।

আমি—মা! আমি তেমন সাধু নহি, আমি অল্পদিন হলো ব্রহ্মচর্য পেয়েছি, শুধু গুরুদেবের আদেশে তাঁর একটা উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, আশ্রমে ফিরছি; আমি রমতা সাধু নই; মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, তাই সন্ধ্যা বন্দনা ক'রতে ব'সেছি। বৃদ্ধা তবু নাছোড়বান্দা; অগত্যা ঠাকুরের নাম ক'রে যা মুখে এল প্রশ্নানুযায়ী ব'লে গেলাম।

বৃদ্ধা—বাবা, এই তো সব মিলে যাচ্ছে, তবে যে ব'লছিলে, তুমি জান না, এখন ভবিষ্যতে আর কি আছে, তাই বল।

আমি—মা! আমি ভেবে চিন্তে কিছু বলিনি, কিছুই জানি না, যা মুখে এসেছে, তাইই বলেছি। কিন্তু তিনি শুন্‌তে চান না; ব'ললাম, আপনার বয়স তো ৭৬।৭৭। এতদিন সংসারে ছেলে পিলে নাতি-নাতনী নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাদের সুখদুঃখের কথা ভাব্‌তে গিয়ে নিজের পরকালের কাজ কিছুই করেননি, অথচ আপনি ভাল ভেবে ক'রতে গিয়েছেন, সেটাই তারা বিপরীত ভেবে বিপরীত আচরণ করেছে এবং ক'রছে; এখন সব ছেড়ে দিয়ে যদি দীক্ষা হ'য়ে থাকে সেই মন্ত্র জপ করুন। আর যদি না হ'য়ে থাকে শুধ্‌ 'মা মা' ক'রে ডাকুন! আপনার ছেলে ভক্তিমান্‌; আপনার খাবার কষ্ট হ'বে না। নাতি-নাতনীদের ভার তাদের মায়ের ওপর ছেড়ে দিন। ওদের জন্যই তো বৌমার সঙ্গে বেশী বাধে; অশান্তি বাড়ে, খেয়ে ব'সে সুখ পান না।

বৃদ্ধা—'হ্যাঁ বাবা! ঠিকই তো ব'লেছো, ঐ জন্যই তো যত অশান্তি। দীক্ষা নেব নেব ক'র্‌ছি, এখনও নেওয়া হয়্‌নি; তোমার কথা মত মাকে 'মা মা' ব'লে ডাকবো, শীঘ্রই মন্ত্র নিয়ে ছেলেকে ব'লে ৺কাশী চ'লে যাব, আর এ মায়ার সংসারে থেকে মায়া বাড়াব না; কেউ কারু নয়, কেউ কারু নয়, কেবল মায়ার বাঁধনে বাঁধা আছি ব'লে এত শাস্তি।' বলতে বলতে আমাকে টিপ ক'রে একটা প্রণাম কর্‌লেন ব'ললেন—তোমার কথায় আমার চোখ খুললো।"

[অজ্ঞতার খেসারত, ঠাকুরের কৃপা]

এবার জি. টি. রোড ধ'রে চলেছি; নির্জন রাস্তা; বৈশাখের রৌদ্র কিনা! ক্ষিদে পেয়েছে, আগেই বলেছি। হুগলী টাউনের কাছে এসে গেছি; আবার রুটি বানানোর চেষ্টার পুনরাবৃত্তি; এবার আম-বাগানে পথের ধারে। কিন্তু ঝড়ের মত বাতাস বইছে, কাঠ ধরান যাচ্ছে না; হতাশ হ'য়ে পড়েছি। এমন সময়ে এক ব্যক্তি পশ্চিম দিক্‌ থেকে এক-পা' দু'পা ক'রে সেখানে এলেন; আমার পথ চলার

অনভিজ্ঞতা তাঁর চোখে ধরা প'ড়ে গেছে। তিনি বললেন—"মহারাজ! কতদিন পথে বেরিয়েছেন; কোথায় কি ভাবে কি হ'তে পারে বা করতে হয়, সে বিষয়ে দেখ্‌ছি সম্পূর্ণ অজ্ঞ! এত ঝড়ের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় দেশলাইয়ের কাঠিতে কাঠ ধরিয়ে রান্না করতে চাইছেন, এ হয় নাকি? এখানে একটুকরো কাগজ জ্বালাতে যেটুকু সময় দরকার, ততটুকু সময়ও বাতাস আপনাকে দেবে না; পাশেই আমাদের বাড়ী আছে; সেখানে কিছু ভিক্ষা ক'রবেন, তারপর রোদ প'ড়লে যথা ইচ্ছা যাবেন; এই বৈশাখের ভরদুপুরে কেউ রাস্তায় বেরোয়? দেখছেন না, রাস্তা একদম জনমানব-শূন্য। চলুন আমার সঙ্গে।"

আমি কোনও কথা না ব'লে তাঁর পিছু পিছু তাঁদের বাড়ীতে গেলাম। ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। আপাততঃ একটু জল পেলে বাঁচি। জলের কথা ব'লতেই তিনি ঘর থেকে একটু আখের গুড় এবং একটি মাজা পেতলের গেলাসের এক গ্লাস জল দিলেন। একটু ইতস্ততঃ করছি দেখে ব'ললেন "গুড়, ভাল গুড়; কোনও রকম সগ্‌ড়ির সঙ্গে ছোঁয়া নয়। আপনি সাধু মানুষ, আপনাকে তেমন জিনিস দেব কেন? আমরা গৃহস্থ মানুষ, ২।৪টে ছেলেপিলে নিয়ে বাস করি, আমাদের কি ভয়-ডর নাই!" আমি প্রায় একসের জল খেলাম। এবার ব'ললেন—"ঘরে চিড়ে-গুড় আছে, হাঁড়িতে জাল দেওয়া দুধ আছে, তাই একটু খান; অনেক বেলা হয়েছে"।

আমি—"আটা মেখেছি, রুটি তৈরীর চাটু প্রভৃতি আমার কাছে আছে, শুধু একটু আগুনের ব্যবস্থা ক'রে দিলে যথেষ্ট হবে।"

তাঁদের বারান্দায় একটা তোলা উনোন ছিল। সেইটা গোবরমাটী দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিজেই কাঠ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন; অল্প সময়ের মধ্যে রুটি করা হয়ে গেল। তিনি আপত্তি শু'নলেন না। একটা পাথরের কানা উঁচু থালায় প্রায় দেড় পোয়া দুধ ও আখের গুড় দিলেন। আপত্তি শু'নলেন না, ব'ললেন—"আপনি সাধু মানুষ, বৈশাখ মাসের দুপুরে আমার বাড়ীতে আপনাকে পেয়েছি; সাধু

সেবার ভাগ্য তো প্রায়ই হয় না ; তা এ দুধ এবং মিষ্টিটুকু আপনাকে নিতে হবে"। ইতঃপূর্বে ২।৩ বাড়ীর সদর দরজায় ধাক্কা দিয়েছি, আবার তাঁদের বিরক্ত করা হচ্ছে ভেবে, বা বৈশাখের দুপুরে বিশ্রামের সময়ে বিরক্ত করায় ২।৪ কথা শুনাতে পারে—ভেবে ভয়ে পালিয়ে এসেছি। আর ভেবেছি, আজ নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ হয়েছে ; তাই খাবার জুটছে না বা ভগবান্ আমার ভাগ্যে আজ অন্ন মাপাননি। আবার দেখ্‌ছি "তিনি করুণামাখা মূর্তি নিয়ে পথ থেকে ডেকে নিয়ে আমার মধ্যাহ্ন আহারের সুব্যবস্থা ক'রছেন। ধন্য ঠাকুর! ধন্য তোমার লীলা ; আমি অবোধ, তোমার লীলা বোঝা আমার সাধ্য নয় ; ধৈর্যও নাই। তাই কখনও নিজের কপালের দোষ দিচ্ছিলাম, কখনও বা তোমার ওপর দোষ চাপাচ্ছিলাম। ঠাকুর! ধৈর্য দাও, বিশ্বাস দাও, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে সব মাথা পেতে নিবার শক্তি দাও ; আর কোনও অবস্থায় যেন তোমার জগৎপাবন, পতিতপাবন নাম না ভুলি ; নামের সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ ক'রে তোমার পাদপদ্মে আমার এই দুষ্ট অহংকৃত মন লুটিয়ে পড়ে।

গৃহস্থের আর্তি ও শ্রদ্ধা এবং আমার প্রয়োজন—দুই মিলে আমাকে দুধ ও মিষ্টি অঙ্গীকার ক'রতে বাধ্য করালে। গতকাল রাত্রি ৮।০টায় আশ্রমে প্রসাদ পেয়েছি, ক্ষুধায় কাতর হ'য়েছি। এত দীর্ঘ পথ পদব্রজে আসায় ক্লান্তিও বেশ হ'য়েছে ; দ্বিরুক্তি না ক'রে গৃহস্থকে ব'ললাম—"আমার নির্জনে একাকী প্রসাদ পাবার আদেশ, সুতরাং প্রসাদ পাবার সময়ে কেহ কাছে থাকেন—এটী আমার শ্রীগুরুদেবের আদেশের বিরোধী"। তিনি আড়ালে গেলেন ; আমার প্রসাদ পেয়ে আঁচাবার পর হরীতকী এনে দিলেন। এতক্ষণ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেননি ; এবার আমাদের আশ্রম কোথায়, আমার যোগপট্ট কি ; কেন ঘর ছেড়ে এসেছি।—এরূপ প্রশ্ন ক'রলেন। আমিও শিষ্টাচারসম্মত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম ; ব'ললেন—"তাঁদের আত্মীয়ের বাড়ী গড়পারে পীতাম্বর ভট্টাচার্য লেনে আছে"—আমি তাঁকে আমার গুরুদেবের মঠে আসতে সাদরে আমন্ত্রণ ও 'নারায়ণ' জানিয়ে মঠের

দিকে পা বাড়ালাম। তিনি কিন্তু কোনও দিন আমাদের মঠে আসেন নি; হয়তো বা আমার সাধকজীবনের সত্যতা যাচাই করার জন্য ঐরূপ ব'লে আমার মনোভাব লক্ষ্য ক'রেছিলেন।

পথ চল্‌তে চল্‌তে ক্রমান্বয়ে ৺গঙ্গার ধার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, সে খেয়াল নাই; অজানা অচেনা জায়গা; পথে কদাচিৎ কারু সঙ্গে দেখা। তাও গেরুয়া প'রে পথের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে কেউ কিছু বল্‌তে পারে —তা-ই তাও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না। তবে ৺গঙ্গার ধারে ধারে আসছি এবং কাউকে জিজ্ঞাসা না কর্‌লেও এক সময়ে হাওড়া ষ্টেশনের কাছে এসে পৌছিব—এ বিশ্বাসে ভর ক'রেই চলেছি। গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড কোথাও ৺গঙ্গার অতি নিকট দিয়ে গেছে। আবার কোন কোন স্থলে চল্‌বার সময়ে ৺গঙ্গা চোখে পড়ে না। চল্‌তে চল্‌তে ভদ্রেশ্বরে পৌছিয়ে গেলাম; স্টেশনমাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা কর্‌তে বল্লেন—"একটু আগেই গাড়ী ক'লকাতায় রওনা হয়ে গেছে। আর রাত্রে ৭॥ টায় Down Train আসবে। সেই গাড়ী হাওড়ায় যাবে। ষ্টেশনে লোকের ভিড় খুব। মনে হয় Up-এ যাবার গাড়ী শীঘ্রই আসবে। চীৎকারে ও যাত্রীদের নানাপ্রকার আলোচনায় মনটা বিগড়ে গেল।

[ভদ্রেশ্বরে ৺গঙ্গার ধারে সন্ধ্যা]

সায়ংসন্ধ্যার সময়ও হ'য়ে এসেছে; সুতরাং ষ্টেশন ছেড়ে একটু দূরে ৺গঙ্গার দিকে অগ্রসর হলাম; কিন্তু ব'সে সন্ধ্যা করার মত জায়গার অভাব। কাছে পিঠে ঘাট নাই, আবার ঘাটে সন্ধ্যা কর্‌তে গেলে। সন্ধ্যা সেরে এসে হাওড়ার ট্রেন ধরা সম্ভব হবে না। ৺গঙ্গার ধারের দিকে বোধ হয় যাত্রীরা মলত্যাগ করে; তাই মলের দুর্গন্ধে ভরা; অথচ সন্ধ্যা না কর্‌লে নয়। মঠে ফিরতে রাত হ'বে। ১৬দিন পরে মঠে ফিরছি—নানা কথা, পথের বিবরণ, যে কাজে পাঠিয়েছিলেন, তার সংবাদ জানতে চাইবেন। সুতরাং সন্ধ্যা কর্‌তে অনেক রাত হ'বে, আর পথ চলার পর রাত্রিতে আসনে ব'সলে ঘুমও আসতে পারে। এরূপ

নানা চিন্তা জাগল। অগত্যা একটি জায়গা দেখে আসন পেতে ৺গঙ্গা থেকে হাতমুখ ধুয়ে সন্ধ্যাদি করতে আসনে ব'সলাম। পথশ্রান্তি জন্যই হোক্, আর ৺গায়ত্রীর কৃপাতেই হোক্, অল্পক্ষণের মধ্যে যেন একটু আচ্ছন্নের ভাব এল; মনটা অন্তর্মুখীন হ'ল; বেশ ধীরে ধীরে গায়ত্রী জপ করতে করতে মনটা ভর্গদেবের ভর্গমুখী হ'ল। সূর্য অস্তমিত হয়েছেন; তাঁর রক্তিম আভা কিন্তু তখনও মেলায়নি। সেই রক্তিম আভার ভেতর থেকে যেন সহসা একটি শুভ্র জ্যোতির্ময় মূর্তি দিগ্‌বলয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলেন, মন আনন্দে ভ'রে গেল। অমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে এল "ইদমহং মাং সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা"—সব তোমাকে দিলাম, আমার সব তুমি লও, আর কিছু রেখো না।" বিদ্যুৎ চমকের মত জেগে সব মিলিয়ে গেল; মন নীচে নেমেছে; পার্শ্ববর্তী লোকের কথাও কানে যাচ্ছে; চোখ মেলতে ইচ্ছা হচ্ছে না, আবার সেই ভুবনভোলান, মনোহর মূর্তি দেখ্‌বার বাসনা জাগছে; কিন্তু দৈব প্রতিকূল। হঠাৎ কানে গেল "সাধুজী বেশ ব'সে আছেন তো! আকাশ মেঘে ভরে গেছে; এখনই কাল-বোশেখীর ঝড় বৃষ্টি নামবে; সব ভিজে একাকার হ'য়ে যাবে; সাধুজী বেশ নিশ্চিন্তে ব'সে আছেন তো।" এবার আর ভরসা ক'রে চোখ বুঁজে ব'সে থাকতে পারা গেল না। তাঁর নাম করছি, তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ইচ্ছা হ'লে এখন বাতাসে মেঘ কোথায় উড়ে যেতে পারে,—এমন বিশ্বাস জাগ্‌ল না। চোখ মেললাম, আকাশে কাল-বোশেখীর ঘনঘটা দেখে ভীতও হলাম, কিন্তু তখনও সন্ধ্যা শেষ হয়নি। মনে মনে ব'ললাম—"সন্ধ্যা না সেরে উঠ্‌ব না; আমি তো খেলা করতে বসিনি; তাঁর নাম জপ করতে এবং তাঁকে ধ্যান করতে ব'সেছি, তিনি করুণাবরুণালয়। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর এই অধম সন্তানকে তাঁকে ডাকতে সহায়তা ক'রবেন"—এই ভেবে চোখ বুঁজে আবার জপে মন দিলাম। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, ২।১ ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু ক'রেছে। আমার সন্ধ্যাও শেষ হ'য়েছে। আসনাদি বেঁধে ঠিক করতে করতে খুব জোরে বাতাস বইতে লা'গল,

বৃষ্টিও জোরে এল। আমিও ছুট্তে ছুট্তে এসে স্টেশনের গুমটির মধ্যে আশ্রয় নিলাম। কাপড়-চোপড় কিছু ভিজে গেল; তাতে দুঃখ নাই; সন্ধ্যা ঠিক সময়ে কর্‌তে পেরেছি, সন্ধ্যাও ভালভাবে হ'য়েছে শ্রীগুরু-গোবিন্দের কৃপায়—ভেবে মনে শান্তির হাওয়া বইতে লাগল। দেখলাম ঘড়ীতে আটটা; অথচ কলিকাতার গাড়ী ছাড়ার কথা ৭৷৷০টায়। স্টেশনে দারুণ ভীড়; গাড়ী দেরীতে আসায় এই অবস্থা। অতি কষ্টে হাওড়ার টিকিট কেটে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ওঠা গেল। বস্‌বার জায়গা পেলাম না। কাঁধে কম্বলাদির বোঝা; আর ডান হাত দিয়ে রড্ ধ'রে ভদ্রেশ্বর থেকে কোন্নগর আসা গেল; অনেক যাত্রী নেমে গেল কোন্নগর স্টেশনে। এবার একটু বস্‌বার জায়গা পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে বাবার "সাধুদের প্রতিপাল্য অব্যর্থকালত্বের কথা মনে হয়েছে; আর সময় নষ্ট হচ্ছে মনে ক'রে নাম নিতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু রাস টেনেছি আর রাস কেটে গেছে লোকের ধাক্কায়, কাঁধের বোঝার ভারে, আর আমার বহির্মুখী মনের প্রীতিকর আলাপ কানে যাওয়ায়। এতক্ষণ বোঝা এবং নিজের বোঝা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, অন্য কোনও চিন্তা ছিল না। বস্‌তে পেয়েই মন সুযোগ পেল; সে তার পাখা মেলে অগুণ্‌তি চিন্তা তুল্‌তে লাগল। যেন জলের ঢেউয়ের মত একটার পর পর একটা হাজির হ'তে লাগলো। এ যেন "বস্‌তে পেলে শুতে চায়; ব'সেই সকলের আগে বাবার প্রসন্নবদন, চিত্তাকর্ষক শ্রীমূর্তি, অলক্তক-রাগরঞ্জিত হস্তপদাদি ও ওষ্ঠাধর—সর্বোপরি বাইরে যাবার সময়ের তাঁর স্নেহ দৃষ্টি চোখের উপর ভাসতে লাগল। বাহিরে পাঠাচ্ছেন তাঁর কাজে, আমার কষ্ট হবে—এজন্য মনে মনে কত অপরাধী। অথচ প্রয়োজনের খাতিরে পাঠাতে হচ্ছে। তাঁর স্নেহবর্মাচ্ছাদনে, তাঁর করুণার অভয় হস্ত দিয়ে যেন রাখীবন্ধনে বেঁধে পাঠাচ্ছেন, তাঁর কাছ ছাড়া ক'রছেন—যেন কোনও বিপদ না হয়। আবার আমার তখনকার মনের অবস্থাও মনে পড়ল—"তাঁর কাজে আমাকে পাঠাচ্ছেন, তাঁর কাজে যাচ্ছি, আমার ভয় কি? বিপদ যদি ঘটে, তিনিই রক্ষা

ক'রবেন, মা'রবার যদি ইচ্ছা থাকে, তিনিই মা'রবেন, কেউই রক্ষা করতে পা'রবেন না। আর গুরু গীতার কথা মনে পড়েছিল—"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরুরুষ্টে ন কশ্চন" [ইষ্টদেব রুষ্ট হ'লে গুরুদেবই রক্ষাকারী, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হ'লে কেহই রক্ষা ক'রতে পারেন না]। তার ফলও গত ১৫দিন হাতে হাতে পেয়েছি। তিনি সর্বতোভাবে যেন আমাকে কোলে ক'রে আড়াল ক'রে রেখেছিলেন ; আশ্রম থেকে বাহিরে ছিলাম, বুঝতেই পারিনি ; কখন কখন একটু আধটু অসুবিধা হয়েছিল বটে ; কিন্তু সেটুকুও তো তাঁর করুণা ; নতুবা যে তাঁকে ভুলে যাবো, অহংকার জাগ্‌বে ; পরিণাম তিক্ততায় ভ'রে যাবে। যেখানেই গিয়েছি আদর পেয়েছি, শ্রদ্ধা পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি, পথে চলার উপদেশ পেয়েছি। ডুমুরদহ (হুগলী) এর উত্তমাশ্রমের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ধ্রুবানন্দগিরি মহারাজের স্নেহাশিস্, উপযাচক হ'য়ে সাধনার উপদেশ যেমন চিরকাল স্মরণীয়, তেমনি গুপ্তিপাড়া (হুগলী জেলা)র ৺বৃন্দাবন-চন্দ্রের মঠের স্বামীজীর সঙ্গে ত্যাগীর আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনায় নির্ভীক উত্তর দানও তো মনে রাখার যোগ্য! সবই যে শ্রীশ্রীবাবার স্নেহাচ্ছাদনের ফল—তা কেবলই মনে হ'তে লাগল। এসব মনে করতে করতে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল "কে যেন কানে কানে বলছে—"আরে! অতীত নিয়ে এত মাতামাতি কোরছো কেন? আগের দিকে চাও, সময় যে বয়ে যাচ্ছে, সময় গেলে কি সময় আর ফিরে আসবে? যা পেয়েছ, তাতো জমা রইলই, নতুন সংগ্রহ কর, তবে তো পূর্ণ ঘরে পূর্ণিমার চাঁদকে বসাতে পারবে ; যা পেলে আর কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাক্‌বে না, আপ্তকাম' পূর্ণকাম হ'বে, তাতো এখনও পাওয়া হয়নি, তাঁকে পাবার জন্য যে নিত্য নিরন্তর প্রাণপাত ক'রতে হ'বে!" ধাক্কা খেয়ে মন একটু স্থির হ'ল। মনে পড়ল শ্রীশ্রীঠাকুর নগেন্দ্রনাথের পরমার্থ সঙ্গীতাবলীর

"নাম সাধন হয় যতক্ষণ, সেইতো ভাই সেইতো জীবন,
নইলে ভাই অন্য ক্ষণ ভস্ত্রার সমান।"

স্মরণ হ'তেই মনে হ'ল, শ্রীশ্রীবাবা নিজের মহিমা বেশী হৃদয়ে জাগাতে

চান না, কর্ত্তব্য পথে আমাকে চালাতে চান, যাতে তাঁর মহিমার সাগর আমার মনশ্চক্ষে আরও উজ্জ্বল, আরও বিস্তৃতরূপে প্রকাশ পায়। গুরূপদেশ নির্ব্বিচারে পালন ক'রলে জগতে শিষ্যের দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়—ইহাই দেখান তাঁর উদ্দেশ্য। মন আবার নামে জপে লেগে গেল। কিন্তু অবিরাম-অবিশ্রাম চলল না; লোকের ধাকাধাক্কি, চীৎকার, ষ্টেশনে ষ্টেশনে যাত্রীদের ওঠানামা, বাহিরে দৃষ্টি-সব মিলে মনে বিক্ষেপের সৃষ্টি ক'রছিল; মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছিল, কিন্তু জপ হচ্ছিল না। অর্থ ভাবনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন্ত্র প্রতিপাদ্য চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে মন্ত্রোচ্চারণই তো জপ। ইচ্ছামত নাম না করতে পারায় এবং নামে মনে এক না হ'য়ে মন নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় খুবই বিরক্তি জাগ্‌ছিল। আবার মনে হচ্ছিল, গাড়ীতে তো সকলেই নিজ নিজ সুখ-সুবিধে নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌বেই, তাদের তো কোনও বালাই নাই। যেন তেন প্রকারেণ জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। এঁদের জীবনে আর কোন উদ্দেশ্য আছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না; শুধু খাওয়া দাওয়া ঘুম প্রভৃতি একটু আরামে হ'লেই এরা জীবন সার্থক মনে করেন? অনন্ত যাত্রার পথে এ জীবন যে একটা পান্থশালার মতো, এখান থেকে পাথেয় নিয়ে আবার আগের পথে চলতে হ'বে, বৃথা কালক্ষেপে দুর্লভ মনুষ্যজীবন কাটিয়ে দিলে মহান্ অনর্থ হ'বে-এবোধ এদের নাই; আবার মনে হচ্ছিল—এঁরা কেহ হয়তো গুরূপদেশ আমার বাবার উপদেশের মত শোনেননি—"আত্মানং বিদ্ধি" "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি নেহ চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"। ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মা-ল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥" [নিজকে জান, কে তুমি, তোমার স্বরূপ কি তা জান, যদি আপন স্বরূপকে জানতে পার, তবে সত্যই কিছু ক'রলে বা পেলে, আর যদি তা না জান্‌তে পার, বিষয়, আশয়, সংসার নিয়ে মেতে থাক, আর সেই অবস্থায় এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে পাড়ি দিতে হয়, তা হ'লে জানবে, মহাক্ষতি হ'য়ে গেল, একটা জীবন বৃথা গেল এবং আরও বহুবার জন্মাবার কাজ করা হ'ল। তিনি

সকল ভূতে সর্বত্র বিরাজমান এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'লে জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন]। সুতরাং তাঁদের যেমন শিক্ষা, যেমন পরিবেশ, যেমন রুচি-তাই নিয়েই তো চলবেনই ; তাঁদের যখন সময় হ'বে, জন্ম-জন্মান্তর দুঃখকষ্ট ভোগ ক'রে জন্মমৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা ক'রবেন। আত্মকৃপা না হ'লে গুরুকৃপা বা ইষ্টকৃপা লাভ হয় না। 'আমি পাঁক থেকে ওঠবো, আমি খানা-থেকে বাহিরে যাব'-এ বোধ না জাগ্‌লে কি কেহ খানা থেকে বাহিরে আস্‌বার চেষ্টা করে ? আর নিজে চেষ্টা ক'রে না পারলে, তখন অপরের সাহায্যের দরকার হয় ; আবার সাহায্য চাইলেই কি পাওয়া যায় ? সাহায্য প্রার্থীর আর্তিও সাহায্য-দাতার দয়ার উপর নির্ভর করে সাহায্য পাওয়া। আমার ওসব নিয়ে মাথা ঘামান উচিত নয়! নিজের চরকায় তেল দেওয়া উচিত। আমি বাবার উপদেশ জীবনে রূপায়িত কর'তে কতটুকু চেষ্টা ক'রছি! মন, নিজে উদ্বুদ্ধ হও ; পরচর্চা বা পরের সমালোচনা নিয়ে কাল নষ্ট করার সময় নেই ; তিনিই গড়ে পিঠে ঠিক ক'রে নেবেন। পথে চল্‌তে চল্‌তে ঘা খেতে খেতে, বহু ঘাটের জল খেতে খেতে একদিন নিশ্চয়ই তাঁর ঘাটে আসবে ; তাঁর ঘাটে সকলকেই যেতে হবে, নতুবা যে শান্তি নাই। এইরূপ নানা চিন্তায় মন ভরেছিল ; সময় কেটে যাচ্ছে, নামে মনে এক হোক বা নাই হোক, নাম করা উচিত, নাম করে যাই, অন্য চিন্তা করা উচিত নয়—এ বোধই ছিল না। এমনিই আমাদের নিয়তি, এমনি করেই মায়ার ছলনে প'ড়ে অমূল্য সময় নষ্ট করি। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছুতেই খেয়াল হল ; হায় হায় সেই ভদ্রেশ্বর থেকে এ পর্যন্ত কি ক'রলাম! ট্রেণ থেকে নামা গেল। এখন আবার মঠে পৌঁছুবার চিন্তায় পেয়ে ব'সল ; আর তর সইছে না। কতক্ষণে মঠে পৌঁছুব, বাবার শ্রীচরণে প্রণাম করে শান্তি পাব।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[মঠে প্রত্যাবর্ত্তন]

মঠে ঢুকে প্রথমেই ধরমপ্রকাশের (ধরমপ্রকাশ ব্রহ্মচারী) সঙ্গে দেখা। ব'ললে এলে ? বাবা নিত্য তোমার নাম করেন। বলেন—দেখ্‌ছ কি নিষ্ঠুর। এতদিন গিয়েছে একটা চিঠি পর্যন্ত দিলে না ; কোথায় আছে, কেমন আছে, কি খাচ্ছে-কিছুই জানাল না ; না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে ; তখন না পাঠালেই ভাল হ'ত। ইত্যাদি ইত্যাদি। "আমার তো কোনও কষ্ট হয়নি, আশ্রমে সাক্ষাৎভাবে তাঁর কাছে থাকলে, যেমন থাকতাম্, তেমনিই ছিলাম। তিনিই তো সব ব্যবস্থা ক'রেছিলেন, তিনি সব ক'রেও অকর্তা", ব'ললাম। আমার গলার আওয়াজ পেয়েই বাবা বারান্দায় এসেছেন—ব'ললেন "নিষ্ঠুর এসেছে?"

আমি তাড়াতাড়ি আসন কম্বলাদি নামিয়ে হাত পা ধুয়ে উপরে গিয়ে বাবাকে প্রণাম ক'রলাম।

বাবা—'নিষ্ঠুর! এত দিন বাহিরে ছিলে, একটা চিঠি দিতে নেই ; আমার কি কষ্ট হয় না ? তোমার জন্য কেউ ভাব্‌তে পারে, তা কি একবার ভেবেছিলে' ? ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তাঁর চোখে জল এল। আমি তো অবাক্ ; তখন আমার এ জগতে এবার আসা ৩৫ বৎসর হ'য়ে গেছে, নিতান্ত বালক নহি ; জগতের সঙ্গে অনেক পরিচয় ঘটেছে, বাল্যে পিতৃহারা, কৈশোরে মাতৃহারা ; দাদার তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করেছি ; Class VII থেকেই বিদেশে ; মাসের পর মাস দাদাকে কোন পত্রাদি দিইনি, কই তিনি তো কখনও কোনও অভিযোগ করেননি বা কিছু ব'লতে শুনিনি ; আমার জন্য কেহ ভাবতে পারেন, আমার জন্য ভাব্‌বার কেউ আছেন—এ চিন্তা আমার কল্পনার অতীত। তার ওপর "আজই মঠে ফিরব, কালই মঠে ফিরব" মঠে ফিরে যেয়ে সবিস্তারে সব কথা ব'লব"—এমন একটা চিন্তাধারা পেয়ে ব'সেছিল। যখন সান্নিধ্যে ছিলাম' তখন যে তিনি ভালবাসেন, তা ঘুণাক্ষরে ও

জানতে পারা যায়নি, বরং তার বিপরীত মনে হ'য়েছে। সামান্য ক্রটিতে বকুনি খেয়েছি, কৈফিয়ৎ দিতে গেলে শোনেননি, বরং দোষ ঢাক্‌বার কৌশল, মনে প্রাণে সরল হবার ইচ্ছা নাই; মনে প্রাণে সরল না হ'লে সাধনপথে আসাই বৃথা ইত্যাদি প্রকার শাসনের সম্মুখীন হ'য়েছি। তিনি যে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক—উভয়বিধ কল্যাণের জন্য, মা যেমন অসুস্থ সন্তানকে রোগ মুক্ত করার জন্য তেতো ওষুধ খাওয়ান, তেমনি আমাকে সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত ক'রে শুচি শুদ্ধ হ'য়ে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের উপযোগী করার জন্য তেমন ক'রে হাত ধ'রে নিয়ে চলেছেন, সে বোধ হয়নি। বরং তার বিপরীত বোধ হ'য়েছে। অজ্ঞ, মূঢ় অবিবেকী কিনা! মনে হয়েছে—তিনি রূঢ়। তিনি আমাকে ভালবাসেন। তিনি দরদী। প্রকৃত মঙ্গলকামী। তাঁর এত কাঠিন্যের মধ্যে এত কোমলতা, তা কোনদিনই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরা পড়েনি। মর্মে মর্মে মরে গেলাম নিজের ক্রটির কথা ভেবে; শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুধু ব'ললাম "রোজই আশ্রমে ফিরবো মনে ক'রতাম—তাই চিঠি দিইনি!" ইতোমধ্যে চোখ জলে ভরে গেছে। পিতার স্নেহ মনে নাই। মাতার আদরও ভুলে গেছি; বিশেষ ক'রে বৈরাগ্যের পথ সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা—এ পথে আ'সতে হ'লে পিছু টান সব কাটাতে হয়, গ্রাম্যকথা বর্জন ক'রতে হয়; পূর্বাশ্রমের সঙ্গে পূর্ব পরিচিতদের সঙ্গে সব বন্ধন ছিন্ন ক'রতে হয়, আর সেই মন অহর্নিশি ইষ্টের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে, জপে পূজোয় কীর্তনে লাগিয়ে রাখতে হয়। পিছু টান থাক্‌লে বৈরাগ্যাশ্রমে কিছুই হ'বার যো নাই। জগতের সকলের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রলেও শ্রীগুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ হয় না এবং সে সম্বন্ধ যত নিবিড় হয় পরমার্থের পথ তত সুগম হয়—এ বোধ ছিল না। যাহা হোক "সেদিন একাধারে মাতৃ-পিতৃ স্নেহের আস্বাদ পেয়ে হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল, ছুটে এসে নির্জনে ব'সে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল; কেবলই মনে হচ্ছিল—এমন দয়াল গুরুর আশ্রয় পেয়েও এখনও সংশয় গেল না, হৃদয় পবিত্র হ'ল না, মাদৃশ অভাজনের কি গতি হবে! কিন্তু উপায় নাই, আমি নিরুপায়;

আদেশ না পেলে আস্তে পারিনি, কেবল অধোবদনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি যে কাজে পাঠিয়েছিলেন, তার কি হলো, তা ঘুণাক্ষরেও জিজ্ঞাসা ক'রলেন না। শুধু ব'ললেন "কখন খেয়েছ, কখন গাড়ীতে উঠেছ, পদব্রজে চলে কষ্ট করনি তো।" ধরমকে ব'ললেন—"দেখ মুখ খানা শুকিয়ে গেছে, কোন্ সকালে খেয়েছে, এখনই ওকে কিছু খেতে দাও"। বুঝলাম—এত স্নেহ, এত ভালবাসা, সকলকে আত্মদৃষ্টিতে দে'খবার শক্তি না জাগ্‌লেও কি কেহ এমন ভাবে ঈশ্বরে সর্বস্ব অর্পণ ক'রতে পারেন ? ধন্ত বাবা! ধন্ত গুরুদেব। ধন্য তোমার পাথরে খোদাই করা "God is Love" প্রীতি বা প্রেমের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ, তাই যখনই তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছি, তখনই দেখেছি সেখানে স্বর্গীয় সুযমা, প্রেমময়ের সঙ্গে নিত্য নিরন্তর সঙ্গের ফলে হৃদয় আনন্দে ভরপুর আর মুখে তার বিমল প্রকাশ।

যে কাজে পাঠিয়েছিলেন, তার কি হ'ল, কিছুই জান্‌তে চাইলেন না, মনে হল—পাঠাবার উদ্দেশ্য একদম ভুলে গেছেন; বা বাহিরে পাঠিয়েছিলেন সত্য সত্যই ৺গঙ্গার ধারে আশ্রম ক'র্‌বার জন্ম নয়, তিনি যেমন গুরুভক্ত, যেভাবে তিনি তাঁর গুরুদেব ঠাকুর নগেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, যাঁর সঙ্গ আবাল্য ক'রেছেন, যাঁর সাধনা, মহিমা, ভালবাসা, অলৌকিক শক্তি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুভব করেছেন, তাঁকে ছেড়ে "তাল ভঙ্গ ক'রে" এই জীবন-সায়াহ্নে অন্যত্র যাবার কল্পনাই তাঁর জাগতে পারে না; কেবল আমারই জীবনের আর একটা নতুন পরীক্ষা হয়ে গেল; পথে বাহির ক'রে দিয়ে নতুন আশ্রয়ে নতুন পরিবেশে ফেলে অপরিচিত সুমহান্ সাধকদের সংসর্গ, লোভনীয় আশ্রমাধ্যক্ষতার সুযোগের সম্মুখীন করিয়ে আমার নিষ্ঠা, ত্যাগ, বৈরাগ্যের পরীক্ষা হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সাধননিষ্ঠার ও গুরুর উপর নির্ভরতার পরীক্ষা হ'য়ে গেল। ঠাকুর। আমি তোমার হাতের পুতুল; তোমার যেমন ইচ্ছা নাচাও; কিন্তু ধ'রে রেখ, যেন ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে গুঁড়িয়ে যাব, আর তোমার অধমতারণ, পতিতপাবন, দুর্গতিহরণ নামে কলঙ্ক র'টবে। আমার জীবনের মধ্য দিয়ে তোমাকে

প্রকাশ কর প্রতি কাজে, প্রতি বচনে, প্রতি চিন্তায়। আমাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াও, তুমি ভাস্বর হয়ে ওঠ সব দিক্ দিয়ে।

[ধরমের অবস্থা]

ধরম প্রকাশ কিভাবে বাবার কাছে দীক্ষা পেয়েছে, তা আগে বলেছি। সে মঠে এসেছিল এবং সন্তোষবাবু মঠে ছিলেন ব'লেই বাবাকে ফেলে বাহিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। যা হোক, আজ ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৫ সাল। গতকাল রাত্রিতে মঠে ফিরেছি। সকালবেলা দেখ্‌লাম, অনেক ওলট্‌পালট্। সন্তোষবাবু হার্নিয়া অপারেশনের জন্য ৩দিন আগে মেয়ো হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন; মঠের প্রায় সব কাজের ভার ধরমের উপর, সে মহা বিরক্ত পরিশ্রমের জন্য। বাহির থেকে হয়তো ভেবেছিল—মঠে গেলে কোনও পরিশ্রম করতে হয় না, আরামে খাওয়া-থাকা যায়, দুই একবার 'হরি হরি' ব'ল্‌লেই হোল; মঠে আসার পূর্বে যখন আস্‌ত তখন দেখ্‌তো আমি ঘ'রে বসে আছি, নিরবিলি তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হ'ত; আমি লাইব্রেরি খুল্‌তে গেলে সে চ'লে যেত; আমাকে কত কাজ কর্‌তে হ'ত, তাতো দেখেনি। সন্তোষবাবু ঘরে ঠাকুর ও নারায়ণের ভোগ দেওয়া ছাড়া কিছুই কর্‌তেন না; আমাকে বাহিরে পাঠালে সে সব কাজের ভার তার উপর বর্ত্তায়। এই ১৫।১৬ দিনে তার মনের ভাব "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" আমাকে আস্‌তে দেখে, তার কাজের লাঘব হ'বে—ভেবে সন্তুষ্ট। বাবা নির্জনে প্রসাদ পান; প্রসাদ পাবার সময়ে কাউকে কাছে থাক্‌তে দিতেন না যতদিন সুস্থ ছিলেন, তবে সন্তোষবাবু মঠে আসার পর থেকে তাঁর খাবার সময়ের আসনাদি ঠিক ক'রে দিতেন। তিনি অত্যন্ত লাজুক। কারুর সামনে কিছুই খান না; বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে বা কেহ বিশেষ আগ্রহ ক'রে নিয়ে না গেলে কারু বাড়ী যান না; মঠের বাহিরে কারু বাড়ীতে কোনও দিন কিছু খেতে দেখিনি বা খেয়েছেন শুনিনি; পূজোর নৈবেদ্য ও প্রাতঃকালীন জলখাবার (শশা, কলা, পেয়ারা প্রভৃতি) ছুঁয়ে দিয়ে আমার ছুটি

ছিল। তার উপর কোনও কাজের জন্য কাউকে পীড়াপীড়ি করতেন না। তাঁর নিজের শোবার মাদুর বালিশ নিজেই পাততেন, নিজেই তুলতেন, তাঁর গুরুদেবের (ঠাকুর মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের) শয্যাটী ঝেড়ে মুছে, অতি পরিপাটী ক'রে রাখতেন—একাজ নিজ হাতে না করতে পারলে তাঁর যেন তৃপ্তি হ'তো না। কোন কোন দিন ৪টায় পায়খানা করতে নীচে নামলে যদি তাঁর বিছানাপত্র তুলে ফেলতাম, তিনি খুবই বিরক্ত হ'তেন। অবশ্য নিষেধ শুনতে শুনতে এবং বিশেষ বিরক্তি লক্ষ্য ক'রে একদিন চোখে খুব জল এসেছিল এবং ব'লেই ফেলেছিলাম "আপনি আপনার ঠাকুরের বিছানাপত্র তোলেন, ঝাড়েন মোছেন, অতি পরিপাটী ক'রে রাখেন, আমার কি করতে ইচ্ছা হয় না? শুনেছি সেবার দ্বারা অহমিকা নাশ হয়, দৈন্য জাগে সর্বোপরি সিদ্ধি করায়ত্ত হয়, তবে কেন আমাকে সেবা থেকে বঞ্চিত ক'রছেন।"

বাবা—আচ্ছা, আচ্ছা, তা' হ'লে তুমি এখন থেকে তুলো। তবে মনে রেখো, শেষ রক্ষা করতে পারলে খুব ভাল; নতুবা পরিণাম ভাল হয় না। মনস্তাপ, দুঃখ, অবমাননা দাঁনা বেঁধে উঠে। বরং ধীরে ধীরে এগুনো ভালো, তাতে অভ্যস্ত হ'লে, আবার নতুনটা ধ'রে এগোন যায় এবং শেষে পারে যাওয়া যায়। নতুবা তাড়াহুড়ো ক'রতে গেলে, হাতে পায়ে খিল ধ'রে যাবে, মাঝপথে সব ভণ্ডুল হ'য়ে যাবে। তোমাকে অনেক কাজ ক'রতে হয়; তার ওপর এখনও আমার সামর্থ্য আছে, আমার নিজেরটা আমি ক'রে নিতে পারি; যতদিন সামর্থ্য থাকে, ততদিন নিজেই নিজেরটা ক'রে নেওয়া উচিত; নতুবা সে সময়ে অপরকে দিয়ে করালে অন্যায়-ভাগী হ'তে হয়, জন্মান্তরে শোধ দিতে হয়। যখন সামর্থ্য থাকবে না তখন করো যদি মনের অবস্থা তেমন থাকে।" যাহা হোক, উপরে গিয়ে দেখলাম, প্রসাদ পেতে ব'সেছেন, কাছে ঘি এর পাত্র নাই।

আমি—ঘি নিলেন না? ভুলে গেছেন বুঝি?

বাবা—না, ভুলব কেন? বোধ হয় ঘি নাই; সন্তোষ আমাকে

ঘি দিত না, আমি খুঁজে দেখেছি, ঘরে ঘি নাই।

আমি—আমি বাইরে যাবার সময়ে বোয়েমে প্রায় ৩ সের ঘি দেখে গেছি, আর ১৫।১৬ দিনে সব ফুরিয়ে গেল!

বাবা—হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—ঘরে ঘি নাই, তাই দিত না, থাক্‌লে নিশ্চয়ই দিত। যাক্, তাতে কি হ'য়েছে? আমরা আশ্রমে থাক্‌লেও জান্‌বে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। যখন যে অবস্থায় যেখানে ঠাকুর রাখ্‌বেন, আশ্রমোপযোগী যখন যে আহার তিনি জোটাবেন, তখন তাইই তাঁর করুণার দান, তখন তাইই প্রারব্ধ জন্য প্রাপ্য—মনে ক'রে তাইই প্রীতির সহিত ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে গ্রহণ কর্‌তে হয়, তবেই প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, আনন্দ বাড়ে; সুখ বা দুঃখ উৎফুল্ল বা পীড়িত ক'র্‌তে পারে না। নতুবা যদি ভোজনবিলাসী হও, বিশেষ বিশেষ খাদ্য না জুট্‌লে দুঃখ কর, যদি সুখকর শয্যার কামনা কর, তবেতো কৌপীন্‌কাবাস্তের মত আবার সংসার ঘাড়ে চেপে ব'সবে। মায়া ঘাড়ে ধ'রে গার্হস্থ্য আশ্রমে সুখের লোভ দেখিয়ে আবার সংসার করাবে,জন্মমৃত্যুর ধারা বাড়্‌বে, মুক্তির পথ রুদ্ধ হবে।"

[আসক্তির ফল—কৌপীন্‌কাবাস্তে]

বাবা খাবার সময়ে কথা বলেন না; নির্জনে একাকী আহার করেন; তাঁর জীবনযাপন প্রণালী সর্বথা অনুসরণীয়; তাঁর আহার, শয়ন, চেষ্টা—সবই নিয়মিত। কথা বাড়িয়ে তাঁর নিয়মের ব্যাঘাত জন্মাতে সঙ্কোচ হচ্ছিল, তবুও না জিজ্ঞাসা ক'রে পারা গেল না। ব'ললাম— কৌপীনকাবাস্তে কি রকম!

বাবা—একজন সংসার বিরাগী নির্জনে একাকী সাধন ক'রতেন। তাঁর ২টী মাত্র কৌপীন; একটি প'র্‌তেন, অন্যটি শুকোতে দিতেন; একদিন দেখেন ইঁদুরে ঐ কৌপীনটা কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রেছে, তখন ইঁদুর তাড়াবার জন্য বিড়াল পুষ্‌লেন। বিড়াল মাছ ভাত খায়, তিনি নিরামিষ ভোজী, তাকে খেতে না দিলে সে তো গ্রামে চলে যাবে। তাই উভয়ের সুবিধার জন্য গাই পুষ্‌লেন! গাইতো আর

শুধু শুধু দুধ দেয় না। তাকে চরাতে হয়, খাওয়াতে হয়, বাঁধতে হয়। তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হয়, সাধনার সময় কমে যায়; ভাব্‌লেন একটা লোক হ'লে এত ঝুট্‌ঝামেলা পোহাতে হ'ত না; রাখাল রাখলে সে থাকতেও পারে চ'লেও যেতে পারে, তার খাবার জন্য ঝামেলা পোহাতে হ'বে; কিন্তু বিবাহ ক'রলে স্ত্রী ত্যাগ ক'রে যাবে না। সেইই গরুটা দেখ্‌বে। যখন বার্দ্ধক্য আসবে, সেবায়ও আস্‌বে, সেবাও পাওয়া যাবে। অগত্যা বিয়েই কর্‌লেন, সংসারী হ'লেন। তবেই দেখ সামান্য কৌপীনের প্রতি আসক্তির জন্য শেষ পর্যন্ত বৈরাগীকেও সংসারে আবদ্ধ হ'তে হ'ল। সাধন-সাম্রাজ্য থেকে বিচ্যুত হ'য়ে সংসারে ঢুকে প'ড়্‌লেন। আর তিনি যদি ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না কর্‌তেন, ভগবান্ তাঁকে পরীক্ষা ক'র্‌ছেন, কোথাও আসক্তির গিঁট আছে কি না দেখ্‌ছেন, মায়া তার কুহকে ফেলে খেলাতে চাইছে, তাঁর সেই জালে পড়া উচিত নয়, ভগবান্ দিয়েছেন ভগবানই নিয়েছেন, প্রয়োজন হ'লে আবার দেবেন ভেবে—ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রতেন, তা' হ'লে আর তাঁকে সংসারে আবদ্ধ হ'তে হ'ত না॥"

প্রসাদ পেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে, দেখে আমি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে খুঁজতেই পশ্চিমদিকে বেঞ্চির ওপরে বইএর আড়ালে আমার রেখে যাওয়া ঘি পাওয়া গেল। তবে যেখানে আগে ছিল, সেখানে নয়; মনে হয় সন্তোষবাবু লুকিয়ে রেখে ছিলেন। ঘিএর পাত্রগুলি বের ক'রে আন্‌লাম, তিনি তো দেখে অবাক্। এত ঘি ঘরে থাক্‌তে আজ কয়দিন ঠাকুরকে ভোগের সময়ে ঘি দিতে পারেননি ব'লে খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি সদানন্দ, পেলেও যা, না পেলেও তা। বিধির বিধানে তিনি ন্যস্তপ্রাণ। ২টী পাত্রের ঘি পাতে খাবার অনুপযোগী হ'য়ে গেছে, কতদিনের কে জানে? ওটা আমার এক্তিয়ারে নহে, আমি দেখিও না। অন্য পাত্র থেকে চা চামচের আধ চামচ ঘি দিয়ে স'রে এলাম।

আমি ছাত্রাবাসের উত্তরপাশে জানালার ধারে থাকি; ঘরে একমাত্র আমিই থাকি আর কেউ থাকে না। সন্তোষবাবু থাকেন সিঁড়ির পাশের

ঘরে, ওপরে যাবার দরজার ডান দিকের ঘরে। তাঁর মধ্যাহ্নের ভিক্ষা শেষ হ'য়ে গেছে; বারান্দায় আচমনের সাড়া পেয়ে ওপরে গেলাম. বাবা ততক্ষণে বারান্দার পূব পাশের দক্ষিণদিকের জানালার পাশে বিশ্রামের জন্য শূন্য মাদুরের উপর একটি বালিশ নিযে ব'সেছেন, দেখ্লাম। দু'বেলা প্রসাদ পাবার আগে শ্রীশ্রীবাবা ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করি; বাইরে থাকাকালে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল, কিন্তু তাঁর এমনিই মহিমা যে তিনি অন্তর্যামীরূপে অবশের মত স্মরণ করিয়ে দিয়ে করিয়ে নিতেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণামও বাদ যেত না। যদিও গুরু ভগবান্ সর্বব্যাপী সর্বত্র তাঁর স্থিতি, ভক্তিমান শিষ্যের স্মরণ-মাত্রেই তাঁর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ হয়,—কিন্তু আমিতো ভক্তিমান্ নহি। সূক্ষ্মদর্শীতো নইই; বরং পুরোপুরি স্থূলদর্শী; তবুও যেখানে সকাল থেকে সকাল পর্য্যন্ত নানা অবস্থার মধ্যে তাঁকে দেখ্তাম. তারই একটা স্মৃতি জাগতো এবং উদ্দেশ ক'রেই প্রণাম কর্তাম্। প্রায় ১৫।১৬ দিন প্রত্যক্ষভাবে স্থূল ব্যবহারে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম; আবার কাছে এনেছেন, সুতরাং সুযোগ কি ছাড়া যায়? আর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাই তো সাধকের সাধন পথের মূলধন। স্থূলভাবে পদে মাথা নোয়াতে নোয়াতে এবং মনে মনে গুরু আদেশের অধীন করতে করতেই তো সাধক স্বীয় অহঙ্কারের গণ্ডী পেরিয়ে আত্ম-সমর্পণ যোগের অধিকারী হয়। যা'হোক, যেয়ে প্রণাম কর্তেই ব'ল্লেন, "যাও, খেয়ে নাও যেয়ে, খেয়ে বিকালে ৪টার সময়ে ৺গঙ্গার ধারে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটের কাছে মেয়ো হাসপাতালে যেয়ে সন্তোষকে দেখে এস, আর এই ফল মিষ্টি তাকে দিয়ে এস। আজ কয়দিন হার্নিয়া অপারেশন করাতে ভর্তি হয়েছে; কেউ না থাকায় সংবাদ নিতে পারিনি, মনটা বড় চঞ্চল হ'য়েছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[শ্রীশ্রীবাবার ভাব]

বাবা পারত-পক্ষে আশ্রমের বাইরে যান না। আশ্রমভবনই তাঁর

পর্বত গুহা। পর্বতমণ্ডলে তীর্থাদি করতে গেলে যেমন তীর্থযাত্রীরা গুহায় গেলে কখনও কখন তাঁদের দর্শন পায়, সাধনে থাক্‌লে দেখা হয় না, তেমনি ভক্ত শিষ্যেরাও সাধন-সময়ে বাবার দেখা পান না, তিনি দিবানিশি "ব্রহ্মণি রমমানঃ"; লোকসংঘট্ট একদম ভালবাসেন না; নির্জ্জনে একাকী থাকাতেই তাঁর আনন্দ। আর বোধ হয় মন যখন বাইরে সকল চিন্তা ছাড়তে পারে, উদ্বোধক না আসে, তখনই প্রাণারামের সঙ্গে এককভাবে খেলতে পারে, তাই তিনি বিবিক্ত সেবী, লঘ্বাশী, যতবাক্‌কায় মানস; আশ্রম ফেলে যাওয়াও অসম্ভব। অথচ তাঁর দরদী মন সেবকের সংবাদ না পেয়ে উদ্বিগ্ন। তাই সুযোগ আসতেই ব্যবস্থা।

[সন্তোষবাবু]

সন্তোষ বাবুর ওপরে মনটা বিরক্তিতে ভরে আছে। কারণ ঘরে এত ঘি থাক্‌তে এ কয়দিন ঠাকুরের ভোগে ঘি দেওয়া হয় নি, বাবাও ঘি পান নি; সন্তোষ বাবু 'ঘরে ঘি নাই' ব'লেছেন, আমি বাইরে যাবার সময়ে তো বোয়েমে ঘি দেখে গেছি। হাসপাতালে যাবার সময়েও ব'লে যান নি। ঘি স্থানান্তরে সরিয়ে রেখেছেন—এসব কি আশ্রমবাসীর কাজ? আশ্রমবাসীরা তো সহজ, সরল, সত্যনিষ্ঠ, মানাপমানশূন্য, আত্মপর সকলের উপকারী হ'বেন, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে, দেহগেহাদিতে আত্মবুদ্ধিনাশের জন্য বারবার চুল চেরা বিচার ক'রে, তার প্রতি আসক্তি ত্যাগ ক'রে, নিত্য সৎস্বরূপে স্থিতি লাভের চেষ্টা ক'র্‌বেন; তা না ক'রে দেহের ভোগ-সুখের জন্য সত্য, সরলতা বিসর্জন দিয়ে, গুরু ও গুরুকল্প গুরু ভাই-এর সেবায় বিঘ্ন ঘটিয়েছেন! ঘি যদি সত্যই না থাকতো তা'হলে এই আত্মভোলা অকিঞ্চনকে ব'লে আবদার ক'রে ঘি আনিয়ে নিতে পারতেন। আবার বাবা যেমন গুরুভক্ত, একনিষ্ঠ সেবক, তাঁকে জানালেই নিশ্চয়ই তিনি আনাতেন। নিজেই হয়তো খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন। সন্তোষ বাবু মঠে আসার পর থেকে তিনিই

ঠাকুরকে ভোগ দিবার ভার নিয়েছিলেন ; বাবাও ওদিকে খেয়াল ক'র্‌তেন না ! আমিও ও বিষয়ে মাথা গলাতাম না ; কারণ আমার ওপরে দেওয়া এবং নিজের নেওয়া অনেক কাজের ভার। আর ধরম-প্রকাশ সবে এসেছে মঠে, তার পক্ষেও ওসব জানা সম্ভব নয় ; হয়তো বা ঘি নাই ব'লেছেন। হঠাৎ হাসপাতালে যেতে হয়েছে, চোখের সামনে থাক্‌লে চোখে প'ড়বেই, তখন কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে ; তাই এক মিথ্যা ঢাক্‌তে গিয়ে আর এক মিথ্যার বা শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। সত্য স্বপ্রকাশ, কেহ তাঁকে আট্‌কাতে পারে না ; তা একদিন বেরিয়ে পড়্‌বেই। তাঁকে হাসপাতালে যেতে হ'বে, বা আমি এত তাড়াতাড়ি এসে পড়্‌ব, ভাবতেই পারেন নি। নিজেই সমস্ত Control কর্‌তে চেয়েছিলেন—ইত্যাদি নানা চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত। সন্তোষবাবুকে দেখ্‌তে যেতে হ'বে, তাঁর জন্য ফলমূল নিয়ে যেতে হ'বে শুনে মনটা মনে মনে বিদ্রোহ কর্‌ছিল। আমি ক্ষুদ্র, নীচমনা কিনা! আমি কি ভাবতে পারি ? অন্যে ছোট হ'লেও আমি বড় হ'ব না কেন ?" যাঁর উপর এরূপ ব্যবহার কই তাঁর তো সন্তোষবাবুর ওপর কোনও রোষ বা বিরক্তি নাই ; তিনি তো অক্রোধ পরমানন্দ। সন্তোষবাবু হাসপাতালে ভর্তি হ'য়েছেন, তাঁর সংবাদ নিতে পারেন নি, তাকে দুটো সান্ত্বনার কথা ব'ল্‌বার লোক যায় নি, তাঁকে ফলমূল পাঠাতে পারেন নি—এজন্য তিনি যেন অত্যন্ত কুণ্ঠিত, তাই প্রথম সুযোগ আস্‌তেই আমাকে পাঠাচ্ছেন। বৈরাগ্যের পথ যে বড় কঠোর। ঐহিক, পারত্রিক সর্ববিধ ভোগসুখে বিতৃষ্ণা না এলে, মানাপমান, লাভক্ষতি সমান ক'রে, হিংসাদ্বেষ ত্যাগ ক'রে তীব্রসংবেগ নিয়ে আত্মজ্ঞানের পথে না এগুতে পারলে, তুচ্ছ নশ্বর দেহগেহাদিতে আসক্তি ত্যাগ ক'রে শাশ্বত ভূমাতে প্রীতি না বাড়াতে পা'র্‌লে বৈরাগ্যের পথ বিড়ম্বনার কারণ হয়। ধন্য ঠাকুর ! তোমার অক্রোধ পরমানন্দ ভাব, ধন্য তোমার প্রিয়াপ্রিয়কারী উভয়ের প্রতি সমানভাব ; সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি।

[মেয়ো হাসপাতালে যাত্রা]

বাবাকে, প্রণাম করে ফলমিষ্টি নিয়ে বিকাল ৩॥০টায় হাসপাতালের

পথে রওয়ানা হলাম। ৺গঙ্গার ধারে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটের কাছে মেয়োহাসপাতাল। বিবেকানন্দ রোড, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট্ দিয়ে গিয়ে ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে কিছুদূর উত্তরে গেলেই মেয়োহাসপাতাল। হাঁটা পথেই চলছিলাম, কারণ তখনও বিবেকানন্দ রোড দিয়ে হাওড়া-গামী বাস চলাচল শুরু হয়নি। সার্কুলার রোড পেরিয়ে জনবিরল সুকিয়া ষ্ট্রীটে (এখন মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীট্) এ পড়্‌তেই মন নিজ মূর্তি ধ'রল ; সে নানা প্রকার চিন্তা তুল্‌তে লাগল—"আমি ফিরেছি, আমাকে দেখ্‌লে সন্তোষ বাবুর মনোভাব কেমন হ'বে ? তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হ'বে, আমার উপস্থিতি কি ভাবে নেবেন"—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা চিন্তার ঝড় উঠ্‌ল মনের মধ্যে। আর পরক্ষণেই ঠাকুরের করুণাহস্ত স্পর্শ কর্‌ল আমাকে। মনে "দূর ছাই, সন্তোষবাবু কি ভাবে দেখ্‌বেন, কি ভাবে নেবেন, কিরূপ আচরণ কর্‌বেন, তা কল্পনা ক'রে বৃথা সময় নষ্ট ক'রে কি হ'বে ; তাঁর কাছে তো যাচ্ছিই ; সেখানে গেলে দেখ্‌তেই তো পাব, বুঝ্‌তেই পা'রব, সুতরাং অনর্থক কল্পনা ক'রে এখন মনের শান্তি নষ্ট করা উচিত নয় ; যখন যেখানে যে অবস্থায় যা ঘটবে, সেখানে সেই অবস্থায় স্থানকালপাত্রানুযায়ী ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন যদি ঐরূপ বিপরীত চিন্তায় সময় কাটাই, তা হ'লে তো সময় নষ্ট হ'বে এবং সেখানেই মনের প্রতিকুল ভাব দেখ্‌লে মন বিগড়ে যাবে, সময়ও নষ্ট হবে। তার চেয়ে বাবা ব'লেছেন সাধুর ব্রত অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ একটি ক্ষণও বৃথা যেতে না দেওয়া, সাধন, স্বাধ্যায়, দান, অধ্যয়নে রত থেকে কাল কাটান উচিত ; সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রতে পারলে জীবন ধন্য হয় ; আর সময়ের সদ্‌ব্যবহার না ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করলে পরিণামে পস্তাতে হ'বে ? মনকে সার কাজে, মহাজন নির্দেশনার পথে না লাগালে সে তো চুপ ক'রে থাক্‌বে না, অসার বিষয়ে অসার কাজে লাগবে, ভীষণ মনস্তাপের কারণ হবে।" তা না করে এ কি ক'রছি ? যাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রেছি, তাঁকে নিত্য সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত সব সময়ে প্রায় দেখ্‌ছি আচরণ ক'রতে, তবুও শিক্ষা হল না ? দিন তো ফুরিয়ে

যাচ্ছে, শুধু মুখে তাঁর শিষ্য বলি, কিন্তু শিষ্যতো আমি হ'তে পারিনি ; তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছাতো মিলিয়ে দিতে পারিনি। শিষ্য হওয়া অতীব কঠিন। তাই বোধ হয় প্রবাদবাক্য 'গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা না মিলে এক', এতো শুধু প্রবাদবাক্য নয় আমার জীবনেই তো দেখ্ছি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভাব্তেই মনটা অনুতাপে ভ'রে গেল। তখন অমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রার্থনা জাগল—"ঠাকুর। শক্তি দাও, তোমার উপদেশ কাজে লাগাবার ভক্তি, বিশ্বাস দাও তোমার উপদেশ প্রতিপালন কর্লে মানব-জীবন ধন্য হ'বে, পরম শ্রেয়োলাভ হ'বে। আমি মূঢ়, অজ্ঞান। ঠাকুর! এমনি করে অনুতাপের অনলে দগ্ধ ক'রে এ-দীনকে তোমার সেবার উপযোগী ক'রে লও ; তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়ে তোমার উপদেশের অবমাননা থেকে আমাকে রক্ষা কর. তোমার ইচ্ছাই যেন আমার জীবনের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয় ;" অনুতাপের অনলে পুড়ে মনটা বোধহয় একটু শুদ্ধ হ'ল। গুরুদত্ত নাম প্রতি পদক্ষেপে চল্তে লাগল। যখন ফুটপাত দিয়ে চল্ছি, তখন নির্বিঘ্নে নাম চল্ছে। যখন রাস্তা পার হচ্ছি, তখন সাময়িক বিক্ষেপ আসছে ; মন চঞ্চল হচ্ছে, নামে ছেদ প'ড়ছে চ'লছি এরূপ মিলন-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। এরূপ ভানা পোড়েনের ভেতর দিয়ে চল্তে চল্তে প্রায় ৪৷৷০ টার সময়ে মেয়ো হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে ঢোকা গেল। বোর্ড থেকে বেড নম্বর জেনে তাড়াতাড়ি ফিরবার তাগিদে সন্তোষবাবুর কাছে পৌছলাম ;

[অভিজ্ঞতা, তিক্ততা ও ঠাকুরের শাসন]

অনেকটা খোঁজাখুঁজি করতে হ'ল, দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা ক'রে এবং কোন কোন রোগীর আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে রুম-নম্বর ও সিট্ বের করতে হ'ল। ভেবেছিলাম, "আমাকে দেখে তিনি খুসী হ'বেন, কবে কখন ফিরেছি, পথের অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা ক'রবেন।" কিন্তু যা' দেখ্লাম, তাতে মন বিষণ্ণতায় ভ'রে গেল। মনে হ'ল "আমাকে দেখা, মানে ভূত দেখছেন"। হয়তো আমারই কলুষিত মনের কল্পনা ;

তিনি প্রায় কিছুই জিজ্ঞাসা ক'রলেন না; এমন কি বাবার কথাও না। মনে মনে খুবই বিরক্ত হ'লাম। বাবার উপর অভিমান হ'ল। ভাবলুম—"কেন তিনি আমাকে দেখ্‌তে পাঠালেন; তিন দিন ভর্তি হ'য়েছেন! হার্নিয়া অপারেশন হ'য়ে গেছে। সন্তোষবাবুর আত্মীয় ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আছেন; আমরা গৃহত্যাগী, আমাদের এত আত্মীয়তা করার কি প্রয়োজন! সন্ন্যাসীরা তো ভগবানের ওপর ভার দিয়ে পথে বেরিয়ে থাকেন। তাঁদের তো পরের প্রতি প্রত্যাশী হওয়া উচিত নয়! আর কেউ আস্‌বার ছিল না। দেখ্‌তে না এলেও তো সন্তোষবাবু ভাল ছিলেন, বরং আমাকে দেখে বিরক্ত ও বিষণ্ণ হ'লেন। তিনি তো অন্তর্যামী। সব জানেন, আমাকে পাঠালে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হ'বে, তা জান্‌তেন তবে কেন তিনি আমাকে পাঠালেন? অথবা করুণাময়ের আর এক পরীক্ষা। "সন্তোষবাবুর নিত্যকার ব্যবহারে আমি ক্ষুণ্ণ হ'তাম; তাঁর ঈর্ষার ভাব দেখে, মনে মনে তাঁকে যে ঘৃণা না করতাম তা নয়। তাই সুকৌশলে অন্যে আমাকে ঘৃণা কর্‌লেও, তাকে ঘৃণা করা আমার উচিত নয়। বরং সম্পদে-বিপদে তার সাথী হ'য়ে প্রাণ দিয়ে তাকে ভালোবাসা উচিত। অন্যে কেউ আমাকে আঘাত কর্‌লেও তাকে প্রত্যাঘাত করা উচিত নয়, বরং তাকে কেউ আঘাত কর্‌তে চাইলে আমি যেন তাকে সেই আঘাত থেকে রক্ষা করি। তার প্রতি আঘাত যেন নিজের মাথায় নিতে পারি। শত্রুকেও তার বিপদকালে তাকে আরও বিপদের মাঝে ঠেলে না দিয়ে তাকে বিপদ্‌ থেকে উদ্ধার কর্‌তে অগ্রসর হই। সন্তোষবাবু ঈর্ষা কর্‌লেও আমি তাকে ভালবাসি, তাকে ঈর্ষা না করি। বিপদ্‌ মানুষকে শত্রু-মিত্র ভাব ঘুছিয়ে দেয়। দূরকে নিকটে আনে, আর আমরা এক আশ্রমে থেকেই একই ভাবে চল্‌তে এসেছি, আমাদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ থাকা তো উচিত নয়। পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব নিয়ে পরমার্থের পথে চলি"—এই শিক্ষা দিবার জন্যই বাহির থেকে আস্‌বার পরদিনই হাসপাতালে সন্তোষবাবুকে দেখ্‌তে পাঠিয়েছেন। সন্তোষবাবু বাবার গুরুভাই, (শ্রীশ্রীঠাকুর নগেন্দ্রনাথের শিষ্য); আমি তাঁর পদাশ্রিত।

সন্তোষবাবুর ধারণা বাবা আমাকে বেশী ভালবাসেন ; তাঁকে যেটুকু না ক'র্‌লে নয়, সেইটুকুই করেন। আর কার্যতঃ দেখা যেত, প্রয়োজন হ'লেই আমাকে ডাকতেন বা আদেশ ক'র্‌তেন। সন্তোষবাবুকে পারতপক্ষে ডাক্‌তেন না বা বিরক্ত ক'র্‌তেন না ; সন্তোষবাবু বোধ হয় জান্‌তেন না বা লক্ষ্য করেননি—কাকেও বিরক্ত না করা তাঁর স্বভাব, কাকেও হুকুম করা তাঁর নিয়মবিরুদ্ধ ; কারু যাতে কোনও কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। সর্বদা নিজকে অধমাধম মনে ক'রে অন্যকে মান দেওয়া তাঁর চিরাভ্যস্ত জীবনযাপন প্রণালী, সেবা নেওয়া দূরের কথা, কারু সেবা কর্‌তে পা'র্‌লে তিনি নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। আমাদের মঠে থাকাকালে পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মচারীজীর (তিনি ১০৪নং আপার সার্কুলার রোডে ব্রাহ্মণসভার বাড়ীতে থাকতেন) অসুখের সময়ে বাবা কিভাবে তাঁর সেবা ক'রেছিলেন, তা ব্রহ্মচারীজীর মুখে শুনে অবাক্ হ'য়েছি। অন্যের দুঃখ দেখ্‌লে তিনি কেঁদে ফেলেন। আমি তাঁর পদাশ্রিত ; তাঁর আদেশ পালন করাই আমার মঙ্গলের কারণ, বিরুদ্ধতা করা শিষ্টজনোচিত নয় ; তাই মনে মনে বিরক্ত হ'লেও বাবার প্রেরিত ফলমূল সন্তোষবাবুর নির্দেশ মত বাক্সের মধ্যে রেখে দিলাম। ব'ল্‌লেন—"কেন পাঠাতে গেলেন, এখানেতো সব ব্যবস্থা আছে। আমার ডাক্তার আত্মীয় তো সব ব্যবস্থাই ক'রেছে।"

আমি—তিনি যেমন ভাল বুঝেছেন ক'রেছেন ; আমি প্রসাদ পেতে ওপরে গেলেই প্রসাদ পেয়ে আপনাকে ফলমূল দিয়ে যেতে ব'লেছেন। আপনার খবর নিয়ে যেতে ব'লেছেন, আজ ৩ দিন আপনার সংবাদ পাননি। কাউকে পাঠাতে পারেননি, তাই তিনি খুবই সঙ্কুচিত এবং তাঁর মন খুব চঞ্চল, তাই সাত-তাড়াতাড়ি আমাকে পাঠিয়েছেন ; সন্তোষবাবু মুখের ভাব এবং তাঁর ব্যবহার দেখে কত তাড়াতাড়ি চলে আসব—তাই-ই ছিল চিন্তা। অগত্যা কথা না বাড়িয়ে দেরী হচ্ছে, হয়তো বাবা আবার চিন্তা ক'রবেন—ব'লে বিদায় নিলাম।

[আশ্রমে ফেরার পথে মনের অবস্থা]

আশ্রমের পথে পা দিতেই নানা চিন্তা মাথায় জট পাকাতে লাগ্‌ল্। ভাব্‌লাম—"আমার প্রতি সন্তোষবাবুর বিরক্তির বা ঈর্ষার কি কারণ থাক্‌তে পারে ? বাবা সন্তোষবাবুকে জলখাবার পয়সা দেন তিনি ডাব প্রভৃতি কিনে আনেন। নিজের ঘরে রাখেন, সুবিধামত খান, কই আমি তো একদিনও কি আনেন, কি করেন, কি খান, জিজ্ঞাসাও করিনি, দেখিও না ; তবে কি আমাকে জলখারার জন্য যে পয়সা দেন, তা দিয়ে ফল কিনে এনে ঠাকুরকে দিবার জন্য ? আমি নিজে নিই না, চাইও না, এতে সন্তোষবাবুর ব্যবহারের ও বৈরাগ্যের পরীক্ষা হ'য়ে যাচ্ছে তাই ; এর দ্বারা ঠাকুর আমাকে বেশী ভাল-বাসেন, তাঁকে কম ভালবাসেন, বা তাঁর প্রতি উদাসীন হ'য়ে যাবেন ! সেইজন্য হিংসা করেন ? অথবা বাবার অবর্তমানে মঠের মোহান্ত হ'বার ইচ্ছা আছে সন্তোষবাবুর। তিনি গুরুভাই, আমি শিষ্য ; আমার প্রতি বাবার বেশী স্নেহ থাকা সম্ভব। তাঁর থেকে আমি বেশী শিক্ষিত, আমি না চ'লে যাই কোথায়ও, এই মঠেই থাকি, আমাকেই মঠের মোহান্ত করার জন্য Nominate ক'রে যাবেন—এরূপ একটি ধারণার বশবর্তী হ'য়ে আমাকে তাড়াবার জন্য অছিলা খোঁজেন। আমি তো সকালে বাল্যভোগ ও পূজোর নৈবেদ্যাদি গুছিয়ে দিই। সন্তোষবাবু মঠে আসার আগে বাবাই নিজ হাতে প্রসাদ দিতেন। সন্তোষবাবু আসার পর থেকে তিনিই যা দেন, তাই-ই প্রসাদ ব'লে নিই ; কই কোনও দিন তো অভিযোগ করিনি। তাঁর প্রতি খারাপ ব্যবহারও তো কোনও দিন করিনি ; তবে অসন্তোষের কারণ কি ? তবে কি আমি বাহির থেকে ফিরেছি, বাবাকে এতদিন ঘরে ঘি থাকৃতেও খেতে দেননি, অধিকন্তু হাসপাতালে যাবার আগে ব'লে তো যান নি অধিকন্তু আলমারির পাশে বই-এর আড়ালে লুকিয়ে রেখে এসেছেন। তা' হয়তো আমি খুঁজে বের ক'রেছি, সব জানাজানি হ'য়ে গেছে ; তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ খারাপ হবে, প্রতিষ্ঠার হানি হবে, সেই আশঙ্কায় বিরক্ত হ'য়েছেন এবং ভূতের ভয় পেয়েছেন। "চিন্তাবিষে মন যার জরে

একবার। নিরুপায় সেই জন বুঝিলাম সার।” ছোটবেলায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "চিন্তাকুল যুবা” শীর্ষক কবিতায় যা প'ড়েছিলাম, আজ তার পরিচয় অক্ষরে অক্ষরে পেলাম। বাবার অব্যর্থকালষের উপদেশ ও ছোটবেলায় পড়া—

"কিন্তু কাল সদা কুক্ষেত্রের শোভাকর।

উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।”—সব চিন্তার স্রোতে ভেসে গেছে। পথে একবারও ইষ্টনাম স্মরণ হ'ল না; কেবল সন্তোষবাবুর মুখের ভাব, তাঁর আচরণ মনে ভাস্‌তে লাগ্‌ল। আর মন তার জন্ম একটা না একটা কৈফিয়ৎ হাজির কর্‌তে লাগ্‌ল। আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে পা প'ড়তেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ঐ সব আবোল তাবোল চিন্তা মন থেকে ছুটে পালাল। কেবল মনে হ'তে লাগ্‌ল। —হায়! হায়। জীবনের অমূল্য সময়ের পুরো ২ ঘণ্টা একদম বিফলে কেটে গেল; আর ইষ্টচিন্তা না ক'রে আবোল তাবোল চিন্তা ক'রে ধর্মাধর্মের ফাঁসি গলে প'রলাম। দেখেশুনেও শিক্ষা হ'ল না। ঠাকুর! আমার গতি কি হবে। তুমি অগতির গতি! তুমি হাত ধ'রে নিয়ে না চালালে, চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে এ অবোধ দুরাচারের কিছুই হ'বে না। তুমি হৃদয়ের রাজা, তুমি নিজে হাতে ধ'রে চালাও তোমার অবোধ সন্তানকে।

[আশ্রমে]

আমার সাড়া পেয়েই বাবা বারান্দায় এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কখন ফিরেছি, সন্তোষ কেমন আছে, Operation-এর সময়ে কোনও কষ্ট পায়নি তো; ভাল আছে তো, কবে ছাড়া পাবে, ওষুধপথ্য নিয়মিত পাচ্ছে তো”। এ যেন স্নেহের দুলাল অসুস্থ পুত্র হাসপাতালে আছে। তার জন্ম স্নেহময় পিতার শতরকম উদ্বেগ। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরেছি, হাত-পা ধুয়ে ওপরে যাবার জন্ম যেটুকু সময়, তাও ক্ষেপণ ক'র্‌তে তাঁর তর সইছিল না। এমন প্রীতি, এমনি স্নেহ জীবের প্রতি আশ্রিতজনের প্রতি না জাগ্‌লে কি কেহ ভক্তিরাজ্যে

প্রবেশ ক'র্‌তে পারে ? না, ভগবানকে সত্যই ভালবাস্‌তে পারে ? তাঁর কাছে তো আপন-পর ছিল না ; কাকে আপন ব'ল্‌বেন, কাকে ব'ল্‌বেন পর ? পর ব'লে পায়ে ঠেলে দেবেন ; সবই তো তাঁর ঠাকুর, সর্বময় তাঁর প্রেমময়। সর্বরূপে, সর্বভাবে থেকে তাঁর কাছে থেকে সেবা নিয়ে তাঁকে কৃতার্থ করছেন—এই ছিল যে বুদ্ধি ! তাই সকলের প্রতি তাঁর এত ভালবাসা, সবার প্রতি সমান ভালবাসা, তার তারতম্য দেখিনা। তবে মাদৃশ মূঢ়জনকে স্বপথে-সুপথে আন্‌বার জন্য কখন কখন তাঁর রুদ্রমূর্তি ধারণ আবার পরক্ষণেই দশপ্রহরণধারিণী, সর্ববিপত্তারিণী সর্বস্নেহময়ী দশভূজা মা জগজ্জননীর রূপ।

আমি তাড়াহুড়ো ক'রে হাত পা ধুয়ে ওপরে গিয়ে প্রণাম ক'রে আদ্যোপান্ত সব নিবেদন করলাম এবং আমাকে দেখে সন্তোষবাবুর ভাবান্তর দেখেছি, তাও ব'লতে বাদ দিলাম না। সব শুনে তিনি হেসে ফেললেন—বল্‌লেন, "যে যেমন সে অন্যকে তেমন ভাবে। তুমি হয়তো তাকে হিংসা কর, তাই তোমার মনে এরূপ ভাবের উদয় হয়েছে। সাপ যে কামড়াতে আসে সে হিংস্রক ব'লে নয় আত্মরক্ষা করবার জন্য। তুমি অন্যের দিকে তাকাও কেন ? তুমি নিজকে বেশ ভাল ভাবে পরীক্ষা ক'রবে ; যখন কোনও রকমে তোমার মনে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ বা লোভ জাগ্‌বে না, তারা জাগতে চাইলেও তুমি নির্বিকার থাক্‌তে পারবে, তখনই তোমার কাছে সব ধরা প'ড়বে। তখনই দেখ্‌তে পাবে অচিন্ত্যানন্ত শক্তিরূপিণী মায়া তার মোহজাল বিস্তার ক'রে তোমাকে ধোকা দিচ্ছে ; তখন তোমাকে আর বিপর্যস্ত কর্‌তে পারবে না ? জগতে কেউই তোমার শত্রু নহে, তোমার ব্যবহারের তারতম্যের জন্য শত্রুমিত্র বোধ। সবই যে তোমার ইষ্ট, তিনি নানা-রূপে তোমার সদ্‌ভাব জাগাবার জন্য, তোমার অসদ্‌ভাব নাশের জন্য নানারূপে নানাছলে তাঁর মায়াকে নিয়ে খেলছেন ; যখন তোমার চিত্ত শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে, অসদ্‌ভাবে তোমার চিত্তকে আর কলুষিত করতে পার্‌বে না, তখন নদী যেমন সমুদ্রের জলে মিশে নামরূপ হারা'য়ে একাকার হ'য়ে যায় তখন তুমিও তেমনি তোমার সবরকম

ভেদভাব ভুলে তাঁতে ডুবে যাবে। পরের দোষ দেখো না, পরের দোষ নিওনা, নিজের গলদ শোধন ক'রতে সচেষ্ট হও। আত্মসমীক্ষা কর। তুমি কতটুকু তাঁর দিকে এগুচ্ছো, তাই লক্ষ্য কর, অন্যে কি ক'রলে, সে দিকে দৃষ্টি দিয়ো না। তাতে সময় বৃথা নষ্ট হবে, আসল কাজ করার সময় পাবে না। এই দেখ, এই সব চিন্তা তোমার মনে উঠেছিল, আসবার সময়ে নাম করার ও ভগবানকে স্মরণ করার সময় দেয় নি, দেখতো কত আত্মক্ষতি করেছো। তা ছাড়া মনকে সুস্থির ও উদ্বেগশূন্য ক'রতে হ'লে স্থানকালপাত্রানুযায়ী মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা—এই চারটি ব্যবহারিক নীতি অবশ্যই পালন করবে। এগুলিকে অবলম্বন ক'রে দৈনন্দিন জীবন যাপন কর, ইষ্টের স্মরণ মনন কর। এদের পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হয়ো না; শান্তি পাবে।

আমি—মৈত্রী প্রভৃতি কিরূপ অভ্যাস ক'রলে মন প্রসন্ন হয়।

বাবা—কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি—সবই মন বা মনের ধর্ম। ঐ গুলি পূরণ না হলে, উহাদের পূরণে ব্যাঘাত জন্মালে, কেহ কোনও বিষয়ে উৎকর্ষ দেখালে, কখন কখন স্বীয় নির্দেশ মত না ক'রে বিপরীত আচরণ ক'রলে মন ব্যথিত হয়, অভিমান জাগে, মন দুঃখে ভ'রে যায়। খেয়াল ক'রলে তোমার আশেপাশে চারি শ্রেণীর লোক দেখতে পাবে। কেউ তোমার সমান, কেউ তোমার থেকে উঁচু পর্যায়ভুক্ত, কেহ তোমার চেয়ে নীচু মানের, কৃপার পাত্র, আবার কেউ বা ঐ তিন থাকের নহে। কিন্তু তোমার বুদ্ধি আছে, তাদের তুমি আদেশ ক'রে বা নির্দেশ দিয়ে তাদের কল্যাণ করতে পার, কিন্তু তারা তোমাকে আমল দেয় না। যারা তোমার সমকর্মী, তাদের সঙ্গে তোমার প্রতিযোগী বুদ্ধি জাগে, তাদের প্রতি হিংসা জাগে; তারা তোমার উপর টেক্কা দেয়, তা ভেবে, তাদের দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা কর না পারলে দুঃখ পাও। তা না ক'রে যদি তাদের ভালবাসতে পার, তাদের সুকৃতির ফলে এবং এই জন্মের ক্রিয়মাণের দ্বারা যদি আরও উন্নত হ'তে পা'রে, হোক না। আমার যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমার যেমন পাওয়া উচিত, তেমন

বিধাতা ক'রেছেন—ভেবে যদি তাদের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা জাগাও, তাদের সঙ্গে মৈত্রীভাব জাগাতে পার, যারা জন্মান্তরীণ সুকৃতির বলে এবং এই জীবনের ক্রিয়মাণের দ্বারা জ্ঞানে, গুণে, ধনে-মানে বড় হ'য়েছে তোমার চেয়ে, তাদের দেখে আনন্দ ক'রতে পার। যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য ফল পেয়েছে, ভগবান করুণাময়, তিনি কৃপা ক'রে তাঁদের ধন্য করেছেন ভেবে আনন্দ ক'রতে পার দ্বেষ না ক'র, যাদের অবস্থা দেখলে মনে দয়া জাগে, তাদের সুখী ক'রতে পারলে মন খুশী হয়, তাদের টেনে সম পর্যায়ে তুলতে পারলে মন প্রসন্ন হয়, না পারলে মন নিরানন্দে ভ'রে যায়; যতক্ষণ তাদের না তুলতে পার, মন প্রবোধ মানতে চায় না, তাদের প্রতি তোমার ব্যক্তিত্ব, বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ ও সামর্থ্যানুযায়ী দয়া দেখালে, নিশ্চয়ই শান্তি পাবে। কিন্তু যার প্রতি দয়া দেখাতে চাচ্ছ, তারও তা গ্রহণ করার অধিকার থাকা চাই। অধিকারী না হ'লে তুমি দিলেও সে নিতে পারবে না, তা কাজেও লাগাতে পারবে না। আর তোমার পক্ষে ঠিক ঠিক ভাবে তার অধিকার জানা সম্ভব কি? তোমরা দয়া দেখাতে গিয়ে দমনকারী হ'য়ে পড়; তা না ক'রে যদি তোমরা তোমাদের শিক্ষা, সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্তব্য ক'রে যাও এবং যাকে উপকার ক'রতে চাও, তাদের প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ চেষ্টার উপর ছেড়ে দিতে পার, তবে নিশ্চয়ই শান্তি পাবে। তা না ক'রে তোমরা যাদের প্রতি দয়া দেখাতে যাও, তারা যদি তা না নেয়, বা নিতে না পারে তোমরা দুঃখ পাও; তাতে ও দুঃখ করতে নাই; তখন যদি ভাবতে পার যে ভাবে ব'ললে, যে ভাবে দেখালে সে নিতে পারত সে ভাবে করা, বলা বা দেখান হয় নি, অথবা তোমার দয়া নিবার যোগ্যতা তার নাই' অথবা বিদ্যা, বুদ্ধিও সামর্থ্যানুযায়ী তুমি ক'রেছো; সে তা নিল না, বুঝল না, তখন তার এখনও দুঃখের ঘোর কাটেনি, এখনও কর্মফল ভোগ শেষ হয়নি, সময়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে; উহাই ভগবদিচ্ছা; ভগবান্ সময়ে তাকে গড়েপিটে ঠিক ক'রে নেবেন—এরূপ ভেবে নিজকে আশ্বস্ত ক'রবে; ক্ষুব্ধ হ'বে না; তোমার কথামত চ'ললো না ব'লে শাপশাপান্ত ক'রবে না, তাতে

তোমারও শান্তির ব্যাঘাত হবে। তুমি যদি উদাসীন হ'তে পার, পরে অনুতাপের আগুনে জ্বলতে হবে না। এইরূপে সুখিতের সহিত মৈত্র-ভাব জাগাতে পারলে, ঈর্ষা না ক'রলে, দুঃখিতের প্রতি কৃপা ক'রতে পারলে, ঔদাসীন্য না জাগলে, সন্ত, মহান্ত পুণ্যবানদের দেখে হর্ষিত হ'তে পা'রলে, তাদের প্রতি দ্বেষ না ক'রলে এবং যারা তোমার কথা নেয় না, চলে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে তাদের মরুক্‌গে যাক্, জাহান্নামে যাক্ না ব'লে যদি উদাসীন থাকতে পার, তবে মন শান্ত থাকবে, চঞ্চল হ'বে না। তোমার কাজ হ'বে আত্মসমীক্ষা, পরচর্চা, পরনিন্দা নয়; নিজকে ভগবৎসেবার অধিকারী করা, সাধু সন্তদের জীবন যাপনকে আদর্শ করে চলা। একবারে হয় তো পারবে না; কিন্তু তুমি যদি নিজের দৈন্য বুঝে নিজকে শোধরাতে চেষ্টা কর, তবে সেই দীনবন্ধু কৃপা ক'রে তোমার সহায় হবেন। তুমি প্রার্থনা ক'রবে—ঠাকুর! আমি অবোধ অজ্ঞান, কিছুই বুঝি না, যা বুঝি তা ভুল বুঝি; যা চাই, তা পেলে যে কল্যাণ না হ'য়ে মহা অকল্যাণ হ'বে তা বুঝি না, তুমি কৃপা ক'রে তোমার করুণা বোঝ্‌বার অধিকারী করো। স্বীয়-ত্রুটির ফলে দুর্ভোগ এলে যেন তোমাতে দোষারোপ না করি, তুমি তেমনি ক'রেই কর্মফল ভোগ করিয়ে আমাকে পরম কল্যাণের পথে, তোমার পদে টেনে নিচ্ছ, মনে করি। বিকালে Library খোলার সময় হ'তে প্রণাম করে চলে এলাম।

হাসপাতালে সন্তোষবাবুকে কবে ছাড়বে, জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম; তিনি ব'লেছিলেন কবে ছাড়বে জানি না, তবে সাধারণতঃ ৭ দিন পরে ছাড়ে। আমি তাঁর ভাবগতিক দেখে এ কয়দিন যাইনি, দয়াময় ঠাকুরও যাবার জন্য আদেশ করেননি। আজ পঞ্চম দিন, বিকালে লাইব্রেরী খুলেছি; সন্তোষবাবু হাসপাতাল থেকে ফিরে ওপরে গেছেন; হাসপাতালের অভিজ্ঞতা ব'লছেন কানে গেল। মাঝে মাঝে বই দিবার জন্য বই আনতে যাচ্ছি; কিন্তু প্রাণ খুলে একবার জিজ্ঞাসা ক'রতে পারছি না যে 'কখন এলেন, কেমন ছিলেন, কেমন আছেন। একে তো সেদিনকার হাসপাতালের

অভিজ্ঞতা, তার ওপর আজও যেন সেই ভূত দেখা ভাব। মন আবার বিষিয়ে গেছে, কথায় বলে "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।" বাবা সেদিন অত ক'রে বোঝালেন, মৈত্রী করুণা, মুদিতা উপেক্ষার স্বরূপ ও মাহাত্ম্য—সব যেন ভস্মে ঘি ঢালার মত। আমি দেহটাকে বড্ড বেশী ভালবেসে ফেলেছি; তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিদ্যার অহংকার, বুদ্ধির অহংকার, আর সর্বোপরি কর্তব্যপরায়ণতার অহংকার—সব মিলে আমাকে অহংকারের এমন উত্তুঙ্গ অচলে তুলেছে যে সেখান থেকে নামবার ইচ্ছা নাই। নতুবা দয়াল বাবা কৃপা ক'রে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, আজ আর নিশ্চয়ই এমন মনের অবস্থা হ'ত না। নিশ্চয়ই মনে হ'ত "তিনি অধম হয়েছেন ব'লে আমি উত্তম হইব না কেন।" একয় দিন কেবলই মনে করেছি—বাবার আদেশ মত চ'লব, আর কারু ৭।৫ এ থাক্‌বো না। ছিলাম ও বেশ, মনটা যেন একটু শান্ত হচ্ছিল, নিজের কাজে, ঠাকুরের কাজে লাগছিল; উদ্বোধক দেখা দিয়েছে, অমনি চাপার তলা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ছে। এ যেন পানাপুকুরের জল! যতক্ষণ চেষ্টা ক'রে পানা সরিয়ে রাখা যায়, ততক্ষণ ফুটে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়, আর অন্যমনস্ক হ'লে! খেয়াল না রাখলে! আবার ফুট পানায় ভ'রে যায়, জল পাওয়া যায় না। মৈত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে সন্তোষবাবু কোন দুর্ব্যবহার করলেও আমি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার কর্‌বো না, সুব্যবহার কর্‌বো বাবার নির্দেশ মত। দুঃখ তো মনের ধর্ম; ও তো আমার নয়' যদি আমার দুঃখ হ'ত, তা' হ'লে যখন ঘুমাই, তখন হওয়া উচিত তা তো হয় না! সুতরাং তাঁর ব্যবহারে সাধারণতঃ দুঃখের কারণ হ'লেও আর দুঃখকে আমল দেব না—এরূপ ভাবে ভাবতে ভাবতে হাসপাতালের অভিজ্ঞতা ও তিক্ততা ভুলতে চেষ্টা ক'রছিলাম; ভেবেছিলাম ঠিক হ'য়ে গেছে, আর জাগবে না তাঁর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ, একটুও ভাবতে পারিনি যে তারা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, চুপটি করে আছে, সুযোগ পেলে আমার ঘাড় ভাঙ্গবে। আমাকে দেখেই সন্তোষবাবুর

মুখ গুমড়া ভাব আমার বুকে শেলের মত বাজল। এ কয় দিনের কপ্‌চান মৈত্রীকরুণার কথা কর্পূর বিন্দুর মত উবে গেল। সব গুলিয়ে গেল। বাবার সামনে ব'লেই বোধ হয় নিতান্ত দায়সারার মত শেষ পর্যন্ত 'কখন এলেন' মাত্র জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। নীচে বিশেষ কাজ আছে, এখনি না গেলে ক্ষতি হবে—এমন ভাব দেখিয়ে বই নিয়ে নীচে পাঠাগারে চলে এলাম।

[শাসন]

বাবা সব লক্ষ্য করেছেন; তিনি যে পরম করুণাময়; শিষ্যের ইহকালের ও পরকালেব ভার যে তিনি নিয়েছেন, তার কল্যাণ চিন্তা না ক'রে কি তিনি থাক্‌তে পারেন? তিনি যে আমার অন্তরে বাহিরে থেকে সর্বদা সব দেখছেন এবং স্থান ও কালানুযায়ী চালিত ক'রছেন। সন্তোষবাবু দোতলা থেকে নেমে একতলায় নিজের ঘরে গেছেন; আমি আবার পাঠকদের জন্য বই আন্‌তে ওপরে গেছি, বাবা বারান্দায় পায়চারি ক'রছিলেন। আমাকে দেখেই ব'ললেন —সেদিন যে তোমাকে স্থানকালপাত্রানুযায়ী মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার প্রয়োগ ক'র্‌তে ব'লেছিলাম, সব ইত্যোমধ্যে উবে গেল! তোমাকে দেখামাত্র সন্তোষ মুখ আঁধার ক'রলে আর তুমিও ক্ষুব্ধ হ'য়ে তার সঙ্গে ভালভাবে কথা ব'ল্‌লে না; শুধু দায়সারা মত কখন এলেন' ব'লে তাড়াতাড়ি নীচে গেলে? সাধু হ'তে এসেছ; অথচ সাধুর মত আচরণশীল হবে না? শুধু সাজ্‌লে যে সাজা পাবে! সাধনা মানে তো শুধু মন্ত্র বা নামোচ্চারণ নয়। সাধনা মানে দৈহিক শীতগ্রীষ্মাদি যেমন সহ্য করা দরকার তেমন অন্তর শত্রু—কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যাদি দমন ক'রতে পেরেছ কিনা, তারা তোমার ওপর জয়ী হয়, কি তুমি তাদের ওপর জয়লাভ কর তা লক্ষ্যকরা; আর নিশ্চল মনে একনিষ্ঠভাবে ভগবদ্ ভাবনার নাম সাধনা। শুধু অনেকক্ষণ জপ কর্‌লে আর ঐ গুলি রক্তবীজের মত বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাতে কি হবে! দেখ ক্রোধের জন্য অমন দুই মহাত্মা

কালিয় নাগ ও গরুড় হয়েছেন ; দেখ হিংসার জন্য দুই ভ্রাতা ধর্মপরায়ণ হ'য়েও গজ ও কচ্ছপ হ'য়েছিল ; আর ভগবান কৃষ্ণ ব'লেছেন "কাম ক্রোধ ও লোভ এ তিনটি নরকের দ্বার। শুনে, পড়ে, দেখেও কি শিখবে না ? সাধু হওয়া মানে সব রকমে অহন্তা-মমতা বুদ্ধির ওপরে যাওয়া। তুমি কি দেহ না ইন্দ্রিয়াদি ; না দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মা ? লোকে তো দেহেন্দ্রিয়াদিকে লক্ষ্য ক'রেই ব্যবহার করে। তাদের লক্ষ্য ক'রেই তাতে আত্মবুদ্ধি আরোপ ক'রে সুখী বা দুঃখী হয়। আত্মাকে কি কেউ গালি দিতে পারে ? না, অপমান ক'রতে পারে ? যদি দেহটা তুমি হ'তে তা হ'লে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সব অবস্থাতেই তোমার-সুখ-দুঃখ বোধ হত ; তাতো হয় না, কেবল কখন জেগে থাক, ইন্দ্রিয় গুলি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই তো তোমার আনন্দ নিরানন্দ জাগে ; স্বপ্নাবস্থাতেও পূর্বানুভূত বিষয়ের সংস্কারবশে সূক্ষ্মশরীরে তার ভান হ'তে পারে ; তাও সব স্বপ্নকালে নয়। তোমার দেহাত্মবুদ্ধি, অহংকার বড্ড বেশী। তাই যেই মাত্র সন্তোষকে মুখ আঁধার করতে দেখেছ, অমনিই ব্যথা অনুভব ক'রেছ। আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি, যদি তুমি তাকে মুখ আঁধার করতে না দেখতে, যদি সে তোমার সম্বন্ধে কোন ও কটূ কাটব্য করতো, বা নিন্দা-মন্দ ক'রতো আর তা না শুনতে, তা হ'লে কি তুমি দুঃখিত হ'তে না অভিমান জাগ্‌ত ? আরও দেখ, যদি তুমি ঘুমিয়ে থাক্‌তে আর কেউ তোমার সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা ক'রতো, তা হ'লে কি তুমি ক্রুদ্ধ হ'তে ? ব'লতে পার, তুমি তা দেখনি বা শুননি সেজন্য তোমার মধ্যে প্রতি-ক্রিয়া দেখা দেয় নি। ভেবে দেখেছ কি, তোমার দেখা বা শোনার মূলে তোমার চোখ বা কান নয়, ওরা সহায়ক মাত্র ; দ্বার মাত্র ; ওর মূলে তোমার মন ; তা হ'লে দেখছ মনেতেই দুঃখ মান-অপমান বুদ্ধি ; তোমাতে নয় ; তোমার যদি সুখ-দুঃখ হ'ত তা হ'লে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সব অবস্থায় সুখ-দুঃখ বোধ হ'ত ; মনই তোমাকে কেমন ভাবে নাজেহাল ক'রছে, তোমাকে সুখ-দুঃখের নাগর-দোলায় ওঠাচ্ছে-নামাচ্ছে, অথচ তুমি মন বুদ্ধির অতীত নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য, স্বভাব আত্মা।

তাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, মান নাই, অপমান নাই, জরা নাই ব্যাধি নাই, সে শান্ত সমরস ; তাই তুমি। সেটা ভাব না কেন তুমি ; যে যা বলে বা করে তোমার দেহান্দ্রিয়াদি লক্ষ্য ক'রে বলে, তুমি তো তা নও ; তুমি তাদের অতীত, সেই রূপ ভেবে সেইরূপ আচারপরায়ণ হ'তে চেষ্টা কর, সব রকম বিবাদের অতীত হও! যাও অনেক ক্ষণ লাইব্রেরী ছেড়ে এসেছ ; কে কি চাইছে ; দেখ যেয়ে।

শুন্‌তে শুন্‌তে অনেক প্রশ্ন জাগল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার অবসর হ'ল না। নীচে লাইব্রেরীতে চলে এলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[আশ্রমবাসী শিষ্য কর্তব্য]

মনটা আজ বিকাল থেকে খুবই চঞ্চল ; কতক্ষণে সময় পাব, কতক্ষণে মনের কথাগুলো উগ্‌রে দিয়ে খালাস পাব—এই চিন্তায় ডুবে আছি—বল্‌লেও অত্যুক্তি না। কিন্তু আমি চাইলেই তো আর হবে না। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা না হ'লেতো কিছুই হ'বার উপায় নাই ? অথবা অনুতাপের অনলে পুড়িয়ে খাঁটি ক'রে নেবার জন্য ক্ষোভ জাগিয়ে দূরে সরে থাকেন, আরও জ্বালা, আরও আগ্রহ, আরও ব্যাকুলতা জাগাবার জন্যে ? নানা চিন্তার টানাপোড়েনে জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে একটু দেরীতে ঘুম এল কিন্তু রাত্রি ৩৷৷০টায় ঘুম ভেঙ্গে গেল ! বাবা ঐ সময়ে উঠে জপাদি ক'রতে ব'লেছেন। তিনি ঠিক ৪টায় নীচে শৌচে আসেন ; তাঁর ওঠার আগে না শয্যাত্যাগ ক'রলে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করা হ'বে, সর্বোপরি সেবার ত্রুটি হবে। যে দিন মনুসংহিতায় শিষ্যের কর্তব্য, বিশেষতঃ অন্তেবাসী শিষ্যের কর্তব্য সম্বন্ধে পড়েছি—

"চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা। কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্ন মাচার্যস্য হিতেষু চ। শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ। নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেৎ বীক্ষ্যমানো গুরোর্মুখম্। নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযতঃ। আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ। হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্বদা গুরুসন্নিধৌ। উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব

সংবিশেৎ। শ্রুতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ। নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ॥ আসীনস্থ স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ। প্রত্যুদ্গম্য ত্বব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ॥ পরাঙ্মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যেতি চান্তিকম্। প্রণম্যতু শয়ানস্থ নির্দেশে চৈব তিষ্ঠতঃ। নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধৌ॥ গুরোস্তু চক্ষুবিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥ নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্। ন চৈবাস্যানুকুর্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্॥ গুরো র্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ততে। কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যঞ্চ ততোঽন্যতঃ॥ দূরস্থং নার্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়ঃ। যানাসনস্থশ্চৈবেন-মবরুহ্যাভিবাদয়েৎ॥ প্রতিবাতেঽনুবাতে চ নাসীত গুরুণা সহ। অসংশ্রবে চৈব গুরো র্ন কিঞ্চিদপি কীর্তয়েৎ॥ গোঽশ্বোষ্ট্রযানে প্রাসাদপ্রস্তরেষু কটেষু চ। আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলকনৌষুচ॥'

[অর্থাৎ আচার্য বা গুরু বলুন বা নাই বলুন শিষ্য স্বাধ্যায়ে এবং আচার্যের হিতকর কার্য্যসাধনে যত্নবান্ হবে; কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত ক'রে যোড় করে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে; গুরুসন্নিধানে সংযতেন্দ্রিয়, সদাচার-পরায়ণ ও নম্র হ'বে; গুরু সামনে থাকলে ব'স্তে না ব'ললে ব'স্বে না, বস্তে ব'ললে তাঁর দিকে মুখ ক'রে ব'সবে? গুরুর সামনে হীনান্নবেশবান্ হ'বে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি ব্যবহার ক'রবে না, উৎকৃষ্ট আহার্যও গ্রহণ ক'রবে না। তাঁর শয্যাত্যাগের পূর্বে শয্যাত্যাগ ক'রবে, তাঁর শয়নের পরে শয়ন ক'রবে। শুয়ে শুয়ে তাঁর সঙ্গে কথা ব'লবে না; তাঁর দিকে পেছন ফিরে চলা বসা বা দাঁড়ান উচিত নয়। আচার্য আসনে ব'সে শিষ্যকে ব'স্তে আদেশ ক'রলে তবে শিষ্যের বসা উচিত নতুবা দণ্ডায়মান থাকা উচিত। যদি শিষ্য দূর থেকে দেখতে পায় যে আচার্য আসছেন, তবে শিষ্য অবশ্য অবশ্য এগিয়ে যেয়ে তাঁকে নিয়ে আস্বে। গুরু চল্‌তে থাক্‌লে শিষ্য তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবে কিন্তু এমনভাবে যাবে যেন তার পায়ের ধূলো উড়ে যেয়ে গুরুর গায়ে না লাগে। গুরু শয়ন ক'রলে শিষ্য তাঁকে প্রণাম ক'রে শয়ন করবে এবং

গুরুর ঘুম থেকে ওঠবার পূর্বেই শিষ্য ঘুম থেকে উঠবে। ব'সে ব'সে, খেতে খেতে, চ'লতে চ'লতে, তাঁর দিকে পশ্চাৎ ক'রে শুয়ে গুরুর প্রশ্নের উত্তর দেবে না। গুরুদেবের আসন অপেক্ষা শিষ্য কখন মূল্যবান্ আসন ব্যবহার ক'রবে না। যেখানে গুরুদেবের নিন্দা (যে দোষ নাই সেই দোষ আরোপিত হয়) বা পরীবাদ (গুরুদেবের সত্যই যে দোষ থাকে, সেই দোষের আলোচনা হয়,) হয়, শিষ্য তা শুনবে না। কানে আঙ্গুল দেবে অথবা সেখান থেকে চ'লে যাবে। দূর থেকে গুরুকে প্রণাম ক'রতে নেই ; ক্রোধের সময়ে, স্ত্রীলোকের সামনে অথবা গাড়ীতে চল্‌তে চল্‌তে গুরুকে প্রণাম ক'রবে না। গুরু যদি মাটিতে থাকেন শিষ্যের উচিত যানবাহন থেকে নেমে প্রণাম করা ; বিশেষ প্রয়োজন না হলে পরোক্ষেও শুধু গুরুনাম উচ্চারণ ক'রবে না। গুরুর সঙ্গে একাসনে ব'সবে না ; শিষ্যের গায়ের বাতাস গুরুর গায়ে লাগ্‌তে পারে অথবা গুরুর গায়ের বাতাস তার গায় লাগ্‌তে পারে এমন ভাবে শিষ্য কখন গুরুর কাছে ব'সবে না, কেবলমাত্র গোযানে, অশ্বযানে, উষ্ট্রে, প্রাসাদশিখরে শিলাফলকে, কটে বা নৌকায় চ'লবার সময়ে প্রয়োজন হ'লে একাসনে বস্‌তে পারে।"] এবং সর্বত্র অদ্বৈত ভাবনা ক'রলেও শিষ্য কখনও গুরুর সহিত অদ্বৈতভাবনা ক'রবে না" শুনেছিলাম সেইদিন থেকে শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে। বিশেষতঃ বাবার কথা শাস্ত্রাভ্যাসী হ'বে, শুধু শাস্ত্রপাঠী হ'বে না। কেবলমাত্র শাস্ত্রপাঠী হ'লে গাধা যেমন লবণ, খইলাদি বোঝা বইলেও তার ভাগ্যে কদাচিৎ ছিটে ফোঁটা জোটে, সে পেটভরা পায় না, তেমনি শাস্ত্রের বোঝা বওয়া হ'বে, তা পরের উপকারে এলেও নিজের প্রকৃত উপকারে আসবে না। আর শাস্ত্রাভ্যাসী হ'লে নিজের পরম কল্যাণলাভের সহায়ক হয়, অন্যেরও উপকারে আসে। শাস্ত্রবাক্য ঋষিবাক্য ; তাঁরা স্ব স্ব জীবনে অভ্যাস ক'রে কল্যাণ লাভ ক'রে গেছেন, তাইই উত্তরসুরীদের জন্য শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। হাতে কলমে ক'রে ফল লাভ ক'রেছিলেন উহা মিথ্যে নয় ; তাঁরা তাঁদের যুগে আদর্শ ছিলেন। এখন তোমরা যদি স্ব স্ব জীবনে অভ্যাস ক'রে সাধারণের

সামনে আদর্শ স্থাপন ক'রতে পার, জগতের প্রভূত কল্যাণ হ'বে। বর্তমানকালের বচনসর্বস্ব উন্মার্গগামীরা অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পাবে। শাস্ত্রবাক্য অর্থবাদ মাত্র নহে, উহা ধর্মার্থকামমোক্ষলাভের সহায়ক-বুঝে-যারা তোমার সংস্পর্শে আসবে, তারাও তোমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে আচারবান্ হ'বে, তাদের জীবনও ধন্য হবে।"—এসব কথা আমাকে যেন রক্ষা কবচের মত রক্ষা করে। তিনি শুধু আদর্শবাদী নন, তিনি মনেপ্রাণে আদর্শপরায়ণ; হিতমিতবাক্য ব'লতেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও ব'লতেন না; গুরুবাক্য বেদবাক্য ব'লে মানতেন; শাস্ত্রবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রতেন। পূর্বেই ব'লেছি তিনি সুস্থ অবস্থায় কখনও সেবা নিতে চাইতেন না, ব'লতেন—ভগবান্ সামর্থ্য দিয়েছেন, বুদ্ধিও দিয়েছেন আবার অহঙ্কারও রেখেছেন, এ অবস্থায় সব তোমাদের ওপর দিয়ে করিয়ে নিলে, বুদ্ধি ও সামর্থ্যানু-যায়ী নিজে কিছু না করলে ভগবান্ অসন্তুষ্ট হ'বেন; আমি প্রতিগ্রহী হ'ব; শাস্ত্রদৃষ্টিতে পতিত হ'ব, আমার পরম কল্যাণের পথ রুদ্ধ হ'বে। ঋণ শোধ ক'রতে আবার কত বার জন্মজরা-মৃত্যুর হাতে পড়তে হ'বে। যখন সামর্থ্য থাকবে না তখন প্রয়োজন হ'লে ব'লব, তখন পারলে করো।"

অনেক সাধ্যসাধনার পর, অনেকবার আবেদন নিবেদনের পর তাঁর বিছানাটা [তাতে-তো শুধু একটা মাদুর, একটা বালিশ একটি পাতলা চাদর, মশা থাকলেও কদাচিৎ মশারি খাটান] পাতার ও তোলার অধিকার পেয়েছি; কিন্তু যদি ৪।১৫ মিনিট বেজে যায় অর্থাৎ তাঁর শয্যাত্যাগ ক'রে শৌচাদি সারতে যেটুকু সময় লাগে, তার বেশী দেরী হ'লে গিয়ে দেখি বিছানা তোলা হয়ে গেছে, নিজে আসন পেতে সাধনায় ব'সে গেছেন। সুতরাং সেবার অধিকার বজায় রাখ্‌বার জন্যে রাত্রি সাড়ে তিনটা না বাজ্‌তেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি এবং শৌচাদি সেরে তৈরী থাকি। তাঁর শৌচের জন্য নীচে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে যেয়ে মাদুরপত্র তুলে, জায়গাটা মুক্ত ক'রে আসন গঙ্গাজলাদি দিয়ে নীচে নেমে আসি। কারণ গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা"—

গুরুবাক্য শ্রবণ, মনন, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়; অপরা বিদ্যালাভ ক'রতে হ'লে সেখানেও চাই সেবা, অভ্যাস, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা; তা না হ'লে কখনও বিদ্যালাভ হয় না। ছাপান বই দেখে মুখস্থ ক'রে অপরা বিদ্যা কিছু আয়ত্ত করা গেলেও যেতে পারে, না বুঝেও কারুমুখে এইরূপ প্রশ্ন হলে পুস্তকবিশেষের এই পাতা থেকে এই পাতা পর্যন্ত লিখতে হ'বে—এইরূপ শুনে, লিখে বা মুখে ব'লে পাশ করা যেতে পারে, কিন্তু পরা বিদ্যা? সেখানে উপনিষদ্ ব'লেছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" [অর্থাৎ হে মহাত্মগণ। যাঁদের ইষ্টবৎ গুরুতে পরা ভক্তি আছে, তাঁদের কাছেই শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, অন্যের কাছে নহে। পরাভক্তি ছাড়াও দুরাচার থেকে নিবৃত্ত হওয়া চাই অর্থাৎ সদাচারপরায়ণ, শান্ত, দান্ত, সমাহিত, জিতেন্দ্রিয় ও মোক্ষসাধনপরায়ণ হওয়া চাই; তবেই বিদ্যালাভ হয়, নতুবা নহে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্‌ও অর্জুনকে ব'লেছেন যে, জ্ঞান দ্বারা সবই ব্রহ্মময় বোধ হয়—["তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" [তোমাকে হৃদয়ের ভক্তির সহিত প্রণিপাত ও সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট ক'রে, নিজেকে সম্পূর্ণ তাঁর উপদেশের অধীন করে, নিত্যনিরন্তর নিষ্ঠার সহিত সাধনার মাধ্যমে এবং গুরুবাক্যে স্থির বিশ্বাস রেখে এবং সংশয়িত বিষয়ের সম্যক্ আলোচনার দ্বারা সংশয় নিরসনের দ্বারা তা লাভ ক'রতে হবে, এবং তোমার যথাযথ আচরণেই সন্তুষ্ট হ'য়েই অপরোক্ষ জ্ঞান সম্পন্ন তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু তোমাকে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উপদেশ ক'র্‌বেন।] সেই সব উপদেশ ও নির্দেশ বার বার মনের কোণে উকি মারে; কৃপা ক'রে শাস্ত্র আমাকে কর্তব্যে প্রবর্তিত করে। রাত্রি ৩৷৹টার পর আর শুয়ে থাক্‌তে পারি না! অধিক রাত্রে ঘুমালেও ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙ্গল; উঠার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে চলার শব্দ পেলাম; বু'ঝলাম—বাবা উঠেছেন।

তাড়াতাড়ি শৌচাদি সেরে ওপরে গিয়ে বিছানা তুলে আসন পেতে কোশাকুশি দিয়ে নীচে চলে এলাম।

[সন্তোষবাবু প্রসঙ্গ]

যতবার সন্তোষবাবুর মুখোমুখি হচ্ছি, ততবারই দেখ্‌ছি যেন তাঁর মুখখানি পূর্ব অপেক্ষা আরও আরও আঁধার হ'চ্ছে। হয়তো একরকমই ছিল, কিন্তু আমার মন খারাপ, তিনি আমার প্রতি বিদ্বিষ্ট, এইরূপ ভাব মনে জাগায় ঐরূপ মনে হচ্ছিল—কেন না কথায় বলে "যাকে দেখতে পারি না, তার চলন বাঁকা'; এমন ভাব আর কি? তাঁকে দেখ্‌লেই যেন মনটা বিষিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কথা "নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি, যে পথ দিয়ে চলিয়ে যাব সবারে যাব তুষি'।" [যখনই যে দিকে দৃষ্টি প'ড়বে, সব যেন মধুময় দেখি, মন যেন খুসিতে ভ'রে যায়, কখনও অতৃপ্ত না হয়; আর আমার আচরণে যেন কেহ অসন্তুষ্ট না হয়, যেন সকলেরই প্রীতি হয়। আমার কাজ, কথা, ব্যবহার—যেন কারু মনে পীড়া না দেয়; আমার আচারে ব্যবহারে কথায় যেন সকলেই সন্তুষ্ট হয়, সকলের কল্যাণের জন্য আমার জীবন মন উৎসর্গীকৃত হয়] বার বার মনে পড়ছে, তবুও নিজকে সামলাতে পার্‌ছি না; হাসি মুখে সন্তোষবাবুর কাছে যেয়ে বল্‌তে পারছি না; 'আপনি মুখ আঁধার ক'রে আছেন কেন? ঐরূপ দেখে আমার মনে কষ্ট হ'চ্ছে। আশ্রমে এসেছি, সংসারাশ্রমের দাবদাহ, হিংসা দ্বেষ, ক্রোধ মোহ-ত্যাগ ক'রে আনন্দময়ের সাধনে ব্যাপৃত থেকে আনন্দে জীবন কাটাবার জন্য, এখানে হিংসাহিংসি ভাল নয়, আমি আপনার কাছে কি দোষ ক'রেছি বলুন, আমি ক্ষমা চাইছি।" কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে—"আমিতো সন্তোষবাবুর বিপ্রিয় কিছু করি না; যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলাম তখন ঝগড়ার উপক্রম হ'লে, হয় কথা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাক্‌তাম, কেহ কিছু ব'ললে উত্তরই দিতাম না, নতুবা সেখান থেকে পালিয়ে যেতাম। কেবল একদিন খুবই অন্যায় ক'রেছিলাম। সেদিন বক্‌রিদ; একটী মুসলমান ছেলে সদর রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ঐ অমেধ্য

মাংস নিয়ে হিন্দু-পল্লীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তার সঙ্গে গায় পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছিলাম, এবং শেষ পর্য্যন্ত কাটারি ছুঁড়ে তাকে খোঁড়া ক'রতে চেয়েছিলাম। ভাগ্য ভাল, তার গায় লাগেনি নতুবা হয়তো খুনই হ'য়ে যেত। সেটা মারাত্মক অন্যায়; কিন্তু পাঠশালার পণ্ডিতমহাশয় মুসলমান হ'লেও কারু ধর্মে ও সংস্কারে আঘাত করা উচিত নয় ব'লে আমাকে সমর্থন করেন ও সেই ছেলেটার বাবাকে নিরস্ত ক'রে ঝগড়া মিটিয়ে দেন। আর আজ আমি আশ্রমবাসী; সাধু সেজেছি, সাধু হ'ব ব'লে; আমার আচার-আচরণতো সাধুজনোচিত হওয়া উচিত! এ আমি কি করছি-তিনি অধম হ'লেও আমি উত্তম হ'ব না কেন।" কিন্তু" হৃদি উত্থায়োত্থায় বিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং যথা মনোরথাঃ" আমারও তেমনি সসেমিরা অবস্থা। সন্তোষবাবুর আঁধার মুখ দেখলেই আমার মনও বিষিয়ে যাচ্ছে; কোনও কুল কিনারা ক'রতে পারছি না। অগত্যা বাবাকে বললাম—সন্তোষবাবু আমাকে দেখলেই মুখ আঁধার করেন কেন? আমি তো তাঁর সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করিনি।"

বাবা—ঘরে ঘি থাকা সত্ত্বেও ঠাকুরের ভোগে ঘি দিতে পারিনি আমাকেও খেতে দেয়নি ঘরে ঘি নাই ব'লেছিল; তুমি ঘরে ২ সেরের বেশী ঘি ছিল, তা পশ্চিম পাশের বইএর আলমারির পেছন থেকে বের ক'রে আমাকে দেখিয়েছ, তা ব'লেছি। সব জানাজানি হ'য়ে গেছে। আর তার মূলে তুমি; তাই তোমাকে দেখলেই ঐরূপ ক'রছে, ভাব্ছে—তুমিই তার বিরুদ্ধে লেগেছ, তুমি তার শত্রুতা ক'র্ছ, তাকে অপদস্থ ক'রে মঠ থেকে তাড়াতে চাচ্ছ।"

[মন মুখ এক]

আমি—আপনি ব'ললেন কেন? শুধু ঘি চাইলেই হ'ত না বললে, ঘরের মধ্যে জানালার আলমারির পেছনে দেখতে ব'ললেই হোতো?

বাবা—কেন! যা সত্য তাই ব'লেছি। থাক্তে না দেওয়া বা লুকিয়ে রাখা তো অপরাধ। অপরাধের-অন্যায়ের শোধন হওয়া উচিত।

অপরাধের শাস্তি না হ'লে আরও গুরুতর অপরাধ ক'রবার প্রবণতা জাগ্‌বে, তাতে তার সমূহ ক্ষতি হ'বে। ঠাকুরের কাছে তোমরা এসেছ তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনাই হ'বে আমার কাজ। আর অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—উভয়েই অপরাধী, উভয়েই দণ্ডনীয়। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? অন্যায় কখনও ক'রবে না, অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয়ও দেবে না। ন্যায় পথে চল্‌বে, মনে মুখে এক হ'বে। লুকোচুরি ক'রলে ধরা পড়ার ভয়ে, মান ইজ্জত হারাবার ভয়ে সর্বদা সঙ্কোচ জাগে, কখন সত্য প্রকাশ পাবে, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা ধরা প'ড়ে যাবে, সেজন্য সর্বদা ভয় জাগে, শান্তি পাওয়া যায় না। আর মনের কথা খোলাখুলিভাবে ব'লে ফেল্‌লে, অন্যায় ক'রে স্বীকার কর্‌লে, সাময়িক হয়তো কিছু ভৎ'সনা সহ্য কর্‌তে হয়, কিন্তু তার জন্য সশঙ্কিত থাক্‌তে হয় না, শান্তিতে থাকা যায়। এজন্য জ্ঞানীরা যেমন অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা ও ক্ষমাগুণকে মাথার মণি ক'রে রেখেছেন, তেমনি সরলতাকেও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। কখনও দো-নাড়াম কর্‌বে না, মনে মুখে এক হবে।

লোককে বলা আর নিজের জীবনে রূপায়িত করা এক নয়। বহু জন্মের সুকৃতি না থাক্‌লে এবং বর্তমান জীবনে ঐকান্তিক ইচ্ছা না জাগ্‌লে শাস্ত্রপাঠ গুরূপদেশ সহজে কার্যকর হয় না। বাবার উপদেশ শুনেছি শান্তিময় জীবনযাপন ক'রতে হ'লে মৈত্রী, করুণা মুদিতাও উপেক্ষার বেড়া দিতে হবে, গীতাতেও প'ড়েছি—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামক্রোধস্তথা লোভ স্তস্মাদেতৎত্রয়ং ত্যজেৎ।"

[অর্থাৎ কাম, ক্রোধ এবং লোভ। এই তিনটী জীবের মহাশত্রু, জীবের সর্বনাশ করে। সুতরাং সর্বপ্রযত্নে এই তিনটীকে ত্যাগ করবে] কিন্তু কার্যকালে সব ভণ্ডুল হ'য়ে যাচ্ছে। সন্তোষবাবুর সঙ্গে কিছুতেই মিলিয়ে নিতে পার্‌ছি না। তাঁকে এড়িয়ে চলি, নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে তাঁর সঙ্গে কথা বলি না। তাঁকে দেখলেই মনে ক্ষোভ জাগে, অহঙ্কারও মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। কেবলই মনে হয় বাবাকে

ঘিএর কথা বলেছি, সত্যই তো বলেছি, অন্যায়তো করিনি। বাবা যখন ভোগ দিতেন, সেখানেই তো ঘি-এর পাত্র থাক্‌তো, সন্তোষবাবুও তো সেখান থেকে ঘি নিয়ে ভোগ দিতেন। আমি কালনায় যাবার আগে সেখানেই তো ঘিএর পাত্র দেখে গিয়েছিলাম। তিনি তা সরিয়ে একেবারে আলমারির বইএর পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন? আমি বাবাকে ঘি না নিতে দেখে, জিজ্ঞাসা করায় বাবা ব'ল্‌লেন সন্তোষ ব'লেছে ঘি নাই; অথচ আমি কালনায় যাবার আগে ৩টী পাত্রে ঘি দেখে গিয়েছিলাম, তাই তো খুঁজে বের ক'রে দিয়েছি, তাতে অন্যায় কি ক'রেছি; তাতে আমাকে দেখলেই মুখ ব্যাজার ক'রবেন কেন?' এই সব ভেবে ক্ষোভ জাগে। আর অহঙ্কার? তাঁর কাছে শিখবার কি আছে? আমি বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী-ভাষা জানি, তিনি সামান্য লেখাপড়া জানেন, আমি শিক্ষিত; অনেক পড়েছি, এখনও পড়ি; আর যদি সংশয় জাগে, তার সমাধানতো বাবার কাছ থেকে হ'তে পার্‌বে। সুতরাং তাঁর তোয়াক্কা রাখার কোনও প্রয়োজন নাই। তাঁকে Damn Care"—এইরূপে মিথ্যা গর্বে মন দোষ ধ'রতে যায়। জগতে শিখ্‌বার যে কত আছে, কত শিক্ষা নেবার আছে, মূঢ় মন তা বোঝে না। গুরু যে বিশ্বের অনু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত র'য়েছেন, তিনি যে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষরূপে শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি তো অনুকূলভাবে শুধু নন, প্রতিকূলভাবেও শিক্ষা দিয়ে থাকেন মাদৃশ অবোধ অর্বাচীনদের পরম কল্যাণের পথে চালিত কর্‌বার জন্য-এ বোধ তো জাগেনি অথচ স্তব পাঠের সময়ে বলি—

গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।

গুরুর্বিশ্বং নমস্তেঽস্তু বিশ্বগুরুং নমাম্যহম্॥ [গুরুর মধ্যেই চরাচর বিশ্ব স্থিত, চরাচর বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে গুরু বিদ্যমান, গুরুই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাঁকে নমস্কার। প্রত্যক্ষতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গুরু, তাঁকে বারবার প্রণাম করি ব'লে থাকি]। অথবা কি আমি বলি! আমি তোতাপাখীর মত শব্দগুলি আওড়াই মাত্র, অর্থবোধ নাই, মনন নাই; যদি তা থাক্‌তো তা' হ'লে কি এত গর্বিত এত অহঙ্কৃত হ'তে পারি?

প্রণতির সঙ্গে সঙ্গে সকল অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে যেত। অথবা মাদৃশ অর্বাচীনের চেষ্টা বৃথা ; বিশ্বগুরুর কৃপা না হ'লে তা ধরা যাবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[সন্তোষবাবুর আশ্রম ত্যাগ]

দিন কাট্‌ছে এমনিভাবে ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে গুরুপূর্ণিমা (আষাঢ়ী পূর্ণিমা) এল। চেৎলার ১১নং সব্‌জিবাগান লেন নিবাসী হরেনদা (৺হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবার মন্ত্রশিষ্য, আমার গুরুভাই) গুরু পূর্ণিমার উৎসবের জন্য আড়াই মন চাউল, দেড় মন ডাল, তিরিশ সের পটোল, এক মন আলু, ত্রিশ সের মিষ্টি কুমড়ো, শাক, ফলমূলাদি আম ৩০, জামরুল, শশা, কলা ১০০, পায়সের জন্য এক সের কিশ্‌মিশ, এক পোয়া পেস্তা এক পোয়া বাদাম পাঠিয়েছেন (ত্রিশ সের দুধের পায়স হবে, তাই এত কিশমিশাদি)। আলু পটোল সভা ঘরে রাখা হ'য়েছে। চাল ডাল ও ফলমূলাদি দোতলায় ৺ঠাকুর ঘরে রাখা হয়েছে। জিনিসগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে এলাম। সন্ধ্যা করার সময় হ'য়েছে, তা ছাড়া পরের দিন উৎসব, ঠিক গোছগাছ ক'রে না রাখলে তো সব সময় মত জোগান দেওয়া যাবে না। সন্তোষবাবু ভোগটাই মাত্র দেন, অন্য কাজে হাত দেন না। সভার মেম্বারদের মধ্যে ৺রবীনবাবু (৭৭নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্ নিবাসী ৺রবীন্দ্রনাথ দে ও সুধীরবাবু (২৩নং বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীসুধীরচন্দ্র বিশ্বাস) প্রভৃতি আসেন, তাও বেলাতে। হরেনদা, নগেনবাবু প্রভৃতি প্রসাদ বিলির একটু আগে অর্থাৎ প্রায় আড়াইটা পৌনে তিনটায় আসেন। সুতরাং সকালে হালুইকর আসার সঙ্গে সঙ্গে সব জোগান দিবার ও চৌকিদারি করার ভার পড়ে আমার ওপর। তাই আমার মাথা ব্যথা। আমার সন্ধ্যা শেষ হয়েছে, বাবা মন্দিরে আরতি করতে নামেননি, সন্তোষবাবু নীচের ঘরে আছেন ; আমি একটু পরেই সব জিনিস গুছিয়ে রাখ্‌বার জন্য ওপরে গেলাম ; বাবা বারান্দায় জানালার ধারে মাদুরের ওপর ব'সে আছেন। বাবাকে প্রণাম করতে জিনিসগুলি গুছিয়ে রাখতে বলায়

ঘরে গেলাম। জিনিস দেখে চক্ষু চড়ক গাছ; আম মাত্র ৮টা আছে, দেড় সেরের মত কিশমিশ পেস্তা বাদামের মধ্যে দেড় পোয়াটাক আছে। দেখে গেলাম, গেল কোথায়! খুঁজতে খুঁজতে আলমারির মাথার ঠোঙ্গার মধ্যে পেস্তাবাদাম ও আমগুলি পাওয়া গেল। বাবাকে সব ব'ললাম। বাবা সরল মানুষ, নির্যোগক্ষেমাত্মবান্। আশ্রমবাসী হ'য়ে কেউ যে এমন ক'রতে পারে, বিশেষতঃ উৎসবের জিনিস, ঠাকুরের ভোগের জিনিস—তা ভাবতেই পারেন না। তিনি বিশ্বাস করতে চান না; বিশেষতঃ সন্তোষবাবুর সঙ্গে মন কষাকষির জন্য তাঁকে অপদস্থ করার জন্য এমন ক'রছি—ভেবেছিলেন। আমারও তখন জেদ চেপে গেছে, প্রমাণ করাতেই হ'বে, নতুবা আমি মিথ্যাবাদী হ'ব, এবং সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি—তাই প্রমাণ হবে! ব'ললাম—দয়া ক'রে একবার ঘরে আসবেন, নিজচোখে দেখবেন; বাবা বাস্তব বাদী, অভ্যাসী, শুধু পাঠী নন; হাতে নাতে না ধ'রে, স্বচক্ষে না দেখে কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করেন না। আমার আগ্রহাতিশয্যে এবং স্বচক্ষে দেখবার জন্য ঘরে গেলেন; আমি আলমারির মাথা থেকে জিনিসগুলি নামিয়ে বাবাকে দেখালুম; বাবাতো দেখে অবাক্। আমাকে নীচেই রাখতে ব'ললেন—আমি ব'ললাম ওপরেই রেখে দি, সন্তোষবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কি বলেন, শুনবেন। তাঁর সামনেই নামান ভাল নয় কি? সুতরাং ওপরেই রেখে অন্য কাজ গোছাতে লাগলুম। বাবা ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন। "চোরের মন ভাঙ্গা বেড়ার দিকে" অথবা অন্যায় ক'রে অন্যের চোখে ধূলি দিবার জন্য অন্যায়ের চিহ্ন বিলোপ করার ইচ্ছা অন্যায়কারীর প্রবল এবং সেরূপ সুযোগের সন্ধান সর্বদাই ক'রে থাকে। পাছে জানাজানি হয়ে যায় বা ধরা পড়ে যান, তাই আমি ওপরে গেছি জানতে পেরেই সন্তোষবাবু ওপরেই গেছেন। সন্তোষ বাবু সবে মাত্র ঢুকেছেন। বাবা ব'ললেন—সন্তোষ! এ তোমার কি কাণ্ড! হরেনবাবু ঠাকুরের উৎসবের ফলমূল পেস্তা বাদামাদি পাঠিয়েছেন, আর তুমি তা থেকে সরিয়ে নিয়ে আলমারির মাথায় লুকিয়ে রেখেছ নিজে খাবার জন্য; ভক্তি রাখতে এসে

না পেয়ে খুঁজে বের ক'রে আমাকে দেখালে। সন্তোষবাবু আর কি বলবেন? গুম্ হয়ে গেলেন। কিছুই ব'ললেন না; কেবল আমার দিকে কট্‌কট্‌ করে তাকিয়ে চলে এলেন! আগে বাবা প্রসাদ দিতেন রাত্রিতে; সন্তোষবাবুর মনের ভাব বুঝে আর কিছুই ব'ললেন না, আমাকে ডেকে প্রসাদ দিলেন।

উৎসব নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়ে গেল। সন্তোষবাবু আমার প্রতি খড়্গহস্ত, কিন্তু আমি বাবার শিষ্য এবং গুণ্ডা প্রকৃতির! আগে উপেনের গলাটিপে জিভ্‌ বের করে দিয়েছিলাম, তাই প্রত্যক্ষভাবে কিছু ক'রতে পারেন না; কেবল বিড়্‌ বিড়্‌ করেন এবং আমাকে সামনে দেখলেই অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালাজ করেন, অনেকটা পাগলের ভাণ করেন। এক এক সময়ে জাতক্রোধ হই; ঘাড় ধ'রে মুচ্‌ড়ে দিতে ইচ্ছা করে; অন্যায় ক'রবার সময়ে খেয়াল থাকে না, অন্যায়ের খেসারত দিতে হবে? অন্যায় ধরিয়ে দিয়েছি ব'লে খামাকা গালি-গালাজ করছেন! কিন্তু বাবার নিষেধ ও নির্দেশের জন্য কিছু বলি না! গালি শুনে মনে মনে জ্বলতে থাকি। আসনে ব'সেও তাঁর মুখ গোমড়া ভাব মনে জাগে, গালিগালাজ মনকে তোলপাড় করে; জপের মালা ঘোরে, মন আরও ঘুরে মরে। জপে মন বসে না, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করি। ঠাকুরের কাছে কাঁদি—"ঠাকুর! ঘর ছেড়ে এলাম, তোমাকে প্রাণভ'রে ডাকবো ব'লে, আর তুমি আমাকে একি রেষারেষির মধ্যে ফেললে? আমি কি সত্যই কোন অন্যায় ক'রেছি, তার জন্য এত শাস্তি? ঠাকুর! আমি তো অন্যায় করিনি, সত্যই তো প্রকাশ ক'রেছি, অন্যায় ধরিয়ে দিয়েছি, আমার মনকে শান্ত ক'রে দাও; এত চঞ্চল এত গর্বিত করলে যে তোমার পতিতপাবন নামে কলঙ্ক হ'বে। আমাকে ধর, নিজ পদে তুলে লও।"

৩।৪ দিনের মধ্যে সন্তোষবাবুর মধ্যে পাগলের ভাব প্রকাশ পেল [অথবা তিনি পাগল সাজলেন তা ভগবানই জানেন] ৺ঠাকুরের সেতারটী আছড়ে ভেঙ্গে ফে'ললেন; বাবাকে শিষ্যদরদী আমার দিকে ঝোল টানছেন ব'ললেন, আমাকে চীৎকার ক'রে

বাবা মা তুলে গালি দিতে লাগ্‌লেন। বাবা নির্বিকার; সব শুন্‌ছেন; কিছুই বলেন না, শুধু সন্তোষবাবুর দৌড় দেখ্‌ছেন। আশ্রমের শান্তি বিঘ্নিত; আশ্রমের পরিবেশ নষ্ট হ'য়ে গেরস্থ বাড়ীর খেয়োখেয়িতে পরিণত হ'চ্ছে, বাবা মোহান্ত; তাঁর শ্রীগুরুর আশ্রম; তার মর্যাদা হানি হ'তে দেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত নয়। অগত্যা বাবা সন্তোষবাবুর ভাইকে চিঠি লিখে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। ব'ল্‌লেন—"এরূপ হিংসা, একদেশদর্শিতা, লোভ ও ক্রোধ নিয়ে তার আশ্রমে আসাই উচিত হয়নি। হয়তো তখন ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে বাড়ী ছেড়ে ৺বৃন্দাবনে গিয়েছিল, সুবিধে না হওয়ায় আমাদের আশ্রমে সব রকম সুখ-সুবিধার আশায় এসেছিল। ত্যাগ, বৈরাগ্য না জাগ্‌লে, ক্রোধ লোভ ত্যাগ না হ'লে আশ্রমে বাস করা যায় না। সাধন পথেও অগ্রসর হওয়া যায় না; সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনেও কেহ শান্তি পায়না। সেখানেও স্থানকালপাত্রানুযায়ী ব্যবহার দরকার, নতুবা পদে পদে ধিক্কৃত ও অপদস্থ হ'তে হয়; লোভ-মোহ বর্জন ক'র্‌তে হয়। পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহার ক'র্‌তে হয়। তবেই লোকের ভালবাসা শ্রদ্ধা পাওয়া যায়, মনে শান্তি আসে, নতুবা নয়।"

আমি একা যেঁড়ে, কাউকে বরদাস্ত করা বোধ হয় আমার স্বভাব নয়। নিজের শত দোষ আছে, সেদিকে খেয়াল করি না; তা' শোধ্‌রাবার চেষ্টা করি না অথচ পরের দোষ দেখ্‌লে তাতে তিলকে তাল করবার চেষ্টার অভাব থাকে না। ঠিক যেন চালুনির মত; সে বলে "ছুঁচ তোর পাছায় কেন ছেঁদা, তা' দিয়ে সূতো ঢোকে, কিন্তু চালুনিরও ছেঁদা আছে এবং তাই দিয়ে বড় বড় খই পর্যন্ত বেরিয়ে যায়, তা' সে দেখে না। গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কর্তব্য, তাঁর অনুগত হ'য়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনপথে চলা প্রত্যেক কল্যাণকামী শিষ্যের জীবনের একান্ত কর্তব্য—এ মহান্ উপদেশ পালন করি না; তা' যে মহা অন্যায়, তা' স্মরণ রেখে নিজেকে চালিত করার চেষ্টা করি না। একটা কল সরিয়ে রাখা বা দু-পাঁচটি কিশ্‌মিশ্‌ পেস্তা বাদাম

খাবার জন্য লুকিয়ে রাখার চেয়ে ঘোরতর অন্যায় তা পোড়া মন বোঝে না। বাবা সাধন দিয়েছেন, সাধনপথে নিষ্ঠার সঙ্গে চ'ল্‌তে ব'লেছেন। তাতেই পরম শান্তি লাভ হ'বে ব'লেছেন,—তাতে বিশ্বাস ক'রে কাজ না করা কোটীগুণ অপরাধ; বিপথে চ'ল্‌লে পরম কল্যাণের পথ রুদ্ধ হ'বে—এ ধারণা পোষণ ক'রে অবরুদ্ধ দ্বার খোলার চেষ্টা না করা যে ইহকালে-পরকালের পরম ক্ষতিকারক—এ বোধ এখনও জাগেনি, তাই গুরূপদেশ কিছু শুন্‌লেও মনগড়াভাবে সাধনপথে চ'ল্‌তে মন এখনও দ্বিধা করে না। তার ফলও ফলল হাতে হাতে। পাঠাগারে বসি। নানা বয়সের, নানা রুচির পাঠক পাঠাগারে প'ড়্‌তে আসেন; বালকেরা সাধারণতঃ গল্প, উপন্যাস, রোমাঞ্চ সিরিজের বই পড়ে; একটু বয়স্ক যাঁরা তাঁরা কেহ পুরাণ, কেহ উপনিষদ্, কেহ বা Theology, আবার কেহ বা যোগশাস্ত্রের বই পড়েন। বইপত্র দোতলা থেকে আনা, খাতায় লেখা—দেওয়া, ফেরৎ নেওয়া সবই আমাকে ক'র্‌তে হয়।

[কুলকুণ্ডলিনী জাগাবার আগ্রহ]

আর তো দ্বিতীয় কেহ নাই। পাঠকদের প'ড়্‌তে দিবার পূর্বে, কখনবা পরে, পড়া বই-এর পাতা ওল্টাই; ২।১০ পৃষ্ঠা না প'ড়ে ছাড়ি না; তা' ছাড়া পাঠকদের বড় বদ্-অভ্যাস, বই শেষ না হ'লে যে-পর্যন্ত পড়া হয় সেখানকার পাতা ভেঙ্গে স্মারক চিহ্ন রাখেন। বিষয়বস্তু স্মরণ রাখার তাগিদ খুবই কম। মনে হয়, বিকালে সময় কাটে না, পাখার বাতাসও পাওয়া যায় এবং নানাজনের মুখ দেখা যায়, নানারকম বই-এর পাতা উল্‌টিয়ে বিজ্ঞ বন্‌বার সাধও থাকে। তাই আসেন। সাধকদের জীবনী কেহ প'ড়্‌তে নিলে তার পাতা বিশেষ ক'রে উল্‌টাই। সাধকদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-নিরানন্দ, দুঃখের সংসার থেকে পাড়ি দিবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও তদনুকূলে সকল প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনকে তুচ্ছ ক'রে মুক্তি-সাধনায় অগ্রসর হ'বার কথা প'ড়ে মন আনন্দলাভের জন্য, জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল

হয়; মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হ'তে তীব্রতর হ'তে থাকে; যোগপথে তাড়াতাড়ি কুণ্ডলিনীশক্তি জাগে; কুণ্ডলিনীর জাগরণে সাধকের নানাবিধ অবস্থা হয়; সাধক জ্যোতিঃদর্শন করে। মহা আনন্দের অধিকারী হয়, মুক্তি তার করতলগত হয়—ইত্যাদি প'ড়্তে প'ড়্তে তাড়াতাড়ি কুণ্ডলিনী কিরূপে জাগান যায়—এই চিন্তায় পেয়ে ব'সল। "সবুরে মেওয়া ফলে।" 'ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল'; গুরুর অনুগত হ'য়ে চলাতেই অনুগত শিষ্যের পরম কল্যাণ লাভ হয়, তাঁর অনুগত হ'য়ে চ'ল্‌লে এবং তাঁর কৃপার ওপর নির্ভর ক'রে থাক্‌লে দয়াল গুরু কর্ণধার হ'য়ে হাত ধ'রে পথে নিয়ে চলেন"—এসব নীতি বাক্যে বিশ্বাস রেখে ধৈর্য ধ'রে চলার বুদ্ধি লোপ পেলও। একদিন ব'লেই ফেল্‌লাম বাবাকে—কুণ্ডলিনী কি ক'র্‌লে জাগে, কিরূপে তাকে জাগাতে হয়।

বাবা—যা সাধন পেয়েছ, যে-ভাবে ব'লেছি—সেই ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে যাও; কুণ্ডলিনী আপনিই জাগ্‌বে। হঠযোগের সাহায্যে সহজে জাগান যায়; কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় না। ঐ প্রক্রিয়ার শৈথিল্য হ'লেই আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তা' ছাড়া হঠযোগের প্রক্রিয়ায় ভুল হ'লে শরীরে নানাবিধ রোগ দেখা দিতে পারে। অনেক সময়ে সাধকদের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল বেশী হয়। ইষ্টমন্ত্র দীর্ঘ ক'রে—অর্থাৎ টেনে টেনে শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে বিনা প্রচেষ্টায় কুম্ভক হ'বে। কুম্ভক হ'লেই, বায়ুর বহির্গতি নিরুদ্ধ হ'লেই মূলাধার হ'তে সহস্রার পর্যন্ত বিস্তৃত সুষুম্নামার্গে বায়ুর প্রবেশ হ'বে; তখন মূলাধারে সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারে অবস্থিত কুণ্ডলিনী আপনিই জাগবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ নিয়মিত হ'লে, অভ্যাসে পরিণত হ'লেই সহজে কুম্ভক হবে; কুম্ভক দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'লে, কুণ্ডলিনী জাগবে; তখন অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় কুণ্ডলিনী আর ঘুমাবে না। নিত্য নতুন ভাবের স্ফুরণ হবে।

আমি—শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা যোগতারাবলী, হঠযোগ প্রদীপিকা প্রভৃতিতে হঠযোগের প্রশংসা ক'রেছেন, অনেক হঠযোগীর

কথাও তো শুনতে পাওয়া যায় এবং সহজেই বিভূতি লাভ হয়।

[মানব জীবনের উদ্দেশ্য]

বাবা—বিভূতিলাভ তো মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নয়; মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা বা ভগবৎপ্রাপ্তি এবং জন্মজরামৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে মুক্তি। বিভূতি লাভ হ'লে ভেল্‌কি দেখিয়ে আপাততঃ কিছু লাভ হয়। তাতে তো আর জীব কৃতকৃত্য হয় না। লোক-সংঘট্ট বাড়ে, একাকী নির্জনে থেকে আত্মচিন্তনের—নিত্য-নিরন্তর ব্রহ্মানুচিন্তনের ব্যাঘাত হয়। লোক-সংঘট্ট বাড়লে, যার সাহায্যে লোকের বাহ্‌বা বা তথাকথিত প্রশংসা সংগ্রহ হয় তাও হারিয়ে যায়। তখন জ্বালা উপস্থিত হয়। কখন কখনও সাধক আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। সাধনায় নতুন শক্তির স্ফুরণ হয় না, অথচ লোককে ভাঁওতা দিয়ে বাহ্‌বা কুড়োবার ইচ্ছা জাগে, তখন বুজ্‌রুকি করা ছাড়া উপায় থাকে না; আর সত্য একদিন প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। তখন তাঁকে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত-গঞ্জিত হ'তে হয়।

আমি—লোকে যোগাভ্যাস ক'রে তো অটুট স্বাস্থ্য ও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য লাভের জন্য; জ্যোতিদর্শনের জন্য, জ্যোতির জ্যোতিকে জেনে ধন্য হবার জন্য, তাতে ব্যাধি হবে কেন, আর বুজ্‌রুকি ক'র্‌বার প্রবৃত্তিই বা জাগ্‌বে কেন?

[যোগে ক্ষতির সম্ভাবনা]

বাবা—মায়ার মোহিনী শক্তিকে এড়ান বড় শক্ত। সে কিছুতেই জীবকে তার কবল থেকে ছেড়ে দিতে চায় না। মানুষ সাধারণতঃ দেহটাকেই আমি ব'লে জানে এবং দেহে বা দেহের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ—তাদের 'আমার' ব'লে জানে। "আমার" বস্তুর—লাভেতে বা বৃদ্ধিতে নিজেকে ধনী, মানী বোধ করে; অন্য লোকে ঐগুলি যার যত বেশী তাকে তত বেশী সম্মান দেয়। আর ঐগুলির সংগ্রহে যে কেরামতি প্রকাশ পায়, তাতে নিজেকে জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান্ মনে করে; কিন্তু

ঐন্দ্রজালিক যেমন যতক্ষণ ইন্দ্রজাল বিস্তার করে, ততক্ষণ লোকে অবাক্ হ'য়ে দেখে, বাহবা দেয়; কিন্তু ইন্দ্রজাল হটিয়ে নিলে সব ফাঁকি—সব ফক্কিকার, তেমনি প্রারব্ধ শেষে যখন জীবকে সব ফেলে যেতে হয়, কিছুই সঙ্গে যায় না একমাত্র ধর্মাধর্ম' পাপপুণ্য বিনা, তখন হায় হায় করে। প্রকৃতি সব কেড়ে নেয়; সুতরাং যারা সত্যিই বুদ্ধিমান্, তারা মায়ার বোঝা না বাড়ায়ে যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হ'য়ে মায়াধীশকে জাপ্‌টে ধ'রতে চেষ্টা করে। হয়তো একজন্মে হয় না। বহু জন্ম কেটে যায়; কিন্তু এক পা' দু'-পা ক'রে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যেমন দীর্ঘপথ অতিক্রম করা যায়, তেমনি সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে, সাধুসন্তদের আশীর্বাদে এবং সাধকের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেহ, গেহ, কুল, শীলাদি অষ্টপাশ থেকে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির কবল থেকে, মুক্ত হ'য়ে ভগবৎ প্রীতি, আত্মপ্রীতি বাড়াতে বাড়াতে সর্বময় বাসুদেবে চিরবিশ্রাম লাভ করে, জন্মজরামৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হয়। নতুবা লৌকিক জগতে যেমন মূঢ় ব্যক্তিরা 'ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্‌স্যে মনোরথম্। ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্"। [আজ এইটা পেয়েছি কাল অমুক বাসনা পূর্ণ হ'বে। আজ আমার এত ধনদৌলত আছে, ভবিষ্যতে আমার আরও ধন, আরও মান হ'বে] এরূপ ভাবে, তেমনি সাধন-জগতেও মোহবশতঃ মান-মর্যাদা-বৃদ্ধি ও মঠ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা ক'রে শিষ্য সংখ্যা বাড়িয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হ'তে থাকে। সে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কাঁচা—'আমি'কে নাশ ক'রে পাকা—'আমি'তে প্রতিষ্ঠিত হ'বার জন্য উদগ্র বাসনা ও সাধনার প্রয়োজন তা' ভুলে যায়। পতঞ্জলি ঋষি তাঁর যোগ-দর্শনে বিভূতিপাদে অনেক বিভূতির কথা ও সাধনপ্রণালী ব'লেছেন তা' সাধককে স্বরূপে অবস্থানে বিশ্বাস জন্মাবার জন্য; ঐ বিভূতি লাভ চরম নয়, স্বরূপে অবস্থানেই জীবনের কৃতকৃত্যতা। সেটি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাধনসাপেক্ষ; সহজে বিশ্বাসের বস্তু নয়। সুতরাং সহজে কেহ ঐ পথ মাড়াতে চাইবে না; তাই আপাতো দৃশ্য, আপাতোলভ্য বিভূতির সাধন ও কথা ব'লেছেন। যোগাভ্যাস ক'রতে হ'লে চাই প্রচুর অবসর; শারীরিক চেষ্টা ও মানসিক দুশ্চিন্তা ত্যাগ; সব ঠিক্

থেকে আলগা হ'য়ে ঐ ধ্যান, ঐ চিন্তায় লেগে থাকা; খাবার দাবার নিয়মিত হওয়া চাই; আহার-নিদ্রাদি একেবারে ঘড়ি ধ'রে করা চাই; সুতরাং যাঁদের জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি আছে, শুচিমান্ ও শ্রীমান্দের ঘরে জন্মেছেন, সুস্থ শরীর ও অনুকূল পরিবেশ পেয়েছেন, অন্য জন্মে যোগাভ্যাস ক'র্তে ক'র্তে লক্ষ্যে পৌঁছুবার পূর্বেই দেহপাত হয়েছিল, তাঁরাই যোগাভ্যাস কর্বার সুযোগ পান এবং জন্মান্তরের সংস্কারবশতঃ এ জন্মে সহজে এগুতে পারেন। অন্যের পক্ষে ভক্তিমার্গে জপ আরাধনার পথে চলা উচিত। তাতেও গৌণভাবে যোগ করা হয়; অথচ সাক্ষাৎভাবে যোগ সাধন ক'র্তে গেলে যে বিপদ বা বিঘ্নের সম্ভাবনা তা' থাকে না; দেরীতে হলেও সুফল পাবে। দেখনা ঠাকুর [যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ] অত বড় যোগী ছিলেন; নিত্য নিরন্তর আত্মভাবে বিভোর থাকৃতেন; আসনে ব'সলেই একটু পরেই আসন থেকে প্রায় একহাত উর্ধ্বে অবস্থান ক'র্তেন, তবু তিনি তারস্বরে ঘোষণা ক'রেছেন কলিতে যাগ যজ্ঞ বা কঠোব সাধন হ'বে না। তিনি ব'লেছেন

"যাগ যজ্ঞ হবে নারে বলরে হরি বল্।
কঠোর সাধন হবে নারে বলরে হরি বল্।"

তিনি জমিদারের ছেলে ছিলেন, নির্জন পল্লীতে তাঁদের বাস ছিল, মাতাপিতা পরম ধার্মিক ছিলেন। সন্তান-সন্ততি ধর্মপথে চলে, ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ লাভ করে সে দিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। তবুও তিনি যখন যোগাভ্যাস ক'রতেন তখন কত দিক্ থেকে বাধা আসত, আর সেই বাধা অতিক্রম ক'রবার জন্য তাঁকে কত গোপনতা অবলম্বন ক'রতে হ'ত।

[হঠযোগের অধিকারী]

আমি—আমি যদি হঠযোগ করি?

বাবা—তুমি হঠযোগ ক'রবে কি? তোমার সে রকম অবসর কই? তোমাকে মঠের কাজে দিনরাত ছুটোছুটি ক'রতে হয়, আশ্রমে নিয়মিত পুষ্টিকর আহার পাবে না; আমার আকাশবৃত্তি,

যখন যেমন জোটান ঠাকুর, তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়। দেখ্‌ছো কোনদিন চব্যচুষ্য-লেহ্যপেয় জোটে. কোনদিন ডালভাত ; সেরূপভাবে খাওয়া দাওয়া ক'রে কি যোগ করা সম্ভব ? মঠের তেমন অবস্থা নয়, তেমন ব্যবস্থা ক'রতে পা'রব না। আসন করা মানে হঠযোগ নয়। আসন কেবল শরীর সুস্থ রাখার জন্য, অনলসভাবে অনেকক্ষণ একভাবে সমকায়শিরোগ্রীব হ'য়ে ব'সে থাকার জন্য ; আসল দরকার সংকল্পের দৃঢ়তা, চিত্তের একাগ্রতা, উপযুক্ত গুরুর,—করিতকর্মা গুরুর, নির্দেশে নিষ্ঠার সঙ্গে চলা ও ক্রিয়া অভ্যাস করা। চঞ্চল ও উদ্বেগপূর্ণ মন, নানাকাজের জন্য চিত্তের বিক্ষেপ, বহুলোকের সঙ্গে বহু বিষয়ের আলাপ আলোচনা যোগ পথের মহা বিঘ্ন ঘটায়। ও দিকে যেয়ো না ; বিপদ ঘটাবে। তার চেয়ে একাগ্রমনে শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গে প্রদর্শিত নিয়মে জপ করে যাও, তাতেই কালে সব হ'বে। শুনেছ তো "জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥" জপের দ্বারাই সিদ্ধি হ'বে এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ভগবান্‌ও ব'লেছেন— 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'। আমি সর্ব যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ। যজ্ঞে যেমন ঘৃতাদি আহুতি দিলে তার স্থূল রূপ আর কিছু থাকে না, তেমনি জপের সময়ে জাপ্য মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাতে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া। আর সব মন্ত্রই মননে মোক্ষদান কারী, সব মন্ত্রের প্রতিপাদ্য যা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে ব্যাপ্ত আবার যা কালাকাল, ধর্মাধর্ম, কর্মাকর্মের অতীত, তাইই। জপের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনা রাখবে, নিজের অহংসত্তাকে সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে-ভগবৎসত্তায় ডুবিয়ে দেবে। হয়তো একবারে হ'বে না, বার বার চেষ্টা ক'রলে দীর্ঘকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে ক'রতে পারলে, নিশ্চয়ই সুফল পাবে। হঠযোগ ক'রে রাতারাতি যোগী হ'তে চেয়ো না, বিভূতিমান্‌ হ'তে যেয়ো না, মহাবিপদে পড়বে।"

[অর্বাচীনের দুর্দশা]

লাইব্রেরী খোলার সময় হ'ল, সুতরাং আর দেরী না ক'রে,

প্রণাম ক'রে চ'লে এলাম। সব শুন্‌লাম, কিন্তু মন প্রবোধ মানে না। রাতারাতি সিদ্ধ পুরুষ-যোগী পুরুষ হ'বার আকাঙ্ক্ষা উদগ্র; প'ড়েছি বীর্য ধারণ হ'লে শরীরের শক্তি বাড়ে, মনের তেজ বৃদ্ধি হয়, সহজে কোন বিষয়ে মনকে একাগ্রভাবে লাগান যায়, দীর্ঘ জীবন লাভ হয়—"জীবনং বীর্যধারণেন মরণং বিন্দুপাতেন।" আরও শাস্ত্রে লেখা আছে—অষ্টাঙ্গ মৈথুনের কথা—

শ্রবণং কীর্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

(অর্থাৎ নারীর কথাশ্রবণ আলাপন, তাদের কেলিদর্শন, তাদের দেখা, তাদের সঙ্গে গোপনে কথা বলা—তাদের সঙ্গে গোপনে মেলবার ইচ্ছা, চেষ্টা প্রভৃতি) বর্জন ক'রতে পার্‌লে, বীর্য্যধারণ সহজ হয়। সত্যকার ব্রহ্মচারী হ'তে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য পেয়েছি. শ্রীগুরুর অহৈতুক কৃপায়। নামে ব্রহ্মচারী হ'য়েছি, তাঁর উপদেশ মত চ'লতে চেষ্টা করি; কিন্তু বারবার হেরে যাচ্ছি ব্রহ্মচারীর জীবনের দুইটী ব্রতের কথা বাবা ব'লেছেন—" বীর্যধারণং ব্রহ্মচর্যম্। অহর্নিশ ব্রহ্মচিন্তনে ভগবচ্চিন্তনে মগ্ন থাকা। ডোর কৌপীন ধারণ করিয়েছেন, তাঁর মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব যেমন আমার, তা করিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও তাঁর, আমার উচিত তাঁর নির্দেশে প্রাণপণে চেষ্টা করা; কিন্তু যত চেষ্টা করি, অহঙ্কার যাচ্ছে না। শরণাগতি আস্‌ছে না; নিজে ক'র্‌তে পারি, আমার করা উচিত—এরূপ ভাব মনে প্রবল; বিশেষ করে যেদিন থেকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের কৌপীনপঞ্চকে,

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"

(অর্থাৎ যাঁরা আত্মানন্দে সর্বদা বিভোর, যাঁদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়-সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নিবৃত্ত হ'য়ে অন্তর্মুখীন হ'য়েছে, যাঁরা দিবারাত্র ব্রহ্মানন্দরসে ডুবে থাক্‌তে পারেন, কৌপীন ধারণ তাঁদেরই সার্থক, তাঁরাই ভাগ্যবান্) প'ড়েছি এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়—

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।
মনঃ-প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে।"

গী—১৭।১৪—১৬]

[দেব, দ্বিজ, গুরু, ও জ্ঞানিদিগের পূজা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা-শারীরিক তপস্যা। যে বাক্য দ্বারা কারু উদ্বেগ জন্মায় না এমন সত্যনিষ্ঠ হওয়া, মঙ্গলজনক কথা বলা, অধ্যাত্মবিষয়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন—বাচিক তপস্যা এবং মনের প্রশস্ততা, শান্ত সরল ভাব, আত্মচিন্তন ইন্দ্রিয় দমন, অপকট ব্যবহার—মানস তপস্যা] ইত্যাদিতে কায়িক, বাচিকও মানসিক তপস্যার কথা পড়েছি এবং বুঝেছি সাধুসঙ্গ ও গুরুজনদের আশীর্বাদ, স্বীয় সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা ও ভাবনাশুদ্ধির মাধ্যমে মনঃ-প্রসাদ লাভেই মানব জীবনের সার্থকতা; তখন থেকেই কত অল্প সময়ে ঐরূপ একটা অবস্থালাভ হ'বে, তার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল। ইচ্ছা ক'রে কিছু অন্যায় করিনা কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় আমার সব ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে; সাধন পথের প্রথম সোপান অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান কোনটাই জীবনে রূপায়িত হচ্ছে না; দিবারাত্র কান্না ছাড়া গতি নেই। এমন অবস্থায় যখন লেখার বইতে প'ড়লাম—"প্রস্রাব কালে একধারায় প্রস্রাব না ক'রে বার বার আকর্ষণ বিকর্ষণ ক'রে প্রস্রাব ক'রলে মূত্রনালীর মাংসপেশী শক্ত হয়, বীর্য ধারণের ক্ষমতা বাড়ে, সহজে বীর্যপাত হয় না, সাধক সহজে উর্ধ্বরেতা হ'তে পারে, তখনই উর্ধ্বরেতা হ'বার সাধ পেয়ে ব'সল। কিন্তু বাবা বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং আমার দৈনন্দিন জীবন যাপনের ধারানুযায়ী হঠযোগ করা উচিত নয়, ক'রলে ক্ষতি হ'বে বোলেছেন, হাতে কলমে দেখিয়ে নিবার প্রয়োজন আছে, এসব করার পূর্বে অন্ত

কিছু করণীয় আছে বা জানার প্রয়োজন, নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তা মনে এল না! আবার বাবার "না" করার পর নির্বন্ধাতিশয়ে যদি তিনি কুপিত হন এবং নির্বন্ধাতিশয়বশতঃ গুরু-দক্ষিণা দানের জন্য উতঙ্কের মত বিপন্ন হই, তাই আর তাঁকে না জিজ্ঞাসা ক'রেই, তাঁর অনুমতি না নিয়েই বজ্রোলী মুদ্রা ক'রতে শুরু ক'রলাম। বাবা ব'লেছিলেন— ওসব সময়-সাপেক্ষ; সর্বপ্রকার অনুকূলতা না থাক্‌লে ক'রতে গেলে বিপন্ন হ'তে হয়; আমার সব প্রকার অভাব। নানা কাজের তাড়া থাকে, প্রস্রাবের স্থানে নানাজনে প্রস্রাব করে, ব'ললেও জল দিয়ে ধুয়ে দেয় না। সুতরাং সেখানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, প্রস্রাব কর্‌তে ব'সে কত তাড়াতাড়ি পালান যায়, তার চেষ্টা থাকে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব ক'রতেও পারি না সংস্কারে ও শাস্ত্রীয় বিধিতে বাধে। সুতরাং তাড়াহুড়ো ক'রে আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক'রে প্রস্রাব সারতে হয়। ফলও হাতে হাতে ফ'লল! একমাস যেতে না যেতে আর প্রস্রাবের বেগ ধারণ ক'রতে পারি না। বার বার প্রস্রাব ক'রতে যেতে হয়। শেষে বা'ড়তে বা'ড়তে দিনে ২৪।২৫ বার প্রস্রাব হ'তে লাগল। শরীর রুগ্ন হ'ল, মুখ ফ্যাকাশে হ'য়েছে; শরীরের ওজন প্রায় ৮ পাউণ্ড কমে গেছে—একদিন বাবা ব'ললেন—"তোমার চেহারা এমন হচ্ছে কেন? শরীরও খুব দুর্বল দেখাচ্ছে? ব্রহ্মচর্য নিয়েছ, শরীরের কান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাবে, চোখে মুখে প্রফুল্লতা আসবে, তা না হ'য়ে যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ? বার বার প্রস্রাব ক'রতে যাও দেখি, অস্বাভাবিক কিছু ক'রছো নাকি? তোমাকে ব'লেছিলাম, হঠযোগ ক'রতে যেয়ো না। এখন কলিকাল, খাদ্য নাই, পরিবেশ নাই, মানসিক স্থৈর্য নাই, সাধকদের নিষ্ঠা নাই, আচার্যের শরণাগতি নাই, ও কর্‌তে প্রচুর সময় দিতে হয়, তোমার সময় নাই, নানা কাজ, ও কাজ ক'রতে যেয়ো না, জপ কর, জপেই কালে সব হবে তবুও শোননি?"

আমি—একাকীইতো থাকি, আশ্রমে আছি, বাহিরে মঠের কাজ ছাড়া যাই না, তবে কেন হ'বে না?

বাবা—দেহটা একাকী থাকে, কিন্তু মনকে কি একাকী ক'রতে

পার ? জন্মজন্মান্তরের কত বিরোধী সংস্কার তোমার ভেতরে আছে, এখানে আশ্রমে আস্‌বার পূর্বে কত প্রকার লোকের সংস্পর্শে কত রকম সংস্কার সংগ্রহ ক'রেছ, মন আয়ত্ত না হওয়ায় বাজার হাট ক'রবার সময়ে, প্রেসে যাবার সময়ে কত দৃশ্য তোমার চোখে পড়ে, কত প্রকার আলাপ-আলোচনা কানে যায়, তাতে সংস্কার তৈরী হয়। আবার যখন লাইব্রেরীতে ব'স, তখন নাটক, নভেল, ইতিহাস, জীবনী বা ধর্মগ্রন্থের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে কত বিষয় চোখে পড়ে, তার ছাপও মনে পড়ে। সুতরাং তোমার অলক্ষ্যে তোমার মন কত বিভিন্ন রুচির সঙ্গীর সঙ্গ করে, তা তুমি জান্‌তেও পার না ; কিন্তু যখন সত্যই একাগ্র কর্‌তে যাবে, তখন দেখ্‌বে কত ছবি, কত কথা, কত ভাব তোমার সামনে হাজির ক'রবে তোমার ঐ মন। হঠযোগ ক'রতে হ'লে দেহশুদ্ধি, মন শুদ্ধি ও বাক্যশুদ্ধি প্রয়োজন। এদের মধ্যে দেহ সর্বাপেক্ষা স্থূল, তার শুদ্ধি কিছুটা সহজ এবং সেটি আগে প্রয়োজন, কারণ দেহেন্দ্রিয়াদি আশ্রয় ক'রেই মন ও বাক্য অবস্থান করে। দেহ শুদ্ধির জন্য চাই শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য, ধৈর্য, লঘুতা এবং নির্লিপ্ততা প্রভৃতি ছয় প্রকার সাধন। চাই ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক, কপালভাতি। ধৌতি ৪ প্রকার—অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্‌ধৌতি ও মূলশোধন। অন্তর্ধৌতি ৪ প্রকার—বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার ও বহিস্কৃতি। মুখ কাকচঞ্চুর মত ক'রে ধীরে ধীরে বায়ুপান ক'রে উদর মধ্যে চালনা ক'রে আস্তে আস্তে নাক দিয়ে ছাড়্‌তে হয়। এরূপ দু'বেলা অন্ততঃপক্ষে ২০ বার অভ্যাস কর্‌তে হয়, এবং এইরূপে ধৃতবায়ু যামার্ধ কাল (অর্থাৎ ১।৩০ মিনিট) ধারণ করে অধোমার্গে ত্যাগ কর্‌তে হয়, তখন তার নাম হয় বাতসার। আর মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে জল আকণ্ঠ পান ক'রে উদরে চালান ক'রে দেহের অধোভাগ দিয়ে ছাড়ার নাম বারিসার। জঠরাগ্নি বৃদ্ধির জন্য নাভিগ্রন্থিকে দিনে মেরুপৃষ্ঠে সাতবার লাগাতে হয়, তাতে উদরাময়াদিরোগ নিবারিত হ'য়ে শরীর সুস্থ রাখে। হঠযোগীর পক্ষে অন্তর্ধৌতি যেমন অত্যাবশ্যক, ক্ষালনও তেমনিই অত্যাবশ্যক। নাভিমগ্ন জলে দাঁড়িয়ে

কুম্ভক ক'রে বায়ু চালনার দ্বারা শক্তিনাড়ী বাহির ক'রে যতক্ষণ মল দূর না হয়, ততক্ষণ ধুতে হয়, তারপর আবার পেটের মধ্যে ঢোকাতে হয়। সুতরাং তার জন্ত নির্জন জলাশয় চাই। ক'লকাতায় তা কোথায় পাবে ? আর কত সময় সাপেক্ষ দেখ্‌ছতো সে সময় তোমার কোথায় ? তা ছাড়া দন্তধৌতি, জিহ্বামূলধৌতি কর্ণমূল ধৌতি, কপাল ধৌতি, মূলশোধন হৃদ্ধৌতি প্রভৃতি নানা প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা নাড়ী শোধন হ'লে প্রাণায়াম ও মুদ্রাদি অভ্যাস করলে সুফল পাওয়া যায়, নচেৎ ব্যাধি উপস্থিত হয়। এত অল্পদিনের মধ্যে তোমার শরীরের অবস্থা এত খারাপ হ'ল কেন, ক'রেছ কি ?

আমি—হঠযোগপ্রদীপিকায় দেখেছিলাম—প্রস্রাবের সময়ে প্রস্রাবের বেগ ধারণ ক'রে আস্তে আস্তে ছাড়্‌লে আবার আকর্ষণ ক'রে ধ'রে রেখে আস্তে আস্তে ছাড়লে মূত্রনালীর মাংসপেশী দৃঢ় হয়, বীর্য-রক্ষার সহায়তা করে; ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বরেতা হওয়া যায়; তাই এই দেড় মাস অভ্যাস ক'রছি।

বাবা—তা বেশ ক'রেছ এখন বেশ হ'য়েছে। যা গুরুমুখে শুনে, হাতে কলমে দেখে নিয়েও সহজে অভ্যাস হয় না, তা নিজেই নিজের গুরু হ'তে গিয়ে বিপন্ন হ'য়েছ। আজ থেকে আর ভাত খেয়ো না; দুবেলা রুটি খেয়ো আর প্রস্রাব পরীক্ষা করাও; শুধু প্রস্রাবের দ্বার শিথিল হ'য়েছে, না প্রমেহ দেখা দিয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা দরকার।

ভাত খাওয়া বন্ধ হ'ল, দু'বেলা রুটি খাই কোন কষ্ট বোধ হয় না। যখন প্রথম ক'লকাতায় এসে এক বেলা ভাত, এক বেলা রুটি খেতে হ'ত, তখন পেট খারাপ হ'ত, এখন আর কোনও অসুবিধে হয় না, বরং ভাতের চেয়ে রুটি খেয়ে শরীর ভাল থাকে। ভাত খাওয়া বন্ধ করাতো আর শাস্তি নয়, শাস্তি মনে হ'ত যদি ভাতের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি থাকত; আর ভাত খাওয়া বন্ধ হওয়াতো শাস্তি নয় আসল শাস্তি ডাক্তারের কাছে যাওয়াতে। ৺জীবনকৃষ্ণমিত্র মহাশয়ের সঙ্গে মুর্গীপাড়ায় আমাকে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে পাঠালেন। আমি ব্রহ্মচারী; মুখ ফ্যাকাসে, মুখে কোনও লালিত্য

নাই, চোখও ব'সে গেছে, দেখে ডাক্তারবাবু নানা প্রশ্ন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। নানা প্রকার ইঙ্গিতও করলেন। তাঁর প্রশ্নে মর্মে মর্মে পীড়িত হচ্ছিলাম। ব'ল্‌লাম—গুরুদেবের নিষেধ না শুনে নিজে নিজে যৌগিক প্রক্রিয়া ক'র্‌তে গিয়ে দেড় মাসের মধ্যে শরীরের এমন অবস্থা হ'য়েছে ; প্রায় ৮ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। তিনি তা' বিশ্বাস ক'র্‌তে চান না—মনে মনে খুবই বিরক্ত হ'লাম, ওষুধ না নিয়ে চ'লে আস্‌তাম হয়তো কিন্তু শরীর সত্যই দুর্বল হ'য়ে প'ড়েছে, বাবা পাঠিয়েছেন। জীবনবাবু নিয়ে গেছেন ; শরীরে বল না থাকায় জপাদি ভাল হোচ্ছে না। তাই ওষুধ নিয়ে এলাম। প্রায় একমাস খেয়েও কোনও ফলোদয় হ'ল না, প্রস্রাব তেমনি বার বার হ'তে লাগল। শরীর আরও দুর্বল হ'য়ে প'ড়ল। ইতোমধ্যে দু'বার প্রস্রাব পরীক্ষা করা হ'ল, কিন্তু প্রস্রাবে কোনও দোষও পাওয়া গেল না। শেষদিনের ওষুধ রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছি ; তা বাবা বুঝ্‌তে পেরেছেন ব'ল্‌লেন— দেখি Prescription কি ওষুধ দিয়েছেন ? ওষুধ কই।

আমি— ওষুধ ও প্রেসক্রিপ্‌শন্‌ রাস্তায় ফেলে দিয়েছি। আজ এক মাসের ওপর তাঁর ওষুধ খেলাম কোনও উপকার নাই। আজ যে সব ইঙ্গিত ক'রেছেন তাতে অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্মাহত হ'য়েছি, ঐ ডাক্তারের কাছে আমি আর যাব না। তাঁর ওষুধ আর খাবও না ; মরেও যদি যাই, তাতে কোনও ক্ষতি নাই। বাবার মুখে মৃদু হাসি। বল্‌লেন—শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্য না মানার ফল হাতে হাতে পেয়েছ, তোমার ভাগ্য ভাল, খুব তাড়াতাড়ি ঘটেছে। এখন শুধ্‌রাবার সময় পাবে ; জীবনের গতি ঠিক ক'র্‌বার পাথেয় হ'ল। ওষুধ খাবে না ; ব'লছ সেতো ভাল নয়, দৈব আর পুরুষকার যখন এক সঙ্গে কাজ করে তখনই তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যায়। নতুবা দুয়ের গতি দু দিকে হ'লে সব ভেস্তে যায়।

আমি—আমি এর জন্ত আর কোনও ডাক্তারের কাছে যাব না। ওষুধও খাব না ; আমি আপনার জলপড়া খাব। আপনি অনেককে জল প'ড়ে দেন, তাতে তাদের নানাপ্রকার অসুখ সারে, আমারও

নিশ্চয় সারবে। আর না সারে, মরে যাব ; যেমন অন্যায় ক'রেছি তার শাস্তি আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

[বাবার কৃপা]

বাবা—জল পড়ায় বিশ্বাস আছে ?

আমি—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি আসে যায়! দ্রব্যগুণে, মন্ত্রগুণে অসম্ভব সম্ভব হয়, অঘটন ঘটে। আমার ছোটবেলা টাইফয়েড্ হ'য়েছিল, ৪২ দিনেও জ্বর বন্ধ হয়নি। ডাক্তার প্রায় জবাব দিয়েছিলেন। তখন এক বৃদ্ধ আমার মাথায় কাঁচা কলাপাতা রেখে ঘি-এর সল্‌তে জ্বেলে মন্ত্র প'ড়ে প'ড়ে কলাপাতায় আছাড় মেরেছিলেন বার বার ; কতক্ষণ ঠিক মনে নাই তবে সেই সন্ধ্যা থেকেই জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল, জ্বর হয়নি। তখন কি আমার বিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল ? বড় হ'য়েও তুলা-রাশিওয়ালা দুটী লোকের বগলে মন্ত্রপূত দু'খানা তলতা বাঁশের বাখারির সাহায্যে প্রায় ১০ সের জল ভর্তি পেতলের ঘড়া তোলাতে দেখেছি। আর আপনার জল পড়া যাঁরা নিয়ে যান, তাঁদের ও নিশ্চয়ই উপকার হয় নতুবা তাঁরা বার বার জলপড়া নিয়ে যান কেন ? আপনি ইচ্ছা ক'র্‌লে আমার এ রোগ সারিয়ে দিতে পারেন। [আমি তখন বেপরোয়া] আপনি আমার শিক্ষার জন্য নানা জায়গায় ঘোরাচ্ছেন, আমি আর দ্বারে দ্বারে ঘুর্‌ব না।

বাবা—আচ্ছা! আচ্ছা! তবে একটী নীল বোতলে জল ভ'রে ছাদে যেখানে ভাল রোদ্দুরে পড়ে সেখানে রেখে দাও। জল পড়ে দেওয়া যাবে, তোমার বিশ্বাস থাকে, সার্‌বে।

আমি সেইদিনই নীল বোতলে কলের জল ভ'রে ছাদে রেখে দিলাম। তিন দিন পরে বাবা সকালে সাড়েআটটার সময়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আসন থেকে উঠে ঐ বোতল এনে দিতে ব'ল্‌লেন। মন্ত্রপূত ক'রে দিলেন। সকালে বিকালে আধ ছটাক ক'রে খেতে বললেন। আরও ব'ল্‌লেন যেন বিড়ালে ডেঙ্গায় না এবং ঐ জল মাটিতে পড়ে না। কী আশ্চর্য! তিন দিন খাবার পর প্রস্রাব বারে কমে গেল

এবং সাত দিন খাবার পর প্রস্রাব স্বাভাবিক হ'ল। "ধন্য ঠাকুর! ধন্য তোমার লীলা। নানা দুয়ারে না ঘোরালে, নানা ঘাটের জল না খাওয়ালে, না পস্তালে বুঝি বিশ্বাস দৃঢ় হয় না, তাই এমনি ক'রে গড়ে পিটে লও। তুমি সাপ হয়ে কাট, ওঝা হ'য়ে ঝাড়। কিন্তু আমি যে দুর্বল, অস্থির চঞ্চল, অবিশ্বাসী, তার ওপর মূঢ়, বুদ্ধিহীন। বারবার বোঝালেও আমার এ অবোধ মন বোঝে না। তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আমার সাধ্য নাই; শক্তি দাও, ধৈর্য দাও, স্থৈর্য দাও আর দাও মনে অবিচল বিশ্বাস, যেন কোনও অবস্থাতে তোমাতে অবিশ্বাস না আসে, যেন যতদিন গত হবে, ততই তোমার অনুগত হ'তে পারি।"

পঞ্চম অধ্যায়

[সত্যপ্রদীপ পত্রিকা]

বাংলা ১৩৪৫ সাল, বৈশাখ মাস। মাসের মাঝামাঝি হ'বে। একদিন বিকালে মঠে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর নগেন্দ্রনাথের অতিভক্ত অনুগত শিষ্য, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী বেনিয়াটোলার নফর দত্ত মহাশয়ের নাতি ৺হরিপদ দত্ত মহাশয়। তিনিই নিজ ব্যয়ে বাংলা ১৩২৫ সালে পরম পূজ্যপাদ মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথরচিত পরমার্থসঙ্গীতাবলী প্রকাশ ক'রেছিলেন; বিকাল ৪/৪॥ টা হ'বে, আমি লাইব্রেরী খুলতে যাবার পূর্বে বাবাকে প্রণাম ক'রতে ও লাইব্রেরীর চাবি আনতে ওপরে গেলাম। মঠের মুখপত্র প্রকাশের কথা হচ্ছে; তাতে ধর্ম্ম বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত মঠের উদ্দেশ্য, ভাবধারা প্রকাশ হবে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর নগেন্দ্রনাথর অমূল্য উপদেশাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'বে। পত্রিকার নাম শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত এবং তদানীং লুপ্ত সত্যপ্রদীপ হ'বে। এই পর্য্যন্ত কানে গেল। লাইব্রেরী খোলার সময় হ'য়েছে; নীচে ছেলেরা তাগিদ দিচ্ছে লাইব্রেরী খোলার জন্য। পাঠকদের প্রায় সকলেরই বয়স ১২।২০ মধ্যে; তারা খুব উৎসাহী; তারা পাল্লাপাল্লি ক'রে বই পড়ে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে,

একে অপরের ভুল দেখিয়ে দেয়; যে যে বই পড়ে তার বিষয়বস্তু অনেকের নখদর্পণে, কেহ কেহ আবার বেগবেগা; দু'দিন আগে কি বই প'ড়েছে, মনে রাখতে পারে না। বই আনিয়ে পাতা দেখে পড়া ব'লে কাতর প্রার্থনা করে অন্য বই দেবার জন্য; তাদের উৎসাহ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা আমার ভাল লাগে। কার কি বই পড়া উচিত, কাকে কোন বিষয়ের বই প'ড়তে দেওয়া উচিত—ভেবে চিন্তে বই নির্বাচন ক'রে দিই যাতে চরিত্র গঠন হয়, মাতাপিতার প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি, প্রীতিবাসীদের প্রতি, দেশের প্রভৃতি কর্তব্য বুদ্ধি জাগে, তারা সকলের আদর্শ হয়। আবার কখন কখন ক্ষণজন্মা পুরুষদের সাধু সন্তদের জীবনী, ইতিহাস, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত ও প'ড়তে বলি। বিকালে প্রায় ১২০।১২৫ খানা বই ছেলেরা প'ড়তে নেয় পাঠাগারে স্থান সংকুলান হয় না, তাই ছেলেরা মঠের ভেতরে বারান্দায় ও মন্দিরের দাওয়ায় ব'সে পড়ে। ছেলেরা বড় সৎ; বিকালে লাইব্রেরীতে পড়া তাদের Hobby। কোন কোনও ছেলে কোন বই পড়া শেষ না হ'লে এবং পরের দিন বন্ধের দিন সকালে এসে কাকুতি-মিনতি করে বইটি পড়তে দিবার জন্য। বই প'ড়ে ফেরৎ দিলে বই এর পাতা উলটে পাল্‌টে কৌতুহলবশতঃ প্রশ্নও করি, কোন কোন পাঠক, খুব ছেলেমানুষ হ'লেও চমৎকার উত্তর দেয়; তাদের উৎসাহ জাগান বা কৌতুহল নিবৃত্তির চেষ্টা করি কর্তব্যের খাতিরে। পূজ্যপাদ মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ দেশবাসীর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ সমাজসেবী, দেশকল্যাণ-কারী তৈরী করার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, পুস্তক প্রণয়নের দিকে জোর দিতেন এবং আদর্শবান্ প্রচারকদের মাধ্যমে আপামর সাধারণের মধ্যে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। পাঠাগার তারই একটি প্রকল্প; সুতরাং কর্তব্য বুদ্ধি এবং Regularity ও Punctuality-র কথা মনে হওয়ায় অবিলম্বে নীচে নেমে এলাম। মনে ভয়ানক ঔৎসুক্য; পত্রিকা প্রকাশ হ'বে কি না। পাঠাগার বন্ধের পর, সন্ধ্যাবন্দনা আরতি গোছান, আরতির ঘণ্টা বাজান, পাঠকদের

ফেরৎ দেওয়া বইগুলি যথাস্থানে রাখ্‌তে অনেক সময় কেটে গেল, বাবাও কাজে ব্যস্ত, তাই তখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল না কিন্তু মঠ থেকে পত্রিকা প্রকাশের কথা শুনে মনে ভয়ঙ্কর ভয়। মঠে কাজ অনেক, লোক কম—অর্থাৎ ভেতরের লোক মাত্র দু'জন বাবা আর আমি ; উপেন আগেই চলে গেছে, সন্তোষ বাবুকেও বাড়ী পাঠিয়েছেন, ধরম প্রকাশ মঠে এলেও সে লেখাপড়া জানেনা : ভেতরের কাজ প্রায় সবই আমাকে করতে হয় সময় আদৌ পাই না, দিনরাত সাধন ভজন কর্‌বার ইচ্ছা। বাবার মুখে যেদিন শুনেছি—"দুর্লভ এই মনুষ্য জন্ম আর ও দুর্লভ পুরুষ হ'য়ে জন্মান, তার থেকে দুর্লভ মহাপুরুষের আশ্রয় পাওয়া আর সর্বাপেক্ষা দুর্লভ জীবনে ভগবানকে পাওয়া ; কত সাধনা ক'রেও কত জন পান না ; বার বার যোগভ্রষ্ট হ'য়ে বার বার গর্ভবাস যন্ত্রণা তো ভোগ করেই, তা ছাড়া জন্মাবার পর থেকে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ নিত্য নিরন্তর ভোগ করে যতদিন না মুক্ত হয়। আবার দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা না ক'রতে পার্‌লে সাধনায় স্থিতি লাভ হয় না ; আর সাধনায় স্থিতি লাভ না হ'লে দেহাত্মবুদ্ধি যায় না, অহন্তা-মমতার ঘোর কাটে না, সুতরাং কামনাবাসনার বেড়াজালে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে হয়, শান্তির আশা দুরাশায় পরিণত হয়"—সেই দিন থেকেই চলতে ফির্‌তে, শুতে ব'সতে নাইতে-খেতে-সব সময়ে তাঁর দিকে মন রাখতে চেষ্টা করি কিন্তু রাত্রি সাড়েতিন টার সময় ঘুম ভাঙ্গলেই, "প্রাতরবধি সায়ন্তনং সায়মবধি প্রাতঃপর্যন্তম্। যৎকরোমি জগদ্‌গুরো-স্তদেব তবার্চনম্।" বল্‌লেও কর্ম দিয়ে তাঁর সেবা হচ্ছে, তিনি নানারূপে নানাভাবে আমার সেবা নিচ্ছেন, আমি তাতে ধন্য হ'য়ে যাব, আমার জন্মমৃত্যু নিবারণ হ'বে, আর ক্লেশকর গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হ'বে না, আমি মহাপুরুষের আশ্রয় পেয়েছি ; আমার ভয় কি, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পার ক'রে নেবেন আমি মুক্ত হ'বই—এরূপ বোধ বোধে—সত্যই ফোটে না। কেবলই মনে হয় "কতক্ষণে বাইরের সমস্ত কর্ম-থেকে ছুটি পাব, অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সংযত ক'রে

নির্জনে নিরালায় সেই চরম ও পরম লভ্য চিরাকাঙ্ক্ষিতের ধ্যান জপে লেগে যাব।" কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে গুরু সেবা [যা আমি অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি ক'রে নিয়েছি একটু মাদুরটা পাতা ও ভোর বেলা তোলা] ছাড়া লাইব্রেরীতে বসা, বাজার করা, ফুল তোলা, চন্দনঘসা, পূজো গোছান, রান্না গোছান, বাহির থেকে কেউ আসলে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে দেওয়া, থাকলে প্রসাদ দেওয়া, প্রয়োজনে সভার সভ্যদের বাড়ী যাওয়া, রবিবারে সান্ধ্য ধর্মসভায় অনুষ্ঠানে বিজ্ঞাপন প্রতি শনিবারে বাগবাজারে অমৃতবাজার ও যুগান্তরে, মেছুয়া-বাজরে আনন্দবাজারে, ধর্মতলায় Advance-এ, বৌবাজারে বসুমতীতে ছাপ্‌তে দিতে যেতে হয়। বল্‌তে গেলে পূজা ও রান্না ছাড়া মঠের আভ্যন্তরীণ সমস্ত কাজের ভার আমার ওপর। সভার কাজ কয়েক-জন সভ্য রবিবারে ধর্মসভায় আসেন স্তব, স্তুতিপাঠ ও গান করেন। বাবার প্রস্তাবিত এবং আমার সংগৃহীত পাঠকের পাঠ শোনেন। ঠাকুর প্রণাম ক'রে চ'লে যান ; কখন কখন মঠ পরিচালনার বিষয় আলোচনা করেন এবং বাৎসরিক সভায় এসে দু-তিন ঘণ্টা আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ দেখেন, কখনও বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেন, চলে যান। বাবাকে সব কর্তে হয়, আমি তাঁর হাতের যন্ত্র—আমাকে নিয়েই তিনি মঠ চালান। যদি পত্রিকা-প্রকাশ করা হয়, তবে আরও কাজ বাড়্‌বে ; প্রেসে যাতায়াত, প্রবন্ধ সংগ্রহ করা, প্রয়োজন হ'লে manuscripts-র জন্য লেখকের বাড়ী ধর্ণা দেওয়া, তাঁর ইচ্ছা হ'লে তাঁর প্রবন্ধের প্রুফ-কপি তাঁর বাড়ীতে দিয়ে আসা ও নিয়ে আসা, প্রুফ দেখা, সাময়িক-পত্রিকা সময়মত বাহির কর্‌তে হ'লে বার বার প্রেসে যেয়ে তাগিদ দেওয়া, ছাপা হ'লে দপ্তরীবাড়ী পাঠান ও বঁাধিয়ে আনা ও গ্রাহকদের কাছে পাঠান, চাঁদা অনাদায় থাক্‌লে গ্রাহক দিগকে চিঠি লেখা, পোষ্ট-অফিসে যাতায়াত, ছাপাখানা বদলাতে হ'লে কোর্টে যেয়ে বার বার Declaration দেওয়া, বঁাধান, প্যাক করান, ঠিকানা লেখা প্রভৃতি কাজ হয় বাবাকে ক'রতে হ'বে, নয়, আমাকেই করতে হ'বে। বাবার পক্ষে [যিনি কদাচিৎ মঠ-

প্রাঙ্গণের বাইরে যান [বাহিরে যাতায়াত করা সম্ভব নহে, কেউ দেখেন না, কেউ মাথা ঘামান না। আমি বসে থাক্‌বো আর বাবা! গুরুদেব, খাটবেন তাও হবে না। সুতরাং অগত্যা আমাকেই খাট্‌তে হ'বে! ধরমপ্রকাশ লেখাপড়া জানে না, এসব কাজ তার দ্বারা সম্ভবও নহে; নিজে উদ্‌যোগ ক'রে কিছু ক'রে না। বাবা যেটুকু বলেন, সেইটুকু ক'রে দিয়েই সে ঘরে চ'লে যায়। সুতরাং ভয়ঙ্কর কাজ বাড়্‌বে; সময় আদৌ পাব না, সাধন ভজনের সময় কমে যাবে; আশ্রম ছেড়ে চলে যাবারও সাহস নাই; সবে সাধন পেয়েছি, সাধনের আস্বাদ এখনও কিছু পাইনি—এ অবস্থায় গুরুচরণ ছেড়ে অন্যত্র গেলে সব দিক্ দিয়ে বিপন্ন হ'তে পারি; চেয়ে খাইনি কোনও দিন, কারু কাছে নিজের জন্য কিছু চাইতে গেলে সঙ্কোচে ও লজ্জায় মাথা কাটা পড়ে। কাগজ প্রকাশ হ'লে আমার কি হ'বে, আমার কি করা উচিত? মঠে থাকা উচিত কি? না পালিয়ে যাওয়া উচিত—এরূপ নানা দুশ্চিন্তায় রাত কেটে গেল. আদৌ ঘুম হলো না। আমার ইচ্ছা মঠ থেকে কাগজ প্রকাশ না হলে ভাল হয়। কিন্তু আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কি কোনও মূল্যে আছে? আমি কি স্বতন্ত্র না স্বাধীন? আমি তো সর্বতোভাবে পরাধীন। জন্মজন্মান্তরে যেমন ক'রে এসেছি এবং জন্মাবধি এই পর্যন্ত যেমন ক'রেছি—উভয়ে মিলে তো ফল দেবে? ধরমপ্রকাশ লেখাপড়া জানে না ব'লে কখন কখন তাকে ভাগ্যবান্ মনে হয়। সেও সাধনার উপদেশ পেয়েছে, লেখাপড়া জানে না ব'লে তাকে অনেক কাজ ক'রতে হয় না, সে প্রাণভ'রে সাধন ক'রতে পারে—ইচ্ছা ক'রলে। আর আমি? একটু লেখাপড়া জানি, মূর্খও বটে, আমাকে নিত্য জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে হয়। মনে হয় লেখা পড়া না শিখে আশ্রমে এলে ভাল হ'ত, সাধনার জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যেত। তখন সাধনাই জীবনের ব্রত, সাধ্যসাক্ষাৎকারই জীবনের উদ্দেশ্য, আর কিছু ভাল লাগত না। পরদিন মন্দিরের পূজো শেষ হ'য়ে গেছে; বেলা সাড়েন'টা; বাবা একটু জল খেয়ে

রান্নার জন্য বারান্দায় গেছেন, যেয়ে প্রণাম করতেই বাবা বললেন—"হরিপদ বাবু ঠাকুরের পূর্বপ্রকাশিত সত্যপ্রদীপ, মাসিক পত্রিকা পুনঃ প্রকাশে আগ্রহী। আমিও সায় দিয়েছি। শুনে মাথায় যেন বজ্রপাত হল; বললাম—

আমি—আপনি মঠ চালান আকাশবৃত্তির ওপর। ভাড়াটিয়া অংশের ভাড়াটিয়ারা প্রায়ই ভাড়া দেয় না, সব আদায় হ'লেও মাসে মাত্র পঁচাত্তর টাকা। তা থেকে নির্মলবাবুকে মাসে চৌত্রিশ টাকা সুদ দিতে হয়। তার ওপর করপোরেশন ট্যাক্স, ইলেকট্রিক্ বিল, লাইব্রেরীর কাগজ কেনা, চাকরের বেতন, আমরা তিনজন খাইয়ে, চালাবেন কি ক'রে? হরিপদ বাবু তো উদ্‌যোগী হ'য়েছেন ভাল কথা [মনের কথা—আপনিতো আর ছুটাছুটি ক'রবেন না, ছুটোছুটি আমাকেই ক'রতে হ'বে; সাধনভজনের সময় পাব না, ও প্রকাশ ক'রে কাজ নেই; আবার ভাবলাম—সাধন দিয়েছেন তিনি, সাধন করিয়ে নেওয়া তাঁর কাজ; না করালে তাঁকেই ভুগতে হ'বে যদি শাস্ত্র সত্য হয়; দায়িত্ব তাঁরই বেশী; আমি যদি সাধন না করি, তবে তো আমি মুক্ত হ'ব না। আর যতদিন মুক্ত না হ'ব তত দিন আমাকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে বার বার জন্ম নিতে হ'বে, আমার পিছু পিছু তাঁকে ছুটতে হ'বে। সুতরাং আমার ভাববার দরকার কি? ভার যখন তাঁকে দিয়েছি, আমাকে যা করালে আমার কল্যাণ হ'বে তিনি নিশ্চয়ই তাই করাবেন। অত শত ভেবে আমি আর মন খারাপ কোরবো না; আমি না চাইলেও পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হ'বে না, আমি নিষ্কৃতি পাব না; যখন তাঁদের ইচ্ছা হয়েছে, সিদ্ধান্তও নিয়েছেন, পত্রিকা প্রকাশ হ'বেই তিনি যা করাবেন তাহাই হ'বে, মন খারাপ ক'রে লাভ নাই, তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।)

বাবা—পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় খরচ ছয় মাস পর্যন্ত হরিপদবাবু বহন ক'রবেন এবং পরে ছাপাখানার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম মায় Printing Machine পর্যন্ত, তিনি কিনে দেবেন, পরে সুবিধা মত

টাকাটা দিয়ে দিলে হ'বে। টিনের ঘরে ছাপাখানা হ'বে।

আমি—মঠের মধ্যে ছাপাখানা ক'রলে Corporation এর Exemption চ'লে যাবে না? তারপর সুষ্ঠুভাবে চালাবে কে? মঠে তেমন লোক কই? আমিতো ও কাজ বুঝি না; সময়ই বা কই; ঘর ছেড়ে এসে শেষে প্রেস চালাব?

বাবা—Corporation থেকে Exemption বন্ধ ক'রে দেবে সত্য কিন্তু যদি সুষ্ঠুভাবে চালান যায় তবে কোনও অসুবিধা হবে না। হরিপদবাবু বিবেচক, বুদ্ধিমান্ ও ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, কত সামান্য মূলধনে কাজ আরম্ভ ক'রে স্বীয় অধ্যবসায় ও বুদ্ধির জোরে Calcutta Mineral Supply এর মত বিরাট্ কারবার ক'রেছেন, কত জনের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ক'রেছেন, ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু লোক উপকৃত হ'বে। ঠাকুরের মঠে প্রেস হ'লে হয়তো কয়েক জন বেকারের চাকরী হ'তে পারে, তাদের পরিবার বর্গের জন্য অন্ন জুটাতে পারে। আরও দেখ বলাই (শ্রীবলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) বিশ্বজনীন প্রেস ক'রেছে, তার মাধ্যমে তারা তাদের "তত্ত্বমসি মিশনের" এর ভাব-ধারা প্রচার ক'রছে, বাইরের কাজ ক'রেও মিশনের কাজের সহায়তা হ'চ্ছে। আমাদের পয়সা নাই, লোকবল্ নাই আমরা কিছুই ক'রতে পার্‌ছি না। ঠাকুর ইচ্ছামাত্রই তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য ব্যস্ত হ'তেন তিনিও দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, সাহায্য পাঠাতেন, জলকষ্ট নিবারণের জন্য বাঁকুড়ায় জমি কিনে কূপ খনন করিয়ে দিয়েছিলেন।' জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধনই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। শিক্ষার প্রসার না হ'লে লোকের দুঃখ ঘুচ্‌বে না, জীবনে মানুষ না হ'লে কেহ শান্তি পায় না—এটা তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন, তাই বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রন্থ প্রকাশ ও সভাসমিতির মাধ্যমে এবং সচ্চরিত্র আদর্শবান্ প্রচারকের সাহায্যে জীবনের বার্তা, শাস্ত্রের মর্মকথা, সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চাইতেন। তাঁর অবর্তমানে প্রায় সবই বন্ধ; মামলার দাবি মেটাতে এবং তার সুদ দিতে মঠ আজও সব দিক্ থেকে

গুটিয়ে এসেছে; প্রতিদিন ৩০জনকে খেতে দেওয়া হ'ত, সাপ্তাহিক চাল দেওয়া হ'ত দেড় মণ; সাত জন গরীব ছাত্রের প'ড়বার খরচ দেওয়া হ'ত, সব বন্ধ। পয়সার অভাবে এবং আত্মহিতে ও পরহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কর্মীর অভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না। যারা মঠে আসবে তাদেরও তো খেতে দিতে হ'বে, তার পয়সা কোথায়? সাধুদের জীবন "আত্মহিতার জগদ্ধিতায় চ"—স্বীয় কল্যাণসাধন এবং জগদ্‌বাসীর কল্যাণ সাধনের জন্য, তাও তো হ'চ্ছে না। তা ছাড়া ঠাকুরের (মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথের) জীবনী ছাপা হ'য়েছে প্রায় "আধামুধো" ক'রে পয়সার অভাবে; তাও জ্যোৎস্নার* টাকায় ও চেষ্টায়। ঠাকুরের রচিত প্রতিজ্ঞাশতক (৪র্থ সংস্করণ) ও ফুরিয়ে গেছে, পরমার্থসঙ্গীতাবলীও ফুরিয়ে গেছে, মাত্র রবিবারে সভায় ব্যবহারের তিন কপি ছাড়া। অর্থাভাবে এবং ভক্তদের অনবধানতায় তাও ছাপা হচ্ছে না। ঠাকুরের অমূল্য উপদেশাবলী ৺শশীবাবু, বঙ্কিম-বাবু, ৺রামলাল প্রভৃতি ভক্তেরা Note Book এ টুকে রেখে গেছেন, হরিপদবাবুও রাখ্‌তেন, সেগুলি আমার অনুরোধে তাঁরা মঠে জমা দিয়েছেন; সেগুলি প্রকাশ হ'লে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন হ'বে, তাও হচ্ছেনা। প্রেস হ'লে এগুলি সহজে হ'বে; এখনই এগুলি করা না হ'লে, আর হ'বে ব'লে মনে হয় না।

আমি—এসব করা যখন আপনারা ইচ্ছা, আপনি ভাল বুঝেছেন এবং হরিপদবাবুও বিশেষ আগ্রহী, তখন পত্রিকা প্রকাশ করুন, তাতে ঠাকুরের উপদেশাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করুন। পরে সংকলন করা যাবে গ্রন্থাকারে; কিন্তু প্রেস করাবেন না। মঠে প্রেস হ'লে অনেক ঝামেলা পোহাতে হ'বে এবং সব আমার ঘাড়ে প'ড়বে, আর কেউ দেখ্‌বে না, যে উদ্দেশ্যে আশ্রমে এসেছি, সে উদ্দেশ্য পণ্ড হবে।

*৺ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Minto Professor ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈমাত্র ভাই]

[ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের ইচ্ছা]

বাবা—৺ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে সবই হ'বে, তিনি তো আজ প্রায় ১২ বৎসর [বাংলা ১৩৩৩ সালের কার্ত্তিকী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে ব্রাহ্ম-মুহূর্তে ইংরাজী ২।১১।১৯২৬ খ্রীঃ) পূর্বে যোগবলে এ মরধাম ত্যাগ ক'রে গেছেন। তাঁর দেহান্তে অনেক ঝামেলার মধ্য দিয়ে মঠ টিকে আছে মাত্র। তাঁর শিক্ষা, সাধনা, আধ্যাত্মিক চেতনা, জগৎকল্যাণ ব্রতের সংবাদ, সনাতন ধর্মের বিজয় ডঙ্কা বাজাবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সনাতন ধর্মের বিরোধী মতবাদের অসারতা প্রদর্শন ক'রে—কিছুই মানুষের দ্বারে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়নি অর্থাভাবে এবং মঠের সভ্য ও ভক্তদের সুসংবদ্ধ চেষ্টার অভাবে। মঠের কোনও মুখপত্র না থাকায় তাঁর মতবাদ প্রচার করাও সম্ভব হয়নি। রামকৃষ্ণ মিশন তাঁদের মুখপত্রগুলির মাধ্যমে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী, মিশনের উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ ক'রে শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে প্রচার কোরছেন, নানাবিধ গ্রন্থও তাঁরা প্রকাশ ক'রেছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘও তাঁদের মুখপত্রের মাধ্যমে স্বামী প্রণবানন্দজীর বাণী ও সংঘের হিন্দুসংঠনমূলক কার্য ও উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কোরছেন। তাতে তাঁদের সমাজকল্যাণ, জনকল্যাণমূলক কাজের কত সুবিধে হ'য়েছে। আমরা তো মাত্র রবিবারে সন্ধ্যায় স্তবস্তুতি পাঠ করি, ঠাকুরের পরমার্থসঙ্গীতা-বলী থেকে গান করি এবং বাহির থেকে বক্তা এনে শাস্ত্রব্যাখ্যান করাই, তাতে আর কতটুকু কাজ হয়? যাঁরা শোনেন, তারা কদাচিৎ আচরণ করেন; অভ্যাসের অভাবে ভুলেও যান। যদি ছাপার অক্ষরে বইএর পাতায় থাকে তবে বর্তমানে-ভবিষ্যতে-সকল কালে বহু লোকের উপকারে আসবে। ঠাকুর ব'লতেন—"শ্রোতা ও বোদ্ধা চার থাকের—(১) বেগ-বেগা, (২) চির-বেগা (৩) চির-চিরা ও (৪) বেগ-চিরা। কেউ শুন্‌তে না শুন্‌তেই ভুলে যায়, কেহ বার বার শোনে এবং সহজে ভোলে না, কেউ বার বার শুন্‌লে, তবে মনে রাখে এবং সহজে ভোলে না। আবার কেউ একবার মাত্র শুনে চিরকাল মনে রাখে। এখন ঠাকুরও এ শরীরে নাই, তাঁর কথা কে

শোনাবে ? তাঁর মুখে শুনে কোন ভক্ত, (যাঁদের কথা বলছি) লিখে রেখেছেন, তিনিও কিছু কিছু লিখে রেখে গেছেন, তা সকলের মধ্যে প্রচারের দ্বারা লোকের কল্যাণকরা আমাদের উচিত।

[আমার মঠে আসার পর থেকে তাঁর কাজের সহায়তা কর্‌তে দেখে, মঠের কাজের সুবিধা অসুবিধার কথা ব'ল্‌তে শুনে তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন যে এটাও আমি নির্বিচারে মাথা পেতে নেব, কিন্তু এখন আমার অসহযোগিতার ভাব দেখে তাঁর মুখের ভাব বার বার পরিবর্তিত হ'তে দেখে্‌ছি, তিনি খুবই বিরক্ত হ'য়েছেন আমার কথাবার্তায়, তবু আস্তে আস্তে সব ব'লছেন, কথায় একবিন্দুও বিরক্তির ভাব নাই, আমিও আর কথা বাড়ালাম না ; আপাততঃ নিয়তির ওপর ছেড়ে দিয়ে প্রণাম ক'রে চলে এলাম।]

[আমার মনের অবস্থা]

মন খুবই ভারাক্রান্ত। মনকে যতই বোঝাতে চাই, "তিনি ভার নিয়েছেন, তিনিই গড়েপিটে নেবেন, আমার চিন্তার দরকার নাই, না করালে তাঁকে ভুগতে হ'বে, আর আমি তো ভুগ্‌বই। কিন্তু মন কিছুতেই সায় দিতে চায় না। সাধনা হ'বে না, বাহিরের কাজ ক'রতে হ'বে, শুধু বই প'ড়েছি, আর উপদেশ শুনেছি, জীবনে সাধনার মাধ্যমে কিছুরই উপলব্ধি হয়নি, নিজের ভাণ্ডার একদম খালি, শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভিজে ? কাজ করা চাই। বাবা বলেছেন সাধুদের জীবন 'আত্ম-হিতায় পরহিতায়', কিন্তু নিজের কিসে হিত হয়, শুধু শুন্‌লে তো আর হবে না ? পরের মুখে কি ঝাল খাওয়া যায় ? নিজের হিতসাধন কিছু হোল না, আর পরের হিত কি ক'রে কর্‌বো ? আমি আশ্রমবাসী, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, তখন বই পড়া বুলি দিয়ে কি তার পেট ভ'র্‌বে, ? না অনুভূত সত্যের স্পর্শে তার প্রাণমন খুলে যাবে ! সাধনার সময় পাব না শুধু আশ্রম-বাসই সার হ'বে ? অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মনকে প্রবোধ দিলাম—বাবা সমর্থ সাধক, তিনি নিশ্চয়ই করিয়ে নেবেন। সকল কাজে সকল সময়ে নিশ্চয়ই

তাঁর স্পর্শ থাকবে। যখন অন্য কোথায়ও যাবার ইচ্ছা নাই, আবার যেখানে গিয়েছি বাইরের আড়ম্বর দেখেছি, শ্রেয়ের দিকে যত না লক্ষ্য প্রচারের দিকে লক্ষ্য তার চেয়ে অনেক বেশী ; আড়ম্বরই বেশী। এখানে আড়ম্বর নেই পূজার্চনায়, পারিপাট্য নাই বেশভূষায় ; পেচকের গাম্ভীর্য নাই মুখে চোখে। বাবা সহজ সরল মানুষ। আরও সহজ সরল অমায়িক স্নেহপ্রীতি ভরা ব্যবহার, সাধননিষ্ঠা, গুরুগতপ্রাণ, নিত্য গুরু সেবার অধিকার, মনুষ্যজীবন ধন্য করার সকল আদর্শ—এত সব আর কোথায় পাব ! তাঁর কাছে যাঁরাই আসেন, তাঁরাই পরিতৃপ্তি নিয়ে যান তাঁদের অনেকেই তাঁর শিষ্যও নন। তাঁদের জন্য, নিজের সুখসুবিধে সব বিসর্জন দেন। আর আমাকে শিষ্য ব'লে চরণে স্থান দিয়েছেন, ব'লেছেন—তোমার সব ভার আমাকে দাও, আমি তোমার সব ভার নিলাম। সুতরাং আমার জন্য উপায় ক'র্‌বেন না ! নিশ্চয়ই করবেন। নিশ্চয়ই তাঁর কল্যাণমূর্তি আমার সাথে সাথে থেকে আমাকে চালিত ক'রবেন ! চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই তো গুরুতে, সকলের মধ্যে তিনি অন্তর্যামীরূপে বিরাজ ক'রছেন। গুরু গীতার কথা—গুরোর্ম্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরুঃ' মিথ্যা নয়, নিশ্চয়ই সত্য। তিনিই কর্তা, কর্ম, করণ সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ ; আমি মাত্র ষষ্ঠী বিভক্তির অধীন, আমি তাঁর। আমি অহঙ্কারবশতঃ আমি কোর্‌ছি আর ভেবে ম'রছি, আমার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, একটী মাত্রই তো সত্তা। সে তিনি, তিনিই গুরু। আমি তাঁর হাতের ক্রীড়নকমাত্র, তিনি যেমন করাবেন তেমনি কোর্‌তে হ'বে, পুতুলের কি স্বাতন্ত্র্য থাকে ? পুতুল নাচিয়ে যেমন নাচান পুতুল তেমনই নাচে, তাতেই পুতুলের গৌরব। সত্য একটাই, আর সব মিথ্যা। তবে কেন এত ভেবে ম'রছি। মুহূর্তের মধ্যে মন শান্ত হ'লো—এই ভাবনা জাগ্‌তে, কার্যান্তরে গেলাম।

নিয়তিকে ঠেকান দায়। জন্মান্তরের কর্ম, কামনা-বাসনা আর বর্তমান জন্মের কর্মও শিক্ষা-দীক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন কর্মফল ভোগ করাতে উদ্যত হয় তখন মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, বরং 'মুস্কিল মুস্কিল' ক'রে বর্তমানের মূল্যবান্ সময় হেলায় নষ্ট না ক'রে

স্থান-কালপাত্র বিবেচনা ক'রে নিয়তির বিধান মাথা পেতে নেওয়া ভাল এবং শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্য মাথায় রেখে স্বীয় বিবেককে কোনও আদর্শের অধীন ক'রে চলাই কল্যাণের। এইরূপ নানা চিন্তায় পর মনকে শান্ত করা গেল। বাংলা ১৩৪৫ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমায় পূর্ব পরি চালিত সত্যপ্রদীপ পুনঃপ্রকাশিত হ'ল। আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে গুরু পূর্ণিমা বলে। কথিত আছে এই তিথিতে শঙ্করাবতার আচার্য শঙ্কর ভগবান্ বেদব্যাসকে গুরুর আসনে বসিয়ে অর্চনা করেছিলেন। সেই প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যেক সনাতনী ধর্ম্মসংঘে এই তিথিতে সংঘগুরুকে অর্চনা করা হয়। মঠের ব্রহ্মচারীরা প্রকাশ নামা। ঠাকুর নগেন্দ্রনাথের গুরুর কথা জানি না; তিনি সন্ন্যাসী হ'য়েও মায়ের ইচ্ছায় পূর্বাশ্রমের নামে পরিচিত। বাবার (পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের) নামে প্রকাশ শব্দ যুক্ত এবং আমাকেও ব্রহ্মচর্য দিবার সময়ে আমার প্রকাশশব্দযুক্ত নামকরণ হয়েছে। পরম কারুণিক শঙ্করাবতার আচার্য ভগবান্ শঙ্কর বেদান্ত-সূত্র ও উপনিষদাদির ভাষ্য রচনা ক'রে যুক্তিতর্কের দ্বারা বিপক্ষীয় সকল মতকে খণ্ডনপূর্বক স্বীয় অপূর্ব বিচারশৈলী দ্বারা বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ক'রে এবং স্বীয় কৃতী শিষ্যগণের দ্বারাও গ্রন্থ রচনা করিয়ে শাস্ত্রের মর্ম সাধারণের মধ্যে প্রকাশ ক'রে গেছেন। শুধু স্থাপনাতে সব হয় না, তার সংরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিবর্ধন চাই। কারণ কাল জগদ্ভক্ষক, কালে সবই নষ্ট হ'য়ে যায়, যদি সুষ্ঠুভাবে বজায় রা'খবার চেষ্টা করা না যায়। তাই আচার্য শঙ্কর সমগ্র ভারতবর্ষকে মোটামুটি উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব চারিভাগে কল্পনা ক'রে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে যথাক্রমে উত্তরে হিমালয়ে জ্যোতির্মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ, দক্ষিণে নর্ম্মদা তীরে উজ্জয়িনীতে শৃঙ্গেরী মঠ এবং পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন এবং তাঁর চারি প্রধান শিষ্যের মধ্যে ত্রোটকাচার্যকে জ্যোতির্মঠে, হস্তামলকাচার্যকে সারদামঠে, সুরেশ্বরাচার্যকে শৃঙ্গেরী মঠে ও পদ্মপাদাচার্যকে পুরী গোবর্ধন মঠে অভিষিক্ত ক'রে গিরি, পুরী, ভারতী, তীর্থ, সরস্বতী, বন, অরণ্য, পর্বত, সাগর ও আশ্রম প্রভৃতি

দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন সন্ন্যাসীশিষ্যদিগের আচার, আচরণ ও জীবনযাপন প্রণালী সাধনাবস্থা দেখে। বিধিপূর্বক সন্ন্যাস-কারীরআহবনীয় গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নির কোনটারই সেবার অধিকার থাকে না এবং বিরজা-হোমের দ্বারা প্রাণাপানাদি পঞ্চ প্রাণ, বাঙ্‌মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও তাদের কর্ম, ত্বক্‌চর্মমাংসাদি, দ্বারা গ্রথিত শরীর, শিরঃপাণ্যাদি অঙ্গ, পৃথিব্যাদিভূতজাত ও তার বিষয় গন্ধরসাদি, শরীর মন ও বাক্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম, আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মাপর্যন্ত সব হ'তে শুদ্ধ হ'য়ে অন্নময় প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং এমন কি আনন্দময় কোষাতীত হ'য়ে তুরীর পদ-বীতে উন্নীত হন। শুধুমাত্র প্রারব্ধ-ক্ষয় জন্য দেহে অবস্থান করেন তাঁরা নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, জগতের হিতার্থে তাঁদের দেহে অবস্থান। তাঁরা চতুর্থাশ্রমী। আর ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ নামক তিনটি আশ্রম বাদ দিয়ে চতুর্থ আশ্রম থাক্‌তে পারে না। আবার উপনিষদেও বলা হ'য়েছে "যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা" যেদিন কারু বৈরাগ্য জাগ্‌বে-বিষয়ে, ভোগে, গৃহে, স্ত্রীপুত্রাদিতে বীতস্পৃহ হ'বে, সেইদিনই ঘরে থাকো বা বনে থাকো সেখান থেকেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্‌বে, আর যদি তেমন সৌভাগ্য না থাকে, তেমন সুকৃতির অধিকারী না হও, যদি তোমার তেমন তীব্র বৈরাগ্য না জাগে তবে "ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্ বনীভূত্বা ভৈক্ষ্যাচর্যং চরেৎ" অর্থাৎ প্রত্যেক আশ্রমের বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে চল্‌তে চল্‌তে নিজেকে চতুর্থ আশ্রমের উপযোগী ক'রে চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ কর্‌বে। যেমন উপরের তলায় উঠতে হ'লে সিঁড়ির কাছে যেতে হয়, তারপর এক এক ক'রে সিঁড়ি অতিক্রম ক'র্‌লে শেষে শেষ ধাপ অতিক্রম ক'রে ছাদে বা উপর তলায় যাওয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মধামে যাবার বা "অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ হ'য়ে নিত্যানন্দে স্থিত হ'বার ক্রমিক ধাপ ব্রহ্মচর্যাদি! আচার্য শঙ্কর বুঝেছিলেন তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মের গ্লানি হ'য়েছিল, কালে আবার সেইরূপ অসম্ভব নয়। সকলে এক লাফে গগার পার হ'তে পারে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে পায়

লোক ভবসিন্ধু কূল ; তিনি মর্মে মর্মে জেনেছিলেন—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা॥

[অর্থাৎ অখণ্ডাদ্বয়ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থিতি শ্রেষ্ঠ, মনকে তদাকারে আকারিত করার জন্য তৈলধারাবৎ ভাবনা মধ্যম, স্তব, মন্ত্রজপ প্রভৃতি ভাব অধম আর বাহ্যপূজা অধমেরও অধম] তথাপি তিনি কাউকে অধিকার ত্যাগ ক'রে অনধিকারে হস্তক্ষেপ ক'রতে বলেননি ; বামনকে হাত বাড়িয়ে আকাশ ধ'রতে প্ররোচিতও করেন নি। বরং প্রত্যেকের স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী চ'লবার আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন। তাই প্রত্যেকমঠে দেব-দেবীর পূজোর প্রবর্তন ক'রে গেছেন। প্রত্যেক মঠে ব্রহ্মচারীর দরকার। পুরাকালে গুরুগৃহেই উপনয়নাদি সংস্কার হ'তো ব্রহ্মচর্য-দীক্ষাও হ'ত। বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে সব লণ্ডভণ্ড। বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক আশ্রমে ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থা হ'ল দেব সেবা ও সন্ন্যাসী সেবার জন্য। উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বের আশ্রমে যথাক্রমে আনন্দ-স্বরূপ-চৈতন্য-প্রকাশ নামা চারি ব্রহ্মচারী ক'রলেন। শ্রীগুরুমহারাজের নামের সঙ্গে 'প্রকাশ' শব্দ যুক্ত থাকায় আমরা পুরী গোবর্দ্ধন মঠাধীন ব্রহ্মচারী। বাবা (শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ) ও ৺হরিপদ বাবু অত্যন্ত গুরুভক্ত ; গুরুর মর্যাদা তাঁরা যদি না দেন তবে আর কে দেবে? তাই আষাঢ়ী পূর্ণিমা (গুরুপূর্ণিমাতে) তেই সত্যপ্রদীপ প্রথম প্রকাশের ব্যবস্থা হ'ল। মাসিক পত্রিকা পরিচালনায় মাসিক মুদ্রণ ব্যয়, মুদ্রণের কাগজের দাম, গ্রন্থন, ও প্রেরণের ব্যয়তো আছেই, তার ওপর প্রবন্ধ সংগ্রহের ব্যয়, যাতায়াত ও চিঠি পত্রাদির ব্যয়—না করে পারা যায় না। একা হরিপদ বাবু কত বোঝা বইবেন! সভার সভ্যদের কারু সহায়তা নাই ব'ললেই চলে ; সভ্য ও শিষ্যদের নামে পত্রিকা পাঠিয়ে দিলেও যথাসময়ে বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে দিয়ে মঠের মুখপত্র চালু রাখার দায়িত্ব আর কেহই নিলেন না। বিজ্ঞাপনের টাকায় অনেক কাগজ চলে কিন্তু বিজ্ঞাপন দাতারাও তাঁদের ব্যবসায়ের বহুলপ্রসারের আশায় বিজ্ঞাপন দেবেন? তাতো নির্ভর করে কাগজের

বহুল প্রচারের উপর। কাগজ বেশী ছাপা না হ'লে এবং বেশী গ্রাহক— না থাকলে কেহ বিজ্ঞাপন দিতে চান না। পত্রিকা ছাপান হয় মোট ৫০০। [অধিকাংশ খয়রাতীতে যায় বা গ্রাহক হ'তে পারেন আশায় পাঠান হয়]; সুতরাং কে ৫০০০।৬০০০ ছাপান হয় ব'লে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ক'রবে! যা' হোক শেষ পর্যন্ত গ্রাহকতালিকায় নাম উঠল ১২৩ জনের। তার মধ্যে ৬৫ জন নিয়মিত চাঁদা দানকারী আর অন্যদের কাছে ২।৩ বৎসরের চাঁদা বাকী প'ড়ে গেল। বিশেষ উৎসাহী হরিপদবাবু অসুস্থ হ'য়ে প'ড়্লেন; ৺জ্যোৎস্নাময় বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু চেষ্টা ক'র্তেন, তিনিও মারা গেলেন বাংলা ১৩৪৭-এর ফাল্গুন মাসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে বাংলা ১৩৪৬-এর ভাদ্র মাসে (ইং ১৯৩৯-এর আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে। জিনিসপত্রের দাম হু-হু ক'রে বেড়ে গেল। প্রিন্টিং মেসিন বা প্রেসের অন্যান্য জিনিসপত্র কেনা হ'ল না। হরিপদ বাবুও ১৩৪৮-এর বৈশাখে দেহ রাখ্লেন। কাগজ কন্ট্রোল হ'ল। আড়াই টাকা রীমের কাগজ controlএ ১৬·০০, Blackএ ৫০।৫৫, মুদ্রণ ব্যয় প্রতি ফর্মা ৮ টাকা হইতে ৩২ টাকায় পৌঁছাল। পত্রিকা বন্ধ হ'ল না, তবে পত্রিকা ঠিক সময়ে প্রকাশের জন্য নানা প্রেসের নামে Printer and Pubiisher হিসাবে Declaration দিবার জন্য বার বার আলিপুরের D.M.-এর কোর্টে যেতে হ'ল। Control হ'লে লোকেই বা দেবেন কিরূপে? যাঁরা দেন, তাঁরাই হয়ত তখন প্রয়োজনানুরূপ জিনিস পয়সা দিয়েও বাজার থেকে কিন্তে পারবেন না। তাঁরা দেন ভাল, না দিলেও সঞ্চিত থেকে প্রয়োজন মেটান যাবে; বিশেষ অভাবের সময়ে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। সুতরাং আমাকে দিয়ে ছাড়া আর কাকে দিয়ে কাজ করাবেন? প্রচুর দুর্ভোগ ভুগ্তে হ'ল। মনকে প্রবোধ দিয়েও শান্ত রা'খতে পারি না, মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহ করে। কখন কখন নিজের দুর্বলতা, তীব্রবৈরাগ্যের অভাব, এ আশ্রম ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গেলে আবার গুরুকরণের প্রশ্ন, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ স্মরণ করিয়ে মনকে শান্ত করি; আবার কখন কখনও স্বার্থপরের কল্যাণ লাভ হয় না। বাবার কথা সাধুদের জীবন

'আত্মহিতায়, জগদ্ধিতায়' মনে ক'রে কাজ করি। আবার কখনও বা কৃপাময় বাবার মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে যাই। এমন অহেতুক কৃপাময়, দয়াবান্ আর কাকে পাব? কে আমার স্থায় মোহান্ধকে ভালবেসে গ'ড়ে-পিটে নিবেন। বাবার বড় আশা ছিল পূজ্যপাদ মহর্ষি-দেবের উপদেশাবলী জগৎকল্যাণে সংকলন ক'রে যাবেন; ১৯৪১এ তিনি ভীষণ ম্যালোরিয়ায় আক্রান্ত হলেন আর অল্পদিন মধ্যে তাঁর শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'ল। অর্থ নাই, সাহায্যকারী লোক নাই, ধরমপ্রকাশ পালাল ১৩৫১ (ইং ১৯৪৪এর মে মাসে), পাচক নাই; আমাকে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ ক'র্‌তে হয়, প্রেসে বার বার না গেলে পত্রিকা যথাসময়ে বের করা যায় না। সুতরাং 'সত্যপ্রদীপ' আবার বন্ধ হ'ল। বাবা আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের (পূজ্যপাদ মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের) উপদেশাবলী সংকলন ক'র্‌তে ব'ল্‌লেন। বাবার চিকিৎসার জন্য কারু মাথা ব্যথা নাই, ডাঃ মণিভূষণ দাস গুপ্ত মহাশয় ও তাঁর সাহায্যে ডাঃ সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ইন্দুভূষণ সান্যাল এবং ৺বসন্তকুমার চ্যাটার্জীর সাহায্যে ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তকে দেখান হ'ল; ম্যালেরিয়ার সময়ে শ্রীপ্রভাত মিত্র, ডাঃ রাইমোহন দে, ডাঃ হরিপদ মিত্র এবং ডাঃ অমল রায়চৌধুরীকে দেখিয়েছিলেন। আংশিক পক্ষাঘাতের জন্য রবীনবাবু, সুধীরবাবু, অরুণবাবু, বিজয়বাবু, কালীচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি চাঁদা ক'রে Massage করাবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থাভাবে তাও বন্ধ ক'রে দিতে হ'য়েছিল। ডাক্তার রোজ ছানা ও দুধ প্রচুর দিতে বলেন। অর্থ নাই, কারু লক্ষ্য নাই, বাবাও নির্বিকার। পুরুলিয়ার ৺পরিমল বিশ্বাস মহাশয়ের রোগ নিজ শরীর নিয়ে ভুগে ক্ষয় ক'রছেন, তাঁকে কি ব'ল্‌ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[আমার আহাম্মুখতা ও বাবার নির্ভরতা]

বাংলা ১৩৪৬ সাল, ভাদ্রমাস, ইংরাজী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ ; সেপ্টেম্বর মাস। জার্মাণীর হিট্‌লার প্রাশিয়া আক্রমণ ক'রেছে ; রাশিয়া প্রাশিয়ার পক্ষ নিয়েছে, বৃটিশরাও রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনের অধীন, সুতরাং ভারত ও জার্মাণীর শত্রু না হ'য়েও শত্রুরাজ্য। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখাগ্‌ড়ার প্রাণ যায়" আর কি ! ভারতেও চারিদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। মঠে আমরা তখন ছয়জন প্রসাদ পাই। ত্রিবেণীর ৺নগেন্দ্রনাথ মুখুজ্জের বাড়ী থেকে মাসে ১০ সের চাউল, ৫নং মদন মোহন ঘোষ লেনের শ্রীকালীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ী থেকে এবং চেৎলার ১১ নং সব্‌জীবাগান লেননিবাসী হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ী থেকে কিছু কিছু চাল, ডাল, তরিতরকারী ও ফলমূল আসে একাদশী পূর্ণিমা অমাবস্যায়। বাকিটা বাজার থেকে কিন্‌তে হয়। চাল দু' টাকা আড়াই টাকা মণ। বিকালে মাণিকতলার বাজারে যাচ্ছি ৺পূজোর ফলমূল কিন্‌তে। হঠাৎ মনে হ'ল মঠে চাল নাই ; কিছু চাল সংগ্রহ ক'রে রাখা দরকার। আমি বিষয়ী, বিষয়বুদ্ধি খুবই পাকা ; তা না হ'লে একথা মনে আস্‌বে কেন ? আমি তো কর্তা নই, আমি যাঁর আশ্রিত এ ভাবনা তাঁরই ভাবা উচিত। আমার ভাবা উচিত নয় ; আমিই বা ভাবছি কেন ? ভগবান্ ব'লেছেন—"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—'যারা নিত্য নিরন্তর আমায় নিয়ে থাকে, তাদের প্রয়োজন আমিই সিদ্ধ করি'। আমার কাজ তাঁকে চিন্তা করা ; তিনিই ব্যবস্থা ক'র্‌বেন। বাজারে আমাকে যা কিন্‌তে পাঠিয়েছেন, তাইই নিয়ে আসি। এসব কথা কিছুই মনে হ'ল না। মনে হ'ল যুদ্ধ বেধেছে, সব জিনিসই মাগ্‌গি হ'বে, গভর্ণমেণ্ট হয়তো সব Control ক'র্‌বে ; খোলাবাজারে কিছুই পাওয়া যাবে না। কিছু চাল-ডাল ও আটা রাখা দরকার ; বাবার আকাশবৃত্তি ;

তিনি এত টাকা কোথায় পাবেন এবং কিনেই বা কোথায় রা'খ্‌বেন। যুগীপাড়া মেন রোড ও আপার সার্কুলার রোড (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) এর সংযোগস্থলে পান্তীদের বিরাট চালের আড়ত; তাতে তখনও ২৫০০।৩০০০ মণ চাল জমা; ওখান থেকেই মাঝে মাঝে চাল কেনা হয়। তিনদিন আগে চাল কেনা হ'য়েছে দশ আনায় ।০ (দশ সের); আজ জিজ্ঞাসা ক'রতেই পান্তী ব'ললেন ছুই মণে বস্তা ১৬ (ষোল) টাকা। আজই নিয়ে যান্; কাল আর পাবেন না। শুনে অবাক্ লাগল, যে রাতারাতি এত চাল বিক্রী হ'য়ে যাবে! কিন্তু ব্যবসায়ীরা যে জিনিসপত্র লুকিয়ে ফেলে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি ক'রে সাধারণকে বেমালুম বোকা বানাতে পারে, তা মনেই হ'ল না। শুধু প্রয়োজনের কথা মনে হ'ল, অগত্যা তখনই বাজারে না যেয়ে মঠে এসে বাবাকে সব জানান গেল এবং চাল কিনবার টাকা চাইলাম।

বাবা—আজ হাতে টাকা নাই, যদি কেহ দিয়ে যান, কাল কেনা যাবে।

আমি—ওরা যে ব'ল্‌লে "এখনিই নিয়ে যান্, ১৬ টাকা বস্তা, কাল আর পাবেন না। তখন যদি না পাওয়া যায়! তখন এতগুলি লোক কি খাবে? আর খাওয়াবেনই বা কি ক'রে? চাল-ডালের দরও তখন নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে, এখন ৪ টাকা বস্তা ১৬ টাকা হ'য়েছে; তখন এত পয়সা কোথায় পাবেন?"

[ভাব—আমি ভাল বুঝেছি, তিনি বোঝেন না বা বুঝ্‌ছেন না, কি ভয়াবহ পরিণাম! কাছে টাকা আছে; এখন দিচ্ছেন না। পরে বুঝ্‌বেন—অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ, মোহগ্রস্ত ও কর্তৃত্বাভিমানী হ'লে যা হয় আর কি!]

[বাবার নির্ভরতা]

বাবা—এত ভাব্‌ছ কেন? এত ভাব্‌বার দরকার নাই। জীবন দিয়েছেন যিনি আহার দেবেনও তিনি। যিনি আমাদের জন্মাবার

আগে মায়ের স্তনে দুধ দিয়েছেন, যাতে আমরা জন্মেই দুধ পেতে পারি ; যিনি জীব সৃষ্টির আগে তাদের প্রত্যেকের আহার্য সৃষ্টি ক'রে তবে জীব সৃষ্টি ক'রেছেন ; তিনি কি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেননি ! নিশ্চয়ই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। আমরা অজ্ঞানে অন্ধ ; এই দেহটাকে আমি এবং এই দেহের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্বন্ধ তাদের আমার ব'লে ভাবি তাই তাকে বা তাদের তুষ্ট ক'র্তে গিয়ে স্বার্থপর হ'য়ে পড়ি এবং তথাকথিত সুখ-সুবিধার জন্যে অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নি। তাই এত পার্থক্য, এত কষ্ট। প্রভুত্ব জাহির ক'রবার জন্যই তো এক রাজা অন্য রাজার রাজ্য আক্রমণ করে, ভাবে না তো, যে ভগবান্ আমাদের প্রত্যেকের অধিকারানুযায়ী বসবাস ক'রবার জন্য স্থান সৃষ্টি ক'রেছেন, প্রারব্ধ ক্ষয় ক'রে, সঞ্চিতকে দগ্ধ ক'রে ক্রিয়মাণের দ্বারা সেই পরমপদে মিলিত হ'বার জন্যই আমাদের সৃষ্টি। আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। আমাদের প্রত্যেকের উচিত প্রত্যেককে ভালবাসা ; পা'রলে প্রত্যেককে সাধ্যানুযায়ী ওঠ্বার জন্য সাহায্য করা, না পা'রলে উদাসীন হওয়া ; যারা সমধর্মী, সমকর্মী তাদের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হওয়া. আর যাঁরা ধনে, মানে, গুণে, সাধনায় উন্নত, তাদের দেখে আনন্দ করা এবং নিজকে উন্নীত করার চেষ্টা করা। সুতরাং ঐ সব চিন্তা না ক'রে তোমাকে যা ব'লেছি, তাই ক'রে এস। তোমাকে সদা সর্বদা তাঁকে ডাক্তে বা ভাব্তে বোলেছি, তাই-ই কর। তাইই তোমার কাজ। তাই আমারও কাজ, জগদ্বাসী প্রত্যেকের কাজ। আর সব কাজ তাঁর। তিনিই যে পিতা, মাতা, সখা, সুহৃদ্, দ্রব্য দ্রবিণ—সব। তোমরা একান্তমনে তাঁকে ডাক, আমিও ডাকতে চেষ্টা করি। সব ভার তাঁর উপর ছেড়ে দাও। তিনি অঘটনঘটন-পটীয়ান্। তিনিই স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় ; তিনি ইচ্ছামাত্রই সবই ক'রতে পারেন ; তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয়, আর তিনি এই কয়টি প্রাণীর আহার জোটাবেন না ! নিশ্চয়ই ব্যবস্থা ক'রবেন।

[কথাগুলি এমন সহজ সরলভাবে এবং দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে ব'ল্লেন

যে অবিশ্বাসের কিছুই রইল না। এমন দৃঢ়প্রত্যয় হবে না বা কেন? হাতে হাতে যাঁরা ফল পান, তাঁরা কি ফল সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ ক'রতে পারেন! তাঁকে নিত্য নিরন্তর যে ভাবে ভগবদ্‌ভাবে বিভোর থাকৃতে দেখি, জগতের সঙ্গে, বিষয়ের সঙ্গে তাঁর যে কোনও সম্বন্ধ আছে, তা জানা যায় না বরং বোঝা যায় তাঁর সম্বন্ধ তাঁর প্রাণারামের সঙ্গে। ভগবানকে তিনি পরম আশ্রয় ক'রে নিয়েছেন। তিনি মৎপরম-ব্রতী। তাঁর হ'বে না তো কার হ'বে? আমি অবিশ্বাসী, বচনবাগীশ। তিনি যে আমাকে পূর্ণতা দিবার জন্য আমি না চাইতেই, আমার সামনে সকল প্রকার সুযোগ ক'রে রেখেছেন, তাতো ভাবি না। না চাইতে এত পেয়েও কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রতে, তাঁকে ভালবাসতে আমাদের মন ধাবিত হয় না, —আমার মত নিমকহারাম, বোধ হয় ভগবানের রাজ্যে আর দ্বিতীয় নাই]

যা হোক, পরদিন বিকালে বাবা আমাকে ১৬টা টাকা দিলেন এক বস্তা চাল আনতে। [সকালে-বিকালে কয়জন ভক্ত এসেছিলেন তাঁরাই প্রণামী দিয়ে গেছেন। বাবা সত্যশীল, সদা সত্যে নিমগ্নমনা, তাঁর কাছে টাকা থাকলে কালই দিতেন। আমি তো সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইনি, তা সত্যের মহিমা জান্‌ব কি করে? সত্যের প্রতিষ্ঠায় অভাব ঘুচে যায়, প্রয়োজনানুরূপ বস্তু অনায়াসেই উপস্থিত হয়—এরূপ অবস্থায় পৌঁছুতে হ'লে বহু জন্মের বহু সাধনার প্রয়োজন।] আমি সরাসরি পান্তীদের দোকানে গেলাম, কিন্তু আড়ত শূন্য; এক সেরও চাল নাই, Govt এর sieze করার ভয়ে রাতারাতি সব সরিয়ে ফেলেছে। পান্তীকে জিজ্ঞাসা ক'রতে ব'ল্‌লে—৪০ টাকা দিলে একবস্তা আনিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ রাতারাতি চালের বস্তা ৪ টাকা থেকে ৪০ টাকায় উঠেছে। হাতে মাত্র ১৬ টাকা, চাল কেনা হ'ল না আরও দু'তিনটা জায়গা দেখে সাত পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে মঠে ফিরলাম। সাড়া পেলাম, বাবা বারান্দায় মুখ ধুচ্ছেন। ওপরে যেয়ে প্রণাম ক'রে বাজারের অবস্থা, চাল না পাওয়ার কথা

আদ্যোপান্ত সব বললাম। এরূপ সংবাদ শুনলে আমাদের মন চঞ্চল হ'য়ে পড়ে, কিন্তু বাবার মুখে কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না, তিনি নির্বিকার, যেন কিছুই ঘটেনি সবই ঠিক আছে। ভাববার কিছুই নাই; শান্ত, সমাহিত ভাব। আমি তো অবাক্। তিনিই কর্তা, তাঁর নির্দেশে আমি চলি, তদ্ অবস্থায় ভাব্‌বার কথা তো তাঁর। তিনি নির্বিকার নিশ্চিন্ত আর যত চিন্তা আমার! যেন সকলের খাওয়াবার ভার আমার, আমি মালিক, আহাম্মুক আর কি?

[নির্ভরতায় অঘটন ঘটে]

আজ পাঠাগার বন্ধ; নীচে নিজের ঘরে বসি আছি, বলরাম দে ষ্ট্রীট্ থেকে শ্রীভোলানাথ সেন বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। তাঁকে বাবার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে নীচে এসে গর্গসংহিতা'র পাতা ওল্‌টাচ্ছিলাম, ভোলানাথবাবু প্রায় এক ঘণ্টা পরে নেমে এলেন এবং বল্‌লেন "আমার সঙ্গে একটু আসুন"।

আমি—কোথায় যাব?

ভোলানাথবাবু—এই এখানে, এখনি চলে আস্‌বেন।

আমি—বাবাকে ব'লে আসি! না ব'লে বাইরে গেলে, এবং ডেকে সাড়া না পেলে হয়তো তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন। তাঁকে না বলে বাইরে যাওয়া আমার উচিত হ'বে না, ব'লে আসি।

ভোলানাথবাবু—না, ব'লে আস্‌তে হ'বে না। এই এখানেই যাবেন, এখনই ফিরে আসবেন, আসুন, ব'লেই তিনি চল্‌তে লাগ্‌লেন। অগত্যা তাঁর সঙ্গে চল্‌লাম। দরজার বাইরে যাবার সময়ে মনে মনে বাবাকে, ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বল্‌লাম "অপরাধ নেবেন না ঠাকুর! ভোলানাথবাবুর নির্বন্ধাতিশয়ে না ব'লে মঠের বাহিরে যাচ্ছি, ক্ষমা করো ঠাকুর!" মঠ থেকে বেরিয়ে তাঁর পিছু পিছু চল্‌ছি, ইতোমধ্যে তিনি আপার সার্কুলার রোড (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) পেরিয়ে সুকিয়া ষ্ট্রীটে (বর্তমান নাম মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীট্) ঢুকেছেন এবং পিছন দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁকে ধ'রবার জন্য দ্রুত পা বাড়ালাম

কিন্তু গাড়ী ঘোড়ার জন্য সার্কুলার রোড্ পেরুতে বেশ দেরী হয়ে গেল, তিনিও অনেক খানি এগিয়ে গেছেন। চল্‌তে চল্‌তে শেষ পর্য্যন্ত কৈলাস বসু ষ্ট্রীট্ ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের (বর্তমান বিধান সরণির) সংযোগ স্থলে তাঁকে পাকড়ালাম। বল্‌লাম—"এই এখানে, এখনই আস্‌বেন বল্‌লেন--আর এত দূর এলাম, আর কত দূরে যেতে হবে ?"

ভোলানাথবাবু—যুদ্ধ বেধেছে, তাই ঠাকুরের সেবার জন্য দুটো চাল কিনে দিবার ইচ্ছা' তাই আপনাকে ডেকে এনেছি'। আমি কিনে দিয়ে ওখান থেকেই বাসায় চলে যাব। নতুবা আমাকে আবার আস্‌তে হবে।

আমি—বাবাকে একথা ব'লেছেন ?

ভোঃ বাবু—না, বলিনি, বল্‌লে তিনি মানা কর্‌তেন। মানা ক'রলে আর পাঠাতে পারতুম না, আমার একটা ইচ্ছা অপূর্ণ থাক্‌তো। তিনি তো কখনও কারু কাছে কিছু চান না। প্রয়োজনের বেশী দিলেও বকেন। বলেন পুঁটলি ভ'রে দিচ্ছ; যাতায়াতের পথ পরিষ্কার কর্‌ছ। তাই ভয়ে ভয়ে কিছু বলিনি। বাজারে চাল নাই, অতগুলি লোককে খাওয়ান; তিনি উদ্বিগ্ন হবেন, আর আমরা নিশ্চিন্তে থাক্‌বো ? এ কি হয় ? আমি যদি চালের গাড়ির সঙ্গে যাই তবে আবার পত্রপাঠ বিদায় কর্‌বেন, চাল সমেত। তাই ভয়ে ভয়ে ডেকে এনেছি।

আমি—"আমাকে আগে কিছু বলেননি শুধু ব'ল্‌লেন" একটু কাজ আছে, আমার সঙ্গে আসুন, আর এখন যদি চাল নিয়ে যাই, তবে তো তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন, আর আমি যে তাঁর অনুগত নই, তাও ধরা প'ড়বে। মনে মনে খুব ভীত হ'লাম। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ কিনা ?"

"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরু রুষ্টে ন কশ্চন"—ইষ্ট রুষ্ট হ'লেও গুরুদেব তাঁর সাধনা দিয়ে অনুগত শিষ্যকে রক্ষা করেন, কিন্তু সেই গুরু অসন্তুষ্ট হ'লে উপায় কি হবে ? একবার ভাব্‌ছি; ফিরে আসি,

একবার ভাব্‌ছি আমি তো যন্ত্রের মত কাজ ক'র্‌ছি, মঠের ভক্তদের আহার জোটান ভগবানের কাজ, তিনিই এইভাবে পাঠাচ্ছেন; সুতরাং নিয়ে যাই, যা হবার হবে।"

শেষমেশ জেলেটোলাষ্ট্রীটের একটা দোকান থেকে ভোলানাথ বাবু দুই বস্তা বরিশালের বালাম চাল কিনে একটা ঠেলায় দিলেন। ঠেলার ভাড়াও তিনি দিলেন। আমাকে শুধু পিছু পিছু থেকে মঠে আন্‌তে ব'ল্‌লেন—আমি কাষ্ঠপুত্তলিকার মত ঠেলার পেছনে পেছনে আস্‌ছি আবার ভাব্‌ছি—"হায় রে অবোধ মন! এত দেখেও তোমার শিক্ষা হোল না। মঠের প্রাপ্য সামান্য ভাড়া, তাও নিয়মিত আদায় হয় না; যা-বা আদায় হয়, তা থেকে নির্মলবাবুর মাসিক চৌত্রিশ টাকা সুদ দিতে হয়। উপার্জনের কোনও উপায় নাই, মঠ সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তিতে চলে। অথচ এতগুলি লোকের দু'বেলার আহার্য জোটে, মঠের পূজো, অর্চনা, উৎসবাদিও বাদ যায় না, তাও চল্‌ছে নিয়মিতভাবে। ঠাকুর নগেন্দ্রনাথ নিত্যাভিযুক্ত ছিলেন, সর্বদা তাঁর মন ছিল ঈশ্বরার্পিত; অন্য চিন্তা সেখানে স্থান পেত না, অর্থের চিন্তাও কর্‌তেন না। ভক্তেরা ব'ল্‌লে —ব'লতেন "I do not want money, money wants me". তাঁর শিষ্যকেও দেখ্‌ছি নিত্য নিরন্তর ধ্যানে জপে মগ্ন, তাই তার ফলও হাতে হাতে দেখ্‌ছি। আর ঠাকুরের কথা "হরিনাম-সাগরে যে সাঁতারে ভবে ভয় কি আছে তাঁর", নামকে আশ্রয় কর্‌লে নামীরও আশ্রয় লওয়া হয়। নাম ধ'রে ডাক্‌লেই তো, স্বরে-নামে মিললেই তো, নামী এসে ধরা দেন। তিনি সর্বৈশ্বর্যময়, সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি যেখানে সেখানে ঐশ্বর্য্যবীর্যাদি—সবের উপস্থিতি। আমাদের চোখে ঠুলি, তাই দেখ্‌তে পাইনা। অবুঝ অজ্ঞান শিশুর মত আমরা কেবল তাঁর স্নেহ নিয়ে যাচ্ছি; কৃতজ্ঞতা ব'লে আমাদের কিছু নাই। তাই তাঁর করুণা এবং ভক্তের মাহাত্ম্য আমাদের চোখে ফুটে ওঠে না।

★ ★ ★

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[চিন্তার লাঘব]

সিদ্ধচালের ভাত ছাত্রেরা খায় ; আতপ চালের অন্নভোগ ঠাকুরকে দেওয়া হয়। সিদ্ধ চালের ভোগ কখন দেওয়া হয় না ; আগেই বোলেছি ভোগের চাউল নগেনবাবু ও কালীবাবুর মা দিতেন। যুদ্ধ বাধায় তা বন্ধ হ'ল, সুতরাং নতুন করে চিন্তা জাগল ; এদিকে কয়লাও পাওয়া যায় না। তিন-চার ঘণ্টা লাইন দিয়ে পাচ সের কয়লা সংগ্রহ কর্‌তে হয়। সবই Control-এ। সুতরাং সময়ের শ্রাদ্ধ। ত্যক্ত-বিরক্ত হ'য়ে ধরমপ্রকাশ স্বীয় দেশে যাবার প্রস্তাব ক'র্‌লে। উদ্দেশ্য জন্মস্থানের ভাইদের কাছ থেকে কিছু চাল আনা। ঠাকুরের সেবায় লাগ্‌বে, সে ও ধন্য হবে, ভাইদেরও ইহকাল-পরকালের কল্যাণ হ'বে সাধুসেবায়, দেবসেবায় কিছু দানে। বাবা প্রথমে রাজি হননি। তিনি তাঁর বিশ্বাসে অটল ; আমাদের কাজ তাঁর শরণাগত হওয়া, নিত্য নিরন্তর তাঁর স্মরণ মনন করা, আর সব দায় তাঁর। তিনি জগৎপিতা ; যাকে যেখানে যেভাবে রেখে, যে পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে খাঁটি ক'রে নিবার দরকার তিনি তাইই করেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নামের দাঁড় বেয়ে চল, তিনি নিশ্চয়ই অকূলে কূল দেবেন। ধরম প্রকাশ বল্লে "ভাইয়েরা দেবদ্বিজে ভক্তিমান্। বাড়ীতে নারায়ণসেবা আছে, তা অতি পরিপাটি ক'রে সেবার ব্যবস্থা করে, আমি যদি বাড়ী থাকৃতাম্ আমার জন্যে তো খরচ হত! আমি তো কিছু নিয়ে আসিনি, সবই তাদের দিয়ে এসেছি। সুতরাং বললে না ক'র্‌বে না ; আমাকে তারা খুব ভাল-বাসে। আজ পাচ-ছয় বছর বাড়ী ছাড়া, আমাকে দেখে তারা সুখী হবে এবং আমার আবদার নিশ্চয়ই রাখ্‌বে।" এইরূপে নানা অনুনয় বিনয়ের পর বাবা রাজি হ'লেন। ধরমপ্রকাশ দেশে গেল এবং (সাত মন) আতপ চাল ও ৯ (নয় মন) কয়লা নিয়ে এল। যার জন্যে এত মাথাব্যথা, ঠাকুরের ওপর এত অনুযোগ-অভিযোগ, তা নিরসন ক'রলেন। বেশ বুঝ্‌লাম—মনে মুখে এক হ'লে, নিত্যাভিযুক্তি

জাগ্‌লে, প্রাণভ'রে ভগবানকে ডাক্‌লে তিনি ভক্তের বোঝা ঘাড়ে ক'রে বয়ে আনেন। ভক্তের কেবল অনন্যমনা হয়ে ভগবানের স্মরণ মনন করা দরকার; নিত্য নিরন্তর তদ্‌গত হ'য়ে ডাকাই ভক্তের একমাত্র কাজ; ছোটো বিড়াল-ছানা যেমন মায়ের ওপর নির্ভর করে এবং মা যেখানে যখন যেভাবে রাখে সে কেবল মাকেই ডাকে, আর কিছু করে না; মাও তাকে সর্বদা নিরাপদে রাখে, তেমনি সাধকদের সর্ব অবস্থায় সকল সময়ে তাঁকে ডাকা দরকার, বাকি কাজ তিনি ক'রে দেন। তা না হ'লে যে ধরমপ্রকাশ আজ ৫।৬ বছর গৃহ ছাড়া, এই দীর্ঘদিন যার বাড়ীর সঙ্গে কোনও যোগ নাই, যে ৺গয়া ৺কাশী প্রভৃতি নানাস্থান ঘুরে Science Collegeএ চাকরি ক'র্‌তে ক'র্‌তে মঠে এসে দীক্ষিত হ'য়েছে, ব্রহ্মচর্য নিয়েছে, সে বাড়ী যাবে কেন স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে এবং চাল ও কয়লাই বা আন্‌বে কেন? ধন্য ঠাকুর। ধন্য তোমার লীলা; ধন্য তোমার নিগ্রহও অনুগ্রহ পদ্ধতি। মঠের সকলের খাওয়াবার চিন্তা, কয়লা, কাঠ, তেল সংগ্রহের চিন্তায় কিরূপ না বিব্রত হ'য়েছিলাম, যদিও সে চিন্তা তোমার, আমার নয়। এমনি ক'রে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে কি মাদৃশ অভক্তের বিশ্বাস বা ভক্তি জাগে?

বাবা শাস্ত্রবিশ্বাসী, আচারবান্, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্যের সাধন তিনি ক'রেছেন এবং ব্রহ্মে তিনি স্থিতও। তিনি আচার্য। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' তাঁর ব্রত। দেবপিত্রাদি পঞ্চ মহা-যজ্ঞের দ্বারা আমাদের দেহ মন শুদ্ধ হ'য়ে বৃহত্তমের ধারণায় উপযোগী হয়! তৃণ গুল্মলতা থেকে মহতো মহীয়ান্-এ সেই একের ভাণ হয়। সকলেপ্সিত বস্তুর দাতা এবং বিমুক্তিদাতা ঋষিগণ ও পিতৃগণের আশীর্বাদে দেহ দেবালয়ে পরিণত হয়। মনও শুদ্ধ হওয়ায় ধ্যান-ধারণা-সমাধি অভ্যাসের উপযোগী হয়। কি গৃহস্থ কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী,—সকলকেই খেতে হয়, ব'স্‌তে হয়, শুতে হয়, চল্‌তে হয়, সেজন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে পঁাচপ্রকার পাপ জন্মে। শাস্ত্র গৃহস্থকে বিশেষ ক'রে সাবধান কোরেছেন—

পঞ্চশূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাশ্চ বা যান্॥

অর্থাৎ চুলো, ঢেঁকি, শিলনোড়া, ঝাঁটা ও জলপাত্র পাপসংগ্রহের স্থান। এগুলি প্রায় সকল আশ্রমীকেই ব্যবহার করতে দেখা যায়। সন্ন্যাসীদের কেবল স্বহস্তে চুল্লী জ্বালান নাই, কিন্তু কারিত পাপ থেকে তাঁরাও নিষ্কৃতি পান না। রান্না ক'র্‌তে গেলে চুল্লীতে জীব হত্যা হয়; ধান ভান্‌তে গেলে ঢেঁকির গড়ে প'ড়ে পোকামাকড় মরে, ঝাঁট দিতে গেলে ঝাড়ুর আঘাতে পিঁপড়ের প্রাণ যায়, ডাল বা আটা ভাঙ্গতে গেলে যাঁতায়, মসলা পিষ্‌তে গেলে শিলের তলায় পড়ে পিঁপড়ে বা অন্যান্য পোকার প্রাণান্ত হয় আর ঘড়া থেকে জল গড়াতে গেলে পোকামাকড় তো মরেই। আর তার থেকে পরিত্রাণের জন্য দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞের ব্যবস্থা। বাবা আচারবান্, সুতরাং আমাদের শিক্ষার জন্য এগুলি আচরণ করেন। সাধনা বুঝি না; কিন্তু রোজই ঘণ্টার পর ঘণ্টা একান্তে সমকায়শিরোগ্রীব হ'য়ে ব'সে থাকেন; বিকালে গীতা, ভাগবতাদি গ্রন্থ নিবিষ্টমনে প'ড়তে দেখি, নির্জনে সংযতবাক্ হ'য়ে স্বল্পাহারও করতে দেখি, আর দেখি আহারের পর কাক-চিলকে খেতে দিতে। সময় হ'লেই তারা আসে, বাবাও ছাদে যেয়ে দেওয়ালের ওপর খাবার দেন, তারা নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে খায়, কখন কখন দিবার তর সয় না, হাত থেকেই খেয়ে নেয়। বাবা অহিংস কাকেও মনে প্রাণে হিংসা করেন না, তাই কেহ তাঁকে হিংসা করে না। শুধু দেখি, কিন্তু আদর্শ নিতে পারছিনা, এমনই দুর্ভাগ্য।

— —

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[স্বামী সত্যানন্দজী]

খবরের কাগজে পড়েছি স্বামী সত্যানন্দজী শতবর্ষব্যাপী অখণ্ড হরিনাম যজ্ঞ শুরু ক'রেছেন, কোম্পানীবাগানের (বীডন পার্কের)— রবীন্দ্রকাননের দক্ষিণদিকে লালাবাবুর মাঠে। লালাবাবুর কথা! ৺ভুজঙ্গ-

ধর রায় চৌধুরী মশায়ের লেখা 'বেলা যায়' কবিতায় প'ড়েছিলাম। নবাব সিরাজোদ্দৌলার শাসন কালের ঐতিহাসিক পুরুষও তিনি. জগৎ শেঠের সঙ্গে তাঁর জমিদারী সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার কথাও অজানা নয়; সেই প্রচণ্ড প্রতাপ ও বিত্তশালী জমিদার ধোপার মেয়ের "ওঠ বাবা, বেলা যায়, বাসনায় আগুন দাও",—কথা শুনে আট বেহারার পালকীতে চেপে জমিদারি দেখতে না যেয়ে চলেন ৺বৃন্দাবনের পথে ৺বৃন্দাবনবিহারীকে দেখ্‌বার জন্য। সেই বিরক্ত, নামাশ্রয়ী ভক্তের মাঠেই আজ এত বৎসর পরে শতবর্ষব্যাপী নামযজ্ঞের প্রবর্তন। সে জীবনে যা সম্ভব হয় নি আবার নব কলেবর ধ'রে সত্যানন্দ স্বামীরূপে আবির্ভূত হ'য়ে সে বাসনা পূর্ণ করছেন না তো! ভেবেছিলাম, এটা মনোরথ মাত্র, অচিরেই বন্ধ হ'য়ে যাবে, বিশেষ ক'রে যখন হিন্দুস্থানী ভক্তেরা আলাদা হয়ে আদ্যশ্রাদ্ধঘাটে নামযজ্ঞের প্রবর্তন করেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছা অন্যরূপ; ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন ব'লেই তাঁর নাম ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। যা হোক, একদিন একাদশীতে ৺গঙ্গাস্নান ক'রে বেলা প্রায় আড়াইটার সময়ে ফেরবার পথে স্বামীজীকে দেখ্‌বার ও ঐ জায়গাটার ব্যাপার ভাল ক'রে জানবার জন্য যাবার ইচ্ছা হ'লো। নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট দিয়ে নতুন বাজারে গিয়ে কিছু ফল কিনে এখনকার রবীন্দ্রকাননের দক্ষিণ পাশ দিয়ে নামযজ্ঞমণ্ডপে গেলাম। শুধু হাতে সাধু দর্শন করতে নাই। স্বামীজী সেসময়ে পাশের ঘরে ব'সেছিলেন এ ধারে নামযজ্ঞ চলছিল। স্বামীজীর হাতে একটা কমলা দিয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করবার সময়ে তিনি বার বার আমার নাভির পিছন দিকের মেরুদণ্ড হ'তে মাথা পর্যন্ত হাত বুলুতে লাগ্‌লেন। প্রণাম ক'রে উঠতেই ব'ললেন "বাবা তোমার গুরুদেব বড় কৃতিকর্মা সাধক, কখনও তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র যেয়ো না, তাঁর কৃপায় তোমার পরম কল্যাণ লাভ হবে; সাধন জীবনে বহুবিধ Trials & tribulations আসবে, সব মাথা পেতে শ্রীগুরু স্মরণ ক'রে নামের আশ্রয়ে চ'লবে, সব বিঘ্ন কেটে যাবে; পথের অন্ধকার কেটে যেয়ে পথ আলোয় আলোময় হ'বে। তোমাকে দেখে আনন্দ হলো, তোমার পথ চলা ভাল লাগ্‌লো। এখন

বিরক্ত নামাশ্রয়ী একনিষ্ঠ সাধকের অত্যন্ত অভাব। এখন প্রবচনের যুগ, প্লাটফরম্ লেকচারের যুগ, দলগড়ার তালে সকলে। স্বীয় কল্যাণ বা জগৎ-কল্যাণে উদ্বুদ্ধ, নির্জনে নিরন্তর সাধনশীল সাধক নতুনদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। হিমালয়ের গুহায়, উত্তরাখণ্ডে এখনও অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁদের সাধনার জন্য আমরা এখনও কিছুটা নিরাপদে আছি; কিন্তু ভয়ঙ্কর দুর্দিন আসছে। তখন আশ্রম ধর্মের বিপর্যয় হবে; আসল ধর্মের সাধন না ক'রে সমাজের লোক ধর্মধ্বজী হ'বে, মিথ্যা, প্রবঞ্চনায় জগৎ ভ'রে যাবে; এখন একমাত্র মহাপ্রভু প্রদর্শিত পথ—তৃণ অপেক্ষা সুনীচ হ'য়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হ'য়ে, অপকারীদেরও উপকার ক'রে, নীচ ক্ষুদ্রাশয়কেও মান দিয়ে, নামের আশ্রয় করা ছাড়া উপায় নাই। তাই তাঁর প্রেরণায় এই নামযজ্ঞের শুরু। এখন তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন।" স্বামীজীকে পুনরায় প্রণাম ক'রে মঠের পথে পা বাড়ান গেল। আমার সাথে ধরম প্রকাশ ছিল। সে বল্‌লে অন্য সাধুকে প্রণাম কর্‌তে গেলে কেন? নামযজ্ঞ হোচ্ছে, ওখানেই তো প্রণাম ক'রলে হোতো? আবার ফলই বা দিতে গেলে কেন?

আমি—সাধু মহাত্মারা তো অবশ্যই প্রণম্য। জগতে নানারূপে ভগবানের মহিমার প্রকাশ, সেই মহিমা দেখে মহিমময়ের প্রতি আরও শ্রদ্ধা ভক্তি করাতো আমাদের কাজ? আর সাধুসন্তদের মধ্যে তাঁর সদ্‌গুণরাশির বিশেষ প্রকাশ? ভগবান্ যদিও নানারূপে আমাদের আশেপাশে সদা সর্বদা রয়েছেন, কিন্তু তাঁকে সর্বরূপে দেখার দৃষ্টি তো এখনও খোলেনি। সকলই তাঁর রূপ, সব থেকেই তাঁর কৃপা অজস্র ধারে বর্ষণ হ'চ্ছে—এটাএখনও ভাব্‌তে পারিনি? সাধুদের আশীর্বাদ অমোঘ; সাধুসন্তদের আশীর্বাদই সাক্ষাৎভাবে ভগবানের আশীর্বাদ মনে হয়। আর তিনি মহাত্মা, না হ'লে ঐ লেঙ্‌টা সাধু এমন বিরাট নামযজ্ঞের পত্তন ক'রতে পারেন! আর এমন ক'রে ব'লতে পারেন।—তিনিই প্রেরণা দিয়ে আমার মধ্য থেকে শুরু ক'রেছেন, তাঁর কাজ তিনিই ক'রবেন এবং করাবেন পরবর্ত্তী কালের অসংখ্য

ভক্তের মধ্য দিয়ে! আর ফল দেওয়ার কথা বোলছ! ভগবানই দাতা ভগবানই গ্রহীতা; তিনিই আমার মধ্যে প্রেরণা জাগিয়ে তিনিই নিয়েছেন, আমিতো উপলক্ষ্যমাত্র। ধরমপ্রকাশ আর কিছু বলেনি।

•

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[মঠে কালিদাসদা (৺জ্ঞানপ্রকাশজী)]

কালিদাসদা—(অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্যের)র বাড়ী ২৪পরগণায় বারাসতের কাছে হৃদয়পুরে। বয়স ৫৬।৫৭, চুঁচুড়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। বহু ধর্মবিষয়ক পত্রপত্রিকায় ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। স্বামী নিগমানন্দ মহারাজের উত্তরবঙ্গ সারস্বত আশ্রম থেকে আর্য্যদর্পণ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মঠের লাইব্রেরীতে আসে; তাতে তাঁর লেখা বেরোয়। তিনি সাধক, মননশীল, তাঁর লেখা সাধকদের, বিশেষ ক'রে প্রবর্ত্তক সাধকদের, সাধনপথের পরম সহায়ক। মঠ থেকে সত্যপ্রদীপ প্রকাশিত হ'চ্ছে; বাবার পত্রিকা প্রকাশ ধনোপার্জনের জন্য নয়, Greatest good of the greatest number-এর জন্য [বহুজনহিতায়, জগদ্ধিতায়] যোগাযোগ ক'রতে ব'ল্লেন; অনেক লেখালেখির পর তাঁর ঠিকানা মিল্ল। বাড়ী হৃদয়পুর হ'লেও থাকেন চুঁচুড়ায়, এক এক রবিবারে বাড়ী আসেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রবার জন্য অগত্যা চুঁচুড়া পর্যন্ত ধাওয়া ক'র্তে হ'ল। একে নানা কাজে সাধনায় প্রচুর বিঘ্ন হয়. তার ওপর সেজেগুজে সেখানে যেতে হবে। চার-পাচ ঘণ্টা তো নিশ্চয়ই; কিন্তু বাবার আদেশ যেতেই হ'বে। যেতে হ'ল শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে নৈহাটি হ'য়ে ৺গঙ্গা পার হ'য়ে চুঁচুড়া। ইউরোপে যুদ্ধ চলছে, তার ঢেউ ভারতেও এসেছে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে ইংরাজদের। সব দিকে যেন থমথমে ভাব। মনে ক্ষোভ নিয়ে বাবাকে প্রণাম ক'রে 'জয়গুরু' বলে যাত্রা করা গেল। বাবা অন্তর্যামী, মনের ক্ষোভ বুঝে শিয়ালদহে যাবার পথেই মনে মনে নামটী ধরিয়ে দিলেন। ষ্টেশনে যেয়ে টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পেয়ে গেলাম নৈহাটীর। গাড়ীতে উঠে বসার

জায়গাও পেলাম বেশ কামরার এক কোণে জানালার ধারে। চলেছি যন্ত্রচালিতের মতো, অবিরাম-অবিশ্রাম নাম চল্‌ছে। শুধু ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লে একবার চমক ভাঙ্গছে ; অনতিবিলম্বে নৈহাটী পৌছান গেল এবং গঙ্গা পার হয়ে চুঁচুড়ার ঘাটে নামা গেল। কালিদাস-দা চিঠিতে ডেরার হদিশ দিয়েছিলেন আর গুরুকৃপায় নিরাপদে অতি সহজে তাঁর ডেরায় পৌছান গেল। জিজ্ঞাসা করতে একজন দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম শুয়ে শুয়ে রুদ্রাক্ষের মালা জ'পছেন ; 'নারায়ণ' জানাতে এবং চিঠি দেখাতে অতি সমাদরে বসালেন : নানা প্রশ্নের মাধ্যমে 'সত্যপ্রদীপ' পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য আশ্রমের আদর্শ, মঠের পরিচয়, ঠাকুর মহর্ষিদেবের জীবনী, সাধনা, সব জেনে নিলেন এবং ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ দিতে রাজী হলেন এবং পত্রিকার মুদ্রণের পর তাঁর প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ ক'রলেন, যা ব্যয় হয় দেবেন। লাল টুকটুকে চেহারা, হাসিভরা মুখ, মুখে সরলতা মাখান, ব্যবহার অতি মধুর ; মন বৈরাগী হলেও একমাত্র ছেলে হওয়ায় বাবার নির্দেশে বিয়ে ক'রে গৃহস্থ 'হয়েছিলেন ; কেমন' ক'রে বিয়ে ক'রলে পুত্র-কন্যা যেন প্রবল বন্যার ন্যায় এসেছে ; কিরূপে ধাপে ধাপে সংসারে জড়িয়ে প'ড়েছেন,মায়া তার কুহকজাল বিস্তার ক'রে কেমন করে তাঁকে অক্টোপাশে বেঁধেছে, এখনও চাকুরি থেকে অবসর নিবার সময় এলেও সংসার তাঁকে ছাড়্‌ছে না", তাও বল্‌লেন (বিশেষ ক'রে Ground Engineer বড়ছেলের মাথায় প্লেনের আঘাতে বিকৃতমস্তিষ্ক হওয়ায়।) যা-হোক, বিদায় নিয়ে যথাসময়ে আশ্রমে এলাম, এবং ঐ দিনেই দুইটি প্রবন্ধ দিলেন। সত্যপ্রদীপে তাঁর প্রবন্ধ বেরোয়। মাঝে মাঝে "সংসার আর ভাল লাগে না, চাকুরি আর ভাল লাগে না, প্রিন্‌সিপ্যাল ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়ও ছাড়্‌তে চান না। আর সামান্য দিন চাকুরি করলে পুরো পেন্‌সন্ পাবেন—তাই আছেন। আমাকে ভাল লেগেছে, বাড়ী ছাড়্‌লে আমার কাছে, আমাদের আশ্রমেই আসবেন," ইত্যাদি লেখেন। সত্যই একদিন দু'খানা কাপড়, দুটি জামা, দুটী গেঞ্জি, একটি কম্বল, একটি কমণ্ডলু নিয়ে মঠে এসেছিলেন। তখন

শ্রাবণ মাস, বর্ষা পুরাদমে চল্‌ছে; বাবাকে দেখে আরও সন্তুষ্ট; গার্হস্থ্যজীবন যাপন ক'রেছেন, পুত্রকন্তার বাবা হ'য়েছেন, স্থতরাং প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্রহ্মচর্য নেবেন—একদিন বাবাকে বল্‌লেন এবং নিয়েছিলেনও, নাম হয়েছিল জ্ঞানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।

[স্বামী নির্মলানন্দজী; কালিদাসদার সন্ন্যাস প্রসঙ্গ]

কোন্নগরের ওঙ্কারমঠের শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের লেখাও সত্যপ্রদীপে বাহির হয়। তিনি সন্ন্যাসী (আতুর সন্ন্যাসী) তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, আমাকেও সন্ন্যাস দিতে চেয়েছিলেন এবং কোন্নগরের মঠের ভার নিতে ব'লেছিলেন, আমার তখন ঘর ছেড়ে এসে ঘরে আবদ্ধ হবার ইচ্ছা ছিল না। তার ওপর বাবাকে ছেড়ে কোথাও মন ভরতো না। পরবর্তীকালে স্বামীজী আমার ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় কালীপদ—তর্কাচার্য—পাদের পূর্বাশ্রমের পরমাত্মীয়ও বটেন, জানি। একদিন বাবার অনুমতি নিয়ে আমাকে নিয়ে কালিদাস-দা কোন্নগরে গেলেন; ভাবলুম, সাধুদর্শনে যাচ্ছেন, আমারও আর একবার দর্শন হবে। স্বামীজী মহারাজকে যেয়ে উভয়ে প্রণাম কর্‌লাম; মহারাজ খুব আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং না খেয়ে যাওয়ায় তখনই উভয়ের খাবার ব্যবস্থা কর্‌লেন। নানাকথা-বার্তার পর কালিদাস-দা সন্ন্যাসগ্রহণের প্রস্তাব রাখ্‌লেন। স্বামীজী খুবই আদর্শবাদী, সনাতনপন্থী, সন্ন্যাসীর জীবন (আতুর সন্ন্যাস নিলেও) অতি কঠোর ভাবে পালন করেন, যত্রতত্র যখন তখন যা-তা ভোজী নন এবং বিধিপূর্বক সন্ন্যাসদানের বা সন্ন্যাসগ্রহণের পক্ষপাতী। কালিদাসদা বয়স্ক অধ্যাপক হ'লেও ব'ল্‌লেন—তুমি ত্রিসন্ধ্যা কর? কতবার গায়ত্রী জপ কর? [শুনে কালিদাস দার মুখের ভাব বদলে গেল, বোধহয় তুমি সম্বোধনে]

কালিদাস দা—"ত্রিসন্ধ্যা করি না। কলেজে অধ্যাপনা কর্‌তাম, তবে রোজ গায়ত্রী জপ করি। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ কর্‌লে হয় না?"

স্বামীজী—যখন উপনয়ন হ'য়েছিল, তখন গায়ত্রী সেবার ব্রত

নিয়েছিলে, এখন কেউ "উদিতে জুহুয়াৎ, অনুদিতে জুহুয়াৎ" বিধি অনুসরণ করে না। তবু সাঙ্গ সন্ধ্যাহ্নিককালে—প্রাতঃকালে প্রাতরাচমনের সময়ে ' ওঁ সূর্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্রিয়া পাপ-মকার্ষিং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। 'ইদমহং মাং সূর্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা" ব'লে এবং সায়ংকালীন সন্ধ্যায় আচমনের সময়ে 'ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্, যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মাং সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা" ব'লে স্থাবরজঙ্গমাত্মক দৃশ্যজগৎ সমেত যে দেহকে আমি ব'লে দিনরাত অভিমান কর, তাকেও সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ পরমাত্মায় আহুতি দিয়ে নিজেকে সর্বপাপবিনির্মুক্ত অসক্ত অলিঙ্গ আত্মভাবনা ক'রতে হয়। স্থূল হোমযজ্ঞাদি কর না। ভাবনামুখীন মান্ত্রবর্ণিক যজ্ঞও কর না, তুমি তো পতিত, তোমার সন্ন্যাসে অধিকার হয়নি। আগে বর্ণমালা দ্বারা সংপুটিত ক'রে অনুলোম-বিলোমক্রমে আটলক্ষ গায়ত্রী জপ কর যেয়ে ; তারপর সন্ন্যাস নিতে এস। এখন সন্ন্যাস হবে না। অনধিকারীকে সন্ন্যাস দিয়ে পাতিত্য বরণ কোরবো না। কাল থেকে নিয়মবদ্ধ হ'য়ে সঙ্কল্প ক'রে জপ আরম্ভ কর। নিয়মিত ক'রলে চৈত্রমাসের মধ্যে জপ সাঙ্গ হবে। ৺বাসন্তী নবমীতে সন্ন্যাসদীক্ষা পাবে আমার কাছে, যদি এ শরীর থাকে, নতুবা কোনও আচারী সন্ন্যাসীর কাছে গেলে তিনি সন্ন্যাস দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। তা ছাড়া সন্ন্যাসের পূর্বে অষ্টপ্রকার শ্রাদ্ধ ক'রে বিরজা হোম ক'র্তে হবে।'

শুনা ছিল, কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর্তে দেন না, কিন্তু আমাকে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম ক'রতে দিলেন। বার বার মাথায় হাত বুলালেন। কালিদাস-দা বোধ হয় বিরক্ত হ'য়েছিলেন, তিনি আমার মত ক'রে প্রণাম কর্তে চেষ্টা কর্লেন না ; এমনি হাতজোড় ক'র্লেন। স্বামীজী মহারাজ ঈষৎ হাস্য ক'রে বিদায় দিলেন। পথে

দাদার মনোভাব জানা গেল। তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন, তাঁর লাল টুক্‌টুকে মুখ উত্তেজনায় আরও লাল হোল।

আমি—তাঁর নিকটে সন্ন্যাস নিতে হ'লে যা ক'রতে হ'বে বোলেছেন, আপনার মনঃপূত না হয়, তাঁরে কাছে নেবেন না, ভারতবর্ষে তিনি তো একমাত্র সন্ন্যাসী নন! তবে তিনি দশনামী আচারী সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণশরীর-ধারী ছাড়া কাউকে সন্ন্যাস দেন না। দণ্ডী সন্ন্যাসী হ'বার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণশরীরধারীই, অন্যের নহে, তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসী।

বাবার কৃপায় কথা বলার সময় ছাড়া যাতাতের সময় নাম বন্ধ হয়নি, খুব দ্রুত তানলয়ে চলেছিল, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আশ্রমে ফেরা গেল। বাবা তখনও সায়ং সন্ধ্যায় বসেননি; যেয়ে প্রণাম ক'রতে সব ব'লতে একটু হাস্‌লেন মাত্র। ঝুলনপূর্ণিমার দিন প্রায়শ্চিত্ত ক'রে কালিদাসদাকে ব্রহ্মচর্যে পুনঃদীক্ষিত করলেন নাম হল জ্ঞানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, কালিদাস ভট্টাচার্য মারা গেলেন।

মধ্যাহ্নে প্রসাদ তিনিই আগেই পান, খরচ দেন, দিনে ঠাকুরের ভোগের প্রসাদ পান, রাত্রিতে দুধ মিষ্টি পাচ ছটাক ময়দার লুচি খান। সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলেন, তাহোল না; ব্রহ্মচর্য নিলেন কিন্তু দেখছি "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা", এ নীতি অনুসরণ করেন না। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌-কায়মানসও নন, যেন কতক্ষণে আমাকে কাছে পাবেন, আর মনের কথা বল্‌বেন, এই চিন্তায় থাকেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাবার পর নীচের ঘরে আসলেই উনি আমার ঘরে আসেন, আর সেই বর্ষার সময়ে খালি মেজেতে গড়াগড়ি দেন।

আমি—আপনার সুখের শরীর, মাটিতে শোওয়া অভ্যাস নেই, চিরকাল খাটের ওপর শুয়েছেন; এমনভাবে মাটিতে শুলে অসুখ ক'র্‌বে, আমাশয় দেখা দিতে পারে। আপনার থেকে আমার শরীর অল্প দিনের তবু যখন মাটিতে (তাও মাদুরের ওপর) শুতে অভ্যাস করি; তখন সকালে গা হাত পা ব্যথা হ'তো, এখন ও দিনের বেলা

মাটিতে ঘুমালে শরীর আল্স্যে ভ'রে যায় ; জ্বর জ্বর বোধ হয় ; মাটিতে শোবেন না।

জ্ঞানপ্রকাশজী—দেহতো পঞ্চভূতের ; অন্তে পঞ্চভূতে মিশে যাবে, অভ্যাস না করলে চল্‌বে কেন, আপনার মত (আমার বয়স হ'লে ও) আমাকে সব সহ্য ক'রতে হ'বে, শরীরকে ননীর পুতুল ক'রে রাখলে চল্‌বে না ; আমার কিছু হ'বে না।

আমি—রোজ রোজ এমনভাবে এখানে শোবেন না ; অল্প অল্প ক'রে অভ্যাস করুন. দেখুন এই ৬০।৬১ বছর বয়সে শরীর কতটুকু সহ্য করে ; "কাঁচায় না নোওয়ালে বাঁশ পাক্‌লে করে টঁ্যাশ টঁ্যাশ। বালক কালে বৈরাগ্য জেগেছিল সত্য,কিন্তু শেষে বৈরাগ্যের পথ নেবেনই ভেবে তৈরী হননি। সংসারতরী বেশ চলছিল, এমনি ভাবে চলবে ভেবেছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ কোনও মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছেন, তাই হয়তো এসেছেন মন বিরক্ত হলেও শরীর বৈরাগ্যের অনুকূল হয়নি ; ধীরে ধীরে চলুন, অন্ততঃপক্ষে একটা বছর নিষ্ঠার সঙ্গে শরীরকে সওয়াতে অভ্যাস করুন, তারপর বেপরোয়া হবেন ; মুখে বল্‌লেও শরীর পীড়িত হ'বে, সঙ্গে সঙ্গে দেহ যাবে না, ভোগাবে, তখন ধ্যানধারণা হ'বে না ; আশ্রমে লোক কম ; সেবাও পাবেন না। হয়তো যেখান থেকে পালিয়েছেন, আবার সেখানে যেতে হ'বে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে ? ফলও ফলল ; ১০।১২ দিনের মধ্যে রক্তামাশয় দেখা দিল ; অগত্যা বাড়ী ফিরে গেলেন। শেষে আড়িয়াদহের যোগদাসৎসঙ্গের আত্মানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস লেন, এবং স্বামী কৃপানন্দ গিরি নামে পরিচয় দিতেন। জানিনা বিধিপূর্বক সন্ন্যাস নিয়েছিলেন কিনা। তবে সন্ন্যাসদীক্ষার পরও Pension নিতেন এবং রাঁচি ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ে মাসোহারা নিয়ে চার-পাঁচ বছর অধ্যাপনার পর আত্মানন্দজীর বিদায়ের পর আবার বাড়ী ফেরেন এবং তিন বছর আগে ৯৭ বছর বয়সে দেহ ছেড়েছেন।

'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্'—এই বিধিবাক্য না মানলে কি হয়, কেহ যদি সারাজীবন শম,দম, তিতিক্ষা, উপরতি, প্রভৃতি ষট্‌সমাধানের

মাধ্যমে ধীরে ধীরে না এগোন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচসন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানের কঠোর নিয়মে সাধক যদি নিজকে নিয়ন্ত্রিত না করেন, গুরু নির্দেশিত পথে নিষ্ঠার সঙ্গে না চলেন, গুরু বাক্যে বিশ্বাস না ক'রে অবহেলা করেন, বহু পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা নিজেকে যাচাই ক'রে জীবনের লক্ষ্য স্থির না ক'রে কেবল মনগড়া ভাবে চলেন, তাদের পরিণাম কি হয়। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্ঞানদা অর্থাৎ শ্রীমৎ জ্ঞানপ্রকাশ ওরফে স্বামী কৃপানন্দ গিরি ওরফে শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য। স্মৃতির গহনে ডুব দিয়ে শিক্ষা মনে উঠেছে— মন তা ভেবে সাবধান হও। এখনও অনেক পথ যেতে হবে, পথ অতি দুর্গম; পথে কাম ক্রোধাদি নানা দস্যুর ভয়, অবিশ্বাস অনাশ্বাস-আদি চোর ওৎপেতে আছে, একমাত্র শরণাগতি, সহিবার ও বহিবার শক্তি প্রার্থনা ছাড়া তোমার গতি নাই। কখনও ভেবো না।—

"নাই বা এলে ভবনদীর মাঝি।"

"আমি যাব চলে আপন পালেহে।" প্রাণ মন ঐক্য ক'রে বল—আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা আমি তো ওপথ জানি না, সেপথ চিনি না, আর তাঁর নামের সারি গাও?

—o—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[ইন্দুর আগমন]

ইন্দু নামে একটী ছেলে; বয়স ১৮৷১৯ হবে। পাঠাগারে প'ড়তে আসে; ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়ে, স্বামী বিবেকানন্দের লেখা, বিশেষ করে Writings & Speeches of Swami Vivekananda তার খুব পছন্দ, এক কোণে ব'সে এক মনে পড়ে, Library খোলার সঙ্গে সঙ্গে আসে এবং Library বন্ধ হবার সময়ে যেন অতৃপ্ত ইচ্ছা নিয়ে বাড়ী ফিরে যায়। থাকে গণেশ টকির কাছে অর্থাৎ চিৎপুর (এক্ষণে রবীন্দ্র সরণি) ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলের কাছাকাছি; অতদূর থেকে প'ড়তে আসে, বয়সে বালক কিন্তু অন্য ছেলেদের মত ভূতের গল্প, রোমাঞ্চ সিরিজের বই বা এ্যাড্‌ভেঞ্চারের বই পড়ে না, পড়ে ধর্মগ্রন্থ,
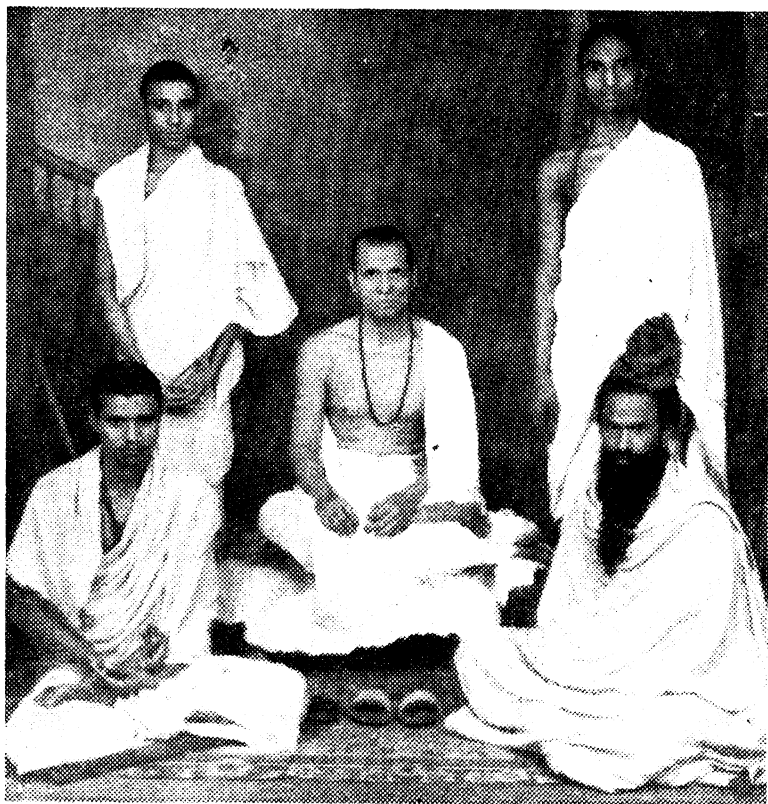
বামদিক হইতে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান —

শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, পরমারাধ্য শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজ, শ্রীমৎ উপেন্দ্রপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।

শ্রীমৎ ধরমপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ জ্যোতিঃপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ।
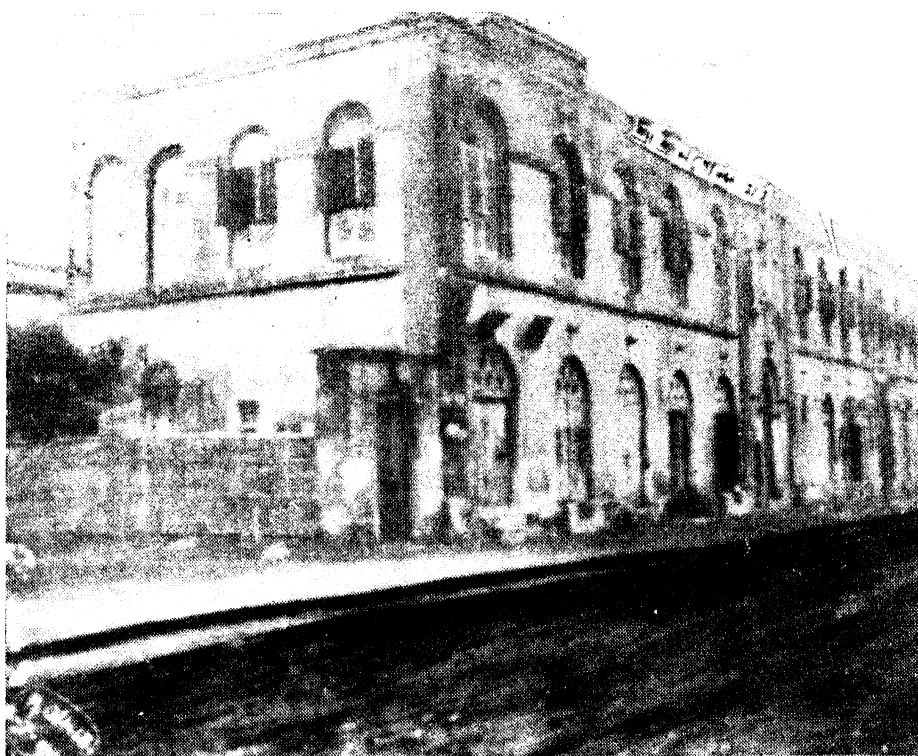
মঠ ভবন

২-বি, রামমোহন রায় রোড্, কলিকাতা-৯।

তাও স্বামী বিবেকানন্দজীর Writings and Speeches! সহজেই তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। পরিচয় হ'ল; Matric পরীক্ষা দিয়েছে; ফল বেরুলে বাবা Agricultural Scince পড়াবার জন্য হ্যানিম্যান সাহেবের স্কুলে গোসবায় পাঠাবেন। পরিচয়ে জানা গেল তার অন্য কিছু ভাললাগে না, ধর্মগ্রন্থ পড়তে ভাল লাগে। পড়েও তাই এবং পড়া অংশের অংশ বিশেষ খাতায় Note করে। কচি কচি মুখ, মুখ সরলতায় ভরা, কথায় যেন প্রীতি ও মায়া মাখান। পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, First Division এ পাশ ক'রেছে; বাবা গোসাবায় পাঠালেন। যখন দৈব অনুকূল হয়, তখন সবদিক্ দিয়ে স্বযোগ আসে মঠের পাঠাগারে আস্তে পার্বে না, ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়্বার হয়তো স্বযোগ আর অনেক দিন পাবে না; তাই যাবার আগে প্রায় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বিদায় নিয়ে গেল। কিন্তু বাড়ীতে যে টুকু প্রতিবন্ধক ছিল, গোসাবায় তার কিছুই নাই, মন দিয়ে পড়াশুনা করে, আর সকালে, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রিতে ধ্যানে বসে। উদ্দেশ্য আত্মদর্শন, গভীর সমাধি লাভ। এমন সময়ে হৃষীকেশের শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের আশ্রমের একদল প্রচারক ধর্মপ্রচারের জন্য গোসাবায় যান এবং স্বামীজী মহারাজের মত ও পথ প্রকাশক পুস্তিকা ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। আগে Writings and Speeches of Swami Vivakananda" পড়েছে এবং এখন শিবানন্দ মহারাজের উপদেশ ও নির্দেশাবলী তাকে পাগল ক'রে তুলল; স্বামী বিবেকানন্দজী এ শরীরে নাই, সুতরাং স্বামী শিবানন্দজী তার ধ্যানের দেবতা হ'য়ে দাঁড়ালেন। যাঁর কথা এত মধুর, তিনি না জানি কত মধুর; মধুময়ের মধুর সঙ্গে জীবন মধুময় ক'রে নিবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। সুযোগের অপেক্ষা শুধু। গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়েছে; বাড়ী এসেছে, অধিকাংশ সময়ে চুপচাপ ব'সে থাকে, আর শিবানন্দ মহারাজের ভক্তগণের দেওয়া Leafletগুলি একাগ্রমনে পড়ে। মা ভক্ত মানুষ, কিছু বলেন না কিন্তু বাবা পছন্দ করেন না। একদিন সত্যই বিরক্ত হয়ে একখানা কাপড়, একটা জামা ও এক জোড়া চটি আর দুই আনা পয়সা নিয়ে পাড়ি দিল হৃষীকেশের পথে গুরুর অন্বেষণে,

শিবানন্দ স্বামীজীর সাক্ষাৎ স্পর্শ লাভের জন্য। সাক্ষাৎ হ'ল স্বামীজীর সঙ্গে, কিন্তু প্রাণ ভ'রল না, কথা যত মধুর মনে হয়েছিল, আচার-আচরণ হৃদয় স্পর্শ করল না। সুতরাং বিমুখ হয়ে আরও দু-এক জন মহাত্মার সঙ্গ ক'রে বিফল হ'য়ে এসেছে। খুবই ক্ষুণ্ণ, বলে 'ভক্তিদা। আমার জীবন কি এমনিই যাবে, আমার গতি কি হবে না?" ব'ল্লাম "নিশ্চয়ই হ'বে, আমরা পথে চলেছি, যাকে যা দিবার দিতে হবে, যাঁর থেকে যা পাবার তা পাবই। কিছুই আগন্তুক নয়, সবই ছকে আঁকা, হ'য়ে আছে। আমরা মানুষ, ব্যবহারের জন্য কালকে অতীত অনাগত, বর্ত্তমানে—ভাগ ক'রে নিয়ে চলি, সেই ভাবেই ব্যবহার করি, বিশ্বনিয়ন্তা সবই নিয়ন্ত্রণ করছেন, যাকে যেখানে যখন যেভাবে নিয়ে গেলে, বা রাখলে, সে পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হ'বে, সব গলদ্ থেকে মুক্ত হ'য়ে শুদ্ধ পবিত্র হ'বে, তাকে তিনি সেই ভাবে, সেখানে, সেই সেই অবস্থায় নিয়ে যান, গড়ে পিটে নেন। যা প্রেরণা পাবার দরকার ছিল, জীবনে সার বা অসার ধারণার জন্য যেটুকু প্রয়োজন ছিল, তা পেয়েছ, বাকি টুকু যাঁর কাছ থেকে পাবার তাঁর কাছ থেকে পাবে, ধৈর্য ধ'রে থাক, পথে ধীরে ধীরে চলো, নিশ্চয়ই হ'বে। তুমি তো অনেক দূর ঘুরে এলে; অনেককে দেখে এলে, আমার গুরুদেবকে একবার দেখ্‌বে?"

ইন্দু—সত্যিই ত! এতদিন আসি, আপনার সঙ্গে পরিচয়, শুধু Library ব'লে ধারণা। এটাও যে একটা মঠ, এখানেও কোন মহাত্মা থাক্‌তে পারেন? তাতো মনে হয়নি! যাক্! আপনি আজই তাঁকে বলুন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।

বাংলা ১৩৪৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস, ইংরাজী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ মে মাস। Library থেকে ওপরে যেয়ে বাবাকে ইন্দুর কথা ব'ল্‌তে বাবা ওপরে পাঠাতে আদেশ করলেন। আমিও তাকে বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে নীচে Library-তে গেলাম। ১১।১২ বছরের হইতে ২১।২২ বছরের পড়ুয়ার সংখ্যা বেশী। পড়ে কিন্তু ভূতের গল্প, রোমাঞ্চ সিরিজ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী, কদাচিৎ কেহ serious study করে। রোজ বিকালে ১২০।১২৫খানি পুস্তক, পত্রিকাদি Issue হয়। তাদের প্রার্থিত

বই-এর List (তা ২৫।২৬খানি হ'বে, ঠিক মনে নাই) ক'রে নিয়ে যেতে বেশ দেরী হ'ল। যখন ওপরে গেলাম বাবা বোল্‌ছেন—"বাবা-মাই তো প্রত্যক্ষ গুরু ; যাঁদের প্রার্থনায় আর তোমার কর্ম্মফল ভোগ ক'রবার জন্য এবং ক্রিয়মাণ দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ ক'রে মনুষ্যজীবন সার্থক করার সুযোগ পেয়েছ, তাঁরা কি ফেলনা? তাঁদের আগে শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রতে না শিখ্‌লে কোন অজ্ঞাত অজ্ঞেয় বস্তুতে কি শ্রদ্ধা ভক্তি জাগে? দেখ, পিতৃভক্তির জন্য পিতাকে পাপ থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অত ক্লেশজনক বনবাস স্বীকার করেছিলেন; পিতার মনস্তুষ্টির জন্য পরশুরাম মাতৃহত্যা পর্যন্ত ক'রতেও কুণ্ঠিত হননি। পিতার মনোবাসনা পূরাবার জন্য কুরুকুল-গৌরব দেবব্রত (ভীষ্ম) পিতৃরাজ্য নেনই-নি, জীবনে বিয়েও করেন নি। তোমাদেরও তাঁদের আদর্শ ক'রে চলা উচিত। শাস্ত্রকথাতো শুনেছ—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরন্তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥" অর্থাৎ পিতাই সব। তাঁর সেবা ক'রলে সব হ'বে। আর পিতৃবৎ অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, বিদ্যাদাতা, বিবাহিতের শ্বশুরও মান্য। আর মা? তিনি বাবার চেয়েও বড়—"জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" (অর্থাৎ-জীবনে গর্ভধারিণী ও জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষাও বড়)। আর "গর্ভধারণ-পোষাভ্যাং তাতান্মাতা গরীয়সী" [আর-মাতা গর্ভে আমাদের ধারণ ক'রে অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করেন এবং নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে আমাদের লালনপালন করেন ব'লে তিনি পিতার চেয়েও পূজনীয়া, গরীয়সী] আবার মাতৃবৎ আচার্যপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী গাভী, ধাত্রী এবং পৃথিবীও পূজনীয়! আমরা এঁদের সকলের কাছে ঋণী ; সে ঋণ পরিশোধ করা যায় না, সেবা দিয়ে কথঞ্চিৎ লাঘব হয় মাত্র। এঁদের কেউ তোমাকে স্তন্য দিয়েছেন কেউ অন্ন দিয়েছেন, কেউ দুগ্ধ দিয়েছেন, বক্ষে ধারণ করে শত সহস্র প্রকার দৌরাত্ম্য সহ্য ক'রেছেন, তোমাকে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হ'বার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কি তোমার কর্তব্য নাই? পিতামাতার

সেবা কর, আর ভগবানের নাম লও, ধ্যানধারণা ক'রতে থাক, কালে সব হবে।"

ইন্দু—জগতে কিছুইতো চিরস্থায়ী নহে, একমাত্র আত্মা,—ভগবানই চিরস্থায়ী। ঐসব ক'র্‌লে কি আমার জন্মমরণ নিবারণ হবে? আমাকে তো বার বার জগতে জন্মাতে হ'বে, মরতে হ'বে; জন্মে কষ্ট, জীবনে কষ্ট দেখতে পাই; জীবনান্তেও কত কষ্টের কথা পুরাণের মধ্যে প'ড়েছি; বাবা মার বা দেশের সেবা ভাল কিন্তু তাঁরা কি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পার্‌বেন? না, তাঁরাও মৃত্যুর অধীন হবেন! চারদিকেইত এই জন্ম-মৃত্যুর খেলা, দুঃখদারিদ্র্যের ঝামেলা দেখি, কাউকে তো সুখী দেখি না। সংসারে কাউকে এক রকমে সুখী দেখি তো হাজার প্রকারে দুঃখী দেখি; আমি এই দুঃখসুখের বাইরে যেতে চাই। আত্মদর্শন হ'লে—ভগবান্ লাভ হ'লে নাকি সব দুঃখ যায়, সব জ্বালার নিবৃত্তি হয়; আমি তাই চাই। জীবনে এপর্যন্ত সাধ্যমত বাবা-মার সেবা কোরেছি; কখনও অবাধ্য হয়নি, কিন্তু এখন ওটা গৌণ মনে হচ্ছে, ভগবান্ লাভই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য ব'লে মনে হোচ্ছে। কর্মফলে তাঁরা আমার মা-বাবা হ'য়েছেন, আমি তাঁদের সন্তান হ'য়েছি, কর্মফল শেষ হ'লে, আবার সংসারের আবর্তে কে কোথায় যাবে, কে বলতে পারে? সুতরাং সংসার থেকে চিরমুক্তি চাই।

ইন্দুর কথাগুলো খুব ভাল লাগছিল। তার বৈরাগ্যের কথা, ভগবানকে লাভ করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষার কথা শুনছিলাম আর বই বাছাই ক'রছিলাম আর নিজের মন্দবৈরাগ্য, সাধনে শৈথিল্য, পথে এসেও বিফলে দিন কাটাবার কথা ভাব্‌ছিলাম, ধিক্কারও জাগ্‌ছিল। কিন্তু কর্তব্য-বুদ্ধি; Library-তে ছেলেরা বই-এর জন্য তাগিদ দিচ্ছে; কেহ বা দোতলার সিঁড়ির ওপরে উঠছে, দেখছে, আমি কি ক'রছি। অগত্যা নীচে গেলাম ২৫।২৬ খানি বই নিয়ে। তাদের নামে বই Issue ক'রে নতুন List নিয়ে আস্‌তে প্রায় ৩০।৩৫ মিঃ কেটে গেল। যখন পুনরায় ওপরে এলাম; বাবা বল্‌লেন—"এ ছেলেটি কালই

দীক্ষা চায়। ব'ল্লাম, দেখে এসেছ, এক/আধ দিনে দেখা হয় না, সময়ে অসময়ে দেখ্তে হয়, তার পর স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হ'বে কাকে আশ্রয় ক'রলে—এ বুদ্ধি দৃঢ় হবে ; তখন দীক্ষা নিতে হয়, তাতে ঠক্তে হয় না। শুন্লাম, তুমি অনেক দিন Libraryতে প'ড়তে আইস ; আজ পরিচয় হ'ল, মাঝে মাঝে আস্‌বে, তারপর যদি তোমার ভাল লাগে, বোঝ তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, তখন দীক্ষা নিও। কিন্তু ও নাছোড়বান্দা, কালই তার দীক্ষা চাই ; আবার ক্যালেণ্ডারে দেখছি কাল দীক্ষার দিনও আছে। সুতরাং কাল ঠিক ক'রে দিও এবং ও—কে ব'লে দাও আজ রাত্রে মাত্র দুধ খেয়ে থাক্‌বে, শুধু মাটিতে মাদুরে শুয়ে রাত কাটাবে।"

আমি—কেমন লাগলো ? এত তাড়াতাড়ি দীক্ষা নিতে চাইলে ?

ইন্দু—কেমন লাগলো, তা কি ব'লব ? তবে বুঝেছি ভগবান্ সহজে ধরা দেন না, নানা ঘাটে ঘুরিয়ে, নানা ঘাটের জল খাইয়ে মর্মে মর্মে ভাল মন্দর ঢেউ তুলে শেষে কোলে তুলে নেন। জীবনে ঘা না খেলে, উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে না গেলে সার-অসারের জ্ঞান হয় না, আলো এবং আঁধার দুটো না দেখ্লে আলোর উৎকর্ষ ও আঁধারের ভয়াবহতা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। বাক্যের ফুলঝুরি অনেকে ছড়াতে পারেন, কিন্তু কথায় ও কাজে এক বড় কম। বাক্যের ছটায়, লেখার-শৈলীতে এবং প্রচারকের প্রচারমহিমায় মনে যে চমক লেগেছিল, কাছে যেয়ে তার ছিটে-ফোঁটাও পাইনি, বরং অশ্রদ্ধা জেগেছিল ; এখানে কথা কম, কাজ দেখ্লাম অনেক। জীবনের প্রতি পদক্ষেপ যেন অতি-বিচক্ষণতায় সঙ্গে দেখে দেখে, সব বিষয়ের ভাল-মন্দ চুলচেরা বিচার ক'রে, শেষে পথ ধ'রেছেন, এবং সে পথে অতি দৃঢ়ভাবে স্থিত, বাক্য ও হৃদয় এক। তাঁর কাছে ব'সে থেকে আমার অশান্ত মন শান্তি পেয়েছে। মনে হ'য়েছে "আমার পাবার যা, তা তাঁর কাছেই আছে, তাঁর থেকেই পাব।"

★ ★ ★

[ইন্দুর দীক্ষা]

পরদিনই দীক্ষা। তাকে কিছুই আনতে বলেন নি বাহ্যতঃ; কিন্তু সে অন্তর নিয়ে অগ্রসর। শ্রদ্ধা যার অর্ঘ্য, ভক্তি যার সম্বল, আত্মজ্ঞান বা ভগবানকে লাভ ক'রবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা যার লক্ষ্য, তার আর কিছুর কি প্রয়োজন আছে? সে কৃপা পেয়ে ধন্য হয়, তাকে সাহায্য ক'রে সাহায্যকারী আনন্দিত হন। নিত্যকার পূজোর মত সব গুছিয়ে দিলাম, শুধু হোমের ব্যবস্থা হ'ল। দীক্ষাদানের পূর্বে হোম ক'র্লেন বাবা; হোম-শিখা অনেক উর্দ্ধে ব্যাপ্ত হল, একটি মধুর গন্ধে মন্দির-প্রাঙ্গণ আমোদিত হ'ল। হোম-শিখা দেখে ইন্দুর-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। দীক্ষা হ'য়ে গেল; দীক্ষান্তে প্রণামের সময়ে তার আত্মসমর্পণের যে মূর্তি দেখলাম, তাতে নিজের অহঙ্কার চূর্ণ হ'ল। আমাকে ভক্তিপ্রকাশ নাম দিয়েছেন, অর্থাৎ আমি ভক্ত আমার এই অভিমান চূর্ণ হ'ল। ইন্দুর প্রণামের ভঙ্গিমা, তার তদানীন্তন ব্যবহার এবং সর্বোপরি দীক্ষান্তে তার মুখ চোখের ভাব আমাকে মুগ্ধ ক'রল। বাবাকেও দেখে মনে হল, তিনি তাঁর কৃপাকলস উজাড় ক'রে দিয়েছেন ইন্দুর ওপর। ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা হয়নি জান্‌লাম। একে বালক, তাতে প্রথমদর্শনেই দীক্ষা প্রার্থী, তার বাবা-মার জীবনধারা কিছুই জ্ঞাত নহেন; অথবা দীক্ষা দানকালে হৃদয়ে বৈরাগ্যের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ভক্ত নিয়ে খেলাই লীলাময়ের ইচ্ছা; আমাকে নিয়ে তো আজ প্রায় ৬ বৎসর খেল্‌ছেন। এই ধরা দেনতো, এই পালিয়ে যান; আমাকে আশা-নিরাশার, সংশয় বিশ্বাসের ঘোলে ফেলে আমার জীবনতরী চালাচ্ছেন। কিন্তু সাত দিন পরেই ইন্দু একখা'ন কুশাসন, তার ওপর পাতার একখানি কম্বল আসন নিয়ে এক কাপড়ে, একটি জামা গায়ে মঠে এসে উপস্থিত। দেখেই আমি বিশেষ চিন্তিত হ'লাম। এই সাত দিন সে মঠে লাইব্রেরীতে প'ড়তেও আসেনি, বাবার সঙ্গে দেখাও করেনি; মঠে এসে থাক্‌তে পাবে কিনা, তাও জিজ্ঞাসা ক'রতে শুনিনি। মঠের আর্থিক অবস্থা ভাল না, তার খাবার কি হ'বে! থাকার জায়গাতো অঢেল। বেলা প্রায় ১১টা; নিজের ঘরে নিয়ে ব'সিয়ে

জিজ্ঞাসা কোরলাম ; এভাবে চ'লে এলে ? বাবাকে বোলেছ ? ইন্দু—চলে এলাম কি ? ঘরে থাক্‌তে দিলেন কই ? দীক্ষার পর থেকেই আমি যেন আমাতে নেই, সদা সর্বদা মন পড়ে থাকে মন্ত্রে, ইষ্টে ; আর সব সময়ে ভাসেন বাবা আমার চোখে। বাড়ীর কিছুই ভাল লাগে না, কারু সঙ্গে কথা বল্‌তে ইচ্ছা হয় না। এ কয় দিন দিনে ২৪ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ১৮।১০ ঘণ্টা আসনে কেটেছে ; কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে—"ওরে আর, চলে আয়, আর দেরী করিস্‌নে, বাইরে বেরিয়ে পড় ; তোর দরজা খুলে গেছে ; শুকতারা উঠেছে, আর ভয় নাই। সারা জগৎ তোর ঘর ; যেখানে যাবি তোর জন্য সব প্রস্তুত ; তোর কোনও অভাব হ'বে না। তুই শুধু গুরুপ্রদর্শিত পথে মন প্রাণ সম্বল ক'রে চলে যা। স্থির থাক্‌তে না পেরে, মাকে ব'ল্‌লাম। "মা, আমার আর সংসারে থাক্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না, সংসারাশ্রম বিষবৎ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে পালিয়ে যাই। নির্জনে একান্তে ব'সে সর্বক্ষণ ভগবানের নামে ধ্যানে কাটাই। তা সেদিন গড়পাড়ের নগেন্দ্রমঠের স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছি, তাঁর কাছে যাব ? তাঁর কাছে গেলে আমার শান্তি হবে।" মা ভক্ত মানুষ, তাঁর মা অর্থাৎ আমার দিদিমাও খুব উচ্চাঙ্গের সাধিকা ; তিনি এ কয়দিন আমার অবস্থা দেখেছেন, কি আর ব'লবেন ! বল্‌লেন "যাতে তোর শান্তি হয়, যেখানে গেলে তুই শান্তি পাবি, যেখানে যেতে চাস্‌, যাবি কিন্তু তোর বাবাকে না ব'লে যাস্‌ না।" বাবা অফিস যাবার জন্য তৈরী হ'য়েছিলেন, হুকায় তামাক খাচ্ছিলেন তাঁকে ব'ললাম "আমার সংসার একদম ভাল লাগ্‌ছেনা, আমি আর বাড়ীতে থাক্‌ব না, আমি আশ্রমে যাব।" বাবা বোধ হয় কথা শুনে রেগে গেছেন বল্‌লেন—কোন্‌ চুলোয় যাবি, যা। সংসারে থেকে কি ধর্ম হয় না ? তোর বড় মা (অর্থাৎ দিদিমা) কি সংসারে থেকে সাধনা করেন না ?" আমি বাবার পদপ্রান্তে প'ড়ে প্রণাম ক'রে ব'ললাম "বাবা, আশীর্বাদ কর, যেন ভগবান্‌ লাভ হয়"। বাবা পা টেনে নেননি, কোন কথাও বলেননি। হয়তো সত্যই চলে আসব তখনই, তা ভাবতেই পারেননি, শুধুমাত্র তাঁর চোখের জল এক বিন্দু আমার পিঠে পড়েছিল।

তারপর যেয়ে মাকে প্রণাম ক'রে আশীর্ব্বাদ নিয়ে চ'লে এসেছি। একবার পিছন ফিরেছিলাম; বাবাকে আমার পথের দিকে তাকিয়ে থাক্তে দেখেছি; হয়তো বা বাড়ী থেকে পালিয়ে ২০ দিন পরে ফিরেছিলাম এবং আবার ফিরতে পারি ভেবেছেন অথবা আমার বর্ত্তমান অবস্থা তাঁকে মূক্ করেছে।

আমি—বাবা-মার আশীর্ব্বাদ নিয়েছ, তোমার অবস্থা দেখে তোমাকে আটকাতে গেলে হিতে বিপরীত হ'তে পারে ভেবে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বাধা দেননি? কিন্তু বাবার আদেশ বা অনুমতি নিয়েছ কি? এখানে থাকা হবে কিনা জেনেছ কি?

ইন্দু—সব ভার তাঁকে দিয়েছি; তিনিইতো হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছেন, রাখা না রাখা তাঁর ইচ্ছা, তিনি তো সর্ব্বময়; তিনিই আমার প্রাণ মন দেহ, অন্তর বাহির-সর্ব্বময়; যেখানে থাকবো, তাঁর কাছেই থাকবো; তিনি স্থূলে সঙ্গ না দেন, সূক্ষ্মসঙ্গ দিতে বাধ্য। আমি যে তাঁর আশ্রিত, তিনি যে কৃপা করে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন; [ধন্য ইন্দু, তুমি ধন্য; বালক হ'লেও তুমি প্রণম্য।] প্রসাদ পেতে ডাক্লেন, বেলা প্রায় ১৷৷টা হবে। ওপরে যেয়ে প্রণাম ক'রে ইন্দুর কথা বাবাকে ব'ল্লাম; তাঁর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। যেন এ কয়দিন তার জন্য অপেক্ষা কোরছিলেন, ব'ল্লেন, "ওকে খেতে দাও। এসেছে! থাকুক ওর আধার বড় ভাল।" ইন্দু রয়ে গেল, বাড়ী ফিরল না, ঝুলনপূর্ণিমায় ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হ'ল, নাম দিলেন, জ্যোতিঃপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। জ্যোতিঃ-প্রকাশের মা বা বাবা কেহই একদিনও মঠে আসেননি। আশ্বিন মাসে চূড়ামণি-যোগে বরিশাল থেকে দিদিমা এসেছেন ৺গঙ্গায় স্নান কর্তে। মঠে এসে বাবাকেও অতি ভক্তির সঙ্গে প্রণাম ক'রে ব'ল্লেন – "মেয়ের কাছে শুন্লাম, ইন্দু আপনার কাছে এসেছে, সে কই?" আমি ব'ল্লাম "সে জপ ক'রছে"; ভাবলাম—এইরে এই বুঝি টানা-হেঁচড়া লাগাবেন, নয়তো জ্যোতিকেখুঁজছেন কেন? বৃদ্ধা ব'ল্লেন—"আমি ওর দিদিমা, আমার তো ক্ষমতা নেই, তাকে মুক্ত করার। আর ওর মা, আমার মেয়েতো, তার আর কি ক্ষমতা থাক্বে? সেতো গর্ভে ধারণ ক'রেছে

সাধ্যমত ও বুদ্ধিমত খাইয়ে পরিয়ে আজ ১৮।১৯ বছর পালন কোরেছে, সেতো মায়ারাক্ষসী, সে আর কি কোরবে ? ইন্দু বহু ভাগ্যের ফলে বৈরাগ্যবান্ হ'য়েছে, ভগবানে তার মতি হ'য়েছে, আর সৌভাগ্যবশতঃ আপনার স্থায় মহাপুরুষের চরণে আশ্রয় পেয়েছে, আপনার ওপর ওর মুক্তির ভার দিলাম ; আপনি দয়া করে ওকে প্রেরণা দিয়ে সাধনপথে চালিয়ে ওকে মুক্ত করুন, ' [ধন্য দিদিমা, ধন্য মা, বড় ভাগ্যবান্ তুমি ইন্দু এমন শুচিমান্ ও শ্রীমানের কুলে জন্ম পেয়েছ] বাবার মুখ গম্ভীর ; কিছুক্ষণের জন্য চিত্রার্পিতের মত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হয় তো ইন্দুর ভাগ্যের কথা এবং স্বীয় জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের কথা ভেবে স্তম্ভিত হ'য়েছিলেন। অথবা স্বীয় দায়িত্ব স্মরণ ক'রে জ্যোতিঃপ্রকাশের ভবিষ্যৎ আর একবার নতুন করে অঘটনঘটনপটীয়ান্ ভগবানের হাতে সঁপে দিচ্ছিলেন একমনে। বৃদ্ধার বয়স ৭৭।৭৮ হবে ; বেলা ৮।৯টা হ'বে ; পূজো শেষ ক'রে বাবা ওপরে এসেছিলেন বৃদ্ধাও চূড়ামণিযোগে স্নান সেরে মন্দিরে আসনে ব'সলেন আর উঠলেন রাত্রি ৮টায়। ঠাকুরকে ও বাবাকে প্রণাম ক'রলেন—ব'ল্লেন—"বড় শান্ত পরিবেশ, বড় সাধনপূত স্থান, শহরের মধ্যে গিরিগুহার মত নির্জন ; সময় কোন দিক্ দিয়ে কেটে গেছে, জানতেই পারিনি ; ইন্দু বড় ভাগ্যবান্, তার জন্মান্তরের অনেক সুকৃতি ; তাই এমন স্থানে এত অল্প বয়সে আপনার স্থায় মহাপুরুষের চরণে স্থান পেয়েছে, ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, আমি নিশ্চিন্ত ?" জ্যোতিঃপ্রকাশের সঙ্গে এতক্ষণ দেখা হয় নি ; দেখা করার জন্য আগ্রহও কিছু ছিল না বৃদ্ধার ; কর্তব্য তিনি সেরেছেন। যাবার সময়ে জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রণাম করলে দিদিমাও বার-বার জ্যোতির মস্তকাঘ্রাণ কর্‌লেন এবং ব'ললেন "সবে পথে পা দিয়েছিস্, থামিস্ না, এগিয়ে যা গুরুকৃপা সম্বল ক'রে, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ক'রে লেগে যা ; গুরু-ইষ্টকে স্মরণে রেখে ডঙ্কা বাজিয়ে এগিয়ে যাবি, তাঁর কৃপায় তোর সব দিক দিয়ে মঙ্গল হবে, গোবিন্দ তোকে আত্মসাৎ করুন। আর যেন তোর জন্ম হয় না। পিছুটান রাখ্‌বি না। সংসার মায়ার-কানন ; এখানে যে তাকায় সে আট্‌কে যায়, যে গোবিন্দের দিকে মুখ করে সেই-ই কেবল মুক্তি পায়।"

[জ্যোতির সেবাপরায়ণতা]

জ্যোতিপ্রকাশের হৃদয় বৈরাগ্যে ভরা, মঠে আসার পর থেকেই দেখছি, সে বাবার আদেশ পালন করেই অনন্যমনা হ'তে চেষ্টা করে; আমার মত কর্ত্তব্য বুদ্ধিপর নয়। আমার মনে কেবল জাগে সব দায়িত্ব আমার, বাবাকে কোনওরূপে বিরক্ত না করা, কোনওরূপে তাঁকে বিব্রত হ'তে না দেওয়া; তার কাছে কোন সংবাদ পৌছাবার আগেই তা সমাধা ক'রে তাঁকে নিশ্চিন্ত করা—আমার কাজ। কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশের কোনও কর্তৃত-বুদ্ধি নাই, তবে বাবার আদেশ হ'লে সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। বাবার খুব কোষ্ঠকাঠিন্য, কখন বেল-পোড়া, কখনও মনাকা সিদ্ধ খেতে হয়। কখনও বা জোলাপ নিতে হয় কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্য। ওল ও মানকচু সিদ্ধ তাঁকে ব্যবহার করতে হয় পোড়া কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য। পাকা বেল খেলে অম্বল হয়, তাই কদাচিৎ ব্যবহার করেন। সবচেয়ে মানকচু উপকারে আসে। জ্যৈষ্ঠ মাস, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য বাবার বেশ কষ্ট হচ্ছে, বুঝেছি। শৌচে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা কাটাতে হয়। জ্যোতিকে বললাম, "মানকচু সংগ্রহ করতে পার? তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে মনে হ'চ্ছে।" মানকচুর সের ছয় আনা বা আট আনা; দেড় টাকা দিলাম। বেলা ১০টা হ'বে মাণিকতলার বাজারে কচু কিনতে পাঠান গেল। বেলা ১১টা বেজে গেল, জ্যোতির পাত্তা নাই। বাবা বার বার জ্যোতির কথা জিজ্ঞাসা কোরছেন, আর তাকে পাঠিয়েছি, নিজে না যেয়ে সেজন্য ক্ষুণ্ন হচ্ছেন। কিন্তু হাতের তীর ছেড়েছি আর আমার এক্তিয়ারে নাই। জ্যোতি জ্যৈষ্ঠের রোদে পুড়েঝুড়ে কালমুখ নিয়ে প্রায় আট সের মানকচু ঘাড়ে ক'রে মঠে ঢুকল বেলা সাড়ে তিনটায়। জিজ্ঞাসায় জানা গেল—সে মাণিকতলা বাজারে কচু না পেয়ে শ্যামবাজারে; সেখান থেকে নতুন বাজারে। সেখানে না পেয়ে বাসায় যেয়ে মায়ের কাছে আরও দেড় টাকা নিয়ে তেরিটিবাজার, বড়-বাজার, হগ মার্কেট সব ঘুরে না পেয়ে ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজার থেকে কচু নিয়ে এল বেলাসাড়ে তিনটায়। সবপথ চলেছে হাঁটা পথে।

গাড়ীতে যেতে পারত, কিন্তু হাতের পয়সা কম পড়ে গেলে, যদি সবটাই না আনতে পারে ? কচু কিনতে তিন টাকাই লাগে ; সুতরাং আসার সময়েও ঐ আট সের কচু ঘাড়ে ক'রে মঠে। এরূপ দৃষ্টান্ত বোধহয় এই একটি আধুনিক কালের। আমরা উপনিষদে, পুরাণে শিষ্যের গুরুভক্তির কথা, গুরুর জন্য সর্বস্বার্পণের কথা শুনে থাকি এবং গুরুর নির্দেশে জীবনের সকলপ্রকার সম্ভাবনা জলাঞ্জলি দিবার দৃষ্টান্ত পাই, কিন্তু শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশের কাজ সর্বথা স্মরণীয়। আমি আজও পারিনি। তবে জ্যোতিঃপ্রকাশের কৃত্য আমাকে বার বার অনুপ্রেরণা দেয়।

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

[মহতের আচরণে কটাক্ষ ও তার পরিণাম]

[৺তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ দণ্ডী স্বামী জগন্নাথ আশ্রম সঙ্গে]
৺তারকেশ্বরের মোহান্ত সতীশ গিরিজীকে তাঁর অপকর্মের জন্য সরিয়ে তাঁর স্থানে একজন উপযুক্ত সন্ন্যাসীকে বসাবার জন্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা, ভারত ধর্ম মহামণ্ডল এবং আরও বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও সঙ্ঘ সতীশ গিরির বিরুদ্ধে এক মামলা করেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এবং কোর্টের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সন্ন্যাসী নির্বাচনের চেষ্টাও হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণশরীরী কোনও উপযুক্ত সন্ন্যাসী আবেদন না করায় এবং উপস্থিত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার বিশেষ অনুরোধে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সংরক্ষণের সঙ্কল্প নিয়ে কাতরাস্ গড়ের বিশেষ বিরক্ত এবং একান্তে সাধনশীল দণ্ডী স্বামী জগন্নাথ আশ্রমমহারাজ কয়েকটি সর্তে ৺তারকেশ্বরের মোহান্তপদে নিযুক্ত হ'তে রাজি হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মোহান্তপদে বৃত হবার পর হ'তেই মঠ ও মঠ সংক্রান্ত সম্পত্তির পরিচালনা নিয়ে কমিটির সঙ্গে তাঁর বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হয়। কমিটি হয়তো ভেবেছিলেন, বিরক্ত সন্ন্যাসী বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেবেন না ; তাঁরাই তাঁদের মর্জি মত তাঁকে চালাবেন। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি। বিষয় বিষ, তার সংস্পর্শে এলে কাঁঠালের

আঠার মত মনে প্রাণে লেগে যায়, তা থেকে বেরিয়ে আসা ভীষণ কঠিন। স্বামীজী নিষ্কলুষ চরিত্র; সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান। প্রাক্তন ৺তারকেশ্বরের মঠাধীশ সতীশ গিরির কলঙ্কের কথা সর্বজনবিদিত। তিনি তার ভাগী হ'তে চান না; জগন্নাথ আশ্রমমহারাজ সমাজ কল্যাণকামী, বর্ণাশ্রম ধর্মে নিষ্ঠা তাঁর অগাধ; নিত্য আচরণ পরায়ণ; তিনি তাঁবেদার হ'য়ে থাকবেন কেন? যে কর্তব্যের ভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি অঙ্গীকার ক'রেছিলেন, তার সুষ্ঠু রূপায়ণে তাঁর প্রবল ইচ্ছা; অগত্যা কমিটির বিরুদ্ধে তিনি কমিটিপ্রণীত নিয়মকানুন বদ্‌লাবার জন্য এবং যাতে তিনি নিজের বিবেক ও বিচার বুদ্ধি অনুসারে কাজ ক'রতে পারেন সেজন্য হুগলী জিলা জজের আদালতে এক আবেদন ক'রেন। আমার পূজ্যপাদ গুরুমহারাজ শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীজী-ও সনাতন ধর্ম্মপ্রচারিণীসভার প্রেসিডেণ্ট হিসাবে ঐ আবেদন কারীদের অন্যতম ছিলেন। মামলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দণ্ডী স্বামী জগন্নাথ আশ্রম মহারাজ ক'লকাতা শ্যামবাজারে ট্রাম ডিপোর কাছে বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, এক ভক্তের বাড়ীতে এসেছেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩৫১ সাল ইংরাজী মে মাস, ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামীজী মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী হেরম্ব বাবু এসে গুরুজী মহারাজকে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রলেন এবং যাবার ট্যাক্‌সি ভাড়াও দিয়ে গেলেন। বাবা (গুরুমহারাজ) আমাকে সঙ্গে নিলেন, প্রায় সাড়ে তিনটায় পৌঁছান গেল সেখানে। বাবা "ওঁ নমো নারায়ণায়" জানালেন, স্বামীজীও 'নারায়ণ' জানালেন এবং বসতে ব'ললেন। আমি ও যথারীতি প্রণাম জানালাম। প্রায় দুই ঘণ্টা ছিলাম, কিন্তু যাঁরা আসছেন তাঁদের সঙ্গে কেবল বিষয় ও মামলার কথা ব'লছেন; সাধুর সঙ্গে সাধুর মিলন, কোথায় ধর্মালোচনা হ'বে, কিন্তু কেবল বিষয়ের কথা! আমার মন তখন বিরক্ত হোচ্ছিল, বিষয়ের কথা আদৌ ভাল লাগ্‌ছিল না। ভাব্‌ছিলাম, একান্তবাসী সাধনশীল সন্ন্যাসীর বিষয়ের সংস্পর্শে আসক্তি! একি? তিনি নিজে তা আসেন নি, তাঁকে অনেক সাধ্য সাধনা

ক'রে আনা হ'য়েছে। ভাল না লাগে, সব ছেড়ে তো চ'লে যেতে পারেন, তাঁর সেই কাঁকের আশ্রমে! হয়তো বিষয় বাসনা সুপ্ত ছিল, এখন বিষয়ের সংস্পর্শে এসে জাগ্রত হ'য়েছে, তাই জাপ্‌টে ধ'রতে চাইছেন, ছাড়্‌তে চাইছেন না। গুরু মহারাজের সামনে কিছু বলা ভাল হবে না ভেবে চুপচাপ ছিলাম, তাঁকে হেরম্ব বাবু ডেকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে দণ্ডী স্বামীজী ও আমি; জিজ্ঞাসা ক'রলেন 'কতদিন এ আশ্রমে' আছি। ব'ল্‌লাম ' মহারাজ যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন তো একটা কথা বলি" ; ব'ল্‌লেন "কি ব'লবে, বলো?"

আমি—শুনেছি, আপনি আপনার নির্জ্জন আশ্রম ছেড়ে ৺তারকেশ্বরে আদৌ আস্‌তে চাননি, ব্রাহ্মণসভার বিশেষ অনুরোধে আপনি এসেছেন, আর এখন এই মামলা-মোকদ্দমা আপনার ভাল লাগ্‌ছে? যতক্ষণ এসেছি, কেবলই তো ঐ সব নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে, এ সব কি ভাল লাগে?

স্বামীজী—রাম বল? বিষয়ের সংস্পর্শে সন্ন্যাসীরা আসে! গৃহস্থরা বিষয়ের কবলে প'ড়ে কি কষ্টই না পায়? এই জন্যই বিষয় ত্যাগ ক'রে নির্বিষয় আত্মচিন্তা নিয়ে থাক্‌বার জন্য সংসার ছেড়ে নির্জ্জনে একান্তে ছিলাম। ব্রাহ্মণসভার অনুরোধ এবং ৺তারকেশ্বরের এত সম্পত্তি যদি লোক কল্যাণে লাগে, তবে ভাল হয় – এই লোকৈ-ষণাই তো বিপদে ফেলেছে। এখন "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। যদি এর প্রতিকার না হয় তা হ'লে আমাকেও কলঙ্কের ভাগী হ'তে হ'বে। তাই একটা হেস্ত নেস্ত করার তালে আছি। এখানে বিরক্ত, আত্মলাভেচ্ছু সাধুর থাকা উচিত নয়। যাঁরা হৈ হৈ ক'রতে চান, সকালে বিকালে নিয়ম রক্ষার মত সাধন ভজন ক'রতে চান, অন্য সময়ে গালগল্প না ক'রে লোক-কল্যাণকর কাজ ক'রছি—তাতে বিষয়ের সঙ্গে একটু সংস্পর্শ হ'লে দোষ নেই, ভিক্ষা ক'রে কষ্ট না ক'রে সময়ে প্রয়োজনানুরূপ খাবার দাবার পাওয়া যাবে, উপরন্তু সন্ন্যাসী সেজে সম্মান পাবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁদের পক্ষে ভাল লাগ্‌বে। আমার একদম ভাল লাগ্‌ছে না, তবে ভবিষ্যতে যদি কেহ এই মঠের

ভার নেন, তিনি সন্ন্যাসীর মত থেকেও সমাজ কল্যাণকর কাজ ক'রে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা ক'রেই চ'লে যাবো।' তিনি সত্যই স্বীয় শিষ্য দণ্ডীস্বামী হৃষীকেশ আশ্রমকে ৺তারকেশ্বরের গদীতে বসিয়ে স্বীয় আশ্রমে ফিরে যান।

শুনেছি গন্ধর্বরাজ কুবেরের পুত্র নলকুবর দেবর্ষি নারদকে অপমান ক'রেছিলেন এবং দেবর্ষি নারদের অভিশাপে ফলহীন কণ্টকাকীর্ণ অর্জ্জুন বৃক্ষে পরিণত হ'য়েছিলেন এবং তাঁদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার ফলে এবং ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনায় ভগবান্ কৃষ্ণ অবতারে তাঁদের উদ্ধার ক'রেছিলেন। আমি আহাম্মুখ; তাই মহাত্মাকে ঐ রূপ জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় নি বা তাঁকে ঐ ভাবে বিরক্ত ক'রে অন্যায় করেছি এরূপ বোধ বা অনুশোচনাও আমার মনে জাগেনি। তাই বোধ হয় দয়াময় ভগবান্ আমার উৎকট কর্মের ফল এই জন্মেই ভোগ করিয়ে নিচ্ছেন। মঠের নিয়মিত আয় মঠবাটীর ভাড়াটিয়া অংশ হ'তে; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চ'লছে, ভাড়াটিয়ারা ভাড়া দিচ্ছেন না। অধিকন্তু ভাড়ার সঙ্গে ইলেকট্রিক চার্জ যুক্ত থাকায় ইলেকট্রিক ব্যবহার ক'রছে ভাড়াটিয়ারা, তার ব্যয়ও মঠকে বইতে হ'চ্ছে; যা কিছু পাওয়া যায়, মাসিক সুদ দিতে ফুরিয়ে যায়, সামান্য যা প্রণামী আসে, তাতে মঠ চালান দুঃসাধ্য ব্যাপার। নির্মল (৺নির্মল শশী মিত্র) বাবু ভাড়ার তাগাদা ক'রতেন তিনি তা করা ছেড়ে দিয়েছেন। সভার সভ্যেরাও কি ভাবে দৈনন্দিন মঠ চলছে, তার খবর রাখেন না। সুতরাং ভাড়া আদায়ের জন্য ভাড়াটিয়াদের বাকি ভাড়ার নালিশ করার প্রশ্ন উঠল। সভ্যেরা নালিশ করতে ব'ললেন; তখন কোর্টে যাবার প্রশ্ন নিয়ে কিছু বাক্‌বিতণ্ডা হলো। সভার সভ্যেরা আমাকে দিয়েই করাতে চান। বাবা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর পক্ষে কোর্টে যেয়ে মামলা মোকদ্দমা করা অনুচিত ব'ললেন। আমিও আপাততঃ গররাজি হ'লাম। সেক্রেটারী বিজয়বাবু "রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা মামলা-মোকদ্দমা ক'রতে কোর্টে যান, মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করেন"—ব'ল্‌লেন। বাবা ব'ল্‌লেন—

"সকলের আদর্শ তো আর সমান নয় ?" সভ্যেরা চ'লে গেলেন, আর উচ্চবাচ্য করলেন না। এ বিষয়ে সভ্যদের পাশ কাটান ভাব, বাবার চিন্তা, বিশেষতঃ অর্থাভাব। বাবার ডালসিদ্ধ ভাতের পাতে একটু ঘি পর্যন্ত ত্যাগ, আমার অনন্যোপায় ভাব—সব মিলে ভয়ানক মনঃ-পীড়া হ'তে লাগল। দায়ে প'ড়ে যে গণ্ডী থেকে আত্মরক্ষার জন্ম দণ্ডীস্বামীজীকে ল'ড়তে হ'য়েছিল, বাবাকে সামান্য একটু নিশ্চিন্ত করার বুদ্ধিতে তাই-ই আমি ঘাড়ে নিলাম। আমিই মামলার সময়ে হাজিরা দেব—ব'ললাম। স্বামীজী মহাপুরুষ, বিরাট্ প্রতিষ্ঠানের মোহান্ত, সাধুসমাজে বিরাট্ তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর কাছেই সকলে আসতেন। কোর্টে তাঁকে কোনও দিন যেতে হয়নি—আর আমি নগণ্য, সভ্যেরাও আমল দেন না; সুতরাং আমাকে ছুটাছুটি ক'রতে হয়। কখন উকিলের বাড়ীতে—গড়পারে, সাহেব বাগানে, শ্যামবাজারে, তালতলায়, কখন শিয়ালদহ দেওয়ানী আদালতে, কখনও বা ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের দেওয়ানী আদালতে। যদি মনে হ'তো কার চিন্তা কে লাঘব করে ? কার দুঃখ কে নিবারণ কোরতে পারে ? জীব নিজ নিজ কর্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে। কালে সুখ বা দুঃখ আসে, আবার কালে চ'লে যায়। দ্রষ্টামাত্র থেকে সব মাথা পেতে নিতে হয় আর কর্মফল শেষ ক'রে দিচ্ছেন ব'লে ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়, তবেই শান্তি। অভিমান জাগলেই অশান্তি, তখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠে পড়ে। প্রাণ যায়; মঠের সভ্যেরা না দেখেন, বাবা চ'লে যাবেন। সঙ্গে নেন আমিও যাব, আর না নেন, তাঁর আদেশ শিরোধার্য ক'রে ভগবান্ যে দিকে নিয়ে যান, সে দিকেই যাব। পথে চলবো ব'লেই তো পথে এসেছি, এই আশ্রমেই থাকবো বা এখানেই থাকতে হবে এমন তো কোনও কথা নয়; সুতরাং চুপচাপ থাকি, কোথার জল কোথায় গড়ায় দেখা যাক্। কিন্তু কৌপীন রক্ষার জন্য বিড়াল পুষে, বিড়ালের কষ্ট লাঘব ক'রতে গিয়ে সাধুর সংসার ভোগ হ'য়েছিল, আমারও ভাগ্যে সংসার ছেড়ে এসে মঠের, বিশেষ ক'রে, বাবার কষ্ট লাঘব করার দুর্বুদ্ধিবশতঃ আজ আবার

এই সংসার কোর্‌ছি ; আর এই মঠের পরিচালনার জন্য সভার সভ্যদের সঙ্গে কখন কখন ওছা গৃহীর মত বাক্‌বিতণ্ডা ক'র্‌তে হয়। হায়! মহত্তের কর্মে কটাক্ষের ফল কি এই? মঠের কিছু অংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের দিকের অংশ ভাড়া দেওয়া ; মাসিক বরাদ্দ ভাড়া ৭৫।০০ টাকা ; সব ভাড়া নিয়মিত আদায় হয় না ; অথচ ৺সরযূবালা মিত্র মহোদয়াকে ঋণের জন্য প্রতিমাসে ৩৪।০০ টাকা দিতে হয়, দিতে হয় মাসের ৩।৪ তারিখের মধ্যে। কর্পোরেশনের ট্যাক্‌সের টাকা রেখে ইলেকট্রিক্ বিল দিয়ে যা যৎ সামান্য থাকে তা দিয়ে বাকিটা আকাশবৃত্তির ওপর নির্ভর ক'রে মঠের পাঠাগার, ধর্মসভা, ছাত্রাবাসের ছাত্রদের খাওয়ান এবং মঠের নিয়মিত অধিবাসীদের জন্য ব্যয় নির্বাহিত হয়। ভাড়াটিয়াদের কাছে মাসিক সামান্য ভাড়া হ'লেও অনেকদিনের ভাড়া বাকি ; তার ওপর তারা দোকানে যে বাতি জ্বালে তার খরচও মঠের উপর দিয়ে যায়। সুতরাং মামলা না ক'রলে এবং ঐসব ভাড়াটিয়া উঠিয়ে দিয়ে নতুন ভাড়াটিয়া না বসালে উপায় নেই। কিন্তু কোর্ট ঘর কে করে? বাবা মামলা কর্‌তে যাবেন না ; সভার সভ্যদেরও তেমন তাগিদ নাই, গরজও ছিল ব'লে মনে হয় না। তাঁদের সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় সভায় পাঠশ্রবণ ও কীর্তনাদি সেরেই অবসর। মঠ পরিচালনায় সমস্ত দায়দায়িত্ব বাবার ওপর। এদিকে ছাদ দিয়ে জল পড়ে ; তা বাবা নিজেই সারেন কখনও বা আমাকে নিয়ে দাগরাজি করান ; প্রত্যেকবার বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে আবেদনও জানান হয় সম্পাদক মহাশয়ের বয়ানে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। অনন্যোপায় হ'য়ে মামলার প্রশ্ন আবার উঠল আর সম্পাদক-মহাশয় আমাকেই নির্বাচন কর্‌লেন। তাতে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হোল। আমি নারাজ, সংসারত্যাগীদের আইন আদালতের-দ্বারস্থ হওয়াকে ঘৃণা করি ; সম্পাদকমহাশয় আবার কোন কোনও মঠ-মন্দিরের সন্ন্যাসী-মহারাজরা মামলা মোকদ্দমা করেন, সামাজিক কল্যাণের জন্য দানসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির জন্য মামলা মোকদ্দমা করা দোষণীয় নহে ইত্যাদি নানা যুক্তি দেখালেন, কিন্তু আমি নারাজ। আর

বাবাও আমার অনুকূলে কিছু বলায় সম্পাদক মহাশয় হয়তো পরবর্ত্তী ধাপে এগোননি, অর্থাৎ আমাকে মঠ ছেড়ে চলে যেতে বলেননি; কিন্তু খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন, তা তাঁর মুখের হাবভাবে জানা গেছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে তাঁরা মঠের পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ করে খরচপত্রের সংগ্রহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হলেন। বাবার কষ্ট বাড়ল; তিনি নির্জনসাধনপ্রিয় বিষয়বাসনাহীন, অত্যন্ত গুরুভক্ত; গুরুদেবের সেবাপূজা, তাঁর নির্দেশ, উদ্দেশ্যাবলী কার্যে পরিণত ক'র্‌তে সর্বদা আগ্রহী; মহর্ষিদেবের উদ্দিষ্ট শাস্ত্রপ্রচার, ধর্মপ্রচার, জনকল্যাণ কিছুই হচ্ছে না অর্থাভাবে, কর্মী অভাবে, এমন কি নিত্য সেবা, দৈনদিন কাজও অচলপ্রায়। অগত্যা মামলা ক'রতে হোল ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে এবং শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই ঘাড়ে নিতে হোল মামলা পরিচালনার ভার। আগে জান্‌তাম আদালত ধর্মাধিকরণ, সত্য-পথে সত্য নির্ধারণ হয় আইনের দৃষ্টিতে এবং বিচারকের বিচক্ষণতার সাহায্যে। মঠের হক্ কাজের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হ'লে সহজেই সব সুরাহা হ'য়ে যাবে, ভুগ্‌তে হবে না। হায়! হায়! আগে কি জান্‌তাম আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল? আমি যা ভাবতাম, তার সম্পূর্ণ উল্‌টো। এখানে তদ্বিরের মাহাত্ম্য, ঘুষের রাজত্ব; বেঞ্চের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বিপক্ষের উকিলের দেওয়া টাকা নিয়ে পেস্‌কার মামলা ৪।৫ মাস পিছিয়ে দিতে পারে আর বাদীকে দিনের পর দিন হয়রাণি পোহাতে হয়; আদালতের দ্বারে ধর্ণা দিতে হয়, আর উকিলের টাকা গুনতে হয়; মঠ-মন্দিরও বাদ যায়না! বিচারকরা নিয়মিত যথা-সময়ে আদালতে আসেন না, এলেও অধিকাংশ কেস্ রেখে উঠে পড়েন। আবার দিন পড়ে ৩।৪ মাস অন্তর আর বাদীকে দিতে হয় খেসারত? একজন ভাড়াটিয়ার (আশুতোষ শীল লেননিবাসী ৺গিরিশ চক্রবর্তীর বড় ছেলে অখিল চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বাকী ভাড়ার মামলা চলছে, তাঁর উকিল, শ্যামবাজার নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ) বিরুদ্ধে মামলায় শিয়ালদহ দেওয়ানী আদালতে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে; শুনানী চ'লছে; পূর্ণবাবু আমাকে অবান্তর প্রশ্ন ক'র্‌ছেন, আমি তবুও উত্তর

দিচ্ছি; আদালতের ধারা জানি না, যদি আদালত অবমাননা করা হয়, তাতে আমার ও সাধুদের অপমান; মঠেরও বদনাম; তাই প্রতিবাদ ক'রছি না। মুন্‌সেফ্ মহাশয়ের দয়া হোল (তাই বা বলি কেন? ব'লব ভগবানের দয়া, কারণ সত্যনিষ্ঠকে তিনি রক্ষা করেন। আমি তো মিথ্যা বলিনি, ব'লবোও না) তিনি পূর্ণবাবুকে তাদৃশ অবান্তর প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পূর্ণবাবু বলেন—উনি সত্য বোলছেন না, মিথ্যা বোলছেন, তাই আদালতকে জানাবার জন্য এরূপ প্রশ্নের অবতারণা; মুন্‌সেফ্ মহাশয়—উনি যে সত্যই বোল্‌ছেন, মিথ্যা বোল্‌ছেন না, তা ওঁর আকার-ঈঙ্গিতে, কথাবার্তায় বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং আর ওঁকে এরূপ অবান্তর প্রশ্ন করতে দিতে পারি না, যদি আপনার সত্যকার কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, জান্‌তে পারেন।" পূর্ণবাবুর মুখ আঁধার হোল; তিনি ব'সে পড়লেন; আমাকে কাঠ গড়া থেকে নামার আদেশ দিলেন মুন্‌সেফ্ মহাশয়। মামলার ডিক্রী হোল, মাল ক্রোক করা হোল। অখিলবাবু নিজে এলেন না পাঠালেন তাঁর স্ত্রীকে (?); তার অভিনয়ে, তার পা ধরাধরিতে, সত্বরেই খরচসমেত সব ভাড়া শোধ করার কবুলিয়তে মাল ছেড়ে দেওয়া হোল, আর সে তা হরীতকী-বাগানে জামাই পঞ্চানন মণ্ডলের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ব'সে রইল আরও দেড় বৎসর। বাবার চিন্তা লাঘব, মঠের কাজের সুরাহা আমার দ্বারা কিছুই হোল না, হোল ভূতের বেগার খাটা আর সাধনের সময় নষ্ট ক'রে ধর্মাধিকরণে যেয়ে কুটিল অধার্মিকের সঙ্গ। ভাড়াটিয়াদের জন্য বিশেষ ক'রে ৺অখিলচন্দ্র চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে, Calcutta small Causes Court পর্য্যন্ত যেতে হয়; আর উকিলের ঘুষ খেয়ে (তাও মঠের বিরুদ্ধে মামলায়) মামলায় হারতে দেখে, পয়সার লোভে সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে, মিথ্যাকে বরণ ক'রতে দেখে এবং ধর্মকে না মেনে অধর্মকে প্রশ্রয় দিতে দেখে মন এক শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি বিদ্বিষ্ট হোল। হয়তো এক সময়ে মনে চোগা চাপকান পরার ইচ্ছা জেগেছিল, পয়সাকড়ি উপার্জ্জন ক'রে সামাজিক প্রতিষ্ঠার কামনা মনের কোণে উঁকি মেরেছিল, হয়তো সাধন-জীবনের শুষ্কতায়

প'ড়ে তাদৃশ জীবনযাপনের প্রতি আসক্তি জেগে আবার জন্মজন্মান্তর বেড়ে যেতো, তাই সেই করুণাময় ভগবান্ দয়া ক'রে তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদৃশ পোষাক-আসাকের আড়ালে কি বিচিত্র জীব বাস করে, তা জানিয়ে আমার বিষয়াসক্ত মনে ঘৃণা জাগিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি যা করেন, তা যে জীবের মঙ্গলের জন্য ; অজ্ঞ জীব আমরা তা বুঝি না তাই ভগবানে দোষারোপ করি ; জ্ঞানী চতুর ব্যক্তি তাঁর দেওয়া তিরস্কার বা পুরস্কার মাথা পেতে নিয়ে তাঁর বিজয়-গান করেন। ঠাকুর ! কৃপা কর, যেন সেই শোল মাছের মত মনে প্রাণে ব'লতে পারি-'দু'কান কাটা, ভস্ম-আঁটা, চোদ্দভুবন ঘোরালো চিলে বেটা ; আর খোপা নাচালে বঁড়শীতে লট কাচ্ছি না!' আমি শোল মাছের মত লোভী, সে চাষীর খোপা নাচানতে ব'ড়শী গিলে ধরা প'ড়েছিল, তার স্ত্রী মাছের গায়ে তাকে কাটার জন্য ছাই মাখিয়েছিল, দুটো কানও কেটেছিল, এমন সময় দোলনায় শিশুর কান্নায় মাছ ফেলে তাকে দেখ্‌তে যাওয়ায় চিলে নিয়ে যায় ; আর ৫টা চিল তা কেড়ে নেবার জন্য তাকে তাড়া করে, আর সে মাছ নিয়ে নানা জায়গায় ঘোরে, যখন অন্য সব চিল সরে যায় তখন সে জলের উপরে হেলা তাল গাছে বসে। শোল মাছ মৃতপ্রায়, শক্তি রহিত এবার কবলিত মনে ক'রে চিল যেই ঢিল দিয়েছিল, আর মাছ জলে পড়েছিল ; তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এসে চাষীকে শ্লোক শুনিয়েছিল। ঠাকুর ! আমি অজ্ঞ, মূঢ় ; আমি স্বরাট্ তা ভুলে গেছি, স্বারাজ্য হারিয়েছি, মায়া আমাকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কত যোনিতে ঘোরাবার পর আজ মঠের পরিবেশে শান্তির নীড়ে আসার সুযোগ হয়েছে। দেখ' আবার যেন আসক্তির কবলে প'ড়ে আট্‌কে না যাই। ঠাকুর ! দেখ্‌ছি বাসনামাত্রই খারাপ ; সুতরাং সুবাসনা-কুবাসনা, তার মূল ধর্মাধর্ম—সব থেকে মুক্ত ক'রে তোমার যে স্বরূপ জান্‌বার জন্য নচিকেতা যমকে ব'লেছিলেন—

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্ম্মা-দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ'। তাই-ই জানিয়ে

বুঝিয়ে তোমার ক'রে নাও। তুমি ব'লেছ 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'। কিন্তু আমারতো সে সামর্থ্য নাই, শুধু তোমার কৃপার ভিখারী; কৃপা কর প্রভো, কৃপা কর। অসতো মা সদ্‌গময়।"

এখনও দাঁইহাটের ৺প্রভাবতী মায়ের দেওয়া সম্পত্তি রক্ষা ক'রতে ১০১ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ২৪ পরগণার সন্দেশখালি থানায় কাগজপত্র নিয়ে যেতে হয়, আজ পর্যন্ত কেউ অবসর দিতে চান না। এখনও সভ্যেরা বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান ক'রে তাঁদের কর্তব্য সারেন। কখন কখন ২/১টী উপদেশবাক্য ভাগ্যে জোটে এবং তা কার্যে পরিণত করার ভার আমার ওপর। তাঁদের কোনও কর্তব্য আছে ব'লে মনে হয় না। আর হয়তো বার্ধক্য, মানসিক দুর্বলতা, বৈরাগ্যের অভাব, শ্রীঠাকুরের আশ্রমের প্রতি মমতা এবং সর্বোপরি ভগবানে নির্ভরতার অভাবই আমাকে এখানে আট্‌কে রেখে ঘাড়ে ধ'রে এখনও ভোর ৪টা থেকে রাত্রি ১১।১টা পর্যন্ত, এই জোয়াল টানাচ্ছেন। ঠাকুর! অহঙ্কারের ডুরি কেটে দাও। তোমার কার্য সব ভাল, এ বোধ দাও! যে যা কর্‌ছে, তোমারই ইচ্ছায় কর্‌ছে বা তুমিই করাচ্ছ; তাইই তোমার ইচ্ছা; তাতেই তোমার আনন্দ—এ বোধ দাও। আমাকে সকল প্রকার চঞ্চলতা থেকে নিবৃত্ত ক'রে তোমার পায়ে ঠাঁই দাও।

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

উপেন্দ্রের পুনরাগমন

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, বাংলা ১৩৪৩এর বৈশাখের শেষে উপেন্দ্র সন্তোষবাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মঠ ছেড়ে চলে যায়। ১৯৩৮-এর ৺দুর্গাপূজার শেষে, মনে হয় বাংলা কার্ত্তিক ১৩৪৫এর মধ্যে তার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না। মঠের দিক্ থেকে যোগাযোগ রাখার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা সে কোনও খোঁজখবর নেয়নি, বা

মঠে কোনও সংবাদও দেয়নি। তার হদিসও পাওয়া সম্ভব ছিল না। কার্ত্তিকমাসে উত্তরপাড়ার লার্কিন্ রোড নিবাসী শ্রীমনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বাক্স কম্বল, আসন, গালিচা নিয়ে এসে হাজির। তিনিই এসে এতদিন পরে মঠে প্রথম উপেন্দ্রের সংবাদ দেন। উপেন্দ্র-র উদ্‌যোগ ক'রে কম্বলাদি পাঠানটা মন ভালভাবে নিল না। কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল, "যাবার সময়ে যে বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে প্রণাম ক'রে যাওয়া পর্যন্ত উচিত মনে করেনি সে আবার এতকাল পরে হঠাৎ গুরুভক্তি দেখাবার জন্য কম্বলাদি লোকমারফত পাঠাল কেন? নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ রকম অসুবিধায় পড়েছে অথবা কোনও প্রকার মতলব আছে? নিজে না এসে লোকমারফতে জিনিস পাঠিয়ে দিয়ে বাবার মনোভাব জানবার ইচ্ছা, এবং অনুকূল বুঝ্‌লে আবার হয়তো আস্‌বার ইচ্ছা।" আমার মন বড় কুট্‌কচালে। সে কেবল লোকের দোষ দর্শনে ব্যস্ত, কদাচিৎ কারু গুণ গ্রহণ করে, তাই বোধ হয় এরূপ চিন্তা জাগ্‌ল। কিন্তু অবশেষে আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হ'ল। এর পর বাবার কাছে বারবার পত্রে যোগপটাভাবে সত্রে ভিক্ষার অসুবিধা ও শারীরিক অসুস্থতার কথা জানায়। মঠ ছেড়ে চ'লে যাবার আগে মাত্র দীক্ষা হ'য়েছিল, শিক্ষা কি নিয়েছিল, তা সেইই জানে। আর তার অন্তর্যামী জানেন; তবে সে সংসারত্যাগী আশ্রমবাসীর যোগ্য কোন নাম পায় নি। আমরা তাকে উপেন বা উপেন চক্রবর্ত্তী ব'লেই জান্‌তাম। ভেক্ না ধ'রলে ভিখ্ মেলে না,—এ যেমন সত্য তেমনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে না চ'ল্‌লে, শাস্ত্রমত সাধুদের দলেও স্থান মেলে না। তাই পত্রে বাবাকে স্বীয় পরিচয় "অর্থাৎ আশ্রম পরিচয় জান্‌বার জন্য লেখে এবং শাস্ত্রীয়বিধিতে ভস্মপ্রস্তুতের প্রণালী জান্‌তে চায়। বাবা উপেনকে আচার্য শংকর প্রতিষ্ঠিত পুরীর গোবর্দ্ধন মঠাধীন প্রকাশনামা ব্রহ্মচারী ব'লে পরিচয় দিতে লেখেন এবং জিজ্ঞাসিত হ'লে নিজকে 'উপেন্দ্রপ্রকাশ' নামে পরিচয় দিতে বলেন। আমি বৃহজ্জাবালোপনিষদ্ থেকে ভস্মপ্রস্তুতের নিয়মকানুন লিখে পাঠাই বাবার নির্দ্দেশে। এরপর জানায় হৃদ্‌কিপ্যারে

ঘাটে সে উন্মুক্ত স্থানে থাকে এবং ভয়ানক অসুস্থ। তার বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন। মনীন্দ্রের চেষ্টায় অথবা মঠের সুপারিশে কোনও ভাল ডাক্তারকে দেখাতে চায়, খুবই কষ্ট পাচ্ছে। এর পর সে মণীন্দ্র ব্যানার্জীর আগ্রহাতিশয়ে কলকাতায় চিকিৎসার জন্যই এসেছে এবং মঠেই উঠেছে। ডাঃ মণিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে যুক্তি ক'রে চিত্তরঞ্জন-এ্যাভেনিউর কাশী ফার্মেসীর ডাক্তার সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখান হ'ল। প্রথম দিন আমিও সঙ্গে গিয়েছিলাম তারপর সে একাই যেত। পথ্যাপথ্য নিজের খরচে চালাত, মঠের তখন সামর্থ্য ছিল না, তার জন্য অর্থব্যয়ের। একদিন ব'ল্লে—ডাক্তারবাবু আমাকে গাজর, কড়াইশুঁটি, প্রভৃতি খেতে ব'লেছেন। ওপরে গাজর রান্না হ'বে না, আমি টিনের ঘরে (বর্ত্তমান ছোট মন্দিরের পূর্বদিকে ছিল) সিদ্ধ ক'রে নেব। আমার কাজের অন্ত নাই। সুতরাং কোনও দিকে লক্ষ্য করার ফুরসুৎ কোথায়? বেলা হ'য়ে গেছে প্রায় ১টা। বড় মন্দিরে পূজো কোরছি, টিনের ঘর থেকে যেন মাংসরান্নার গন্ধ এল। মঠে নিরামিষ খাওয়া হয়, বিস্কুট পাঁউরুটি পর্য্যন্ত চলে না। বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এমন কি সভার সময়ে সভারসভ্যেরাও মঠের মধ্যে চা বা সিগারেট খান না। সন্দেহ জাগল, হয়তো উপেন তার বটুয়ায় মাংস রান্না চাপিয়েছে, ; তারই গন্ধ আসছে। আমি আগে যদিও পাঁটা, ভেড়া, হাঁস, মুরগীর মাংস খেয়েছি এবং এমন কি হরিণের মাংসও বাদ যায় নি, কিন্তু সেই ১৯০২ সালে জুলাই-এ ছেড়েছি, আর মাংস খাওয়াতো দূরের কথা, মাংসের গন্ধ নাকে গেলে বমি আসে। তাই ঢাকা খুল্‌লে গন্ধে বমি হ'তে পারে—মনে ক'রে জ্যোতিঃপ্রকাশকে দে'খতে ব'ল্‌লাম। সে নির্বিকার, তার কিছুতেই যেন ধরা-ছোঁয়া নেই। সে বললে, উপেনদা বটুয়ায় মাংস চাপিয়ে চাপা দিয়েছেন। শুনে মাথা গরম হ'য়ে গেল ; —তার আগের মিথ্যাবাদিতার জন্য বিরক্ত ছিলাম ; আবার এবার মঠের পবিত্রতা ভঙ্গের জন্য ভয়ঙ্কর চটে গেলাম। ব'ল্‌লাম—'আগে যখন রান্না ক'রতে তখন মাংসের লোভ ছাড়তে না পেরে, রাত্রিতে

খাবনা ব'লে হোটেল থেকে মাংস ভাত খেয়ে আস্‌তে, তার শাস্তিও পেয়েছিলে। সে শাস্তি এ কয় বছরে ভুলে গেছ? আর এখন ব্রহ্মচারীর খাতায় নাম লিখিয়েছ, মঠের আচার-বিচার জান, সেই মঠের মধ্যে (তাও মন্দিরের পাশে) মাংস রান্না কোরছ, শরীর ভাল করার জন্য? বেঁচে থাকার জন্য! এ শরীর গেলে কি ক্ষতি হবে? দেহ গেলে দেহ পাবে, কিন্তু এই যে ব্রতহানি কোরছ কত জন্ম যাবে এর খেসারত দিতে তা কি ভেবে দেখেছ?"

উপেন—"ভাই অপরাধ হয়েছে; বুঝতে পারিনি, মঠের মধ্যে মাংস রান্না ক'রলে কোন দোষ হ'বে। আর মঠের মধ্যে গাছপালা আছে, কাক প্রভৃতিতে তো হাড় মাছের কাঁটা এনে ফেলে।"

আরও রাগ বেড়ে গেল যুক্তির বহর দেখে। কাক প্রভৃতি স্বভাবের বশে প্রাকৃতিক নিয়মে তার খাবার খায়, বা জোগাড় করে; তাদের কি কোন ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, না তারা কোনও শাস্ত্র প'ড়েছে বা শুনেছে এবং গুরুর উপদেশ পেয়েছে যে দেহ অনিত্য, তার প্রতি আসক্তি ছেড়ে সমস্ত মনটা ভগবানে দেবে! ভগবান-লাভেই জীবনের সার্থকতা। ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে ব'লে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পশুপাখীর দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয়; তাই ব'লে পশু-পাখীর ন্যায় মানুষ জেনেশুনে মোহগ্রস্ত হ'য়ে অন্যায় কোর্‌বে, তা সহ্য ক'রতে হ'বে? বাবাকে যেয়ে সব ব'ল্‌লাম।

বাবা—রাগ ক'রে মনের স্থৈর্য নষ্ট করো না। জ্ঞানেই করুক, অজ্ঞানেই করুক, কৃতকর্মের ফল তাকে ভুগ্‌তেই হবে। তুমি আসনে যাও; ওর মাথায় প্রকাণ্ড জটা রেখেছে, ঐ জটাসমেত হোটেলে যেয়ে খেতে চক্ষুলজ্জায় বাধে এবং দৃষ্টিকটু, তাই সেখানে যেতে পারে না, গোপনে (হয়তো বা ডাক্তারের নির্দেশে) মাংস খাবার ব্যবস্থা ক'রেছে। তা মাংসের দোকান থেকে কাটা মাংস কিন্‌লেই বা কি করে? আমি মানা ক'রে দেব এখন, তুমি আসনে যাও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

Corporation Tax-এর টাকা চুরি

আজ রবিবার, সন্ধ্যায় সাপ্তাহিক অধিবেশন; আরতি শেষ হ'য়েছে। আমার ইচ্ছা রাত্রিতে ঠাকুরের জন্য কয়েকখানি লুচি ষ্টোভে ক'রেই সভায় যাব। বাবা সভায় গেছেন রবীন্দ্রবাবু প্রভৃতিও সভা ঘরে গেছেন। উপেন আমাকে বল্‌লে—"তুমি তো রোজই কর, আমি সত্বরে চ'লে যাব হরিদ্বারে, তা আজ রাত্রে ঠাকুরের ভোগ আমিই ক'রে দেবখন, তুমি সব দিয়ে যাও।" আমি সরল বিশ্বাসে, তার উপর ছেড়ে দিয়ে সভাঘরে গেলাম. এবং এখনকার ছেলেদের খাবার ঘরের ভিতরের দিকে দরজার কাছে উত্তরমুখ হ'য়ে বস্‌লাম। মঠে আসা অবধি রবিবারে প্রায়ই ঐখানে বসি। যুদ্ধ চলছে, ৺রামচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্র হিসাবে বেদান্তের আদ্য পরীক্ষা দিয়েছিলাম তার টোলের ছাত্র হিসাবে। সকালে উঠে বিড়লাপ্রদত্ত ৫০ টাকার একটা M. O. নিতে জোড়াপুকুর লেনে কাজ সেরে চ'লে গেলাম, সোমবারে বেলা ১০টায়। টাকা নিয়ে ফিরেছি প্রায় ১॥০টায়। এসেই জ্যোতির কাছে শুন্‌লাম বাবার ড্রয়ার থেকে কর্‌পোরেশনের ট্যাক্‌সের টাকা চুরি গেছে।

আমি—সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, ঐ টাকা উপেন নিয়েছে; কাল্ রাত্রিতে আমাকে সভায় পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং সভা ঘরে ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তে মাথার ওপরে চলাফেরার শব্দ পেয়েছিলাম, সকালে কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তারপর জোড়াপুকুরে যাবার তাগিদে মনেই ছিল না।আমি তাড়াতাড়ি ওপরে যেয়ে বাবাকে প্রণাম করে ৫০৲ টী টাকা বাবার হাতে দিলাম। বাবাকে ব'লে যায়নি; জানতেনও না যে আমি বিড়লাপ্রদত্ত M.o. আনতে গিয়েছিলাম। ব'ল্‌লেন "এত টাকা কোথায় পেলে?" সব বল্‌তে বল'লেন—খুব ভাবনায় প'ড়েছিলুম. কর্‌পোরেশনের টাক্‌স দিবার জন্য টাকা রেখেছিলুম, তা ড্রয়ারে নাই। তা' ঠাকুর এক দিক্ দিয়ে নিয়ে আর এক দিক্ দিয়ে পূরণ ক'র্‌লেন। কালই যেয়ে ট্যাক্‌সটা দিয়ে এস। টাকা কাছে

থাকাই অন্যায় ; তবে যে আশ্রমে আছি। ঠাকুরের সব দেখ্‌তে হবে, সময়ে অসময়ে অর্থের প্রয়োজন, তাই না রেখেও পারি না। যাও, প্রসাদ পাও যেয়ে অনেক বেলা হয়েছে।”

আমি—ঐ টাকা উপেনই নিয়েছে ; কাল এই মতলব হাসিল করার জন্যই ঠাকুরের ভোগ ক’রে দেবে ব’লে আমাকে সভায় পাঠিয়েছিল আর আমি সভা ঘরে ব’সে ওপরে মানুষ চলার শব্দ পেয়েছিলাম। মনে হ’য়েছিল, দরজায় তো তালা দিয়ে এসেছি, ভোগের সামান বের ক’রে দিয়েছি ; আমার মনের ভুল। আজ সকালে যখন ঘর মুছি, তখন আপনার পায়ের কাছের দরজার ছিট্‌কিনি দেওয়া ছিল না, নিশ্চয়ই উপেনই খুলে রেখেছিল কোন্ ফাঁকে। আমি সন্ধ্যা ক’রে উঠেই শান্তিনাথতলার বুড়ির কাছ থেকে চাল প’ড়ে আন্‌ব। সকলেই খাব, কে নিয়েছে, ধরা পড়্‌বে। সকাল বেলা আপনি আসনে ছিলেন, আমিও তাড়াহুড়ো ক’রে কাজ সেরে জোড়াপুকুরে চলে গেছিলাম, তাই বলা হয়নি।’

বাবা—থাক্, আর হৈ চৈ করো না। যা গেছে, তাতো আর পাওয়া যাবে না! আর ঠাকুরতো জুটিয়ে দিয়েছেন, ভাবনার অবসান ঘটিয়েছেন। যেই নিক্ ফল সে পাবেই। আমি তো আর ফাঁকি দিয়ে কারু কাছ থেকে নিইনি, শ্রদ্ধা করে ঠাকুরের সেবার জন্য যে যা দেয় তাই নিই ; হয়তো ঐ জমা টাকার মধ্যে কারু অসদুপায়ে উপার্জিত অর্থ এসেছিল, তাই গেছে ? হয়তো ঠাকুর ইঙ্গিত কোরছেন, দিতে এলেও সকলের দান গ্রহণ করো না। যাও, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সেরে প্রসাদ পাও যেয়ে।

তখন থাকি, সিঁড়ির পাশের বামদিকের ঘরে। সুতরাং নীচে গেলাম। ইতোমধ্যে জ্যোতিঃপ্রকাশ উপেনকে সব ব’লেছে, আরও ব’লেছে “ভক্তিদা সন্ধ্যা ক’রে উঠেই নাকি শান্তিনাথতলার চাল-পড়া আন্‌তে যাবেন। সেই চালপড়া খেলে যে চুরি করে, তার মুখে লালা ঝরে না ; চিবোন চাল ধূলার মত পড়ে ; একাধিক বার জোর ক’রে চেষ্টা কোরলে মুখ থেকে রক্ত মাখা চাল বেরিয়ে আসে ; যারা নেয়

না তাদের মুখ থেকে আলোমিশ্রিত চিবোন চাল বেরোয়। আজ ৩।৭ বছর মঠে আছেন। ঠাকুর (বাবা) ভোলা মানুষ। আশ্রমবাসী হ'য়ে টাকা চুরি ক'র্‌তে পারে, এ তাঁর ধারণার অতীত। তাই তাঁর ড্রয়ার বা Iron Safe এর চাবি যেখানে সেখানে প'ড়ে থাকে। এ পর্যন্ত এক পয়সাও কোন দিন চুরি হয় নি। এ চুরির হিল্লে হওয়া দরকার। নচেৎ ঠাকুর মুখে না ব'ল্‌লেও মনে মনে চিন্তিত হবেন, নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাঁর সাধনভজন করতে পার্‌বেন না, গৃহস্থদের মত টঁ্যাক্ আগ্‌লাতে জীবন যাবে।"

শুনে আমাকে অকথ্য-কুকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ক'রেছে উপেন! ব'লেছে—"সাওগাড়ি করার জন্য খয়ের খাঁ হ'বার জন্য, ড্রয়ার থেকে থেকে টাকা চুরি ক'রে নিয়ে ঘুরিয়ে এনে তাঁর টাকা তাঁকে দিয়ে মহাত্মা ব'ল্‌তে চেয়েছে; আসুক্ না চাল প'ড়ে, কে চোর, ধরা পড়্‌বে।" জ্যোতিঃপ্রকাশ এ কথাও আমাকে বল্‌লে।

আমি—"চোরে খায় দুধ কলা, আরও চোরের ডাগর গলা; 'ফলেন পরিচীয়তে। আর ২ ঘণ্টা অপেক্ষা ক'র্‌তে বল। বাবা সন্ধ্যা সেরে প্রসাদ পেতে ব'লেছেন; সন্ধ্যা সেরে নি, তারপর মজা দেখো।

প্রায় দশ মিনিট কেটে গেছে। আমি জ্যোতিকে বিদায় দিয়ে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা কোরতে বসেছি, জ্যোতি সভা ঘরে গেল। পরক্ষণে ফিরে এসে ব'ল্‌লে "ভক্তিদা, সদর দরজা খোলা, সভা ঘরের দরজাও খোলা; উপেনদার জিনিসপত্র কিছুই নাই।"

আমি—"চুরি ক'রেছে, ধরা প'ড়ে গেছে, এখন চাল পড়া খেলে বেইজ্জত হ'বে, তাই পালিয়েছে। আমার বুদ্ধির দোষে, বাবাকে খেঁসারত দিতে হলো; তবে ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পেয়েছি, বাবাকে কম চিন্তা ক'র্‌তে হ'বে।

[ভগবান্ ছাড়া কাউকে বিশ্বাস কোরো না, এমনকি নিজেকেও না। রজস্তমো গুণযুক্ত মন কখন কোন্ আঁস্তাকুড়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নাই। শাস্ত্রযুক্তি, সাধুর উপদেশ মত চলবে। ভয় থাকবে না।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ
[জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রস্থান]

যুদ্ধ চলছে, বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না, পেলেও ৫০।৫৫ টাকা মণ ; সকলেরই অভাব, কে কার দিকে দেখবেন ? ধরম প্রকাশের আনা চাল থেকে তিন ছটাক চালের ভোগ হয়। বাবা সামান্য পান, বাদ বাকিটা আমরা ভাগ করে নিই। তবে আমাদের তো রাক্ষুসে পেট, প্রত্যেকর আধ পোয়া তো লাগেই, কারু তিন ছটাকের ভাতও দরকার। অগত্যা আটা, বজরা কখনও যবের আটা দিয়ে পেট ভরাতে হয়। আমাদের জন্য বাবাব খুব কষ্ট, তিনি এক একদিন খেতেও চান না, সবটাই আমাদের দিতে চান, অনেক অনুনয় বিনয়ে তাঁকে ঐ সামান্য আহার্যটুকু নিতে আবদার করি! এর ওপর কেরোসিন তেল, সরিষার তেল, কয়লা সংগ্রহ ক'রতেও প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। কখন কখন কয়লা না পাওয়ায় কাঠের গুদাম থেকে কাঠ কিনে এনে চেলা করে সামান্য আহার্য টুকুও বানাতে হয়! মহাত্মাজীর ভারত ছাড় আন্দোলন পুরাদমে চলছে ; ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ও মরিয়া হয়ে সব Control করেছে। আর প্রথমে একদিন রাত্রিতে হাতিবাগান বাজারে, পরে একদিন দুপুরে খিদিরপুরে ডকে জাপানী বোমা পড়েছে। জ্যোতিঃপ্রকাশ উস্‌খুস্‌ করছে ; সাধন হচ্ছে না, সহরের হাল চাল ভাল লাগ্‌ছে না, চুপচাপ থাকে। একদিন সন্ধ্যার আরতির সময়ে আর জ্যোতিপ্রকাশকে দেখা গেল না, সে আশ্রম ছেড়ে পালিয়েছে। আবার ফিরলে ইংরেজগভর্ণমেণ্টসৃষ্ট বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়। বল্‌লে—এবার হরিদ্বার, হৃষীকেশ, বদ্রীনারায়ণ, দ্বারকা, বোম্বাই, রামেশ্বর, তিরুপতি, মাদ্রাজ সব ঘুরে ৺বৃন্দাবনে ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের চরণতলে এসেছি। বৃন্দাবন আমার বহুজন্মের চেনা জায়গা ; তার আকাশ বাতাস আমার প্রাণ ; কিন্তু ৺বৃন্দাবনচন্দ্র ব'লেছেন "যা, আমার প্রত্যক্ষ আধারেরকাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আয় ; তাঁর অনুমতি না পেলে আমার ক্ষমতা নাই, তোকে আশ্রয় দিবার ; অনেক কেঁদেছি, অনেক বোলেছি, কিন্তু ঐ এক কথা। তাই এসেছি,

ঠাকুরের কাছে ৺বৃন্দাবনবাসের অনুমতি নিতে।' তিনি বোলেছেন "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ" [আমিই আচার্য, আচার্যকে কখনও অবমাননা ক'রবে না।] তিনি পুত্ররূপে নন্দের বাধা মাথায় ক'রে বয়েছেন, কংসনিধন ক'রে বসুদেব-দেবকীকে কারাগার থেকে মুক্ত কোরেছেন, আচার্য সন্দীপন-ঋষির পত্নীর ইচ্ছায় তাঁদের মৃত পুত্রের জীবন দান কোরেছেন, তিনি ব্যবহার জগতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন নিজে আচরণ ক'রে। আর তাঁর সৃষ্টি রক্ষা ক'রতে হ'লে সবই ঠিক ঠিক চালাতে হ'বে, তবেই তো যে যেখানে যেভাবে আছে, সে সেখান থেকে পুর্ণতার দিকে এগুতে পারবে!" মনে হয় এক সপ্তাহও কাটে নি। ওপরে যেয়ে শুনলাম জ্যোতিঃপ্রকাশ ৺বৃন্দাবন যাবার অনুমতি চাইছে।

বাবা—আমি প্রথমে একটু চিন্তিত হ'য়েছিলাম, তুমি বালক; পথের অভিজ্ঞতা নাই, কোথায় কার খপ্পরে প'ড়ে একটা জীবন নষ্ট করবে, ভেবে। তারপর তোমার ভার ভগবানের উপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি; তোমরা পরম কল্যাণ লাভ কর। তোমাদের মানবজন্ম সার্থক হোক,—ইহাই ত আমার কাম্য। যেখানে থাক, তাঁকে প্রাণ ভ'রে ডাকবে, ডাকাই আমাদের কাজ; তারপর আর সব ভার তাঁর। যেখানে যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেইটাই তাঁর ইচ্ছা মনে ক'রে পথে চলবে; কেবল প্রার্থনা কোরবে তোমাকে ডাকবার বাসনা জাগাও, তোমাকে ডাকবার শক্তি দাও, তোমাকে ডাকিয়ে নাও, আমি অজ্ঞান মূঢ়। মোহবশতঃ কখন কোন কূপে পড়ি তার ঠিক নাই; তুমি পদে পদে আমাকে তোমার পথে চালিয়ে লও; তুমি সদা সাথে সাথে আছ, ভেবে অভয় হয়ে তোমার অভয় চরণ স্মরণ করি—আমার এই কর। তোমার মঠে থেকে সাধন করতে ইচ্ছা হয়, তাই কর; আর ৺বৃন্দাবনে যেয়ে সাধন ভজন করতে প্রাণ চায় তাইই কর। তোমার মা, দিদিমা তোমাকে আশীর্বাদ ক'রে ভগবানের পথে আসতে দিয়েছেন; আর আমি আমার সামনে থাকলে ভাল হবে ভেবে তোমার শ্রেয়ের পথে বাধা হব কেন?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ—গুরুসেবা না হ'লে শ্রেয়োলাভ হয় না; আমি তো আপনার সেবা না ক'রেই চলে গিয়েছিলাম, আপনার অনুমতিও নিইনি; তাইত ধামাধীশ্বর আমাকে আবার পাঠিয়েছেন।

বাবা—গুরুসেবা মানে শুধু গুরুদেবের হাত-পা টেপা, জল তুলে দেওয়া, তাঁর ফাইফরমাজ খাটা নয়। আচার্যের শরীর অসুস্থ হলে লোকাভাব ঘট্‌লে ও গুলির হয়তো প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, কিন্তু গুরুপ্রদর্শিত পথে নিষ্ঠার সঙ্গে চলাই এবং তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই সত্যকার গুরুসেবা। শিষ্য যদি সত্যই ভক্তিমান্ হয় আর কায়মনোবাক্যে গুরুর আদেশ জীবনে রূপায়িত ক'র্‌তে চেষ্টা করে এবং শিষ্য সত্য সত্যই মুমুক্ষু হয় তবে গুরুকে নিজের পুণ্য দিয়েও শিষ্যকে উদ্ধার কর্‌তে হয়। তুমি একান্ত সাধনাভিলাষী, ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের চরণে অর্পিত প্রাণ; তুমি আমার অনেক চিন্তা লাঘব কোরেছো। তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার সাধনানুকুল স্থানে যেতে পার। আমি তোমাকে আন্তরিকভাবে অনুমতি দিচ্ছি। শুধু ব'লব—পথে চ'লো, সাধু বিগর্হিত কাজ করো না; সাধু-সন্তদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করো, তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ ক'রে জীবন গড়্‌তে সচেষ্ট থেকো। তোমার কল্যাণ হোক্।

[জ্যোতির গমনে প্রতিক্রিয়া]

৺বৃন্দাবনে চলে গেল জ্যোতিঃপ্রকাশ; একবার শুধু আমাকে ব'ললে—"আসি, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ৺বৃন্দাবন চন্দ্রকে পাই।" শুনে চোখে জল এল। আমার থেকে বয়সে অনেক কম, আমার ঘর ছাড়ার অনেক পরে আমারই যুক্তিতে হৃষীকেশ ঘুরে এসে আমারই আশ্রয়দাতাকে আশ্রয় ক'রে আজ সে সব কিছুর টান কাটিয়ে ৺বৃন্দাবন চন্দ্রকে একান্তভাবে ডাক্‌বার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে উদ্দাম গতিতে চলেছে, আর আমি প'ড়ে রইলাম। উপেন রাঁধুনী হ'য়ে এসেছিল, সে গেছে। জ্ঞানপ্রকাশজী এসে ফিরে গেছেন, জ্যোতিঃ

গেল—"যারা পিছে এল, আগে গেল, আমি কেবল রইলাম পড়ে;" বাবা আমাকে কি স্নেহের বন্ধনে ফেলেছেন; তাঁকে ছেড়েও থাক্‌তে পারি না; কিছুদিন বাইরে ছিলাম। তখন তিনিই তো সব সময়ে আমার অন্তর বাহির ভ'রে থাক্‌তেন; ওদের এমন করে বাঁধেননি কেন? আবার ভাব্‌লাম্‌, সব ভার তাঁকে দিয়েছি, তিনিই গড়ে পিটে নেবেন; না নিলে যতবার কামনাবাসনার বশে এখানে আসব, তাঁকেই আস্‌তে হবে আমাকে উদ্ধার কর্‌তে। না না, ঠাকুর অমন মতি দিয়ো না। আমার জন্য তোমাকে যেন কোনও কষ্ট পেতে না হয়। লক্ষ্যে অলক্ষ্যে থেকে সদা সর্বদা আমাকে দিয়ে তোমার কাজ করিয়ে লও; আমার জীবনে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; এ শরীরে থাক্‌তেই সঞ্চিত-ক্রিয়মাণ সব ভোগ করিয়ে তোমার পাদপদ্মে স্থান দাও। অবিচলিত চিত্তে তোমার সেবা করিয়ে লও।

—★—

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[ব্রহ্মচারী পূর্ণপ্রকাশ]

পরমারাধ্য-ঠাকুর নগেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য মতিলাল মুখোপাধ্যায়, আদি নিবাস হাওড়া জিলার জগদ্‌বল্লভপুর থানার অধীন রূপপুর গ্রামে। তাঁর দুই ছেলে বড় শশধর, ছোট দিবাকর। বাবার (মতিবাবুর) অমতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করাতে শশধরের সঙ্গে বিচ্ছেদ। "সংসার তাঁর ভাল লাগে না এবং ছোট ছেলেকে আর গৃহী করাবেন না, মঠে (শ্রীশ্রীনগেন্দ্রমঠে) দেবেন,সে আজীবনব্রহ্মচারী হ'য়ে জীবন কাটাবে।" মাঝে মাঝে মঠে আসেন বাবাকে সেই কথাই বলেন। আমি মঠে এসেছি এবং এখানে থেকে সাধুর জীবন যাপন করবো জানাজানি হ'য়ে গেছে। দেবী (দিবাকর) Matriculation পাশ করেছে; বাবার কাছে আগেই শুনেছে তাকে মঠে রাখবেন। সুতরাং তখনই মঠে আসার প্রস্তাব দিল। মতিবাবু আগে ব'ললেও হয়তো ইচ্ছা নাই, অথবা তখনই মঠে পাঠাবার ইচ্ছা নাই। তাই ব'ললেন "অন্ততঃপক্ষে

'Graduate' হ' তারপর মঠে যাবি ; দেখছিস্ তো দাদাকে (আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজকে লক্ষ্য ক'রে) কি কম ঝাঁমেলা পোহাতে হয় ! কত চিঠি পত্র লেখালেখি ক'রতে হয়, তোকেও হয় তো ক'রতে হ'বে। তা একটু বেশী লেখাপড়া না শিখলে পার্'বি কেন ? আর দেখছিস্ ভক্তিপ্রকাশকে ও কত লেখা-পড়া জানে ?" সুতরাং তখনই দেবীর মঠে আসা হ'ল না। ইতোমধ্যে দেবী বি. এ. পাশ করেছে এবার আবার বায়না ধ'রলে মঠে আস্‌বে।' মতিবাবু ব'ললেন "আর দু'টা বছরতো ; M.A-টা পাশ ক'রে নে" ; ওর বি এ তে সংস্কৃত ও দর্শন ছিল। আমি দর্শন প'ড়তে ব'ললাম জীবনে সাধনার অনুকূল হ'বে ব'লে। কিন্তু মতিবাবু ইংরাজীতে M.A. পড়ালেন। ১৯৩৯ খ্রীঃ M A পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, এবার সাধারণ পড়া শেষ। মঠে আস্‌বে, আমারও খুব আগ্রহ ; কাজের ভাগাভাগি হ'বে, তা ছাড়া মতিবাবু ঠাকুরের শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য। ঠাকুরের নির্বাণরাত্রিতে তিনিও অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে ছিলেন। ৺জন্মাষ্টমী ; দিবাকর মঠে এসেছে ; আমারসঙ্গে ৺জন্মাষ্টমীর উপবাসও করেছে; রাত্রি ১২টা বেজে গেছে; নীচের সিঁড়ির পাশের ঘরে ভাগবত প'ড়ছি ; দেবী আমার ডান পাশে ব'সে শুনছে , বাইরে ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি হ'চ্ছে। ঠিক সেই সময়ে ভাগবতে কংসের কারাগারে গোবিন্দের আবির্ভাব পর্ব প'ড়ছি। দেবী মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা ক'রছিল, হুঁ হুঁ করছিল ; হঠাৎ তার কথা বন্ধ, একেবারে স্থির হ'য়ে ব'সে পড়েছে ; চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। তাকে বড় ভাগ্যবান্ ব'লে মনে হ'ল, নিজের ওপর ধিক্কার এল ; দেবী শুনে স্তব্ধ হ'লো আর পড়ে ও অর্থ বুঝেও আমার কিছু হ'লো না। দেবী তখন ঐ দিনের জন্য এসেছিল ; তখনও মঠে আসা পাকাপাকি হয় নি ; তার বৈরাগ্য মন্দ ছিল,আবার একটা অজুহাতও ছিল। যদি বাড়ী ছেড়ে মঠে আসে, তবে ঠাকুরকে (মঠাধীশ শ্রীমদ্ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীজীকে) মতিবাবু এসে বিরক্ত ক'রতে পারেন। হয়তো মঠে আস্‌তে দিতে টালবাহানা করাতে তার এরূপ একটা ধারণা হয়েছিল। অথবা দাদাকে মা-বাবা ত্যাজ্যপুত্র মত ক'রেছেন, সে চ'লে এলে বার্ধক্যে তাঁদের কে

দেখবে? একটা কর্তব্য তো আছে পুত্রহিসাবে। যা হোক, এই ঘটনার প্রায় ১৫ দিন পরে মতিবাবু মঠে এলেন। তিনি ছেলের ভক্তি ভাবের কথা শুনে এবং কি অধিকার জেনে আনন্দিত হ'বেন ভেবে আমি ৺জন্মাষ্টমীর দিনের ঘটনা ব'ললাম। বাবা আনন্দিত হলেন, কিন্তু মতিবাবুর মুখ গম্ভীর। এর পর দেবীর মঠে আসা একদম বন্ধ; একমাত্র পরীক্ষার ফল জানাতে এবং বাবা Port Commissioners' office-এ চাকুরীর চেষ্টা ক'রছেন—বলে যায়; এত লেখাপড়া শিখে বাড়ীতে ব'সে থাকা ভাল নয়; বাবা যখন মঠে এখনই আসতে দিচ্ছেন না তখন ব'সে থাকার চেয়ে একটা কিছু করা ভাল। কলিকাতা পোর্টে কাজও জুটল। তিন বছর দেবীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। বাবার শরীর খুব অসুস্থ। মতিবাবু প্রস্তাব দিলেন—মঠে একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার।

বাবা—যে শিব আছেন, তাঁরই সেবা সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত হচ্ছে না, তাঁরই সেবার ব্যবস্থা করুন আর নতুন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে কি হবে?

গুরু-মন্দির এবং গুরুমূর্তি প্রতিষ্ঠা হ'লেও তাঁর সেবা-পূজোর চেয়ে মতিবাবু শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা অধিক শ্রেয়ঃকর মানলেন বোধ হয়, কারণ উচ্চবাচ্য না ক'রে অল্পদিনের মধ্যে বেহালায় একটা শিবমন্দিরওয়ালা বাড়ী কিনলেন। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে সে বাড়ীতে বাস তাঁর ভাগ্যে হয়নি, তাঁর ছেলেদেরও হয়নি, অথচ ভাড়াটিয়ার সঙ্গে মামলা ক'রে অজস্র পয়সা ব্যয় ক'রতে হয়েছিল। জানি না মহতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার ফল কি না! যা হোক্, তিনবছরের মধ্যে দেবীর বা মতিবাবুর মঠে আর পাত্তা নাই। আমার মনে হোলো, দেবীর বাবার যখন দেবীর বিয়ে দেবার ইচ্ছা নেই, দেবীকে ব্রহ্মচারী করাবার ইচ্ছা এবং দেবীরও যখন মোটামুটি ইচ্ছা আছে, তখন দেবীর দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য বাবার কাছ থেকে দিইয়ে নিতে পারলে, বাঁধা থাকবে এবং হয়তো একদিন মঠে আস্‌বে—এখন না এলেও বাবা-মার দেহান্তে। দেবীকে দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য নিবার জন্য চিঠি লিখলাম। পৈতা ও দীক্ষার দিন

দেখে একটা দীক্ষার দিন ঠিক ক'রে চিঠি দিলাম এবং দেবীকে ব্রহ্মচর্য দিবার জন্য বাবাকে ব'ল্‌লাম।

[দেবীর ব্রহ্মচর্য দীক্ষা]

বাবা ব'ল্‌লেন—দেবীর বৈরাগ্য নাই যদি তেমন বৈরাগ্য জাগতো, তবে কবেই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়তো। বৈরাগ্যাশ্রমে আস্‌বে এবং এখানেই যে আসতে হ'বে, তার মানে কি? ভগবানকে একান্তভাবে স্মরণ ক'রে তাঁর পথে যে চল্‌তে চায়, তার সকল আগল কেটে দিয়ে পথে টেনে নেন। উন্মুখতা না এলে, কি কিছু হয়! তুমি ওকে ব্রহ্মচর্য দিতে ব'লছো, ও শেষ পর্যন্ত ঠিক থাক্‌বে না।"

আমি—"আপনি ওকে কৃপা করুন, তার ওপর আত্ম-কৃপা; শুনে আমাকে গেরুয়া কাপড় ও ডোর কৌপীন করিয়ে রাখতে ব'ল্‌লেন। ধারণা ছিল—দেবী একাই আসবে, কিন্তু সময়ে দে'খলাম —মতিবাবুও এসেছেন, এবং যে বড় ছেলে শশধরের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি ছিল না, তাকেও দীক্ষা নেওয়াবার জন্য সঙ্গে এনেছেন। হয়তো পিতা হিসাবে তাঁর কর্তব্য—পুত্রের শুধু জন্মদাতা পিতা না হ'য়ে তাকে মহতের আশ্রয়ে ফেলে, তার মুক্তির পথও পরিষ্কার করা। আমি প্রমাদ গ'ণলাম; ইদানীং কালে মতিবাবুর মতিগতি দেখে মতিবাবুর আস্তে আস্তে পূর্বসংকল্প ছেড়েদেবীকে গৃহস্থ বানাবার ইচ্ছাই মনে হয়েছিল, তাই দেবীর ধর্মবন্ধু হ'তে চেয়েছিলাম। গেরুয়া রঙ্-এর কাপড় ও ডোরকৌপীন দেখে মতিবাবুর মুখের ভাব বদ্‌লে গেছে। এখন যেন ঢোঁড়া সাপের কোলা বেঙ্ গেলার মত অবস্থা। "দীক্ষার দরকার নেই, চল বাড়ী যাই, ব'লতে পারছেন না; ব্রহ্মচর্য নিতে হবে না—তাও ব'লতে পারছেন না। কেন না—বাবাকে তাঁরা ছোটবেলা থেকে জানেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। এদিকে আমি নির্লজ্জ হ'য়ে দেবীকে ডোরকৌপীন ও গেরুয়া কাপড়পরালাম; দেবীর দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হ'ল। মতিবাবু আমার উপর যেন খুবই ক্রুদ্ধ। ব'ললাম আপনার এতদিনের ইচ্ছা—দেবীকে ব্রহ্মচারী করা, পূর্ণ হোল, তিনি কিছু ব'ললেন না। চুপচাপ ছেলেদের নিয়ে বাড়ীগেলেন।

দেবীর নাম হোলো পূর্ণপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। নবীন ব্রহ্মচারীর মঠে আসা একদম বন্ধ। আমি মাঝে মাঝে উৎসাহিত ক'রে চিঠি লিখি। খুব জপ ক'রতে বলি; ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে পালন ক'রতে বলি। সে কি করে না করে তা বিস্তারিত কিছু লেখে না, শুধু লেখে—বাবা-মা বৃদ্ধ হচ্ছেন, তাঁদের একটা গতি না হ'লে বোধহয় যাওয়া হবে না।" আর দু'বছর গেছে এবং মতিবাবু বাবার কাছে দেবীর বিয়ের অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছেন, বাবা আমাকেই উত্তর লিখ্‌তে ব'ললেন। আমি লিখ্‌লাম—"আপনি গুরুভক্ত, ধর্মজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ, আপনি একি লিখ্‌লেন? কৃত কারিত ও অনুমোদিত ত্রিবিধ পাপ; কেউ কোন পাপ ক'রলে পাপকারী তার ফল ভোগে। যিনি করান তিনি ভোগেন আর যিনি অনুমতি দেন তিনিও ভোগেন। দেবী নাবালক নয় তো; সে এম. এ পাশ ক'রেছে, সংস্কৃতও জানে; কি মন্ত্র প'ড়ে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হ'য়েছে, কি ব্রত নিয়েছে এবং তার করণীয় সম্বন্ধে তার নিশ্চয়ই এখন জ্ঞান হওয়া উচিত? পাপপুণ্যের ফল নিজেকেই ভুগতে হয়, কেউ ভোগ ক'রে দেয় না; জন্মান্তরীণ কর্মের ফলে দেবী আপনার পুত্র হয়েছে, আর আপনি দেবীর পিতা হয়েছেন, পরবর্তী কালে কর্মফলে কে কোথায় যাবেন তার ঠিক আছে কি? আপনারা স্ব স্ব কর্ম ফল এড়াতে পারবেন কি? এর পরেও যদি আপনি দেবীকে নিতান্তই বিয়ে দিতে চান সে ঝক্কি আপনি নেবেন, এবং দেবীকে এ জীবনে এবং জীবনান্তেও সে ঝক্কি পোহাতে হবে। বাবা খুবই অসুস্থ; তিনি নারাজ ছিলেন। তবে প্রায় ৭।৮ বছর আপনার ইচ্ছার কথা শুনে আসছেন এবং দেবীরও ইচ্ছা ছিল এবং আমার নির্বন্ধাতিশয়ে তাকে ব্রহ্মচর্য দিয়েছেন, হাত পু'ড়বে তা জেনেশুনে কি কেউ আগুনে হাত দেয়? বাবা পূর্বাপর ভালই জানেন; সুতরাং তিনি অনুমতি দিতে পারেন না, আর আপনার উচিতও নয় স্নেহ জাগিয়ে অনুমতি আদায় ক'রে তাঁকে পাপভাগী করা।" তিনি আমার শ্রদ্ধেয় ঠাকুরের শিষ্য এবং আমার গুরুদেবেরও গুরু ভাই। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী; তিনি দেবীর বিয়ে দিলেন কিন্তু

বিয়ে দিবার পর ১০ মাসও তিনি বাঁচেননি ; আর দেবী বিবাহের পর নানা রোগে ভোগে এবং দাদার সঙ্গে মনোমালিন্যজন্য ভদ্রাসনও ত্যাগ করে এবং অকালে মারা যায়। আমার অর্বাচীনতা আর একবার ধরা প'ড়ল। জগৎ বড় বিচিত্র লোকচরিত্র অতি দুর্জ্জ্ঞেয়। মানুষ বড় অস্থির মতি ; ক্ষণে ক্ষণে তার মতি পালটায়—এ বোধ হয় আমার নাই ; তাই না হ'লে শুধুমাত্র মতিবাবুর মুখের কথা শুনে ও দেবীর মঠে থাক্‌বার কথা শু'নে তাকে বাবাকে দিয়ে ব্রহ্মচর্য দেওয়াতাম না। জীবনে কোনো ব্রত নিতে হ'লে নিজেকে নিত্য নিরন্তর যাচাই ক'রতে হয় ; পারি-পার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প'ড়ে মন তাতে মাতে কিনা কিংবা যাতে থাক্‌বার জন্য ইচ্ছা জেগেছে, তা হাতছাড়া হ'বে—ভেবে তাকে আরও জাপ্‌টে ধরতে চায় কিনা ; ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জাগে কিনা সেখানে থাক্‌বার জন্য সহায়তা ক'রতে ; বার বার মায়ার মোহিনী শক্তির কথা চিন্তা ক'রে মোহহারী বিপদবারণ মধুসূদনের কাছে মন পড়ে থাকতে চায় কিনা ;—এ সব জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে। প্রবর্ত্তকের দৃঢ়তা আছে কিনা তা যাচাই করার কথা ;—কিছুই করিনি তাই হাতে হাতে প্রমাণ হল।

দেবীর জন্মান্তরীণ সুকৃতি ছিল না, দুষ্কৃতিই ছিল-ব'লব, নতুবা প্রত্যেক শ্রেয়ঃকামীর কাম্য—মহাপুরুষসংশ্রয়ে ব্রহ্মচর্য ক'রে আত্মধ্যানে জীবন কাটাবার সুযোগ পেয়েও আবার সংসারকূপে পা দেবে কেন ? তার পিতা তার ভোগ নিয়েছিলেন কি ? না তাঁর নেবারও কোন ক্ষমতা ছিল ? শুধু মায়ায় ছলনায় মোহের ফলে তথাকথিত দেহের সুখের আশায় মতিবাবু কারিতপাপে পাপী হ'তেন না এবং দেবীও বিষয়াসক্ত সংসারী পিতার প্রতি কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে জেনে শুনে এমন বিষভক্ষণও কোরতো না। কিছু করার আগে কাল, পরিস্থিতি, পরিবেশও স্বীয় সামর্থ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে যাচাই করা দরকার সর্বোপরি আত্মসমীক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। নতুবা ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হ'তে হয়। এ জীবন বৃথা যায়, অপযশ ঘোষিত হয়, আর পরবর্ত্তী জীবন ! যা নির্ভর করে অতীত জীবনের সঞ্চিত কর্মফল এবং বর্ত্তমান জীবনের ক্রিয়মানের ফলের ওপর, তাও

ভেঙ্গে যায়। জন্মজন্মান্তরে জন্মজরা-ব্যাধির কবলে প'ড়ে নাকানি-চুবানি খেতে হয়। ব্রতপরিপালনের ফল অবশ্যম্ভাবী; ব্রতপ্রবর্তনের কর্তারা সচেষ্ট ব্রতচারীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেন; ব্রত-চারীদের অপটুতা থাক্‌লেও তারা অসহায় হ'য়ে কাতর প্রার্থনা ক'রলে ব্রতপ্রবর্তকগণ চৈত্যগুরুরূপে পথে চালিত করেন; নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর ব্রতচারী কৃতকার্য হয়। আর যে ব্রত লঙ্ঘন করে, তার দুর্গতির সীমা নাই; জীবিতকালে অযশ-অপযশের ভাগী হয়; জীবনান্তে পশুপক্ষী তৃণগুল্ম লতা হ'য়ে কত কাল কেটে যায়। তাই না রাজ্যপাট ত্যাগী বাণপ্রস্থী রাজচক্রবর্তী রাজা ভরতের সন্ন্যাসীর ব্রতত্যাগ ক'রে হরিণশিশুর প্রতি আসক্তির জন্য পরবর্তী জীবনে হরিণযোনিতে জন্ম হ'য়েছিল; ব্রতচারী ব্রতরক্ষার জন্য জীবনপণ ক'রবে, প্রাণাত্যয়েও ব্রত ত্যাগ ক'রবে না।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

উৎকট কর্মের ফল

পণ্ডিত ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় হাইস্কুলে সংস্কৃত পড়ান। মধ্যইংরাজী পরীক্ষার পর হাইস্কুলে ভর্তি হ'য়েছি; সংস্কৃত ভাষায় সবে হাতে খড়ি। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃত উচ্চারণের মাধুর্য্য সংস্কৃতের প্রতি খুবই আকর্ষণ জাগায়, প্রতি পরীক্ষায় নম্বরও অনেক পাই। সংস্কৃত শিখ্‌বার, শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠের আকাঙ্ক্ষাও জাগ্‌ল; পণ্ডিত মহাশয়ও ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষা দেওয়াবার প্রস্তাব ক'রলেন। তিন জনে প'ড়ব ও পরীক্ষা দিব,—স্থির হ'ল; কিন্তু মাঝপথে দু'জন নারাজ হ'ল। পণ্ডিত মহাশয়ও শেষ পর্যন্ত আমিও পরীক্ষা দেবো কিনা—ভেবে পড়াতে নারাজ হ'লেন। মনে খুব ক্ষোভ জাগল; কিন্তু কাছে পিঠে কোথায়ও টোল ছিল না,

পড়্‌বার সুযোগও ছিল না; থার্ড পণ্ডিত-মহাশয়ের ভাই জিতেনকাকু তখন সংস্কৃত কলেজের টোলে সাহিত্য পড়্‌ছিলেন; ভেবেছিলাম, বড় হ'য়ে টোলে প'ড়ব। কিন্তু তা তখন হয় নি; ভগবান্ অলক্ষ্যে কলকাঠি টিপ্‌ছিলেন, সংসার ছাড়িয়ে আশ্রমে নিয়ে এলেন। মঠের রবিবাসরে সন্ধ্যাকালীন সভায় ৺রামচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় ঈশোপনিষৎ পাঠ করেন। তাঁর 'দর্শন চতুষ্পাঠী' নামে একটি টোল ছিল; 'সনাতন ধর্ম সমিতি কেন্দ্র' নামে একটী পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রও পত্তন ক'রে কলিকাতা সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদ পরিচালিত আন্তমধ্য পরীক্ষা গ্রহণেরও ব্যবস্থা কোরেছেন; তাঁর টোলে সে বৎসর আদৌ পরীক্ষার্থী ছাত্র নাই, অথচ পরীক্ষা না দেওয়ালে করপোরেশনের টোল-গ্র্যাণ্ট বন্ধ হ'বে। তখনও গভর্ণমেণ্ট থেকে টোলে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা হয়নি। তিনি একদিন আমার পরিচয় নিয়ে পরীক্ষা দিতে ব'ল্‌লেন। তখন আশ্রমের নানা কাজের ভার আমার ওপর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, নানা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়; সময় কোথায় পড়া শুনা ক'রবার? যে টুকু সময় পাই জপে ও অনুবাদ সাহিত্য পাঠে কাটাই; সুতরাং রাজি হলাম না। মঠে তখন সীতেশচন্দ্র সেন থাকেন, তিনি বেলুড় মঠের শিষ্য; কিন্তু বেলুড়মঠের প্রেসিডেন্ট (তাঁর গুরুদেব) এর সঙ্গে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার সুযোগ হয় না ব'লে দুঃখ করেন; মাঝে মাঝে সাধু সন্তদের সন্ধান পেলে সঙ্গ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরিজী]

কলিকাতা (বড়বাজারে) তাঁরাসুন্দরী পার্কের কাছে ধর্মশালায় শিষ্যগণ সহ পুণা থেকে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরিজী মহারাজ এসেছেন। ব'ল্‌লেন, তাঁর খুব ভাল লেগেছে, আমাকেও দেখাতে চান; সাধুসঙ্গ ভাল, তাতে গুরুনিষ্ঠা বাড়ে ইত্যাদি বল্‌লেন। অগত্যা সীতেশ-বাবুর সঙ্গে তারাসুন্দরী ধর্মশালায় গিয়ে 'স্বামীজীকে' ওঁ নমো নারায়ণায়" জানালাম। সৌম্য, শান্ত, সুন্দর

চেহারা; মুখাবয়ব থেকে যেন জ্যোতিঃ ফুটে বেরুচ্ছে। দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। কথায় বুঝ্‌লাম, সীতেশবাবু আগেই আমার পরিচয় তাঁর কাছে দিয়েছেন। ব'ল্‌লেন—"সাধনপথে গুরুনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন; সাধনের সঙ্গে স্বাধ্যায় না থাক্‌লে তত্ত্ব লাভ হয় না; আচার্যকে আদর্শ ক'রে তাঁর প্রদর্শিত পথে নিষ্ঠার সঙ্গে নিরন্তর চ'ললে তবে পথ খোলে, গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যায়। অনুবাদ সাহিত্য প'ড়লে, মূল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না; অনুবাদক সাধনসিদ্ধ না হ'লে মনগড়া ব্যাখ্যান করেন তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। দশনামী সম্প্রদায়ের প্রকাশনামা ব্রহ্মচারী হ'য়েছি, আচার্য্যমুখে ধারাহিকভাবে শাস্ত্র শ্রবণ ও অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন। আমি যেন অবশ্যই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। আশ্রমবাসীদের বিরাট্ দায়িত্ব। নিজেকে সৎপথে চালান তো অবশ্য কর্তব্য; তাছাড়া সংসারে নানা তাপে তাপিত, নানা সন্দেহদোলায় দোলায়মান-চিত্ত ব্যক্তিদেরও সংশয়াপনোদন ক'রে সত্যপথে চালিত করা সংসারত্যাগীদের দায়িত্ব। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা যদি শাস্ত্রের পঠন পাঠন না রাখবে, জীবনে অভ্যাস ক'রে শাস্ত্রের অর্থ জনসমাজে প্রচার না ক'রবে, তবে আর কারা ক'রবে? আধুনিক কালে গৃহস্থরা তো নানা ঝঞ্ঝাটে জর্জরিত; তাদের পক্ষে প্রাচীন অধ্যাত্মধারা রক্ষা করা কি সম্ভব! কিছু লেখাপড়া শিখেছি, বুদ্ধি কিছুটা খুলছে আমার পক্ষে শাস্ত্রবোঝা সহজ হবে, আমি যেন অবশ্যই শাস্ত্র পড়ি।"

আমি—আশীর্বাদ করুন যেন জীবনে সত্য লাভ হয়।

স্বামীজী—আলবৎ; আচার্য্যানুগ হ'লে, ফাঁকি না দিলে, নিষ্ঠার সঙ্গে চ'ললে নিশ্চয়ই সত্যলাভ হবে।

স্বামীজীকে আবার 'ওঁ নমো নারায়ণায়' জানালাম, তিনি আমার মাথাটা ধ'রে তাঁর কোলে রেখে বার বার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, প্রাণ যেন শীতল হোল।

আগুনে ঘি

শাস্ত্রী মশায়ের অনুরোধ, স্বামীজী মহারাজের শাসন এবং আমার জীবনে শাস্ত্রাধ্যয়নের কামনা—তিনটা মিলে কর্তব্যাকর্তব্যের দোলায়

জুল্‌ছে হৃদয়। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, ৺গঙ্গায় স্নান করতে গেছি প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে। স্নান ক'রতে ৺গঙ্গায় নামার সময়ে একজন হিন্দুস্থানী সাধুকে ধ্যানস্থ দেখে গেলাম। হুগলীর ডুমুরদহের উত্তমাশ্রম থেকে ফেরার পর থেকে স্নান ক'রে উঠেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় আবৃত্তি করি। স্নান সেরে এসে কাপড় ছাড়্‌ছি এবং গীতা আওড়াচ্ছি। কাপড় পরা শেষ, পাঠও শেষ ; এবার নাম ধ'রব পথ চলব—এইরূপ সংকল্প এবং রোজই তাই করি। স্বামীজী চোখ মেল্‌লেন। হিন্দীতে যা ব'ল্‌লেন তার সার মর্ম "আমার আশ্রম কোথায়, কে গুরু মহারাজ ; কি করি, কি প'ড়েছি। ঈশ-কেনাদি দশোপনিষদ্‌ ও বেদান্ত শাংকরভাষ্য, বেদান্তসার, পঞ্চদশী বেদান্তপরিভাষা, বিবেকচূড়ামণি, নির্বাণদশক, কৌপীনপঞ্চক, সাধনপঞ্চক প্রভৃতি পড়েছি কিনা! শুধু অনুবাদ প'ড়লে তত্ত্বাবধারণ হ'বে না। সন্ন্যাস জীবন সার্থক হ'বে না, শাস্ত্র যেন অবশ্যই পড়ি।" প্রথমে সাধুকে একজন vagaband মনে হয়েছিল ; কিন্তু কথায় বোঝা গেল তিনি মহাপণ্ডিত সাধু এবং মনটাকে এমন বশীভূত ক'রেছেন যে ঘাটের ঐ ডামাডোলের মধ্যেও তিনি আত্মস্থ হ'তে পারেন। অথবা আমার নিয়তিই এই ভাবে রূপ ধ'রে চালাচ্ছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন]

সন্ধ্যায় ধর্মসভা। শাস্ত্রী মশায় আজ ভাগবত পাঠ ক'র্‌বেন। নির্মল বাবু, প্রমথ বাবু বা রবীন বাবু এখনও আসেননি। সভাঘরে শাস্ত্রীজী, বাবা ও আমি। এবার শাস্ত্রীজী সরাসরি বাবাকে ধ'রলেন আমার পড়ার জন্য। বাবার এক সময়ে ইচ্ছা ছিল আমাকে নবদ্বীপে রেখে কোনও গোস্বামীপাদের কাছে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ অভ্যাস করান; কিন্তু তা হয়নি। আজ শাস্ত্রী মশায়ের প্রস্তাবে ব'ল্‌লেন "শাস্ত্রী-মশায়, আমি তো পড়্‌বো না, পড়্‌বে তো সে ; যদি সাধনের সময় ঠিক রেখে

প'ড়্‌তে পারে, ভালই তো। সাধন-স্বাধ্যায় দুইই হবে, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সাধন থাক্‌লে নিজের চলার পথ সহজ হয়, অন্যকেও বিপথে চালনার সম্ভাবনা কম থাকে. নির্জন সাধনায় শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি সংশয় নিরসনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে হয়তো ও সব দিন আপনার ওখানে যেতে পারবে না; কতগুলি কাজের ভার আমি দিয়েছি, কতগুলি ভক্তি স্বভাববশে নিজেই নিয়েছে। সুতরাং যদি পরীক্ষা দেওয়াতে চান. হয়তো মাঝে মাঝে এসে আপনাকেই পড়িয়ে যেতে হবে।" শাস্ত্রীমশায় থাকেন বেলেঘাটায় ১০।ই রাখাল ঘোষ লেনে; টোল কাঁসারি পাড়ায় সীতনাথ দত্ত রোডে। টোলে যাবার পথও এই। প্রয়োজনও বোধ হয় তাঁর বেশী অথবা জন্মান্তরীণ কোন কর্মের জন্য তিনি আমার উপকার ক'রতে স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে এলেন। কে তার রহস্য ভেদ করবে? এক সেই অনাদি অনন্ত রহস্যময় ছাড়া! "বেদান্তের আদ্য পরীক্ষা দিব" ব'ললাম। জ্ঞানেন্দ্র বেদান্তসার, শাস্ত্রী মশায় স্বানূদিত বৈয়াসকন্যায়মালা দিলেন, মঠে ভাষাপরিচ্ছেদ ছিল। কামনার কি শান্তি! বাসনা জেগেছিল শাস্ত্র পড়্‌বো। ঘর ছাড়লেও সে কামনার জের চল্‌লো। পরীক্ষার ফরম পূরণ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। সংস্কৃত ভাষা শিখে একবার একটা পত্রে ছাড়া কখনও ৭-এর ঘরের কমে নম্বর থাক্‌তো না। পড়ার সময় কম। শাস্ত্রী মশায় ভাষা-পরিচ্ছেদের কারিকা মুখস্থ ক'রতে ব'লেছেন। আগে মুখস্থ করা অভ্যাস ছিল না, তার ওপর অনেক বৎসর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি; ধারাবাহিক ভাবে পড়ায় মনও ব'সছে না। বারান্দায় রান্না কর্‌ছি আর ভাষা-পরিচ্ছদের প্রথম শ্লোক—

"নবীনজলধররুচয়ে গোপবধূটী-দুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥"

মুখস্থ করছি। প্রায় ২ ঘণ্টা গেল তবুও মুখস্থ হ'ল না। ভয় জাগল; সকলের প্ররোচনায় এবং বাবার নির্দেশে নাম দিলাম শেষে যদি ফেল করি তবে তো কেলেঙ্কারির এক শেষ। একবার ভাবি বাবা আদেশ দিয়েছেন, তিনিই করিয়ে নেবেন. না করালে তাঁর অগৌরব; আবার

ভাবি "নিয়তিঃ কেন ন নিবার্যতে। সুতরাং নিয়তির যা ইচ্ছা তাই হবে, আমি শুধু ঠেকা দিয়ে যাব। আর নিয়তি ঘর ছাড়িয়েও পড়তে বাধ্য ক'রলে প্রায় ১৩টি বছর। শাস্ত্রী-মশায়ের কাছে ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা, সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় ৺কালীপদ তর্কচার্য পাদের কাছে প্রাচীন ন্যায় ও সাধারণ দর্শন, পণ্ডিত অনন্তকুমার তর্কতীর্থ, পণ্ডিত মধুসূদন ন্যায়াচার্য ও পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থের কাছে তর্কের শব্দ খণ্ড ও অনুমান খণ্ড পড়ালেন। উৎকট কামনা এমনি করেই নিয়তি হ'য়ে দাঁড়ায়। "ঠাকুর! অপরা বিদ্যার কামনা এমনি করেই পূরণ ক'রলে; এখন যদি পরা বিদ্যার কামনা না পূর্ণ কর, তোমার ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নামে কলঙ্ক হবে। এখন যতদিন গত হবে, যেন তোমার অনুগত হ'তেপারি; আর সে ঘোরঅন্তিমকালে তোমার রাতুলপদ হৃদে ধ'রে মুখে তোমার মধুময় নাম কর্‌তে কর্‌তে আনন্দে যেনএ দেহ ত্যাগ কর্‌তে পারি। তুমি নিজ হাত ধরে নিজালয়ে নিয়ে যেয়ো এই প্রার্থনা।" অধ্যয়নের সময়ে আমার পক্ষে কোন ও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। আচার্য্যপাদেরা সকলেই খুবই স্নেহ ক'রতেন; আশ্রমেরকাজেরফাঁকে পড়তে যেতাম, যখনই গিয়েছি পড়িয়ে দিয়েছেন। অধিক বয়সে ছাত্ররূপে শাস্ত্র পড়তে যেতাম ব'লে আশ্চর্য হ'য়েছিলেন। আচার্য্যপাদ মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছি; তিনি মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের 'যোগিভক্তচরিতম্' নামে সংস্কৃত জীবনীকাব্য লিখে দিয়েছেন; মহর্ষিদেবের স্তুতি রচনা ক'রেছেন, স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব ক'রেছেন এবং মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেবের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময়ে অধ্যক্ষতা ক'রে সব কাজ সমাধা ক'রে দিয়েছেন। গুরু ধন অপরিশোধ্য; তাঁর আশীর্বাদ সব সময়ে কামনা করি।

—★—

[সাধনে খুব নিষ্ঠা চাই। প্রাণ যায় যাক্, তবু চাই ইষ্ট দর্শন। সাধনার সময়ে লক্ষ্য হবে একমাত্র ইষ্ট। পিছু টান রাখবে না; নতুন কামনার পিছু ধাওয়া করবে না। মনপ্রাণ ইষ্টে দেওয়া চাই, তবেই সফল হবে।]

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধরম প্রকাশের মঠ ত্যাগ

জ্যোতিঃ প্রকাশ বাবার মত নিয়ে মঠ ছেড়ে ৺বৃন্দাবনে গিয়েছে কার্ত্তিকমাসে ৺রাসপূর্ণিমার আগেই। পূজ্যপাদ শ্রীগুরুমহারাজ, আমিও ধরমপ্রকাশ মঠে আছি। সন্ন্যাসীদের সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ। সুতরাং গুরুমহারাজ কিছুই সঞ্চয় ক'রে রাখেন না; তাঁর আকাশবৃত্তি। ভগবান্ যখন যেভাবে যা জোটান, তাই দিয়ে ঠাকুরের সেবা করেন, নিজে প্রসাদ পান, আমাদেরও প্রসাদ দেন! কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য সব দিকে গড়বড় হয়েছে, আপামর সাধারণ ভারতবাসীকে পরাধীনতার খেসারত দিতে হচ্ছে। ধনীদরিদ্র—সকলকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য থলে হাতে, বোতল হাতে কখনও সাক্ষাৎভাবে, কখনও বা পরোক্ষভাবে দোকানে লাইন দিতে হয়। ধনীদের পয়সা থাকায় কিছু সুযোগ সুবিধা; গরীব বা মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্য-বিত্তদের দুর্দ্দশার চরম। সব জিনিসই Controlled; বাড়ীতেও বেশী রাখবার উপায়ও নাই; কাউকে যদি চাল ডাল কাউকে দিতে দেখে, তবে তার শাস্তি; এর ধাক্কা মঠের ওপর পুরাদস্তুর। ভক্তেরা দিতে চাইলেও দিতে পারেন না। তাই কখন কখন গমের আটা আবার কখন কখন বজরার আটা আবার কখনবা যব চূর্ণ করে খেতে হয়। মঠে থেকেও ভবঘুরে সাধুদের মত দুরবস্থা; সরষের তেলের জন্য লাইন, কেরোসিন তেলের জন্য লাইন, কয়লার জন্য লাইন, Control-এর দোকানে লাইন দিতে হয়, তাও সব সময়ে পাওয়া যায় না, পালা আসার আগেই ফুরিয়ে যায়। কখন কখন নারকোল ডাঙ্গার পুলের কাছ থেকে ইঞ্জিন্ ঝাড়া কয়লা মাথায় ক'রে আন্‌তে হয়। অন্নচিন্তা চমৎকারা, ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা! চাল-ডাল সংগ্রহ হলেও তো আর অমনি চিবিয়ে খাওয়া যায় না! আগুনের তাপে সিদ্ধ করার দরকার। সুতরাং কয়লা না পেলে কাঠের গোলা থেকে কাঠ এনে চেলা ক'রতে হয়। ধরম প্রকাশ রাগে গর্‌গর্ করে। বলে

"তোমার দেখাদেখি এই মঠে এসে আমার সব গেল, কিছুই হ'ল না।" দুকথা শুনিয়ে দিলাম।

আমি—তোমাকে কি আমি সাধাসাধি ক'রে মঠে এনেছিলুম! আমি তথাকথিত ৺কাশীর সর্বজ্ঞ ব্রহ্মচারীর কাছে জন্ম-জন্মান্তর জানতে গিয়েছিলুম, তুমি তো নিজেই সেদিন আমার সাথে এসে মঠ দেখে গিয়ে প্রায় রোজই আস্‌তে ; ফুল দিয়ে যেতে ; তোমাকে তো সত্ত সত্ত বাবার কাছেও নিয়ে যাই নি। এখানে যাতয়াতের ন' মাস পরে তোমার দীক্ষা হ'য়েছে। তার আগে তোমাকে কত জায়গায় পাঠিয়েছি, কোথায়ও নিজেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছি। তার জন্য বাবার কাছে বকুনিও খেয়েছি। দীক্ষা নিয়েছো সদ্‌গুরু আশ্রয় কোরেছ ; তুমি মর্‌তে মঠে এলে কেন? Science College-এ চাকরি কর্‌তে আর বাড়ুজ্জেদের বাড়ী থেকে সাধন ক'রলে তো পারতে। তা না ক'রে ভেবেছিলে "আশ্রমে খুব সুখে থাকা যায়, কাজকর্ম ক'র্‌তে হয় না। লুচি, মিঠাই পেট পুরে খাওয়া যাবে, আর ভক্তেরা এলে ২।১টা বুক্‌নি দিয়ে বাজিমাৎ ক'রবে। শাস্ত্র পড়োনি, নিয়মিত কোনও মহাত্মার কাছে শোনেওনি ; শুধু খেয়ালের বশে (হয়তো রাগ করে) বাড়ী থেকে বেরিয়ে ৺কাশী ৺গয়া ঘুরে কলকাতায় এসেছিলে ; দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছিল ; তাই তুমি এসেছ নিজের নিয়তির খেসারত দিতে অথবা জন্ম-জন্মান্তরের-কর্মফল গুরুসেবার মাধ্যমে শেষ করিয়ে পরম কল্যাণপথে নিয়ে যাবার জন্য সেই অঘটনঘটনপটীয়ান্ তোমাকে এখানে এনে ফেলেছেন। যদি শাস্ত্র প'ড়তে, অন্তেবাসী শিষ্যের গুরুর প্রতি কর্তব্যের কথা জানতে, তা হলে রাগ ক'রতে না। প্রারব্ধ ক্ষয় হচ্ছে, দয়াময় দয়া করে শ্রেয়ের পথে চালিত ক'রছেন ভাব্‌তে। যদি উপনিষদ্ বা পুরাণ পড়্‌তে—পড়লে দেখতে, প্রাচীন কালে শিষ্যদের ক্ষেতের আল বাঁধতে হ'য়েছে, বনে বনে গরু চরাতে হ'য়েছে, এমনকি স্বয়ং কৃষ্ণকেও সন্দীপন ঋষির আশ্রমে মাথায় ক'রে কাঠ বইতে হ'য়েছে। আর ইদানীং কালে গুরুর আশ্রমে জল বইতে বইতে রঘুনাথ দাসের মাথায় ঘা পর্যন্ত হ'য়েছিল। আমরা পরম সুখে আছি,

অন্যান্য আশ্রমের মত বাইরের কাজ নাই। আশ্রমের মধ্যের কাজ; তাও নিজেদের খাবার জন্য, বাবার জন্য কতটুকু ক'র্তে হয়! তাও কর্তে হ'ত না, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে থক্তে পারতে যদি না গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলন হ'ত এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটিশরা যুদ্ধ না ঘোষণা কর্তো। বাড়ীত গিয়েছিলে, কেন মর্তে ফিরে এলে, এখন গজর গজর কোরছ? না পোষায় অন্যত্র চলে যাও; তোমার-আমার জন্য আশ্রম অচল হ'বে না; বাবা নিত্যাভিযুক্ত, তাঁর বোঝা ভগবানই বইবেন। গজর গজর না ক'রে হাসিমুখে কাঠ কটা চেলা ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভগবানকে ডাক যেয়ে।" ধরমপ্রকাশ তখনই "এই রইল তোমার কাঠ চেলা করা, আমি চল্লাম।' ব'লে লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়্ল। বাবাকে বল্বার জন্য বারবার ব'ল্লাম। বাবাতো বলেন নি, আমার ওপর রাগ ক'রে চলেযাচ্ছ, বাবা ক্ষুণ্ণ হবেন আমার ওপর। কার কথা কে শোনে, তখনই সে চলে গেল।

[ধরমের প্রস্থানে প্রতিক্রিয়া]

ধরমা চলে গেছে তখন বিকাল ৫টা হ'বে, তখনই যেয়ে বাবাকে ব'ল্লাম। বাবা শুধু একটু হাস্লেন, বললেন—গুরু গৃহে, বৈরাগ্য আশ্রমে থাকা কি সহজ কথা? রাগ দ্বেষ হিংসা ক্রোধ—সব বিসর্জন দিয়ে নিষ্কিঞ্চন না হ'তে পার্লে কি সকল অবস্থায় মনকে শান্ত রেখে একান্ত মনে ভগবানকে ডাকা যায়! সমুদ্রে ঢেউতো উঠ্বেই; ঝড়ও ওঠে আবার থেমে যায়; ঝড়ের সময় শক্ত করে হাল ধ'র্তে পারলে জাহাজ ডোবে না, তারপর ঝড় থামলে অনুকূল বাতাসে পাল তুলে দিলে নৌকা তরতর ক'রে চলে, সহজে পারে যাওয়া যায়। প্রথম ধাক্কাতেই হাল ছেড়ে দিলে কি নদী পার হওয়া যায়? মাঝপথে ডুবে যেতে হয়। মায়া নদীর তুফান বড় ভারি; সে প্রতিক্ষণে নানা প্রকারের ঢেউ তুলে ভবপারের যাত্রীকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে; যে চতুর, সে শক্ত ক'রে নামের হাল ধরে; ঐ হালের জোরে সব ঢেউ কেটে যায়; ভগবানেরজন্য সে সর্বস্ব পণ ক'রতে পারি নি। দেখ জ্যোতির কি রকম

রোক্ ; সব যাইবে, ভগবানকে চাই। ধরমা জ্যোতির কাছেই যাবে বৃন্দাবনে ; তবে তার বৈরাগ্য মন্দ, সে পরে ঘরে ফিরে যেতে পারে। তোমার কি যাবার ইচ্ছা হয়েছে ? যদি তেমন মনে কর, তুমিও যেতে পার। আমার জন্য ভেবো না। আমার ভার তাঁর।

মনে অভিমান জাগল, চোখে জল এল। মনে মনে ব'ল্‌লাম "সব জেনে শুনে, এমন নিদারুণ কথা বোলছেন। আমি যে আপনাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারিনা, আমার অন্য কোনও ইষ্ট নাই, আমার শয়নে-স্বপনে, ভোজনে ভ্রমণে—সব অবস্থায় আপনি আমার অন্তর বাহির ভরে আছেন।" আর থাকতে পারলাম্ না, নীচে ঘরে এসে বেশ খানিকক্ষণ কাঁদলাম ; ধরমপ্রকাশ সেবাপরায়ণ, শীঘ্রকর্মা ; তার আসার পর থেকে জ্যোৎস্নাবাবুর সঙ্গে ভগবৎ-কথা বল্‌তে বল্‌তে কত বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। আর আজ সে চলে গেছে আবার বাবার মুখে এই নিদারুণ কথা। বাবা অন্তর্যামী ; মনের কথা জানতে পারেন, আমার দুঃখ তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত ক'রেছে। ১৫ মিনিট পরে ভক্তি ভক্তি ব'লে ডাকলেন। ওপরে যেয়ে পায়ে পড়ে চোখের জলে পা ভাসিয়ে দিলাম। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। শুধু ব'ল্‌লেন—এ পথ দুর্গমপথ, ক্ষুরের ধারের মত, অতি সন্তর্পণে, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নিয়ে চলতে হবে ; এখানে কেহ কারু সাথী নহে, ভগবানকে লক্ষ্য করে ধীর পদক্ষেপে চল্‌তে হবে ; ধরমা চলে যাওয়ায় কথা বলার লোকের অভাবে হয়তো কষ্ট হবে ; কিন্তু এখনও কি গালগপ্প ক'রে বিষয় কথা নিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত ? এখন তো সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। কখন ধ্যানে, কখন স্বাধ্যায়ে, কখনও গানে সময় কাটাবে। বাইরের লোকের সঙ্গে কথা না বললে সে ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে, কিন্তু ভগবানকে যদি ভগবানের নামের গান না শুনিয়ে, তাঁর কথা না ভেবে, অন্য কথায় মন দিয়ে সময় কাটাও, তাতে যে ভগবানও ক্ষুণ্ণ হবেন, মায়াও সুযোগ পেয়ে তোমার মনে কামনাবাসনা জাগিয়ে তোমাকে হাতের পুতুল ক'রে জন্মজন্মান্তরের ঘোলে ফেলে তার ইচ্ছামত নাচাবে—তাকি ভেবেছ ? এখন নীচে তুমি ; ওপরে আমি,

বুড়ী বাসন মেজে দিয়ে যাবে; দুটো কুটিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পাব, আর প্রাণভরে তাঁকে ডাকব, ভয় কি? ক্ষোভের কি আছে? যাও বাজার থেকে কলা নিয়ে এস, আজ রাত্রিতে আর রান্না ক'রে কাজ নাই দুধ কলা ও মিষ্টি দিয়ে ভোগ দেওয়া যাবে।"

বুঝ্‌লাম, আমাকে সান্ত্বনা দিলেও বাবার স্নেহমাখা মন সন্তানদের জন্য ব্যাকুল। কয় মাস আগে জ্যোতিঃ চলে গেছে; আজ ধরমপ্রকাশ ও গেল। মন প্রবোধ মানছে না, তাই রাত্রিতে খাবারও ইচ্ছা নাই। বাজার থেকে কলা আনা গেল। কিন্তু আরতির পর ষ্টোভ জেলে ময়দার লুচি ক'রে, দুধ মিষ্টি কলা ও লুচি দিয়ে ভোগ গুছিয়ে দিলাম। বাবাই ভোগ দেন, তাঁকে ভোগ নিবেদন ক'র্‌তে বল্‌লাম। লুচি দেখে বল্‌লেন—লুচি ক'র্‌লে কেন?

আমি—বরাবর রাত্রিতে তো ময়দার লুচি হয়। আজ ধরমা চ'লে গেছে ব'লে কি তা বন্ধ করা যায়! তারা গেছে, আমি-তো যেতে পার্‌ছি না; আমি যতদিন থাকবো, আর আমার সামর্থ্য থাক্‌বে ততদিন এইরকম চল্‌বে, আপনাকে আমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে সেবা নিতে হবে।

বাবা মাত্র দু'খানা লুচি, দু-টুকরা কলা ও একটুখানি দুধ নিলেন; আমিও প্রসাদ পেয়ে ১০॥ টায় শুয়ে পড়্‌লাম। আজ আর কথা বলার লোক নাই। শুয়ে শুয়ে নাম কর্‌তে কর্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়্‌লাম। রাত্রিতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌লাম—নদীর জল কাকচক্ষুর মত পরিষ্কার; নৌকোয় চ'ড়ে তর তর ক'রে পূবের দিকে যাচ্ছি; পূব আকাশ অরুণ রাগে রঞ্জিত; সূর্য যেন একটু পরেই উঠবে—একটু গেলেই ঘাটে উঠব এমন সময়ে মাঝি ব'ল্‌লে "আর নৌকো যাবে না, এখনি এই তীরে নাম্‌তে হবে।" ঘাটের কাছে এসেই ঘাটে না নামতে দিয়ে আঘাটায় নামাচ্ছে, মন সর্‌ছে না; মাঝি জবরদস্তি ক'র্‌ছে; শেষে আমাকে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ দিয়ে নামিয়ে দিলে, বল্‌লে, "যাও অভিযান করো।" ঘুম ভেঙ্গে গেল; ফাল্গুন মাস, ঘড়িতে ৪॥০টা বাজল, পূব আকাশে অরুণোদয় হ'য়েছে; কিন্তু নৌকা নাই, কাছে ভাগবতও

নাই। বুঝলাম ইহাই আমার পরবর্তী জীবনের ইঙ্গিত; কাগজ চলছে, তার সব আছে; ধরমপ্রকাশ যেটুকু করতো, তাও ঘাড়ে প'ড়লো ফুরসুৎ নাই; চলতে ফিরতে নাম করি; মনে শান্তি পাই না; অগত্যা নিয়মিত রাত্রি ৩টায় উঠতে শুরু করলাম। বাবা ঠিক ৪টায় ওঠেন। তাঁর উঠার আগে এক ঘণ্টা জপ করি, তাঁর বিছানাপত্র তুলে দিয়ে আসন পেতে দিয়ে ঠাকুর ঘর মন্দির সূর্যোদয়ের পূর্বে খুলে দিয়ে আবার আসনে বসি ৬।০ পর্য্যন্ত, তারপর লাইব্রেরী খুলে দিয়ে নৈবেদ্য ও রান্নার জোগাড় ক'রে দিই। বাবা আসন থেকে উঠে Box-Cooker-এ রান্না বসিয়ে দিয়ে পূজায় নামেন। আমরা আবার সেই ১৯৩৪ সালে ফিরে এলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[মানসিক অবস্থা]

যে দিন প্রথম এসেছিলাম তখন মঠে স্থায়ী বাসিন্দা বাবা ও কজিনা। শচী* এসে সকালে মন্দির পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যেত। কজিনা বাজার ক'রতো, বাসন মাজত, বই ঝাড়ত, ঘর ও দরজা ঝাড়া মোছা করতো। ৺প্রমথ বাবু—দু বেলা পাঠাগারে ব'সতেন, ৯।৯॥টায় ৺নির্ম্মল বাবু—গুরু পূজো ক'রতে আসতেন; —এখন কজিনা নাই, যারা এসেছিল, তারা একে একে কালের স্রোতে কর্মবিপাকে চ'লে গেছে; শেষে ধরমপ্রকাশও চলে যাওয়ায় রইলাম আমি ও বাবা। বুড়িমা বাসন মাজে; মন্দিরের বারান্দা দাওয়া ধোওয়া মুছা করে। আজ মনটা খুব খারাপ; কেবল মনে হ'চ্ছে, ওরা এল, গেল, কই আমিতো পারছিনা; আমারতো একবারও মনে হয় না, বাবাকে ফেলে

[৺শচীন্দ্রকুমার সিংহ, পরমারাধ্য ঠাকুর মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য ৺ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের ষষ্ঠ পুত্র, শ্রীসন্তোষ কুমার (মণ্টু বাবুর) সিংহ মহাশয়ের ষষ্ঠ ভ্রাতা।]

৺প্রমথনাথ ঘোষ, পূজ্যপাদ ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য, শচীর সেজদাদু।

১নং বাদুড়বাগান লেন নিবাসী ৺নির্মলশশী মিত্র পরমারাধ্য ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য

চ'লে যাই। আমি অত্যন্ত ঘরমুখী, তাই আটকে আছি; বাবা-মা থাক্‌লে, কিংবা ছোটবেলা থেকে বিদেশে না থাক্‌লে, দাদার সস্নেহ পরশ পেলে হয়তো আজ এপথে আসা হ'ত না; ঘরেই আট্‌কে থাক্‌তাম; আর পাঁচ জনের মত চাকরি বাকরি ক'রতাম্‌, ছেলেপেলে নিয়ে মেতে থাক্‌তাম। আমার ভবিতব্যই এইরূপ; তাই ভগবান বাবা মাকে সরিয়ে নিয়েছেন, বিদেশে রেখে দাদা ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহের বন্ধন থেকে দূরে রেখে ভক্তদের সঙ্গ করিয়েছেন, আমার প্রিয় সঙ্কীর্তন গান্‌ শুনবার অপূর্ব সুযোগ ক'রে দিয়ে ক্রমে ক্রমে ভগবানকে ডাকবার, তাঁকে পাবার লালসা জাগিয়েছেন; শেষে ব্রাহ্মসমাজ ঘুরিয়ে হোটেলে সাধু সঙ্গ করিয়ে, শেষে একনিষ্ঠ সাধকের চরণতলে এনেছেন; এখানেই আমার প্রাপ্য আমি পাবই, তাই তাঁকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা জাগে না। সুতরাং ভবিতব্যই মেনে নেওয়া উচিত। মন ভারাক্রান্ত। বাবা আসন থেকে নেমেছেন, এখনই পূজো করতে নামবেন কুকারে রান্না চাপিয়ে। প্রণাম ক'রলাম।

[সান্ত্বনা]

আমার আঁধার মুখ দেখে ব'ললেন—মুখ আঁধার কেন? সাথী চ'লে গেছে ব'লে মন খারাপ? জগতে কে কার সাথী? একাই এসেছ, একাই যেতে হ'বে, সঙ্গে ক'রে কাউকেও আননি, সঙ্গে কেউ যাবে না; জন্মজন্মান্তরের ধর্মাধর্ম বা পাপপূণ্য প্রারব্ধরূপে তোমাকে চালাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত নানা ঘাট ঘুরিয়ে এখানে এনেছে, এখন ক্রিয়মাণকে যদি লক্ষ্যের দিকে চালিত ক'রতে পার, জীবন ধন্য হ'বে। সাধকদের পক্ষে নির্জনবাস অত্যন্ত দরকার; একান্তে থাকলে মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করার সুবিধা হয়। লোকসংঘট্টে থাক্‌লে, তাদের আচার-ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা অজান্তে মনে রেখাপাত করে এবং যখন মনকে গুটিয়ে এনে ভগবচ্চরণে দিতে চেষ্টা করা যায়, তখন তারা বার বার মনের কোণে উঁকি মারে, একমনা হ'তে দেয় না; সাধনায় বিশেষ ব্যাঘাত হয়। আজ যে ধরমের

জন্য তোমার মন এত ব্যথিত, গতকালই তোমার আদর্শের সঙ্গে না মেলায় কথা কাটাকাটি হ'য়েছিল, আর হয়তো তাই-ই উপলক্ষ্য ক'রে সে চ'লে গেছে। সে চ'লে যাওয়ায় তোমার ওপর চাপ হয়তো বেশী পড়্‌বে, তেমনি দেখ্‌বে তোমাকে কর্‌তে হ'বে ব'লে, আর কেহ সাহায্যকারী নাই ব'লে, ২।৫ দিনের মধ্যে মন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবে এবং ঠাকুরের কৃপায় অনন্যচিন্ত্য হ'য়ে ভগবানকে ভাব্‌তে পার্‌বে। আপদে বিপদে সাথীর প্রয়োজন আছে বটে তবে মানুষের সাধ্য কি কাউকে সাহায্য করে! ভগবানই তো বিবেকরূপে হৃদয়ে জেগে কাজ করান; লোক স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর দেখে না, বাহিরে তার দৃষ্টি। সে ভাবে অমুক কোরেছে বা অমুকের জন্য এতটা কোরেছি, কিন্তু ভগবান্‌ই কর্তা, কর্ম, করণাপাদান সম্প্রদানাধিকরণ সর্বরূপে বিরাজ ক'রছেন; সবই তিনি কর্‌ছেন। জীব নিমিত্তমাত্র। আমার জন্য তোমার ভাবনা নাই; আমার ভার তিনি নিয়েছেন, তিনিই চালিয়ে নেবেন, যদি খুব মন খারাপ হয় ধরমকে ছেড়ে থাক্‌তে কষ্ট হয়; তবে তুমিও যেতে পার; আমি আনন্দের সঙ্গে আশীর্বাদ করবো।"

বাবার শেষের কথা হৃদয়ে বজ্রসম বাজল। [তাঁকে ছেড়ে যাব ব'লে কি তাঁর কাছে এসেছি; না, নানা সুযোগ পেয়েও তাঁকে ছেড়ে থাকতে পেরেছি। আমি শ্রমকাতর, আলস্যপরায়ণ, শারীরিক পরিশ্রম ক'র্‌তে ডরাই; আমার কেবল ব'সে ব'সে ধ্যান ধারণা, সাধন-স্বাধ্যায় নিয়ে থাকার ইচ্ছা, বাহিরের কাজ এক দমও ভাল লাগে না। সেই সাধন ভজনে ভাটা পড়্‌বে ব'লেইত মন খারাপ।] ব'ললাম—ধরম প্রকাশকে দেখে তো আমি আসিনি, আপনাকে দেখেই এসেছি। আর আমার নিজের ইচ্ছাতেই বা এসেছি কোথায়? দৈবই ত আমাকে আপনার চরণতলে এনেছে। নতুবা কোথায় ছিলাম, কোনও পরিচয় ছিল না। কেনই বা এমন ভাবে এলাম। আর যখন আমার মন শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, তখনইতো ভগবান্‌ আমাকে এই শান্তির নিলয়ে শান্ত পরিবেশে লোকসংঘট্ট থেকে সরিয়ে এনেছেন" ব'লতে ব'লতে চোখে জল এল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
[সাধন রহস্য]

বাবা—যা নাম পেয়েছ, তার সঙ্গ কর। নাম শুধু অক্ষর মাত্র নয়, নামই ব্রহ্ম। ঐ নামের মাধ্যমে ধ্বনির আশ্রয়ে মন যখন সকল চিন্তা থেকে ফিরে এসে একাগ্র হ'বে তখনই তোমার অভীষ্টকে সামনে্ দেখতে পাবে। মানুষের সঙ্গ সাময়িক সুখ দিতে পারে, কিন্তু চিরকাল সুখ দেয় না; সকলেই অল্প বিস্তর স্বার্থপর; যতক্ষণ তার স্বার্থ পূর্ণ না হয় এবং যার কাছ থেকে যতটুকু স্বার্থ পূরণ হ'বার থাকে, ততক্ষণ সেই মানুষ অপরের সঙ্গ করে; স্বার্থ পূরণ হ'লেই আবার নতূন স্বার্থসাধনের জন্য ব্যগ্র হয়, নতুন শিকারের সন্ধানে ফেরে। একমাত্র ভগবানের নামের সঙ্গই সকল কল্যাণের কারণ; তিনি কখনও তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবেন না। হেলায় হোক শ্রদ্ধায় হোক, যদি নাম নিতে পার, তিনি নিশ্চয়ই তাতে রুচি এনে দেবেন, তখন তাঁকে ছাড়তে পারবে না। নামই ভগবানে প্রীতি জাগাবেন এবং শেষে নামই তোমাকে ভগবানকে পাইয়ে দেবেন। কখন স্বাধ্যায় কখন ধ্যান, কখন জপ নিয়ে থাকবে। মন একটা নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে চায় না। যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্নই প্রধান, কিন্তু তাকে মুখরোচক ক'রে উদর পূর্ণ করতে হ'লে, ডাল বা পাঁচ প্রকার ব্যঞ্জন, দধি, মিষ্টান্নাদি যোগ করতে হয়, তেমনি ব্রহ্মসদ্ভাবই শ্রেষ্ঠ হ'লেও যতদিন সেভাবে মন দৃঢ়ভাবে স্থিত না হয়, ততদিন, স্বাধ্যায়, জপ, এমনকি বাহ্যপূজা, তীর্থপর্যটনাদির সাময়িক প্রয়োজন আছে। কিন্তু পরম প্রয়োজন সেই সর্বব্যাপী, সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ তোমার অন্তর-বাহির ভ'রে আছেন—ভেবে দ্বেষ্যপ্রিয়, হেয়োপাদেয় কিছুই নাই, তিনি লীলাচ্ছলে যখন যে ভাবে তোমার কাছে প্রকাশ হবেন, সেইভাবেই তাঁকে বরণ ক'রে নিয়ে তাঁতে থাকতে চেষ্টা কর। সময় বৃথা নষ্ট করবে না, আলস্য-তন্দ্রাকে প্রশ্রয় দেবে না। তা'হলে সাধনের সময়ের অভাব হবে না। সব কাজ সময় নির্দিষ্ট ক'রে ক'রবে, ভগবান সহায় হবেন।

বাবার কথায় আশ্বস্ত হ'ল মন। ধিক্কারও জাগল। এমন স্নেহময় কল্যাণকামী ক্রিয়াবান্ গুরু পেয়েও তাঁকে আদর্শ ক'রতে পারা গেল না। ধৈর্য বা স্থৈর্য আসে নাই। একটুতেই বিচলিত হই; ভগবান্ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গড়ে পিটে নেন—একথা তখন মনে থাকে না। আমি তাঁর আশ্রিত; আমাকে নিয়েই তাঁর খেলা। আমি তো অর্বাচীন শিশু। আমাকে নিয়ে যেভাবে খেল্‌লে তাঁর আনন্দ হয়, আমার তো তাই মেনে নেওয়া উচিত এবং তাঁর দিকে চেয়ে তাঁর নামের সারি গাওয়া উচিত। তিনি যখন হাল ধ'রেছেন, তখন নিশ্চয়ই পারে নেবেন; আর তরী যদি ডোবে তাঁকেও তো ডুব দিতে হ'বে আমাকে তুল্‌বার জন্যে। ঠাকুর! আমি তোমার অজ্ঞান, অধম, মোহগ্রস্ত সন্তান। আমার হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো। আমাকে সমস্ত কামনা-বাসনা, লোভ মোহের কবল থেকে মুক্ত ক'রে আমাকে নির্বাসন, ভজনশীল কর। যদি ক্ষোভ রাখ, তা যেন তোমার দেওয়া ধনের যথাযথ সমাদর করা হয়নি, বা করছি না ব'লে ক্ষোভ জাগে।

[মহাপুরুষ চরিত্র]

মহাপুরুষদিগের চরিত্রই অদ্ভুত। তাঁরা বোধ হয় কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন না। তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিজকে ভগবানের হাতে সঁপে দিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন। তাঁদের স্বভাব সরল এবং প্রকৃতি মধুর হ'য়ে যায়। সত্য, শিব, সুন্দরে অর্পিতপ্রাণ ব'লে, যা কিছু করেন সবই মধুর হয়। তাঁরা স্বাতন্ত্র্য-হারা ব'লে তাঁদের সব কাজই সুন্দর হয়। আর আমাদের কাজ করতে হয় কত সেজে গুজে, কত জল্পনা-কল্পনা ক'রে; তাও ঠিক ঠিক করতে পারি না। অনেক গলদ থাকে; আমরা অতীত ভুলে যাই, ভবিষ্যৎ আমাদের অজ্ঞাত, বর্তমানেরও সামান্য জানি; তা সত্ত্বেও আমাদের অহঙ্কারের সীমা নাই। তার ফলে পদে পদে ঠোকর খাই, বিফলতার মুকুট শিরে নিতে নয়। হয়তো বা প্রাক্তন কর্ম ও তারফল সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে কিছুটা

সাবধান হ'তে গেলেও অবশের মত ক'রে ফেলি। ভগবদ্ভাববিরোধী সংস্কার নিয়ে এসেছি, স্বার্থপর, পরদোষদর্শী, ছিংস্মুটে হয়েছি। জীবে প্রেম নাই শিবজ্ঞানে জীব সেবা নাই; অথচ রোজই শুন্‌ছি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত"। শম, দমের বালাই নাই, একটুখানিতে ধৈর্য হারাই; পরিণামে জ্ঞান হ'তে পারে,—এখন সামান্য কষ্ট হলেও—ভাব্‌তে পারি না। মঠে কেহ নাই; কিন্তু সমস্ত কাজ ঠিক ঘড়ির কাঁটায় মত হ'য়ে যাচ্ছে। আগে ক্ষোভ জেগেছিল, এখন দেখছি, আমার লাভ হল।

[গুরুসেবা প্রয়োজন]

একদিন গভীর রাত্রিতে আসনে ব'সে [বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল] দেখছি, ৺গঙ্গার পশ্চিমকূলে এক বিরাট বট বৃক্ষতলে আমরা তিনজন সাধু আসনে ব'সে আছি। হঠাৎ আমার দেহ আসন ছেড়ে ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; বেশ মনে আছে বটগাছের মাথা পর্যন্ত উঠেছিলাম; তারপর কিছুক্ষণের স্মৃতি নাই; কিন্তু দেখ্‌লাম এক অপূর্ব আনন্দধামে এসেছি; ভাবছি পৃথিবীতে কত অশান্তি, কত দুঃখ, কত হানাহানি, কোনও দুজনে একপ্রকার চিন্তা করে না, এখানে সবাই একপ্রকার হাসিখুসি, সবাই আনন্দময়, এ আনন্দ ধাম ছেড়ে আর কোথায়ও যাব না!" এমন সময়ে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে ব'ল্‌লেন "চল, আর তোমার থাকার অধিকার নাই; তোমাকে মর্ত্যে যেতে হবে; তোমার গুরুসেবার অনেক বাকি আছে; তা শেষ ক'রে এসো, আবার এখানে আসবে।" চমক কেটে গেছিল; এতদিন ধরমপ্রকাশ ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁর সেবা বেশী ক'রতে সময় পেত, আমাকে লাইব্রেরী, বাইরের কাজ, বাজার ঘাট করতে হ'ত; মাত্র বিছানাটা তোলার অধিকার ছিল। সে যেন "উড়ে এল চিল, জুড়ে নিল বিল"। ওই সব অধিকার ক'রে-ছিল! ধরম বাইরে যাওয়ায় তাঁর কাজ ক'রবার সুযোগ পেলাম। মজা দেখি, সব কাজ সময়ে হ'য়ে যায়, অথচ সাধন-ভজনের সময়ের অভাব হয় না। আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে মনটা নামমুখী হয়। প্রথমে

নিঠুর মনে হয়েছিল "এখন দেখছি, তাঁর আঘাত যত গুরু, স্নেহও তত বেশী, ততই বেশী ক'রে কাছে টেনে নিচ্ছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[ফুলের গাছ]

দোতলায় কলতলায় ড্রামে জল থাকে। ছাদে ২৫ টা গোলাপের টব। আমি না পা'রলে, না জল দিলে, বাবা নিজেই মগে ক'রে গাছে জল দেন। দিতে বারণ ক'রলে বলেন—তুমি তো অনেক কোরছ; আমি তো ব'সে ব'সে থাকি, এতে একটু Exercise হয়; তোমাদের আসার আগে আমিই তো জল দিতাম, কোন দিন ফজিনা দিত। ওরা কি ফেলনা? ওরা তাঁর এক একটি বিশেষ মূর্তি, ওদের সেবা কর্‌লে তাঁরই সেবা করা হয়; ওরা ভাগ্যবান্, তাই মঠে স্থান পেয়েছে; ওদের ফুলে ঠাকুরের মালা গেঁথে দিই। ঠাকুর ফুল বড় ভালবাসতেন। ওদের সেবা মানে ঠাকুরের সেবা, আর ওদের মাধ্যমে ঠাকুরের সেবা ক'রে আমার ও আনন্দ।"

[মন্দির প্রাঙ্গণ—জীবই-শিব]

তখন ছোট মন্দির হয়নি, বড় মন্দিরের চাতাল থাক্‌লেও ওপরে ছাদ ছিল না। পাম গাছ, লকেট গাছ, ঝাউগাছ, একটি নিম গাছও ছিল। প্রায় ছ' কাঠার ওপর আশ্রমবাড়ী; ভেতরে অনেকখানি খালি জায়গা; মঠের পুব দিকে কিছু পাঁচিল; কিছু টিন দিয়ে ঘিরেছে লক্ষ্মী-বিলাস-এর মালিকরা; দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দরমার বেড়া; পাশে চোরা গলি। অনেকখানি জায়গা, মন্দিরের সামনে কলা ফুলের বাগান; মন্দিরের তিনদিকে তুলসীকানন। পুবদিকে একটি বড় গন্ধরাজ ফুলের গাছ। দিনমানে ২।১ জন এলেও রাত্রিতে ওপরে বাবা আর নীচে আমি। কিন্তু মাঝে মাঝে বিড়াল ছানার উৎপাত ভোগ করতে হয়। লোকে ফেলে দিয়ে যায়; তারা মিউ মিউ ক'রে ডাকে,

আর বাবা চঞ্চল হ'য়ে পড়েন; বলেন "ওদের কষ্ট হচ্ছে, কোন্ নিষ্ঠুর ওদের মায়ের কোল থেকে কেড়ে এনে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে, ওরা না খেয়ে মারা যাবে, ওদের দুধ খেতে দাও ওরা এখনও নিজেরা খেতে শেখেনি"। আমি না খেতে দিলে নিজেই যেয়ে খাওয়াবেন। আবার মাঝে মাঝে বকেন "দুষ্টু, পালাচ্ছ, ক্ষিদে পায়নি বুঝি, না খেলে মারা যাবে যে, খেয়ে নাও; তারপর খেল গিয়ে"। তাদের ভাল জায়গায় রাখ্‌তে হ'বে, কোনও কষ্ট না হয় দেখ্‌তে হ'বে। কোন কোন দিন বিরক্ত হই—দেখে বলেন "এ কি বিড়ালের সেবা ক'রছ, না ভগবানের সেবা? শোননি "ভগবান্" একোঽহং বহুস্যাম্ ব'লে বহু হ'য়েছেন, সদসদ্রূপে, ব্যক্ত অব্যক্তরূপে, পশু পাখী, কীট-পতঙ্গরূপে, তৃণ গুল্ম লতা, নরবানর, দেবতা-গন্ধর্বরূপে, আকাশবাতাস জলরূপে —সর্বরূপে প্রকাশ পেয়েছেন; নানা রূপে বিরাজ করছেন। নিজেকে নিজে আস্বাদন করছেন, নিজেকে নিজেই সেবা করছেন, সব ক'রেও আপনাতে আপনি মগ্ন আছেন। তিনিই সব ক'রছেন; তোমার আমার শক্তি কোথায়? শক্তি তো তাঁরই, তিনি তোমার আমার আধারে শক্তি রূপে আছেন বলেই তো চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছি। আমরা মোহান্ধ; স্বরূপ ভুলে গেছি, দেহেন্দ্রিয়াদিকে আত্মা ব'লে মেনেছি, আর তাদের প্রীতির জন্য অহঙ্কারের বশীভূত হ'য়ে চারিদিকে ছুটোছুটি কোর্‌ছি। জীবভাব যতদিন থাক্‌বে, যতদিন দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মারূপে স্থিত না হ'বে, অহন্তা-মমতা নাশ না হ'বে ততদিন সেব্য-সেবক ভাব, উপাস্য-উপাসকভাব রাখ্‌বে। জগতে দুইটি মাত্র তত্ত্ব তখন, 'তিনি আর তুমি'। তুমি সেবক, তিনিই সেব্য। তোমার আর তাঁর মাঝে দ্বিতীয় আর কিছু নাই; সকলরূপে, সকলভাবে তোমার চারিপাশে থেকে, তিনি তোমার সেবা নিয়ে তোমাকে ধন্য করছেন। তিনিই নিজেই নিজের সেবা ক'রছেন। সকলের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে থেকে তিনি সকলকে চালাচ্ছেন। যতদিন না তাঁর অস্তিত্বে স্বীয় অস্তিত্ব মিলিয়ে দিতে পার্‌ছ, যতদিন সামান্যমাত্র অহঙ্কার থাক্‌বে, ততদিন সর্বরূপে তিনি ভেবে কায়মনোবাক্যে সেবা ক'রে যাও।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" এই উপনিষদ্ বাক্য জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা কর, জীবন্ ধন্য হ'বে। ভেদদৃষ্টি-লোপ পাবে; ওপর-নীচ, পূজ্য-ঘৃণ্য, বোধ রেখো না। "যৎ করোমি জগদ্‌গুরো তদেব তব পূজনম্" —এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস ক'রে প্রয়োজনে সকলের সেবা ক'রে যাও।

সাধারণের সঙ্গে সাধুদের অনেক ফারাক্। সাধুরা আত্মভোলা, ভগবৎপরায়ণ; সাধারণ ব্যক্তিরা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। সাধারণে শুধু কেবল নিজের কোলে ঝোল টানতে চায়। স্বীয় আহার, নিদ্রা, আরাম নিয়ে ব্যস্ত, অন্যের দুঃখে তাদের প্রাণ কাঁদে না। বরং অন্যকে দুঃখ দিতে পারলে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে। আবার এমন ব্যক্তি-বিশেষকে দেখা যায়, যিনি নিজের সুখের জন্য চান না বা অন্যকে কষ্ট দিতে চান না, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের সুখের জন্য নিজে কষ্ট করেন, নিজকে বঞ্চিত করেন এবং এমন কি অন্যকেও কষ্ট দিতে পিছপাও হন না। আমার ন্যায় অজ্ঞ যারা, তাদের তো কথাই নাই। তারা নিজেরা ভোগ করে, অতিরিক্ত হ'লে ফেলে দেয়, তবু কাউকে প্রাণ ভ'রে দেয় না। অন্যে দিতে গেলে বাধা সৃষ্টি করে।

বাংলার ১৩৫০ এর মন্বন্তর; লোকে হা অন্ন, জো অন্ন ক'রে বেড়াচ্ছে; গ্রামের গরীবরা শহরে এসে লোকের দরজায় দরজায় "দুটো ভাত দাও, একটু ফেন দাও" ক'রে বেড়াচ্ছে; বহু দিন অনাহারে থেকে কেউ কেউ ম'রে রাস্তায় প'ড়ে থাক্‌ছে, কখন কখন চোখে পড়ে, শুধু মুখ দিয়ে "আহা, না খেতে পেয়ে ম'রে পড়ে আছে" এইটুকু মাত্র বেরোয়; কিন্তু যারা গেছে, তারা তো আর ফিরবে না, তাদের জন্য দুঃখ ক'রে লাভ কি? কিন্তু এখনও যারা বেঁচে আছে, না খেতে পেয়ে তারাও ২/৫ দিনের মধ্যে ম'রতে পারে, তাদের জন্য ত্যাগ ক'রতে ইচ্ছা জাগে না। আমিত রোজই খাচ্চি; দুবেলাই খাচ্চি; একবেলা না খেয়ে আমার ভাগটা এক জনকে দিই, সে প্রাণে বেঁচে যাবে, এই বুদ্ধি জাগে না—এ পোড়া পাষণ্ড মনে। কিন্তু বাবার। তাঁর চোখে জল আসে, খেতে খেতে শব্দ

পেয়ে উঠে পড়েন, তাঁর পাতের অন্ন ঐ সর্বহারাদের দিতে হয়। তারা তাঁর সামান্য আহারের ওপরে ভাগ বসায়, আমার মনে কষ্ট হয়। বাবা বারান্দায় আহার করেন, সদর দরজা বন্ধ ক'রে দি, যাতে তাদের কাতর প্রার্থনা তাঁর কানে না যায়। কিন্তু তাতে বিপরীত ফল হয়; যে দিন ওদের দেওয়া হয় না, সেদিন প্রায় সবই প'ড়ে থাকে! এ দেখেও মনে হয় না, বলি বাবা, "আজ আপনি খান, আমারটাই ওদের দেবখন।" এক একদিন বাবা বলেন—"তোমাদের বয়স কম, শরীরে ক্ষুধা বেশী, শারীরিক পরিশ্রম ক'রতে হয়; তোমরা না খেলে কাজ ক'রবে কি করে, আমি ব'সে ব'সে থাকি, আমার শরীরের ক্ষতি কম হয় এবং তা পূরণ করার জন্য অধিক আহারেরও প্রয়োজন না। তার ওপর অনেক দিন তো এ শরীরে বাস করেছি এ শরীর গেলেই বা কি আর থাকলেই বা কি।"

আমি—আপনার তপঃ-পূত শরীর; ক্ষুধা তাতে কম; অনাহারে বিশেষ ক্ষতি হয় না, অনাহারেও বিশেষ ক্লেশ মনে করেন না; কিন্তু আপনার শরীরও তো রাখার প্রয়োজন আছে; আমাদের মত মূঢ়দের হাতে ধ'রে না চালালে, আমরা যে কোথায় তলিয়ে যাব! সুতরাং রোজ রোজ প্রায় সব দেবেন কেন?

[শূন্য হ'লে ভ'রে দেন]

বাবা—সব ত্যাগ ক'রতে না পারলে, হৃদয়কে সম্পূর্ণ রিক্ত ক'রতে না পা'রলে, তিনি ভরে দেবেন কেন? তিনিই তো নানারূপে এসে আমাদের নানাভাবে পরীক্ষা করেন, কতটা ত্যাগ ক'রতে পারি; কতটা ভালবাসা জেগেছে হৃদয়ে অন্যের প্রতি তদ্‌বুদ্ধিতে, তা পরীক্ষা করার জন্য কখনও শত্রুরূপে, কখনও মিত্ররূপে, কখনও ভৃত্যরূপে, কখনও বা ভিখারীরূপে হাজির হন। আর যদি আমরা স্থানকালপাত্র বিবেচনা ক'রে সময়োপযোগী ব্যবহার ক'রতে না পারি, তিনি হাসেন, তাঁর মায়াও গলায় দড়ি দিয়ে তার কুয়োর জলে ফেলে নাস্তানাবুদ করে। জীবে দয়া, নামে রুচি, সাধুসেবা ও ভগবানেভক্তি এই চারটিকে

সার জেনে জীবনে প্রতিদিনের ব্রতে পরিণত করবে।

এত সত্ত্বেও নিজের অহঙ্কার গেল না, বাবাকে সুখী করার বুদ্ধি, তাঁকে সুস্থ রাখার বুদ্ধিতে পেয়ে বসেছে। আমার যে কোনও ক্ষমতা নাই, তা একবারও মনে জাগে না। একবারও ভাবিনা—"বাবা শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত; তাঁকে রাখার ভার তাঁর। তিনিই তাঁর ভেতরে দয়া রূপে জাগছেন, প্রবৃত্তিরূপে জেগে প্রবর্ত্তিত করছেন সেবা করতে, আবার তিনিই আর একরূপে সেবা নিচ্ছেন; আনন্দ পাচ্ছেন, তাঁর সেবককে আনন্দ দিচ্ছেন।" তাই সাধারণ বুদ্ধিতে আজ আগে থাকতেই সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছি, যাতে শব্দ কানে না আসে; সিঁড়িতে আসনে বসেন, সেখান থেকে নেমেই মধ্যাহ্নের ভিক্ষায় বসেন। তাঁকে দিয়ে নীচে চ'লে এসেছি অল্পক্ষণ পরেই তাঁর হাত ধোওয়ার সাড়া পেয়ে ওপরে গিয়ে দেখি, সবই পাতে পড়ে আছে।

আমি—না খেয়েই উঠে পড়লেন, কিছুই খেলেন না?

বাবা—ঐ যে ওদের গলাপাচ্ছি, খাবার মাগছে; কাল হয়তো খাওয়া হয়নি; আজও ঐ অবস্থা; একথা ভাবলে কি আর মুখে অন্ন রোচে? আমি তো কিছু খেয়েছি, রাত্রিতে প্রসাদ পাবখন; ওগুলো ওদের দিয়ে দাও; ওরা এক একজন একবারে আধসের চালের ভাত খায়; ঐগুলো ওদের চাল জলখাবার মত হ'বে, কিছুক্ষণ ল'ড়তে পা'রবে। আজ ঠাকুর থাকলে ওদের ব্যবস্থা তিনিই করতেন। পূর্ববঙ্গের বন্যার, বর্দ্ধমানের বন্যার সংবাদে কেঁদে ফেলেছিলেন। যতদিন তাদের জন্য কাপড়চোপড়, চাল, চিঁড়ে খাবার না পাঠাতে পেরেছিলেন, ততদিন তাঁর আহার-নিদ্রা ছিল না; আর সেতো খবরের কাগজে প'ড়ে তাঁর ঐ অবস্থা হ'য়েছিল, আর দুঃখীদের, অন্নহারাদের আর্ত্তনাদ তাঁর কানেগেলে, তিনি কি না ক'রতেন! মঠের তেমন অবস্থা নয়, লোকেরও অভাব, বাইরের লোকের সঙ্গে আমার পরিচয়ও নাই; সুতরাং ৫জনের দরজায় যেয়ে সংগ্রহ ক'রে ৫জনকে দিবার সুযোগ কোথায়। আমার পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব, সেইটুকুই করাচ্ছেন। এইরূপে ৭ দিন চলল। বাবা পূজো সেরে দুটুক্রো কলা, সামান্য শশা,

আধখানা পেয়ারা ও ১টি চারপয়সার সন্দেশ খান। রাত্রিতে তিন খানা লুচি ও একপোয়া দুধ, দুপুরবেলা তো খাওয়াই হচ্ছে না। মঠের সঙ্গতি নাই, যে অন্য কিছু কিনে খাবেন, আবার তাঁর নিয়মনিষ্ঠা যা দেখি, তাতে কিছু কিনে এনে দেওয়াও যাচ্ছে না। খুব কষ্ট হয়; ভিখারীগুলির ওপর রাগও হয়; তারা সাধুর খাবার ব্যাঘাত করছে —সে বোধ তাদের নাই; গরজ বড় বালাই। এসব কথা মনেও হয় না;—তারা গৃহস্থবাড়ী মনে ক'রেই ভিক্ষা চাইতে এগিয়ে আসে। আর আমার সদানন্দ, আত্মভোলা বাবা সবই ওদের দিয়ে দেন। একদিন দরজা বন্ধ করে দিয়েছি, ওদের আসা বন্ধ করার জন্য, অন্যদিন দরজা খোলা থাকে, আগে ভাগেই মঠপ্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে; আজ বোধ হয় অন্যত্র গিয়েছিল আরও সংগ্রহ ক'র্‌তে। মেয়েটা নিজে আসে— একটা ছেলে ও একটা মেয়ে তার সঙ্গে আসে। একদিন দেখেছি ঐ মেয়েটা কখনও ছেলেটার কখনও বা মেয়েটার হাত বাম হাত দিয়ে চেপে ধরে নিজে গপ্‌ গপ্‌ ক'রে খাচ্ছে, ওরা প্রায় কিছুই পেলে না; ব'ল্‌লাম—ওহে মেয়ে, ওরা তোমার কে? তোমার ছেলেমেয়ে নয় বোধহয়! রাস্তা থেকে ধ'রে এনেছ ভিক্ষার সুবিধের জন্যে, নচেৎ ওদের না খেতে দিয়ে তুমিই সব খেয়ে নিলে? ব'ল্‌লে "বাবা! আজ তিন দিন পেটে ভাত যায় নি, আর পার্‌ছি না। আমি আজ না খেলে মরে যাব, তখন ঐ শিশু দুটিকে কে দেখ্‌বে? ওরা শিশু, ওদের দেখ্‌লে লোকের দয়া হয়, আমাকে কেহই দিতে চায় না।' এই মর্মন্তুদ কথা শুনে আমার পাষাণ হৃদয়ও একটু গলল, চোখে জলও এল। কিন্তু তবু ওদের কাতরতা আমাকে খুব ব্যথিত ক'র্‌তে পারিনি, তা হ'লে কি ওদের বাধা দিবার জন্য দরজা বন্ধ ক'র্‌তে পারতাম। বাবা জ্ঞানী, গুণী, সিদ্ধপুরুষ, তিনি পূর্বাপর না ভেবে কি কিছু করেন? আমার কাজ তাঁর কাজের সহায়তা করা, তাঁর আদেশ পালন করা, তবুও কেন জানিনা দীক্ষা হ'বার পর থেকে তাঁতে গোপালবুদ্ধি, তাঁর সুখসুবিধার ব্যবস্থা করার ভার যেন আমার ওপর। তাঁর জন্য আমার যত মাথাব্যথা। তাঁর ত্যাগী শিষ্যেরা যার সেই তার পথে চলে

গেছে, গৃহী শিষ্যেরা যিনি যা পারনে তা' দেন ও দিচ্ছেন, কিন্তু কি খেয়েছেন, কি খান কেউই কোনও দিন জিজ্ঞাসা করেন না। যা হোক্, ওরা আজ আস্তে পারেনি। ওদের সাড়াও পাননি, ভেবেছিলেন ওরা আজ অন্ত পাড়ায় গিয়েছে। ব'ল্লেন—আমি আর ওদের কতটুকু দিতে পারি, পেট ভরে না, তাই অন্যত্র গেছে।" বেলা ২॥০টা হবে। প্রসাদ পেয়ে উঠেছেন—একটু পরেই বাহির থেকে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। দরজা খুল্তেই আগন্তুকের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও ভেতরে ঢুকে খাবার চাইলে। এবার আমার শাসনের পালা।

[শাসন]

বাবা—কি! তুমি বুঝি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলে? তাই ওরা আস্তে পারেনি। আমি অতি সামান্ত দিই, তাতে ওদের কীই বা হয়? আমার কষ্ট হয় মনে ক'রে এমন কাজ ক'রেছ? তুমি তো বড় নিষ্ঠুর! আমি তো রাত্রিতে প্রসাদ পাই। ওরা একবেলা অতি কিছু সামান্ত পায়। বেচারারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অর্দ্ধাহারে, অনাহারে কাটায়, খেতে পায় না। এই যুদ্ধের জন্ত ও স্বদেশী আন্দোলনের জন্ত সরকার সব ধান, চাল সীজ (sieze) ক'রে নিয়েছে; অসাধু ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে ধান-চাল সব লুকিয়েছে। ওরা গরীব, ওদের কিনে খাবার পয়সা নাই; খেতে পাচ্ছে না, এক সময়ে ওরাই কতজনকে ভিক্ষে দিয়েছে, কতজনকে খেতে দিয়েছে, আজ ওরা ভিখিরী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে, তাও ভিক্ষে পাচ্ছে না; না খেয়ে খেয়ে মর্তে ব'সেছে। এদের জন্ত বরাদ্দ এক মুঠো অন্ন হ'তে বঞ্চিত কর্তে চাও ওদের? তোমার যখন খুব ক্ষিদে পায়, আর তুমি খাবার পাবার আশায় কোথায়ও যাও আর তারা যদি দরজা বন্ধ ক'রে দেয়, তখন তোমার মনে কি কষ্ট হবে না? নিজের প্রাণ যেমন প্রিয় ভাব, প্রত্যেকেই তেমনি নিজ নিজ প্রাণকে ভালবাসে। অনাবৃষ্টির জন্ত শস্ত না হওয়ায় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময়ে ঋষি বিশ্বামিত্র পর্যন্ত প্রাণরক্ষার জন্ত চণ্ডালের বাড়ীতে যেয়ে

অখাদ্য কুকুরের পৃষ্ঠমাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আর এরা তো গোলা লোক; চিরকাল আরামপ্রিয়; আজ অবস্থা বিপর্যয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে। ভগবান্ যে নানারূপে লীলা ক'র্‌ছেন। তিনিই সাপ হ'য়ে কাটেন আবার ওঝা হ'য়ে ঝাড়েন। তিনিই ভিখিরী, তিনিই ভিক্ষাদাতা; তিনিই ভিক্ষা দেন, তিনিই ভিক্ষে নেন। আমাদের মধ্যে থেকে তিনিই প্রবৃত্তিরূপে উদিত হ'য়ে তিনিই দিচ্ছেন। আমরা অজ্ঞানভাবশতঃ অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে ভিক্ষে দিই মনে করি। আমাদের ভেতর কারুণ্যগুণ জাগাবার জন্য, ব'ল্‌তে গেলে আমাদের ধন্য ক'র্‌বার জন্য দীন দুঃখী, পতিত-গঞ্জিত হ'য়ে আমাদের সামনে আসেন। আর আমরা যদি সে সুযোগের সদ্‌ব্যবহার না করি, তা হ'লে আমাদেরও তো তেমন অবস্থায় প'ড়তে হবে। স্ব স্ব অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে তাঁর ভাবে ভাবিত হ'য়ে যতদিন না আপনার সেবা আপনি কর্‌ছি, আপনাকে আপনি আস্বাদন কর্‌ছি—এ বুদ্ধি না জাগবে, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা ক'র্‌তে না পার্‌বে, আপনপর বুদ্ধি থাকবে, সকলের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে সেই পরম করুণাময় বাস ক'র্‌ছেন তিনি ছাড়া আর কিছু নাই—এ বুদ্ধি না জেগে ভেদবুদ্ধি থাক্‌বে, ততদিন শান্তির আশা বৃথা। ততদিন দুঃখের নিবৃত্তি হ'বে না। ব্রহ্মচর্য নিয়েছ, বীর্য-ধারণ যেমন দরকার শান্ত-সমাহিত হ'বার জন্য, যেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিচ্ছেদে আত্মধ্যানে, ভগবদ্ধ্যানে ডুবে থাক্‌বার জন্য ব্রহ্মচারী হওয়া তেমনি দিবানিশি সেই একের ভাবে মগ্নথেকে সেই একের অনুভবী হ'য়ে সবেতেই প্রেম-প্রীতি ভালবাসা জাগাবার জন্য ও ব্রহ্মচারী হওয়া। দেহেতে আত্মবুদ্ধি থাকার জন্য, দেহের প্রতি আসক্তি থাকার জন্য সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাক, তেমনি সদাসর্বদা সেই সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী প্রেম-ময়ের প্রীতি উৎপাদনের জন্য, তাঁতে জেগে থাকার জন্য যত্ন নেবে; নতুবা বেশধারণমাত্র সার হবে,জীবনে শান্তি পাবে না। ওদের মধ্যে তো তিনি আছেন, ওরা কি তিনি ছাড়া! ওদের না আস্‌তে দিয়ে, ওদের এই সামান্য আহার্য থেকে বঞ্চিত ক'রে বিশেষ অন্যায় ক'রেছ। তুমি আমার কষ্ট হ'বে মনে ক'রে, আমার প্রতি প্রীতি দেখাতে গিয়ে,

আমাকেই কষ্ট দিয়েছ, আমি যা খেয়েছি, তা বিষ খাওয়া হ'য়েছে মনে হচ্ছে। আমার আকাশবৃত্তি, ভগবানের দিকে চেয়ে আছি, তিনি যেদিন যা জোটান, তাইই তো আমার মাথা পেতে নেওয়া উচিত; যা দেন তাই-ই আমার সেই দিন প্রাপ্য মনে করি; না পেলে দুঃখ করি না। মনে করি "আজ আমাকে না দিয়েই আমার পরম কল্যাণ ক'রেছেন, দিলে হয়তো অমঙ্গল হোত। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী আমার অকল্যাণ হ'বে ব'লে দেননি। ওরা যে আসে, আর ভগবান্ যে আমার মনে থেকে ওদের দিবার প্রবৃত্তি দেন—এটা তাঁর মহা-করুণা। মনে মনে ভাবলাম, তবে তো দরজা বন্ধ করার প্রবৃত্তি তোতিনি দিয়েছেন। তিনি অন্তর্যামী বল্তে লাগ্লেন।

"তুমি হয়তো মনে কর্‌ছ—তুমি দরজা বন্ধ ক'রে তাঁদের আস্‌তে দাওনি, এটাও তাঁর ইচ্ছা হ'তে পারে? না, তা মনে করো না; আমার অহঙ্কার আছে, আমাকে পরীক্ষার জন্য ঐরূপ ক'রেছেন; সত্যই ওদের দিবার ইচ্ছা থাকে কিনা, বা আমি মঠের সাধু, ওদের না দিলে মঠের বদ্‌নাম হবে;—সেই অপযশ বন্ধ করার জন্য দিই কি না—তা পরীক্ষার জন্য সেই চতুর চূড়ামণি তোমার মনে প্রেরণা দিয়েছেন। এরূপ আর করো না; যতটুকু পার, পরের কারণে স্বীয় স্বার্থ বলি দেবে, জীবন-মন উৎসর্গ ক'র্‌তে সচেষ্ট হ'বে; পর তো কেউ নন, সবই তোমার আপন; পশুপাখী; কীটপতঙ্গ, তৃণগুল্মলতা, দেব-দানব-মনুষ্য-গন্ধর্ব—সর্বরূপে সেই ভগবান্ তোমার সাথে সাথে, তোমার পাশে পাশে রয়েছেন; তিনিই সেবা নেন। ঐ ঐরূপে তাঁরই সেবা কর্‌ছ; দুই বলে কিছুই নাই, সবই তোমার আত্মা, সবই তোমার ভগবান্"। ধন্য ঠাকুর! এমন আত্মভাবে ভাবিত না হ'লে, সর্বব্যাপী সত্তায় এমনভাবে মনেপ্রাণে নিজেকে না ডুবাতে পারলে কি তুমি সদা-সর্বদা আনন্দে থাকৃতে পার্‌তে? সর্বদা তোমার মুখে কি মৃদুমন্দ হাসি থাকৃত? সদা সর্বদা তাঁর ভাবে থেকে নিঃশঙ্ক হ'তে পারতে?

আমি যে অজ্ঞান, আমি সদাসর্বদা দেখেও নিতে পার্‌ছি না. শক্তি দাও ঐ ভাবে স্থিত হ'বার, ভক্তি দাও তোমাতে নির্বিচারে বিশ্বাস রাখ্‌বার।

[প্রতিক্রিয়া]

বাবা প্রায় কিছুই খাননি ; সবটাই এনে ওদের দিলাম ; আজ আমার ভাগের রুটিও কিছু ওদের দিলাম। বাবা, আজ ১৫ দিন প্রায় না খেয়ে ওদের দিচ্ছেন। অন্য কিছু খানও না, তবু বেশ আছেন ; সেইরূপ সদানন্দময় আছেন, মুখের বা শরীরের কোনও পরিবর্তন নাই। আর আমি একদিনও ভাবি না ; যতই আদর যত্ন করি না কেন, অন্যের শরীরের মত একদিন এ শরীর তো যাবেই। শরীর ধারণ ক'রে বুদ্ধিমান হ'লে সাধন-স্বাধ্যায় ক'রে, দান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক'রে, ধর্মোপার্জন ক'রে পরকালের কাজ ক'রে, এক জন্মে না হ'লেও জন্মান্তরে শুচিমান্ শ্রীমানের ঘরে জন্মলাভ ক'রে আরও এগিয়ে যেতে পারে ; আর তেমন দুর্বুদ্ধি জাগ্‌লে পশুপাখীর মত খেয়ে-দেয়ে জীবন মাটি করে এবং এক যোনি হ'তে অন্য যোনিতে পরিভ্রমণ ক'রে কত কষ্ট পায় ; মুক্তির পথে যেতে অনেকদিন লাগে। শুনি পূর্ব জন্মার্জিত ধন, পূর্ব জন্মার্জিত বিদ্যা, পূর্ব-পূর্বজন্মে করা সাধন, ভাবী জন্মে পাওয়া যায়, দিলে পাওয়া যায়, করলে সংস্কারবশে জন্মান্তরে সহজসাধ্য হয়। না দিলে পাওয়া যায় না। আমি দেখ্‌ছি, দেখেও তো শিখ্‌ছি না ; লোকে দেখে শেখে, শুনে শেখে ঠেকেও শেখে, আমার তো সবগুলি উপায়ের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। হায়! হায়! তবুও তো আমার সুবুদ্ধি হ'ল না। আমি তো বড় আত্মকেন্দ্রিক, বড় স্বার্থপর! ধিক্ আমার ব্রহ্মচর্য গ্রহণে, ধিক্ আমার সাধুত্বে. পরের জন্য যে সামান্য স্বার্থত্যাগ ক'র্‌তে পারে না তাঁর আবার আশ্রমবাস? এমন আদর্শবান্ গুরু পেয়েও (যিনি শুধু উপদেশ দেন না, নিজে করেন ; যিনি কখনও বলেন না "আমি যা করি তা কোরো না, যা বলি তাই কর", যিনি

হাতে কলমে ক'রে দেখাচ্ছেন) তাঁর কাছে সদাসর্বদা থেকে এবং তাঁর আচার-আচরণ দেখেও আমার শিক্ষা হ'ল না। হায়! আমার গতি কি হবে? আমার ন্যায় মূঢ় বোধহয় আর কেহ নাই। ঠাকুর! তুমি সর্বদা চালাচ্ছ; এ বিশ্বাস আমাকে দাও। তোমার আচার-আচরণ আমার জীবনের ব্রত হোক্; কত জন্মের কত বিরোধী সংস্কার আমার অন্তরে দানা বেঁধে আছে। তুমি নিজ কৃপাগুণে সব থেকে মুক্ত ক'রে আমাকে আলোর পথে নিয়ে চল। তুমি যে গুরু, আমার অজ্ঞানান্ধকার নাশ ক'রে আমার হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালানই যে তোমার স্বরূপ; তোমার করুণা-বরুণালয় স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ কর, আমাকে পবিত্র কর, মুক্ত কর, সবতাতেই তুমি, তোমাতেই সব—জেনে তোমাতে একাত্ম হ'য়ে সকলকে ভালবাসি; সকল সুখদুঃখের অতীত হই।

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[শিষ্যদরদী বাবা]

যুদ্ধ চলছে, Civil Defence Party (সিভিল ডিফেন্স পার্টি) থেকে সাইরেন বাজ্‌লে কোথায় কেমন করে আশ্রয় নিতে হবে; যদি আগুন লাগে কি ভাবে নিবাতে হবে, তার জন্য বালতি ষ্টিরাপ পাম্প দিয়ে গেছে; ঘরের মধ্যে বোমা প'ড়ে ঘর ধোঁয়ায় ভরে যায়, তবে কেমন ক'রে বাইরে আসতে হবে" প্রভৃতি নানা প্রকার উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে গেছে। বাবা বারবার সে নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দেন, সাবধান থাকতে বলেন। "জগতে সব ছকে আঁকা, সবই হ'য়ে আছে, কালের নিয়মে চক্রীর নির্দেশে সবই ঠিক হ'য়ে আছে, কিছুই অন্যথা করার যো নাই, কিছুই অন্যথা হ'বার উপায় নাই। জীবের যতদিন অহঙ্কার আছে, ততদিন সেতো উদ্দাম গতিতে ছুট্‌তে চেষ্টা কর্‌বেই, সেইটাই তাঁর ইচ্ছা; ভগবান্ জীবের শিক্ষার জন্য সর্বদাই কর্ম করেন, একক্ষণও

চুপ ক'রে থাকেন না, আর তিনি কর্ম না ক'রলে জীব-জগৎ-সব উৎসন্ন যাবে। আমাদেরও অহঙ্কার নাশের জন্য সর্বদা কর্ম করা উচিত ; না করলে অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে হ'বে, যখন সব তাঁতে সমর্পণ ক'রে আত্মহারা হ'তে পারবে, তখন আর কর্ম-থাকবে না। যা ঘটবার তাতো ঘটবেই, চেষ্টা সত্ত্বেও যখন ঘটে, তখন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারবে! তাঁর ঠাকুরের ইচ্ছা—

'সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ ভবেৎ।" এবং তাইই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। আর একান্ত অনুগত শিষ্য বাবা, তাঁর ব্রতও তাই নিশ্চয়ই। বাবা সকলের মঙ্গল চান এবং তাঁর সাক্ষাৎ ভাবে আশ্রিত ব'লে তাঁর চিন্তার বিরাম নাই। আমাদের কোনও কষ্ট না হয়, বেঘোরে মারা না যাই—তার জন্য তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। একদিন দিন দুপুরে এক লাগাড়ে সাইরেন বেজে চলছে ; বিপদ্ সঙ্কেত, ; বিমান আক্রমণের সঙ্কেত ; কলিকাতা বন্দরে, হাওড়া পুলের কাছে সব Cammuphlege করা হ'য়েছে ; নকল বিমান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, দূর থেকে দ্রুতগামী ট্রামে বাতাসে চলতে গেলে মনে হয় ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান তাড়া ক'রে আসছে। আর কিছু না, শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দিবার জন্য এ একপ্রকার রণকৌশল] বাবার শরীর বৃদ্ধ, তার উপর অসুস্থ তাঁকেই দেখা উচিত ; কিন্তু সব উলটো ; দোতলা থেকে (বোধ হয় আমাদের জন্য, কেননা, শত অসুস্থতাতে কখনও পরোয়ানা করেন না, শুয়েই থাকেন না, তাঁর দেহ যে অপটু,—অসুস্থ এ বোধই তাঁর নাই, তিনি দেহাতীত, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা ; জীব যতদিন মুক্ত না হয়, তত দিন পুরোণো বস্ত্রের মত ছেড়ে ফেলে নতুন বস্ত্র পরার মত, এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করে, দেহ আগন্তুক, অনিত্য, অপায়ী তত্তৎ কর্মফলভোগোপযোগী, দেহের নাশে আত্মার নাশ নাই—এ বুদ্ধি তাঁর পাকা] এক তলায় সিড়ির নীচে এলেন, তিনি না এলে আমরাও না আসতে পারি—ভেবে। হাঁক ডাক ক'রে আমাদেরও নীচে নামালেন।

আমি—শত্রুদের Target তো Military ; যেখানে গোলা-বারুদ, যোগাযোগের ব্যবস্থা যেমন পুল, রেলষ্টেশন, জলাধার, খিদিরপুর ; সেখানেই তো ওরা বোমা ফেল্‌বে। আমরা সাধারণ নাগরিক, আমাদের মেরে তাদের কি লাভ, কাদের নিয়ে রাজত্ব কর্‌বে, প্রজা মেরে ফেল্‌লে। অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করা, শত্রুসৈন্য ধ্বংস করার চেষ্টাই ওরা ক'রবে। আমাদের ভয় কি ?

বাবা—যা ব'লছি কর। সাবধানের মার নাই। সত্যই ঐসব জায়গায় বিমান আক্রমণ ক'র্‌তে, বোমা ফেলতে চেষ্টা ক'র্‌বে ; কিন্তু সব সময়েই কি Target লক্ষ্য ক'রে বোমা ফেলা সম্ভব ? ওরা কি হাতীবাগান বাজারে বোমা ফেল্‌তে চেয়েছিল ? কিন্তু সেখানেও ফেলেছে; বাজার প্রায় ধ্বংস হ'য়েছে, কত লোক মারা গেছে, কত লোক আহত হ'য়েছে। বোমার আঘাতে মারা যাওয়া এক কথা, আর বিকলাঙ্গ হ'য়ে দগ্ধে দগ্ধে মরা কি সুখের ? দেহের নাশে জীবের নাশ হয় না সত্য ; জীব শাশ্বত, নিত্য, সত্য ; প্রাক্তন কর্মের ফলে দেহধারণ করে ; ধর্মাধর্মের গণ্ডী থেকে যতদিন মুক্ত না হ'বে, ততদিন জন্মমৃত্যুর নিগড়ে বাঁধা থাক্‌বে, তাও যদি প্রারব্ধ ক্ষয়ে সঞ্চিত কর্মের ফল ভোগ কর্‌তে জন্ম নিতে হয়, তবে তার ফল এক রকম। আর যদি প্রারব্ধ ক্ষয়ের পূর্বে অপঘাতে দেহ যায়, তবে কষ্টের সীমা থাক্‌বে না। চল সকলে নীচে যাই ; এখানে থাকা ভাল নয় ; মঠ-বাড়ীর জীর্ণ অবস্থা ; সেই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জল পড়ছে ; ছাদ ভাল নাই, ধারে কাছে বোমা পড়্‌লে তার Vibration এ ছাদ ঝুর ঝুর ক'রে ভেঙ্গে পড়্‌তে পারে। ভগবান পাঠিয়েছেন তাঁর কাজ কর্‌বার জন্য ; চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, বায়ু, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছপালা—সকলেই তাঁর কাজ কর্‌ছেন ; আমাদের আবার প্রারব্ধ ভোগ আছে ; ক্রিয়মাণের দ্বারা সব বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যও আমাদের দেহধারণ ; যতদিন ভগবানকে না পাওয়া যাবে, ততদিন গতাগতির নিবৃত্তি নাই ; মনুষ্যশরীরেই তাঁকে পাবার জন্য সাধন ক'র্‌তে হ'বে, এই শরীরে প্রারব্ধ ভোগ ও ক্রিয়মাণের অনুষ্ঠান হয়, আর সব-দেবতা গন্ধর্বাদি, পশুপক্ষী, তৃণগুল্মলতাদি শরীর

ভোগশরীর। সুতরাং এই শরীরেই এই জন্মেই তাঁকে পাবার জন্য যুক্তাহার বিহার হয়ে তাঁকে একান্তভাবে ডাকার চেষ্টা করা ; তা না ক'রে যদি হেলায় বা অসাবধানে এ দেহ পাত হয়, তবে কি দুঃখের একশেষ হ'বে না ? আর সব জায়গায় অহংভাবকে টন্‌টনে রেখেছ, আর এখানে আলস্যবশে নির্ভরতা দেখান কি ভাল ?

আমি—সাধুরা বলেন এবং আপনিও বলেন ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কোনও কাজ হয় না, একটা গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না। সুতরাং যদি তাঁর ইচ্ছা হ'য়ে থাকে এমনি ভাবে বেঘোরে আমাদের এ দেহ পাত হ'বে, তা হলে কি আমরা ইচ্ছা কর্‌লে এ দেহ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব ? আর যদি তাঁর ইচ্ছা না হয়, তা হলে বোমার আঘাতে কিংবা অন্যভাবে আমরা মর্‌তে চাইলে কি মর্‌তে পার্‌ব ?

[ভগবদিচ্ছায় অধিকারলাভ]

বাবা—ভগবদিচ্ছার ওপর সব ছেড়ে দিতে পার্‌লে তো সব ভয় চুকে যেত ; তিনি ভয়েরও ভয়, ভীষণ হ'তে ভীষণতর, জীবের গতিমুক্তি দাতা। তাঁর চরণে নিজেকে স'পে দিতে পার্‌লে তুমি অভয় হবে। আমাদের তেমন সাধনা কই, তেমন বিশ্বাস বা নির্ভরতা কই ? ভালমন্দ, সুখ দুঃখ—সব রূপেই তিনি ; মৃত্যু-অমৃত্যুও তিনি ; সব রূপে আমরা তাঁর স্নেহালিঙ্গনে আছি—এ জ্ঞান কই ? আমরা যখন দুঃখ পাই, তখন বলি ভগবান্ দুঃখ দিচ্ছেন, তিনি বড় নিষ্ঠুর ; যখন সুখের কিছু ঘটে, তখন আমরা ক'রেছি, তাই এমন হ'য়েছে বলি, ভগবানকে একদম বাদ দিই ; ভুলে যাই। সকল অবস্থায়, সকল ভাবে সব সময়ে কি ব'ল্‌তে পার সবই ভগবদিচ্ছা ? সেরূপ বিশ্বাস, নির্ভরতা, শরণাগতি লাভ কি সহজে হয় গা ? সামান্যমাত্র পিছু টান্ থাক্‌তে, সামান্য মাত্র দেহাত্মবুদ্ধি থাক্‌তে, মনে সামান্য মাত্র অহংভাব থাক্‌তে, নির্ভরতা, শরণাগতি সব মুখের কথা মাত্র। ততদিন টিয়াপাখীর পড়া বুলির মত ; যতক্ষণ খাঁচার মধ্যে নিরাপদে থাকে, ততক্ষণ মাঝে মধ্যে শিখান বুলি 'রাধাকৃষ্ণ' বা 'হরেকৃষ্ণ' বুলি বলে, কিন্তু যেই বিড়ালে

ধরে অমনি সব ভুলে গিয়ে ট্যা ট্যা ক'রে; তেমনি সাধারণ জীব খেয়াল খুসিমত ওসব কথা ব'ললেও আপৎকালে সব ভুলে যায়। তিনি শরীর স্বাস্থ্য মন দিয়েছেন, সামর্থ্য দিয়েছেন, তার উপর বুদ্ধিতে অধিষ্ঠান হয়ে বিবেকরূপে চালনা কর্ছেন। সুতরাং যতদিন অহঙ্কার থাক্‌বে, দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট না হবে, তন্ময়তা না আসবে, ততদিন তার সদ্ব্যবহার করা উচিত নয়কি? তা না ক'রে তিনি আমার জন্য সব করুন, আমি তাঁর জন্য কিছুই কর্‌বো না—এ তো আহাম্মুকতা। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসে, তাই সে তাঁর প্রিয়কারী হয়; তার জন্য ভগবানকে সামান্যমাত্র বিব্রত হ'তে দেয় না। সদা সর্বদা মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে যায়, তাঁর নাম নিয়ে থাকে। ভগবান্ ইচ্ছা ক'রে তার জন্য যা করেন, সে তাই মাথা পেতে নেয়, তাতেই সে সন্তুষ্ট। আমার মুখ দিয়ে তোমাদের নীচে আস্‌বার আদেশ হ'য়েছে, সেও তাঁর নির্দেশ; ঐ যে Defence Party থেকে এরূপ কর্‌তে নির্দেশ এসেছে, তাও জান্‌বে ভগবানের নির্দেশ। এখন যে অবস্থায় আছ তাতে ভগবানই যখন সব, তখন বোমার আঘাত ও ভগবানের আঘাত মুখে ব'ল্‌লেও সত্যকার আঘাত যখন লা'গবে তখন বাবারে মারে গেলুমরে ক'রবে, ভগবান্ এ তুমি আমার কি কর্‌লে ব'ল্‌বে; যখন পর ও অবররূপে ভগবদ্দর্শন হৃদয়ে ফুটবে, যখন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' দৃষ্টি হৃদয়ে দৃঢ় হবে; তখন অভী হ'বে; তখন জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য হবে। এখন তো শুধু আরোপ ক'রছ, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওনি। সবই ভগবান্—এটা শোনা কথামাত্র, সেরূপ অনুভব হয়নি। ভগবান্ ছাড়া আর কিছুই নাই তিনিই সব—এ বোধ না জাগা পর্যন্ত, জীব দেহান্দ্রিয়াদির অতীত, দেহের নাশে জীবের নাশ নাই—এ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য ক'রে চল্‌তে হয়, নতুবা বিপদ আসে। সেই অর্বাচীন সাধকের কথা শোননি। তার অনুভব হয়নি, সর্বাতীত সেই অনাময়ের ধারে কাছে তার মনকে নিয়ে যেতে পারিনি, শোনামাত্রই সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। মাহুত হাতী চেপে ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল,

দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে ঘণ্টা বাজাল মাহুত; কিন্তু সে সরল না, দাঁড়িয়েই রইল; আর হাতী যাবার সময় তাকে শুঁড়ে ধ'রে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, সে ভীষণ আঘাত পেল। সে অভিযোগ ক'রল 'হাতী তো ভগবান্ আমিও ভগবান্, তবে সে আমাকে মা'রলে কেন'? তখন অনুভবী ব'ল্‌লেন—"ওরে বেটা! তোর যে আমি বুদ্ধি আছে, হাতী ও মাহুত বুদ্ধি আছে, তোর তো সত্তামাত্র বোধ হয়নি, তা হলে কি তুই আমাকে মারলে কেন, আমি ভগবান্, হাতীও ভগবান্ বল্‌তিস্? ভগবান্ তো মাত্র এক। সেখানে কি মারামারি আছে রে! ব্যবহার জগতে পুরোদস্তুর আছিস্ আর আধ্যাত্মিক জগতের কথা মুখে আওড়াচ্ছিস্; তাতেই তোর এমন ফল হয়েছে। আর মাহুত ভগবান তোকে ঘণ্টা বাজিয়ে স'রে যেতে ব'লেছিল তুই সরে যাস্‌নি কেন?" তবেই দেখ নিতে হ'লে সর্বতোভাবে নিতে হ'বে। নিজের সুবিধামত নিলে চল্‌বে না, যখন সবই ভগবান্, সবই তাঁর দ্বারা পূর্ণ—এ বোধ আসে, যখন বারবার সমাধি ক'রে দেহাত্মবোধ থেকে মুক্ত হ'য়ে ভূমাত্মরূপে অবস্থিতি হয়, এক চিন্ময় সত্তায় পৌঁছান যায়, তখনকার কথা আলাদা। সব আধারে তো সে বোধ জাগে না, তাই ব্যবহারে আচার মান্‌তে হয় কিন্তু মনেপ্রাণে সেই একের চিন্তা ক'রে সদা সর্বদা তদ্ভাবে ভাবিত থাক্‌তে হয়, যতদিন না সকলপ্রকার জ্ঞান-অজ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

কথা হচ্ছে, Clearence Siren এখনও বাজেনি, জ্যোতিঃ-প্রকাশ বাইরের হাবভাব দেখ্‌বার জন্য মঠের ভেতরের বারান্দায় বেরিয়েছে; বাবা, তাকে তাগিদ্ দিয়ে তখনই সিঁড়ির নীচে আশ্রয় নিতে বল্‌লেন। ইতোমধ্যে ২ বার বোমা পড়ার আওয়াজ হ'ল [পরদিন গুজব খিদিরপুরের ডকে বোমা ফেলেছে]। কোথায় খিদির-পুর আর কোথায় গড়পারে রামমোহন রায় রোডে মঠ। তাইতেই মঠবাটীর জানালার খড়খড়ি খড়্‌খড়্ ক'রে উঠল; সারা বাড়ীটাও কেঁপে উঠল। বাহিরে কোনও জন মানবের সাড়া নাই। বাবা সিঁড়ির নীচে চৌকির ওপর স্থির হ'য়ে ব'সে পড়েছেন; বাহির থেকে

মন তুলে নিয়ে আপনাতে আপনি ডুবে গেছেন, বোধ হয় "বিপত্তৌ মধুসূদনঃ" [বিপৎকালে মধুসূদন ছাড়া গতি নাই, তিনি সর্ববিপদ্‌হারী তাঁর স্মরণে সকল প্রকার বিপদ কেটে যায়] এই সাধুবাক্য স্মরণ হ'য়েছে। তাই সকলের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ক'রে তাঁর আশ্রিত আমাদের বিপদহানির জন্য তাঁর এই প্রয়াস। কিন্তু আজ আমাদের বিশেষ ক'রে আমার বিশেষ লাভ হল। বাবার এমন ধ্যানমগ্ন মূর্তি কোনও দিন দেখ্‌বার সুযোগ হয় নি। কারণ তিনি যেখানে সাধনে বসেন, সেখানে কারু যাবার হুকুম নাই, এমন কি মহা বিপদ-কালেও। আমরা আতঙ্কিত ভীত, সন্ত্রস্ত, মুখে টু শব্দটি নাই ; একেবারে নিশ্চুপ, মনে ভাবনা কি হয় কি হয় ? আর বাবা শান্ত, সমাহিত, সমাধিস্থ। বাইরের বিপদসঙ্কেতেও তাঁর মন বিচলিত নহে ; মুখ প্রসন্ন ; বাহির থেকে মন গুটিয়ে এনে একেবারে প্রাণায়ামের চরণে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত।" ধন্য ঠাকুর ! তোমার সাধনা। ধন্য ! তোমার নির্ভরতা ; ধন্য তোমার একাগ্রতা। ধন্য তোমার ভগবৎপ্রেম। উহার কণামাত্র দিয়ে এ অধমদিগকে ধন্য কর। যেন সম্পদে বিপদে সব সময়ে নিঃশঙ্ক হ য়ে তোমাতে ডুবে যেতে পারি। বিপদহারী তুমি,তুমি নিশ্চয়ই সব বিপদে রক্ষা ক'রবে—এই বিশ্বাস যেন দৃঢ় হয় ; চঞ্চলতা এসে যেন সব ভেস্তে না দেয়।" দু' বার বোমা পড়ার শব্দ কানে এসেছে, কামান দাগার শব্দও শুন্‌লাম। শুন্‌লাম খিদিরপুরের ডক চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়ে অক্ষতদেহে জাপানী বোমারু বিমান ফিরে গেছে ; অ্যামেরিক্যান-দের আনা Arms & ammunitions এর কিছু ক্ষতি হয় নি। বাবার কথাই সত্য ; লক্ষ্য অলক্ষ্যে সব জায়গায় বোমাবর্ষণ হ'তে পারে, শুধু লক্ষ্যস্থলেই বোমা ফেল্‌বে—একথা সত্য নহে। সুতরাং সাবধান হ'তে হবে, বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা, অভিজ্ঞ যাঁরা, তাঁদের উপদেশ ও নির্দেশও ফেল্‌না নয়, তাও মান্‌তে হয়। সাধকদের যেমন আন্তর জগৎ সম্বন্ধে সজাগ থাকা উচিত, বহির্জগৎ সম্বন্ধেও তেমনি সাবধান হওয়া উচিত। বাহিরের জ্ঞানের সাহায্যে সাধনানুকূল নির্জন উপদ্রবহীন স্থান বেছে নেওয়া দরকার, আবার গুরু-

পদেশে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধির সাহায্যে কাকে ত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে, কাকে গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে, কোথায়, কেন, কি ভাবে মনকে রাখ্‌লে পরম কল্যাণের পথে যাওয়া যায়, তাও স্থির ক'রে নিতে হ'বে ; আন্তর ও বাহ্য —উভয় বিষয়ে সজাগ সাধকরা জীবনে কৃতকত্য হন। ধর্মপথে, অধ্যাত্ম-পথে চল্‌তে হ'লে, ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মবিৎ বরিষ্ঠের নির্দেশে তাঁর অনুসৃত পথে. চল্‌লেই শাস্তি পায়, নতুবা খামখেয়ালী ভাবে চল্‌লে কিংবা অর্বাচীন ব্যক্তির নির্দেশিত পথে পা বাড়ালে পদে পদে বিপন্ন, সংশয়-গ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হ'তে হয়। জীবনে লক্ষ্যে পেঁছান যায় না। এ জীবনে শান্তি তো দূরের কথা জীবনান্তেও সুখের বা শান্তির আশা দুরাশা মাত্র।

কাল খিদিরপুরে বোমা পড়েছে ; সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা নিয়ে অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে, আমাদের অসহায়তার কথাও আলোচনা হয়নি তা নয়। ইউরোপে জার্মানীর সঙ্গে প্রুশিয়া-রাশিয়ার যুদ্ধ বেধেছে ; তারা মরে মরুক—তাতে আমাদের কি ? কিন্তু আমরা যে পরাধীন ; ব্রিটিশের অধীন, তারাও নিজেদের স্বার্থে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং পরাধীন ভারতেও সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধাবস্থা ঘোষিত ; ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাহাত্মা গান্ধীজী 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" পণ করে' ভারত ছাড় আন্দোলন সুরু করেছেন, বড় বড় নেতারা সব কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ; আন্দোলন বাহ্যতঃ অনেকটা স্তিমিত ; তবু ব্রিটিশদের ভয় "ভারত যদি হাত ছাড়া হয়, তাই মরণ কামড় দিয়েছে। সেই সব আলোচনার রেশ মন থেকে যায়নি। এমন সময়ে বিশেষ পরিচিত একব্যক্তি পাঠাগারে আসায় "যেন অগ্নিতে ঘৃত পড়ল।' ডিসেম্বর মাস, ব্লাক-আউট, লাইব্রেরী খোলা থাকে রাত্রি ৭৷৷০ টা পর্য্যন্ত। Black out এর জন্য ৭টার আগেই পাঠাগারের দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম, কিন্তু আলোচনায় ছেদ পড়ল না। বুঝতে পারলাম—সাধু সাজা হয়েছে বৈরাগ্যের রঙে রঞ্জিত করা হয় নি, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধনা, সে কেবল মুখের কথা ; নতুবা সন্ধ্যা হওয়ার [আর যখন Black out এর অজুহাত আছে], সঙ্গে

সঙ্গে বাহিরের সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে আত্মধ্যানে ব'সতাম যেয়ে। ৭।০টা বাজতে চলছে, এখনও যুদ্ধ পরি স্থিতির আলোচনায় মশ্‌গুল। পাঠাগার বন্ধ করিনি, ওপরে যাই নি, সায়ংসন্ধ্যাও হয় নি; বাবার পায়ের শব্দ পেলাম। মন্দিরে আরতি করতে নামছেন; আরতি তখন একমাত্র মন্দিরে হ'ত, শীতলও মন্দিরে হ'ত; তাড়াতাড়ি মন্দিরে যেয়ে আরতি গুছিয়ে দিলাম। আরতির পর ওপরে যেয়ে প্রণাম করতে বল্‌লেন—

বাবা—কি গো! লাইব্রেরীতে এতক্ষণ কি কর্‌ছিলে।

আমি—একজন বন্ধু এসেছিল। তার সঙ্গে কালকেকার Bombing কথা হচ্ছিল?

সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রা কর্তব্য

বাবা—প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে ঐ নিয়ে ছিলে? সময়ের কি মূল্য নেই? দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েছ, সংসার ছেড়ে এসে মঠবাসী হ'য়েছ, জীবনের কত অমূল্য সময় অজ্ঞানে অবহেলায় নষ্ট ক'রেছ। এখনও কি তাই ক'রবে? সময়ের সদ্ব্যবহার ক'রবে না? সময় কি কারুর হাত ধরা গা? যে তার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌বে? সময় একবার গেলে কি আর ফিরে আসে? না কেউ ফিরিয়ে আন্‌তে পারে? এতদিন যা ক'রেছ ক'রেছ, এখনও কি সময়কে কাজে লাগাবে না? মৃত্যু কখন কবে আস্‌বে, তার কি ঠিক আছে? না, মৃত্যু ব'লে ক'য়ে প্রস্তুত হ'বার জন্য সময় দিয়ে আসে? সুতরাং মৃত্যুর জন্য সদা সর্বদা তৈরী থাক্‌তে হবে। মৃত্যুকে যাতে হাসিমুখে বরণ ক'র্‌তে পার, তার জন্য সাধন ক'র্‌তে হ'বে, জ্ঞান অর্জন ক'র্‌তে হ'বে। জন্মেছ যখন, তখন আজ হোক্, কাল হোক্, আর শতবর্ষ পরে হোক্, মৃত্যু হবেই। এ দেহ ছেড়ে যেতে হ'বে, মোকররী পাট্টা ক'রে আসনি যে চিরকাল এই দেহে থেকে সুখ ভোগ ক'র্‌বে। আবার দেহ ছাড়া মানে তো আর মৃত্যু নয়? এ তো পুরোণো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পড়ার সামিল; তাতে কি দুঃখ ঘুচ্‌বে? না জন্ম-মৃত্যু নিবারণ হবে? জন্মজন্মান্তরের কর্মের

ফল এবং প্রতি জন্মের ক্রিয়মাণের ফল ভোগের জন্য জীবকে এক যোনি হতে অন্য যোনিতে জন্ম লইতে হয়। কখনও মনুষ্যযোনি, কখন পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ যোনিতে জন্ম হবে, আবার কখনও বা দেবতা গন্ধর্ব হবে স্বীয় সুকৃতি-দুষ্কৃতির জন্য। মনুষ্য হ'য়েছ, আবার কেন কীটপতঙ্গাদি হ'বে না ব'ল্‌তে পার না, কর্ম তোমার অধীন, ফলে তোমার এক্তিয়ার নাই; মর্‌বার সময়ে জীবনব্যাপী চিন্তার ফলে যে ভাব তোমার হৃদয়ে প্রবল হ'বে, তোমার জন্মজন্মান্তরের ফলদানোন্মুখী কর্ম তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। দেখনা, মৃত্যুকালে হরিণশিশুর চিন্তার ফলে রাজর্ষি ভরতকেও হরিণশরীর ধারণ ক'র্‌তে হ'য়েছিল। মৃত্যুকালে যেমন চিন্তা মনে উঠ্‌বে, শরীরও তেমন হবে। আর সে চিন্তা, নিত্য-নিরন্তর যে চিন্তা মনে উঠে নামে, তারই সমষ্টি। সাধন পেয়েছ; এখন বাহিরের কাজ যতটুকু না ক'র্‌লে নয় ততটুকু ক'রেই তো সাধনে লাগ্‌বে। এখন কি বৃথা কথা ব'লে বা আলোচনা ক'রে সময় কাটান উচিত? এই জীবনেই যাতে কৃতকৃত্য হ'তে পার, এই জীবনেই যাতে ভগবানকে লাভ ক'র্‌তে পার, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয় কি? তার ওপর দেখতো 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা-ভঙ্গ করার মত ক'র্‌লে না কি?' তোমার সময় তো নষ্ট করেছই, অধিকন্তু আমি ওপরে সিঁড়িতে সন্ধ্যা ক'রছিলাম, তাতেও কত বাধা সৃষ্টি ক'রেছ? আমাদের মন সাধারণতঃ চঞ্চল, তাকে সহজে বাগে আনা যায় না? নর ঋষি অর্জুন, যিনি যুগে যুগে ভগবানের সহায়ক-রূপে ভগবানের সঙ্গে এসেছেন, তিনি পর্যন্ত ব'লেছেন 'হে কৃষ্ণ! মন যে বড় চঞ্চল, বায়ুকে বশীভূত করা যেমন সুদুষ্কর, মনকে বশীভূত করা তেমনি দুঃসাধ্য'। সেই মনকে কত কষ্ট ক'রে বশে আন্‌তে হয়, সামান্য মাত্র শব্দে সে চঞ্চল হয়। মঠের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে কিছুটা অনুকূলতা পাওয়া যায়, আর তুমি এতক্ষণ গল্প ক'রে, সেই পরিবেশ নষ্ট করলে না কি? সময় নষ্ট ক'রে, সময়ে সন্ধ্যাবন্দনা না ক'রে, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছ নাকি?"

সময়ে সন্ধ্যাবন্দনা না ক'রে খুবই অন্যায় ক'রেছি, যখন গল্পে

মেতেছিলাম, তখন খেয়ালই হয়নি। তার ওপর ইহকালের কাণ্ডারী বাবার সাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছি. তাঁর বিরক্তি উৎপাদন ক'রেছি ভেবে মর্মে মর্মে মরে গেলাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' যা হ'য়ে গেছে তাতো আর ফিরিয়ে· আনা যাবে না; অন্যথা হবে না। তবে মনে মনে শপথ করি, তোমার মনের মত হব। কিন্তু পারি কই, কার্যকালে সে সব ভেস্তে যায়! তুমি দয়া করে বল দাও, তোমার মনের মত হবার প্রবৃত্তি দাও, ঘাড়ে ধ'রে করিয়ে নাও।'

বাবা—আরতির পর আবার আসনে যান, পৌনে দশ'টায় রাত্রিতে ভোগ দেন। আসনে যাবার সময়ে ব'ল্‌লেন—কাল থেকে ২টায় ভাগবত পাঠ হবে।

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাবার মুখে ভাগবত শ্রবণ

গত কাল সন্ধ্যায় পাঠাগারে জাপানী বোমা বর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে আজ ভাগবত শ্রবণের সৌভাগ্য, শাপে বর আর কি। সকালে আশ্রমের নানা কাজে কেটে যায়, মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাবার পর কোনও দিন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পড়ি, কোনও দিন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর ডায়েরী 'সদ্‌গুরু সঙ্গ' পড়ি; আবার কেহ এলে হয়তো নানা প্রসঙ্গ লইয়া ২৷৷০।৩ ঘণ্টা কেটে যায়। সময়ের ঠিক সদ্‌ব্যবহার করা হয় না; কাল সায়ংকালীন সন্ধ্যায় অবহেলা ক'রে বোমার গল্পে মেতেছিলাম, তাই কল্যাণকামী ঠাকুর—আমাদের নির্দেশ দিলেন ভাগবত শ্রবণের। শ্রবণ না হ'লে মনন হয় না, আর মনন-এর বিষয়াভাবে মনন হয় না; এলোপাথাড়ি চিন্তায় মন মশ্‌গুল থাকলে জীবনের পরম লক্ষ্য

ভগবানের দিকে এগোন যায় না, আবার শাস্ত্র ব'লেছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" [আত্মবিষয়ক. ভগবদ্‌বিষয়ক কথা শ্রবণ করা, মনন করা এবং সে বিষয়ে ধ্যান অর্থাৎ অভিমত বিষয়ে তৈলধারাবৎ চিন্তা তুল্‌তে তুল্‌তে তদাকারে আকারিত হ'য়ে যাওয়া প্রত্যেক শ্রেয়কামীর কর্তব্য] আর তার নিয়ম হ'ল।—

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।

মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥ অর্থাৎ শ্রুতি বা শাস্ত্র গুরুমুখে শুন্‌তে হ'বে, যুক্তি বা বাদের মাধ্যমে মনন ক'র্‌তে হ'বে এবং মননের পর শ্রুতবিষয়ে নিরন্তর ধ্যান (তৈলধারাবৎ চিন্তার স্রোত তোলা) লাগাতে হবে, আত্মজ্ঞানলাভের বা ভগবৎ-প্রাপ্তির ইহারাই কারণ, অন্য উপায়ে হয় না। রবিবারে সভায় পাঠকদের মুখে কিছু শোনার সৌভাগ্য হ'লেও রবিবার আস্‌তে আস্‌তে তা হজম হ'য়ে যায়। আমি একদম অঘা-মার্কা শ্রোতা বা বোদ্ধা; শ্রীশ্রীঠাকুর নগেন্দ্রনাথের মতে বেগ-বেগা শ্রোতা; শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অতলতলে ডুবে যায়; ধারাবাহিক পাঠ বা ধারাবাহিক চিন্তার সৌভাগ্য হয়নি। বাবা পরম কল্যাণকামী; আমাদের গড়ে পিটে না নিলে, আমাদের কে চালাবে ? আরও দেখছেন পথে এসেও সময়ের মূল্য দিতে শিখিনি; তাই অন্ততঃপক্ষে তাঁর সান্নিধ্যে বসিয়ে, কৃপা ক'রে সঙ্গ দিয়ে, পাঠের মাধ্যমে ঘাড়ে ধরে তুল্‌বার জন্য বোধ হয় এই ব্যবস্থা। শ্রীমদ্‌ভাগবতের মঙ্গলাচরণ শোনালেন। যেমন তাঁর গলার স্বর মিষ্টি, তেমনি উচ্চারণভঙ্গী—দুইটিই অপূর্ব। আগে স্কুলে পড়্‌বার সময়ে কথকতা শুনেছি; সেখানেও কথকঠাকুরের কণ্ঠস্বর এবং বাচনভঙ্গী মুগ্ধ ক'রেছে; কখনও কথকঠাকুরকে গান কর্‌তে শুনেছি; কখনও মনে হয়েছে যেন রঙ্গমঞ্চে কোনও অভিনেতা ব'সে ব'সে অভিনয় ক'র্‌ছেন; কিন্তু আলোচনা হাল্‌কা ধরণের। যেন শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের দিকে তাঁর বেশী লক্ষ্য, মনের গভীরে শাস্ত্রার্থ প্রবেশ করাবার দিকে লক্ষ্য দেখিনি; কথকতা শুনে শ্রোতারা যাতে

আচরণশীল হয়, নীতিমান হয়, মানবজীবন সার্থক ক'র্বার জন্য যাবতীয় অভাব ও কুভাব বর্জন ক'রে শুদ্ধ সত্ত্বময় হয়, ঈশ্বরসাধনা-পরায়ণ হয় তাঁকে সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী জেনে হিংসা দ্বেষ ভুলে, ক্ষুদ্রতা-স্বার্থপরতার গণ্ডী পেরিয়ে প্রেম-প্রীতি ভালবাসার গণ্ড বাড়িয়ে অভী হয়, সে ভাব জাগাবার দিকে লক্ষ্য দেখিনি কথক ঠাকুরের। সেখানে তাকে সম্পূর্ণ শ্রোতার অধিকারের ওপর ছেড়ে দিতে দেখেছি; যেমন প্রজাপতির নিকট উপদেশ লাভের জন্য দেবতা, মনুষ্য ও দৈত্যগণ এসেছেন; আর তিনি বিদ্যুতের আলোকে 'দ্ দ্ দ্' দেখাচ্ছেন, তাঁরা অধিকারানুযায়ী অর্থ নিলেন—দয়া, দান ও দম। যাঁরা গোলা লোক, তাঁদের সুর, স্বর, গান ও হাবভাব নিয়ে ফিরে যেতে দেখেছি। আর আজ! আর তফাৎ হ'বে নাই বা কেন? ইনি যে আচার্য, আচারবান্; নিত্য নিরন্তর ভগবদ্ধ্যানে ব্যাপৃত থাকেন। ইনি আচরণ করেন; মুখে কম বলেন, কাজে দেখান "বোঝ সাধু, যে জান সন্ধান"। যে নেবে সেই ধন্য হবে, যেই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, সেই ধন্য হ'য়েছে। তাই 'সত্যং পরং ধীমহি' ব'ল্তে ব'ল্তে আত্মস্থ হলেন, বাহ্যজগৎ থেকে মন আপনিই গুটিয়ে এল; মুখে অপূর্ব ঝলক্ খেলে গেল। কোথায় আছেন, কি ব'ল্‌ছিলেন, স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেলেন। আপনাতে আপনি মগ্ন হলেন, ঈশ্বরীয়ভাবে হৃদয় ভরপুর। সে ভাব দেখে স্তম্ভিত হলাম; ক্ষণিকের তরে আমরাও যেন কোন ভাবরাজ্যে পৌঁছে গেলাম। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল—"কী পেয়েছেন, কী দেখ্‌ছেন, কী হ'লে, কী ক'র্‌লে—এমন "সত্যং পরং ধীমহি" ব'ল্তে ব'ল্তে সব ভুলে মন ধ্যানের গভীরে ডুবে গেল, স্থানকালপাত্র ভুল হ'য়ে যায়। সার্থক আচার্যপ্রদত্ত তাঁর ধ্যানপ্রকাশ নাম। এ নাম নামমাত্র নয়; একজনকে অপর সকল থেকে পৃথক্ ক'রে জান্‌বার বা ভাব্‌বার সঙ্কেতমাত্র নয়, এ নাম গভীর অর্থদ্যোতক। এ নাম, নাম ও নামীকে অভিন্ন ক'রে দেয়। আহা! যদি উহার সামান্য-মাত্র আস্বাদন হোত! কত জন্ম চলে গেছে, তার ঠিক নাই। এ জন্মেও এতকাল ঘুমিয়ে, আলস্যে, কষ্টি-নষ্টি ক'রে, খেলাধূলায় কেটেছে,

আশ্রমে এসেও দেখে শিখ্‌ছি না ; আপনাতে আপনি মগ্ন হ'তে চেষ্টা ক'র্‌ছি না, একবারও ভাবি না—

"দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহার নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির।
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর॥"

কালে সব যাবে, কিছুই থাক্‌বে না ; কাল বৃথা নষ্ট ক'র্‌লে আর ফিরেও পাব না। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, এই মনুষ্য শরীরেই কেবল ভগবদারাধনা হয়। এ মনুষ্যদেহেই যেমন প্রারব্ধের ভোগ হয়, তেমনি ক্রিয়মাণের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে, তীব্র সংবেগ থাক্‌লে এই জীবনেই ভগবানকে লাভ ক'র্‌তে পারা যায় ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—সকল প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হয় ; আর জন্ম-জরা-মৃত্যুর কবলে পড়্‌তে হয় না। গুরুকৃপায় ও শাস্ত্রপাঠে কখন কখন কালের সদ্‌ব্যবহার করার প্রতিজ্ঞা, ভগবদারাধণায় অধিকাংশ সময় লাগাবার কথা হৃদয়ে জাগ্‌লেও, তা' আকাশের তারার মত ক্ষণিক ঝিলিক্ মেরে সরে গেছে, কোনও স্থায়ী ফল রেখে যায় নি। আজ বুঝ্‌ছি—বাবা কি নিয়ে থাকেন, কেন স্থির শান্ত সদা হাস্যময়, কেন একটা ক্ষণও বৃথা নষ্ট করেন না; আর সময় নষ্ট ক'র্‌তে দেখলে কেন ক্ষুণ্ন হন, শাসন করেন। তিনি যে আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ; আমার ইহ-কাল—পরকালের দিশারী ; যাতে আমার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তার জন্য জাগ্রত প্রহরী ; কাল বকুনির জন্য যে ক্ষোভ জেগেছিল —আজ চোখের সাম্‌নে ভাবমূর্তি ও ধ্যানগম্ভীর ভাব দেখে সে ক্ষোভ তীব্রতর হ'লো। তবে কাল ক্ষোভ জেগেছিল বাবার ওপর—বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হ'য়েছে, তাতে কি আর এমন অন্যায় ক'রেছি, আসলে আমাদের আলোচনায় তাঁর সাধনার ব্যাঘাত জন্মায়েছি, তাই ব'কেছেন ভেবে ; কিন্তু আজ ক্ষোভ জাগ্‌ল নিজের ওপর ; যুগপৎ ক্ষোভেও দুঃখে হৃদয় ভরে গেল। প্রায় ৪০ বছর হ'য়ে গেল এ জীবনের ; কি করে কাটিয়েছি বা এখনও কি কোর্‌ছি ? ৩৯

বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দজী দেহ রেখেছেন। তিনি সেই সময়ে আত্মজ্ঞান লাভ ক'রেছিলেন, জগদ্‌ব্যাপী সত্তার উপলব্ধি ক'রে সকলকে আপনার ভেবেছিলেন, আর জগদ্‌বাসীর বিশেষ ক'রে ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন। আর আমি ৩৯ পেরিয়ে ৪০-এ প'ড়েছি; আমার না হ'ল সাধনা, না হোল অন্য কিছু; আত্ম-জ্ঞানের কথাই উঠে না; স্বামীজীর সাধনা ২০৷২২ থেকে সুরু হয়েছিল আর আমি তো সবে সাধন পেয়েছি, তাতেও আঁট নাই; এখনও গল্প পেলে আর কথাই নাই; সময় বৃথা সময় নষ্ট ক'র্‌ছিলাম, তাই শাসন করায় ক্ষোভ হয়েছিল। নিত্য নিত্য কত লোক কালের কবলে কবলিত হচ্ছে, আমারও জীবনের শেষ মুহূর্ত যে কোন সময়ে আস্‌তে পারে সে দিক্ ভেবেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবার তাগিদ নেই। জীবন কখন শেষ হবে কে বল্‌বে? কাল কখন এসে কেশে ধ'রে নিয়ে যাবে, তার কি কোন ঠিক আছে? না কেউ ব'ল্‌তে পারে? মৃত্যুকে জয় করার জন্যই তো উঠে প'ড়ে লাগা উচিত। নিজেকে জানার আগেই যদি এ দেহপাত হয়, তবে তো মহা ক্ষতি। সুতরাং আত্মজ্ঞানলাভের জন্য প্রাণপণ করা উচিত—এ বোধ এখনও জাগ্‌ল না। ঘর ছেড়ে এসেছি, গুরু আশ্রয় ক'রেছি, তাঁর উপদেশের অধীন হ'য়ে জীবনরথ চালান উচিত এবং সেরূপে প্রতিক্ষণ চলা কর্তব্য—এভাবও জাগেনি। এখনও ছোটবেলার মত হেলায়-খেলায় দিন গুজরান্ করাতে যেন জীবনের কৃতকৃত্যতা—এভাব কাটেনি। সে জন্য শাসনের প্রয়োজন; কিন্তু তবুও ক্ষোভ? কিন্তু আমার শক্তি কই? ঠাকুর! শক্তি দাও মনে তোমার আদেশ পালন ক'র্‌তে, বিশ্বাস দাও হৃদয়ে উহাতেই কৃতকৃত্য হ'ব; আমাকে দিয়ে করিয়ে লও। আমি যে অজ্ঞান মূঢ়। কিসে আমার মঙ্গল হবে জানি না, কিসে অমঙ্গলের বোঝা ঘাড়ে চাপবে না—এ ধারণা আমার নাই। তুমি প্রতি পদক্ষেপে আমাকে বাইরে থেকে চালাচ্ছ, প্রয়োজন হ'লে শাসন কোরছ; তেমনি চৈত্যগুরুরূপে, হৃদয়ের অধিষ্ঠাতারূপে সদা নিবাস কর; আমাকে বিপথে চলতে দিও না; চিত্তে অবহেলার ভাব জাগ্‌তে দিও না; সময়ের সদ্‌ব্যবহার ক'র্‌তে সর্বদা

প্রেরণা জাগাও, আমার হাত ধরে নিয়ে চল। তোমার অনুগত কর। শয়নে-স্বপনে, ভোজনে-ভ্রমণে, উত্থানে-উপবেশনে—সর্বদা তোমার আদেশের চরণে মাথা নত ক'রে থাকি, কখনও যেন নিজ মনগড়া ভাবে না চলি; কায়মনোবাক্যে যেন তোমাকে আদর্শ ক'রে চলি। রক্ষা কর প্রভু! বল দাও প্রভু!" চিন্তায় ডুবে গেছি, সময়ের খেয়াল নাই, কোনও দিকে মন ছিল না; বাবা সামনে ব'সে; হাসিভরা তাঁর মুখ, বিমল জ্যোতির প্রকাশ তাঁর মুখে চোখে। আজ আর পাঠ হ'ল না; Library খোলার সময় হ'য়েছে প্রণাম ক'রে নীচে এসে Library খোলা গেল।

শ্রীমদ্ভাগবত ধারাবাহিক ভাবে পাঠ হ'ত না, তবে ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, অজামিলের উপাখ্যান, বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদ এবং একাদশ স্কন্ধের নবযোগীন্দ্র সংবাদ তাঁর কাছে শুন্‌বার সৌভাগ্য হ'য়েছিল! সাধনপথে বিশ্বাস, নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, তত্ত্বজ্ঞান, ভগবৎপ্রীতি, যমনিয়ম-অভ্যাস এবং সর্বোপরি গুরুর অনুগত হ'য়ে না চল্‌লে যে কৃতকৃত্য হওয়া যায় না, তা এই সব চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে শাস্ত্র ব'লেছেন এবং বাবাও পাঠের সময়ে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। মৌচাকে ঘা না দিলে যেমন মধু পাওয়া যায় না, আবার ঘা দিলেই শুধু হয় না সে মধু ধ'রে রাখবার জন্য সেখানে উপযুক্ত আধারও থাকার দরকার, নচেৎ মধু মাটীতে প'ড়ে নষ্ট হয়ে যায় তেমনি বাবা উত্তমদাতা হ'লেও কি হ'বে আমি যে অধম গ্রহীতা, তাই এত দেখে, এত শুনেও যে তিমিরে সেই তিমিরে। এখন বুঝ্‌ছি, সাধু সন্তের, ভগবানের কৃপা না হ'লে কিছু হয় না। আবার তিনি কৃপা ক'রে গড়ে-পিটে ধ'রে রাখবার মত আধার ক'রে নেন, তবেই সুফলের আশা, নতুবা কাঁদা ছাড়া আর গতি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[নিষ্কাম কর্ম]

বাইরের দূর দূরান্তর থেকে ভক্তরা আসেন প্রায় ২।২॥•টার সময়, যখন সবে আমি প্রসাদ পেয়ে উঠি। বাবা সব সময়েই প্রায় সাধন ও স্বাধ্যায় নিয়ে থাকেন, তাঁকে বিরক্ত ক'রতে সাহস হয় না; কাছে থেকেও কিছু জিজ্ঞাসার সময় ঐ ২৷৹ থেকে ৪টা; তারপর আবার আমার লাইব্রেরী; ফুরসুৎ প্রায়ই পাই না। আজ সুযোগ পেয়েছি। তারিখ মনে নাই।

আমি—নিষ্কাম কর্ম কি করে হয়? কাজ ক'রতে গেলেই তো আগে ফল কামনা আসে, আর ফলের কথা ছেড়ে দিলেও আত্মতুষ্টির প্রশ্ন কি ছাড়া যায়?

বাবা—অকাম বা পূর্ণকাম না হ'লে নিষ্কাম কর্ম হয় না; কামনা মনের ধর্ম। কামনায় ভরা আমাদের চিত্ত। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম করতে গেলে সর্ব প্রথমে চিত্তশুদ্ধির দরকার। চিত্ত শুদ্ধ না হ'লে কর্ম কখনও নিষ্কাম হ'তে পারে না। কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, হ্রী, ধী, ভী, ধৃতি প্রভৃতি চিত্তেরই বিভিন্ন রূপ। কাজ ক'রতে গেলে, চ'লতে ব'লতে বা লোকের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে গেলে এগুলির মধ্যে কোনও না কোনটা পেছনে থাকেই। চিত্তের অবস্থা বা ভাবও পাঁচটী—ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র ও নিরুদ্ধ! আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লোকের উন্নতি-অবনতি, দয়া, মমতা, অবজ্ঞাও মনের উপর স্থানকালপাত্রানুসারে প্রভাব বিস্তার করে। এই সব অবস্থার মধ্যে প'ড়েও চিত্ত যখন চঞ্চল বা বিক্ষিপ্ত হয় না, যখন মান-অপমান, লাভালাভ, শীতোষ্ণ, শত্রুমিত্র প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত হ'তে পারে, যখন চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দস্পর্শরূপরসাদি গ্রহণে বা বর্জনে মন অনাসক্ত বা নির্লিপ্ত থাকে, তখনই জানবে চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে; তখন চলা-বলা, দেখা-শুনা গ্রহণ, বর্জন প্রভৃতি কাজ হ'লেও চিত্ত নির্বিকার থাকে। ইন্দ্রিয়গণই ইন্দ্রিয়ের কাজ ক'রছে বা করে ভেবে মন আসক্ত বা বিরক্ত হয় না;

তখন আমি কাজ করছি—এই বৃথা অভিমান ত্যাগ ক'রে নিজে অকর্তা হ'য়ে যায়। বৈদিক বা লৌকিক-সকল কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়। চোর যদি চুরি করার সময় ধরা নাও পড়ে, চোরাই মাল তার বাড়ীতে থাক্‌লে Search ক'রলে ধরা পড়ার ভয়ে তার ঘুম থাকে না, সে কিছুতেই শান্তি পায় না। তার চাল-চলনে, আকার-ঈঙ্গিতে ধরা পড়ার ভয় থাকে। কিন্তু চুরি করার সময়ে যদি ধরা না পড়ে, চোরাই মাল যদি তার কাছে না থাকে, তবে সে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারে; কিছু শান্তি পেলেও পেতে পারে। তেমনি কর্মী যদি কর্ম করার সময়ে নির্লিপ্ত থাকে এবং পরেও আকাঙ্ক্ষা না করে, শুধু কর্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম ক'রে যেতে পারে এবং শেষে কর্মের সব ফল ভগবানে অর্পণ ক'র্‌তে পারে, তবেই নিষ্কাম কর্ম হতে পারে। আর আত্মতুষ্টির কথা ব'লছ? সেও তো মনের ধর্ম; মন বা চিত্ততো আর আত্মা নয়; আত্মা নির্লেপ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন; সে আপ্তকাম পূর্ণকাম; সেখানে কোনও কামনা বাসনা বা তুষ্টি-অতুষ্টি কিছুই নাই; আত্মা সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত। যেমন লৌহ ও চুম্বক। ভারি-স্থূল পরিষ্কৃত লৌহার সান্নিধ্যে লঘু ক্ষুদ্র পরিষ্কৃত চুম্বক সক্রিয় মনে হয়, তেমনি শুদ্ধ, বিভু চৈতন্যের সান্নিধ্যে চিত্ত ক্রিয়াশীল হয়; যেমন জবার কাছে স্ফটিক রাখ্‌লে স্ফটিক জবার রঙে রঞ্জিত মনে হয়, কিন্তু জবার লাল রঙ জবাতেই থাকে, স্ফটিকে সংক্রমিত হয় না, মাত্র উপচরিত হয়, তেমনি চৈতন্যের সান্নিধ্যবশতঃ চিত্তের বৃত্তি সুখ-দুঃখাদি আত্মাতে উপচরিত হয়, আত্মা যেমন নির্লেপ নিরঞ্জন তেমনিই থাকে, অথবা চৈতন্যের সান্নিধ্যবশতঃ চিত্ত চৈতন্যবৎ হয় ও সুখ-দুঃখের ভাগী হয়। দেখ সুষুপ্তিকালে মন যখন পুরীততীতে প্রবেশ করে, তখন তার বাইরের বিষয়ের সঙ্গে যোগ থাকে না, আত্মার সঙ্গেও যোগ থাকে না। তাই সে সময়ে তুষ্টি-অতুষ্টি, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি কিছুরই বোধ থাকে না। "আমি মন নহি, বুদ্ধি নহি, দেহেন্দ্রিয়াদিও নহি, আকাশাদি পঞ্চভূতও নহি, শব্দ-স্পর্শরূপরসাদি বিষয় হ'তেও পৃথক্, আমি চিদানন্দস্বরূপ। চলা বলা আদি ইন্দ্রিয়ের

ধর্ম' আমার ধর্ম নহে, আমি ধর্মাধর্ম, কর্ম-অকর্ম কালাকালের অতীত"— এই ভাবনা দৃঢ় করো, ইহাতে স্থিত হও, তখন ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের কাজে আসক্তি কেটে যাবে, তখনই অকর্তা হবে, কর্মকে কর্তব্য ব'লেই ক'রবে! অভাববোধ তো ইন্দ্রিয়াদির কর্তা মনের জন্য; অভাববোধ থাক্‌লেই কামনা জাগবে, নিষ্কাম হ'তে পার্‌বে না। যতদিন না অভাববোধ লোপ পাবে, ততদিন নিষ্কাম কর্ম হ'বে না, তুষ্টি অতুষ্টির দিকে লক্ষ্য থাক্‌বে। ভগবানও ব'লেছেন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ গীতা ৯।২৭-২৮

[হে কৌন্তেয়! করা, বলা, খাওয়া প্রভৃতি লৌকিক কর্ম, যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম এবং সংযম তপস্যাদি আত্মকর্ম—যা কিছু করো, সব আমাকে সমর্পণ করো, এইরূপে কর্মফলত্যাগ ব্রতে যদি ব্রতী হ'তে পার, তবে শুভাশুভ কর্মজন্য যে ধর্মাধর্ম ঘটা সম্ভব তা থেকে তুমি মুক্ত হ'বে এবং শেষে আমাকেই পাবে] যখন চিত্ত বিশুদ্ধ হ'বে, সর্বত্র ব্রহ্মসত্তার বা আত্মসত্তার ভাণ হ'বে, ইদং-রূপে প্রতিভাত অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর প্রতিরূপ মনে হ'বে, যখন চিত্তের প্রসারে প্রেম-প্রীতি ভালবাসার নিগড়ে জগৎকে বাঁধতে পারবে, যখন আপনাতে আপনি মগ্ন হ'বে, তখন একের ভাণ থাকায় দুই এর ভাণ না থাকায় তুমি নিষ্কাম হ'বে। শুভাশুভ ফল থেকে মুক্ত হ'বে, কাঁচা আমি থেকে মুক্ত হয়ে পাকা আমিতে পৌঁছবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[কথায় ও ভাবে একত্ব]

আমি—আমরা যে খাবার সময়ে বা কাজ ক'রে "শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু" বলি তাতে কি কোন ফল হয় না?

বাবা—হয় বৈকি। যেমন গুয়া (সুপারিবনে) বাগানে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক সময়ে একটা গাছে লাগে, তেমনি বল্‌তে বল্‌তে যদি এক দিন হয়। যেমন নানকের কথা শুনতে পাওয়া যায়। তিনি লবণ মাপছিলেন আর সংখ্যা রাখছিলেন এক রাম, দো রাম, তিন রাম, চৌ রাম ক'রে। শেষে যখন ১৩বারের মাপ ক'রলেন 'তেররাম' বল্‌লেন তাঁর কাছে তেরা রাম অর্থাৎ রাম আমি তোমার, জগতের আর কারু নহি; পিতার বা মাতার নহি, ভাইরও নহি, সংসারেরও নহি; আমি তোমার; আর সব ছেড়ে আত্মারামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে প'ড়লেন। আর নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল"। সদা সর্বদাই কর্ম আমার, কর্মফল আমার, এরূপ ক'রে থাক, এরূপ ভাব; কখনও ভগবানের কর্ম, ভগবানের প্রীতির জন্য—কোর্‌ছ এরূপ ভাব না, তাই বল্‌তে বল্‌তে ভগবৎ কৃপায় যদি কোনও দিন হৃদয়ে জাগে "হায়! হায়! কথায় বোল্‌ছি ভগবানকে সব দিলাম, আর বুক বুক ক'রে সব রেখে দিচ্ছি; যত জমাচ্ছি, মরণে তো সব নিতে হ'বে, কিছুই তো ফেলে যেতে পার্‌বনা, যাক্ আজ থেকে আর আমার ব'লে কিছু রাখব না, সব ভগবানকে দিলাম, এমন কি এদেহ, মন, প্রাণ—সবই তাঁর চরণে উৎসর্গ ক'র্‌লাম।" তাছাড়া বাক্য মন ও কার্য এক না হ'লে, উহা অভিনয় মাত্র—উহা কথার কথা। মুখে ব'ল্‌লেও কার্যকালে মন ফলের প্রতি আসক্ত থাকে, ভাল মন্দ খতিয়ে দেখে, নিরানন্দের ধান্দায় প'ড়ে হাবুডুবু খায়। যতদিন "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্র্হ্মণা হুতম্ অর্থাৎ কর্ম-ক্রিয়া-ফল সবই ব্রহ্মে সমর্পণ না হ'বে, যতদিন তাঁকে দিয়েছি, তাঁর হাতের ক্রীড়নক-মাত্র আমি, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তিনি চালাচ্ছেন, আমি তাঁর হাতে নাচ্‌ছি। যেমন নাচাচ্ছেন, তেমনিই নাচ্‌ছি, তুষ্টি-পুষ্টি যদি কিছু থাকে, তবে তা তাঁর, আমার কিছু নহে; যতদিন মন বুদ্ধি-দেহেন্দ্রিয়াদি স্থাবর জঙ্গমাদি সবই তাঁর, সবেই তিনি, তিনিই ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। স্বতন্ত্র আমি নাই বা আমার ব'লেও কিছুই নাই, বোধ না ফুটবে, যত-দিন দেহেন্দ্রিয়াদিতে সামান্য মাত্র আসক্তি থাক্‌বে, ততদিন শ্রীকৃষ্ণার্পণ কেবল কথার কথা থাক্‌বে। তবে ধর্মের ভাণও ভাল। যেমন সাধুর ভাণ

ক'র্‌তে গিয়ে মেথর সাধু হ'য়েছিল, যেমন রাণীর সুন্দর মুখচুম্বনের আশায় মালিপুত্র পরমার্থের পথে চ'লে গিয়েছিল, সেইরূপ বল্‌তে ব'লতে, ঐরূপ ভাণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে হয়তো একদিন জ্ঞানের উদয় হ'বে তাঁকে দিয়েছি আর ফিরিয়ে নেব না। তখন ভোজ্যমাত্র ভগবানে সমর্পিত হ'বে না। তখন তোমার চেষ্টা ভগবৎ-প্রেরণায়, তোমার সব কর্ম ভগবৎ মহিমায় সম্পন্ন হ'চ্ছে, মনে হ'বে। তোমার স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি থাক্‌বে না। মনে হ'বে দত্তাপহরণ মহাপাপ, আর দত্তাপহারী হ'ব না ; এখন "সব সমর্পিয়া তোমার হইনু-আমি" হ'বে।

[চিত্তশুদ্ধির উপায়]

আমি—আপনি বলেন, ভগবানের মহিমা শুদ্ধ মনের গোচর। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে কিছুই হবার উপায় নাই। তা' চিত্তশুদ্ধির উপায় কি ?

বাবা—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি হয়। চিত্ত তো আর ঘটপটের মত স্থূল বস্তু নহে, যে চিত্ত সাবান জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রবে। চিত্ত অতি সূক্ষ্ম বস্তু, শুধু কার্যের দ্বারা অনুমেয়। মন সংকল্পবিকল্পাত্মক ; কাজে প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তি দিয়েই মনকে ধর্‌তে হয়, কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের তত্ত্ব জানার পর যখন মন প্রথম প্রথম শাস্ত্র-বিগর্হিত কর্ম না ক'রে শাস্ত্রবিহিত কর্মের প্রতি ধাবিত হবে তখন জান্‌বে মন শুদ্ধ হ'তে চলেছে। স্থিতিলাভের চেষ্টাই অভ্যাস, আর বিগর্হিত কর্মে ঘৃণা বা দ্বেষের জন্য যে ত্যাগ, এই জগতে এই জন্মে কাম্য কর্মের ফল এবং পরজন্মে এবং পরজগতে বা স্বর্গাদিতে ইন্দ্রত্বাদিলাভরূপ যে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, তাহাই বৈরাগ্য। আবার সেই মন যখন সব কর্ম ক'রেও নির্লিপ্ত থাক্‌তে পারে, তখন সে শুদ্ধ হয়, কোনওরূপে ভাল-মন্দ লাভালাভে আসক্ত হয় না। অশুক্ল-অকৃষ্ণ কর্মে প্রবৃত্তিই চিত্তের শুদ্ধির লক্ষণ এবং কৃষ্ণ কর্ম বা শুক্লকৃষ্ণ কর্মে অপ্রবৃত্তিই বিকল্প শুদ্ধির লক্ষণ। সুতরাং দেখ্‌ছ সঙ্কল্প বিকল্প শুদ্ধ হ'লেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। কামনা-বাসনা-মলই চিত্তকে অশুদ্ধ করে ; মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু আহরণ করে, তাই তো আহার ; তার দ্বারা পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের পুষ্টি হয়, আবার

সূক্ষ্ম মন বুদ্ধ্যাদিও তুষ্ট পুষ্ট হয়। সেইজন্য বলে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ; স্মৃতিলম্ভে বিপ্রলম্ভো বিপ্রলম্ভাদ্ বিপ্রমোক্ষঃ", আবার একবার ত্যাগ করলে হ'বে না. যাতে পুনরায় প্রবেশ না ক'র্তে পারে তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। দেখেছ তো চৌবাচ্চায় দুটো নল থাকে, একটী দিয়ে জল ভরা হয়, অন্যটি দিয়ে জল বের ক'রে দেওয়া হয়। চৌবাচ্চা ভরা থাকলেও যদি শুধু জলনিকাশের নলটা খুলে দেওয়া যায় তা হ'লে অচিরে চৌবাচ্চা খালি হ'য়ে যায়; আবার নিকাশের নল দিয়ে বেশী জল বের হ'লে, দুটা নল খোলা থাক্‌লেও এক সময়ে খালি হবার সম্ভাবনা কিন্তু নিকাশের নল দিয়ে যদি কম জল বেরোয় এবং প্রবেশের নল দিয়ে বেশী জল ঢোকে তবে কোনও কালে চৌবাচ্চা খালি হয় না বরং উপ্‌ছে পড়ার সম্ভাবনা তেমনি চিত্তের দ্বার গুলি চক্ষুকর্ণাদি যদি জ্ঞানের জাল-বৈরাগ্যের ছিপি দিয়ে বন্ধ করতে পার, যদি জন্মজন্মান্তরের এবং ইহজন্মের কামনাবাসনা মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার আর নতুন কামনা না জাগাও তবেই চিত্ত শুদ্ধ হ'তে পারে। চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম; কর্ম দ্বারা মুক্তি হয় না। তাই শোনা যায় "চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম, ন তু বস্তূপলব্ধয়ে" কিন্তু কর্মের গতি বড় দুর্বোধ্য এই জন্যই তো কর্মকে মনীষীরা কাম্য-নিষিদ্ধ—বিহিত, সঞ্চিত-প্রারব্ধ-ক্রিয়মাণ, নিত্য-নৈমিত্তিক, আবার শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, অশুক্ল-অকৃষ্ণ প্রভৃতি নানাভাবে বিভাগ ক'রেছেন কাল, ফল, গতি লক্ষ্য ক'রে। বেদাদিশাস্ত্রবিহিত কর্ম জান্‌তে হ'বে. বেদাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম কি কি, তাও জান্‌তে হবে এবং সর্ব কর্ম সব ইন্দ্রিয় দ্বারা ক'রেও কিরূপে অকর্মতা বোধ ফোটে, তাও ভাব তে হ'বে. জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে; কর্মরহস্য যখন মনে উদ্‌ঘাটিত হ'বে মন তখন আল্‌গা হ'য়ে যাবে, শুদ্ধ হ'বে। আমাদের নিত্যকর্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি; নিত্য অনুষ্ঠেয় দেব-ঋষি-পিতৃ-নৃ-ভূত প্রভৃতি পঞ্চ মহাযজ্ঞ কেবল প্রত্যবায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এবং নিত্য জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য। আমরা চলাফেরা করি, শোওয়া-বসা করি, উদুখল, পেষণী, যাঁতা, কলসী প্রভৃতির ব্যবহার করি খেয়ে বেঁচে থাক্‌বার জন্য, পাপ কর্ম থেকে বাঁচার

জন্য। তাতে অন্বয়মুখে কিছুই এগুবে না, ব্যতিরেকমুখে তোমার সহায়ক হ'বে। অন্বয়মুখে এগুতে হ'লে তোমাকে শুদ্ধচিত্তকে আরও অগ্রসর করাতে হবে। শুনেছ তো 'উদিতে জুহুয়াৎ, অনুদিতে জুহুয়াৎ।' অর্থাৎ দিবাবসানে রাত্রির আগমনের পূর্বমুহূর্তে তুমি তোমার জীবত্বকে, কর্মের আশ্রয় ইদং রূপে প্রতিভাত জগৎকে কায়মনোবাক্যে সেই কল্যাণময়ে সমর্পণ ক'রে নিঃস্ব হও, আবার রাত্রির অপগমে দিবসের আগমনের পূর্বমুহূর্তে রাত্রিকালে কায়মনোবাক্যেতোমার কৃত সমস্ত কর্ম, তার ফল, সেই কর্মেরআশ্রয় ইদং-রূপে প্রতিভাতজগৎকে সেই বিশ্বনিয়ন্তার চরণে সমর্পণ ক'রে নিঃস্ব হও। এমন কি নিজের অহং সত্ত্বা ভুলে তন্ময় হও। তা হ'লে তোমার অহংসত্তার লোপ হ'বে। তখনই জান্‌বে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হ'য়েছে। জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের কর্তা-কর্ম করণের লোপ হবে, তুমি অভী হবে।

[শ্রেষ্ঠ কর্ম]

আমি— শুনেছি পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, হ্রিয়া দেয়ং, ভিয়া দেয়ং, শ্রদ্ধয়া দেয়ং, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্" । তাহা হ'লে মাতাপিতা, অতিথির সেবা, দানাদিই কর্ম ; তাই-ই করা উচিত। তা হলে ত্যাগ-বৈরাগ্যাদি সাধনাদি কর্ম নয় ?

বাবা—কে বল্‌লে ঐগুলি মাত্র কর্ম, ত্যাগ-বৈরাগ্যাদি কর্ম নয় ? ব'লেছি তো কর্মরহস্য বড় জটিল।. সুষ্ঠুভাবে মাতাপিতার সেবা এ জগতে খ্যাতি দান করে ; দান, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞাদি শুক্ল কর্ম মানুষকে স্বর্গাদিলোকে সুখভোগ করায়, আবার পুণ্যক্ষয়ান্তে এই মর্ত্যলোকে নিয়ে আসে তখন অন্নাদির কষ্ট হয় না, সুখে বসবাসের সুযোগ দেয় ; কিন্তু গর্ভযন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় না। রোগ-শোকাদি, ক্লেশ থেকেও নিষ্কৃতি পায় না। আবার হিংসা-দ্বেষ, লোভমোহাদি কৃষ্ণ কর্ম জীবকে মনুষ্যেতর পশুপক্ষী, কীট-সরীসৃপাদি যোনিতে নিক্ষেপ করে, জীব বহু কষ্ট পায় ; শুক্লকৃষ্ণ কর্ম ধর্মাধর্মজনক—মিশ্র ফলদায়ক ; মনুষ্যকুলে নিয়ে আসে মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজনের আদর স্নেহ পাইয়ে দেয়, কিন্তু জন্মমৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না। রোগ-শোকাদির

হাত থেকেও মুক্ত করতে পারে না। অশুক্ল অকৃষ্ণ কর্ম পরিকর্ম; তপঃস্বাধ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধানাদি আত্মিক কর্ম, বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাত্ত্বিক বৃত্তি জীবকে অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশাদি থেকে মুক্ত ক'রে। ভগবদুদ্দেশে কর্ম কর্‌তে কর্‌তে ভোগপরায়ণ মন ঈশ্বর পরায়ণ হয়, ভগবানে ভালবাসা জন্মে ভালবাসা জাগ্‌লেই তাঁকে না ভেবে একক্ষণও থাক্‌তে পারে না। ভাবতে ভাব্‌তে তন্ময়তা আসে। যে 'শুদ্ধ আমি' চিত্তের সন্নিধিবশতঃ 'কাঁচা আমি'তে বিবর্তিত হ'য়েছিল সে তখন চিত্ত বা চিত্তের মল থেকে আলগা হ'য়ে যায়, বৈরাগ্যের উদয় হয়, অভয় হয়। তখন বৈরাগ্য হলুদ-মাখা চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পণ ক'র্‌লে অগ্নির সংস্পর্শে যেমন কয়লার ময়লা ছুটে যায়, সে আগুনে পরিণত হয়, তেমনি বাসনা-কামনায় ভরা চিত্ত থেকে আলগা হ'য়ে জীব শিবত্বে উন্নীত হয়। যতদিন না বিষয়ে বৈরাগ্য আসে, ভগবানে প্রীতি না জাগে, ভগবানকে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা না উদগ্র হয়, ততদিন পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণাদির পোষণ ও তদনুকূলে কর্ম। কিন্তু সব সময়ে মনে রাখ্‌বে, আত্মাকে না জেনে, ভগবানকে না পেয়ে গেলে জীবন বৃথা গেল। সুতরাং পিতামাতাদির সেবা করা, কর্মপ্রবৃত্তি ক্ষয় করার জন্য, ঈশ্বরাসক্তি বাড়াবার জন্য। যেমন চীনে জোঁক একটা না ধ'রে একটা ছাড়ে না, নিরালম্ব হ'য়ে থাকে না, তেমনি মনকে কখনও নিরালম্ব রাখ্‌বে না; ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল কর্মে ব্যাপৃত রাখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বে। যখনই বিষয়ে বৈরাগ্য আস্‌বে, ইহামুত্রফলে অনাসক্তি আস্‌বে, তখনই বৈরাগ্য আশ্রয় ক'রে ভগবানে ডুবে যেতে চেষ্টা কর্‌বে।

আমি—তবে তো সব ছেড়ে দিবানিশি ভগবদারাধনায় ব্যাপৃত থাকাই ভাল।

[সর্বক্ষণ ভগবচ্চিন্তা কার হয়]

বাবা—ভগবদারাধনায় সর্বক্ষণ মন লাগাতে পারা তো বড় ভাগ্যের কথা? সে কি এত সহজে হয় গা? কত জন্মজন্মান্তরের কত বহির্মুখী সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে জমা আছে; তারা কেবল উদ্বোধকের অপেক্ষায়

ঘাপটি মেরে ব'সে আছে ; উদ্বোধক জুট্‌লেই হয়, অমনি ফুড়্‌ফুড়্‌ ক'রে বেড়িয়ে তোমার অপটু মনকে নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়্‌বে। তাই ধৈর্য সহকারে বুদ্ধিপূর্বক আটঘাট বেঁধে এগুতে হ'বে। ঈশ্বরবিরোধি ভাব দানা বেঁধে ওঠার যেন কোন ফুরসুৎ-ই না পায়। অন্বয়মুখে ভগবানের দিকে এগুতে হ'বে, ব্যতিরেকে মুখে তদ্বিরোধী সব সংস্কারকে বিবেক-বৈরাগ্যের অনলে পুড়িয়ে ছাই ক'র্‌তে হ'বে। ভগবান্ অগ্নিস্বরূপ। অগ্নি যেমন সব পুড়িয়ে নিজের স্বরূপতা দেয়, তেমনি যদি তুমি তোমার কামক্রোধাদি রিপু ধনৈশ্বর্যাদি এবং মন-প্রাণ ভগবানে সমর্পণ ক'র্‌তে পার, তুমিও শুদ্ধ হ'য়ে যাবে। তৎ-স্বরূপতা পাবে, অমৃতের পুত্র অমৃতত্বে উন্নীত হ'বে। আর মন যদি কাম-কামনায় রাজ্যে ঘোরাফেরা করে, তবে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর। অভাব বোধ থাক্‌লে, অভাব পূরণের জন্য কামনা জাগে, বিষয় দেখ্‌লে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে, না পেলে মনে ক্ষোভ ওঠে ; যদি কেউ পাবার প্রতিবন্ধকতা ক'রে তবে তার প্রতি ক্রোধ জাগে, যদি নিজের চেয়ে কেউ বেশী পায় তবে হিংসা জাগে, নিজের অধিকারের চেয়ে অনেক বেশী পেলে মদ মোহ উৎপন্ন হয়, তার ফলে জীবকে কখন জরায়ুজ, কখন স্বেদজ, কখন অণ্ডজ আবার কখনও বা উদ্ভিদ্‌যোনিতে জন্ম নিতে হয়। জন্মাবার পূর্বে এবং মরণের সময়ে সব স্মরণ হয়, ভীষণ কষ্ট পায় জীব ; কারু বা সৌভাগ্যবশে সদ্‌গুরু কৃপায় জীবিতকালেই চোখ খুলে যায়, সে ভাগ্যবান্। সে কোটিতে গুটিক। জীবের মন যদি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য উদ্‌বুদ্ধ হয়, তবে তার ভগবানের ধ্যানে জ্ঞানে প্রসাদে লোভ জাগে। না জাগ্‌লে দুঃখ, অনুশোচনা, ক্রোধের উদ্রেক হয়। ভগবৎ সেবক আমি ; আমাকে লোকে ধার্মিক ব'লে মনে করে আমার মনে হিংসা-দ্বেষ ক্রোধ জাগা কি উচিত ?—এ বোধ জাগে, তখনই জীব অন্য সব ছেড়ে ভগবন্মুখী হয়, ভগবদ্‌ভাবে সর্বদা বিভোর থাকায় অন্য চিন্তা ক'র্‌বার অবসর পায় না। ভগবৎ সূর্যোদয়ে চিত্ত কমল প্রস্ফুটিত হয় ; হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বইতে থাকে। তখনই কেবল দিবানিশি ভগবদ্‌ভাবে লেগে থাকা যায়

সদা সর্বদা। ভগবদারাধনায় ব্যাপৃত থাক্‌বার আপ্রাণ চেষ্টাই তো শ্রেয়ঃকামী জীবের জীবনের লক্ষ্য। শরীর না থাক্‌লে সাধনা হয় না, সেই শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু না ক'র্‌লে নয়, ততটুকু করে এবং সেটুকু করে শুধু শরীরকে ভগবৎসেবার উপযোগী রাখ্‌বার জন্য। তাঁরা চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয়ের জন্য বা রসনার তৃপ্তির জন্য বেঁচে থাকেন না। তাঁরা বাঁচতে চান শুধু সাধনার জন্য, মনুষ্য জীবনকে ধন্য কর্‌বার জন্য।

[ভয় যায় কিসে]

আমি—দিনরাত তো ভয়ে মরি, কখন মৃত্যুভয় জাগে, কখনও হানির ভয় আবার কখনও বা দুঃখ পাবার ভয়ে পেয়ে বসে ; এই সব ভয় থেকে কি মুক্তি পাবার উপায় নাই ?

বাবা—মরণের ভয় ক'রে কেউ বাঁচতে পারে ? জাত ব্যক্তির কাছে মরণের মত অবশ্যম্ভাবী সত্য আর কিছু আছে কি ? যে জন্মেছে তাকে এ দেহ ছাড়্‌তেই হবে, তা' আজ হোক্, কাল হোক্, আর শত বর্ষ পরে হোক্ ; আবার কর্ম না শেষ হ'লে, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা না হ'লে আবার জন্ম হবেই। জন্মজন্মান্তরীণ কর্ম এবং বর্তমান জন্মের কর্মের বিপাকে তাকে দেবতাগন্ধর্ব, মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে যেতে হ'বে ; মনুষ্যযোনিতে শুচিমান্ শ্রীমানের ঘরে জন্ম হ'তে পারে ; আবার কিরাত হূন প্রভৃতি অন্ত্যজজাতির ঘরেও জন্ম হ'তে পারে। জীবের তো মরণ নাই; জীব যে অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। দেহের নাশে তার নাশ হয় না। সে কেবল ধর্মাধর্ম-পাপ-পুণ্যের ফলে পুরাতন কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরার মত, প্রারব্ধ ভোগ্য দেহ ছেড়ে সঞ্চিত ও বর্তমান জন্মের ক্রিয়মাণ কর্মের ফল ভোগ ক'র্‌বার জন্য, নতুন দেহ ধারণ করে। যতদিন জীব দেহে থাকে ততদিন যদি সাধুর সঙ্গে মৈত্রী করে, ঈর্ষা না করে, দুঃখীর দুঃখ নিবৃত্তি কিসে হবে ভেবে কৃপাপরবশ হ'য়ে তার দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করে ; শুধু দ্রষ্টামাত্র না থাকে, শুধু মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়ে ক্ষান্ত না থাকে, যদি সৌভাগ্যবানদের দেখে আনন্দ করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ-

পরায়ণ না হয়, ভগবানের করুণা দেখে, সেই করুণার অধিকারী হ'বার জন্য চেষ্টা করে, কাউকে টেনে তোলার চেষ্টা ক'র্‌লে সে যদি সাড়া না দেয়, তবে ভগবান্ তাকে গড়েপিটে নেবেন—ভেবে উদাসীন থাকে, বিদ্বেষ না ক'রে যদি ক্ষমা ক'র্‌তে পারে, যদি ধৈর্যশীল হয়, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকে, প্রতিগ্রহী না হয়, যদি কামনার অপূরণে ক্ষুব্ধ না হয়, যদি কায়মনোবাক্যে সত্যাশ্রয়ী হ'তে পারে, দীনজন-মাত্রকে প্রয়োজন হ'লে দয়া ক'র্‌তে পারে যদি বাক্য ও মন সংযত ক'রে ভগবানে একান্তভাবে লাগাতে পারে, যদি অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে নিরভিমান হ'তে পারে, যদি দুই বা বহু বুদ্ধি চ'লে গিয়ে তার অন্তর্বহিঃ হরিময় হয়, ভগবানের অস্তিত্বে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিতে পারে, তবেই সে অভয় হয়, সকল প্রকার ভয় হ'তে মুক্ত হয়। শুনেছ তো "দ্বৈতাদ্বৈ ভয়ং ভবতি"—দুই বুদ্ধি থাক্‌লেই তুমি-আমি, আপন-পর, মানাপমান, কালাকাল, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি গণ্ডীর মধ্যে থাক্‌লেই ভয় থাক্‌বেই। যে তত্ত্ব জান্‌লে, যাতে প্রতিষ্ঠিত হ'লে শোক মোহ ভয় হ'তে মুক্ত হওয়া যায়, জন্মজরা-মরণের ভয় থাকে না; তা জান্‌বার জন্য নচিকেতা যমকে ব'লেছিলেন—

"অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥" কঠোপনিষৎ

ঘড়িতে ৪টা বাজল; পৌষ মাস, হরেন্দ্র বই নিবার জন্য উপরে এল, আমিও প্রণাম ক'রে নীচে এলাম।

পূজো-জপ সমাপনান্তে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাবার পর বাবা আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করেন; আমাদের প্রসাদ পেতে ২৷৹টা বাজে, তিনটায় পাঠ হয়। গত কল্যকার কথা উঠল।

[ভেদজ্ঞানই ভয়ের কারণ]

বাবা—ভয় মনের ধর্ম আত্মার ধর্ম নহে; আত্মা নির্বিকার, সদা তৃপ্ত, পূর্ণকাম, অভীঃ। ভেদ বুদ্ধি থেকেই ভয়ের উৎপত্তি; সে ভেদবুদ্ধি নানা প্রকার। (১) জীবে ঈশ্বরে ভেদ; (২) জীবে জীবে ভেদ;

(৩) জীবে জড়ে ভেদ, (৪) জড়ে জড়ে ভেদ এবং (৫) জড়ে ঈশ্বরে ভেদ। ভগবান্ নিত্য নির্বিকার, নির্লেপ, অসঙ্গ, সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী, স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ রহিত এক অদ্বিতীয়, শাশ্বত ভূমা বস্তু। জীবও ঈশ্বর থেকে ভিন্ন নহে; জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই জীব জন্মাস্তিত্ববৃদ্ধি-বিপরিণামাপক্ষয়বিনাশাদি ষড়্ভাব বর্জিত,—এই বোধ ফুট্‌লে ভয় থাকে না, অভয় হওয়া যায়, আর ভয়াদি যে মনের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে তার একটু অনুধাবন ক'রলেই ধ'রতে পারা যায়। দেখ চৈতন্যের সান্নিধ্যবশতঃ চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়যোগে বাহিরে বাঘ দেখ্‌লে তোমার ভয় হয়, আবার ঘুমন্ত অবস্থায় মন যখন পুরীততী নাড়ীতে প্রবেশ করে চৈতন্যের সান্নিধ্য হারায়, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের বিষয় গ্রহণ করে না, তখন বাঘ কাছে এলেও তোমার ভয় হয় না. তুমি নির্ভয়ে ঘুমাতে থাক। তা হ'লে দেখ মনের যোগে ভীত হও, মনের যোগের অভাবে অভয় থাকছ; আরও দেখ ভয় যদি মনের আগন্তুক ধর্ম না হ'য়ে জলের শৈত্যের মত বা অগ্নির উষ্ণতার মত স্বাভাবিক ধর্ম হোত তা হলে ঘুমন্ত অবস্থায়ও তোমার ভয় হ'ত। শীতলতা হারালে যেমন জলের জলত্ব থাকে না, উষ্ণতা হারালে যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব থাকেনা তেমনি চৈতন্যের সান্নিধ্য হারাবার ফলে মনের ক্রিয়ার অভাবে ভয় থাকে না। সুষুপ্তিকালেও ভয় থাকতো। যদি বল মন সক্রিয় ছিল না ব'লেই তো ভয় জাগেনি; কিন্তু জীবতো ছিল, তারতো ভয় হওয়া উচিত ছিল। যতদিন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় বুদ্ধি আছে, দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন আছে, ততদিন ভয় থাক্‌বেই। ঐ ত্রিপুটী লয়ে যখন জীব এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয় আত্মভাবে স্থিত হয় তখনই জীব শোক-মোহ ভয়ের পারে যায়। ঈশোপনিষদে স্পষ্টতঃ বলেছেন—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

যখন বিজ্ঞান জাগে অনুভব হয় চরাচর ব্রহ্মাণ্ড অক অদ্বিতীয় সত্তার বহির্বিকাশমাত্র, আত্মা ভিন্ন আর কিছু নাই পরমার্থ দৃষ্টিতে; ব্যবহার

কালে, প্রতিভাসকালে বোধ হ'লেও, আমিই অহদব্রহ্মৎস্বার্থ-লক্ষণাক্রান্ত অদ্বিতীয় আত্মা, তখনই জীব শোক মোহের পারে যায়, অভয় হয়।

[ভ্রান্তির কারণ]

আমি—আমাদের এই ভেদ বুদ্ধি জাগে কেন? ভ্রান্তি কাকে বলে?

বাবা—ভ্রান্তির মূলে অজ্ঞান; ভ্রান্তি অধ্যাস. ভ্রান্তি আরোপ। অনির্বচনীয় মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির প্রকোপেই অজ্ঞান দানা বাঁধে। ব্রহ্ম বা ভগবানই বস্তু বা সৎপদার্থ আর অজ্ঞানাদি ও তার কার্য সমূহ অবস্তু বা সকল কালের বস্তু নহে, প্রতিভাসকালে বা ব্যবহারকালে সত্য ব'লে প্রতীত হ'লেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য নহে। অখণ্ড অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে অজ্ঞানাদির আরোপই অধ্যাস। যেমন রজ্জু কোন কালেই সর্প নহে, কিন্তু অন্ধকারে জ্ঞানের অভাবে তাতে সর্পত্বের আরোপ করায় ভয় জন্মায়; যেমন শঙ্খ শ্বেতবর্ণ-ই, কোনও কালেই পীতবর্ণ নহে, কিন্তু ন্যাবারোগজন্য করণাপাটববশতঃ তাতে পীতত্বের ভ্রম হয়। তেমনি অজ্ঞানতাবশতঃ অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি জাগে কোনও ভেদর কারণ না থাকলেও ভেদবুদ্ধি জাগে।

ভ্রান্তি জন্মে কখনও ভেদ সম্বন্ধকে আশ্রয় ক'রে; কখনও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আশ্রয় ক'রে, কখনও স্বজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদ-রহিত আত্মার দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংবুদ্ধিরূপ সম্বন্ধকে আশ্রয় ক'রে এবং কখনও বা এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সত্য—এই বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে; তার ফলে জীব অনিত্য দেহাদিতে নিত্য জ্ঞান ক'রে আসক্ত হয়; ধ'রে রাখ্‌বার জন্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে ধর্মাধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয় এবং বার বার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়; ভয় আর তার ঘোচে না।

দেখ বিম্ব আছে বলেই প্রতিবিম্ব পড়ে। ছায়া আরো আলো। আলোর অভাবই ছায়া,আলোকের অভাবেই ছায়ার সত্তা কিন্তু আলোর উপস্থিতিতেই ছায়ার তিরোধান। শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বিম্ব অজ্ঞানদর্পণে তাঁর

জীবরূপ প্রতিবিম্ব ভাস্‌ছে ; স্বপ্নে যেমন রথ, ঘোড়াদি দেখা গেলেও স্বপ্নকালে মাত্র তার অস্তিত্ব, স্বপ্নভঙ্গে তার কোনও অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায় না তেমনি শুদ্ধ ব্রহ্মে স্বপ্নবৎ দৃষ্ট এই জীব, স্থাবরজঙ্গমাদি ভাস্‌ছে, জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানের তিরোধানে এক অখণ্ড, অদ্বয় ব্রহ্মই থাকেন। মায়া বা অজ্ঞানের জন্যে জীবত্ব, অল্পজ্ঞত্ব, অল্পশক্তিমত্ব প্রভৃতি ভেদজ্ঞানের উন্মেষ হয়। মায়ার নিবৃত্তিতে অজ্ঞানের তিরোভবে জ্ঞানের প্রকাশে ভেদজ্ঞান দূর হয়, ভ্রান্তি নাশ হয়।

তাদাত্ম্যসম্বন্ধ জন্যই আত্মাতে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদির আরোপের ফলে আমি কর্তা আমি ভোক্তা এরূপ বোধ জাগে। এরূপ বোধ জন্যই অহঙ্কার, অভিমান, ভয়, শোকমোহাদি জাগে ; সুখ-দুঃখাদির অতীত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হ'য়েও জীব দুঃখ ভোগ করে। স্ফটিক সাদা, জবা লাল। স্ফটিকের কাছে জবা রাখলে স্ফটিকও লাল মনে হয় কিন্তু জবাকে সরিয়ে নিলে, আর স্ফটিককে লাল দেখা যায় না, তেমনি চেতন আত্মার সংস্পর্শে অচেতন চিত্তে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম ভাস্‌তে থাকে, তখন চিত্ত তদাকারে আকারিত হয় বলে ; কিন্তু সুষুপ্তিকালে আত্মা ও চিত্তের সে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ ঘটে ব'লে কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি চিত্তধর্ম আত্মায় ভাসে না ; আত্মার নির্বিকার নির্লেপ রূপ ধরা পড়ে ; তবে তা ক্ষণিক ; কেবল সমাধিপ্রজ্ঞার দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে সমস্ত ভ্রান্তির নিরসনে অদ্বৈত আত্মার স্বপ্রকাশ রূপ ধরা পড়ে।

আকাশ অসঙ্গ, নির্লিপ্ত, ঘটপটমঠাদি উপাধি ভেদে ঘটাকাশ, পটাকাশ, মঠাকাশাদি ব্যবহার হয়; ঘটপটাদি ভাঙ্গলেও যেমন আকাশ ভাঙ্গে না, আকাশ অবিকৃতই থাকে, তেমনি অন্তঃকরণ রূপ উপাধির ভেদে এক অখণ্ড অদ্বয় আত্মার উপাধিযুক্ত বিভিন্ন নাম ; উপাধির (অন্তঃকরণের) নাশে জীবত্বের গণ্ডী ভেঙ্গে যায়, শিবত্বই ভাসে। হার বলয় কঙ্কণাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপের হ'লেও স্বরূপতঃ সোণাই ; আকার ভেদমাত্র ; আবার অগ্নিতে গলালে সেই সোণার পিণ্ড হয়, সোণাই সত্য, তেমনি ব্রহ্মই সত্য, আর সব ব্যবহারকালে,

প্রতিভাসকালে সত্য ব'লে প্রতীত হ'লেও পারমার্থিক সত্য নহে।

আমি—অধ্যাস, বা আরোপ বা ভ্রান্তির স্বরূপ জেনে আর লাভ কি? কেবলমাত্র ভগবানের নাম জপাদি ক'র্‌লে কি কৃতকৃত্য হওয়া যাবে না, ভ্রান্তির নিরসন হ'য়ে জ্ঞানের আলো ফুট্‌বে না?

[আটঘাট বেঁধে নাম করা চাই]

বাবা—বিচক্ষণ সেনাপতি যেমন সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে শত্রুর আক্রমণ রোধ্‌বার জন্য সৈন্য দ্বারা উত্তমরূপে ব্যূহ রচনা ক'রে সামনে অগ্রসর হন, যাদের সঙ্গে ল'ড়্‌তে হ'বে তাদের শক্তি-সামর্থ্য, বলাবল চর দ্বারা উত্তমরূপে জ্ঞাত হ'য়ে স্বদেশকে উত্তমরূপে রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে নূতন দেশ জয় ক'র্‌তে অগ্রসর হন এবং জয় করা নতুন দেশ সুরক্ষিত ক'রে নতুনতর দেশ জয় ক'র্‌তে চেষ্টা করেন, নতুবা স্বরাজ্য এবং জয় করা পররাজ্যও বেহাত হ'তে পারে, তেমনি স্বারাজ্য জয়কারীর পক্ষে আত্মরক্ষার সকল প্রকার ব্যবস্থা ক'রে কোমর বেঁধে অগ্রসর হ'তে হ'বে; কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'রে সম্যক্ ফলভাগী হ'তে হ'লে যেমন শাস্ত্রবাক্য, আচার্যবাক্য, সাধুর আচরণ ও বিবেকের বেড়া দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত তেমনি অসতর্ক মুহূর্তে, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মায়া, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মাঝপথে থামিয়ে না দেয়, তার জন্য আটঘাট বেঁধে অগ্রসর হ'তে হ'বে। মানুষমাত্রেই কখন সম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধের, কখন সম্বন্ধের সহিত ধর্মের, কখনও ধর্মের সহিত ধর্মের অধ্যাস ক'রে ভ্রমে পড়ে; আবার কখনও বা অন্যোন্যাধ্যাস এবং ইতরেতরাধ্যাস ক'রে নাস্তানাবুদ হয়। যেমন সুখ-দুঃখাদি আত্মাতে আরোপ ক'রে আমি সুখী, আমি দুঃখী ভাবে, যেমন কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিধর্মের অকর্তা, অ-ভোক্তা আত্মার সহিত সম্বন্ধবশতঃ আমি কর্তা, আমি ভোক্তা—এই রূপ বোধহয়, যেমন অসত্ত্ব-জড়ত্ব প্রভৃতি অনাত্মধর্ম সচ্চিৎ আত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অধ্যাসের ফলে আত্মার সত্ত্ব, চিত্ত্ব আবরণ করে। ফলে জীব

চিৎস্বরূপত্ব, আনন্দস্বরূপত্ব ভুলে যায়, দুঃখ-অজ্ঞানের শিকার হয়। আবরণের ফলে নিত্য, অদ্বয়, এক জ্ঞান আবৃত হয়। বহুত্বের বোধ হয়, মরণধর্মী মনে হয়; ভয়, ক্রোধ হিংসাদি আশ্রয় করে; শান্তি নষ্ট হয়। ভগবানকে যদি খণ্ড পরিচ্ছিন্ন মনে হয় তবে তাঁর শক্তিও খণ্ড পরিচ্ছিন্ন, সীমিত মনে হ'বে; স্থানে-অস্থানে, কালে-অকালে তাঁর সত্তার ভাণ হ'বে না। তখন স্থানবিশেষে তাঁর কথা মনে হ'বে মাত্র; সর্বত্র, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় তাঁকে ভাব্‌তে পার্‌বে না, সংশয়-প্রমাদ-অবিরতি আস্‌বে। আর যদি সকল প্রকার ভ্রান্তি জ্ঞানের বাহিরে যেতে পার, যদি ঊর্ধ্বে-অধে, উত্তরে-দক্ষিণে, পূবে-পশ্চিমে, ঈশানে-নৈঋ'তে, অগ্নিকোণে-বায়ুকোণে—সর্বত্র সবদিকে সর্বদা তিনি ভ'রে আছেন, তিনি সবের অন্তরে-বাহিরে পূর্ণরূপে বিরাজ ক'র্‌ছেন—এরূপ বিশ্বাস ক'র্‌তে পার ভ্রান্তি নিরসনের দ্বারা, তবে দেখ্‌বে সাধনতরী তর্‌তর্‌ ক'রে এগিয়ে চ'লেছে ঘাটের দিকে। নাম সাধনে অঘটন ঘটে, কিন্তু নাম করার অধিকারী আগে হ'তে হয়। অনুভবী ভক্তশিরোমণি, নামই যাঁর জীবন সেই গোরাচাঁদ নাম-কারীকে দিগ্‌দর্শন ক'রেছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অর্থাৎ সাধক মনে মনে নিজকে তৃণ অপেক্ষা সুনীচ না ভাবতে পার্‌লে, বৃক্ষের চেয়েও সহনশীল না হ'লে, নিরভিমান না হ'লে, অমানীকেও মান দিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে না জাগ্‌লে নামাভ্যাসের সত্যকার অধিকার জন্মে না। আরও চাই নামে-মনে ঐক্য। নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে নামের প্রতিপাদ্যকে প্রথমে আরোপের দ্বারা হৃদয়ে জাগাতে হয়। ক্রমে অভ্যাসের ফলে তাঁর স্থিররূপ হৃদয়ে ভাসে। তখন তাঁর রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপও হৃদয়ে ভাসতে থাকে; জাপক ভাব্‌তে ভাব্‌তে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, অহংসত্তা ভুলে যায়, জগৎসত্তাও ভুল হ'য়ে যায়। জাপকের স্থানকালপাত্রের জ্ঞান থাকে না; সমুদ্রের জলে নুনের পুতুলের মত আপন সত্তা হারিয়ে ফেলে; তখন দ্রষ্টা দর্শন-

দৃশ্য, জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের লোপে ভ্রান্তির আশ্রয় নিঃশেষে শেষ হ'য়ে যায়। বার বার ডুব্‌তে ডুব্‌তে ধ্যখানে, সমাধিতে—সব অবস্থায় সেই একেরই ভাণ হয়—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। ভগবান্ ছাড়া আর কিছু বুদ্ধিতে ভাসে না, ভ্রান্তি চিরতরে নষ্ট হয়। বাবার মধুমাখা কথা শুনছিলাম তন্ময় হ'য়ে, মাঝে মাঝে তাঁর তন্ময়ত্ব, গাম্ভীর্য চোখে প'ড়েছিল, কখনও মুখমাধুর্য দেখে অবাক্ হচ্ছিলাম। সময় কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল, প্রণাম ক'রে সন্ধ্যাহ্নিক ক'র্‌তে নীচে নেমে এলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[শিষ্যের কর্তব্য]

আজ ক'দিন বিকালে প্রায়ই গুরু ভাই-ভগ্নীরা আস্‌ছেন, আবার কয়েকটি নতুন মুখও দেখা গেল; তাঁরা দূরে থাকেন, কালে ভদ্রে আসেন। নিতান্ত দায়ে না প'ড়লে বোধ হয় আসেন না। এখন তো আর প্রাচীন রীতি কেউ মান্‌তে চান না। আবার নিষ্কিঞ্চন নিরভিমান গুরুদেবরাও বোধ হয় শিষ্যদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। দিনের কাজ শুরু করার আগে জগদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ মূর্তি আচার্য ও পিতামাতাকে প্রণাম ক'রে আশীর্বাদ নেবার প্রয়োজন আছে জীবনের পথে নির্দ্বিধায়এগোবার জন্য, আবার কর্ম শেষে দিনান্তে সব তাঁকে নিবেদন ক'রে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হ'বার আবশ্যকতা যে আছে, তাও বোধ হয় কারু মনে জাগে না। কল্যাণকামী শাস্ত্রকারগণ অর্ধক্রোশের মধ্যে বসবাসকারী শিষ্যের অন্ততঃপক্ষে দিনে একবার প্রণাম করার বিধান কোরেছেন, তদপেক্ষা দূরবর্তীগণের পক্ষে উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'র্‌তে তো বলেছেনই। অধিকন্তু মাসে অন্ততঃপক্ষে একবার সাক্ষাৎভাবে দর্শন স্পর্শন ও আশীর্বাদ লাভের সুযোগ হারাতে নিষেধ ক'রেছেন। সাধকদের জীবনে, দীক্ষিতদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে গুরুই আদর্শ, আচার্যের আচার-আচরণ কল্যাণকামী শিষ্যের হৃদয়ে প্রেরণা জাগায় সাধনের জন্য; গুরুদেবের অসঙ্গ নির্লেপ

ভাব, ঈশ্বরমুখীনতা শিষ্যদের বিষয়ে বৈরাগ্য জাগিয়ে পরমার্থের পথে আকর্ষণ করে। মুমুক্ষু গুরুমুখী শিষ্য দুর্লভ। এখন অনেক পরিবারে মন্ত্র না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না, দেবতার ভোগ রান্নার অধিকার হয় না, আবার কোন কোন পরিবারে দীক্ষিতেরা অদীক্ষিতের হাতে জল খান না ব'লে দীক্ষা নেন; কখনও বা কোনও প্রসিদ্ধ ধর্মসংঘের সঙ্গে মন্ত্রগ্রহণের মাধ্যমে যুক্ত হ'তে পা'র্‌লে, ব্যবসায়ে সুবিধা, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ হ'বে, ভেবেই দলের মধ্যে ভিড়ে দীক্ষা নিয়ে মাঝে মাঝে কিছু ভেট দিয়ে নাম কেনেন; পথে নিগূঢ়ভাবে চল্‌তে হ'লে চাই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন. সেবা; অধিকাংশ দীক্ষিত ব্যক্তি আঙুলের কড়্ গুণে, বা মালা এক আধ্‌বার ঘুরিয়ে দিনের সাধনা শেষ করেন। আর স্থূলার্থে—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি" তাঁদের জীবনের ব্রত। সুতরাং য ারা আসেন তাঁদের প্রায়ই সংসারের সুখ-দুঃখের কথা বল্‌তে শুনি। তার প্রতিকারের উপায় জান্‌বার আগ্রহও চোখে পড়ে, কিন্তু দীক্ষিত হ'লেও ২।১ জন ছাড়া কাউকে সাধনের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে শুনি না। ভাল লাগে না। মন বোঝে না যে, যে যেমন জন্মান্তরীণ সংস্কার নিয়ে এসেছে, যে যেমন পরিবেশে জন্মেছে, যেমন শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়েছে, যে যেমন অধিকারী তার শিক্ষালাভও তেমন হ'বে। তাদের শিক্ষা, সংস্কার ও পরিবেশানুযায়ী জিজ্ঞাসা জাগ্‌বে। কদাচিৎ কাউকে বাবার কাছে জপ পূজা আরাধনা বা ধ্যানের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে শুনি। কদাচিৎ কাউকে বল্‌তে শুনি—"বাবা দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে, শরীর অপটু হ'চ্ছে, আগে যত সময় সহজে বস্‌তে পা'রতাম, এখন পারিনে, শরীর অনুকূলতা করে না যত দিন যাচ্ছে, মনও তত চঞ্চল হ'চ্ছে; ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবে হতাশ হ'য়ে প'ড়েছি। বাবা, আমার কি হবে? আপনি কৃপা ক'রে করিয়ে নিন। কবে ম'রব, তা জানি না, তার আগে মনুষ্যজীবনের লভ্য ভগবানকে যেন পাই।"

ছোট ছোট ছেলেরা বই পড়ে লাইব্রেরীতে, তাদের সংখ্যাই বেশী, কদাচিৎ কখন কখন ধর্মগ্রন্থ পড়িয়ে আসেন। ছেলেদের

বই দিতে দেরী করার উপায় নাই, তারা বিরক্ত করে। সুতরাং প্রায়ই বই নিতে ওপরে আসি ; আর ঐ বৈষয়িক কথা, সংসারের কথা শুনে মন বিরক্ত হয়। মনে হয় বাবার অমূল্য সময় এঁরা নষ্ট কোর্‌ছেন। কখন কখন বিরক্তির কারণ খুঁজি ; কদাচিৎ বাবার অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে দিবার জন্য, কখনও আগন্তুকদের অজ্ঞানতার জন্য দুঃখ বা বিরক্তি জাগে বটে, কিন্তু আমি কাছে থেকে নানা কাজের জন্য জিজ্ঞাসার সময় পাই না, যদি বা দুপুরে একটু সময় পাবার কথা, তাও আগন্তুকরা নিয়ে নেন। সুতরাং আমার স্বার্থহানির জন্যই বোধ হয় বিরক্তি। নতুবা প্রয়োজন আবালবৃদ্ধবনিতার ; প্রয়োজন আপামরসাধারণের ; স্থানকাল-পাত্রানুযায়ী প্রয়োজনবোধের তারতম্য তো থাক্‌বেই—এ বোধ আমার স্বার্থপর মনে জাগে না কেন ? অধ্যাসের কথা শোনার পর আজ ১০দিন কেটে গেছে, কিন্তু পুনরায় জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পাইনি। অথচ বাবা ওপরে একাকী থাকেন, আর নীচের তলায় আমরা থাকি। কারণ বাবা সব সময় কখন স্বাধ্যায়ে, কখন সাধনে, কখন জপে, কখন পূজা বা আরাধনায় মগ্ন থাকেন, আরাধনাময় তাঁর জীবন, ধ্যান-ধারণা চলে তাঁর অবিরাম, তাতে ছেদ নাই ; আর তাতে বাধা সৃষ্টি করার দুঃসাহসও আমার নাই। কখন কখন প্রভাতকে [গুরুভাই প্রভাতকুমার মিত্র] বাবার আসনে যাবার সময়ে আগবাড়ায়ে কথা ব'লতে শুনেও বিরক্ত হই। মনে করি, আমার বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, বাবা তো নিষেধ কোর্‌ছেন না। আর অপরাধ হ'লে সেইই ভুগ্‌বে। আমাদের জপ আরাধনা কালিক, তাঁর সার্বকালিক, তাতে ছেদ পড়ে না নিশ্চয়ই। নচেৎ নিশ্চয়ই প্রভাতকে মানা ক'র্‌তেন বা বিদায় ক'র্‌তেন। আমাদের প্রতি কড়া নির্দেশ "সময় বৃথা নষ্ট না করার। কখনও জপ-আরাধনায় কখনও শাস্ত্রপাঠে, কখনও ধ্যানাভ্যাসে, আবার কখনও বা শাস্ত্রালোচনায় সময় কাটাবার জন্য বলেন ; যদি অবহেলা ক'র্‌তে দেখেন, তখন শাসন করেন। বলেন —"সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, জপপূজাদি শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনাদি

আত্মিক কর্ম, শয়নভোজনভ্রমণাদি এবং পরোপকারাদি লৌকিক কর্ম—সবই নিত্যকার কাজ, নিত্য নিয়মিত সময়ে অনুষ্ঠান করা উচিত; সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভগবানের কাজ। যখনই যেটি ক'রবে, সেটি তাঁর প্রীতির জন্য কোরছ ভেবে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে কোরবে। মন চঞ্চল; সে সর্বদা ক্রিয়াশীল, কখনও চুপ ক'রে থাকে না, সদা সর্বদা একটা না একটা নিয়ে থাকে; যদি তাকে আত্মকর্মে, ভগবৎকর্মে, দয়া, দান, সেবা, পুজোয় না লাগাও সে সুযোগ পেয়ে অসংখ্য কুচিন্তা, অসারচিন্তা, কুক্রিয়ার উদ্ভাবক হ'বে; নতুন সংস্কার জাগাবে; তার ফলে জন্মজন্মান্তর বেড়ে যাবে, দুঃখের ইতি না হ'য়ে দুঃখপ্রবাহ দুর্বার হ'বে। "An idle brain is the devil's workshop" বলেন; মনকে ভগবন্মুখী না ক'রে বিষয়মুখী করায়, কত জন্ম বৃথা গেছে, তার খবর রাখ কি? এবারও কি সময় বৃথা নষ্ট ক'রবে? ভগবানকে না জেনে গেলে যে এই জন্মজরামরণের রাজ্যে আবার আসতে হ'বে। তার কথা ভাব কি? যারা সাধুগুরুমুখে শাস্ত্রের মর্ম অবগত হ'য়ে, বিষয়বাসনা ত্যাগ ক'রে নিত্য নিরন্তর সাধনশীল হয়, তারাই পার পেতে পারে"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
[ভাবদর্শন]

একাদশী; কেহই আসেননি, পাঠাগারও বন্ধ; সুতরাং সময় পেয়ে ৩॥০টায় ওপরে গেলাম। দেখলাম "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, তাঁর কোনও দিকে লক্ষ্য নাই; গীতা পড়তে পড়তে ভাবতে ভাবতে কোন্ অতল তলে ডুবে গেছিলেন; প্রায় ১০ মিনিট পরে বাহ্য দশায় ফিরে এলেন। বই থেকে মুখ তুললেন, মুখের ভাব অতি প্রশান্ত, যেন আত্মারামের সঙ্গে একীভূত ছিলেন; এখন ফিরে এসেছেন। কিন্তু বাহ্যজগতের সঙ্গে এখনও সম্বন্ধ ঘটেনি, আরও দু'মিনিট কেটে গেল। এবার আমাকে দেখে মৃদু হাস্যে বললেন "এস কি চাই? এ কয়দিন

তোমারা কাছে থেকেও দূরে স'রে গিয়েছিলে, কিছু বল্‌বে ?" গীতা-খানি বন্ধ করেন নি। খোলাই আছে, দেখলাম—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ গীতা অ ১৫।১৯

মনে হ'ল "জীবের প্রকৃতি-পরিণতির কথা, ঈশ্বরের কথা, পুরুষোত্তমের কথা, মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং সর্বোপাধিবির্নিমুক্ত চৈতন্যের কথা, সর্বভাবে—[কি বিষয়দৃষ্টি, কি সাধারণ দৃষ্টি, কি সাধনদৃষ্টিতে]. তাঁর উপাসনার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সর্ববিধ ভেদরহিত চিৎসমুদ্রের অতল তলে ডুবে গেছিলেন তাই বাহ্যজ্ঞান ছিল না, অনেক পরে ফিরেছেন। এমনিই বাবার হাসিভরা মুখ, তাতে নিরানন্দের ভাব কখনও চোখে পড়ে না। তার ওপর আনন্দময়ের সঙ্গে মিলনের আনন্দের ঢেউ তখনও চোখে মুখে প্রতি-ফলিত ; দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমিও যেন সম্বিতহারা হ'য়েছিলাম, তাঁর আহ্বানে সাড়া পেয়ে আস্তে আস্তে যেয়ে প্রণাম ক'রলাম, তাঁর শ্রীহস্ত আমার মাথায় দিতে যেন শরীরের মধ্যে তড়িৎ খেলে গেল। চোখ দিয়ে জল প'ড়তে লাগ্‌ল অবিরল ধারে। একটু সামলে নিয়ে ব'ল্‌লাম—

আমি—সেদিন ব'লেছিলেন, ভেদবুদ্ধির জন্যই জীব কষ্ট পায় ; যতদিন ভেতবুদ্ধি না যাবে, ততদিন জীব দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না, এই ভেদবুদ্ধি যাবে কিসে ?

[ভেদবুদ্ধি নাশেরউপায়]

বাবা—আচার্যের নিকট উপদেশ পেয়ে যদি শিষ্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার মাধ্যমে নিত্যানিত্য, সারাসার বিচার ক'রে ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানই নিত্যবস্তু আর সব অনিত্যবস্তু, ভগবানই সারাৎসার, আর সব অসার—এই দৃঢ় নিশ্চয় হয়, তখন অসারত্যাগী সারগ্রাহী মনে এজগতের সুখসেব্য কি স্রক্-চন্দনাদিতে, কি পরলোকের ইন্দ্রত্বরক্ষণত্বাদিজন্য সুখভোগে, ঐহিক ও পারলৌকিক

সকলপ্রকার ভোগ্যবস্তুতে বৈরাগ্য জন্মে, তখন কর্মের করণ অন্তরেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি অহঙ্কারাদিকে দমন করে; চক্ষুকর্ণনাসিকাদি বহিরিন্দ্রিয়কে সংযত করে, তাকে ভেদবুদ্ধিজন্য সুখ-দুঃখ, মানাপমান, শীতোষ্ণাদি কষ্ট দিতে পারে না। ভেদের আশ্রয় রূপরসাদি বিষয় ও দৃশ্য হ'তে বিরত হয় এবং সকলপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্রহ্মাত্মৈক্যভাবনায় তৎপর হয় এবং তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের বিচারের মাধ্যমে 'নেতি নেতীতি' ভাবনা দ্বারা ভেদজ্ঞানের অতীত হয়। ব্যবহার জগতে জাগ্রৎ-অবস্থায় ব্যবহারকালে বিষয়ের সংস্পর্শে বিবিধ সংস্কার পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে। প্রবর্তক অবস্থায় সাধকদের সাধনকাল অতি সংক্ষিপ্ত; সে সময়ে মননকালে যেটুকু একাগ্রতা আসে, তা' বাঁধ ভেঙ্গে গেলে যেমন বেনো জল বেগে ঢুকে শস্য নষ্ট করে তেমনি নষ্ট ক'রে দেয় বিরোধী সংস্কারে; যদি ভেদের ভেদ জানা থাকে তা হ'লে আর ভেদ বুদ্ধি জন্মাতে পারে না; তখন অর্থভাবনা পূর্বক যা মনে মনে চিন্তা করে, সেই অর্থই মূর্তিমান্ হয়ে সাধকের মানসরাজ্য অধিকার করে এবং তন্ময়তা আসে।

আমি—তা হ'লে তো ভেদ বুদ্ধি জন্য দম্ভ, দর্প, অভিমান, আসক্তি, লোভ, জন্মমৃত্যুভয় থাকলে তো কিছুই হবে না; এক কথায় জ্ঞানী না হ'তে পারলে কিছুই হবে না; তবে আমাদের মত অকৃতি সন্তানদের কি হবে?

[কালে সকলের হবে]

বাবা—তোমাদেরও হবে। করুণাময়ের রাজ্যে কেউ বাদ প'ড়ে থাকবে না। করুণাময়ের করুণা অনবরত অজস্রধারে বর্ষিত হচ্ছে। যে যেমন পাত্র, সে তেমনিভাবে ধ'রে রাখতে পা'রবে। যার ফুটো পাত্র, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া থলে, তার গলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার মাটির পাত্র ছেঁদা হ'লেও মাটির ওপরে রাখলে ছেঁদাটা যদি চাপা পড়ে, তবে হঠাৎ জল বেরিয়ে যেতে পারে না, অন্ততঃ কিছুক্ষণ থাকে, আপাততঃ প্রয়োজন মেটান যায়, কিন্তু চিরকালের প্রয়োজন তাতে

সিদ্ধ হয় না, তেমনি তোমার ওপর করুণাময়ের করুণা বর্ষিত হচ্ছে, কখন কখন বিবেক জাগছে; আর ধ'রে রাখ্‌বার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু বিরোধী সংস্কারের ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরুছ; এইরূপে ঘুরূতে ঘুর্‌তে, ঘা খেতে খেতে যখন পিপাসা উদগ্র হ'বে, সামান্যতে পিপাসার নিবৃত্তি হ'বে না, তখন সব ছেঁদা বন্ধ ক'রে করুণাবারি ধ'রে রাখ্‌বার চেষ্টা জাগ্‌বে; ছেঁদা বন্ধ হওয়ায় করুণাবারিতে হৃদয় ভ'রে যাবে, আকণ্ঠ পান ক'রে তৃপ্ত হবে, তখনই মন সব দিক থেকে গুটিয়ে এসে তাঁর চরণতলে পড়ে থাকবে, আর অন্য দিকে যাবে না। তিনিই গড়ে পিটে নেবেন। তবে সময় সাপেক্ষ! যে সন্তান চুপচাপ ব'সে থাকে, খেলা নিয়ে মেতে থাকে সে মায়ের কোল পায় কালে ভদ্রে, কিন্তু যে বায়নাটে ছেলে, কোলে ওঠ্‌বার জন্য নিয়ত কান্নাকাটি করে, সে কখন কখন চড়চাপড়টি খেলেও মায়ের কোলে ওঠার সোভাগ্য তার হয়। যদি এই জীবনেই চাও সুধাসাগরে ডুব্‌তে, তবে সকল ছেড়ে একমনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হ'য়ে তাঁর নামসাগরে ঝাঁপ দও, নামের স্রোতে গা ভাসাও, নামনদী তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে সুধাসাগরে পৌঁছিয়ে দেবে। নামনদীর জলে তোমার কায়িক. বাচিক ও মানস মল ধুয়ে যাবে, তোমার অন্তর বাহির শুদ্ধ, পবিত্র হ'বে, আর মল মাখ্‌বার ইচ্ছা জাগ্‌বে না, জাগ্‌বে ভাল-মন্দের বিচার; মন প্রেয়ের পথ ছেড়ে শ্রেয়ের পথে ছুট্‌বে। শুদ্ধচিত্তে প্রেমময়ের ভাবমূর্তি ফুটে উঠবে। ঘোর অন্ধকার ঘরের মধ্যে হঠাৎ দেশলাই এর কাঠি জ্বাললে বা বিজলিবাতি জ্বালালে যেমন মুহূর্তের মধ্যে সব অন্ধকার দূরীভূত হয়, ঘর আলোয় ঝলমল করে, তেমনি তোমার হৃদয়গুহা আলোকিত হ'বে তাঁর আবির্ভাবে, যাঁরা কৃপায় চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, গ্রহ, নক্ষত্র সব আলোকিত হয়; যাঁতে তুমি-আমি সকলে বিধৃত, যাঁর অস্তিত্বে তোমার আমার সকলের অস্তিত্ব। তিনি তোমার অন্তরে বাহিরে ভাস্‌বেন, সকল ভেদ দূর হ'বে, একাকার হ'য়ে যাবে।

শুধু যে জ্ঞানীরা তাঁকে পায় তা নহে কর্মী, ভক্ত বিশ্বাসীও

তাঁকে পায়। তিনি সর্বস্বরূপ, সর্বরূপ, স্বেচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান্ সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী। যে যেখানে থেকে যেভাবে যে অবস্থায় ভাবে গলে তাঁকে সমস্ত মনটা দিতে পারে সে যেখানেই সেই অবস্থায় তাঁকে সেই ভাবেই পায়। সূর্য্যতাপে তাপিত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলই কাম্য। সংসারে ত্রিতাপে তাপিত জীবের সর্বতাপহারী শান্তিপারাবার ভগবানই লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করা উচিত। তাপিত ব্যক্তির জো সো ক'রে শীতল জলে ডুব দিবার দরকার তাপ দূর করার জন্য, তেমনি জো সো ক'রে তাঁতে ডুব্‌বার চেষ্টা কর। তাঁকে ধ্যানে, জ্ঞানে, গানে, যোগে পাওয়া যায়, বিশ্বাসেও পাওয়া যায়; এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। সুতরাং "জ্ঞান নাই হ'বে না, "কি ভক্তি নাই আমার হবে কি? এমন ভেবো না; তোমার যা আছে তাই নিয়েই বেরিয়ে পড়, যখন যে ভাব জাগে সেই ভাব দিয়েই তাঁর সেবা ক'র; সব ভাবেই তাঁর প্রকাশ দেখতে পাবে।

আমি—যখন সব ভুলে তাঁতে মগ্ন হ'তে পা'রব, তখন ভেদবুদ্ধি যাবে; সেতো সমাধি অবস্থাতে হয়, সমাধিতে পৌঁছায় কদাচিৎ কেউ, তেমন ভাগ্যবান্ আর কতজন? এমনি জাগ্রদবস্থায় চল্‌তে ফিরতে, বল্‌তে, দেখ্‌তে শুন্‌তে দিবারাত্র যে ভেদবুদ্ধি পাকা হ'তে থাকে তা' থেকে নিষ্কৃতি পাব কিসে?

[ব্রহ্মই সত্য]

বাবা—দেখ আর্শিতে তোমরা মুখ বা অবয়ব দেখ, কি ভাবে দেখা হয় ভেবেছ কি? স্বীয় অবয়ব বা মুখ দেখ্‌বার ইচ্ছা হলে তোমরা সামনে আর্শি রাখ, মন যখন আর্শি দেখ্‌তে চোখকে প্রেরণা দেয় তখন চোখ আর্শির ওপর প'ড়ে ফিরে এসে মুখের ওপর পড়ে। তখন হয় কি! আর্শিতে তখন মুখের প্রতিবিম্ব ভাসে, কিন্তু আর্শিতে প্রতিবিম্ব থাকে না, থাকে মুখে। তার সঙ্গে বিম্বস্বরূপ মুখ অভিন্ন অতএব প্রতিবিম্ব সত্য নহে, মিথ্যা। মুখের প্রতিকৃতি মুখ হ'তে ভিন্ন এবং দর্পণস্থ বোধ হয়। এই তিনটি তো বটেই, একের প্রতীতিও সত্য নহে। তেমনি শুদ্ধ

ব্রহ্মই সত্যবিম্ব অজ্ঞানদর্পণে জীব জগৎ রূপে ভাস্‌ছে। উহাই প্রতিবিম্ব। যেমন কায়া আর ছায়ার ব্যবহারে ভেদ নাই, কায়া চল্‌লে ছায়া চলে, কায়া স্থির থাক্‌লে, ছায়া স্থির থাকে, তেমনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন, কিন্তু মায়াহেতু জীবত্ব, অল্পজ্ঞত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম জীবকে ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, বিভূত্ব, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ধর্মজন্য ঈশ্বর থেকে ভিন্ন মনে করায়। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল অপসারিত হ'লে যেমন দর্শকরা সব ঠিক ঠিক দেখতে পায়, তেমনি জীবত্ব, অল্পজ্ঞত্ব, নানাত্ব, পরিচ্ছিন্নত্বজ্ঞানরূপ অজ্ঞান নাশ হ'লে, জ্ঞানের উদয়ে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। সুতরাং সব অবস্থায় সেই এককে ভাব্‌তে পারলে, সরল দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে দেখতে, যেখানে যেখানে মন যায় সেখানেই তোমার ইষ্টকে হাজির ক'রতে পারলে ক্রমে ক্রমে ধ্যানের বিষয়ও তোমার শান্তমনে প্রেমনয়নে প্রতিভাত হ'বে, ভেদ জ্ঞান দূর হ'বে। চাই সদা জাগ্রত ভাব, সদা সতর্ক দৃষ্টি, সদা বুদ্ধিকে সাক্ষী রাখা, যাতে পোড়া মন ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে নাস্তানাবুদ না করে; সর্বভাবে সাধারণ দৃষ্টি, সাধন দৃষ্টি, ও বিচার-দৃষ্টিতে তাঁকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়।

[নির্বিকারত্বের অধিকারী]

আমি—আমি যখনই যা' করি অমনি ফলের আকাঙ্ক্ষা জাগে, পেলে আনন্দ হয় আর না পেলে নিরানন্দে হৃদয় ভ'রে যায়; পেলে খুসী হই না পেলে দুঃখী হই। এর থেকে কি নিষ্কৃতির উপায় নাই?

বাবা—অহন্তা-মমতা-বুদ্ধির নাশ হ'লেই নিষ্কৃতি, নতুবা নহে। অহঙ্কার এবং মমত্ববুদ্ধির জন্যই ঐরূপ হয়। আমি করি বা কোরছি, সুতরাং আমিই কর্তা; আমিই ইহার ফল ভোগ ক'রব। আর কেউ এর ভাগীদার হ'বে না। আবার ভাল ফলের হ'লে বা মনের অনুকূল হ'লে তো কথাই নাই। কিন্তু মন্দ ফল বা কষ্টদায়ক হ'লে তার কাছে ঘেঁসতে চাই না আমরা। কিন্তু আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার অকর্তা অভোক্তা, তাতে কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নাই; কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব মনের

ধর্ম। জবা ফুল যেমন স্ফটিকের সন্নিহিত হ'লে তার রঙে স্ফটিক রঞ্জিত মনে হয়, তেমনি আত্মার সন্নিধানবশতঃ মনের ধর্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে পুত্রাদির মৃত্যুতে শোক ক'রতে দেখেছ, আরও দেখেছ যখন সে ঘুমোয়, তখন তার শোক থাকে না, সে ঘুমের ঘোরে হয়ত হাসে, কারণ মন আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় স্বীয় ধর্মে আত্মাকে রঞ্জিত ক'রতে পারে না; অতএব মন যখন বিষয় থেকে আল্‌গা হয়, যখন ধর্মহীন অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য হয় তখন জীব আপনা-আপনি হয়, সুখ-দুঃখাদি মনের ধর্ম থেকে মুক্ত থাকে। সুতরাং স্বাধ্যায় সাধনার দ্বারা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা অনন্যচিন্ত্য হ'য়ে ভগবানের নাম জপের দ্বারা নিজেকে মন ও মনের ধর্ম হ'তে আল্‌গা হ'তে পারবে; যখনই বিশ্বময় বিশ্বরাজকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁতে ডুব্‌তে ডুব্‌তে অহন্তা-মমতার আশ্রয় চিত্ত থেকে স্বীয় জীবত্বকে পৃথক্ ক'রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পা'রবে, তখনই পূর্ণকাম, আপ্তকাম হ'বে, অভাববোধ লোপ পাবে। সমস্ত মানাপমান, সুখ-দুঃখ, লাভালাভ বোধ থেকে মুক্ত হবে। যতদিন সেরূপ অবস্থা না আসে, ততদিন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে লড়াই করে যেতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[সংশয় নিরসন ক'রে লওয়া উচিত]

বাবার আহার, বিহার, চেষ্টা, কর্ম, নিদ্রা, সাধন স্বাধ্যায় সবই যেন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। তবে মাঝে মাঝে ব্যত্যয় দেখি। উঠেন রাত্রি ৩৷৷টায়, কি শীত কি গ্রীষ্ম কি সুস্থাবস্থায় কি অসুস্থাবস্থায় ইহার ব্যতিক্রম দেখি না। শৌচাদি সারতে আধ ঘণ্টা লাগে, ভোর ৪ টায় আসনে বসেন; আসন ছাড়েন ৮৷৷ টায়; আধ ঘণ্টা Free handed exercise করেন; এখনও আসনাদি করেন কিনা জানিনা।

কারণ নির্জনে আড়ালে স্বীয় দৈনন্দিন কৃত্যাদি করেন। কোন কোন দিন ৯টার পরও আসনে থাকেন; [এমনিই শরীরের বর্ণ অতি উজ্জ্বল, যাকে বলা যায় কাঁচা হলুদের রঙ্‌] সে দিন মুখের কান্তি আরও উজ্জ্বল দেখি; চোখ যেন বাহিরের দিকে নাই, আসন ছাড়লেও যেন বাহ্যজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটেনি; আবার জানালার নিকটে পাতা আসনে বসে যান, যেন কার ভাবে বিভোর থাকেন; বেলা বাড়ে, কিন্তু স্নান ক'রবার তাগিদ দিতে সাহস হয় না। কাছে গেলেও ভ্রূক্ষেপ করেন না মন তখনও অন্তর্মুখীন। আমি অগত্যা ঘুরে চলে আসি।

আজ আশ্বিন সংক্রান্তি, এই তিথিতে আমি কৃপা পেয়েছিলাম। বেলা ৩টা বেজেছে। সাড়া পেয়ে ওপরে গেলাম; আজ কেউই আসেন নি। এ সময়ে তিনি শাস্ত্রপাঠে মগ্ন থাকেন কোন ও জিজ্ঞাসু এলে কথাবার্তা বলেন; আমি সময় পেলে কাছে যেয়ে বসি। বাবার অহর্নিশি ব্রহ্মণি রমন্ত ভাব; সদা সর্বদা আত্মাভিমুখী ভাব, তাতে ব্যাঘাত ঘটাতে সাহসও হয় না, উচিতও নয় মনে করি। কিন্তু শুনেছি তত্ত্বে স্থিত হ'তে হলে, সাধন মার্গে চ'লে মানব জীবনকে সার্থক ক'রতে হ'লে পরিপ্রশ্ন চাই; প্রশ্ন বা সংশয় জাগ্‌লে তাঁর নিরসন করিয়ে নিতে হয় আচার্যের কাছ থেকে; তার পর দৃঢ় পদক্ষেপে পথে চলতে হয়, তবেই কৃতকৃত্য হওয়া যায়, নতুবা নহে। আজ জানবার জন্য মন বড় ব্যগ্র, উপরে গিয়েছি, দেখ্‌লাম বাবার চোখ গ্রন্থের দিকে নিবদ্ধ; হতাশ হলাম; ফিরে আসব ভেবে পা বাড়িয়েছি অমনি অন্তর্যামী বাবা জানতে পেরেছেন বল্‌লেন "কি গা? জানবার জন্য এসেছ, ফিরে যাচ্ছ কেন?"

আমি—আপনি একমনে কি ভাবছিলেন, তাই আপনার চিন্তায় বাধা দিবার ইচ্ছা ছিল না অন্য সময়ে সময় পেলে জেনে নেব মনে ক'রে নীচে যাচ্ছিলাম।

বাবা—জিজ্ঞাসা জাগ্‌লে তা জেনে নেওয়া উচিত; কোনও সংশয় জাগ্‌লে তা নিরসন ক'রে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মন চঞ্চল, সব

সময়ে সব রকম জিজ্ঞাসা মনে ওঠে না, আবার উঠলেও তা মিলিয়ে যায়। আবার যখন উঠে তখন নিজের হয়তো সময় হয় না যিনি জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ক'রে দেবেন, সংশয়জাল ছেদন ক'রে দিতে পারেন এমন কৃপাময় মহাত্মার সান্নিধ্যে যাবার। প্রাচীনকালে দ্বিজাতীয়ের বালকেরা গুরুগৃহে থাকতো, গুরু বা আচার্যই তাদের পিতা. মাতা, ভগ্নী-ভ্রাতা, সখা-সুহৃদ সব ছিলেন ; তাঁদের কাছে থাকায় বালকদের পরিপ্রশ্ন ও সেবার সুযোগ হ'ত এবং নিত্য নিরন্তর সত্যদ্রষ্টা, সত্যসন্ধ আচারবান্ গুরুর সান্নিধ্যে ও তত্ত্বাবধানে থাকায় বালকদের জীবন এমনভাবে গড়ে উঠ্‌ত যে তাদের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় অবস্থায় পরম কল্যাণ লাভ হ'ত। এখন ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম নাই, আশ্রম-ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালনের নিষ্ঠাও নাই, চাপও নাই। এখন মোটামুটি দুটি আশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম বর্তমান। তাও গৃহস্থেরা প্রাচীনকালের মত ব্রহ্মনিষ্ঠ নন, কদাচিৎ কেউ সেরূপ আদর্শবান ; আবার সন্ন্যাসীরাও প্রায়ই সন্ন্যাসাশ্রমের বিধি নিষেধ মানা প্রয়োজন মনে করেন না। গৃহ ছেড়ে গেরুয়া রঙে কাপড় রাঙিয়ে প'রে সন্ন্যাসী হ'য়েছেন মনে করেন। সংসারের ঝামেলা ঘর ছেড়ে রঙীন কাপড় প'রে আপাততঃ চুক্‌লেও মনের সংসার ত্যাগ ক'রতে অনেক সাধনা, অনেক সংযম, প্রচুরতর শ্রবণমনন নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন, তা ভাবেন না ; বিত্তেষণা, লোকৈষণা নিয়ে মেতে যান ; আত্মৈষণা প্রায়ই স্থান পায় না তাঁদের মনে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা বিবিদিষু সন্ন্যাসী হ'বে কোথেকে, তাঁরা তো আসেন গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে। এখন প্রায় সকলেই বিবাহাদি ক'রে আহার নিদ্রা নিয়ে মেতে থাকেন এবং সন্তান-সন্ততির জনক-জননী হন। গৃহস্থাশ্রমে থাকা শাস্ত্রবিহিত ভোগের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে সংযমের পথে চ'লে পরম কল্যাণকর ত্যাগের পথ আশ্রয় করার জন্য, দৈনন্দিন জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের কষ্টিপাথরে মনকে যাচাই ক'রে বিষয়ের কবল থেকে মুক্ত ক'রে পরম করুণাময় পরমেশ্বরের রাতুল চরণে চিন্তায় কথায় ও কাজে সব ভাবে সমর্পণ ক'রে অভী হ'বার জন্য। তা ভুলে

যান বরং

> ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
> ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।
> অসৌ ময়া হতঃ শত্রু র্হনিষ্যে চাপরানপি।
> ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

[অর্থাৎ আজ আমার এই বস্তু লাভ হ'য়েছে, কাল আরও মনোরথ পূর্ণ হ'বে, আজ এই ধন পেয়েছি, কাল আরও ধন পাব, আজ এই শত্রুকে নাশ করেছি, কাল আরও অন্য শত্রুকেও এমনি ভাবে শেষ ক'রব, আমিই সকলের কর্তা, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ আমি সুখী, আমার তুল্য জগতে কে আছে] এই চিন্তায় মগ্ন থেকে ইহকাল পরকাল নষ্ট করেন। আর এখন অধিকাংশ সন্ন্যাসী আত্ম-জ্ঞানলাভের জন্য, ভগবানকে পাবার জন্য মা বাবাকে কাঁদিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে এসে আত্মচিন্তা ছেড়ে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়স্থাপন, হাসপাতাল-পরিচালনা প্রভৃতি লোক কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এখন আদর্শ গার্হস্থ্যাশ্রমের অভাবে সব আশ্রমই নষ্ট হ'তে বসেছে। সামাজিক শৃঙ্খলার অভাবে এবং জীবিকার্জনের ধারার পরিবর্তনে সকলেই প্রায় যথেচ্ছাচারী। যতদিন সমাজে গৃহীরা ব্রহ্মনিষ্ঠ না হ'বেন, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ হ'য়ে স্ব স্ব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে সচেষ্ট না হ'বেন, ততদিন কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ-জীবনে, কি ধর্মানুষ্ঠানে শান্তি আস্‌বে না। জীবনে বল্‌গাহীন হ'য়ে কত দিন কাটিয়েছ, কত রকম বিরুদ্ধ সংস্কারের লোকের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কত প্রকার বিরুদ্ধসংস্কার হৃদয়ে দাঁনা বেঁধেছে; কত মন্দকে ভাল ব'লে গ্রহণ ক'রেছ, আবার কত ভালকে মন্দ ব'লে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ভগবৎকৃপায় আশ্রমজীবন যাপন কোরছ, সময় নষ্ট করো না; কুতর্ক নিয়ে মেতে থেকো না, অসদালোচনায় দিন কাটিয়ো না; প্রশ্ন জাগ্‌লে যতক্ষণ তার মীমাংসা না হ'বে, ততক্ষণ সুযোগ খুঁজবে তার সমাধান ক'রে নিবার; হয়তো পরে আর সময়

পাবে না। দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। এখনও কেউই আসেন নি। প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাবার প্রসন্ন হাসিভরা মুখ, ব'ললেন—

[প্রাণায়ামের প্রয়োজন]

বাবা—কি জন্য এসেছিলে ? কিছু না জিজ্ঞাসা ক'রে চুপি চুপি চলে যাচ্ছ যে ?

আমি—এক জায়গায় পড়ছিলাম "প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্" ইত্যাদি, তা প্রাণায়াম তো বায়ুর সংযম, বায়ুর ক্রিয়া, আর দোষ তো ভ্রমনিবন্ধন রাগদ্বেষাদি অনাত্মদেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ও তার ফল ধর্মাধর্ম, যার ফলে উচ্চনীচাদি যোনিতে বারবার জন্ম নিতে হয়, তবে দোষও প্রাণায়ামের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কোথায় ?

বাবা—প্রাণায়ামের দ্বারা যখন বায়ু সংযত হয়, বিশেষ করে কুম্ভকের সময়ে বায়ুর বাহিরের গতি নিরুদ্ধ হয়, একটু লক্ষ্য ক'রলে সর্বাঙ্গে তার সঞ্চরণ অনুভব হয়; দেহ, মন, বায়ু, পিত্ত, কফ শোধিত হয়, শরীর ব্যাধিশূন্য হয়, সাধনের সহায়ক হয়। ব্যাধিই সাধনের সর্ব প্রধান শত্রু। প্রাণ আছে ব'লেই সকলে কর্ম ক'রতে পারে, প্রাণের অভাবে তো মৃত। মৃত ব্যক্তি আর কি ক'রতে পারে ? যতদিন প্রাণ সংযত না হয়, তার ক্রিয়া বহির্মুখীন থাকে, ইন্দ্রিয়গুলিও সক্রিয় থাকে, মনও তাদের সাহায্যে বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে ধাবিত হ'য়ে আসক্তি-নিরাসক্তির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে, সুখী দুঃখী বোধ করে। রাগদ্বেষাদির কবলে প'ড়ে জন্মজরামৃত্যুর অধীন হয়। যতদিন প্রাণের সঙ্গে জীবের যোগ আছে, ততদিন জীব ধ্যানধারণাসমাধিভাবনারূপ আত্মিক কর্ম সাধনা ক'রে রাগদ্বেষাদির আশ্রয় মন এবং মনের আশ্রয় দেহ হতে আলগা হতে পারে ? প্রাণ ও মনের সংযম না হ'লে একাগ্রতাসাধ্য ধ্যানধারণাদিও হয় না। সুতরাং দেখছতো প্রাণের সঙ্গে দোষের যোগ ঘটে, প্রাণের সংযমনে মন বাহিরের বিষয়ে লগ্ন না হ'তে পারায় জীব মুক্তির পথে যেতে পারে।

আমি—প্রাণয়াম দোষ থেকে মুক্তি দিতে পারে কি? আর দিলেই বা কিরূপে সাহায্য করে?

বাবা—সাধুরা বা ঋষিরা মিথ্যা বলেন না। তাঁরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা জীবনে যে সত্য লাভ করেন, করুণাপরবশ হ'য়ে উত্তর-সূরীদের জন্য তা ব'লে যান বা লিখে যান। রাগদ্বেষহীন, মতলববাজহীন, আচরণশীল বিজ্ঞানবান্ পূর্বসূরীরা হাতে কলমে ক'রে সত্যে পৌঁছিয়ে সত্যের পথ আমাদের জন্য উদ্ঘাটন ক'রে রেখে গেছেন। তাঁরা যখন বোলেছেন, তখন নিশ্চয়ই উহা দ্বারা দোষসমূহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাণায়াম মানে প্রাণকে-বায়ুর ক্রিয়াকে সংযত করা। বায়ু চঞ্চল হ'লে মনও চঞ্চল হয়, চঞ্চল মনে কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করা যায় না। সুতরাং সত্যও ধরা পড়ে না। রেচক পূরক ও কুম্ভকের দ্বারা বাহিরে ও অন্তরে মনকে সংযত ক'রতে ক'রতে মন নিশ্চল হয়; তখন ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে মন একাগ্রভাব ধারণ করে এবং আরও সংযমনে মন নিরুদ্ধ হয়। মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের নাশ হয়। সুতরাং মনের নাশে রাগ-দ্বেষাদি বা অহন্তা-মমতা বুদ্ধি বা দোষ আর জাগে না। দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যাস ক'রতে পা'রলে প্রমাণবিপর্যয়সংশয়-নিদ্রাস্মৃতি প্রভৃতি বৃত্তির লোপ হয়, জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়, অবিদ্যাস্মিতা-রাগদ্বেষাভিনিবেশ প্রভৃতি পঞ্চ দোষের বা ক্লেশের নিবৃত্তিতে জীব সকল বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়। ব্যাধিই সাধনের প্রধান বাধা ব'লেছি। শুধু ব্যধি নয়, প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শন প্রভৃতিও কম যায় না। শরীরের সঙ্গে মনের অতি নিকট সম্বন্ধ, শরীর অনুকূলতা না ক'রলে মন কিছুতেই আত্মস্থ হ'তে পারে না। বায়ু চঞ্চল হ'লে মনও স্থির হয় না। মন চঞ্চল হয়। প্রাণের সংযমনের দ্বারা প্রাণায়ামসিদ্ধ-যোগিগণ আগে থেকেই জান্তে পারেন ভাবীকালের সুস্থতা-অসুস্থতার বিষয় এবং সাবধান হ'য়ে যান। মনই জীবের বন্ধন বা মুক্তির কারণ। অসংযত মন স্বভাবের বশে বিষয়ের সংস্পর্শে কামকামনার জালে প'ড়ে জন্মমৃত্যুর কবলে জীবকে নিক্ষেপ করে, আর যদি মন সংযত

থাকে, আহারে বিহারে সংযমযুক্ত হয়, আত্মিক কর্ম ধ্যানধারণাসমাধি প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকে, তবেই জীবের মঙ্গলের কারণ হয়। সুতরাং প্রাণায়াম মনকে প্রত্যক্ষভাবে সংযত ক'রে পরোক্ষভাবে সাধককে সকলপ্রকার দোষ থেকে মুক্ত হবার সহায়তা করে।

আমি—প্রাণায়ামসিদ্ধ ব্যক্তি যদি ভবিষ্যতে তাঁর শরীর সুস্থ থাক্‌বে কি না, তা জান্‌তে যান, তাহলে তো তাঁকে আত্মচিন্তা থেকে বিরত হও হ'বে, "অহর্নিশি ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ" ভাব থেকে বিচ্যুত হবেন। শ্রেয়ঃকামীর পক্ষে আত্মচিন্তা বা ভগবচ্চিন্তা ক্ষণমাত্র ছেড়ে থাকা কি বাঞ্ছনীয় ?

[শ্রেয়ঃ কামীর কর্ত্তব্য]

বাবা—শ্রেয়ঃকামীরা কখনও ভগবচ্চিন্তা ছাড়া থাকেন না। তাঁদের এমন একটি অবস্থা আসে, যখন ভগবচ্চিন্তা ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না। ক্ষণমাত্র সময়কে তাঁদের কাছে এক যুগ ব'লে মনে হয় কিন্তু যেমন সূর্য্য আকাশে উঠে সকলকে দেখে এবং দেখায় তাকে দেখ্‌বার জন্য অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না, তেমনি প্রাণায়ামের দ্বারা মন বৃত্তি-শূন্য হ'লে, সাধকের সব করামলকবৎ হয়। গুণের রাজ্যের, প্রকৃতির রাজ্যের, বাহিরে যাওয়ার প্রাতিভজ্ঞান জন্মে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণন, রসন প্রভৃতি স্বতঃই স্ফুরিত হয় ; কিছুই অবিদিত থাকে না ; জ্ঞানের অভাব না থাকায় সাধক অভী হয়। তখন দুই বুদ্ধি থাকে না, সর্ব্বত্র এক সর্ব্বব্যাপী অহংসত্তার ভাণ হয়। যতক্ষণ দুই বুদ্ধি আছে, ততদিন ভয়শোকাদি থাক্‌বে। শোননি "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে" ইত্যাদি ; কিন্তু যখন বিজ্ঞানবান্ পুরুষের কাছে সবই আত্মরূপে ভাসে তখন "কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, কেন কং রসয়েত, কেন কমভিবদেৎ, কেন কং শৃনুয়াৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ" হয় ? আত্মা যে অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অবিকার্য, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, তাঁর ক্ষয় নাই, তিনি অক্ষর,

অমর ও অব্যয়। প্রাণ যখন সংযত হয়, সাধকের মন বাহ্যবৃত্তিশূন্য হওয়ায় সাধক আত্মস্থ হন। আপনাতে আপনি মগ্ন হন। প্রাণের চঞ্চলতাতেই মনের চঞ্চলতা, প্রাণের স্থিরতাতেই মনের স্থিরতা ; মনের নিরোধে দোষাদির নিবৃত্তিতে আত্মস্বরূপের প্রকাশ। প্রাণায়ামসিদ্ধ সাধকের প্রাতিভজ্ঞান জাগে ব'লে সব বর্তমানবৎ হয়। সবই প্রত্যক্ষ হয়, অপ্রত্যক্ষ কিছুই থাকে না ; সুতরাং মন নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মাতে যুক্ত থাকে, বিচ্ছেদ হয় না।" কথায় ছেদ পড়ল। একজন ভক্ত এলেন ; ৪টাও বাজল, প্রণাম করে এসে লাইব্রেরী খোলা গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[জপের কৌশল]

বই আন্‌তে ওপরে গেছি, কানে গেল বাবা ব'লছেন—

"আসনে ব'সেই জপ শুরু ক'রবেন না। আসনে ব'সে আসন-শুদ্ধি ও আচমনাদি ক'রে গুরু প্রণাম ক'র্‌বেন; তার পর স্থির হ'য়ে ব'সবেন এবং কেন জপ করতে ব'সেছেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি তা ভাববেন ; আর লক্ষ্য কর্‌বেন তখন মন সেই অনুকূলে কি না ? যদি দেখেন মন বিষয় হ'তে বিষয়াস্তরে ছুটোছুটি কর্‌ছে, কিছুতেই মন-মুখ এক হচ্ছে না, তখন জপ ক'র্‌বেন না ; জপ ক'রলে শুধু সংখ্যা পূর্ণ হবে, মন ভর্‌বে না ; তখন মনকে অনুকূলে আন্‌বার জন্য আস্তে আস্তে স্তবস্তুতি পাঠ ক'রবেন, প্রয়োজন হ'লে গুণ্ গুণ্ ক'রে গানও ক'রবেন। নিজের দুর্দশা স্মরণ ক'রে কাতরভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌বেন, ডাক্‌বার শক্তি চাইবেন, ডাকিয়ে নেবার জন্য প্রার্থনা জানাবেন। পরিষ্কার স্বচ্ছ জলে ঢিল প'ড়লে, যতক্ষণ ঢেউ না থামে, ততক্ষণ যেমন কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু জল স্থির হ'লে তলার সব দেখা যায়, তেমনি চঞ্চল মনে জপের প্রতিপাদ্যের স্ফুরণ হয় না ; স্তবস্তুতিপাঠ কর্‌তে বা গান কর্‌তে কিছু সময় কেটে গেলেও তা বৃথা গেল মনে ক'র্‌বেন না ; সংসারের অন্যান্য কাজ ক'র্‌তে হ'বে ব'লে জপের সংখ্যা

কম হ'বার ভয় করবেন না ; নামে মনে এক ক'র্তে চেষ্টা ক'রবেন। বারবার চেষ্টা ক'রতে ক'রতে নামে মনে যখন এক হবে, তখনই জান্‌বেন ঠিক ঠিক জপ হচ্ছে।"

একজন জিজ্ঞাসুর আগমন আজ ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তাই চ'লে আস্‌তে হোল লাইব্রেরীতে ছেলেদের তাগিদে। অথবা ঐটুকুই আমার শোনার প্রয়োজন ছিল, তাই দয়াল ঠাকুর ঐ সময়ে ওপরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ইচ্ছায় কিছু হয় না, পদে পদে দেখ্‌ছি। সবই সেই স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হয়, তবুও আমার অবোধ মন বোঝে না। যা পাবার তা পাবই, যা না পাবার তা কখনই পাব না ; সুতরাং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকা ভাল ; ঠাকুরের ওপর নির্ভর ক'রে সব ভার তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, এ বোধ জাগে না। এখন মনে হচ্ছে সময় না হ'লে কিছুই হয় না এবং অহঙ্কার নাশের জন্য, অদৃশ্যশক্তির ওপর বিশ্বাসের জন্য স্বীয় বিবেকের অধীন হ'য়ে গুরূপদেশে চলা উচিত, নতুবা পদে পদে দুঃখ পাওয়া ছাড়া সুখ লাভ ভাগ্যে ঘটে না।

আজ আবার বাবাকে নিরবিলি পাবার সৌভাগ্য হ'য়েছে। তাঁর সময় বেলা ২॥০টা থেকে ৪টা ; তাও সে সময় স্বাধ্যায় নিয়ে থাকেন ; বিরক্ত ক'র্তে সাহস হয় না ; আবার বাহির থেকে ভক্তেরা সংসারের নানা সুখদুঃখের কথা নিয়ে আসেন, বাবাকে জানান, তাঁদেরও বাধা দিতে পারিনা। যে যেমন অধিকারী, যে যেমন লক্ষ্য নিয়ে চলেছে তার জিজ্ঞাসাও তেমন হবে, শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে তাইই জান্‌তে চাইবে। যার পেটে যা সয়, মা যেমন তার ব্যবস্থা করেন সন্তানদের কল্যাণের জন্য, আচার্যও তেমনি আশ্রিতদের কল্যাণের জন্য পথ্যাপথ্যের বিচার ক'রে উপদেশ ক'রবেন। যাহা হোক্, সুযোগ পেয়ে ওপরে গেলাম। খেয়াল করিনি, আস্তে আস্তে প্রণাম করে পায়ের কাছে ব'সে প'ড়লাম ; তাকিয়ে দেখি বাবার চোখ বইতে নিবদ্ধ, যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ; কিছুক্ষণ কেটে গেল, বাবা চোখ তুল্‌লেন এবং ব'ল্‌লেন "কি গো কিছু ব'ল্‌বে নাকি ?

[সর্ব্বজ্ঞ কি কেউ হয় ?]

আমি—কারু কারু কাছে কিছু, বিশেষতঃ বৈষয়িক ব্যাপার, জিজ্ঞাসা ক'রলে, তাঁরা কিছুক্ষণ কোনও উত্তর দেন না, তারপর যা বলেন, তা খেটে যায় বাস্তবে. তাঁরা কি সর্বজ্ঞ ?

বাবা সর্বজ্ঞ কি সাধারণে হ'তে পারে ? একমাত্র ঈশ্বরই সর্বজ্ঞ। আর যাঁরা সাধনার দ্বারা ভূতজয় ও প্রকৃতিজয় ক'রতে পারেন, তাঁদের প্রাতিভজ্ঞান জন্মে. সকল বাধার অতীত হওয়ায় তাঁদের নিকট অতি দূর বা অতি সামীপ্য. অভিভব বা তিরোভব ব'লে কিছুই থাকে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির বৃত্তি সর্বতোব্যাপী হয়, তাদের কাছে ইচ্ছামাত্র সব প্রতিভাত হয়। তেমন জ্ঞান মহর্ষি কপিলের হ'য়েছিল শুনা যায় ঠাকুরেরও* দেখা গেছে। তাছাড়া এমনি যাঁরা বলেন, তাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে লাগ্নিক গণনা দ্বারা শুভাশুভ বলেন, কেহ বা কপাল ভাতি জানেন, অর্থাৎ কপালের রেখা দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ ব'ল্তে পারেন, আবার কেহ বা স্বরোদয়ের জ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে ফলাফল বলেন। সে দিন যে প্রাণায়ামের কথা বল্ছিলাম, স্বরোদয় জ্ঞান তার অবান্তর ফল। যাঁরা ভগবানকে লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রাণায়ামের দ্বারা দেহমন শুদ্ধ ক'রে শুদ্ধমনকে ভগবৎপাদপদ্মে নিবদ্ধ রাখ্তে চান, যাঁরা দৃষ্ট ঐহিক স্রক্‌বন্দনাদি, আনুশ্রবিক স্বর্গাদিলোকে ভোগ্য বিষয়াদিতে বৈরাগ্যবান্ হন, তাঁরা অভ্যাসের দ্বারা মনপ্রাণ সব ঈশ্বরে সমর্পণ ক'রে জন্মজন্মান্তরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে উঠে প'ড়ে লেগে যান। যাঁরা জাগতিক প্রতিষ্ঠা চান, তাঁরা প্রাণায়ামের সাহায্যে স্বরোদয় পরিজ্ঞাত হন। তারই সাহায্যে ঐ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লোকের কাছে বাহবা নেন, লোকমান্য হন ; যে দেহাত্ম-বুদ্ধি ত্যাগ ক'রবার জন্য নির্বিণ্ণ সাধক সব ত্যাগ করেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাণায়ামশীল যোগী সেই দেহের তুষ্টিপুষ্টির জন্য চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয়ের সন্ধানে ফেরেন, পেয়ে তুষ্ট হন ; কখনকখন কাকতালীয়বৎ খেটেও যায়।লোকের ভিড় হয়, সাধনা ভোলে ওঠে, যার হ'বার তার হয়, যার

* ঠাকুর—যুগাচার্য মহর্ষি শ্রীশ্রীনগেন্দ্রনাথ

হ'বার নয় তার হয় না। মাঝখানে ব্যক্তিবিশেষ সর্বজ্ঞ আখ্যা পেয়ে জুড়িগাড়ী কোঠাবাড়ীর মালিক হ'য়ে জাগতিক সুখভোগ করেন। কিন্তু দুঃখজন্মজরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান না, বারবার এই কর্মভূমি মর্ত্যভূমিতে আসেন, কষ্ট পান।

———

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[স্বরোদয় জ্ঞান]

আমি—স্বরোদয় কি? কিরূপে জানা যায়?

বাবা—স্বরের (তত্ত্বের) উদয়—স্বরোদয়। ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুৎ-ব্যোমাদি-তত্ত্বের উদয়কে আশ্রয় ক'রে শ্বাসের নানাবিধ গতি হয় তাকে স্বরোদয় বলে। মানুষের শরীরে ৭২৫০০ নাড়ী আছে, তার মধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নামক তিনটি নাড়ী প্রধান। বামনাসায় ঈড়ার গতি, দক্ষিণনাসায় পিঙ্গলার গতি এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে সুষুম্না। লক্ষ্য ক'রলে দেখ্‌বে তোমার শ্বাস এক নাসা দিয়ে সবসময়ে চলে না। কখন বাম-নাসায় কখনও বা ডান-নাসায় বহে। আরও খেয়াল ক'রলে দেখ বে সুস্থ শরীরে এক ঘণ্টা অন্তর এই শ্বাসের পরিবর্ত্তন হয়। এই শ্বাস বাম-নাসা হ'তে ডান নাসায় যাবার সময়ে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে যায়। আবার এক নাসায় একঘণ্টা বইলেও সব সময়ে একভাবে বহে না। কখনও নাসার উর্দ্ধভাগ দিয়ে, কখন নিম্নভাগ দিয়ে, কখনও বা পাশ দিয়ে, আবার কখনও.বা মধ্যস্থল দিয়ে, কখনও বা কুণ্ডলী পাকিয়ে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয়। ক্ষিতিতত্ত্বের উদয়ে শ্বাসবায়ু নাসার মধ্যস্থল দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং শ্বাস ১২ আঙ্গুল দীর্ঘ হয়, জলতত্ত্বের উদয়ে শ্বাস নাসার নিম্নদেশ দিয়ে বহে এবং আরও দীর্ঘ হ'য়ে নাসার অগ্রে ১৬ আঙ্গুল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে শ্বাস উষ্ণ হয়; নাসিকার উর্দ্ধদেশ দিয়ে বহে এবং বাহিরে মাত্র ৪ আঙ্গুল বেরোয়। আবার বায়ুতত্ত্বের উদয়ে শ্বাসবায়ু বক্রগামী হয়, নাসার পার্শ্বদেশ দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে বাহিরে ৮ আঙ্গুল মাত্র আসে আর আকাশতত্ত্বের উদয়ে নাসার ভিতরেই বহে এবং সব দিক্ স্পর্শ করে। এসব জান্‌তে হ'লে

শাস্ত্রবিধি অনুসারে দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস ক'র্‌তে হয় এবং অভিজ্ঞ ক্রিয়াবান্ সাধকের নির্দেশে চলা উচিত। নতুবা নিজের মনগড়াভাবে চ'ল্‌লে বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। আবার অন্য উপায়েও তত্ত্বোদয়ের জ্ঞান হয়। তবে সেখানেও একাগ্র হ'বার দরকার। যেমন সুস্থশরীরে দর্পণে নিশ্বাস ফেল্‌লে, দর্পণে যদি বর্গাকৃতি দাগ প'ড়ে মিলিয়ে যায়, তবে বুঝ্‌তে হ'বে পৃথীতত্ত্বের উদয় হ'য়েছে, তেমনি ত্রিভুজাকৃতিতে অগ্নিতত্ত্বের, অর্ধচন্দ্রাকৃতি হ'লে জলতত্ত্বের, বৃত্তাকার হ'লে বায়ুতত্ত্বের এবং বিন্দু বিন্দু হ'লে আকাশ তত্ত্বের উদয় হ'য়েছে ব'লে জান্‌বে। তত্ত্বগুলির বর্ণও ভিন্ন ভিন্ন। পৃথীতত্ত্ব পীতবর্ণ, জলতত্ত্ব শ্বেতবর্ণ, অগ্নিতত্ত্ব রক্তবর্ণ, বায়ুতত্ত্ব শস্যবর্ণ এবং আকাশতত্ত্ব বিদ্যুদ্বর্ণ, নানা বর্ণ-বিশিষ্ট। তত্ত্বের উদয়ভেদে মুখের স্বাদও বদ্‌লে যায়। পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে মুখের স্বাদ মধুর স্বাদের মত হয়, তেমনি জলতত্ত্বে মিষ্ট, অগ্নিতত্ত্বে তিক্ত, বায়ুতত্ত্বে অম্লরসের আস্বাদ জাগে। আবার আকাশতত্ত্বের উদয়ে মুখের কোন স্বাদই থাকে না। স্বরোদয় গৃহস্থের নানা উপকারে আসে। তারা দিনরাত নানাপ্রকার কামনাবাসনার পেছনে ছোটে, নানা-কাজের জন্য নানা দিকে নানাবিধ প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মেশে ও মিশ্‌তে হয়। এই স্বরোদয়যোগের সাহায্যে তারা জান্‌তে পারে কোন তত্ত্বের উদয়ে কোন্ কাজের জন্য কোন্ দিকে গেলে তারা সফলকাম হ'বে এবং যাওয়া উচিত হবে। যেমন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে পশ্চিমদিকে স্থির কার্যসাধনে, জলতত্ত্বের উদয়ে পূর্বদিকে বরকার্যসাধনে, ক্রুরকার্যসাধনে অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে দক্ষিণদিকে, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উত্তর-দিকে এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে বিদিকে অর্থাৎ ঈশাণ, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে গেলে কার্য সফল হয়। আকাশতত্ত্বের উদয়ে কোনও শুভ-কাজ ক'র্‌তে নাই, ক'র্‌লে নিষ্ফল হয়, এমন কি যোগসাধনও কল্যাণকর হয় না। কিন্তু কেহ যদি সত্যই জীবনে আত্মদর্শন বা বা ভগবদ্দর্শন ক'রে কৃতকৃতার্থ হ'তে চায় তবে সে এই স্বরোদয় যোগ, বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ ক'র্‌বে ; ইহাতে বিভূতি লাভ হয়, সংসারে প্রতিষ্ঠা আনে। সংসারে নানাতাপে তাপিত ব্যক্তিরা আপাতসুখের আশায়

আপাতবিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এসে ভিড় করে যোগীর আশীর্বাদে বা কথায় তাদের ভাগ্যোদয় হয়েছে তিনি অঘটনঘটাতে পারেন ভেবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই করেন না বা ক'র্‌তে পারেন না। বিধির বিধানানুযায়ী সব হয়। স্বরোদয়ের গতি দেখে সফলতা বা বিফলতা জান্‌তে পারেন, সফলতার সূচক হ'লে বলেন "যা তোর এমন হবে, তেমন হ'বে"। আর বিফলতার সূচক হ'লে মৌন থাকেন, কিছুই বলেন না, আর সফল হ'লে নাম যশ বাড়ে। তবে যোগবলে যাঁদের প্রাতিভজ্ঞান জন্মে তাদের কথা আলাদা, তাঁদের সব নখ-দর্পণে। কিন্তু তাঁরা সে শক্তি ফাল্‌তু কাজে খ্যাতির জন্য কাজে লাগান না। আর সাধকের বিবিক্ত দেশসেবিত্ব, জনসংসদে অরতিত্ব চুলোয় যায়, বাক্যকে সংযত রাখ্‌তে পারে না, ধ্যানে মন বসাতে পারে না; কেবল সাফল্যের চিন্তায় মগ্ন থাকে, "ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্। ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্" এই চিন্তায় পেয়ে বসে, তার ইহকাল পরকাল ঝর্‌ঝরে হ'য়ে যায়। তবে স্বরোদয়তত্ত্বজ্ঞ যোগী যদি আত্মকল্যাণকামী হয়, তাঁর বুদ্ধি যদি বিপর্যস্ত না হয়, তবে স্বীয় সাধনের পথে অগ্রসর হ'তে পারেন। স্বীয় হিতাহিত জান্‌তে পেরে পূর্ব থেকে সাবধান হ'তে পারেন, যেমন সূর্যোদয়কালে শুক্লপক্ষে প্রতিপদ-দ্বিতীয়া-তৃতীয়াতে, সপ্তমী-অষ্টমী-নবমীতে, ত্রয়োদশী-চতুর্দশী-পূর্ণিমাতে ঈড়া নাড়ীতে স্বরোদয় হয় পরে পিঙ্গলায় শ্বাস বহন হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ-দ্বিতীয়া-তৃতীয়ায়, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও অমাবস্যায় সূর্যোদয়কালে পিঙ্গলায় বা দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহন হয়, পরে ঈড়ায় শ্বাস বহে। শ্বাস প্রতি ঘণ্টায় গতি বদলায়; অর্থাৎ প্রথম ঘণ্টা বামনাসায় বইলে, দ্বিতীয় ঘণ্টায় দক্ষিণনাসায় বইবে সুস্থশরীরে। এইরূপে দিবারাত্র ২৪ঘণ্টায় ১২বার শ্বাস বদল হয়। ঈড়ায় শ্বাসবহনকালে পৃথ্বীতত্ত্ব ও জলতত্ত্বের উদয়ে দূরদেশ গমন, মিত্রাদি সম্ভাষণ, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষা, গুরুপূজা, যোগাভ্যাস, গীতবাদ্য, জপ, ইষ্টপূজা ক'র্‌লে সফলকাম হ'তে পারা যায় কিন্তু দূরদেশ হ'তে প্রত্যাবর্তনকালে দক্ষিণ নাসায় শ্বাসবহনকালে যাত্রা করা

উচিত; তাহলে নির্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'র্‌তে পারে। এটা প্রেয়ঃকামীদের জন্য; তাঁরা সংসারে ছেলেপিলে নিয়ে বাস করেন, বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরা সর্বদা কামনা করেন; কিন্তু যাঁরা নির্বিঘ্ন, ভগবৎপ্রেমী, তাঁদের কি ঈড়ায় শ্বাসবহনকালে, কি পিঙ্গলায় শ্বাসবহন কালে কি পৃথ্বাদিতত্ত্বের উদয়ে, কি অগ্নিবায়ুদিতত্ত্বের উদয়ে সর্বক্ষণ আদরের সঙ্গে ইষ্টের স্মরণমনন নিয়ে থাকা উচিত; তাঁদের পিতা-মাতা, সখাসুহৃদ্, দ্রব্যদ্রবিণ সবই ভগবান্। ভগবান্ ছাড়া অন্য কামনা করাও কারুপক্ষে প্রকৃত কল্যাণের নহে। তবে শুরু ক'র্‌তে হয় শুভ সময়ে; তাতো শ্রীগুরুই করান। গুরুর ওপর, ভগবানের প্রত্যক্ষ বিগ্রহের ওপর, যদি বিশ্বাস রাখতে পারে এবং তাঁতে নির্ভর ক'রে গুরু-ভক্ত সাধক যদি গুরুর কাজ, ভগবানের কাজ, নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে যেতে পারে, তবে তার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হবেই। তুমি স্বরোদয় জান্‌বার জন্য সময় নষ্ট না ক'রে,যতটুকু সময় পাও ততটুকু মন দিয়ে ভগবানের নাম নিতে চেষ্টা কর, তাতেই কল্যাণ হ'বে। তাঁতে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সবই পূর্ণমাত্রায় আছে; কয়লা কাল শীতল,কিন্তু সে যদি একবার আগুনে প'ড়তে পারে, তাহলে আর কয়লা থাকে না, তখন সে অঙ্গারে পরিণত হয়। তখন তারও দহন করার শক্তি হয়; তেমনি জপ, ধ্যান, পূজো, জপের মাধ্যমে তোমার ক্ষুদ্র অহংসত্তাকে, তাঁতে ডুবিয়ে দাও, কালে সবই প্রকাশ পাবে। আলাদা ক'রে আর চেষ্টা ক'রে সময় নষ্ট ক'র্‌তে হ'বে না। প্রণাম ক'রে আমার প্রকৃত কল্যাণকামীর কথা, আমার ইহকাল-পরকালের মঙ্গলকামী পরম করুণাময় বাবার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে নীচে Libraryতে এলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[মনের দ্বন্দ্ব]

কিছুদিন থেকে মৌনব্রত নিবার ইচ্ছা জাগছে, বিশেষ ক'রে যখন কোন মৌনব্রতী সাধকের কথা পড়ি, তখন কামনা উদগ্র হয়। কিন্তু

'উত্থায় উত্থায় হৃদি বিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং যথা মনোরথাঃ।" কখনও ভাবি, বাবা সদা-সর্বদা একাকী থাকেন, নির্জন ভালবাসেন; বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে কথা বলেন না। লোকজন এলে তাঁদের সঙ্গে আমাকেই কথা ব'লতে হয়; তাঁর কাছে তাঁদের একান্ত প্রয়োজন না হ'লে বা আমার দ্বারা তাঁদের কাজ মিট্‌লে, তাঁর কাছে পাঠাতে মানা করেন, এমন অবস্থায় আমি মৌনী হ'ব কি ক'রে? আবার ভাবি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপাদ তো মৌনী থাকতেন, তাঁর কাছে বহু শিষ্য ও ভক্ত যাতায়াত ক'র্‌তেন। তিনি তো তাঁদের প্রশ্নের উত্তর আকারে, ইঙ্গিতে বা শ্লেটে লিখে দিতেন আমিও সেইরূপ ক'র্‌ব। তাতে উদ্‌যোগ ক'রে কথা ব'ল্‌বার অবকাশ থাকবে না; একান্ত প্রয়োজন হ'লে শ্লেটে লিখে বা সঙ্কেতে জানাব। আবার ভাবি তা হ'লে তো সেই বাহ্য চিন্তা, বাহিরের ব্যবহার থা'ক্‌বে, কথা ব'ল্‌লে হয় তো একবারে কাজ মিটবে, আর লিখে দেখাতে গেলে শ্লেট মুছ্‌তে হবে, হয়তো বার বার লিখ্‌তে হ'বে, তাতে সময় নষ্ট হ'বে। তবে মৌন-ব্রত নিলে মনে ক্রোধ জাগ্‌লে এবং আকারে প্রকাশ পেলেও পরুষ-বাক্যটা বন্ধ হবে, হামেশাই মিথ্যা বলা বন্ধ হবে। লিখে বল্‌তে পাঁচটা মিথ্যার স্থলে হয়তো একটা/দুইটা সত্য বলা হবে; মহাত্মাদের মত মৌনের ফল না পেলেও পরোক্ষভাবে কিছু ফল হ'বে নিশ্চয়ই। মনের মধ্যে যখন এরূপ দ্বন্দ্ব চল্‌ছে, তখন একদিন বিকালে সময় পেয়ে এবং একাকী দেখে ব'ল্‌লাম—

[মৌনব্রতের সংকল্প]

আমি—আমার মৌনব্রত নিবার ইচ্ছা হচ্ছে; আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আরম্ভ করি।

বাবা—কেন? বিজ্ঞাপনের ইচ্ছা জেগেছে বুঝি! আমি সাধু, আমি মৌনী, আমি বাজে কথা বলি না, ভগবচ্চিন্তা করি—এসব কথা লোককে জানাবার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি! সাধনার কথা, অনুভবের কথা, সিদ্ধির কথা—মাতৃজারবৎ গোপন রাখ্‌তে হয়। নতুবা বিশেষ ক্ষতি হয়। সংসারে লোকে নানা কামনা-বাসনায় সর্বদা জর্জরিত।

তারা কোথায় গেলে, কার কাছে গেলে তাদের কামনা পূর্ণ হ'বে তার জন্য দিনরাত ছুটোছুটি করে। যদি বর্ণচোরা আমের মত থাক্‌তে পার, যদি বাইরে প্রবৃত্তি, অন্তরে নিবৃত্তি জাগাতে পার, তা হ'লে কল্যাণের পথে এগুতে পা'রবে। কোনও সাধকের যদি কোনও সিদ্ধাই লাভ হয়, আর যদি কেউ কোনওরূপে জান্‌তে পারে, তবে তাকে পাগল ক'রে ছাড়ে। আর যদি কোনও আহাম্মক সাধক দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিষ্ঠার কামনায় ঢাক পেটায় তবে তো সোণায় সোহাগা; লোকের ভিড় বাড়ে। জাগতিক অশন-আসন-বসন-ভূষণের কিছু সুবিধা হয়, চাটুকারের বা মোসাহেবের অভাব হয় না, সাধন ভজনে ভাঁটা পড়ে। একেতো আমাদের মন ভোগপ্রবণ, ভোগ্যবস্তু—চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয়, পেলে কি আর তার রক্ষা আছে? কতকাল কত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে, কতবার হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, চুরি, মিথ্যা প্রবঞ্চনার কুফল চিন্তা ক'রে মনকে একটু বৈরাগ্যমুখী করেছ, তার আগল ছাড়্‌লে কি রক্ষা আছে? এসব বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে মননশীল হও।

আমি—মননশীল হ'তে হলেই তো বাজে কথা বাজে চিন্তা ছেড়ে মনকে একদিকে এক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হ'বে। আমি দেখ্‌ছি প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অনেক কথা ব'লে ফেলি; মনের কোনও আগল থাকে না। মৌনব্রত নিলে প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা ব'লা কমে যাবে, বিশেষ প্রয়োজনে লিখে জানাব তাতে কিছু ফল হবে না?

[প্রকৃত মৌনত্ব]

বাবা—শুধু কথা বলা বন্ধ রাখ্‌লেই কি মৌনী হওয়া হয় গা? তা হ'লে তো বোবাদের—যারা কথা ব'ল্‌তে পারে না, তাদের তো বড় বড় মৌনী ব'ল্‌তে হয়। মন নিরুদ্বিগ্ন না হ'লে, বাইরে না ব'ললেও ভেতরে ঝড় উঠ্‌বেই। বাগিন্দ্রিয় নিগ্রহ, চক্ষুঃকর্ণাদিজ্ঞানেন্দ্রিয় নিগ্রহ কিংবা হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয় সংযম ক'র্‌লেও মৌনী হওয়া হয় না; কিন্তু যার মন সর্বদা আত্মচিন্তায় বা ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকে, অন্য চিন্তা তোলার অবকাশ পায় না, সেইই মৌনী। যতদিন পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা—এই ত্রিবিধ এষণার কোনও একটা থাক্‌বে, মৌনব্রত

নিলেও আসলে মৌনী হওয়া হ'বে না। মনে মনে নিত্যানিত্যের বিচার কর, শ্রেয়ঃপ্রেয়ের দোষগুণ খুঁটিয়ে দেখ, আর ভগবদারাধনায় লেগে যাও ; জগতে সারাৎসার চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে জগতে সবই অসার একমাত্র ভগবানই সারাৎসার—এই বুদ্ধি দৃঢ়তর হ'বে, জরা-ব্যাধির আকর এই দেহ ষড়্‌বিকারের অধীন। তুমি অজর, অমর, শাশ্বত, নিত্য, অশোক, মহতো মহীয়ান্ ; জন্মজরা-মৃত্যু দেহের। পারের ঠাকুরের সঙ্গে তোমার নিত্যসম্বন্ধ জেনে তাঁতে নিত্য নিরন্তর অনন্য-চিন্ত্য হ'য়ে ডু্‌বে থাক্‌তে ভাল লাগবে, তখনই জান্‌বে তোমার মৌনত্ব সিদ্ধ হ'য়েছে। তখন ভগবৎকথা ব'ল্‌তে বলাতে তোমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি ক'র্‌বে। তখন ঋষিদের সুরে সুর মিলিয়ে ব'ল্‌বে—

"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" তখন ডেকে ব'ল্‌বে—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত।' তখন কথা 'মৌনম্' হবে। কেননা কথার মধ্যদিয়ে পরম প্রেমময়ের রূপ গুণ লীলা ও স্বরূপের প্রকাশ হ'বে, নিত্য নিরন্তর মনন হ'বে। ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগ্‌বে না। তখনই সত্যকার মৌনী হ'বে। নতুবা বাঙ্‌মৌন, কাষ্ঠমৌন বা অতিমৌনের দ্বারা মননের কিছু সহায়তা হ'লেও প্রকৃত মৌনের ফল পাবে না। যত বেশীক্ষণ পার, লীলাময়ের কথা ভাব. শান্তি পাবে। যে অহর্নিশ প্রাণের প্রাণ ভগবানে মগ্ন থাকে, যে দিনরাত প্রতি কর্মের মধ্য দিয়ে, ভাবনার মাধ্যমে তাঁকে সামনে রেখে তাঁর ভাবে বিভোর থাক্‌তে পারে. সেইই প্রকৃত মৌনী। তাদৃশ মৌনী হ'তে চেষ্টা কর। লোক দেখান মৌনী হ'লে শান্তি পাবে না বিড়ম্বনামাত্র সার হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

[প্রথম পরিচ্ছেদ]

[অম্বুবাচী]

আষাঢ় মাস। অম্বুবাচী আরম্ভ হয়েছে। আজ দ্বিতীয় দিন। বাবা অম্বুবাচী করেন। ফলমূল, ভিজান সাগু, কাঁচাদুধ ও মধু ব্যবহার

করেন। পাককরা জিনিস কিছুই গ্রহণ করেন না। বাবার শিষ্য ও ভক্তেরা ফলমূল দিয়ে যান, কেহ কেহ কাঁচা দুধও দিয়ে যান। জনৈক ভক্ত দুপুর বেলা এসেছিলেন, আম কলা আনারস দিয়ে গেছেন। আমাকে উঠাতে ব'ললেন। দুঃখের বিষয় আম ও আনারস পচা অখাদ্য। হাতে ক'রে তুলতে গিয়েই ধরা প'ড়ল এবং মুখ থেকে বেরিয়ে প'ড়ল "বাবাকে ফল দিয়েছি-এ জানাবার ইচ্ছা খুবই আছে, দেখ্‌ছি, কিন্তু তা তাঁর ভোগে লাগ্‌বে কি না, তা' দেখা নাই।" কথাগুলি স্বগতোক্তি কিন্তু আমি কানে একটু কম শুনি, তাও ডান কানে; বাম কানে আদৌ শুনি না। তাতে ঢাকের শব্দও প্রবেশ করে না। তাই ঐভাবে উচ্চারণ ক'রলে যাঁদের কানের দোষ নাই, তাঁরা শুন্‌তে পান—এ বোধ নাই। কিন্তু বাবার কানে গিয়েছে;—

[নির্বিচারে নেবে, প্রয়োজন না মিট্‌লে ফেলে দেবে]

বাবা—ও রূপ বল্‌তে নেই। যার যেমন রুচি, যার যেমন সামর্থ্য যার যেমন ভাব, সে তা সেই ভাবেই ইষ্টকে বা গুরুকে দিয়ে থাকে; সে যে ইচ্ছা ক'রে অল্প পয়সা দিয়ে ঐ পচা জিনিসগুলি কিনে এনেছে এবং আমাকে দিয়ে নাম কিন্‌তে চাইছে, তা নাও হতে পারে। এমনও হ'তে পারে দোকানী দাম ঠিকই নিয়েছে, হয়তো তার বেশীই নিয়ে খারাপ জিনিস দিয়েছে। বোকা মেয়ে বুঝ্‌তে না পেরে নিয়ে এসেছে; দোকানী তাকে ঠকাতে পারে—এ বোধ তার নাই, সে হ'য়তো ব'লেছিল - "ভাল দেখে দিও, আমি ঠাকুর বাড়ীতে দেবো।" কিন্তু দোকানী তার সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়েছে। আমরা গৃহত্যাগ ক'রে এসেছি, আপাততঃ ভগবানকে আশ্রয় ক'রেছি ব'লে। ভগবানও তো আমাদের পরীক্ষা ক'রতে পারেন? আমরা তাঁর দেওয়া সব হৃষ্টান্তঃকরণে নিতে পারি কি না? এখন অচিরস্থায়ী এই দেহের তুষ্টি পুষ্টির জন্য, জিভের স্বাদ মেটাবার জন্যে লালায়িত কিনা পরীক্ষার জন্য! যখন যে অবস্থায় যেখানে যে সময়ে যা' ঘট্‌বে, সেখানে সেই অবস্থায় সেই সময়েই তাইই

আমাদের প্রাপ্য ব'লে মাথা পেতে নিতে পারলে কল্যাণ হবে ; নতুবা চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয়ের দিকে দৃষ্টি-থাক্‌লে, দেহের সুখের জন্য সুখাসন, সুখশয্যার দিকে দৃষ্টি থাক্‌লে, পিছু টান থাক্‌লে মায়া আমাদের তার জালে ফেলে খেলাবে। যদি খাদ্য অখাদ্য বা অরুচিকর হয়, যদি তোমার ব্রতের হানিকর হয় তখনও মনে ক'রবে সে অবস্থায় তোমাকে পরীক্ষার জন্য সর্বান্তর্যামী, সকলের কল্যাণকামী ভগবান্ তোমাকে গড়েপিটে নিবার জন্য ঐরূপে ঐ জিনিস পাঠিয়েছেন ; তাঁর করুণার কথা স্মরণ ক'রবে। তুমি যে ভাবে কথা ব'লেছ, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে ঐ ব্যক্তির ওপর তোমার ক্রোধ ও ঘৃণা জেগেছে। এ আদৌ ভাল নয়। কাম ক্রোধ লোভ—এই তিনটী নরকের দ্বার স্বরূপ ; সর্বপ্রযত্নে এগুলিকে ত্যাগ ক'রতে চেষ্টা ক'রবে, না পা'রলে অন্ততঃপক্ষে দমন ক'রবে। তোমার মনে আমাকে খাওয়াবার জন্যই হোক বা তোমার অখাদ্য বোধেই হোক এইরূপ বোধ জেগেছে এবং ঐরূপ কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। কামনা যতই ক'রবে, ততই বা'ড়বে, উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না। তবে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভোগ করলে এবং উপভোগের পরিণাম চিন্তা ক'রলে কামনার শান্তি হয়! কাম এবং ক্রোধের অধীন হয় ব'লেই মানুষ ইচ্ছা না থাক্‌লেও পাপাচরণ করে। কামাদি সাধকের মহাশত্রু। সাধারণ মানুষেরও পরম শত্রু! এদের কবলিত জীব জ্ঞানহারা হ'য়ে অনেক অপকর্ম করে এবং জন্মজন্মান্তরে নানা যোনিতে জন্মে নানাবিধ কষ্ট পায়। কালিয় নাগ ও গরুড়ের কথা শুনেছ তো? তাঁরা পূর্বজন্মে সত্যবাক্, মহাতপস্বী ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন ; কিন্তু ক্রোধ জয় ক'রতে না পারায় হিমালয়ের শিখরে সাধনার জন্য আসন পাতা নিয়ে ক্রুদ্ধ হ'য়ে পরস্পরের প্রতি শাপের ফলে একজন কালিয়নাগ হ'লেন, একজন হ'লেন গরুড়। যিনি ক্রোধে ফোঁস্ ফোঁস করেছিলেন, তিনি হ'লেন সাপ কালিয়নাগ আর যিনি পাখীর মত ছোঁ মারার মত আসন উঠিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি হলেন গরুড়! উভয়ে সত্যবাক্ ছিলেন ব'লে সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তন শুরু হল, তখন তাঁরা অনুতাপানলে দগ্ধ হ'য়ে

ভগবানের কাছে কাঁদতে লাগলেন, যিনি কালিয় হয়েছিলেন, তাঁকে ভগবান্ ব'ললেন "তুমি তপস্বী হয়েও ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে মহা অন্যায় ক'রেছ। এই পাপে সর্পযোনিতে তোমাকে বহুদিন থাকৃতে হ'বে, অশেষ-বিধ কষ্ট ভোগ ক'রতে হ'বে, দ্বাপরের শেষে যখন আমি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ব তখনই তোমাকে উদ্ধার ক'রব।" তবেই দেখ, ক্রোধের কি পরিণাম? আবার এই কাম, ক্রোধও লোভের মোড় যদি ফিরিয়ে দিতে পার, অর্থাৎ বিষয়কামনা না ক'রে ভগবচ্চরণপ্রাপ্তির কামনা কর এবং তা যদি বাড়াতে পার, যদি বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে ক্ষোভজন্য যে ক্রোধ জাগে, সেই ক্রোধ যদি নিজের উপর কর, কত জন্ম কেটে গেছে, এত দুঃখ পেয়েছ, তবুও মন ভগবানের দিকে না গিয়ে বিষয়ে যাচ্ছে ব'লে মনের ওপর ক্রোধ উপস্থিত হয়, যদি অশন, আসন, বসন ভূষণ, স্ত্রীপুত্র-গৃহ ক্ষেত্রের জন্য যেরূপ লোকের লোভ জাগে, তেমনি লোভ যদি ভগবন্নামামৃতপানের জন্য, ভগবৎভক্তের সঙ্গ ক'রবার জন্য, দিনরাত ভগবদ্ভাবে ডুবে থাক্‌বার জন্য জাগে, তবে পরম কল্যাণ লাভ হবে। তুমি তো ভগবানকে নিবেদন না ক'রে কিছু খাও না, যা তাঁকে দিতে ইচ্ছা হ'বে না, দিলে প্রীতি না হ'য়ে অসন্তুষ্ট হ'বেন মনে হ'বে, তা' তাঁকে কখন দেবে না, দিতে এলেও তা' গ্রহণ ক'রবে না; অদেয় জিনিস দিলে তোমার প্রিয়কে না দিয়ে ফেলে দেবে। আর ফেলে দিলেও তা বৃথা যাবে না। অন্যরূপে তিনি তা গ্রহণ ক'রবেন; পাখী পোকা, পিপীলিকারূপে তিনিই নেবেন। জগতে যে সেই একজন ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই। তোমার অন্তরে বাহিরে, জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তিনি ওতঃপ্রোতোভাবে বিরাজমান।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[দ্বেষ বা ঘৃণাত্যাগের উপায়]

আমি—পরের প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা যাবে কিরূপে?

বাবা—যতদিন পরবুদ্ধি থাকৃবে, ততদিন যাবে না। নিজের দেহেতে আত্মবুদ্ধি টন্‌টনে্ তাই ওরূপ হয়। ভেবেছ কি "তুমি বা আত্মা

কোন্‌টী ?" তোমার দেহেতে, ইন্দ্রিয়েতে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপরসাদিতে বুদ্ধিতে, সুখে-দুঃখে, সব তাতে আত্মবুদ্ধি কর আর তার বাইরে যা, তাতে পরবুদ্ধি কর ; আর ঐগুলিতে আত্মত্ব বা পরত্ব আরোপ ক'রে সুখ দুঃখ পাও, হিংসা দ্বেষের অধীন হও। দেহেন্দ্রিয়াদি ভেদে আত্ম-পর জ্ঞান হয়। তোমাকে বোবা, কানা খোঁড়া, কালা, ফর্‌সা, টেরা প্রভৃতি যখন বলে, তখন ভেবে দেখেছ কি যে, ওগুলি তোমার ইন্দ্রিয়াদিকে বা দেহসংঘাতকে লক্ষ্য করে বলে তোমাকে বলে না, ব'ল্‌তে পারেও না। দেখ, লোকের চোখ না থাক্‌লেও সে বেঁচে থাকে, পা কেটে ফেলে দিলেও লোকে বেঁচে থাকে, কিন্তু দেহ থেকে প্রাণের বিচ্ছেদ হ'লে সে বেঁচে থাকে না কিন্তু তখন ও সে থাকে। জগতের দিকে একটু লক্ষ্য ক'র্‌লে দেখ্‌বে যেমন একটা বটগাছ ; আগে বীজাকারে থাকে জল, মাটি, তেজও বায়ুর সহযোগে অঙ্কুরিত হয়। তারপর বড় হয়, পরিণাম প্রাপ্ত হয়, বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়ও পেতে থাকে এবং শেষে একদম বটগাছটী নষ্ট হয়ে যায়। এ গুলিকে ষড়্‌বিকার বলে। এক আত্মা ছাড়া জগদ্‌ ব্রহ্মাণ্ডের সবই এই ষড়্‌বিকারগ্রস্ত ; এই ষড়্‌বিকারবর্জ্জিত আত্মাই জীবের স্বরূপ আত্মা নিত্য, শাশ্বত, অবিনাশী, অন্তর্যামীরূপে সকলের মধ্যে বিরাজমান। সমুদ্রের জলে যেকালে তরঙ্গ-বুদ্‌বুদাদির উদয় ও লয় হয়, তারা সমুদ্রের জল ছাড়া আর কিছু নয়, তেমনি জগতে নানা আকারবিশিষ্ট নানা বস্তু দেখলেও, সবই সেই অন্তর্যামী আত্মাতে বুদ্‌বুদের মত উঠছে ও লয় পাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হ'লেও সেই এক আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তরঙ্গবুদ্‌বুদাদি ভিন্ন হ'লেও সকলের মধ্যে যেমন জল অনুস্যূত থাকে, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে এই বিবিধ সৃষ্টির মধ্যে এক ভগবান্‌ বিরাজ কো'রছেন। সুতরাং যতদিন সকল খোলসের মধ্যে এক ভগবান আছেন, দ্বিতীয় আর কিছুই নাই—এই বুদ্ধি পাকা না হবে, যতদিন সর্বভূতে আমি এবং সর্বভূত আমাতে--এই বুদ্ধিতে স্থিতি না হবে, ততদিন আত্ম-পর বুদ্ধি ঘুচবে না, হিংসা দ্বেষও যাবে না। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা অভ্যাস ক'রতে হবে এবং ঈশোপনি-

ষদের বাণী—ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” স্মরণে রেখে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”—এই তত্ত্ব দৃঢ়রূপে বিশ্বাস ক'রে তোমার অন্তরে বাইরের সব তাতেই তোমার ইষ্টকে আরোপ কর। তাঁকে যেমন ভালবাস, বা নিজকে যেমন ভালবাস, তেমনি সবতাতে তিনি আছেন ভেবে সকলকে ভালবাস্‌তে শুরু কর। দীর্ঘকাল নিরন্তর নিষ্ঠার সঙ্গে আরোপ ক'রতে ক'রতে, ভাল বাস্‌তে বাস্‌তে হিংসা-দ্বেষ আপনিই চ'লে যাবে। কেহ কেহ কি নিজেকে নিজে আঘাত করে, না ক'রতে পারে সুস্থ মস্তিষ্কে? তবে মোহগ্রস্ত হ'লে, বুদ্ধিভ্রংশ হ'লে ক'রতে পারে। যতদিন মোহ বা অজ্ঞান থাকবে, ততদিন আত্মপর বুদ্ধি, হিংসা-দ্বেষ থাক্‌বে, মোহ থেকে মুক্ত হ'লে "যত্র জীব তত্র শিব” বুদ্ধি ভাস্‌বে, হিংসা-দ্বেষ চ'লে যাবে, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা জাগ্‌বে।

[ভেদবুদ্ধি নাশ]

আমি—অভিমান বা অহঙ্কার থেকেই তো মোহ জন্মে জ্ঞানী-অজ্ঞান বুদ্ধি জন্মে, এ অভিমান্ যাবে কবে?

বাবা—অজ্ঞানের নাশ হয় বিচারের দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশে। গুরু-বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তাঁর নির্দেশিত পথে শ্রদ্ধার সঙ্গে চ'ললে ক্রমে ক্রমে তত্ত্বের উদয় হয়, তখন অজ্ঞানের নাশ হয়। আমি করি, আমি ক'রতে পারি, আমার ক্ষমতা আছে, আমি বুদ্ধিমান্, আমি বুদ্ধিহীন, আমি সুখী বা আমি দুঃখী, এসব অজ্ঞানের কাজ। সত্যই কি জীব কিছু কর্‌তে পারে? না করে? সত্যই কি জীবের কিছু কোর্‌বার শক্তি আছে? না তার পেছনে কোনও অদৃশ্যশক্তি আছে, যাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে জীব যন্ত্ররূপে কাজের নিমিত্ত হয়? একটু খেয়াল ক'রলে বেশ বুঝ্‌তে পা'রবে জীব করে না বা ক'রতে পারে না, এক অদৃশ্যশক্তি [যাকে ভক্তেরা ভগবান্ বলেন, জ্ঞানীরা ব্রহ্ম বলেন আর যোগীরা বলেন পরমাত্মা] জীবকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার ক'রে সব করেন। যদি সত্যই ক্ষমতা থাকতো, তা' হ'লে সে সব সময়ে সব কাজ ক'রতে পা'রত; কখনও কোনও কাজ প'ড়ে থাকত না। জীবের মধ্য দিয়ে যখন

কোন কাজ হয় সেই অদৃশ্যশক্তি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপই হয়। ভগবানই সর্বত্র সমানভাবে থেকে আপনাতে আপনি ক্রীড়াপরায়ণ। সমুদ্রের জলবুদ্‌বুদের মত জীব তাতে উঠছে, ভাসছে, মিশছে; তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, স্বতন্ত্র শক্তিও নাই। সুতরাং অহঙ্কার বা অভিমান করার কিছুই নাই। যতদিন জীবের স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি বা কর্তৃত্ববুদ্ধি না যাবে, পরের ধনে পোদ্দারি করা ভাল নয়—এ বুদ্ধি না দৃঢ় হ'বে, তাঁর কর্ম তিনিই করেন, মিছামিছি আমি করি বা করছি, বুদ্ধি না ঘু'চবে, ততদিন অহঙ্কার বা অভিমান যাবে না। ভগবানের উদ্দেশ্যে কাজ কর্‌তে কর্‌তে সেবকের মন সেব্যের দিকে আকৃষ্ট হয়, তখন আত্মপ্রীতি-বাঞ্ছা ত্যাগ ক'রে ভগবানের প্রীতিসম্পাদনের চেষ্টা জাগে, চেষ্টা জাগ্‌লেই সদা তাঁর স্মরণ-মনন হয়। ভাবনা গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হ'লে নিজের অহংসত্তা লোপ পায়, সর্বদা ভগবানকে ভাবনার ফলে সর্বত্র ভগবৎসত্তার স্ফুরণ হয়, ক্ষুদ্র অহংসত্তা ভগবৎসত্তায় বিলীন হয়। ক্ষুদ্র অহং-বুদ্ধি লোপ পায়, সর্বত্র ভূমাসত্তার প্রকাশে অহংসত্তা আর ভাসেনা।

আমি—ও ভাবতো জ্ঞানীর বা উচ্চাধিকারীর হয়। আমি তো তেমন অধিকারী নহি, আমার কি হবে?

[অমৃতের সন্তান অমৃত]

বাবা—নিজেকে কখনও ছোট ভাব্‌তে নাই। বড়র আশা ক'রে চেষ্টা ক'রলে কিছু না হ'য়ে যায় না। "কিছু হ'বে না, আমার শক্তি নাই, আমি ক'রতে পারিনা ব'লে ব'সে থাক্‌লে কি কিছু হয়? বাঘ ঘুমিয়ে থাক্‌লে কি হরিণ তার খাদ্য হ'য়ে তার মুখে প্রবেশ করে? হরিণ ধ'রবার জন্য বাঘকে চেষ্টা করতে হয় নাকি? উদ্‌যোগী পুরুষেরই হয়। আমাদের পিতা অন্তর্যামী, অমৃত; আমরা সেই অমৃতের সন্তান অমৃত। পিতার ধনে পুত্রের অধিকার সর্বত্র স্বীকৃত। আমরা অধিকারী হ'য়েও অধিকারের সদ্ব্যবহার করিনা ব'লেই সব চাপা প'ড়ে থাকে, নষ্ট হয় না। তাই ব'লে মোহগ্রস্ত হ'য়ে অভিমান করা উচিত নয়। জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির উপযুক্ত পুত্র যেমন

স্ব-সম্মান রক্ষা বা স্বীয় মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করেন, তেমনি মাতাপিতার সম্মান বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা তো করেনই, বৃদ্ধির চেষ্টাতেও পিছপাও হন না, তেমনি আমি অমৃতের সন্তান,—অমৃতময় আমি, আমার এমন কিছু করা কখনই উচিত নয় যাতে, অভয় না হ'য়ে ভীত হই, দয়া, দান, সরলতা, ক্ষমা, অহিংসা, সত্য বর্জন ক'রে কৃপণ, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, কুটিল, প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিংসুটে না হই ; মিথ্যাবাদী বা মিথ্যাচার-পরায়ণ না হই, যেন উদারতার গণ্ডী ছেড়ে, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ না হই, যেন তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অমানিত্ব, অদম্ভিত্বাদি সদ্‌গুণ আশ্রয় করে। বন্ধনকরকর্ম ত্যাগ ক'রে বৈরাগ্যোৎপাদক বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে কর্মপরায়ণ হ'লে, সুযোগ উপস্থিত হ'লে ভগবৎকর্ম না ক'রে অন্যকর্মে প্রবৃত্ত না হ'লে, নিষ্ঠার সঙ্গে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ অভ্যাস কর্‌লে, জায়াপত্য-গৃহ-ক্ষেত্রাদিতে অনাসক্তি জাগ্‌লে, সর্বত্র সমদর্শন এবং প্রীতির প্রসার হ'লে, সর্বোপরি নিষ্ঠার সঙ্গে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা ক'রতে পা'রলে জীবের অহঙ্কার বা অভিমান নাশ হয়।

আমি—সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যের কথা সব সন্তই বোলেছেন। আচার্য্য শঙ্কর বোলেছেন—"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা"। মহাত্মা তুলসীদাস বোলেছেন,—

"এক ঘড়ি আধা ঘড়ি আধাসে পুনঃ মে আধ।
তুলসী সঙ্গৎ সন্তকি হরে কোট্‌ অপরাধ॥'

নানকও বোলেছেন—সাধুসঙ্গে মুখ উজ্জ্বল হয়, মনের ময়লা কাটে, অভিমান ছোটে, সুজ্ঞান ফোটে, সাধুসঙ্গে সব দুঃখের নিবৃত্তি হয়। হৃদয়ে অলখ্‌ নিরঞ্জনের আবির্ভাব ঘটে, তবে আমাদের হয় না কেন ?

[শুধু কাছে এলে হয় না]

বাবা—শ্রদ্ধা না থাক্‌লে কিছুই হয় না। আগে চাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানে শুধু ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে মাথা ঠোকা নয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নতির সঙ্গে সঙ্গে মনেরও নতি চাই। অহঙ্কার বা অভিমান্‌ থাক্‌তে মনের নতি হয় না।

"আমি অজ্ঞান, আমি কিছু বুঝি-না, যা বুঝি তা ভুল বুঝি, সুতরাং মহতের আচার-আচরণ দেখে তাঁর নির্দ্দেশে নিষ্ঠার সঙ্গে চ'ললে আমার পরম কল্যাণলাভ হ'বে, আমি জীবনে কৃতকৃত্য হব"—মনে ক'রে নির্বিকার থেকে নির্বিচারে সেরূপ আচার-আচরণ-পরায়ণ হ'বার নাম শ্রদ্ধা। আবার গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাসের নামও শ্রদ্ধা। সে শ্রদ্ধা যাদের উদয় হয় তারা বড় ভাগ্যবান্। তারা সাধুসন্তদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের বিষয়ে বৈরাগ্য দেখে "অহর্নিশি ব্রহ্মণি রমন্তঃ" ভাব লক্ষ্য ক'রে নিজেদের মূঢ়তা, অজ্ঞানতা এবং পরিণাম বুঝে বিষয়ে বৈরাগ্য অভ্যাস শুরু করে, সাধনভজনে প্রবৃত্ত হয়। বৈরাগ্য সাধন বা সাধনে নিষ্ঠা ২।১ দিনে হয় না। ছেলের হাতের পিঠে নয় যে যখন তখন কেড়ে নিয়ে খেয়ে তৃপ্ত হবে। দীর্ঘকাল নিরন্তর নিষ্ঠার সঙ্গে আচরণ কর্‌তে কর্‌তে অভ্যাসে পরিণত হ'লে মনের চাঞ্চল্য দূর হয়, একাগ্রতা আসে, সাধনে প্রীতি জাগে আর ছাড়্‌তে পারে না। যতদিন যায়, ততই অধিক সময় কাটে ভগবৎ-পূজো-আরাধনায়, নামজপে, স্মরণে, মননে, ধ্যানে। ক্রমে দিবানিশি তাতে মগ্ন হয়; আর বিক্ষেপ আসে না। সাধু-সঙ্গী সাধক সাধুসন্তদের সর্ব্বত্র সমদর্শন ভাব দেখে, মানাপমানে, শত্রু-মিত্রে, সুখে-দুঃখে, নির্বিকারভাব লক্ষ্য ক'রে নিজেও সমদর্শী হয়, নির্বিকার হয়; গুণাতীত হ'য়ে গুণাতীত ভগবানে স্থান পায়; জন্মমৃত্যু রহিত হয়। তাই সন্তরা সাধুসঙ্গের এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কোরেছেন। ঠাকুরের (ঠাকুর যুগাচার্য্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের) একজন শিষ্য বোলেছিলেন—"বাবা! আপনি মহান্ সাধু, আপনার কাছে আমি আসি, তবুও আমার কিছু হ'চ্ছে না কেন?" ঠাকুর বোলেছিলেন—"হ্যাঁ' তুমি আমার কাছে প্রায়ই আস। মাথা ঠোকো, দূর থেকে শোন, চলে যাও—এটা তো বাইরে দেখতে পাই; কিন্তু এসে আমাকে যা কর্‌তে দেখ, যা কর্‌তে বলি, তা কি কর? তাতো মনেও রাখ না, কখনও অভ্যাসও কর না, তা হবে কি করে? দেখ আমি যখন রাত্রি ৮॥ টার পরে আসনে বসি, তখন আমার গায়ের ওপর দিয়ে ইন্দুরে বাচ্চা আরশুলা চ'লে যায়; তারা বাহ্যতঃ আরও বেশী সঙ্গ করে, তবু তাদের

কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, কারণ তারা প্রাকৃতিক নিয়মে চলাফেরা করে, । তাদের বিবেক নাই, তার অধীন হয়ে চলতেও পারে না। কিন্তু তুমি মানুষ, তোমাকে ভগবান্ বিবেক দিয়েছেন ; বিষয়ের বেলা, লাভক্ষতির বেলা, তুমি তাকে কাজে লাগাও। কিন্তু অনন্ত যাত্রার পথে মনুষ্যজন্ম একটা ডেরা, এখানে থেকে পাথেয় সংগ্রহ ক'রতে হ'বে, সৌভাগ্য হ'লে এই জন্মেই জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল হ'তে আমাকে মুক্ত হ'তে হ'বে, আর তার গণ্ডীতে পা দেবো না ; যা' দেখলাম, যা' উপদেশ পেলাম, তা' জীবনে ফুটিয়ে তুলতে এখন হ'তেই সচেষ্ট হই, অনেক দিন বৃথা গেছে, আর বৃথা কাটাবনা, মনুষ্যজীবনের পরমকাম্য মুক্তিলাভ ক'রে ধন্য হ'ব—তোমার এ বিবেক জাগছেনা ; খেয়াল খুসি মত চল্‌ছ, সাধুর কাছে এস, তুমি ভাল লোক— লোকের মনে এ ভ্রম জাগায়ে জাগতিক স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় করতে চাইছ, তাই কিছু হচ্ছে না।" সত্য সত্যই সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বুঝ্‌তে হলে আচরণ-পরায়ণ হ'তে হ'বে। তবে নাই মামার থেকে যেমন কানা মামা ভাল। কুসঙ্গে দুষ্টসঙ্গে মিশে কদালোচনা ক'রে সময় কাটান অপেক্ষা সাধুদের কাছে গেলে অন্ততঃপক্ষে ততক্ষণের জন্য কদালোচনার অবকাশ থাকে না, কায়িক বা বাচিক হিংসাদি করবার সুযোগ ঘটে না। কিন্তু মনকে রাঙাতে হবে। বহুদিন বার বার যেতে যেতে একদিন সুসময় উপস্থিত হয়। হ্যাঁ! আমি সাধুর কাছে যাই, অথচ আমি চুয়াড়ের মত ব্যবহার করছি, ছি ছি ধিক্ আমাকে" তখন থেকে তার গতি ফিরে যায় ? পাওহারী বাবার ডেরায় চুরি ক'রতে এসে পাওহারী-বাবার আচরণে চোরের চৌর্য্য চুরি হয়ে গিয়েছিল। সে শেষে সাধু হয়েছিল। খ্রীষ্টান-পাদ্রীর সংস্পর্শে এসে জীন্ ভল্‌জিন্ তার 'মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছিল। দস্যু রত্নাকর দেবর্ষি নারদ ও ভগবান্ ব্রহ্মার সংস্পর্শে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ ক'রে সাধন-পরায়ণ হ'য়ে সর্বজনপূজ্য বাল্মীকি মুনি হ'য়েছেন ; কলিপাবনাবতার নিমাই-নিতাই এর সংস্পর্শে এসে পাষণ্ড জগাই- মাধাই উদ্ধার হ'য়েছে। সাধুসঙ্গের এমনই মাহাত্ম্য। শুধু দেখো না, শুধু এ কান দিয়ে শুনে অন্যকান দিয়ে বের ক'রে দিও না ; যা ব'লি যা' শোন তা ভাবতে

চেষ্টা করো, তা করতে চেষ্টা করো, আপনিই বুঝতে পারবে।

[স্বীয় অভিজ্ঞতা]

আমি—সাধু কি সহজে চেনা যায়? ছোটবেলা আমার জন্মস্থানের কাছে এক বিরাট শ্মশানে এক বটগাছের তলায় একজন জটাজুটধারী ব্যক্তি প্রায় ১০।১১ বৎসর ছিলেন: হাতে বিরাট ত্রিশূল, কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক। ঐ শ্মশানের পাশ দিয়ে District বোর্ড-এর রাস্তা গেলেও সন্ধ্যার পর ঐ রাস্তা দিয়ে কেহ একাকী চ'লত না, প্রয়োজনে কখন কখন দল-বদ্ধ হ'য়ে লোকে যেত। রাত্রিতে তিনি নাকি একাই থাকতেন, দিবাভাগে আশপাশের গ্রামের কেহ কেহ যেতেন, কেহ কেহ শিষ্যও হ'য়েছিলেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ গোয়েন্দা-পুলিশ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়; তিনি নাকি খুনে আসামী, এতদিন ফেরার ছিলেন। আগে জটাজুটধারী দেখলেই তাঁর পেছনে পেছনে যেতাম, ভক্তিভরে প্রণাম ক'রতাম, ভাবতাম তাঁর আশীর্বাদে কল্যাণ হবে, কিন্তু ঐ ঘটনার পর থেকে মাথায় লম্বা লম্বা চুলওয়ালা লোক দেখলে, বা জটাজুটধারী হ'লে, কাছে যাই না, ভয় করে, ঘৃণাও হয়।

[প্রকৃত সাধুর পরিচয়]

বাবা—প্রকৃত সাধুর কাছে গেলে মন পবিত্র হয়, মনে সদ্‌ভাব জাগে; যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকা যায়, মনে কুভাব স্থান পায়না। আর নামপ্রেমী সাধুর কাছে গেলে আপনাপনিই মনে ভগবানের নাম জাগে, মন-মাথা আপনিই নত হয়, মাথা আপনিই সাধুর চরণে লুটিয়ে পড়ে। সাধুদের চরিত্র কুসুমাদপি কোমল কিন্তু বজ্রাদপি কঠোরও। কোন কোনও মহাত্মা লোকসংঘট্ট এড়াবার জন্য কখনও বালকের ন্যায়, কখনও উন্মাদের ন্যায় আবার কখনও পিশাচের মত ব্যবহার করেন বা তাঁতে বালোন্মত্ত-পিশাচের ভাব দেখা যায়। সেটা তাঁর বহিরঙ্গ ভাব, অন্তরে তিনি সদাসর্বদা ফল্গুধারার মত ভগবচ্চিন্তায়

মগ্ন থাকেন। প্রকৃত ধর্মপিপাসুকে নিরস্ত ক'রতে পারেননা বরং তাঁর কৃপালাভের জন্য ধর্মপিপাসুর আগ্রহ বেড়ে যায়। শোননি ৺কাশীধামে শিবতুল্য সাধু ত্রৈলঙ্গস্বামীজি ও উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ? মুখুজ্জে মশায় যখন প্রথম প্রথম যেতেন, তখন তাঁকে চন্দন ঘষ্‌তে ফরমাইজ ক'র্‌তেন; সকাল থেকে প্রায় ১১টা পর্যন্ত এক নাগাড়ে চন্দন ঘষ্‌তে হ'তো. সামান্যমাত্র শৈথিল্য দেখ্‌লে গালিগালাজ ক'র্‌তেন। কখনও হাসিমুখে কথা ব'লতেন না; আবার বিকালে সেই ঘষা চন্দন দিয়ে শ্লোক লেখাতেন, কোনও দিন দেরী হ'লে ভয়ঙ্কর তিরস্কার ক'র্‌তেন। তবুও ৺উমাচরণবাবু নাছোড়বান্দা; তিনি যাওয়া বন্ধ করেননি; কারণ তাঁর কাছে গেলেই মন আনন্দে ভ'রে যেত, তাঁর কাজ ক'র্‌তে পা'রলে নিজকে কৃতার্থ মনে ক'র্‌তেন এবং তাইনা ত্রৈলঙ্গস্বামীজির কৃপা পেয়ে ধন্য হ'য়েছিলেন! তবে সকলেই তো তৈলঙ্গস্বামীজি ন'ন, সকলেই ৺উমাচরণ মুখুজ্যের মত ধৈর্যবান্ একনিষ্ঠ ভক্ত ন'ন। সকলের মন পবিত্র নয়, সকলেই জন্মজন্মান্তরের শুধু সুকৃতি নিয়ে আসেন না, বরং জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি-দুষ্কৃতি নিয়েই আসেন। কারু কারু সুকৃতির ভাগ বেশী থাকে মাত্র। সাধুবেশধারীরা সকলেই উচ্চস্তরের সাধু ন'ন, কেহ বা রাগ-দ্বেষের বশবর্তী হ'য়ে সাধুর বেশ ধরেন, কেহ বা অভাব-অনটনের তাড়নায় "ভেক ধরলে ভিক্ষে মিল্‌বে"—জীবিকার্জনের সহজ উপায় হ'বে, ভেবে সাধুর বেশ পরেন প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লে আবার ঘরে ফেরেন। আবার কেহ কেহ জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে দেহের নশ্বরতা, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির ভয়াবহতা, বিষয়-সুখের আগমাপায়িতা, জীবনের বৈচিত্র্য এবং সাধুসঙ্গে শাস্ত্রপাঠে স্বর্গাদিসুখেরও নশ্বরতা জেনে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য আশ্রয় ক'রে সর্ববিধ বিঘ্নবাধার বাইরে যেয়ে একান্তে নির্জনে ব'সে ভগবান্‌কে লাভ ক'রবার জন্য সর্বস্ব পণ করেন, সাধু হ'ন এবং সাধনার দ্বারা সকল দুঃখ-সুখের বাইরে যান। তাঁদের সঙ্গেই জীবের জীবনের ধারা বদলে যায়, মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বে, জীবত্ব থেকে শিবত্বে উন্নীত হয়।

আমি—এমন সাধু তো অতি দুর্লভ। সাধারণের ভাগ্যে জোটে না। আর খুঁজতে খুঁজতে তো জীবন শেষ হবে; তারপর তো সাধকের কল্যাণ হবে ?

[প্রাণই মহাসাধু, তার সঙ্গ কর]

বাবা—ছুটোছুটি করা কি বুদ্ধিমানের কাজ, না তাতে কোনও ফল হয় ? আগে আত্মকৃপা চাই; প্রথমে জীবে দয়া, সাধুসেবা এবং নামে রুচি বাড়ান চাই। আর অন্তরের রিপু কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, মদ মাৎসর্যকে তুষ্টি, ক্ষমা, দয়া, তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতা দ্বারা জয় ক'র্‌তে হয়; যেমন যেমন ওগুলিকে সংযত করা যায়, মনের আনন্দ বাড়তে থাকে, ভিতরে শক্তিও জাগে, আর সাধকের দীনতা দেখে দীনবন্ধু ভগবান্ প্রয়োজনানুরূপ সাধুর বেশ ধ'রে সাধকের কাছে হাজির হ'ন। এক জন্মেই কি হয় গা ? প্রতি জন্মে কিছু কিছু পুণ্যসঞ্চয় ক'রে এগুতে এগুতে বহু জন্মের পরে সংসারে সারাৎসার বিচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে সারাৎসার একমাত্র ভগবান্, তাঁকে পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য—এভাব জাগে এবং তাঁকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করে। ভগবান্‌ও বোলেছেন "বহূনাং জন্মনামান্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"। ধর্মের ভাণও ভাল। ভাণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে একদিন ভাণকারীর মনে সত্যসত্যই ভাণ করার জন্য মর্মবেদনা উপস্থিত হয়, সে সত্যসত্যই সাধু হ'য়ে যায়। বাইরের সাজা সাধুরাও আসল সাধু হ'তে পারেন, মেকীও হ'তে পারেন। শুধু ভেকধারীও হ'তে পারেন, আবার পরম কল্যাণের মূল বৈরাগ্য সাজে সজ্জিত সাধুও হ'তে পারেন। সেজন্য ভ্রম-প্রমাদ হওয়া অসম্ভব নয়। আবার সব সময়ে ইচ্ছা থাক্‌লেও সঙ্গ পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি প্রাণসাধুর সঙ্গ ক'র্‌তে চেষ্টা কর, তবে সে সঙ্গের বিচ্যুতি জীবনে ঘট্‌বে না; আর প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাক্‌লেতো তুমি ব'লে কেউ থাক্‌বে না। আরও মজা যতই তাঁর সঙ্গ ক'র্‌বে ততই তার মহিমা জান্‌তে পারবে; বাহিরের আর কিছু মন চাইবে না; তাতেই মগ্ন থাকবে। তাতে মগ্ন থাকৃতে থাক্‌তে স্পন্দিত অবস্থা হ'তে অস্পন্দিত

অবস্থায়, গুণের রাজ্য থেকে গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছুবে ; ভেদদৃষ্টি লোপ পাবে, অভেদদৃষ্টি জাগ্‌বে, অপূর্ণ হ'তে পূর্ণেতে ডুবে যাবে—তখনই বুঝ্‌বে—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

এ সাধুকে খুঁজতে দূরে যেতে হবে না। বনে-বাদাড়ে ঘুরতে হ'বে না, তোমার নিকটে আছেন। তুমি শুধু শান্তমনে, প্রেমনয়নে তাঁর দিকে তাকাও।

[প্রাণসাধুর সঙ্গ করার কৌশল]

আমি—প্রাণ তো বায়ু, তার সঙ্গ কিরূপে করা যাবে ?

বাবা—প্রথমে দীর্ঘশ্বাস নিতে অভ্যাস কর। সোজাভাবে দাঁড়িয়ে বা পদ্মাসনে সমকায়শিরোগ্রীব হ'য়ে ব'সে লক্ষ্য ক'র্‌বে, কোন্‌ নাক দিয়ে শ্বাস বইছে ; তারপর সেই নাক দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ফুস্‌ফুস্‌ একদম খালি ক'রে দেবে ; যতক্ষণ শ্বাস না নিয়ে পা'রবে, ততক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ধীরে ধীরে প্রশ্বাস নেবে এবং ফুস্‌ফুস্‌ ভর্তি হ'য়েছে মনে হবে ; তখন আস্তে আস্তে জিভটা উর্ধ্বে তালুর দিকে তুল্‌বে এবং সঙ্গে সঙ্গে দু'টি কাঁধও আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠাবে এবং আরও বায়ু নাক দিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রবে ; এরূপ ক'রলে বায়ু ফুসফুসের নিম্নদেশ পর্যন্ত গেলে যতক্ষণ বিনা কষ্টে বায়ু ধ'রে রাখ্‌তে পা'রবে, ধ'রে রাখবে ; তারপর অতি ধীরে ধীরে বায়ুত্যাগ ক'র্‌বে। হন্তদন্ত হ'য়ে ক'র্‌বে না ; একবার ক'রে অন্ততঃপক্ষে তিন মিনিট চুপ করে থাকবে এবং শ্বাসের গতি লক্ষ্য ক'রবে ; তারপর আবার অভ্যাস ক'রবে। এইরূপে প্রাতে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃপক্ষে ২০বার ক'রে ক'র্‌বে। এইরূপে ছ'টি মাস যদি নিষ্ঠার সঙ্গে ধৈর্য ধ'রে অভ্যাস ক'রতে পার তবে দীর্ঘশ্বাস অভ্যাস হ'বে এবং বায়ুর গতিপথ বুঝ্‌তে পারবে। দীর্ঘশ্বাস অভ্যাসকালে আহারে-বিহারে, শয়নে-ভ্রমণে, আসনে-উপবেশনে, চলনে-বলনে সংযম অভ্যাস ক'রতে হয়।

আহার হ'বে শরীর ও মনের হিতকর; পরিমাণ হ'বে অল্প কিন্তু তা পুষ্টিকর হওয়া চাই; রাত্রি জাগরণ বা অধিক নিদ্রা অবশ্যই বর্জ্জন ক'রতে হ'বে; দৌড়ঝাঁপ একদম করা চল্‌বে না। বেশী কায়িক পরিশ্রমও নিষিদ্ধ; বাক্য হ'বে হিত-মিত ও সত্যনিষ্ঠ, অতিবাদও পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে। নির্জ্জনে ব'সে পদ্মাসনে সমকায়শিরোগ্রীব হ'য়ে ব'সে অনন্যদৃষ্টি হ'য়ে স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্বীয় সাধ্য বা ইষ্টতে মনোনিবেশ ক'রে বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে অভিনিবেশের সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হয়। তোমার শ্বাস নিবার সময়ে খেয়াল থাকে যেন শ্বাস নিচ্ছ এবং বায়ুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুস্ হ'তে আরম্ভ ক'রে সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হচ্ছে; তা লক্ষ্য ক'র্‌তে ভুল্‌বে না। তেমনি যখন বায়ু ছাড়বে অর্থাৎ নাক দিয়ে যখন ধীরে ধীরে বায়ু ছাড়্‌বে, তখন খেয়াল ক'র্‌লে দেখ্‌বে তোমার শরীর সংকুচিত হচ্ছে, আবার গ্রহণের সময় শরীর যেন প্রসারিত হচ্ছে মনে হ'বে। এইভাবে ধৈর্য্যসহকারে কিছুদিন নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস ক'র্‌লে ক্রমান্বয়ে দেহজ্ঞান লোপ পাবে, তুমি শ্বাস-প্রশ্বাসময় বা প্রাণময় বুঝ্‌তে পারবে। সে প্রাণের কেন্দ্র নাভিস্থল। সেখানে মনোনিবেশ ক'র্‌লে দেখবে করাতিয়ারা করাত দিয়ে কাঠ চেলা করার সময় যেমন একজন করাত টেনে ওপরে তোলে, নীচে যে থাকে, সে আবার করাত টেনে এনে কাঠ পর্য্যন্ত করাতের মূল নামায়, তেমনি তোমার নাভিকমলে প্রাণ-অপানের খেলা চল্‌ছে; প্রাণ ও অপান উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ বিকর্ষণ ক'র্‌ছে। অপান প্রাণকে টেনে নীচে মূলাধারের দিকে নিয়ে আস্‌ছে, আর তালে তালে তোমার নাড়ির উত্থান-পতন হচ্ছে; নাড়ির উত্থান-পতনের সঙ্গে তোমার ইষ্টনাম যোগ ক'রে দেবে, কান পেতে অনন্যমনা হ'য়ে শুন্‌বে; তা হ'লে নামের সঙ্গে সঙ্গে নামের সাক্ষাৎ-প্রতিপাদ্য সর্বোত্তম সাধু প্রাণের সঙ্গে সঙ্গ হ'বে আর বাইরের সাধুর কাছে যেয়ে প্রতারিত হ'বার ভয় থাক্‌বে না। লোকে সাধুর কাছে যায় সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হ'তে; অভাব-অনটন মেটাতে, মনে শান্তি পাবার জন্য। সত্যনিষ্ঠ সাধুদের আশীর্বাদে—তাঁদের

দেওয়া তাবিজকবচে সাময়িক কিছু ফল হয়তো পায় কিন্তু চিরকালের জন্য চিরশান্তি পেতে হ'লে সেই সর্বাতীত সর্বভাবময় সর্বানুস্যূত শান্তিময়ের সঙ্গে মিল্‌তে হ'বে। এই প্রাণের যোগেই সবচেয়ে সহজে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। মনে রাখ্‌বে এখানে ভাবনা ও একাগ্রতার অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তোমাকে সর্ববিধ বন্ধনের কারণ, চিত্তের সকল প্রকার চঞ্চলতার মূল অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ থেকে মুক্ত হ'য়ে শান্ত, সমাহিত, আনন্দিত হ'চ্ছ —এটি মনোযোগ সহকারে ভাব্‌তে হ'বে। তা না ক'রে যদি তুমি শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া কর আর তোমার মনকে যথেচ্ছভাবে চ'লতে দাও, তা হ'লে কোন কালেই মন স্থির হ'বে না; শান্তিও পাবে না। বাইরের সাজাসাধুর দ্বারা কিছু আর্থিক ক্ষতি হ'লেও পারমার্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম থাকে। ঘাটে ঘাটে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে কিছু সময় কেটে যায়, পেতে বিলম্ব হয় পরমার্থধন। কিন্তু প্রাণসাধু যেমন সর্বোত্তম সাধু, তার সঙ্গে যেমন সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায়, তেমনি প্রাণসাধুর সঙ্গকালে মন ও ভাবনা প্রাণময় না হ'লে পীড়াদির জন্য আর্থিক ক্ষতি তো হ'তেই পারে; জন্মজন্মান্তরের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেয়ে বার বার জন্মজরাব্যাধির কবলে প'ড়তে হয়। যখন হৃদয়ক্ষেত্রে প্রাণের স্পন্দন তোমার একাগ্রতার ফলে স্ফুট হ'তে স্ফুটতর হ'বে, তখন সকল-দেহে ঐ প্রাণ বা চৈতন্যের খেলা স্পষ্ট উপলব্ধি হ'বে। প্রাণই যে সাক্ষাৎ চৈতন্য, প্রাণের স্পন্দন অন্তরে বা সারা দেহে অনুভব হ'লে, তাকে নিশ্বাসের সময়ে বহির্বিশ্বে আরোপ করো। কারণ দৃশ্যে, অদৃশ্যে স্থূলে-সূক্ষ্মে, স্থাবর-জঙ্গমে সর্বত্রই এই প্রাণের খেলা চল্‌ছে। অভ্যাসের দ্বারা, ভাবনার দ্বারা অনুভবে ফুটিয়ে তুলতে পারলে একটিক্ষণও প্রাণ-সাধুর সঙ্গ ছাড়া হ'বে না। তোমার ঊর্ধ্বে, অধে, ডাইনে, বামে ঐ প্রাণ বা চৈতন্যই ঘনীভূত হ'য়ে নানাকারে প্রকাশ পাচ্ছে। সবই চেতন, সবই পরমাত্মময়, অচেতন কিছুই নাই। কেবলমাত্র প্রকাশের তারতম্য বা সাধকের সাধনার উনিশ-বিশে অনুভবের ইতর-বিশেষ। এই প্রাণ-সাধু নিরন্তর নিজের অস্তিত্ব জানাচ্ছে—"সোঽহং" "সোঽহং"

ব'লে। সেই একমাত্র সত্তা ; তার সঙ্গে একাগ্র হ'য়ে তোমার সত্তা জুড়ে দাও, অনন্ত-অখণ্ড সত্তায় একাকার হ'য়ে যাবে।

[সাধুসঙ্গ কাদের জন্য ?]

আমি—যাদের গুরুকরণ হ'য়েছে, গুরুদেব সিদ্ধপুরুষ : তাদেরও কি সাধুসঙ্গ করা দরকার ?

বাবা—সাধুসঙ্গ করা অবশ্যই কর্তব্য। সন্ত সাধকদের সংস্পর্শে সাধনার উদ্দীপন হয়। গাছ থেকে ফুল ফল পেতে হ'লে যেমন ভাল বীজের দরকার, উপযুক্ত হাওয়া দরকার, জল-রৌদ্রের ব্যবস্থা থাকা দরকার, আবার গরুছাগলে খেয়ে না ফেলে, তার জন্য বেড়া দেওয়া দরকার ; ঘাস-আগাছাদি জন্মে ক্ষেত্র নষ্ট ক'রে না দেয় সেজন্য ঘাস নিঙড়ানো দরকার, আগাছা কেটে ফেলা দরকার। সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাক্‌লে তবে কালে সুফল পাবার আশা করা যায়, তেমনি গুরুকরণের দ্বারা বীজ পোতা হয় ; তিনি সিদ্ধপুরুষ হ'লে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু শিষ্যকে তা কাজে লাগাতে হবে। সকলেই সব রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মায় না ; পথে চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌তে দেখ্‌তে অভিজ্ঞতা বাড়ে। শুনে, দেখে, ঠেকে নিজের উপযোগী পথ বেছে নিতে পারে। বিভিন্ন পথের সাধকদের জীবন-ধারা বিচিত্র। সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভগবানকে লাভ করাতে। সন্তরা সকলেই সিদ্ধ নহেন, কেহ প্রবর্তক, কেহ সিদ্ধ, কেউ সিদ্ধের সিদ্ধ ; সুতরাং সাধনকালে আচার-আচরণের বৈচিত্র্য থাক্‌বেই। মুমুক্ষু সাধক পথ চলার কালে সাধুদের সঙ্গে এসে নিজের অতিক্রান্ত পথের প্রমাণ পায়, বিশ্বাস দৃঢ় হয়, প্রেরণা জাগে। আরও দ্বিগুণ উৎসাহে সাধনপথে অগ্রসর হয়। এজন্য সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। যাঁরা গুরুকরণ কোরেছেন, তাঁরা যদি বিশ্বাসী হ'ন, লক্ষ্যলাভবিষয়ে নিঃসন্দেহ হন—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার মাধ্যমে নিজেদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত ক'র্‌তে পারেন, তাহ'লে তাঁরা একান্তে ব'সে যান, তাঁদের ছুটাছুটির নিবৃত্তি হয়, তাঁরা গুরুর আচার-আচরণকে

আদর্শ ক'রে সেই পথে নিজেদের চালিত ক'রবেন। তবু জান্‌বে কিছু ইতরবিশেষ থাক্‌বেই ; জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি-দুষ্কৃতির বৈচিত্র্যের জন্যই মানুষে মানুষে ভেদ ; সুতরাং শিষ্যদের কাছে গুরুদেবের সবটাই ফুট্‌বে না। তবে কল্যাণকামী গুরু অনুগত শিষ্যকে স্বীয় তপঃশক্তি উজাড় করে দিয়ে আনন্দিত হন। যে সাধক চৈত্যগুরুর অধীন ক'রে দিতে পারেন, কুশাগ্রবুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত ক'রে বিবেকের অধীন ক'র্‌তে পারেন, তাঁর আর অন্য সাধুর সঙ্গ করার দরকার হয় না।

(অর্বাচীনের উপায়)

বাবা—সাধু চেনা শক্ত, সাধুর সঙ্গ করা আরও শক্ত মনে হয় ; যাঁদের বিবেক উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে, তাঁরাই ত'রে যাবেন, আমি যে অধম, আমার উপায় কি হ'বে ?

বাবা—নিজকে অধম ভাব্‌ছ কেন ? কখনই অধম ভাব্‌বে না। হ্যাঁ, যখন অহঙ্কার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, গর্বে মন স্ফীত হ'তে থাকে, সামান্য সাফল্যলাভে মন কৃতকৃত্য মনে ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'তে চাইবে ; তখন নিজকে অজ্ঞ, হীন-সাধক, দীনহীন মনে ক'র্‌বে। উচ্চতর অবস্থা লাভের জন্য, অধিকতর জ্ঞানী হ'বার জন্য উঠে প'ড়ে লাগ্‌বে। সব সময়ে ভাব্‌বে "যদি আমি আন্তরিক চেষ্টা করি, অগতির গতি ভগবান্‌, অধনের ধন নারায়ণ নিশ্চয়ই আমাকে কোলে তুলে নেবেন। কেহ যদি কোনও গর্তে বা খানায় পড়ে, নিজে ওঠবার জন্য চেষ্টা না করে উদ্ধারের জন্য চীৎকার ক'রে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে চুপচাপ থাকে তবে কি কেউ তাকে উদ্ধার ক'র্‌তে আসে ? না, সে গর্ত থেকে উঠ্‌তে পারে ? সর্বাগ্রে চাই আত্মকৃপা ; ঐ গর্ত থেকে ওঠ্‌বার জন্য হাত-পা ছোঁড়া, গাছের শিকড় ধরে ওঠ্‌বার চেষ্টা করা—উহাই আত্ম-কৃপা। চীৎকারাদি দ্বারা পরকৃপা আকর্ষণের চেষ্টা। আবার যদি কেউ সাহায্য ক'র্‌তে আসে, যে খানায় প'ড়েছে, তারও সাহায্য-কারীকে সাহায্য করা দরকার, যতটুকু সে পারে তার করা উচিত। তাহলে সাহায্যকারীর শক্তির অপচয় হয় না। খানায় পড়া লোকটা

খানা থেকে ওপরে উঠতে পারে। সেইরূপ তুমি যদি বিশ্বাসে ভর ক'রে আত্মকৃপা কর, ভগবান্ নিশ্চয়ই তোমাকে টেনে তুলবেন। যা পেয়েছ তার আশ্রয় লও; মন-মুখ এক ক'রে তা আগ্রহভাবে জপ্‌তে থাক, আস্তে আস্তে জপে রুচি জন্মবে, তখন জপ ছাড়া থাক্‌তে পারবে না; শয়নে-স্বপনে, উত্থানে-উপবেশনে নামের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টের সঙ্গ হ'তে থাক্‌বে। হৃদয়ে নামের উদয়ে যেমন নামের প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে, তেমনি অবসর সময়ে ভক্ত-সঙ্গে নামগান ক'র্‌তে ইচ্ছা জাগ্‌বে, ভক্তদের সঙ্গ পেতে আকাঙ্ক্ষা হ'বে; তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হ'বে। তাদের সুখ-দুঃখ নিজ সুখ-দুঃখ মনে হ'বে, নিজ প্রাণের মত অন্যের প্রাণও প্রিয় মনে হ'বে। ভক্তগণসঙ্গে নামসেবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎসঙ্গ হবে; ক্রমে ক্রমে জগতের সকলেই—চন্দ্রসূর্যগ্রহ নক্ষত্র, তৃণগুল্ম, পশুপক্ষী, দেব-নর গন্ধর্ব, কোনও না কোনরূপে ভগবৎসেবা ক'রছেন মনে হবে। তুমি কেবল একাই ভগবানকে ডাক না, ভগবানের সেবা করনা, তাঁরাও করেন; সকলেই সেই একের প্রীতির জন্য কাজ ক'রছে, যার ওপরে যেটুকুর ভার পড়েছে, স্থানকালপাত্রানুসারে তার তাইই করা পরম কল্যাণের; তার তাইই করা উচিত মনে হবে। তোমার "আমি জপ করি, আমি এত নাম করি, আমিই মন্দিরাদি মার্জনা করি, আমি সেবা করি, আমার মত কেউ ক'রে না বা ক'রতে পারে না"—এরূপ অহঙ্কার যাবে। তোমার মন তৃণাদপি সুনীচ হবে; তাঁর কাজ না ক'রতে পারলে দুঃখ জাগবে, আরও পরিপাটি ক'রে সেবা ক'রবার ইচ্ছা জাগবে, আরও একাগ্র হ'য়ে ডাক্‌বার বাসনা হ'বে, না ডাক্‌তে পারলে, মন চঞ্চল হ'য়ে ভগবৎপাদপদ্ম ছেড়ে বিষয়ান্তরে গেলে হৃদয় কান্নায় ভ'রে যাবে। কেবল প্রার্থনা জাগবে "ঠাকুর! আমার মন প্রাণ হরণ ক'রে লও; আমাকে একেবারে নিঃস্ব ক'রে তোমার কাছে বেঁধে রাখ। তোমার নামেতে. তোমার ধ্যানেতে, তোমার জ্ঞানেতে, তোমার গানেতে মগ্ন রাখ। দিতে হয় অন্নজল দিয়ো, না পেলে যেন কোনও ক্ষোভ না জাগে, তখন না পাওয়াটাই তোমার ইচ্ছা, পেলে অমঙ্গল হোত—

ভেবে, তোমার মহিমা গান করি'। সুতরাং বাহিরে সাধু চিন্‌তে না পারলেও, প্রাণসাধুর সঙ্গ করা কঠিন বোধ হ'লেও নামসাধুর সঙ্গ ক'র্‌বে হেলায় হোক্ আর শ্রদ্ধায় হোক্। 'নামই তোমাকে জীবনে জীবন্মুক্ত ক'রে অন্তে জন্মমৃত্যুর পারাবার পার ক'রে দেবেন। ঘাবড়াবার কিছুই নাই, শুধু চাই আন্তরিকতা। Bible-এ আছে, Man ascendiug and God decending আত্মকৃপা কর; সাধুকৃপা ভগবৎকৃপা ফাউরূপে পেয়ে যাবে। সাধুসঙ্গের ফল পাবে।

কতপ্রশ্ন মনে জাগছিল, কিন্তু বিধি বাদী। বাইরে থেকে তিনজন লোক এলেন, তাঁদের কোনও দিন মঠে দেখি নি, চিনিও না। তাঁরা আগন্তুক, আমি মঠে থাকি, ভাবলাম, অন্য সময়ে জিজ্ঞাসা ক'রব। কিন্তু আমি যে Nearer the church হ'য়েও further from God"; কাছে থেকেও সব সময়ে সঙ্গ পাই না; হয় তিনি আত্মভাবে বিভোর থাকেন, আমার সময় হলেও বিরক্ত ক'রতে সাহস হয় না, অথবা তাঁর সময় হ'লেও মঠের কাজের জন্য আমার ফুরসুৎ হয় না; ভগবদিচ্ছা না হ'লেতো কিছু হ'বার উপায় নাই! যেমন সুকৃতি-দুষ্কৃতি নিয়ে এসেছি, তেমনিই তিনি ফলসংযোগ করাবেন। বাবার উপদেশ—

"প্রিয় আপনার প্রাণ ভাবহ যেমন।
নিজপ্রাণ প্রিয় ভাবে অপরে তেমন।"

মনে ক'রে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রণাম ক'রে চলে এলাম।

ষোড়শ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[ঢাকায় গমন, পথের অভিজ্ঞতা]

ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। ইং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলা ১৩৪৭ সাল বৈশাখ মাস। পটলডাঙ্গার হরিসভা থেকে সন্ধ্যায় গান ক'রলেন মঠে। গান চ'লল রাত্রি প্রায় ১১॥টা পর্য্যন্ত। কে জানত,

এই গান আমাকে সুদূর ঢাকায় Sessions এ সাক্ষ্য দিতে নিয়ে যাবে! অন্ধকার না থাক্‌লে বোধ হয় আলোর মাহাত্ম্য কেহ জানতো না, অথবা এক অদৃশ্য-শক্তি [যাকে কেহ বলেন শিব, কেহ গণপতি, কেহ শক্তি, কেহ সবিতা আবার কেহ বিষ্ণু বলেন] নানা অঘটনের মধ্যে ফেলে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সাধকের হৃদয়ের মলিনতা, সঙ্কীর্ণতা ধুয়ে মুছে নিজের রঙে রাঙাবার জন্য ধোপ-কাপড়টি ক'রে নেন! মঠবাটীর দরজার প্রায় সামনাসামনি রামমোহন রায় রোডের উত্তর ফুটপাথের ১।১ নং বাড়ীতে ঢাকার বলধার জমিদার ৺নরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর নবনির্মিত বাটীতে আছেন চিকিৎসার জন্য। ঢাকায় তাঁর একমাত্র অবিবাহিত পুত্র চাকর-বাকর নিয়ে থাকেন; তিনি খুন হয়েছেন এবং গোয়েন্দা-বিভাগের ধারণা খুব ক'রেছে বাড়ীর কুকুর-রাখা চাকর এবং সেই হত্যাকারী গানের দিনেই জমিদারের নেপালী-দারোয়ানদের অনুপস্থিতিতে ৺রায়ের বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং টাকাকড়ি নিয়ে যায় ৺রায়ের দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছ থেকে। দ্বিতীয় স্ত্রীর নির্দ্দেশেই নাকি সন্ধ্যা থেকে ১১॥টা পর্য্যন্ত মঠের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কীর্তন শুনেছিল নেপালী-দারোয়ানরা। ৺রায়ের একমাত্র পুত্র ঢাকার কমিশনার ও কলেক্‌টার ছিলেন; সুতরাং খুনের কেস গভর্ণমেণ্ট হাতে নিয়েছেন। মঠে সমন এসেছে সেসন্‌সে সাক্ষ্য দিতে যেতে হবে। বাবার দৈনন্দিন কাজ সব ঘড়ি বাঁধা,; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকায় পায়খানার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রতে হয়; তার ওপর বাসে ট্রেণে' ষ্টিমারে যেতে হবে; সন্ধ্যাবেলা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে উঠলে পরদিন বেলা ১॥২টা নাগাদ ঢাকায় পৌছান যায়। সময়ে সাধন হবে না; স্বপাক খান, বাইরের ফলমিষ্টি ছাড়া খান না; আবার তাঁর আহারের স্থানও নির্জন হওয়া চাই; আহারের সময়ে কেউ থাক্‌লে, তাঁর আহার হয় না; সর্বো-পরি তিনি মঠের মোহন্ত; তাঁর পক্ষে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ান ন্যায়তঃ ধর্মতঃ অত্যন্ত বিগর্হিত; অথচ গভর্ণমেণ্টের সমন, না যাওয়াও অন্যায়। মঠে এসে দীক্ষিত হ'বার পর থেকে বাবার আদর্শে চলতে চেষ্টা করি। আগে থেকেই খেতে ব'সে কথা ব'লতাম না; আশ্রমে

নির্জনে আহার করি; নির্জনে সাধন ক'রবার সুযোগও ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং আমি গেলেও আমাকে ঐ সব অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হ'বে। ছাত্রের কাজ আচার্যের দোষ চাপা দিয়ে গুণখ্যাপন করা, শিষ্যের কাজ প্রাণাত্যয়েও গুরুর প্রিয়কাজ করা—শুনেছি; তাই বাবাকে ইতস্ততঃ ক'রতে দেখে ব'ললাম—যদি আমার গেলে হয়, তবে আমিই যাব, আর কাউকে পাঠাতে হবে না।" বাবা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। ব'ললেন—"আমি তো যেতে পারবো না। তোমাকে পাঠাব ভাবছি, কিন্তু অজানা, অচেনা জায়গায় পাঠাতে মন সরছেনা; কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে, গভর্ণমেন্টে তো আর সাক্ষীকে থাকা খাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে না, তাছাড়া তারা সাধুসন্তদের মর্যাদা দেবে কেন?

আমি—আপনার কাজ, মঠের কাজ ক'রতে যাচ্ছি, নিশ্চয়ই ঠাকুর একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। আর না হয় বলধার জমিদার-বাড়ীতেই থাকবো। গ্রীষ্মকাল। আসন, কম্বল, মশারি, কমণ্ডলু নিয়ে যাবো। আপনার আশীর্বাদে সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে। তিন দিন পরে বাবাকে প্রণাম ক'রে লোটা, কম্বল ও গীতা নিয়ে শিয়ালদহে যেয়ে একখানা ঢাকায় যাবার Inter-class-এর টিকিট কেনা গেল। থার্ডক্লাসে অত্যন্ত ভিড় হয়, ব'সে জপাদি করা যাবে না, তাই Inter-class এর টিকিট কাটা। টিকিট কেটে একখানা Inter-class এর কামরার এককোণে জানলার পাশে আসন পাতা গেল। একটু পরেই প্যাটেল উপাধিধারী দুইজন গুজরাটীও ঐ কামরায় ঢুকলেন এবং আমার ঐ সিটটা দখল ক'রবার জন্য ব'ললেন—"আপ্ হিয়া কাহে উঠা, ইয়েত Inter-class হ্যায়, আপ্‌কো গার্ডসাব নিকাল-কর দেয়েঙ্গে; ইনিয়ে বড়া আদমি যাতা হ্যায়, আপ্ উতারকে থার্ডক্লাশমে উঠ্ যাইয়ে।" [illegible] ক'রেছিলাম; কিন্তু মনে উদ্বেগের জন্য নামে-মনে এক হ'চ্ছিল না। তারপর একটু মুচ্‌কি হেঁসে Inter-class এর টিকিটটা দেখিয়ে দিলাম; ওঁরা নিরস্ত হলেন এবং আমার পাশেই আসন নিলেন। আমাকে আর বিরক্ত ক'রলেন না; আমিও একমনে জপে মন দিলাম। ওঁরা ঘুমালেন। দূরের পথ

আমার ঘুম নাই ; সারাক্ষণ জপে মন রাখ্‌তে চেষ্টা ক'রলাম। ভোরে ট্রেণ গোয়ালন্দে পৌঁছিল। অন্ধকারে বাইরে দৃষ্টি যায়নি ; কিছু দেখ্‌বার ইচ্ছাও ছিল না, দেখিও নাই ; তবে ষ্টেশনে ষ্টেশনে যাত্রীদের উঠা-নামার জন্য কিছু কিছু অসুবিধা হ'চ্ছিল। কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল ছিল ; পূবের আকাশে অরুণোদয় হ'তেই ঐ গাড়ীতে ব'সেই প্রাতঃসন্ধ্যা সারা গেল। আশ্রমে প্রসাদ পাই বেলা দেড়টায়, সকালে সামান্য ফল প্রসাদ পাই, সুতরাং ক্ষুধার তাড়না নাই। আমাকে নিবিষ্টমনে জপ ক'রতে দেখে গুজরাটী দ্বয়ের মনে সাধু ব'লে শ্রদ্ধার উদ্রেক হ'য়েছিল ; তাঁরা গোয়ালন্দের রাজভোগ কলা মিষ্টান্ন দিয়ে প্রাতরাশ শেষ ক'রলেন। আমাকেও দিতে এলেন, আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান ক'রলাম। বুঝাগেল, তাঁরা বৈষ্ণব পরিবার ভুক্ত। তাঁরা সময়ে সময়ে গুজরাটী ভাষায় অনূদিত চৈতন্যচরিতামৃত প'ড়ছিলেন ট্রেণে। ব'ললাম— "এসময়ে মঠে ঠাকুরের পূজো হয়নি ; আমার গুরুদেবও কিছু পাননি। সুতরাং আমার কিছু গ্রহণ করা উচিত হবে না"।

গুজরাটী—এই গোয়ালন্দ ষ্টেশনে যা ফলমূল পাওয়া গেল এবং দোকানের বাইরে নিজের শুচিতা রক্ষা ক'রে ক্ষুধা মিটান গেল। এরপর ষ্টিমারে উঠতে হ'বে, নারায়ণগঞ্জে যেয়ে নামাবে। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে উঠতে হবে, দেরী করা যাবে না, আপনার কষ্ট হবে না ?

আমি—সাধুদের ব্রত রক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়া উচিত, আর আমি আশ্রিত, একটা ব্রত নিয়েছি—"গুরুদেবের আগে কিছু পাব না, তাঁর আগে শোব না, তাঁর শয্যাত্যাগের আগে শয্যা ত্যাগ ক'র্‌বো, তাঁর উপদেশ জীবনে রূপায়িত ক'র্‌তে চেষ্টা করবো, তা সামান্যতেই ভঙ্গ ক'রতে বলেন, তবে জীবনে দাঁড়াব কি ক'রে ? তাঁরা আর পীড়াপীড়ি ক'র্‌লেন না খাবার জন্য।

[মহাত্মা কুমারানন্দ স্বামীজি]

যথাসময়ে পদ্মার বুকে ষ্টীমারে ওঠা গেল। প্যাটেল ভায়েরা কোথায় ব'সলেন জানি না, আমি পাটাতনের ওপর একখানা বেঞ্চের

ওপর ব'সলাম। আমার সামনে একজন মহাত্মা বেঞ্চিতে এসে ব'সলেন। তাঁকে "ওঁ নমো নারায়ণায়" জানালাম। তিনি শুধু 'নারায়ণ' উচ্চারণ ক'রে চুপচাপ ব'সে রইলেন। এতক্ষণ ব'সে মালা জপ ক'রছিলাম; মধ্যাহ্নকাল দেখে বেঞ্চি থেকে নেমে পাটাতনে ব'স্লাম। মহাত্মার নাম কুমারানন্দ স্বামী। শ্রীধাম নবদ্বীপের কাছে আশ্রম; মুন্সীগঞ্জে যাচ্ছেন। এবার তিনি নিজেই আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্লেন এবং কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, তাও জেনে নিলেন।

স্বামীজি—আপনার তো খুব কষ্ট হবে, খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট হয়তো মনে করেন না। কিন্তু সাধনের অসুবিধা হ'লে আপনার খুব কষ্ট হ'বে, আমি বুঝ্ছি। আপনি ঢাকায় নেমে একখানা রিক্সা ক'রে মৈশুণ্ডীতে ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামীজির আশ্রমে যেয়ে আমি পাঠিয়েছি ব'ল্বেন এবং এই কাগজ-টুক্রোটি দেবেন, ভগবৎকৃপায় আপনার সব সুবিধা হ'য়ে যাবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় ব'ললেন —সাধকদের সাধনপথে সহায়তা করাই তো সাধুদের কাজ; আপনার আস্বার ইচ্ছা ছিল না, গুরুদেবের জন্যই তো এসেছেন। ভগবদিচ্ছায় আমার সঙ্গে আপনার মিলন হলো। তিনিই আপনার সহায়ক হ'লেন। মহাত্মাকে খুব ভাল লাগলো, আরও আশ্চর্য হলাম যখন তিনি ব'ল্লেন, "আমার আস্বার ইচ্ছা ছিল না; গুরুদেবের ইচ্ছায় এসেছি।" মাণিকগঞ্জে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তাঁর অনুগ্রহের কথা এবং ভগবৎকৃপার কথা ভাব্লে এখনও চোখে জল আসে।

[আমেরিক্যান্ সৈনিক-এর সাথে]

নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে উঠেছি; শ্রাবণ সংক্রান্তি; যাবার সময়ে চোখে প'ড়ছে এ-বাড়ি থেকে আর এক বাড়ী যাচ্ছে ডোঙ্গায় ক'রে, পদ্মার ধারে পাটের ক্ষেতের ওপর দিয়েও ডোঙ্গা বেয়ে যেতে দেখ্লাম। ট্রেনে উঠেছি; একপাশে ব'স্বার জায়গা পাইনি; মাঝ-খানের বেঞ্চিতে ব'সেছি; দু'জন আমেরিক্যান্ সৈনিকও যাচ্ছে ঐ ট্রেনে এবং খুব সিগারেট খাচ্চে; সিগারেটের গন্ধ সহ্য ক'র্তে পারি না; জপ

হচ্ছেনা, মনও বিক্ষিপ্ত ; এমন সময়ে তারা আমাকে লক্ষ্য ক'রে পরস্পর আলোচনা ক'রতে লাগল, যার মর্মার্থ—এরা ভ্যাগাব্যাণ্ড, চোর, ছ্যাঁচড়, বদ্‌মায়েস, গভর্ণমেণ্টের চোখে ধূলি দিবার জন্য একটা বেশ ধ'রেছে ইত্যাদি। শুনে মাথা গরম হ'য়ে উঠেছে ব'ল্লাম—"Who speaks so that all the sannyasins are vagabands, thieves and rogues and they wore such clothes to thwart the police & the Government ? Do you know that there are thousands of sannyasins who had much wealth to enjoy the worldly pleasures but they have forsaken all and have dedicated their lives to know the truth ?' তাঁরা চুপ ক'রলেন, হাত জোড় ক'রে ব'ললেন—"We did not mean you, forgive us" ব'ললাম—"Is it worthy of a gentleman to pass such remarks against any person without knowing him fully well" ? ইতোমধ্যে ট্রেন ষ্টেশনে ঢুকে প'ড়ল। তারা নেমে গেল, আমিও রিক্‌সা করে বলধার জমিদার বাড়ীতে গেলাম। কিন্তু দেখ্‌লাম, তাঁদের পক্ষের সাক্ষী হ'লেও কোনও ব্যবস্থা নাই। অগত্যা স্বামীজির চিঠিই সম্বল। কারণ প্যাটেলরা হোটেলে গেলেও আমার পক্ষে তো হোটেলে যাওয়া বা থাকা সম্ভব নয় !

[ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামীজির আশ্রম]

কেবল ভগবানের করুণার কথা মনে হচ্ছিল। ব্রত তিনিই দিয়েছেন, তিনিই রক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছেন। হোটেলে উঠ্‌তে হ'লে ভাড়া দিয়ে সীট পেলেও সে পরিবেশ কিছুতেই অনুকূল হোতো না। আমার পরিধানে গেরুয়া ; তার ওপর যদি হোটেলবাসী হ'তে হোতো লোকচক্ষেও খারাপ লাগতো, আমার পক্ষেও মর্মান্তিক হ'তো। তাই বোধ হয় কুমারানন্দ স্বামীজিরূপে ব্যবস্থা ক'রেছেন। আগে কালনায় গিয়েছিলাম, সেও ডেরা ঠিক ছিল, হদিস্‌ নিয়ে গিয়েছিলাম। নবদ্বীপ

গিয়েছিলাম সঙ্গে সাথী ছিল; রাত্রিতে দু'জন গঙ্গার ধারে কাটিয়েছিলাম; এখানে সাথী নাই, জানাশুনাও কেউ নাই, পথে চলার বিশেষ অভিজ্ঞতাও নাই, ঘর ছেড়ে এলেও বাবার (শ্রীগুরুদেবের) আশ্রমে স্থান পেয়েছি, নির্জনে নিরালায় সাধন ক'রবার সুযোগও পেয়েছি। কোন ঝামেলাই নাই। স্বামীজির অহেতুককৃপার কথা স্মরণ ক'রে মনে মনে বার বার তাঁকে প্রণাম জানালাম। স্বামীজির নির্দেশমত লোটাকম্বল নিয়ে রিক্সা চেপে মৈশুণ্ডীতে ত্রিপুরলিঙ্গ-স্বামীজির আশ্রমে গেলাম; তখনকার আশ্রমাধ্যক্ষ আশ্রমে ছিলেন না, ছিলেন কলিকাতায় কালীঘাটে। কিন্তু যিনি ছিলেন তাঁকে চিঠি দেখাতে পরম সমাদরে আমাকে আশ্রমে একটা নির্জন ঘর দিলেন। প্রস্রাব করার ও পায়খানার জায়গা দেখিয়ে দিলেন এবং আশ্রমেই ভিক্ষার ব্যবস্থা ক'রলেন। আশ্রমের পরিবেশ শান্ত; পঞ্চদেবতার মন্দির আশ্রমে; সূর্য-মন্দিরটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। আশ্রমে একটা আমলকী গাছ ছিল; তারই পাশের ঘরে আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'লো। মঠে থাক্‌তে অনেক কাজ; সন্ধ্যাপূজার সময় বাঁধা; কিন্তু আজ অন্য কাজ নাই, হাতে অফুরন্ত সময়। মাত্র কোর্টে যেতে হবে সাক্ষ্য দিতে; কি জিজ্ঞাসা ক'রবে, কি ব'ল্‌তে হবে, সে চিন্তার বালাই নাই। আমরা আশ্রমবাসী, কলিকাতায় থাকি, বলধার জমিদারবাবুর ম্যানেজার নিবারণবাবুর সঙ্গে একদিনের পরিচয়; তাও পাঁজি দেখাতে গিয়েছিলেন ব'লে। সুতরাং জপ-আরাধনায় মন দিতে চেষ্টা ক'রলাম, মঠে থাক্‌তে যে-সময়ে যেটুকু করি, দেখছি সেই সময়ে মনটা একাগ্র হয়, অন্য সময়ে মন উড়ু উড়ু করে। এইজন্যই বোধ হয় অভিজ্ঞরা ব'লেছেন—"অভ্যাসো হি মনুষ্যাণাং দ্বিতীয়া প্রকৃতিঃ শনৈঃ।" কিন্তু বাবার নির্দেশ বৃথা সময় কাটাবে না; সময়ের সদ্ব্যবহার ক'র্‌বে, দিন গেলে দিন আর ফিরে আস্‌বে না। সুতরাং জপ, গীতাপাঠ, মনে মনে নাম-সংকীর্তন ক'রে সময় ক্ষেপন ক'র্‌লাম। মনে প'ড়ল "আগমেন নিগমেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্" তাই এই ব্যবস্থা। এরূপভাবে আমি নিত্য দিন কাটাই না। এটা

তো সাময়িক ; পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্যে ; তাতো আশ্রমস্থ স্বামীজি জানেন না। তিনি আমায় তখনকার আচার-আচরণ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হ'লেন। আমার সকল প্রকার সুবিধা ক'রে দিবার জন্য ব্যস্ত হ'লেন। ঐটুকু আমার সাধনার ভাণ, সত্যই যদি মনে-প্রাণে এক হ'য়ে আমি ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হ'তাম, প্রাণভ'রে ভগবানের নাম নিতাম, তা হ'লে ভগবান্ আরও কি ব্যবস্থা ক'রতেন জানি না। তিনি যে "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভি-যুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" [যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য আমি। পরমাত্মরূপী আমাকে নিরন্তর ভাবনা করে, একান্ত ভক্তির সহিত কায়মনোবাক্যে কর্মের মাধ্যমে ভাবনার দ্বারা আমার সাধনা করে তাদের অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি আমিই ঘটিয়ে দিই এবং প্রাপ্তবস্তুর সংরক্ষণের ভারও আমি নিই।] ব'লেছেন, তা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। স্বামীজি-ই আমাকে কোর্টে যাবার হদিস্ দিলেন।

[ঢাকা সেসনস্ কোর্টের অভিজ্ঞতা]

কোর্টে এক অদ্ভুত কাণ্ড। "সত্য বলব, মিথ্যা বলব না" ব'লে হলফনামা পড়ান হ'লো। কোর্টে হোষ্টেলের এক পুরাতন বন্ধুকে দেখলাম। তিনি ফরিয়াদী পক্ষের উকিল। ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসার পর ব'ললেন—'Table is turned." আমি হাস্তে হাস্তে ব'ললাম —"সবই ভগবানের ইচ্ছা ; তবে খুনে হ'য়ে আসিনি। খুনের যদি আস্কারা হয়, তার জন্য গভর্ণমেন্টের ডাকে সুদূর ক'লকাতা থেকে এখানে আসতে হয়েছে।" এবার জেরার পালা।

বিপক্ষের উকিল—আমার আশ্রম কোথায় ? ক'লকাতায় বলধার জমিদার বাড়ী থেকে কত দূরে, আপার সার্কুলার-রোড কত চওড়া, আশ্রম থেকে মহেন্দ্র-শ্রীমানী মার্কেটের উত্তর-পূর্ব কোণের তরুণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার কত গজ দূরে, ঐ তারিখে কত রাত্রি পর্যন্ত কীর্তন হ'য়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করলেন। যখন কত গজ দূরে

জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, তখন ব'ললাম তা তো মাপা নাই।

উকিলবাবু ব'ললেন—"আন্দাজ করে বলুন।"

আমি—"আন্দাজ ক'রে কি সত্য বলা যায়, সত্যসত্যই।"

সেসনস্ জজ—"এসব ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন কেন?"

উকিলবাবু—"আমি প্রমাণ ক'রব উনি একজন Con-cocked witness"।

সেসনস্ জজ—"ওঁকে আর প্রশ্ন ক'রতে হ'বে না"। আমাকেও সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নামতে নির্দেশ দিলেন। বাঁচা গেল; এক সময়ে কোর্টে ব'সবার কামনা জেগেছিল; তার জন্য চেষ্টাও চলেছিল। তাই সুদূর ঢাকায় সেসনস্-কোর্টে হাজির করিয়ে দয়াময় উৎকট ক্রিয়মাণের ফলটুকু ভোগ করিয়ে নিলেন। ফৌজদারী কোর্টের হাবভাব দেখে মন ঘৃণায় ভ'রে গেল। যাঁরা বিচারকের পদে থাকেন, তাঁদেরও ভোগ কম হয় না। কত অবান্তর কথা, হৃদয় মনের গ্লানিকর কথা শুনতে হয় তাঁদের।

[মহামায়া মা]

তখন ঢাকা দরিয়াগঞ্জে 'মহামায়া মা' নামে একজন উচ্চাঙ্গের সাধিকা ছিলেন। স্বামীজি তাঁর কাছে একদিন সন্ধ্যার সময় নিয়ে গেলেন। তিনি যখন ক্রিয়া ক'রতেন, তখন নাকি ঘরের মধ্যে ঝড়ের মত বাতাস বইত এবং যাঁরা ঘরে থাকতেন, তাঁদের মধ্যেও ক্রিয়ার ফল দেখা যেত। সাধারণ মানুষ অলৌকিক কিছু দেখবার জন্য সর্বদা লালায়িত। এই অলৌকিক শক্তি, সর্বজ্ঞত্ব জান্‌বার জন্য হরিনাথ দে রোডে ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়েছিলাম। আজ আবার নতুন সুযোগ; সুতরাং মহা উৎসাহ নিয়ে গেলাম। মায়ের সঙ্গে দেখাও হলো; তাঁকে প্রণাম ক'রে আমি মনে মনে জপ ক'র্তে লাগ্‌লাম। স্বামীজিও ক্রিয়ায় ব'সার জন্য মা-কে অনুরোধ ক'রলেন, কিন্তু তিনি ব'স্লেন না; হয় তো আমি অধিকারী নহি, বিশ্বাসীও নহি, তাই এই অবস্থা অথবা যার সাহায্যে তিনি করেন, আমার জপের ফলে তার তথায় আসা সম্ভব

হ'বে না, ভাই। আবার এমন কতগুলি কথা বললেন যে, আমার কাছে সব বুজ্‌রুকি মনে হ'লো।" যা' হোক্ হতাশ হ'য়ে ফির্‌লাম রাত্রি প্রায় ১০টায়।

[গেণ্ডারিয়ায়]

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজির লেখা "সদ্‌গুরু সঙ্গ"-এ ঢাকায় গ্যাণ্ডোরিয়া আশ্রমের কথা পড়েছিলাম। শুনেছিলাম—যে-আমতলায় ৺মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব'সতেন, তা থেকে মধুক্ষরণ হোত; সে আমগাছ তখনও আছে, যে পুকুরে স্নান ক'রে উঠে পুকুরের পাড় দিয়ে গমনকারী মেয়েদের দিকে কুলদানন্দজির (গোস্বামীজির অন্য দিকে তাকান নিষেধসত্ত্বেও) তাকাবার ফলে গোস্বামীজির পিঠে রাত্রিতে আসনে বসাকালে দণ্ডাঘাত হ'য়েছিল, সেই পুষ্করিণীও আছে এবং সর্বোপরি গোস্বামীজির ছোটমেয়ে 'কুতুবুড়ী' ঐখানেই থাকেন, তখন ঐ আশ্রম দেখ্‌বার কামনা ত্যাগ ক'র্‌তে পারলাম না। স্বামীজিকে ব'ল্‌তে স্বামীজিও দয়াপরবশ হ'য়ে হাঁটাপথে রেল লাইনের ধার দিয়ে মৈশুণ্ডী থেকে গ্যাণ্ডোরিয়া আশ্রমে নিয়ে গেলেন। একটু পাড়া গাঁ মত; লোকের ঘনবসতি নাই। আমগাছ দেখলাম, গাছের মহিমা কি, কি গোস্বামীজীর মহিমা, কি গোবিন্দের কৃপায় বা আমার শ্রদ্ধা-জড়তা —আমগাছের কথা ব'ল্‌তেই হাত দুটো কপালে উঠ্‌ল। কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলুম; পুকুরও দেখ্‌লাম, তার কোনও শ্রীছাঁদ নাই, যেন এঁদো পড়া পুকুর; তবে ধার দিয়ে লোক চলাচলের রাস্তা দেখ্‌লাম। মা কুতুবুড়ীকে দেখ্‌লাম অতি দীনহীন বেশেতে; মনে হোলো সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই; যখন গোঁসাইজী ছিলেন, তখন তাঁর যে-সমাদর ছিল আর এখন তাঁকে সে-সমাদর কে দেবে? দেখে কষ্ট হোলো; অথবা তিনি মনেপ্রাণে বৈষ্ণব ব'লেই তেমন নিষ্কিঞ্চন ভাব, আমার বোঝার ভুল। যা হোক, তাঁকে প্রণাম ক'র্‌লাম। "কল্যাণ হোক" বলে আশীর্বাদ ক'র্‌লেন। ফিরে এলাম আশ্রমে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে। কেবল মনে হ'তে লাগলো,

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায় হায় কেউ কারো নয়।
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।"

সুতরাং জাগতিক সব বিষয়সম্বন্ধ ছেড়ে সেই দীনের বন্ধু দীনবন্ধুকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করা উচিত। তিনিই সব ব্যবস্থা ক'রে দেন। ভক্তির ডোরে বেঁধে তাঁকে সুমুখী ক'র্‌তে পারলে এ জগতে শান্তি, আবার এ জগৎ ছেড়ে গেলেও তাঁর চরণে চরম বিশ্রান্তি। যে শয়নে স্বপনে, ভোজনে-ভ্রমণে তাঁকে ভাব্‌তে পারে, সেইই ধন্য। রামনার বিখ্যাত ৺কালীবাড়ী দেখ্‌বার ইচ্ছা ছিল, স্বামীজিও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তবে একদিন পরে। পরদিন তাঁর কোথায় কার সঙ্গে যাবার বরাত ছিল। স্বামীজি সত্যবাদী, সাধননিষ্ঠ, পরোপকারী। তাঁর ব্যবহার অতি অমায়িক। তিনি নিজে চলেন পরমার্থের পথে, অন্যকেও সাহায্য ক'র্‌তে পারলে আনন্দিত হন; অত্যন্ত সরল বিশ্বাসী, আমার মত সন্দিগ্ধচিত্ত নন। তিনি হয়তো কখনও ঠকেন নাই, আমি ঠকেছি কি না, তাই সহজে কিছু গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না। যাচাই ক'রে ঘসে মেজে নেওয়া আমার স্বভাব হ'য়েছে। ৺কালীবাড়ী আর দেখা হ'লো না। আজ পাঁচ দিন আশ্রম ছাড়া; কর্তব্য ছিল, কর্তব্য শেষ হ'য়েছে, কামনা ছিল তাও পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবার কথা, আশ্রমের কথা পেয়ে ব'সেছে। সময়মত আশ্রমে না পৌঁছিলে বাবা উদ্বিগ্ন হবেন, তাঁর কষ্ট হবে; কাছে থেকে যে-টুকু প্রত্যক্ষ-সেবা ক'রতে পারি, তাও হোচ্ছে না; তাঁর কাজে, মঠের কাজে পাঠিয়েছেন। এখন তাই করাই আমার কাজ, আর তাঁর দেওয়া সাধনের মর্যাদা রক্ষাই আমার ব্রত—এ কথা ভেবেও মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌ছি না। সুতরাং আশ্রম দেবতাদের প্রণাম ক'রে, স্বামীজিকে "ওঁ নমো নারায়ণায়" জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীজির ডেকে দেওয়া রিক্‌সায় চ'ড়ে ষ্টেশনে এসে শিয়ালদহের টিকিট কাটা গেল। আজ প্যাটেলরা সাথে নাই, তারা আগেই চলে এসেছেন।

[মনের সঙ্গে লড়াই]

কলকাতায় একাকীই ফিরছি আর একাকীই বা বলি কেন ? কারণ, আমি আছি আর আমার দুষ্ট তো মন আমার সঙ্গেই আছে। তাকে কত বোঝাচ্ছি 'নাম করতে'। পথে কোন ভয় থাক্‌বে না ; কিন্তু সে যদি এক সেকেণ্ডও চুপ ক'রে থাকে। প্রায়ই বাইরে ছুটে যায়, কেবলই গাড়ীর যাত্রীদের হাবভাব দেখতে যায়। এমনি ক'রে কখনো তাকে বশে আন্‌ছি, কখনো তার বশীভূত হচ্ছি, যেন Tug of war চল্‌তে লাগল। অবশেষে পদ্মানদী পার হয়ে এসে গোয়ালন্দে ট্রেনে উঠা গেল। গাড়ীতে খুব ভিড় ছিল না ; একটি জানালার কাছে হাওয়া পাবার আশায় কম্বল পেতে ব'সে প'ড়লাম। ভাদ্র মাস কিনা ? খুব গরম। বিকালের গাড়ী সকালে কলিকাতায় পৌছুবে। এক ভদ্রলোক বেশ ছিমছাম চেহারা ; একটা স্যুট্‌কেশ নিয়ে উঠলেন। বাঙ্কের ওপর স্যুট্‌কেশটা রেখে প্রথমে মিনিট পাঁচেক ব'সে রইলেন ; তারপর আস্তে-আস্তে শুয়ে প'ড়লেন সটান বেঞ্চের ওপরে এবং ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আমাকে কোণঠাসা ক'রলেন ; মনে মনে খুব বিরক্ত হ'লাম। কখনও নাম ক'রছি কখনও বা তার আক্কেল দেখে অবাক্ হচ্ছি। আমি সাধু না হ'তে পারি, মানুষতো ? তারপর গেরুয়া কাপড়খানির তো সম্মান দেওয়া উচিত ? কিন্তু ইচ্ছা ক'রেই হোক্ আর অজ্ঞাতেই হোক্ তিনি আমার কোলের ওপর পা তুলে দিলেন, এবার না ব'লে পারা গেল না।

[আরামে হা-রাম]

আমি—মশায়, মানুষ দেখেন না, সাধু ব'লে শ্রদ্ধা নেই, এত আরাম ক'রে শোবার ইচ্ছা, তা ট্রেনে চড়েছেন কেন ?" কিছু ব'ললেন না, চুপটি ক'রে শুয়ে রইলেন। মাজদিয়া ষ্টেশনে গাড়ী থেমেছে, দেখ্‌লাম অন্য একটা লোক তার রাখা স্যুট্‌কেস্‌টা নিয়ে প্লাট্‌ফরমের বিপরীত দিকে নেমে গেল। আমি "ও মশায়, আপনার আরামই হা-রাম হোল, আপনার স্যুট্‌কেস্‌টা ঐ নিয়ে গেল।" ভদ্রলোক তড়াক্ ক'রে লাফ

দিয়ে উঠলেন। ততক্ষণ চোর পগার পার। ভদ্রলোক হা হুতাশ ক'রে কাঁদতে লাগলেন। স্যুট্‌কেসে নাকি পাঁচ হাজার টাকা ছিল। যা হোক্, এমনি করেই সাধুর প্রতি সাধুর ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, পরের অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বীয় অজ্ঞতার খেসারত দিয়ে, গুরু-কৃপায় মাহাত্ম্য উপলব্ধি ক'রে, সতের অবমাননার শাস্তি দেখে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছুলাম সকাল ৬টায়। আশ্রমে এসে স্নান সেরে, সন্ধ্যা সেরে নিলাম। ই'তোমধ্যে সাড়ে আটটা বেজে গেছে, বাবা আসন থেকে উঠেছেন, গিয়ে প্রণাম করে সব বৃত্তান্ত জানালাম।

[বাবার উদ্বেগ]

বাবা—তোমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে চিন্তার অবধি ছিল না। খুনের কেসে সাক্ষী, কি জিজ্ঞাসা ক'রবে, কি ব'লবে। সাধুদের মর্যাদা হানি না হয়, আশ্রমের বদ্‌নাম না হয়। তার ওপর অজানা-অচেনা দেশে পাঠিয়েছি, সেখানে অনুকুল পরিবেশ জুট্‌বে কি না, নিত্যকার কাজে ছেদ প'ড়বে কি না, উপবাসে থাক্‌তে হ'বে কি না, সাধুদের উপযোগী খাদ্য জুট্‌বে কি না,—প্রভৃতি ভেবে মনটা চঞ্চল হ'য়েছিল। কাল না আসায় পথে বিপদের আশঙ্কাও হ'য়েছিল ; তা' ঠাকুর অশেষ কৃপাময় ; তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা ক'রেছেন, সাধুদের মান বাড়বে ; আশ্রমের সুনাম রক্ষা করা হয়েছে। যাও এখন বিশ্রাম কর গিয়ে, সারারাত জাগা। ট্রেনের ঝাঁকুনি, ফেরার পথে গোয়ালন্দে দু'টি রাজভোগ কলা ছাড়া পেটে কিছু না পড়া—সব মিলিয়ে বেশ প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল ; মাঝে মাঝে ঘুমের ভাব জাগ্‌ছিল। যে-দিন থেকে "দিবা মা স্বাপ্‌সী" (দিবাভাগে ঘুমাবে না) শুনেছিলাম, সেদিন থেকে দিনে না ঘুমুতে চেষ্টা করি, কিন্তু আজ ঘুমাতে চাইছে মন। 'আতুরে নিয়মো নাস্তি' —প্রবাদবাক্য, বাবার নির্দেশ এবং প্রয়োজনের তাগিদে নীচে এসে সটান শুয়ে প'ড়লাম এবং প্রায় ২॥ ঘণ্টা দিবানিদ্রা উপভোগ ক'রলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[অজ্ঞাতকুলশীলকে বিশ্বাসের খেসারত]

'সত্যপ্রদীপ' কাগজ চালাতে বেশ বেগ পেতে হোচ্ছে। বার বার প্রেস বদলাতে হোচ্ছে ; তবুও সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করা যাচ্ছে না। প্রেসে বার বার যেতে হয়, নতুবা পত্রিকার কাজ ফেলে রেখে অন্য কাজ করায় ; প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রতে চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রতে হয় ; প্রয়োজন হ'লে লেখকদের বাসায় যেয়ে ধর্ণা দিতে হয়। আমার খুব বিরক্তি লাগে, তবে বাবার ইচ্ছা ও ঠাকুরের কাজ—ভেবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিই। এরূপ চলছে, এমন সময়ে বরিশালের অধিবাসী অখিল-মিস্ত্রী লেন নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুর সঙ্গে পরিচয় হোল। তিনি মাঝে মাঝে পুরাতন বই বিক্রী ক'রতে আসেন। আগে নাকি অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন। পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার অভিজ্ঞতা নাকি তাঁর ছিল। একে আমার ওপর অত্যধিক চাপ, তার ওপর জ্ঞানবাবুর মাগ্না পত্র-প্রকাশনায় সাহায্যের প্রস্তাব ; বাবা সহজেই স্বীকৃত হলেন। তাঁর নাকি অনেক লেখকের সঙ্গে পরিচয় ; বহু সুলেখক সাধু-মহাত্মার সঙ্গে আলাপ আছে—ব'ললেন। সত্যপ্রদীপে সংবাদ-বিভাগ থাকলেও গ্রন্থ, পত্রিকা প্রভৃতির সমালোচনা বিভাগ ছিল না ; তাঁর আমলে ঐ বিভাগটি সংযোজিত হোলো। আগে বুঝিনি, কিন্তু যখন বুঝ্লাম তখন খেসারত দিতে হোলো। তিনি অনেক গ্রন্থকারের নাম ঠিকানা দিলেন, আমাকে পত্র লিখ্তে ব'ল্লেন ; আমার সময় কম, ২।৫ জনের কাছে লিখ্তে তাঁদের প্রবন্ধও পাওয়া গেল। পুস্তক-সমালোচনার জন্যও পাঠা-তেন ; জ্ঞানবাবু বইগুলি নিয়ে যেতেন; সমালোচনাও ছাপান হোতো ; কিন্তু একখানা বইও মঠে আসত না ; অর্থাৎ তিনি বিক্রী করে অনু-শীলন সমিতির সভ্যের সততার পরিচয় দিতেন। তখন ধারণা ছিল না যে, এক কপি সমালোচকের প্রাপ্য, এক কপি অফিসে রক্ষিতব্য। আমাকে আরও ১৫টি নাম ও ঠিকানা দিলেন ; কিন্তু আমার সময় কোথায়? বাবার শরীর খারাপ হয়েছে। পাচক নাই, পূজাদি সব

কর্‌তে হয়। চিঠি একখানিও লেখা হয়নি, তিনি আমাকে পোষ্টকার্ডে নাম সহি ক'রে দিতে ব'ললেন, উনিই লিখ্‌বেন জানালেন। আমি বোকা, ভাবলাম, মহোপকারী; আমার শ্রমলাঘব কর্‌বার জন্য কতই না আগ্রহ! কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজির "সদ্‌গুরু সঙ্গ"র এক সেট আমাদের মঠের Libraryতে দিবার জন্য অনুরোধ ক'রে একখানি চিঠি আমাকে দিয়ে লেখালেন মঠের Letter head-এ এবং তার প্রাপ্তিস্বীকৃতি চিঠিও লিখিয়ে নিলেন। ১০।১২ দিন গেল, জ্ঞানবাবুর পাত্তা নাই; মনে হোল—নিশ্চয়ই বই তিনি এনে বিক্রী ক'রে খেয়েছেন। বাবার শারীরিক অসুস্থতা এবং আশ্রমের কাজের জন্য আর নিত্য ৺গঙ্গাস্নানে যাওয়া হয় না; তবে একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় বাদ যায় না; যত বেলা হোক্ ৺গঙ্গাস্নান ক'রবোই। একাদশীতে ৺জগন্নাথ ঘাটে স্নান ক'রতে গেলাম এবং বড়বাজারের ৺জগন্নাথের মন্দিরের দক্ষিণপাশের রাস্তা দিয়ে সোজা যেয়ে ভা—মশায়দের (তাঁরাই 'সদ্‌গুরু সঙ্গ' গ্রন্থের প্রকাশক) দোকানে গেলাম। যিনি ছিলেন, অত্যন্ত ভক্তিমান্ মানুষ; বয়স ৬০।৬২ হ'বে, আমার এ শরীর তখন ৩৯ বছরের; তবে গেরুয়াধারী। তিনি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম ক'রলেন এবং তটস্থভাবে অপেক্ষা ক'রতে লাগ্‌লেন। আমি আমার বক্তব্য রাখ্‌তে অবাক হ'লেন; ব'ললেন—যে-দিনই আপনাদের কর্ম-সচিব আপনার চিঠি নিয়ে এসেছিলেন, সেই দিনই এক সেট্ 'সদ্‌গুরু সঙ্গ' তাঁর হাতে দিয়েছি; এই দেখুন তিনি সহি ক'রে নিয়ে গেছেন। আমিও অবাক্ হলাম এমন উপকারকের ভূমিকায় এসে কোনও ব্যক্তি কারু প্রতি বিশেষ ক'রে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি, এমন বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রতে পারে, ভেবে। মঠের পাঠাগারে 'সদ্‌গুরু সঙ্গ'-এর মাত্র প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড ছিল। গ্রন্থখানি ব্রহ্মচারী-সাধকের ডায়েরী; তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা লিপিবদ্ধ থাকায় সাধকদের মহা উপকারী; মঠের পাঠাগারে কর্পোরেশন থেকে মাত্র পঁচাত্তর টাকা সাহায্য পাওয়া যায়; তাও কোন্ ধরণের বইতে কত খরচ করা যাবে, সে-বিষয়ে হাত বাঁধা। সুযোগও জুটল, কিন্তু জ্ঞানবাবু আসেন না, তাঁর

বাসায় গেলেও দেখা করেন না; একদিন যেয়ে সাড়া না দিয়ে গলির মুখে অপেক্ষা ক'রতে লাগ্‌লাম এবং দেখাও পেলাম; আমাকে দেখে যেন বাঘ দেখার ভয় পেয়েছেন; কিন্তু পরক্ষণেই বেপরোয়া হ'য়ে নিজ মূর্তি ধ'রলেন। তিনি গৃহী, আমি গেরুয়াধারী, রাস্তার মাঝে ঝগড়া শোভা পায় না, তবুও ২।১ কথা বল্‌তে বল্‌তে ২।৫ জন জড়ো হ'লেন; তাঁরা ওঁকে চিন্‌তেন বোধ হয়, তাই সব শুনে বললেন—"স্বামীজি। বই এর আশা ছেড়ে দিন, ওর কাজই ঐ রকম; কারু সঙ্গে ভাব ক'রে কিছু হাতিয়ে স'রে পড়েন। আপনারা সরল মানুষ; তার সরলতার ভাগে ভুলে তার খপ্পরে পড়েছেন; হয়তো আরও খেসারত দিতে হ'বে, ওঁর সম্পর্ক ছেদ করুন"। "সত্যসত্যই মঠের ঐ দুর্দ্দিনে মঠকে আরও ১৭৫ (একশত পঁচাত্তর টাকা) খেসারত দিতে হ'য়েছিল। গারোহিলের আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী যোগানন্দজী ও বাগবাজারের হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের বই'র জন্য। মঠের হোলো আর্থিক ক্ষতি, কিন্তু আমার ক্ষতি হ'লো সাংঘাতিক। এর পর থেকে কাউকে বিশ্বাস ক'রতে পারি না; কেউ কিছু ব'ললেই, বা কেউ কিছু সাহায্য ক'রতে এগিয়ে এলে সংশয় জাগে; এই ব্যক্তি হয়তো আবার কোনও মতলব হাসিল ক'রবার জন্য এসেছে মনে হয়। সত্যকার সৎলোকের ওপর অবিশ্বাস করা বা সন্দেহ করা অত্যন্ত অন্যায়—এ কথা কখন কখন মনে হয় তবুও ভয় জাগে, অবিশ্বাস সরিয়ে দিতে পারি না।

[বাবার প্রতিক্রিয়া]

বাবা কিন্তু নির্বিকার; ঐ দণ্ড দিয়েও তিনি মাঝে মাঝে জ্ঞানবাবুর জন্য দুঃখ করেন। বলেন—"অভাবে স্বভাবে নষ্ট হয়; লেখাপড়া শিখে-ছিলেন, কাজও ক'র্‌তেন;হয়তো দেশের কাজ ক'রতে গিয়ে গভর্ণমেণ্টের খপ্পরে প'ড়ে সর্বহারা হ'য়েছেন; ছেলে পিলে নিয়ে বাস করেন; তাদের প্রতি স্নেহবশতঃ ও কর্তব্যবুদ্ধির জন্য এই সব অন্যায় করেন! যিনি বাল্মীকি মুনি হয়েছিলেন, তিনিও মাতাপিতা ও স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য বিপথে গিয়েছিলেন। লুটপাট ক'রতে, খুন-জখম

ক'রতেও পশ্চাদপদ্ হ'তেন না ; তাঁর ভাগ্য ভাল ; ভগবান্ ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদের সংস্পর্শে এসেছিলেন ব'লে পরে তপস্যার দ্বারা মুনি হ'য়েছিলেন ; আমরা যদি যথার্থ সাধু হ'তাম, তা'হলে আমাদের সংস্পর্শে এসে জ্ঞানবাবুর চোখ খুলতো, তিনি আর অন্যায় ক'রতেন না। কেউ বাদ প'ড়ে থাকবে না, সকলেই এক দিন সৎ হ'বে, তবে আগে আর পরে। এখনও যখন সন্ন্যাসীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকাবার বুদ্ধি আছে, হয়তো আরও ২১১ টা জন্ম তাঁর বৃথা যাবে, তারপর নিশ্চয়ই কল্যাণের পথে যাবেন, তাঁর ভিতরের সব মলিনতা ধুয়ে মুছে যাবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[চুরিচামারি কি দোষের ?]

আমি—তা হোলে অভাবে প'ড়ে চুরিচামারি করা অন্যায় নহে ?

বাবা—চুরিচামারি করা নিশ্চয়ই অন্যায়। সত্যকার অভাব মেটাবার জন্য যদি কেউ অন্যায় করে, সে ক্ষমার যোগ্য ; কিন্তু যে স্বভাবের বশে চুরি করে, মনের অসদ্‌বৃত্তি চরিতার্থের জন্য, পিতৃপিতামহক্রমেআগত ধন নষ্ট করে বা স্বোপার্জিত অর্থের অপব্যয় ক'রে অভাব সৃষ্টি করে, সে ক্ষমার যোগ্য নয়। যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকা অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন! যখনই যে-অবস্থায় যে-টি পাওয়া যায়, সেইটি আমার প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ জন্য প্রাপ্য, তাই নিয়েই আমার তৃপ্ত থাকা উচিত, কর্মফল-দাতা বিধাতা এইটুকুই আমার এখন প্রাপ্য ব'লে নির্ধারণ ক'রেছেন—এভাবে চলাই জীবের কর্তব্য ; তাতে ঈর্ষা জাগে না ; চুরি ক'রবার প্রবৃত্তি মনে ওঠে না, চুরি না করায় মিথ্যা না বলায়, লোভ না থাকায় কারু কাছে হেয় হ'বার ভয় থকে না। সমাজে যদি অর্থের বণ্টন সমভাবে হোতো, একে অপরের দুঃখে দুঃখী হোত, একে অপরের দুঃখ দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রতো, যদি স্বীয় পুত্র কন্যার মত অপরের পুত্রকন্যাকে ভালবাসতে পারতো, স্বীয় মাতাপিতার

মত অন্তের মাতাপিতাকে সম্মান দিতে পারতো, তাহ'লে ভেদাভেদের গণ্ডী, উচ্চ নীচের গণ্ডী, ধনী-দরিদ্রের গণ্ডী থাক্‌তো না এবং তজ্জন্য ব্যবহারের তারতম্যও থাকতো না; চুরি বাট্‌-পাড়ি থাকতো না, প্রেম-প্রীতি ভালবাসার গণ্ডী প্রসারিত হোতো, এ মর্ত্যধাম দিব্যধাম হোতো। যতদিন লোকের মনের মলিনতা না যাবে, আত্মোন্নতি না হ'বে, ততদিনই ভেদবুদ্ধি থাক্‌বে, হিংসা-দ্বেষ-মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-বিশ্বাসঘাতকতা থাকবে।

আমি—আত্মোন্নতি কিসে হবে?

বাবা—আত্মার উন্নতি বা অবনতি কিছুই নাই, আত্মা সর্বদা এক-রূপ। শাস্ত্রে আত্ম-শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছে। আত্মশব্দে কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন জীবাত্মা, কখন প্রত্যগাত্মা আবার কখনও বা পরমাত্মা বোঝান হ'য়েছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে—

১ ২ ৩
"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
৪ ৫ ৬ ৭
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫
৮ ৯ ১০ ১১
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
১২ ১৩
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ"॥ ৬ অঃ, ৫-৬ শ্লোক

১৩বার আত্মশব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে। তন্মধ্যে ১ম, ৮ম ও ১১শ আত্ম-শব্দের অর্থ—বিবেকযুক্ত অর্থাৎ কর্ম ও তৎফল সঙ্কল্পরহিত মন, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম, ৯ম, ও ১২শ আত্মশব্দের অর্থ সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত জীবকে বুঝান হ'য়েছে; ১০ম এর দ্বারা মনকে বুঝান হ'য়েছে। ব'লেছেন সংসারসাগরে মগ্ন জীবরূপী আত্মাকে বিবেকযুক্ত অর্থাৎ কর্ম ও তৎফল সঙ্কল্পযুক্ত মন দ্বারা সংসার-সাগর হ'তে উদ্ধার ক'র্‌বে, তাকে—বিবেকরহিতমনকে, কখনও সংসারে ডুবাবে না। জীব নিজেই নিজের বন্ধু (সংসার হোতে মুক্তির হেতু), জীব নিজেই নিজের

(জীবের) শত্রু। যিনি বিবেকযুক্ত মন দ্বারা অবিবেকী মন সহ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় জয় ক'রতে পেরেছেন, তাঁর ঐ বিবেকযুক্ত মনই বন্ধু, হিতকারী। আর যে জীব তা পারেন নি, তাঁর সেই অবিবেকী মন তাঁর শত্রু। উপনিষদে "আত্মৈবেদং সর্বম্" যখন বলা হ'য়েছে তখন পরমাত্মা বোঝান হ'য়েছে। উপাধিবিশিষ্ট পরমাত্মা বা পরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টিতে পরমাত্মা জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা। অবিদ্যার নাশে জ্ঞানের উদয়ে সাধক উপাধিমুক্ত হ'য়ে পরমাত্মভূত হন। আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। তবে মনের উন্নতি ও অবনতি আছে; অহংকর্তৃত্বাভিমানী জীবাত্মার নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জনস্বরূপে অবস্থিতির প্রশ্ন আছে। শুদ্ধমন—সত্ত্বরজস্তমঃ প্রভৃতি গুণদ্বারা অনভিভূত মন, উন্নত মন, আর রজস্তমোগুণের দ্বারা আক্রান্ত বা অভিভূত মন অবনত মন বা কলুষিত মন। কলুষিত বা মলিন মন হিংসা দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি দ্বারা ভরা থাকে ব'লে সাধক আত্মস্থ হোতে পারেন না; সদা-সর্বদা দুঃখে-তাপে, মানাপমানে জর্জরিত হন। এই কলুষিত মনযুক্ত আত্মা নিজকে কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ভেবে কষ্ট পায়। সুতরাং মনের শুদ্ধিতেই শান্তি, মনের অশুদ্ধিতেই জীবাত্মার অশান্তি। মন ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে বিষয়রসে আত্মাকে রসিয়ে ফেলে। মন যদি বিষয়রসে না মজে এবং স্বীয়ভাবে আত্মাকে না রসায় তবে আত্মা নির্বিকার, শান্ত থাকে। সুতরাং জীবাত্মাকে পরমাত্মভাবে স্থিত করাতে হোলে বিষয়রসে রসিক মনকে সংযত কোরতে হ'বে। সেইজন্য চাই আহারশুদ্ধি। যেমন শরীরের তুষ্টিপুষ্টির জন্য চাই রস্যস্নিগ্ধহৃদ্য সাত্ত্বিক আহার, তেমনি মনের মলিনতা দূর করার জন্য চাই জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির শুদ্ধি অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপরসাদি যে-বিষয় গ্রহণ করে মন, তাও যেন শুদ্ধ হয়! শুধু দাঁত-মুখ-জিহ্বার সাহায্যে যা খাওয়া যায় তাইই আহার নয়; জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) ও কর্মেন্দ্রিয় (বাক্পাণিপায়ুপাদোপস্থ) এর সাহায্যে মন দ্বারা শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধাদি বচনাদানবর্জনগমনানন্দনাদ সম্পন্ন হয়, তা-ও আহার; তার দ্বারা মনের উপর প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণন,

রসন, বচন, গ্রহণ, উপসর্পণ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়িক কর্ম সুসংযত হ'লে মন উন্নত হয়। সর্বোপরি যদি দেহ ও মনকে সংযত ক'রে সাধক সদা সর্বদা "আমি অমৃতস্বরূপ, সকলই অমৃতময়, সকল বস্তুতে, সকল কালে, সকল অবস্থায় এক প্রেমময় বিরাজিত ভাব্‌তে পারে, অন্যকে না দাবিয়ে নিজকে প্রসারিত ক'রে নিজের কর্মকে বড় ক'রে না দেখে, এক সর্বান্তর্যামী লীলাময়ের অনন্ত লীলা সকলের মধ্যে সকল অবস্থায় চল্‌ছে ভাবতে পারে, নিজেকে কর্তা না ভেবে, কর্তা ভাব্‌তে পারে অ-ঘটনঘটন-পটীয়ান্‌কে, নিজের অহঙ্কারকে বিসর্জন দিতে পারে, সর্বত্র ভগবানের কৃপাহস্ত দেখে, শাস্ত্রবাক্য, ঋষিবাক্য ও সাধুর আচরণকে প্রাধান্য দিতে পারে, ভগবান্ তাকে মর্ত্যধামে যে-কার্য-সাধনে পাঠিয়েছেন, তা করা হয় নি, এখনও করার আছে, জগদ্‌বাসীর আমার কাছে যা প্রাপ্য ছিল, তা এখনও পাইনি ভাব্‌তে পারে, তবে অহঙ্কার নাশে মন উন্নত হ'বে। কাম, সঙ্কল্প ও বিচিকিৎসাদি মুক্ত হওয়ায় জীবাত্মা পরমাত্মভাবে স্থিত হ'বে। আর যদি শান্ত, দান্ত, উপরত ও তিতিক্ষু হ'য়ে আত্মচিন্তায় মগ্ন হ'তে পারে, মন সকল প্রকার কলুষ হ'তে মুক্ত হ'বে, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বা জীবাত্মা শুদ্ধ হবে। মনের কলুষমুক্ত অবস্থায়ই মনের উন্নত অবস্থা।

অষ্টাদশ অধ্যায়

[প্রথম পরিচ্ছেদ]

[সুযোগ সহজে মেলে না]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে; কারফিউ, ব্লাক-আউট উঠে গেছে। লোকে বাইরে অবাধে নির্ভয়ে চলাফেরা করছে; জীবনযাত্রা সহজ হয়ে এসেছে।' 'উদিতে জুহুয়াৎ অনুদিতে জুহুয়াৎ", শাস্ত্রবাক্য বাবা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন; "অহর্নিশং ব্রহ্মণি রমন্তঃ"-সাধুদের দলে তিনি; ভক্ত ও শিষ্যদের জন্য বিকাল ৩টা থেকে ৪॥ টা পর্যন্ত সময়। সুতরাং

আজকাল শিষ্য-ভক্তেরা এসে ভিড় করছেন ঐ সময়ে। আমাকে আশ্রমের নানা-কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, দুপুরে প্রসাদ পাবার পর লাইব্রেরী খোলার সময় পর্য্যন্ত সময় অর্থাৎ ২টা-৪।টা পর্যন্ত অবসর তাঁর কাছে যাবার, স্বাধ্যায়ের বা লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার। আর সময় সন্ধ্যা আরতির পর ২।৩ মিনিট এবং রাত্রি ১০ টায় প্রসাদ পাবার পর ৪।৫ মিনিট, সব সময়ে সাধন-স্বাধ্যায়, ধ্যান-ধারণা নিয়ে থাকেন। তাঁর সৌম্য, শান্ত, সুন্দর উজ্জল জ্যোতিঃভরা মুখ, সদানন্দ ভাব, আচার-আচরণ, মধু-মাখা মিষ্ট বচন, সর্বজীবে প্রীতি প্রভৃতি দেখলে তিনি যে সিদ্ধ পুরুষ সে বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না; তাঁর সাধনের অবকাশ আর ছিল ব'লে মনে হয় না। তবুও মাদৃশ অভাজনদের শিক্ষার জন্য তাঁর আচার-আচরণ। অথবা

'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই বাণীর প্রতিমূর্তি। তিনি বৈরাগ্যবান্; তাঁর সদ্গুরু লাভ হোয়েছে, তাঁর উপদেশে জ্ঞানলাভ ক'রেছেন, তৎ-প্রদর্শিত সাধন, নিজের জীবনে রূপায়িত ক'রবার জন্য কঠোর সাধন ক'রেছেন; এখন সর্বসঙ্কল্প সন্ন্যাস ক'রে অবিরাম ব্রহ্মসংস্পর্শে তাঁর অন্তর বাহির একাকার হয়ে গেছে, তাই শান্ত সমাহিত। মঠের সব কাজের ভার প্রায় আমার ওপর। বিনা প্রয়োজনে কথা বলেন না। বিশেষ প্রয়োজন হ'লেও প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলেন না। আমি অন্তেবাসী শিষ্য; আমার পক্ষে তাঁর ভাবে বিঘ্ন ঘটান কখনও উচিত নয় এবং অন্যেও যাতে বিঘ্ন না ঘটান, তা দেখা কর্তব্য মনে করি। সুতরাং 'উত্থায় উত্থায় হৃদি বিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং যথা মনোরথাঃ", তেমনিভাবে মনে বাসনার ওঠা-পড়া চলতে লাগল প্রায় ১৫ দিন। কাছে যাই; উস্‌খুস্ করি কিছু ব'ল্‌বার জন্য। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য বলা হয় না। জিজ্ঞাসা আছে; তিনি জান্‌তে পারেন, কিন্তু দূর-দূরান্তর থেকে ভক্তেরা আসেন ব'লে কিছু ব'ল্‌তে পারেন না। মনে কান্না জাগে আর Bible-এর কথা মনে পড়ে

"Nearer the church farther from God" কিন্তু অনন্যোপায়।

শ্রাবণ মাস, শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন; সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মাঝে মাঝে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, পথঘাট জলমগ্ন, বিকালেও ঝির-ঝির ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে, বাহির থেকে কেউ আসতে পারেননি, আসেনওনি। সুতরাং প্রসাদ পাবার পর সাড়া পেয়ে ওপরে গেলাম; প্রণাম ক'রে বাবার মুখের দিকে চেয়ে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবার মুখে মৃদু মৃদু হাসি; তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি আমার দিকে ন্যস্ত, কিছুই ব'লছেন না। শুধু হাস্য মুখে আমার দিকে চেয়ে আছেন। মনে কেবল দুঃখ জাগছে। আমি ঘরে থেকেও প্রবাসী। ভাবছি "বিদেশে থাকলে আপন জনের মুখ দেখা যায় না, কথা বলার সুযোগ থাকে না আপনার জন পাওয়া যায় না ব'লে— সে সময়ে একরকম থাকা যায়। কিন্তু আপনার জনের কাছে থেকেও যদি কথা বলা না যায় তবে কেমনটা হয়! মঠেই আছি, বাবার কাছেই আছি, বাবার শ্রীমুখ দেখছি, কিন্তু আজ ১৫ দিন কথা বলার কোনও সুযোগ হয়নি। আমার মত অভাগা আর কে আছে?" এমন সময়ে—

বাবা—কি গো, কিছু ব'লবার আছে? এ কয়দিন কাছে না আসতে পারায় বা কিছু ব'লতে না পারায় মনটা বুঝি খুবই ভারাক্রান্ত? এ দেহ-খাঁচা আর ক'দিন পরে পঞ্চভূতের সাথে মিশে যাবে; তখন তো এই কয়দিনের মত না হ'য়ে সাক্ষাৎভাবে মিলন চিরজীবনের জন্য হবে, তখনও কি এরূপ ব্যথিত, দুঃখিত হবে? বিদ্যুতের চমক তো ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু যে আলোর রশ্মি মনের কোণে প্রকাশ পায়, তাই তো সারাজীবন ফুটিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। দেহটা তো জীব নয়, জীব দেহাতীত, মরণাতীত, অজর আত্মা। এই দেহের মধ্যে যিনি অন্তর্যামিরূপে নিত্য বিরাজ ক'রছেন, সেই স্বরূপের চিন্তা সর্বদা হৃদয়ে জাগাও। কখনও বিচ্ছেদ ঘটবে না, সব সময়েই সঙ্গ পাবে; সব অবস্থাতেই উপদেশ ও নির্দেশ পাবে, হাত ধ'রে চালিয়ে নেব। অন্তর্যামিরূপে সর্বানুস্যূতরূপে তিনি (আমি) তোমাতে আমাতে সর্বরূপে; দুঃখ ক'রো না, চিন্তিত হয়ো না। যা শুনেছ, যা পেয়েছ,

ধরে রেখে ক'রে যাও, সব বিচ্ছেদ ঘুচে যাবে।

আমি—যখন এ দেহে থাকবেন না, তখন মন শুদ্ধ না হ'লে একান্তে একাগ্র হ'য়ে না ভাব্‌তে পার্‌লে সাড়া পাব না, আপনি সাড়া দিলেও আমার অশুদ্ধ মনে ধরা প'ড়বেন না; আর এখন আমার যা' আছে (শুদ্ধ বা অশুদ্ধ মন) তাই নিয়ে আপনার চরণতলে এসে আমার সন্দেহভঞ্জন ক'রবার সুযোগ আছে, তবুও কত বাধা ?

বাবা—এত স্বার্থপর কেন ? সবই তুমি নেবে, সব সময়ে তুমি কাছে আসবে, না আস্‌তে পার্‌লে দুঃখিত হ'বে, অন্য কেহ এলে বিরক্ত হ'বে এ কী ভাল ? তাদেরও তো জানাবার আছে, জান্‌বার আছে। অনেক পেয়েছ, তাই নাড়াচাড়া কর, ঘর ভ'রে পাবে।

আমি—পাওয়া না পাওয়া বুঝি না। শান্তি চাই, শান্তি দিন। আর কিছু চাই না। নাম ক'রছি, জপ ক'র্‌ছি, শাস্ত্র পড়ছি; কিন্তু কই শান্তি তো পাচ্ছি না। বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখি চক্ষু ছলছল, মুখে অপূর্ব জ্যোতিঃ, কারুণ্যভরা দৃষ্টি আমার দিকে। আর কিছু বলা হোলো না, চুপ ক'রে গেলাম, ব'সেই রইলাম। কিছু-ক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হ'লেন, আস্তে-আস্তে বাক্য-স্ফূর্তি হ'ল, ব'ললেন—

[ভগবানই শান্তি]

বাবা—তোমাদের জন্যেই তো ভগবান্ আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমাদের আলোর পথ দেখাবার জন্যই ভগবান্ সর্বদা এ-দেহে বিরাজ ক'রছেন। শান্তি চাইছ, শান্তি যে ভগবান্; শান্তি পাওয়া মানে তাঁকে পাওয়া। তিনি ভিন্ন আর সবই যে অশান্ত, চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী; তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি আস্‌বে না। আর যা কিছু চা'বে, সব কিছুই পাবে না, পেলেও হারা হ'বে; দুঃখের পাথারে ভাস্‌বে হারিয়ে। এ জগতে এসে মায়ার মোহিনী শক্তিতে ভুলে জাগতিক বস্তুতে সুখ খুঁজতে গিয়ে নিত্য শান্তির আধার দয়াময় ভগবানকে ভুলে গেছ, কাঞ্চন ছেড়ে কাচ নিয়ে মেতে আছ। যত-দিন সেই পরম নিধি না পাচ্ছ, ততদিন তো শান্তি পাবে না। জগতের লোক ঐশ্বর্য, বীর্য,

যশঃ, শ্রী, জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য লালায়িত ; এগুলি ভগবানেই পূর্ণ-রূপে বিরাজমান ; তারই ছিটেফোঁটা তাঁর বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাচ্ছে ; তোমরা ঐগুলি নিয়ে মেতে আছ ; সকল ছেড়ে তাঁকে যখন নিতে পারবে, তখনই সব পাবার পথ হ'বে। "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি", [তাঁর আলোকেই সব আলোকিত] দিবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই, যেটুকু তোমরা পাচ্ছ, তা-ও তিনি দিচ্ছেন ঐসব বিভিন্ন প্রকাশের মাধ্যমে। গীতাতে তো ব'লেছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্। ৭।২১-২২

যাঁরা জ্ঞানী, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা আর্তও নন, যারা অজ্ঞান, মূঢ়, ভোগকামী ; জগতে স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-ক্ষেত্রাদির আশায় কামনা পূরণের জন্য স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী আমার যে যে রূপের অর্চনা ক'রতে চায়, আমি তাতেই তাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় করি, তারা শ্রদ্ধাসহকারে তার অর্চনা করে এবং তাদের মাধ্যমে আমার দেওয়া ফলই তারা পায়]। তিনি আপ্ত-কাম, পূর্ণকাম ; তাঁকে যারা পায় তারাও পূর্ণমনোরথ হয়, সত্ত্ব-রজ স্তমো-গুণ তাঁতে নাই, তিনি গুণাতীত। তিনি শান্ত, শিব, অদ্বিতীয়, তুরীয়, কেবল ; তবে যে নানারূপে দেখ, তা তোমাদের অজ্ঞান-জন্য। যতদিন সে-অবস্থায় না পৌঁছুবে, ততদিন শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায়, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় অনাত্মাতে, দেহাদিতে আত্মবোধ জাগ্‌বে, একেতে বহুর প্রতিভাস হবে; তাই উপনিষদ্ তারস্বরে ঘোষণা করেছেন —"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" [ওগো এখানে নানা বা আলাদা-আলাদা কিছুই নাই ; তিনিই মাত্র আছেন, সবই তাঁতে।] তিনিই সবেতে, আবার তিনি কিছুতেই নন। জীব সাধারণতঃ অজ্ঞানান্ধ। জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন কিছুই দেখেনা, তার কাছে দিনরাত সমান ; তার দয়ালু আত্মীয়-স্বজনগণ দয়া ক'রে তাকে যা বুঝায়, তাকে তাই ব'লে মেনে নিতে হয় এবং কখন কখন স্পর্শের দ্বারা, ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা, কখনো

ঠেকে, কখনও অন্যের মাধ্যমে শিখে কাজ চালাতে হয় তেমনি বহু জন্মের সঞ্চিত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জীব মোহের ঘোরে তাঁকে জান্‌তে পারে না, আত্মীয়বৎ পরম কারুণিক মহাত্মারা কৃপা ক'রে কখনও সাক্ষাৎভাবে কখনো বা পরোক্ষভাবে জীবকে চালিত করেন। এরূপ চল্‌তে চল্‌তে এক সময়ে জীবের মন আকুল হয় সকল প্রকার অজ্ঞান-মোহ থেকে মুক্ত হ'তে, সকল প্রকার দুঃখের বাইরে যেতে, তখন মাথায় আগুন লাগা ব্যক্তি আগুন নেভাবার জন্য যেমন জল জল ক'রে ছুটে বেড়ায়, তেমনি জীব "কোথা গেলে শান্তি পাব, কে আমাকে শান্তি দিবে, কে আমাকে হাত ধ'রে দুঃখের পারে শান্তির রাজ্যে নিয়ে যাবে" ভেবে কেঁদে আকুল হয়, সাধু সঙ্গে যাবার চেষ্টা করে, আকুল হ'য়ে বলে—

"অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময় আবিরাবির্ম এধি।" তখন তার প্রাণের টানে ভগবান্ সাধুরূপে, গুরুরূপে তার সামনে হাজির হন, তার পারের উপায় হয়ে যায়।

[শান্তির উপায়]

যদি শান্তি চাও, একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তি কামনা ছাড়া আর সব কামনা বিসর্জন দাও, আর নতুন কামনার পিছু ছুটো না। নিজের অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রেরণায় সব ক'র্‌ছ, সবই তাঁর, তোমার নিজের কিছু নাই, তিনিই করাচ্ছেন, তুমি তাঁর প্রেরণায় সব ক'র্‌ছ, তুমি তাঁর হাতের যন্ত্রমাত্র, তিনিই যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র ; তুমি নিমিত্ত-মাত্র—মনে প্রাণে এরূপ ভাব্‌তে চেষ্টা কর। যতদিন না এ ভাবনা দৃঢ় হ'বে, ততদিন নাছোড়বান্দা হ'য়ে লেগে থাক, আর বল, দর্প, কাম, ক্রোধাদি বর্জিত হ'য়ে, নির্জনে থাকা অভ্যাস কর। সেই করুণাবরুণালয় তোমার ডাইনে-বামে, উর্ধ্বে-অধে—সবদিকে বর্তমান; তোমার অন্তরে-বাইরে সর্বত্র ভ'রে আছেন—ভাবনা অভ্যাস কর। এরূপ ভাবনায় যতই অভ্যস্ত হ'বে, তোমার ভেদজ্ঞান ততই তিরোহিত হ'বে, অভয় হ'বে ; প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হ'বে ; মন কামনাশূন্য হ'বে। আপ্তকাম পূর্ণকাম হ'বে, শান্তিময়ে ডুব্‌তে-ডুব্‌তে শান্ত হ'য়ে যাবে। শান্তি পাবে আর ক্ষোভ বা দুঃখ থাক্‌বে না।

আমি—নির্জনে নিরন্তর একাকী থেকে একমনে তাঁর কথা ভাবতে ব'লেছেন। আগে পর্বতগুহা বা গভীর অরণ্য নির্জন ছিল; এখন রাস্তাঘাট হওয়ায়, যানবাহনের সুবিধা হওয়ায় সব জায়গা প্রায় জনাকীর্ণ বা সর্বত্র লোকের ভিড়। আগে ফলমূলাদি প্রচুর পাওয়া যেত, এখন তাও পাওয়া যায় না, প্রায়ই সহরের লোকের কল্যাণের জন্য সহরে আসে। দেহরক্ষার জন্য দিনান্তে তো অন্ততঃপক্ষে একবার খেতে হবে, তার ব্যবস্থা না থাকলে কি সাধন সম্ভব?

[নির্ভরশীলের ভার ভগবান্ বহেন]

বাবা—যাদের দেহের দিকে লক্ষ্য, ভগবানের দিকে লক্ষ্য নয় তারা কি লোক-সংঘ ছেড়ে নির্জনে যেতে চায়, না যেতে পারে? ভগবানকে পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'লে দেহের কথা তুচ্ছ হ'য়ে পড়ে; ভগবানই ব্যবস্থা ক'রে দেবেন, আমার কাজ তাঁকে একান্তভাবে ডাকার—এই চিন্তা প্রবল হয়। যাঁরা নিত্য নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকৃতে পারেন, তাঁদের দেহের দিকে খেয়াল না থাকায় ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভাবনা কম জাগে, আর যেটুকু জাগে, তা' তিনিই জুটিয়ে দেন। তাঁর কথা যে "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (আমার ভক্ত নাশ প্রাপ্ত হয় না)। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।' তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ [যে সকল নিষ্কাম কর্মী, জ্ঞানী বা যোগী সর্বদা আমাতে দৃষ্টি রেখে, অন্য দিকে মন না রেখে, প্রাণের ভক্তির সহিত সর্বতোভাবে আমার সাধনা করেন, আমি সেই নিত্য-যুক্তগণের যোগক্ষেম বহন করি অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তু পাইয়ে দিই এবং প্রাপ্তবস্তুরও সংরক্ষণের ভার বহন করি] তিনি আড়ম্বর দেখেন না, দেখেন অন্তর; তিনি সবই জান্তে পারেন, তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোন যায় না; তাঁর চোখ সব জায়গায়, তিনি সর্বতশ্চক্ষু, সবই দেখতে পান। তিনি সৃষ্টির পূর্বেই প্রত্যেকের জন্য আহার্য্য সৃষ্টি ক'রেছেন। দেখেছ-তো শিশু ভূমিষ্ঠ হ'বার পূর্বেই শুধু মায়ের হৃদয়ে স্নেহ মমতা দেন না, মাতৃস্তনে শিশুর উপযোগী দুধের ব্যবস্থাও ক'রে থাকেন।

তেমনি আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত সবাই যাতে পূর্ণতার দিকে যেতে পারে, সে-রূপ ব্যবস্থা ক'রে তিনি সৃষ্টি ক'রেছেন। সুতরাং যদি কারু সত্য-সত্যই ভগবানকে একান্তভাবে একান্তে ডাকবার ইচ্ছা জাগে দেখেন—অমনিই তাঁর সব ব্যবস্থা ক'রে দেন। তিনি যে পরম কারুণিক। আবার অন্তর্যামিরূপে সব জানলেও জগৎসংসারে বিচিত্র লীলার জন্য, লোক শিক্ষার জন্য, সহজে পেলে কদর ক'রবে না ভেবে নানাবিধ বিঘ্ন-বাধা রূপে হাজির হন। সাপ হ'য়ে কাটার এবং ওঝা হ'য়ে ঝাড়াবার মত আবার তিনিই বিঘ্নবিনাশনরূপে বিঘ্নহারী হন। আমি যখন ৺গয়াপাহাড়ে গিয়েছিলাম, তখন এক মহাত্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল; তিনি আমাকে সেখানে থেকে সাধনভজন ক'রতে বলেছিলেন। তিনি আমার কিন্তু-কিন্তু-ভাব দেখে হয়তো ভেবেছিলেন পাহাড়ে থাক্‌বো, খাবার-দাবার জুট্‌বে কোত্থেকে, শীত নিবারণের জন্য বস্ত্রাদিই বা কে দেবে? এরূপ ভেবে আমি কিন্তু-কিন্তু ক'রছি। মহাত্মা ব'লেছিলেন—দেখো, যো বকত্ হাম হিঁয়া আয়েথে ভিখ্ নহি মিল্‌তা থা, কোই হাম্‌কো চোর ডাকু ঠাওরাতা থা। সব্ কোই দূর-দূরান্ত রহতা থে। পর মেরা ভজননিষ্ঠা দেখ্‌কে সমঝ্ লিয়া এ আদ্‌মী ঠিক্ হ্যায়; ওহি গদাধরজী সব্‌কোইকো মন্‌মে মেরাপর প্রেম জাগায়া দিয়া। আভি দেখ্‌তে হ্যায় কেত্‌না দহি, রাবড়ী, মিঠাই মিল্‌তা হ্যায়! কোন্ খায়েগা, কোন্ এত্‌নাহি খানে সকেগা; সব নষ্ট হো যাতা হ্যায়, আভি কুত্তাকো খিলানে দেতা হ্যায়। তুম্ রহ্ যাও, আদ্‌মি বন্ যাওগে। অর্থাৎ মন থাকলে ভগবৎ কৃপায় সব সুরাহা হয়ে যায়। শুধু সাজলে হ'বে না, আড়ম্বরে হ'বে না, মনকে ভগবানের সাধনের সাজে সাজাতে হ'বে; তখন হাটে-বাটে-মাঠে, মন তন্ময় থাক্‌বে; শুধু ঘরের কোণে বস্‌লে, বা পাহাড়ে বা বনে বাস ক'রলে মন একাকী হয় না। বিষয়ের দোষগুণ বিচার ক'রে, নিত্য ও নিত্যের স্বরূপ ভালভাবে বুঝে, জেনে নিত্যস্বরূপকে পাবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়। তখন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সহায়ে এক বিষয়ে, ভগবৎ-স্মরণ-মননে, মনকে নিয়োজিত করাই মনকে

একাকী করা। তখন শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত মন সংসারের সকল আবিলতা থেকে মুক্ত হ'য়ে সারাৎসার ভগবানে আটকে যাবে, অন্যচিন্তা জাগ্‌বে না।

[মনকে একাকী করার উপায়]

আমি— মনকে একাকী কর্‌তে তো চেষ্টা করি ; হোচ্ছে না তো। কিরূপে হবে ?

বাবা—লেগে থাক, নিশ্চয়ই হ'বে। কাচের ময়লা যেমন বালি ও চূণ দিয়ে ঘস্‌তে ঘস্‌তে পরিষ্কার হয়, তেমনি জন্ম-জন্মান্তরের নানাবিধ বিরোধী-সংস্কারের দ্বারা মলিন চিত্ত ভাবনাসহ জপের দ্বারা, একাগ্রতা অভ্যাসের দ্বারা এবং বিচারের মাধ্যমে সাফ্ ক'রতে হ'বে, জপের দ্বারা মনের মল যাবে, একাগ্রতার দ্বারা বিক্ষেপ দূরীভূত হ'বে, আর বিচারের দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচিত হবে। কিন্তু মন যদি খালি থাকে ? আবার আবর্জনায় বিক্ষেপজনক চিন্তায় ভ'রে ওঠবার সম্ভাবনা সমধিক। এইজন্য বলে An idle brain is the devil's work-shop'. সুতরাং মনকে ভরিয়ে রাখ্‌বে ভগবদ্‌ভাবে, তাঁর ধ্যানে তাঁর গানে, তাঁর রূপ-গুণ-লীলা-স্বরূপের চিন্তায় ; যখন, তা' না পারবে, যখন মন সংসারে বিষয়ের দিকে নেমে যাবে, তখন সংসারের স্বরূপ, সংসরণে দুঃখ চিন্তা ক'রে মনকে ফিরিয়ে আন্‌বে। সংসার বড় বিষম স্থান। বানর যেমন গাছের ডালে বাস করে, আমরা তেমনি এই সংসার বৃক্ষের শাখা আশ্রয় ক'রে আছি। বানর যেমন এক ডাল হ'তে অন্য ডালে লাফিয়ে যায় আমরা সেইরূপ কর্মফলানুযায়ী এক দেহ হ'তে অন্য দেহ ধারণ ক'রে সুখ-দুঃখ ভোগ করি। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল বিস্তারের ফলে অসত্য সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়, অ-ভাব-বস্তু ভাববস্তু ব'লে মনে হয়, তেমনি মায়ার মোহিনী শক্তিতে আমরা মায়ার সাজান বাগানের রঙ্‌ চঙে আকৃষ্ট হই ; বহুর আকর্ষণে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলি। সদ্‌সদ্‌ বিচার থাকে না, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, নির্জন ছেড়ে স্বজনে আসে। একাকী তাঁরাই হ'তে পারেন, যাঁরা সংসারের স্বরূপ,

মায়ার-স্বরূপ, স্বরূপ-বিচ্যুতির ফলে জীবের পরিণাম কত ভয়াবহ হ'তে পারে, তা দিব্যচক্ষে দেখেন।

আমি—শোলমাছের পোনা চরাতে দেখে কঠোর তপস্বী সৌভরী ঋষির সংসার করার বাসনা জেগেছিল, তিনি মান্ধাতার মেয়েদের বিয়ে ক'রেছিলেন পড়েছি। সংসার মানে তো গার্হস্থ্য-আশ্রম ; সে তো ব্রহ্মচর্য বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমের আশ্রয়, তবে সংসারকে ভয় কেন ? সংসরণ থেকে মুক্তির উপায় কি ?

[সংসারের স্বরূপ]

বাবা—সংসার মানে সংসরণের স্থান ? যেখানে জীবের জন্মমৃত্যুর মাধ্যমে কর্মফল ভোগ হয়। কর্মফল ভোগ হয় দেহ ধারণের মাধ্যমে ; সে দেহ অণ্ডজ-জরায়ুজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জাদি ; সে দেহ, দেবগন্ধর্বাদি, মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি, বৃক্ষলতা-তৃণ-গুল্মাদি। একমাত্র মনুষ্যদেহ ছাড়া সব দেহ মাত্র প্রারব্ধ ভোগের জন্য। একমাত্র মনুষ্য-শরীরেই প্রারব্ধের ভোগ হয়, আবার ক্রিয়মাণের ফল ভোগও হয়, সঞ্চিতও হয়। দেহধারণের মূলে আসক্তি। বাসনা-কামনার জন্য এবং তা চরিতার্থ করার জন্য চেষ্টার ফলে ধর্মাধর্ম সঞ্চয় হয় ; আর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির মূল শাস্ত্র-বাক্য, বেদবাক্য। যতদিন জীব সদ্গুরু লাভ না ক'রতে পারে, ততদিন জ্ঞান-অজ্ঞানের দোলায় দুলতে থাকে, কখনও বা উচ্চ যোনিতে জন্মায়, আবার কখনও বা নিম্ন যোনিতে জন্মায়। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার মাধ্যমে জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ; স্বীয় স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ জান্‌তে পারে এবং সকল দিক্ থেকে, সব ভাব থেকে মনকে সরিয়ে এনে আত্মভাবে বা ভগবদ্‌ভাবে না রাখলে কি ভয়াবহ পরিণাম হ'তে পারে, তা ভেবে একাকী হয়। ক্ষণিকের মোহ এসেছিল সৌভরী-ঋষির, তাই সংসার ক'রেছিলেন ; হয়তো তাঁকে বহু জন্ম কষ্ট পেতে হ'ত, কিন্তু তাঁর অসাধারণ সাধনা ছিল, তাই কায়ব্যূহ রচনা ক'রে একই জন্মে বহু শরীর ধারণ ক'রে বহু জন্মের ভোগ সেরে পালিয়েছিলেন। মায়াই তার দুরত্যয় মায়া-জাল

বিস্তার ক'রে এ সংসার পেতেছে। একমাত্র একান্তভাবে গোবিন্দকে আশ্রয় করা ছাড়া জীবের উদ্ধারের উপায় নাই। মায়া বিশ্বময় ফেলেছে আবরণ ও বিক্ষেপের জাল। একমাত্র ভগবানই নিত্য, সত্য; এই জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁতে উঠছে ভাসছে, লয় পাচ্ছে, অচিন্ত্য-অব্যক্ত- মায়া-শক্তিতে ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের মত। পূর্ণিমার চাঁদ এক হ'লেও তরঙ্গসঙ্কুল জলেতে দৃষ্টিভ্রমের জন্য যেমন বহুচন্দ্র দেখা যায়, তেমনি মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির জন্য এককে নানামত দেখায়, আবায় মায়ার আবরণ-শক্তির জন্য জীব ভগবানকে দেখেনা, নিজকেও দেখেনা, স্বরূপ ভুলে যায়। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ক'রে, সাধুর আচরণ দেখে তাঁদের উপদেশ মত চল্‌তে চল্‌তে জ্ঞানাসি দ্বারা আবরণ-বিক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট মায়াকে বলি দিতে পারবে যখন, তখনই শুদ্ধ মনে ভগবৎ-স্বরূপ বা আত্মস্বরূপ ভাস্‌বে; সব তাতেই ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশে নানাত্ববুদ্ধি ঘুচে যাবে, নানার অভাবে একাকী হবে। দীর্ঘকাল নিরন্তর শ্রদ্ধার সঙ্গে নাছোড়বান্দা হ'য়ে লেগে থাক, তাঁর কৃপায় তন্ময়ত্ব লাভ ক'রে একাকী হ'বে। যত বেশী লোকের সঙ্গে যত বেশী জায়গায় ঘুর্‌বে, ততবেশী বিরোধী সংস্কার জম্‌বে মনে, বোঝা ভারি হ'য়ে যাবে। তখন সংস্কারের মূলোচ্ছেদ ক'র্‌তে বহু জন্ম কেটে যাবে। অনেকবার জন্মমৃত্যুর অধীন হ'তে হ'বে। এমনিতেই কত জন্মের কত সংস্কারে চিত্ত ভ'রে আছে, তা' সরাতে কত তীব্র সংবেগের প্রয়োজন। তার ওপর এ-জীবনেও যদি বহুলোকের সঙ্গে মিশে আরও নতুন সংস্কারের বোঝা বাড়াও, তবে সসেমিরা অবস্থা হ'বে। বিনা প্রয়োজনে কারু সঙ্গে মিশবে না, কারু সঙ্গে কথা ব'লবে না, যা ব'লবে তাও যেন হিত-মিত ও সত্যনিষ্ঠ হয়। মনে রাখ্‌বে জীবের একমাত্র প্রয়োজন এই শরীরেই ভগবানকে লাভ করা, তাতেই জীবনের সার্থকতা! শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তদতিরিক্ত যা কিছু, সব আসক্তির কারণ, বন্ধনের কারণ মনে করে ত্যাগ করবে।

আমি—কখনও ভাবি সংসারের স্বরূপ বুঝেছি; কিন্তু পরক্ষণেই সব ভণ্ডুল হয়ে যায়, জগতের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হই।

বাবা—হবারইতো কথা। কূপের ব্যাঙ্ কি সমুদ্রের কল্পনা ক'রতে পারে? যার যেমন অধিকার, তার তেমনি ভাবেই চলা উচিত। এই বিশ্ব-সংসারে নানা-রূপের মধ্য-দিয়ে নানা কাজ হ'চ্ছে সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়ান্ বিশ্বে নানারূপে খেলছেন। সব শরীরের সন্ধান ক'রতে যেয়ো না; একবার নিজের দিকে তাকাও, ঘরের খোঁজ লও। দেখতো এই দেহেতে তুমি আছ, কিন্তু কখন কখন এই দেহই তুমি 'আমি' ভাব কিনা? কখন কখন চক্ষুকর্ণাদি, হস্তপদাদি, ইন্দ্রিয় গুলিকে তুমি 'আমি' ভাব কিনা? এরূপ ভাব কেন? মূলে অজ্ঞান আছে বলেইতো? দেহে আছ, দেহের সুখে, দুঃখে নিজকে সুখী এবং দুঃখী মনে কোর্‌ছ। কখন সাত্ত্বিক ভাবে ভাবিত হোচ্ছ, কখনও বা রজস্তমোগুণে আক্রান্ত হোচ্ছ, কখন ধর্মার্থ-কামমোক্ষের পথে এগুচ্ছো, আবার কখনও বা অধর্ম-অজ্ঞান মোহের-কবলে প'ড়ে পিছিয়ে যাচ্ছ। এ দেহ মেদ-মজ্জাস্থিরসরক্ত মাংস দিয়ে গড়া কাজ চালাবার জন্য। তাতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, লিঙ্গ-গুহ্য প্রভৃতি দ্বার লাগিয়ে দিয়েছেন. ইন্দ্রিয়গুলির চ'রবার ক্ষেত্র রূপরসাদি বিষয়ও আছে। আবার এ দেহে শুধু তুমি একা বাস করো না। আর একজন আছেন, যাঁর নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর অকর্তা; অভোক্তা দ্রষ্টা, সাক্ষিমাত্র; তুমিও স্বরূপতঃ অকর্তা, অভোক্তা, সাক্ষী, চেতা কেবল, নির্গুণ হ'য়েও মায়ার কুহকে প'ড়ে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের গণ্ডীতে আবদ্ধ হোচ্ছ, নাকানিচুবানি খাচ্ছ। যতদিন ভগবানের কৃপায় সাধনের মাধ্যমে আদি-মধ্য-অন্ত সবই ভগবান্, ভগবানেই জগৎসংসার উঠছে; ভাস্‌ছে, লয় পাচ্ছে, ভগবানেই তোমার উৎপত্তি, ভগবানেই তোমার স্থিতি, ভগবানই তোমার গতি, তোমার অন্তর বাহির তাঁর দ্বারা পূর্ণ,—বোধ পাকা না হোচ্ছে, ততদিন জান্‌বে ভুল ভাঙ্গেনি, মায়ার জাল থেকে নিস্তার পাওনি, ততদিনই আনন্দ-নিরানন্দের দোলায় তোমাকে দুলতে হ'বে।"

বাবার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে মন কখন আশান্বিত হ'চ্ছিল আবার কখনও বা হতাশায় ভেঙ্গে প'ড়ছিল। সদ্‌গুরু পেয়েছি, পদে পদে সর্বদা হাতে ধ'রে চালাচ্ছেন. সর্বদা চোখে চোখে রেখে

ভুল-ত্রুটি সংশোধন ক'রে দিচ্ছেন; তাই ভরসা হয় অকুলে কুল হয়তো পাব। কিন্তু যখন তাঁর আদেশ কাজে লাগাতে চাই, তখনই-তো আমার অজ্ঞানতা, অক্ষমতা, অকর্মণ্যতা ধরা পড়ে; জীবনে কিছু হ'বে না, এ জীবনটাও বৃথা গেল মনে হোচ্ছে। 'ঠাকুর কৃপা কর, দয়া ক'রে আমাকে রক্ষা কর। কামনা-বাসনার দাস আমি; অহংকারী অভিমানী আমি; আমার সকল কামনার বস্তু তুমি হও, আমার অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে দাও, তোমার কৃপা ছাড়া আমার করার উপায় নাই। বল দাও; তুমি আমার হাত ধ'রে নিয়ে চলো'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[অভিজ্ঞতা]

১৯৪০ খ্রীঃ জন্মাষ্টমীর পূর্বদিন। বিকালে পাঠাগার বন্ধ। এখনও কেউ আসেননি। বেলা তিনটা হ'বে, বাবার সাড়া পেয়ে আস্তে-আস্তে ওপরে গিয়ে দেখি, বাবার সামনে শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০ম স্কন্ধ খোলা; এক দৃষ্টিতে ভাগবতের দিকে তাকিয়ে আছেন; আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি; এবার তিনি চোখ তুল্‌লেন; আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্বাধ্যায়-সাধন-ধ্যান-জপ সাধুদিগের প্রাণস্বরূপ; তাতে ব্যাঘাত জন্মান মানে তাঁদের প্রাণে কষ্ট দেওয়া। ব্যাঘাত করায় বিশেষ লজ্জিত হ'লাম। ভাব্‌লাম—নিশ্চয়ই ব'কবেন। ব'ল্‌বেন—"সময়ের সদ্ব্যবহার ক'র্‌তে এখনও শিখ্‌লে না? সময় চলে গেলে আর ফেরে কি? কতবার ব'লেছি সাধন, স্বাধ্যায়, দানাদির দ্বারা সময় কাটাতে হয়; তা কি মনে রেখে কাজ ক'র্‌বে না? অন্যদিন পাঠাগারে ব'সতে হয়, সময় পাও না। আজ পাঠাগারের কাজ নাই। এ সময়ে তো জপ ক'র্‌লে পারতে? এবং আমার স্বাধ্যায়ে ও চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতে না।" কিন্তু বাবা আমার অক্রোধ পরমানন্দ। নিজের স্বার্থ বোধ থাকলে, অভাব পূরণ না হোলে তো ক্রোধ জাগে! নিজের বলতে কিছু রেখেছেন ব'লে তো মনে হয় না; সবই ঠাকুরকে দিয়ে নিঃস্ব হ'য়েছেন। তাঁর ইচ্ছায় ওপর ছেড়ে দিয়ে অভয় হ'য়েছেন। নিত্য

নিরন্তর ঠাকুরকে নিয়ে থাকেন ; সকল-ভাবে, সকল-অবস্থায় ঠাকুরই তাঁর স্মরণ-মননের ধন ; ঠাকুর ছাড়া তাঁর দ্বিতীয় বুদ্ধি নাই। তাই তিনি সদানন্দময়, নিরানন্দ তাঁর থেকে দূরে। অন্যে কেমন দেখেন বা ভাবেন জানি না, আমি কেবল ভাবি "কিসে আমার মঙ্গল হ'বে, সকল বাধা অতিক্রম ক'রে নিত্য নিরন্তর সকল কাজের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব ফুটে উঠবে, আমি কৃত্যকৃত্য হ'ব। কিছুতেই যেন জীবনের একটি ক্ষণ বৃথা নষ্ট না হয়। কিসে আমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়, সে-দিকে তাঁরও লক্ষ্য। তিনি কখনও সাক্ষাৎভাবে, কখনও বা পরোক্ষ ভাবে আমাকে চালাচ্ছেন। আর ইহাই বোধ হয় জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের স্বভাব। তাঁরা যে-আনন্দের অধিকারী হন, সে-আনন্দের ভাগীদার সকলকে ক'র্তে চান। প'ড়েছিলাম—Joy shared joy redoubled, sorrow shared, sorrow halved (আনন্দের ভাগীদার জুটলে, আনন্দ চর্তুগুণ বৃদ্ধি পায়, আর দুঃখের ভাগীদার জুট্‌লে দুঃখের মাত্রা কমে অর্ধেক হয়) উপনিষদের ঋষিও ব'লেছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধমানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

তা প্রত্যক্ষ কোরছি বাবার জীবনে এবং আমার প্রতি তাঁর করুণার মাধ্যমে। বাবা মুখ তুল্‌লেন, মুখে মৃদু হাসি ; চোখে অপূর্ব জ্যোতিঃ। ব'ল্লেন—

বাবা—হ্যাঁগো! কিছু বল্‌বে?

আমি—আপনি ভাগবত পাঠ ক'রছিলেন, আমি এসে বাধা দিলাম।

বাবা—হ্যাঁ, তোমার দৃষ্টিতে বাধা দিয়েছো, আর আমার মনের দিক্ থেকে বিরক্ত ক'রেছ। কিন্তু আর একজনের কথা কি ভাব্‌তে পার? যিনি তোমাতে আমাতে যোগাযোগ ঘটিয়েছেন, যিনি তোমাতে ও আমাতে থেকে এই খেলা খেলছেন ; আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্ ব'লে মনে হ'লেও যিনি নিজকে নিজে আস্বাদন ক'রছেন। এখন

তিনি আমার মধ্যে গুরুরূপে, আশ্রয়দাতারূপে এবং তোমার মধ্যে শিষ্যরূপে—আশ্রিতরূপে অবস্থান ক'রে এ জগতে তাঁর কাজ ক'র্‌ছেন। তাছাড়া প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা ছাড়া তো পরাবিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, এমন কি অপরাবিদ্যাও লাভ করা সুকঠিন। এখন যতদিন এ শরীরে আছি, যখনই যে প্রশ্ন বা সংশয় জাগ্‌বে, সময় পেলে তখনই সমাধান ক'রে নেবে; সময় না পেলে বা আমাকে কার্যান্তরে ব্যস্ত দেখ্‌লে খাতায় লিখে রাখবে সময়ান্তরে জেনে নেবে। মন চঞ্চল; একটা ভাবনা ছেড়ে অন্য ভাবনায় যাতে; দৃঢ় সংস্কার না হ'লে ভুলে যায়। সব সময়ে সবরকম প্রশ্ন জাগে না, জাগ্‌লেও হারিয়ে যায়; আবার যখন ওঠে তখন জানার সুযোগ হয় না। যাক্, কি ব'ল্‌বে বল।

[বাহ্য পূজার প্রয়োজন]

আমি—কাল ৺জন্মাষ্টমী। ভগবান কবে সেই দ্বাপর-যুগের শেষে প্রায় ৫৫০০ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন। সে তিথি স্মরণ ক'রে উৎসব করা কেন?

বাবা—ভগবানের উৎসব ভগবানকে স্থূলরূপে আমাদের মত লোকের দেখ্‌বার, ভাব্‌বার, আনন্দ পাবার এবং অন্যকে আনন্দ দিবার জন্য। এগুলি না ক'রলে, কেবল শাস্ত্রের পাতায় লেখা থাক্‌লে কদাচিৎ কেউ অনুসন্ধিৎসার ফলে শান্তি বা আনন্দ পেতেন; সাধারণের দৃষ্টির বা জ্ঞানের অগোচর থাক্‌তো, লোকে মনগড়া-ভাবে চ'ললে সমাজে অশান্তির কারণ হ'ত। আর ভগবান্ একবার মাত্র আস্‌বেন কেন? অসংখ্য তাঁর অবতার, অসংখ্য বার তিনি পৃথিবীতে এসেছেন, আসবেনও। যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, দুর্জনের বর্গা বাড়ে, সাধুরা নিপীড়িত হন, তখনই তিনি দুষ্টের দমনের জন্য এবং শিষ্টের পালনের জন্য, ধর্মের গ্লানি নাশের জন্য এবং ধর্ম স্থাপনের জন্য এই ধরাধামে আসেন। তিনি সদা স্বপ্রকাশ, সর্বব্যাপী, সর্বান্তর্যামী, নিরাকার, নিরাভাস; কিন্তু তা জ্ঞানী-গুণীর জ্ঞানগম্য; শাস্ত্-

সমাহিত না হ'লে সে-ভাব ফোটে না; বহু সাধনার পর সমাধিতে তাঁকে পেলেও ব্যুত্থানে পেতে হ'লে আরও তীব্র সাধনার দরকার; সকল ছেড়ে তাঁতে অহর্নিশ ডুবে থাকতে চেষ্টা ক'রতে হয়। সে-ভাবের অধিকারী কোটির মধ্যে কদাচিৎ একজনকে দেখা যায়। জীবে তাঁর বড় করুণা। তাই তিনি মায়ামানুষবেশ ধ'রে বার-বার আসেন। সবই তাঁর বিভূতি; সর্বত্র তাঁর প্রকাশ, কিন্তু কোন কোন রূপে তাঁর বেশী প্রকাশ। যেমন Electric Current এক হোলেও Bulb-এর ছোট বড়র জন্য আলোর তারতম্য হয়,তেমনি আধারভেদে তাঁর প্রকাশের ভেদমাত্র। ধরা তাঁকে বড় শক্ত; ধরিধরি ক'রেও ধরা যায় না। তাই কৃপা ক'রে কখন কখন স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে মায়ামানুষ বেশ ধ'রে জীবের সাথে কখনও শিশুর ন্যায়, কখনও বন্ধুর ন্যায়, কখনও প্রভুর ন্যায়, আবার কখনওবা দয়িতের ন্যায় ব্যবহার করেন। তখন সাধারণ মানুষ তাঁকে জেনে, আবার কখনওবা না-জেনেও আস্বাদন ক'রে ধন্য হয়। জীব জানুক্ বা না জানুক্ কি ক'রছে বা না ক'রছে কিন্তু তিনি তো সব জানেন। দেখ সুদামা ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বীয় ব্রাহ্মণীর দেওয়া সামান্য চালভাজা লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারছিলেন না; দিতেও চান নি কিন্তু করুণাময় গোবিন্দ বন্ধুর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে খেলেন। সামান্য চালভাজার বিনিময়ে সুদামাকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ক'রেছিলেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, জগতের শান্তি, অধর্মের নাশ, ধর্মের স্থাপনের জন্য এবং নিপীড়িতা ধরণীর কাতর আহ্বানে যুগে যুগে তিনি এই পৃথিবীতে আসেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কংসের অত্যাচার, ধার্মিকের নিপীড়ন, বিশেষতঃ কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর বন্ধনের কথা, তাঁদের কাতর প্রার্থনায় ভগবানের আবিভাব প্রভৃতি ইদানীং-কালেও জীবের মনে বিপদে প'ড়ে ভগবান্‌কে ডাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হতাশ জীব হতাশার মাঝে আশার আলোক দেখ্‌তে পায়। শুধু সাজিয়ে গুছিয়ে স্ফূর্তি না ক'রে যদি জীব তাঁর রূপ, গুণ, স্বরূপ ও লীলার কথা স্মরণ ক'র্‌তে পারে, তবে তার পরম কল্যাণ লাভ হয়। তার একজন পরিত্রাতা,

ভয়ত্রাতা আছেন, বসুদেব-দেবকীর মত কাতরপ্রাণে ডাক্‌তে পার্‌লে তিনি এসে তার সব বন্ধন ছিন্ন ক'রে দেবেন, ভেবে সে আশ্বস্ত হয়। জীব আশায় বুক বেঁধে চল্‌তে চল্‌তে ভবিষ্যতের সব বাধা অতিক্রম ক'রে আনন্দ-সাগরে ভাস্‌বার সুযোগ পাবে ভেবে হতাশ না হ'য়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে জীবনের পথে অগ্রসর হয়। আর উৎসবাদিতে ফালতু লাভ,—ব্যবহারিক লাভও অনেকে করেন। আর শুধু অনেকই বা বলি কেন সমাজের সকল স্তরের লোক উৎসবের দিনে কিছু না কিছু পেয়ে থাকেন। কেহ পায় পয়সাকড়ি—যেমন পূজারী, কামার, কুমোর, ছুতোর, ঘরামি, ঢুলি, ময়রা, ব্যবসায়ী, সজ্জাকারক, ফুলওয়ালা, বিদ্যুৎসরবরাহকারক প্রভৃতি। আবার অন্য অনেকেই আনন্দ পান যেমন উদ্‌যোক্তা ও তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আর সর্বোপরি শিশুরা পায় বিমল আনন্দ হৃদয়ে। একি কম লাভ? আর যাঁরা ভক্ত তাঁরা তাঁদের দয়িতের নয়নাভিরাম মূর্তি স্থূলচোখে দেখে হৃদয়ে ভাল ক'রে এঁকে নিতে পারেন যা ধ্যানমন্ত্রের যথার্থ অর্থবোধের অভাবে অস্পষ্ট থাকে। যাঁরা অল্প শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, দেবভাষা জানেন না, তাঁদের পক্ষে ধ্যান-মন্ত্রের অর্থ না জানায়, মন্ত্র আওড়ানমাত্র সার হয়। উৎসবাদিতে পটুয়ার নিপুণতায় উদ্দিষ্ট দেবতার যে ভাবঘনমূর্তি নির্মিত হয়, তাতে জ্ঞানী অজ্ঞান, পণ্ডিত-মূর্খ, সকলের পক্ষে ধ্যান সহজসাধ্য হয়, জ্ঞানীদিগের আরও বেশী সুবিধা হয়। তা ছাড়া উৎসবাদিতে দেবতার গুণ, লীলা ও ভক্তানুকম্পার কথা শুনে অজ্ঞ, বহির্মুখ ব্যক্তি-দের মনেও কৌতুহল জাগায়, তাদের উপাসনায় উৎসাহিত করে। আবার নিষ্ঠাবান্ পূজকের পূজার পটুতায় উৎসুক ভক্ত মানসপূজার কৌশল শিখে নিয়ে এ জগতে নিজের বল্‌তে যা কিছু সব, এমন কি হৃদয়ের বৃত্তিসহ মনকে উজাড় করে দিতে শিখে ধন্য হয়। এজন্য বাহ্য-পূজার বা উৎসবাদির প্রয়োজন আছে। সকলেই তো জন্মজন্মান্তরের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে আসেনি; এজন্য অধিকারী বহু প্রকারের দেখা যায়—কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ অধম। আবার কেহবা অধমেরও অধম। উত্তম অধিকারী যারা তাঁরা অন্তর-বাহির পুরুষোত্তমে পূর্ণ

দেখেন, তাঁদের কাছে—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্।" অর্থাৎ পুরুষোত্তম দ্বারা সবই পূর্ণ; সবই ব্রহ্মময়। বাক্যমনের অগোচর, আকাশের ন্যায় ব্যাপক, নিরন্তর অব্যবহিত, উপাধিবর্জিত পরব্রহ্মই লোকব্যবহারের বিষয়ীভূত নামরূপাবস্থাপন্ন হ'য়েও পরমাত্মভাবে পূর্ণ। ভৌতিক দেহাদিন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে যে ভেদ প্রতীতি, তা অপনীত হওয়ায়, ঔপাধিক অসত্য ভেদবুদ্ধি দূরীভূত হওয়ায় কেবলই অন্তর-বাহির ভেদশূন্য একমাত্র প্রজ্ঞানঘন স্বভাবশুদ্ধ ব্রহ্মমাত্র জাগে।

তাঁদের ব্রহ্মসদ্ভাব পাকা হয়, বাহ্যপূজার প্রয়োজন থাকে না; তবু তাঁদের নিজের ভাবে থাক্‌বার জন্য, বাইরের বিক্ষেপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, সাধারণের মধ্যে ব্রহ্মসদ্ভাব জাগাবার জন্য, লোকব্যবহার রাখতে হয়। যাদের লয়-বিক্ষেপ-কষায়-রসাস্বাদাদি জাগে না, মন ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে একাগ্র হ'য়েছে, তৈলধারাবৎ কোনও বিষয়ে চিন্তার স্রোত জাগায়ে রাখ্‌তে পারেন তাঁরা মধ্যম অধিকারী; যাঁরা ইষ্টের স্তবস্তুতির মাধ্যমে ইষ্টকে সামনে প্রত্যক্ষের মত ভাব্‌তে পারেন তাঁরা অধম। তাঁদেরও বাহ্য বিঘ্ন যাতে না আসে, তার জন্য সতত সতর্ক থাক্‌তে হয়। আর যাঁরা এই তিন থাকের কোনটাতেই পড়েন না, তাঁদের সংখ্যাই তো সর্বাপেক্ষা বেশী! তাঁরা নিত্য ব্যবহার কালে যে রূপের সঙ্গে পরিচিত, যে ভাবের আদান-প্রদান করেন, সেই রূপ, সেই ভাব আরোপ করে চল্‌তে থাকেন। ক্রমে ক্রমে ইষ্টের কৃপায় সব বাধা অতিক্রম ক'রে জপ-আরাধনার শেষ পরিণতি অন্তর-বাহির হরিময় দেখেন। বহু জন্মের তপস্যার পর "বাসুদেবঃ সর্বমিতি" বুঝতে পারেন। যাঁরা ওপরে উঠে গেছেন, মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের জন্য সাধারণতঃ প্রয়োজন না হ'লেও প্রবর্তক সাধকের পক্ষে উৎসবাদির বিশেষ প্রয়োজন আছে। এর দ্বারা সাধকের সাধনার উন্মেষ হয়, পথ চলার পাথেয় হয়। তাই বা বলি কেন, যাঁরা, আত্মারাম, মুনি, যাঁদের হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হ'য়েছে, কর্মবন্ধন টুটে গেছে, তাঁদের অন্তর-বাহির সর্বত্র হরি বর্তমান—এ বোধ জাগে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পর্বতে পাথারে,

গহনকাননে, মন্দিরে, মূর্তিতে—সর্বত্র একের ভান হয়; অন্তর-বাহির এক হ'য়ে যায়; পূজায় বাহ্যাভ্যন্তর কিছু বোধ থাকে না, সবই হৃদয়ে আপনাতে মনে হয়। তাঁদের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ থাকে না, সর্বময় হরি দেখেন "যাঁহা যাঁহা নেত্রপড়ে; তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। ৪।টা বাজল। ইতোমধ্যে বাজার এসে গেছে সুতরাং বাবাকে প্রণাম ক'রে সব গোছাতে লাগা গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[বাবার ৺গঙ্গাস্নান]

আশ্বিনমাস; পিতৃপক্ষ পড়েছে। বাবার খেয়াল হ'ল ৺গঙ্গায় যাবেন। তিনি তিনটায় ওঠেন, শৌচে যান, তারপর আসনে যান, এটা তাঁর নিত্য কাজ। আমিও উঠে শৌচাদি সেরে বিছানা তুলে, তৈরী হই। বয়স তখন ৬৭।৬৮ হবে; কিন্তু রাস্তায় পা দিলে চলেন ২৫ বছরের জোয়ানের মত; আমাকে আধছোটা ক'রতে হয় যদিও আমার ছোটবেলা থেকে পথ হাঁটা অভ্যাস। শুনেছি, গুরুদেব যখন জলে নেমে স্নানাদি করেন তখন শিষ্যদের সে জলে নামা উচিত নয়; স্রোতের অনুকূলে বা প্রতিকূলে যেখানে দাঁড়িয়ে স্নান করা যায়, হয় শিষ্যের গায়ে লাগা জল গুরুদেবের গায়ে লাগার সম্ভাবনা অথবা গুরুদেবের গায়ে লাগা জল শিষ্যের গায়ে লাগতে পারে; উভয়তঃ শিষ্যের অকল্যাণ। সুতরাং যতক্ষণ তিনি স্নান করেন, ততক্ষণ ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে থাকি, তিনি উঠলে, তাঁকে পরিধেয় দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে জলে নামি। সময় বাঁধা, দেরী করার উপায় নাই; দেরী হ'লেই তিনি রওয়ানা দেন, তখন আমি বিপদে পড়ি; তাঁকে একা-একা ছাড়তে মন চায় না, শিষ্যের পক্ষে শোভনও নহে; তাই সব যন্ত্রচালিতের মত ক'রতে হয়। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তপঃপূত তাঁর দেহ। উজ্জ্বল গৌর-বর্ণ তাঁর শরীর; মুখে সাধনার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ। সুতরাং যখন স্নান সেরে খালি গায়ে ৺গঙ্গাবক্ষ থেকে ওপরে উঠে আসেন, ঘাটের লোকে অবাক্

হ'য়ে দেখ্‌তে থাকে। তিনি আরও সঙ্কুচিত হন ; তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে চেষ্টা করেন। সুতরাং আমাকেও হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসে পিছু নিতে হয়। নিমতলা ঘাটে স্নান ক'রতে যাওয়া হয়। যাতয়াত ও স্নান সারতে এক ঘণ্টার বেশী সময় দেন না। এসেই হাত পা ধুয়ে আসনে যান। আমি হাত পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে মন্দির খুলি ও মার্জনা ক'রে ফুল তুলে আসনে বসি। এখন সকালে পাঠাগারে ব'সতে হয় না; হুরেন্দ্রনাথ হালদার নামে একটি ছাত্রাবাসের ছাত্র, পরবর্তীকালে শিষ্য, পাঠাগারে বসে। মাত্র সাত দিন গেলেন। কিন্তু ঘাটে লোক জম্‌বার আগেই স্নান সেরে পালিয়ে আসেন। ব'ললাম—আপনার এত দৌড়াদৌড়ি করা ভাল নহে, এতে আপনার দৈহিক ক্লেশ খুব বেশী হয়, আপনি আর ৺গঙ্গায় যাবেন না।

বাবা—ভোরে ৺গঙ্গায় স্নান ভাল ; তাছাড়া যাতায়াতে কিছুটা শারীরিক পরিশ্রম হয়, তাতে শরীর ভাল থাকে। আমাদের ধ্যানধারণাদি মানসিক পরিশ্রম ক'রতে হয়, তার সঙ্গে কিছু শারীরিক পরিশ্রম না থাকলে বাতাদিতে পরে কষ্ট পেতে হবে। আসনাদিতেও শারীরিক পরিশ্রম কিছু হয় কিন্তু তার সঙ্গে বায়ুর ক্রিয়া থাকে ব'লে অনেক সময় দিতে হয়, তত সয় এখন দিতে পারা যাচ্ছে না; ব্যায়ামের মধ্যে ভ্রমণ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। আর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে যদি তালে তালে নাম যোগ ক'রে দেওয়া যায়, তবে আহার-ওষুধ দুইই হয় ; যতই দ্রুত চল না কেন, যদি ইচ্ছা থাকে এবং খেয়াল রাখ, তা হলে তাতেই নাম জুড়ে দিতে পার, নামে মন থাক্‌লে পথশ্রম বোধ হবে না। রোজই যাব মনে ক'রেছিলাম, কিন্তু ঘাটের লোকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে, তাতে সঙ্কোচ লাগে ; মন বিক্ষিপ্ত হয়, আর যাব না।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য]

আজ এক বৃদ্ধ এলেন, নাম কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য ; থাকেন ১৩নং আমহার্ষ্ট রো ; অবসর প্রাপ্ত পি-ডব্লিউ ডি, কর্মচারী। বয়স ৭৫।৭৬ ;

সাধুদর্শনে এসেছেন। বেলা প্রায় আড়াইটা হ'বে। নীচের ঘরে বসিয়ে ২।১ টা কথা (যেমন, কতদিন আশ্রমে এসেছি, কতজন সাধু থাকেন, মহারাজের বয়স কত ? তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী ইত্যাদি ইত্যাদি) হোচ্ছে এমন সময়ে সাড়া পেয়েই ওপরে গেলাম এবং কুমুদ-বাবুর কথা ব'ল্লাম। প্রথমে রাজি হোচ্ছিলেন না, ব'ললেন তুমিই কথা বল যেয়ে।

আমি—আমার ঘরেই ব'সে আছেন প্রায় আধ ঘণ্টা, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে অত্যন্ত আগ্রহী।

অবশেষে রাজি হলেন দেখা করতে। কুমুদবাবুকে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা পরে নেমে এলেন। আমি কাজে ব্যস্ত, সন্ধ্যাও সমাগত। তিনি কথা না ব'লেই চলে গেলেন।

আজ কেউ আসেননি। গত কালের বৃদ্ধ কুমুদবাবুরও পাত্তা নাই। দেখি বাবার কাছে যাঁরা আসেন, কাছের হ'লে তাঁরা বার বারই আসেন, দূর দূরান্তরের লোককে অনেকবার আস্‌তে দেখিনা। কুমুদবাবু না আসায় খানিকটা বিস্মিত হ'লাম। সাড়া পেয়ে ওপরে গিয়ে প্রণাম ক'রতে ব'ললেন, কালকেকার বৃদ্ধটি কি এসেছেন ? বড় ভক্ত লোক, ভেতরটা অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত সরল, কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে অতীত জীবনের কোন কোন ত্রুটির কথা তুলে হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌ছিলেন। অন্যায়ের জন্য কত অনুতাপ ; সত্যের জন্য কি দৃঢ়তা, ভগবানের জন্য কি ব্যাকুলতা, দেবদ্বিজে কি ভক্তি, এঁরা ভগবানের ধামের পথিক ; ভগবান্ ভক্তের সঙ্গ করিয়ে ভক্তকে কৃতার্থ করেন, ভক্তের অহমিকা মলিনতা ঘুচিয়ে আত্মসাৎ করে নেন। তিনি সাধুসঙ্গ ক'রবেন কি, আমারই সাধুসঙ্গ হ'ল ; ওপরে আস্‌তে চাইলে তাঁকে বাধা দিও না। ভগবৎ প্রসঙ্গ, ভক্তের প্রসঙ্গ ছাড়া কোনও প্রসঙ্গ তাঁর মনে নাই। কেবল মাত্র শোক জয় কর্‌তে পারেন নি ; তা শোক জয় কি সহজ কথা ? তাও একটা নয় দুটো নয়, দশ দশটী সন্তানকে তিনি হারিয়েছেন, তাতেও ভগবানের ওপর কোন অভিযোগ নেই। তাঁর কথা—তাঁর কর্মফলেই ঐরূপ ঘটেছে, এইরূপেই ভগবান তাঁর কর্ম-

ফল ভোগ করিয়ে মঙ্গলের পথে টেনে নিয়েছেন। অনেক টাকা ঘুষ নিতে হ'য়েছে, নিজে হাতেনেননি সন্তান হ'য়ে হ'য়ে মারা যাচ্ছিল ব'লে। যদি তারা বেঁচে থাকতো, তাদের প্রতিপালনের জন্ত তখন ঘুষ দিতে এলে তো নিজে নিতামই আর কৌশল ক'রে ঘুষ আদায় ক'রে পাপের ভার আরও বাড়াতাম; তখন নরকেও স্থান হোতো না। এই যে ফিরিয়েছেন, হয়তো গ'ড়ে পিটে তুলে নেবেন। শোক তাপ দিয়ে তিনিই তো কৌশল ক'রে তীর্থ করিয়েছেন। ৺বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী, প্রাণকৃষ্ণ দাস-বাবাজীদের মত সন্ত-মহান্তদের কাছে নিয়ে ঠেলে ফেলেছেন, তাঁদের আশীর্বাদ পাইয়েছেন; আবার এতদিন পরে আপনার কাছে এনেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার কল্যাণ ক'রবেন। আরও বল্‌ছিলেন—ঠাকুরের মঠের পরিবেশ তাঁর খুব ভাল লেগেছে, এমন শান্ত পরিবেশ ৺বৃন্দাবনেও কম দেখেছেন; এটা যেন পর্বতের গুহার মত। আশ্রমের দরজায় ঢুকতেই তাঁর দেহ মন যেন শীতল হ'য়ে গেছে। কাছে আসতে চাইলে যেন বাধা না দিই; বার বার কৃপা রাখার কথা ব'ললেন। তিনি বৈষ্ণব বংশের ছেলে না হলেও বৈষ্ণবীয় শ্রদ্ধায়, বিনয়ে, নম্রতায়, ভক্তি ভাবে তাঁর হৃদয় ভরা; তাঁর কাছ থেকে শিখ্‌বার অনেক আছে।

[বাবা ত্যাগী, আবাল্য ব্রহ্মচারী, একান্ত গুরুসেবী, কঠোর সাধনপরায়ণ, যাকে বলে 'অহর্নিশং ব্রহ্মণি রমমাণঃ'; সাধনার শেষ স্তরে এসেছেন, তাই জগতে সব সাধুময় দেখেন; দোষাচ্ছাদী, গুণগ্রাহী, মধুকরের মত মধু আহরণকারী। তাই কুমুদবাবুর কথায় পঞ্চমুখ অথবা সুকৌশলে আমাকে দেখাচ্ছেন "যেন সাধুত্বের অভিমান না করি; গৃহী ব'লে কাউকে ঘৃণা না করি; মৌমাছি যেমন তিক্ত নিমফুল থেকেও মধু আহরণ করে, তেমনি জগতে আপামর সাধারণের কাছ থেকেও জীবনে পূর্ণতা অর্জনের অনুকূল শিক্ষা নেই; লোকের দোষ থাকলেও সে দোষের জন্ত তাকে ঘৃণা না ক'রে, তার মধ্যে যে-টুকু মহত্ত্ব থাকে, সে-টুকুই নেই। ভগবান্ তাঁর সেই মহত্ত্বটুকু সেইরূপের কাছ থেকে নেবার জন্ত সেইরূপে সামনে এসেছেন।"]

[শোক জয়]

আমি—এত বড় ভক্ত, এত ভাল মানুষ, তবু শোক জয় করতে পারেন নি ব'ল্লেন, শোকজয় কিরূপে করা যায় ?

বাবা—শোক জয় কি সহজে হয় বাপু! অভাব বোধ থেকেই শোকের উৎপত্তি। লোকের পুত্র, কন্যা, মাতা-পিতা, নিকট আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে, টাকাকড়ির ক্ষতিতে, ব্যবসায়ের লোকসানে, অভীপ্সিত বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে, হানিতে শোক হয়। যতদিন না হারাবার কিছু নাই, পাবারও কিছু নাই, কেহ হারায় না, কেউ হারে না,—বুদ্ধি পাকা না হয়, যতদিন স্বাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু আছে এ বুদ্ধি নষ্ট না হয়, জন্ম-জরা-মৃত্যু-হীন একটী মাত্র সত্তা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও সত্তা নাই এ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, ততদিন শোক যাবে না। যতদিন কেবলমাত্র "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এটী সাধনার দ্বারা জীবনে রূপায়িত না হ'বে, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধ কস্যসিদ্ধনম্" নীতি জীবনস্বরূপ না হ'বে, যতদিন একমাত্র আমিই আছি, চরাচর সব রূপে আমি, সবই আমাতে উঠছে, ভাসছে, বা লয় পাচ্ছে, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নাই এ বোধ পাকা না হ'বে ততদিন শোক জয় হবে না। জপে ধ্যানে, নামে, গানে, অহর্নিশি মনকে নিরন্তর ভগবানে ডুবিয়ে রাখ্তে রাখ্তে তন্ময়তা এলেই শোক যাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[৺গঙ্গা সাগর যাত্রা প্রসঙ্গ]

চেৎলা থেকে হরেন দা (৺হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী) এলেন, কথায় ছেদ প'ড়ল। কেউ এলে চলে আসি, যদি কারু কোনও গুহ্য বিষয় জানার থাকে, তাতে বাধা জন্মান অন্যায় মনে করি। তাই অন্য দিনের মত চ'লে আসছিলাম ; হরেনদাই দাঁড়াতে ব'ললেন। তিনি বাবাকে ৺গঙ্গা সাগরে পৌষসংক্রান্তিতে স্নান করাতে নিয়ে যাবেন, প্রস্তাব ক'রলেন। বাবা তো একেবারে প্রস্তাব নাকচ ক'রে দিলেন। হরেনদা মঠের

অনেক করেন, তাঁর মন্ত্র শিষ্য, অত্যন্ত ভক্তিমান্, বাবার অস্বীকৃতিতে একেবারে ভেঙ্গে প'ড়লেন; বাবা আশ্রমের কথা, যাতায়াতে শৌচ-প্রস্রাবাদির অসুবিধার কথা, নিত্য নিয়মিত ঘড়ি ধ'রে চলায় বাধার বিষয়, সর্বোপরি সাধুদের একাকী নির্জনে নিরন্তর সাধনার কথা, বহূদক হ'লে চিত্তের চাঞ্চল্য ক'মলেও আসল বস্তু লাভ হয় না—ব'ললেন।

আমি—তীর্থপর্যটন তো সাধুদের সাধনার অঙ্গ। শোনা যায়, তৈলঙ্গস্বামীজিও ৺গঙ্গাদ্বার থেকে ৺গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত তিনবার পরিক্রমা ক'রেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণও ৺কাশী-বৃন্দাবনাদি তীর্থ ক'রেছেন; মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজিও প্রয়াগ, পাঞ্জাব, ৺গয়া, ৺বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গিয়েছেন; ঠাকুরও ৺কাশী গিয়েছিলেন। আপনি তো যাবেন ট্রেনে ষ্টিমারে; মঠ থেকে খরচ লাগবে না; দাদাই তো সব খরচ দেবেন। সুযোগ পেয়ে টিকিট কেটে নিয়েই এসেছেন, অত্যন্ত আশা ক'রে, তাঁকে নিরাশ ক'রবেন না। সন্তোষবাবু আছেন, উনি ভোগটা দেবেন, আর সব আমি ক'রে দেব, ধরম প্রকাশ আপনার সঙ্গে যাক্, আমি চালিয়ে নেবো।

বাবা—তবে তুমিই যাও আমরা মঠে থাক্‌বো। আমাকে যেতে পীড়াপীড়ি করো না।

আমি—আমার জন্য তো টিকিট আনেন নি, এনেছেন আপনার জন্য। আমার শরীর অল্পদিনের; সুযোগ ঘ'টলে পরে যেতে পারা যাবে। আপনার শরীর অনেক দিনের—এখন না গেলে হয়তো আর যাওয়া হবে না; হরেনদাও মনে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন সাধ পূর্ণ না হওয়ায়। বাবা শিশুর মত, কখনও গম্ভীর হন না, মুখে সদা হাসি, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ; কখনও কোনও শিষ্যের প্রতি গুরুভাব পোষণ ক'র্‌তে দেখি না। তার ওপর আমি একটা নীরেট; গুরু ক'রেছি কতটা সম্মান দেওয়া উচিত, তা এখনও শিখিনি; তিনিও তাঁর প্রতি কেমন ব্যবহার ক'রতে হ'বে, তা বলেননি। গুরু-শিষ্যের ব্যবহার সম্বন্ধে যা প'ড়েছিলাম মনুসংহিতায়, তা ছাড়া তাঁকে দেখামাত্রই জন্মজন্মান্তরের আপনার জন মনে হ'য়েছে,

তাঁর সুবিধা-অসুবিধা দেখাই যেন আমার কাজ, আমার যেন আর কোন কাজ নাই। তাঁকে কখনও ক্রুদ্ধ হ'তে দেখি না; আর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হবেন বা ক্রুদ্ধ হবেন সে ভাবনা মনে জাগে না। যখন যা মনে ওঠে, অকপটে ব'লে দিই। বাবা অকৃপণ কল্পতরু; ক্ষমাসার। আমার আবদার মেনে নেন, তাই বোধ হয় আমার এত ধার্ষ্টামি। যা হোক্ শেষ পর্যন্ত ৺গঙ্গাসাগর যেতে রাজি হ'লেন। হরেনদার মুখে হাসি ফুটল।

বাবা শাদা থান দুই টুক্‌রো ক'রে পরেন; পাতলা চাদর একখানা গায়ে বা কাঁধে রাখেন, শীতের সময়েও তাই গায়ে চাপান। পৌষের শীতেও ঐ চাদরের ওপর উলের চাদর, জামা, গেঞ্জি বা পাঞ্জাবী কিছুই পরেন না। ঘরের মধ্যে, ক'লকাতায় পাঁচিল-দেওয়াল ঘেরা জায়গায় বাতাসের দাপট সহ্য ক'র্‌তে হয় না। এতে চল্‌লেও চল্‌তে পারে, কিন্তু আমার বা আর কারু চলে না, অবশ্য ক'লকাতার রাস্তাবাসী ভিখিরীরা উন্মুক্ত বাতাসে একখানা ছেঁড়া কাঁথা বা কাপড় মুড়ি দিয়ে রাত কাটায়; তবে তারা তো স্বেচ্ছায় সহ্যকরে না,দারিদ্র্য তাদের সহ্য করায়। বনে-পর্বতে সাধুরা ধুনি জেলে মুক্ত বাতাসে শীতে গ্রীষ্মে থাকেন,তাঁরা শীত জয় করেছেন মনে হয়। তবে তাঁরা তো গাঁজা,আফিং,চরসসেবী; তাঁরা যখন অধিক মাত্রায় ঐসব সেবন করেন তখন তাঁদের মনেরই ক্রিয়া থাকে না। সুতরাং শীতবোধ হ'বে কোথা থেকে! বাবা যে নিরামিষাশী, মাদক-দ্রব্য ত্যাগী, তার গন্ধ পর্যন্ত সহ্য ক'র্‌তে পারেন না; তাঁর পক্ষে ক'লকাতার আশ্রমের বাইরে মুক্ত বাতাসে ভয়ানক কষ্ট হ'বে ভেবে বিশেষ চিন্তিত হ'লাম। হরেনদা চ'লে গেছেন; অগত্যা ধরম-প্রকাশকে দিয়ে বাজার থেকে একটা সোয়েটার কিনিয়ে আনালাম; ইচ্ছা যদি বেশী শীত লাগে ৺গঙ্গাসাগরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, তবে গায়ে দিয়ে দেওয়া। তিনি তো নিজে দেবেন না গায়ে? আগে জান্‌তে দিলাম না। বাবা দোকানের কিছু খান না, উন্মুক্ত স্থানেও খান না, খাওয়া-দাওয়া করেন নির্জনে; একাকী পথে চল্‌তে সে ভাব রক্ষা করা বড় দুঃসাধ্য। ভাব্‌লাম বিশেষ প্রয়োজনে, বিশেষ ক্ষেত্রে নীতি লঙ্ঘন

দোষের হ'বে না যখন যাচ্ছেন ৺গঙ্গাসাগরে; যাবেন ষ্টিমারে, যাতায়াতে তিন দিন মাত্র। ৺গঙ্গাসাগরে পৌষসংক্রান্তির সময়ে ফলমূল কি পাওয়া যাবে না যাবে ভেবে দুইজনের উপযোগী ঘিয়ের কড়াপাকের লুচি এবং একটু হালুয়া ক রে দুটি কৌটোয় ভ'রে দিলাম। ধরম রাত্রিতে গায়ে চাপাবার জন্য একটা কম্বল্ নিলে। বাবা সোয়েটার দেখে খুবই ক্ষুণ্ণ হ'লেন। ব'ল্লেন—"আমাকে বাস্তাশী বানাতে চাও; তুচ্ছ দেহের সুখের দিকে তাকাতে গেলে সাধনজীবনে বেশী পরমুখাপেক্ষী হ'তে হ'বে ব'লে ত্যাগ ক'রেছি, তাইই আবার ব্যবহার করিয়ে আমাকে বিপদে ফেলতে চাও। মানুষ অভ্যাসের দাস। আবার অভ্যাসের ব'লে আসাধ্য সাধন ক'র্তে পারে। সঙ্গের দোষে এবং অভ্যাসের ফলে যেমন মানুষ পশুতে পরিণত হ'তে পারে, তেমনি সঙ্গের গুণে এবং অভ্যাসের বলে মানুষ নিজেকে দেবত্বে উন্নীত ক'রতে পারে। সদ্গুরুর কৃপায় নাম, জপ, ধ্যান অভ্যাসের ফলে মানুষ জন্মজন্মান্তরের দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারে। তুমি এতদিন মঠে এসেছ, কোনও দিন কোনও সময় আমাকে জামা, সোয়েটার প'রতে দেখেছ কি? আর আমাকে না জানিয়ে অনর্থক পয়সা খরচ ক'রে এ সোয়েটার আনিয়েছে! ও সব আমার দ্বারা ব্যবহৃত হবে না, আমি নদীর তীরে এসে আবার ডুব্তে চাই না। শীতে আমাকে কষ্ট দেবে না; ভগবান্ নিশ্চয়ই আমার ব্রত ও নিয়ম রক্ষা ক'রবেন। ও সব দিয়ো না, ওসব নিয়ে যাওয়া হবে না।'

আমি—ওসব প'রতে দেখিনি; কিন্তু বিদেশে যদি শীতে বেশী কষ্ট পান, ঠাণ্ডা লেগে অসুখে পড়েন, তাই আনিয়েছি, ওটি সঙ্গে থাক, যদি দরকার না হয়, গায়ে দেবেন না।

দুই দিন পরে ফিরে এলেন। ধরম প্রকাশ সব ফিরিয়ে এনেছে। ক্ষোভ প্রকাশও ক'র্লে, আমি তাকে কেবল বোঝাই বইয়েছে ব'লে; যখন দু'দিন ২টি আপেল ও দু'টি কলা ও দু'টি সন্দেশ ছাড়া কিছু খান নি, তখন সে বাবার আদেশে নিজের প্রয়োজন মত রেখে সব ৺গঙ্গা-সাগরে কোনও সাধুসন্তকে তো দিতে পার্ত; সেও শেষ পর্যন্ত অতি

সামান্য মাত্র খেয়েছে, আর বোধহয় আমার বোকামি প্রমাণ করার জন্য ফিরিয়ে এনেছে। যাতায়াতের সুবিধে অসুবিধের কথা জিজ্ঞাসা করাতে ব'ল্লে—"ভগবানের কি অশেষ দয়া, আর বাবার কি অসীম মাহাত্ম্য? হরেন-দা ষ্টীমারে উঠিয়ে একটা জায়গায় বাবার কম্বল আসন পেতে দিলেন। বোধহয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল। নতুবা এত ভিড়ের মধ্যে এমন সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায় না; হরেন দা ডান দিকে আমি বাঁদিকে তাঁর আসনের পাশেই ব'সে পড়লাম। আমার চোখে ঘুম নেই, কি জানি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, আর বাবার প্রয়োজনে আমার সাড়া না পান, এই ভয় পেয়ে ব'সল। বাবার কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; আসনে বসেই ধ্যানস্থ হ'লেন। ষ্টীমারে ভারতের নানা স্থানের নানা ভাষাভাষী তীর্থযাত্রীদের কোলাহলে কান ঝালাপালা হোয়েছিল; আদৌ নামে মনে এক ক'র্‌তে পারিনি; মুখে নাম ক'রেছি, কিন্তু কানে তাদের ভাষা গেছে, চোখে তাদের বিচিত্র রূপ, বিচিত্র ব্যবহার, বিচিত্র ভাবভঙ্গী দেখেছি, শুনেছি; তীর্থযাত্রায় তীর্থদেবতাকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে যেতে হয়; আমার মনেও সে ভাব ছিল না। আমি শুধু তোমার তাগিদে বাবার সুবিধে অসুবিধে দেখ্‌বার জন্য এসেছি—এই ভেবিছি; আর আমার তো তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প ছিল না; তারা তো তীর্থ ক'রতে দূর-দূরান্তর থেকে কত পয়সা খরচ ক'রে, কত কষ্ট ক'রে এসেছে তাদেরও সে ভাব দেখিনি। শুধু যেন একটা খেয়ালের বশে এসেছে এবং দেহের সুখ-সুবিধে নিয়ে ব্যস্ত। অনেক সাধুও বড়বাজারের ধনী ধর্মলোভী ব্যবসায়ীদের পয়সায় স্থান পেয়েছিলেন, ২।১ জন নাগা সন্ন্যাসী ভিন্ন সকলকেই দেখে মনে হলো বহির্মুখী; শুধু দেশবিদেশে ঘোরে এবং পয়সা উপায় তাদের ব্রত। যা হোক্, বাবার কোনও কষ্ট হয়নি। তবে একদিনও পায়খানা যাননি, হরেনদা-ই ঘাটে গিয়ে বাবাকে নামালেন, আমাকেও নামাতে হয়নি। আমি কেবল পুঁটুলি আগ্‌লাচ্ছিলাম, পুঁটুলি নিয়ে কোথাও যেতে নাই। তাতে পুঁটুলিতে মন পড়ে থাকে, আসল কাজে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মন দেওয়া যায় না। হরেন-দা বাবাকে স্নান করিয়ে স্নান সেরে

আমার স্নানের ব্যবস্থা ক'র্লেন। সাগর মেলা '৺গঙ্গামায়ী কি জয়', 'মহর্ষি কপিল মহারাজ কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত। আমার মহর্ষি কপিলের মন্দিরে যাওয়া হয়নি। হরেন-দা বাবাকে নিয়ে ৺গঙ্গা মায়ের মন্দিরে এবং মহর্ষির মন্দিরে পূজা করিয়ে নিয়ে আসেন; নিজেও পূজো দিয়েছেন। বাবা ষ্টীমারে উঠে আবার আসনে ব'সে ধ্যানস্থ হলেন। আর আশ্চর্য এবার সাগরে একদম শীত নাই। বাবা তো মঠে যা ব্যবহার করেন, তার বেশী কিছুই ব্যবহার করেন নি। আমাকেও ব্যবহার ক'র্তে হয়নি। সাগরে নাগা, উদাসী, বৈষ্ণব সাধুদের ভিড় বেশী দেখলাম; দণ্ডী সন্ন্যাসী মাত্র ১২ জন চোখে প'ড়লেন; আর বাঙ্গালীর চেয়ে অবাঙ্গালী তীর্থযাত্রী বেশী। ভিড়ে সাধন হয় না সাধারণের; কোন কোনও সাধুকে কয়েকদিন এসে আছেন মনে হ'লো; তাঁদেরও সাধনার দিকে মন দিতে দেখিনি; কেবল যাত্রীদের দিকে নজর; কার কাছ থেকে কত পাবেন, কে কত পেলেন সেদিকেই নজর। যাক্ হয় তো ৺গঙ্গাসাগরে স্নান জীবনে হোতো না। কথায় বলে "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ"; বাবার চরণতলে স্থান পেয়েছি ব'লেই পদ্মফুলের মধু খেতে খেতে দিবাবসানে পদ্মের মধ্যে আটকে যাওয়ায় পরদিন সূর্যোদয়ের আগে পূজারী তুলে নিয়ে শিবের মাথায় চড়ানোয় মৌমাছির যেমন দেবস্পর্শ পাবার সুযোগ হ'য়েছিল, আমারও তেমনি ৺গঙ্গাসাগরে স্নান হ'য়ে গেল। এখন তোমার ভাগ্যে হ'বে কিনা তা তোমার ভাগ্যদেবতা জানেন!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[প্রত্যাবর্তন, প্রতিক্রিয়া]

বাবাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে হরেন-দা চ'লে গেছেন। বাবাকে যেয়ে প্রণাম ক'রলাম। বাবা তখনই শৌচে গেলেন। আমি ততক্ষণে ঠাকুরের পুজোর ও বাল্যভোগের ব্যবস্থা সেরে ফেল্লাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে শৌচ সেরে এসে স্নান ক'রে বাবা আহ্নিক ক'র্তে গেলেন।

আমি পূজো সেরে নিলাম এবং তাঁকে কিছু খাওয়াবার জন্য তৈরী হ'লাম। ধরমপ্রকাশের কাছে যা শুনেছি, তাতে তাঁকে ৺গঙ্গাসাগরে পাঠিয়ে নিজকে খুব অপরাধী মনে ক'র্‌ছি; তাঁর নিত্যকার নিয়ম-নিষ্ঠায় ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রেছি, তাঁর ধ্যানপূজো যথাযথ হয়নি ভেবে মর্মে মর্মে মরে যাচ্ছি। কখনও ভাব্‌ছি, সাধুরা তীর্থে তীর্থে ঘোরেন, তাঁদের সাধনা ও পাদস্পর্শে স্থানবিশেষ তীর্থে পরিণত হয়; সংসারের নানা জ্বালায় জর্জরিত, সাধুসঙ্গ লাভে বঞ্চিত সাধারণ লোকে তাঁদের দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় ক'রে, ভাগ্যবান্ হ'লে তাঁদের কৃপা পেয়ে কাম-কামনার রাজ্য থেকে মুক্ত হ'য়ে যায়। বাবা তো সহরের বুকে থেকেও গিরিগুহাবাসীর মত থাকেন, সেই ২৫।২৬ বছর বয়সের পর কোথায়ও যান নি, এমন কি মঠের বাহিরেও কদাচিৎ বাহির হন; নিত্য নিরন্তর সাধন ও স্বাধ্যায় নিয়ে থাকেন; যাঁরা জানেন ও চেনেন, তাঁরাই আসেন আর কদাচিৎ অনুসন্ধানী ভাগ্যবান্ ধর্মপিপাসুকে সঙ্গ দিয়ে ধন্য করেন। "বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।" (গীতা ১৩।১০) এবং "বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ"। (গীতা ১৮।৫২) শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় এই উক্তিদ্বয়ের প্রতিমূর্তি তিনি। তাঁর তো সাধারণের দিকে তাকান উচিত; কখন কখন বাইরে বেরিয়ে সঙ্গ দেওয়া উচিত; আবার ভাব্‌ছি, বৃহদারণ্যকোপনিষদুক্ত ব্রাহ্মণত্বের সাধনা তাঁর। সকলপ্রকার এষণা—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা থেকে মুক্ত, সকলপ্রকার আসক্তি—দেহ-গেহাদির প্রতি, সকলপ্রকার কামনা,—স্বর্গাদি লাভের, থেকে মুক্ত হ'য়ে ধারণাধ্যানসমাধি অভ্যাসের দ্বারা খণ্ডপরিচ্ছিন্ন জীবত্বের গণ্ডী থেকে মুক্ত হ'য়ে যে অবস্থায় "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে।" [চাই ব্রহ্ম, রুদ্র, বিষ্ণু গ্রন্থিভেদ, চাই সকল প্রকার সংস্কারের অতীত হওয়া, চাই সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ সকল কর্মফলের ক্ষয়, তবেই তো কৃতকৃত্য হবেন, তবেই তো ব্যক্তঅব্যক্তরূপে বিরাজমান সত্তাকে সমাধিতে ও ব্যুত্থানে একভাবে দেখবেন, তার জন্য চাই তীব্র সংবেগ, প্রাণপাত সাধনা]

সে তাঁরই সাধনা, বাবারও তাই। এমন অবস্থায় পৌছান তাঁর লক্ষ্য ; তাঁকে পাঠান অন্যায় হ'য়েছে।" বাবা প্রাতঃকৃত্য সেরে সাড়ে নয়টায় নামলেন ; আমি একটু জল খেতে ব'ল্‌লাম। ব'ল্‌লেন—তোমাদের সন্ধ্যা পূজাদি হ'য়েছে ? যাও করোগে আমি নিয়ে নেবখন। অর্থাৎ নিজের অসুবিধার দিকে লক্ষ্য নাই। আমাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য, আমাদের জীবন ধন্য করার দায়িত্বে সজাগ। চোখে জল এল। দুদিন কষ্ট হ'য়েছে, হরেনদা ও আমার নির্বন্ধাতিশয়ে এই দুর্ভোগ ভুগেছেন, তবুও আমার কল্যাণ চিন্তা। এমন দয়াময়ের দয়া পেয়েছি ব'লেই বোধ হয় জীবনের পথে চল্‌তে পারছি ; এখনও হাত ধ'রে ধ'রে চালাচ্ছেন, তাই চ'ল্‌ছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[মুমুক্ষুর কর্তব্য]

বিকালে যেয়ে প্রণাম ক'র্‌তেই ব'ল্‌লেন—মুমুক্ষুর পক্ষে নির্জনে একাকী থাকা একান্ত প্রয়োজন, লোকসংঘট্ট থেকে দূরে থেকে নিত্য নিরন্তর সাধন ও স্বাধ্যায়ে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে, জপে, কীর্তনে, স্মরণ-বন্দনে লিপ্ত থাকা উচিত। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ; সে সর্বদা বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে ঘুরতে চায় ; যা পায়, তাই নিয়ে জাবর কাট্‌তে চায় ; সুতরাং সে যদি নিত্য নতুন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পায়, তবে তার পোয়াবারো। সে সাধককে বেশ খেলাতে পারে। এক জায়গায় এক আসনে অভ্যস্ত হ'লে সে বিক্ষেপ ঘটাবার সুযোগ পায় কম ; মুমুক্ষু আপনাতে আপনি মগ্ন হবার সুযোগ পান। জীবনে ঘোরার সময়ে দেখেছিলাম, আর ঠাকুরের (মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের) কাছে শুনেছিলাম এবার আবার দেখ্‌লাম। জগৎ কত পরিবর্তিত হ'য়েছে। আগে লোকে সাধনায় সহায়তা করতো, এখন সহায়তা করা দূরে থাকুক, বিঘ্ন ঘটাতে ওস্তাদ। ভয়ও নাই, ডরও নাই ; সময় নাই, বাহিরে তাকাবার নিজের কাজ এত। তবুও ষ্টীমারে আসনে ব'সে

যখন সম্মুখে পশ্চাতে-ডাইনে-বামে অগাধ, দিগন্তহীন জলরাশি আর ঊর্ধ্বে বিরাট্ বিস্তৃত নীলাকাশ চোখে প'ড়েছিল তখন এদের আশ্রয়, সকলের আশ্রয় গোবিন্দের চরণে বারবার মাথা লুণ্ঠিত হোচ্ছিল। আর সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় গোবিন্দকে ভুলে জীব কেমন ক'রে জগতে ধূলিকণা নিয়ে ভুলে আছে ভেবে দুঃখ জাগ্‌ছিল। কথা হোচ্ছিল হরেন-দা আবার এলেন—থালাবাটী, কমণ্ডলু, নানাবিধ ফল, শীতবস্ত্র, ধুতি চাদর নিয়ে তীর্থ ক'রে এসে গুরুপূজা ক'রতে। হরেনদার মত গুরুসেবী গৃহীভক্ত কদাচিৎ দেখা যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[তীর্থে কর্ত্তব্য]

বাবা ব'ল্‌লেন—আপনার (হরেনদাকে) আগ্রহাতিশয্যে ও ভক্তির আবদারে ৺গঙ্গাসাগরে যাওয়া হ'ল। তীর্থে যাওয়া উচিত, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নয়, তীর্থে যেয়ে একান্তে তীর্থদেবতার ভাবে ভাবিত হ'য়ে জপ-আরাধনায় কাটাতে পারলে, তীর্থ দেবতার কৃপা পাওয়া যায়; অন্ততঃপক্ষে তিন দিন তিন রাত্রি তীর্থে বাস করা উচিত। পাল-পার্বণে তীর্থে অত্যন্ত ভিড় হয়; তখন নির্জন স্থান মেলে না; নানা গণ্ডগোলের মধ্যে মন বিক্ষিপ্ত হয়। মন সাধারণতঃ চঞ্চল হয়। বিশেষ নতুন জায়গায় গেলে নানা ভাষাভাষীর সংসর্গে সে আরও চঞ্চল হয়। বিশেষ বিশেষ যোগে অবশ্য মহাত্মারা তীর্থাদিতে নেমে আসেন। তাঁদের পাদস্পর্শ করার বা আশীর্বাদ পাবার সুযোগ হ'তে পারে। কিন্তু তা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আর যাঁদের ঘটে তাঁদের ঘরে ব'সে গুরুদত্ত সাধনা শ্রদ্ধার সঙ্গে ক'র্‌লে গুরুকৃপাতেই সব মিলে যায়। দরকার মনকে স্থির করা। যত দিন দেশ-বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা থাকে, নিত্য নতুন সাধকের কাছে যাবার বাসনা থাকে, শ্রুত বিষয়ের মনন-নিদিধ্যাসনে মনোযোগ না দিয়ে পল্লবগ্রাহিতা থাকে, ততদিন প্রকৃতি ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়; শান্ত হ'য়ে এক জায়গায় ব'সতে

দেয় না, বস্তুও লাভ হয় না। বস্তু-সিদ্ধি বিচারের দ্বারা। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যেয় বিষয়ে নিত্য নিরন্তর থাকায় তা হয়। সাধনায় নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন, খামখেয়ালীভাবে ক'র্‌লে কিছুই হয় না। মন এমন পাজি যে একবার লাগাম ছাড়া পেলে, তাকে বাগে আনতে অনেক বেগ পেতে হয়। সেইজন্য আগে তীর্থাদিতে গেলেও এখন আসন ছাড়তে ইচ্ছা করে না। হয়তো কখনও ৺গঙ্গাসাগরে স্নান ক'রবার, সমুদ্রদর্শনের ইচ্ছা জেগেছিল, কামনা অপূর্ণ রেখে গেলে আবার জন্ম-জরামৃত্যুর কবলে প'ড়তে হবে; তাই ভগবান্ কৃপা ক'রে আপনাদের মধ্যে প্রেরণারূপে আবির্ভূত হ'য়ে করিয়ে নিলেন। হরেন-দা বার বার প্রণাম ক'রছেন আর বাবার চরণধূলি মস্তকে, সর্বাঙ্গে মাখছেন; আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি [বাবা কি আমার মনের কথা জেনে এরূপ ব'ল্‌ছেন; আমার তীর্থাদিতে ভ্রমণের ইচ্ছা হয়, সেখানে গেলে হয়তো বিশেষ কিছু লাভ হবে ভাবি; তিনি কি ইঙ্গিতে জানাচ্ছেন, তীর্থাদি ভ্রমণের সত্যই কোন প্রয়োজন নাই সত্যানুসন্ধিৎসুর; কোন স্থানে নির্জনে একান্তে স্বাধ্যায়, সাধন, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ক'র্‌লে গুরুকৃপায় ঘরে ব'সেই সন্ত-মহাত্মদের কৃপা পাওয়া যায়; চৈত্যগুরু আকাঙ্ক্ষিত সন্তের রূপ ধ'রে সব ব'লে দেন, করিয়ে নেন। চাই ঐকান্তিক আগ্রহ। পাণিনি ব্যাকরণ শিক্ষার্থী বাঙ্গালী ব'লে প্রত্যাখ্যাত ভার্গব যোগত্রয়ানন্দ স্বামীজির (স্বনামখ্যাত ডাঃ ইন্দুভূষণ সান্যাল মহাশয়ের পিতৃদেব ৺শশী সান্যাল মহাশয়) ৺কাশীতে বদ্ধ ঘরে সাক্ষাৎ ভাবে মহর্ষি পাণিনির নিকট হ'তে তিন রাত্রিতে মহাভাষ্য শিক্ষা সম্ভব হয় হৃদয়ের ব্যাকুলতায়, আগ্রহের আতিশয্যে] আমিও আর কিছু না ব'লে প্রণাম ক'রে চ'লে এলাম।

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

[ভগবানের কৃপা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না]

বাবা তিন দিন মঠে ছিলেন না, কয়েকজন ভক্ত এসে ফিরে গেছেন। আর এ কদিন কেবল চক্রের মত ঘুরেছি, পাছে সন্তোষ বাবু ক্ষুণ্ণ হন। তাঁর জিজ্ঞাসার আগে ব'লেছি, প্রয়োজনের আগে কাজ গুছিয়ে দিয়েছি, জপ পূজো 'নমো নমঃ' ক'রে সেরেছি। বাবা, কাল ফেরায় আজ প্রাণভ'রে জপ ক'রেছি; প্রসাদ পেয়ে ঘরে আস্তেই কুমুদবাবু এলেন। বেলা প্রায় আড়াইটা হ'বে। হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম শব্দ উচ্চারণ ক'র্লেন আমিও 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়' ব'ললাম। ঘরে কুশাসন ছিল, তাতে ব'স্তে দিলাম। শীতকাল; তার ওপর বৃদ্ধ মানুষ; বেশ জড়সড় হ'য়ে মাথায় চাদর জড়িয়ে ব'সে প'ড়লেন।

আমি—এ কয়দিন আসেন নি কেন? সব কুশলতো?

কুমুদবাবু—শারীরিক কুশল, কিন্তু মন নানা চিন্তায় ঝালাপালা। সাধুদের কাছে আস্‌ব বল'লেই কি আসা যায়? তার জন্য জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি চাই। জন্মজন্মান্তরে বিশেষ কিছু করা নেই। সামান্য সুকৃতি ছিল, তাই হয়তো ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হ'য়েছে। নচেৎ সে দিন আপনার গুরুদেবের সঙ্গ পেয়ে বড় আশ্বস্ত হ'য়েছিলাম। তাঁর মধুর হাসি, মধুর বাণী, ভগবৎকথা ব'ল্‌তে বল্‌তে আত্মহারা ভাব দেখে আমার শোক সন্তপ্ত মন শান্ত হ'য়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ তাঁর কাছে ছিলাম সন্তানাদি বিয়োগের কথা, সংসারের কথা কিছুই মনে ছিল না; বহু জায়গায় বহু সন্তের কাছে শোক জালা নিয়ে গিয়েছি, সেদিন এঁর সংস্পর্শে যে শান্তি পেয়েছি একমাত্র ৺বৃন্দাবনে কালীদহের নিকটে ৺রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের কাছে তেমন শান্তি পেয়েছি। এখন অবসর নিয়েছি, দাদা গত হয়েছেন, সংসারের ভার সব আমার ওপর পড়েছে, পয়সা জমাতে পারিনি, তীর্থাদিতে যাবার সামর্থ্যও নাই। আর ৺বৃন্দাবনের আকর্ষণ দুই বাবাজী মহারাজও (৺রামকৃষ্ণদাস বাবাজী ও ৺প্রাণকৃষ্ণদাস বাবাজী) স্বধামে চ'লে গেছেন। ভগবৎ-

কৃপায় আপনাদের সঙ্গ ক'রবার যোগাযোগ হ'য়েছে। আমি অজ্ঞান, অধম, অভাগা; তাই পরমার্থ চাই নি তাঁদের কাছে, চেয়েছিলাম জাগতিক অর্থ; তাতো পূর্বজন্মে না রেখে এলে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া তখন সংসার-মোহে মুগ্ধ, আসলে তখন সদ্ বুদ্ধিই জাগেনি আমার মনে। সাধু-সঙ্গই আমার করা হয়নি, ছোট বেলা থেকে সাধু ভাল লাগলেও। সন্তদের কাছে গিয়েছি বটে, কিন্তু শোকে তাপে জর্জরিত মন শুধু সান্ত্বনাবাক্যই শুনেছে,পরমার্থ তাঁদের কাছে চাইনি। আমার দুরিত থাকায়, সময়ও না হওয়ায় তাঁরাও কৃপা ক'রে ঘাড় ধ'রেকরিয়ে নেন নি। কালে তো সব হবে? অকালে তো কিছু হয় না!

[সাধু সঙ্গ]

আমি—সাধুদের সঙ্গ ক'রলেন অথচ সঙ্গ করা হয় নি—এ কেমন কথা?

কুমুদবাবু—সাধুদের সঙ্গ ঠিক ঠিক ক'রলে সংসার-বাসনা থাকে না,মন ভগবন্মুখী হয়, বিষয়ে নিবৃত্তি আসে; কই আমার তো এর কোনটাই হয় নি! আমি বিয়ে-থা করেছি,একটার পর একটা সন্তান হ'য়ে হ'য়ে মারা গেছে, শোক পেয়েছি, দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছি, আবার সন্তানের পিতা হ'বার বাসনা জেগেছে, আশা ক'রেছি এটী ম'রেছে, পরেরটী হয়তো বাঁচ্‌বে। বার্দ্ধক্যে সেইই আশ্রয় হ'বে। সাধুরা ভগবানের ওপর নির্ভর করেন,জগতের কারু ওপর নির্ভর করেন না; আমি অত্যন্ত নির্বিণ্ণ,নিরাকাঙ্ক্ষ, ভগবানে নির্ভরশীল সাধুও দেখেছি; কই তবুও তো ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রতে শিখিনি! সাধনা পেয়েছি,সকালে বিকালে বেগার ঠেলার মত সন্ধ্যা-আহ্নিক করি মাত্র; অনেক সাধুকে দেখেছি, আসনে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপ করে যাচ্ছেন, কোনও ক্লান্তি নাই, বরং জপেতে আনন্দিত হ'তে দেখেছি, জপে বিঘ্ন ঘটালে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। আর রামকৃষ্ণ দাস বাবাজী তো শেষে সকলকে হটিয়ে দিলেন— "হঠ্ যাও, ভজন মে বৈঠ্ গিয়া"। পরদিন শুনি তিনি আসনে ব'সে জপ ক'রতে ক'রতেই দেহ রেখেছেন। কই এত দেখে, এত শুনেও সাধনে তেমন

আগ্রহ বা নিষ্ঠা জাগেনি তো? সেই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাজ থেকে অবসর নিয়েছি কিন্তু মন তো এখনও বিষয় থেকে অবসর নেয়নি। দাদা ৺বৃন্দাবনে থাকতেন, সংসারের সকল ভার আমার ওপর। সংসারে ভূতের বেগার খেটে গেলাম; সাধুদের কাছে যেয়েও জগতে অসার ত্যাগ ক'রে সার বস্তু নিতে পেরেছি কই; শেষ পর্যন্ত Pension Commute ক'রে ভাইঝির বিয়ে দিয়েছি। কিছুই রাখিনি। এখন যদি দেহ ত্যাগ হয়, পেন্সনের টাকা এলে এ-দেহ শ্মশানে যাবে।

আমি—এত দিন চাকুরি ক'রেছেন, জিনিসপত্র সস্তা ছিল, টাকা পয়সা রাখেন নি কেন?

[ঘুষ নেবার পরিণাম]

কুমুদবাবু—শুধু কি মাহিনে পেয়েছি মাস মাস? ঘুষ নিতে হ'য়েছে জীবনে প্রায় আড়াই লাখ?

আমি—ঘুষ নিতে হয়েছে মানে? আপনি নিজে নেন নি? কে নেওয়ালো।

কুমুদবাবু—পি. ডব্লিউ. ডি.-বিভাগ ঘুষের রাজত্ব; অন্য ডিপার্টমেন্টের খবর রাখিনা; তবে এ বিভাগে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ঘুষের ভাগীদার হ'তে হয়। আমার যখন সন্তান হ'য়ে হ'য়ে মারা যাচ্ছিল, তখন আমি শোকে মর্মাহত; সংসারের প্রতি আমার মর্কট বৈরাগ্য; কে খাবে? কার জন্য পয়সা জমাব?—এই ভাব মনে উঠত; মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে ৺বৃন্দাবনে যাই; আবার দাদার আদেশে বাড়ী ফিরি; চাকুরী করি। কখন কখন মনে হয় "এই যে ঘুষ নিই, এই জন্য সন্তানাদি বাঁচ্ছে না, আর ঘুষ নেব না।" কেহ ঘুষ দিতে এলে—বলি, কেন ঘুষ দিচ্ছেন; আমাদের ওপর যে কাজের ভার পড়েছে, আমাদের চাকুরি-বজায় রাখ্তে হ'লে তাতো করতেই হ'বে; আপনারা টাকা দিলেও ক'রতে হ'বে, না দিলেও ক'রতে হ'বে। মাঝখানে আপনাদের টাকাটা জলে যাবে, ঘুষ দিতে আসবেন না।" আমার কথা কোনও সহকর্মীর কানে যায়। সে

যেয়ে চীফ্ ইনজিনিয়ার-কে সব ব'লে দেয়। আমাকে ডাকিয়ে তিনি ব'ললেন—"ভট্‌চায্! তোমার হয়তো টাকার দরকার নেই, অন্তের তো দরকার আছে! তুমি না নেও, দিতে এলে তুমি বাধা দিও না; যদি তোমাকে ভাগ দেয়, তোমার প্রয়োজন না হয়, জলে ফেলে দিও তোমার ভাগ!" এর পর নিজ হাতে কোনও দিন ঘুষ নিই নি; কিন্তু সহকর্মীরা যা দিয়েছে তার পরিমাণ প্রায় আড়াই লাখ টাকা। আর টাকা এমন জিনিস যে ও হাতে এলে কাঁঠালের আঠার মত জড়িয়ে যায়, কিছুতেই ওর মোহ কাটান যায় না।

আমি—এত টাকা কি ক'রলেন?

[পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়]

কুমুদবাবু—টাকা কি আর হাতে থাকে? পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। আসে একটী একটী করে, কিন্তু যায় ভাটার জলের মত? রোগের চিকিৎসায়, সংসার-প্রতিপালনে, শোকার্ত হৃদয়ে তীর্থভ্রমণে, দাদার মেয়েদের বিবাহ প্রভৃতিতে জলের মত টাকা ব্যয় হ'য়েছে। তবে ভগবান্ আমার প্রতি দয়ালু। তিনি দয়া ক'রে, মন্দির, বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, নাট-মন্দির করিয়ে নিয়েছেন। তবে আমি ভারবাহী গর্দভ; আমার বা আমার শেষ সম্বল একমাত্র পুত্রের জন্য কিছু রাখিনি, মন্দিরাদির সেবাইত এখন আমার দাদার জামাইরা।

[ভূতের কীর্ত্তন]

কুমুদবাবু রোজই আসেন, আদিত্য-হৃদয়, গীতা, চণ্ডী, প্রভৃতি তাঁর কণ্ঠস্থ; ধর্মকথা ছাড়া বিষয় কথা বলেন না; আর মাঝে মাঝে নানা শাস্ত্র থেকে নানা শ্লোক বলেন। একদিন বললেন—দাদা! ধর্মের পথ বড় সূক্ষ্ম, অতি দুর্গম। খুব সাবধানে মনকে যাচাই ক'রে না চল'তে পারলে কোথায় নিয়ে ডুবাবে তার ঠিক নেই। একদিন ৺বৃন্দাবনে কালীদহ থেকে ফিরছি, রাত্রি সাড়ে আটটা হবে। একটি চৌমাথায় এসে পৌঁছিয়েছি; হঠাৎ ডান দিক্ থেকে খোল-করতাল সহ

হরিনাম সংকীর্তন কানে গেল। পথ দিয়ে আসছিলাম, তার ডান দিক দিয়ে যে রাস্তা এসেছে, সেই রাস্তার ধারে মনে হ'ল। বড় মধুর সঙ্কীর্তন। সুতরাং শুন্‌বার জন্য আগ্রহ হ'ল। এক-পা দুপা ক'রে এগুতেই একটা ভাঙ্গা বাড়ী চোখে পড়ল। কাছে যেতে নাম থেমে গেল। আবার চৌমাথায় ফিরি; আবার ঐ কীর্তন শুনি; এগিয়ে যাই, কীর্তন বন্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত রাত্রি প্রায় ১১টার সময়ে বাসায় ফিরি। দাদা বকতে লাগলেন, এতক্ষণ বাইরে থাকায়। আমি কীর্তনের কথা বলায় ব'ললেন "তুই আগে শুনিস্ নি, ওখানে ভূতেরা নাম কীর্তন করে।"

কুমুদবাবু—ভূতেরা কীর্তন করে, এ কেমন কথা? "এক হরিনামে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্য নাহি তত পাপ করে"; তবে এদের মুক্তি হয় না কেন?

[নামে অধিকার]

হেমবাবু (দাদা)—আগে নাম করার অধিকারী হ'তে হয়। মহাপ্রভু বলেছেন না "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

সে অধিকারী কয় জন? তারপর ধামে বাস ক'রে যারা নাম-অপরাধী হয়, তাদের তো ক্ষমা নাই। পরনিন্দা, পরচর্চা, পরদারা গমন, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, গর্ব, কলহ, উচ্চভাষণ, কর্কশ ভাষা-ব্যবহার, রোদন, অনুগ্রহ, নিগ্রহ, এক হাতে প্রণাম, দেবতায় দেবতায় ভেদবুদ্ধি, প্রতারণা প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার অপরাধ বর্জিত হ'য়ে নামের সাধন না ক'রতে পা'রলে সদ্‌গতি লাভ হয় না। কলির জীব সাধারণতঃ পাপপ্রবণ, দুর্বলচিত্ত; তারা সহজে হতাশ হ'য়ে পড়ে। পাপকর্ম করার পর যখন বিবেক জাগে, তখন আত্মহত্যাদি আরও গুরুতর পাপ ক'রতেও পিছপাও হয় না। তাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য, মহদনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য দয়ার নিধি ভক্তেরা নামমাহাত্ম্য প্রকাশ ক'রেছেন। নাম ক'রতে ক'রতে নামানন্দে সব পাপ কেটে যায় অনুতাপীর। যে পাপ ক'রে অনুতপ্ত হয়, পুনরায় পাপের অনুষ্ঠান না করে, ভগবানের নাম নিয়েছি, আবার অন্যায় কোর্‌ছি অনন্ত নরকেও

আমার স্থান হবে না—ভেবে, যে নামাশ্রয়ী জীবনতরী চালায়, সেইই সর্বপাপ বিনির্মুক্ত হয়। কিন্তু যারা পাপ ক'রে অনুতপ্ত হয় না, সাধু সেজে নামাশ্রয় ক'রে পরবঞ্চনা করে, তাদের সদ্‌গতি হয় না কখনও। অভ্যাসের বশে নাম করে, তাদের নামে মনে এক হয়নি। ৺বৃন্দাবন-বাসী অধোগামী পতিতরাই অভ্যাসবশে খোল নিয়ে কীর্তন করে।

[প্রতিক্রিয়া]

বড় আশ্চর্য্য ঘটনা। বড় শিক্ষণীয় বিষয়। সাধন পথে এসেছি; গুরু আশ্রয় করেছি, ভেবেছিলাম কেল্লা ফতে কোরেছি; এখন দেখ্‌ছি, সবে পথ-চলা শুরু হ'য়েছে। পথে অনেক বাধা, অনেক প্রলোভন। মায়া তার গণ্ডী থেকে কিছুতেই সহজে বের হ'তে দেবে না। শম, দম তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান প্রভৃতি বা যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি অভ্যাসের মাধ্যমে না চ'ললে, সদসদ্‌-বিচার না থাক্‌লে, শ্রবণ, মনন, কীর্তন বন্দনের দ্বারা অব্যর্থকালত্বের ব্রত না উদ্‌যাপিত হলে, কাম, ক্রোধ, মোহ প্রভৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে জীবনে লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হ'বে না; বরং মনুষ্যেতর যোনিতে যেতে হ'বে। ভীষণ ভয়ে ভীত হ'লাম। "ঠাকুর! তুমি করুণাবরুণালয়; তুমি নিত্য, শুনেছি তোমার করুণাও নিত্য অজস্র ধারে ঝরছে। আমি অজ্ঞ, মূঢ়, শক্তিহীন, ভক্তিহীন। তুমি কৃপা ক'রে তোমার করুণা বুঝ্‌বার ক্ষমতা দাও, ধ'রে রাখ্‌বার শক্তি দাও। সংসারগহন-অরণ্যে অজ্ঞান নিবিড় আঁধারে তুমিই মাত্র আলোকবর্তিকা হও; তুমি হাত ধ'রে নিয়ে চল। "চলি তব পথে না পড়ি ভ্রমেতে গহন সংসার-কাননে।"

[কুমুদ বাবুর আশ্চর্য দেহত্যাগ]

কুমুদবাবু বড় সরল, বড় সত্যবাদী। জীবনে নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে তাঁর জীবন হ'য়েছিল, সুন্দর; চ'লতে ফিরতে ভগ-বচ্চিন্তাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়েছিল; যতদিন মঠে এসেছিলেন, তাঁর মুখে কদাচিৎ বিষয়ের কথা শোনা যেত; কদাচিৎ কখনও পিতা হয়ে

পিতার কর্তব্য ক'রে গেলেন না ব'লে অনুশোচনাও ক'রতেন। আবার কখনও ব'লতেন "আমি তো আর স্বাধীন নই, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, এসেছি মাতা-পিতার ইচ্ছায়, আমার কামনা-বাসনার জন্য এবং আমার বাবা-মার ও ভাই-বন্ধু-দারা-সুতের কর্ম ফল ভোগ করাবার জন্য কর্মফলদাতা বিধাতার ইচ্ছায়। যে পুত্ররূপে এসেছে, সে-ও তার কর্মফল ভোগ করার জন্য, ক্রিয়মাণ সংগ্রহ করার জন্য এসেছে; তার কপাল নিয়ে সে এসেছে, আমি তার কপাল কি গড়ে দিতে পারি? না কেউ পারে? একমাত্র সেই অঘটনঘটনপটীয়ান্ ভগবানই পারেন। আমি মোহগ্রস্ত তাই না বুঝে মাঝে মাঝে হা-হুতাশ করি। ধর্মোপার্জন তো হ'ল না, পার্থিব টাকাকড়ি তাও জমাতে পারিনি; যাদের প্রাপ্য তারা আদায় ক'রে নিয়েছে, শেষ পর্যন্ত নিজের পেন্শনের অর্ধেক Commute ক'রে দাদার ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছি এখন পেনশনের টাকা আসবে, তার পর এ-দেহ শ্মশানে যাবে।" কুমুদ-দার মৃত্যুও আশ্চর্য-জনক। রোজ বিকালে আসেন, সর্বক্ষণ ভগবৎ প্রসঙ্গ, শাস্ত্রার্থ নিয়ে কাটে, কদাচিৎ কখনও সংসারের তিক্ততা, জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ওঠে। ৩১শে জুলাই, ১৯৪৯ এ এলেন, আর আসেন না। বাবার শরীর খারাপ, আশ্রমে অন্য গুরু-ভাইরা কেউ-ই নাই; তিনি থাকেন আমহার্ষ্ট রো-তে। যাবার ফুরসুৎ পাই না; বাবা তাঁর সংবাদ নিতে ব'ললেন। ২৮শে আগষ্ট সন্ধ্যায় অব্যবহিত পূর্বে তাঁর সন্ধান নিতে গেলাম, দেখ্লাম তিনি খুবই অসুস্থ; Prostrate হ'য়েছে; ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করান হচ্ছে। শুনলাম ৩১।৭।৪৯ বাড়ী যাবার পথে করো-নারি-রোগে আক্রান্ত হন; সেখান থেকে শয্যাশায়ী। ব'ললাম—দাদা, সন্ধ্যা হ'য়েছে, গায়ত্রী মনে আছে? জপ করুন। ২।৩ বার আঙ্গুলের কড়ে জপ্লেন; জপ কেটে গেল। ছেলে অমরনাথ ও স্ত্রী পাশে ছিলেন; বারবার ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিয়ে দিতে ব'ললাম। "আপনি এসেছেন, আর আমার ভয় নাই, আমার পারের উপায় হ'বেই হবে" বললেন, কুমুদ-দাদা। তাঁর বিশ্বাস, সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখে শরীর রোমাঞ্চিত হ'লো। ১লা সেপ্টেম্বর বিকালে সংবাদ নিতে গিয়ে স্তম্ভিত হ'লাম। শুন্লাম

সকালে পেন্‌শনের কাগজে সহি ক'রে দিয়েছিলেন, তারপর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে দিয়ে তুলসী গঙ্গাজল দিতে ব'লেছিলেন, আর তাঁর প্রাণের ঠাকুর গোবিন্দকে নামিয়ে দিতে ব'লেছিলেন। পুষ্প, চন্দন ও তুলসী গোবিন্দের মাথায় চাপিয়েছিলেন আর অঝোরে কেঁদেছিলেন ; কাঁদতে কাঁদ্‌তে শুয়ে পড়েন আর গোবিন্দ তাঁকে হাত ধরে বোধ হয় নিয়ে যান। ধন্য কুমুদদা, আপনার সাধনা ; শুনেছি "যোগেনান্তে তনুং ত্যজেৎ" ঃ তাই গৃহস্থ হয়েও অন্তিমকালে যোগিজনকাম্য গোবিন্দ স্মৃতি, গোবিন্দ নাম নিয়ে কর্মভূমি মর্ত্যধাম ত্যাগ ক'রেছেন। ভগবান্ কারু একচেটিয়া নয়। যেই তাঁকে প্রাণ দিয়ে চায়, সেই-ই তাঁকে পায়, তা সে গৃহীই হোক্ আর সাধুই হোক্।

[কুমুদবাবুর দেহত্যাগ ; বাবার প্রতিক্রিয়া]

বাবাকে কুমুদবাবুর দেহত্যাগের কথা ব'লতে খুবই আনন্দ ক'রলেন। ব'ললেন—যখন জন্ম হ'য়েছে, মৃত্যু তো হ'বেই। এ-শরীর চিরকাল থাক্‌বে না ; আজ হোক্, কাল হোক্ এ শরীর যাবেই। অথচ এই মানুষ শরীর ধারণ ক'রে জীব প্রারব্ধ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়-মাণের দ্বারা জীবনের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ ক'রতে পারে, ভগবানকে পেতে পারে। সেই ভগবানকে পাবার চেষ্টা না ক'রে যারা কেবল খেয়ে দেয়ে স্ফূর্তি ক'রে এই দুর্লভ মনুষ্য-জীবন নষ্ট করে, তাদের মত হতভাগা আর নাই। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি না থাক্‌লেও সুমতি হয় না ; সাধু-সঙ্গ ক'রবার ইচ্ছা হয় না; মানুষ ভগবানের লীলাস্থলে-তীর্থাদিতে যায় না ; কেবল স্ত্রীপুত্রকন্যাদির ভরণপোষণ, আত্মীয়স্বজনের তোষণ আর আহার-নিদ্রা-মৈথুন নিয়ে পশুবৎ জীবনযাপন ক'রে জীবন কাটায়। কুমুদবাবু ভক্ত, ভাগ্যবান্। সৎকুলে জন্মেছিলেন, সকল কাজের মধ্যে ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রতেন, পুত্রাদির বিয়োগে সংসারে জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান জেগেছিল, শেষে একটা পুত্র বেঁচে থাকায় ভগবৎ করুণায় বিশ্বাস এসেছিল ; সময় পেলেই সাধুসঙ্গ ক'রতেন, তাঁদের অব্যর্থকালত্বব্রত জীবনে সার ক'রেছিলেন, আর আমার সামনে গীতার "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং

স যাতি পরমাং গতিম্"। এই শ্লোক অনেকবার ব'লেছেন। সুতরাং উহাই তার ধ্যান-জ্ঞান ছিল। মানুষ সারা জীবন নিত্য নিরন্তর যা ভাবে, যা অভ্যাস করে, তাই-ই তার স্বরূপ হ'য়ে যায়। তাই তাঁর এমন সদ্‌গতি, সুন্দর মৃত্যু হোলো। মৃত্যু তো মাত্র পুরোনো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরা। আত্মা তো মরে না, আত্মা অমর। যাঁর কামনা-বাসনা থাকে, তাঁকে আবার এই মর্ত্যধামে আস্‌তে হয়, সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফলে সুখদুঃখ ভোগ ক'র্‌তে হয়। এমনি জন্মপ্রবাহ চল্‌তে থাকে, যতদিন জীব নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্মম, নিরহঙ্কার না হয়। পিছুটান কেটে গেলে, ভগবানের প্রতি প্রাণের টান জাগলে, এ জগৎটা বিদেশ, এখানে কেউ ভালবাসেনা, ভালবাসতে জানে না, একমাত্র ভগবানই ভালবাসার পাত্র ; তিনি সত্যই জীবকে ভালবাসেন, জীবের কল্যাণের জন্য মা যেমন ময়লামাখা সন্তানকে ধুইয়ে মুছে কোলে তুলে নেন.তিনিও তাঁর প্রিয় জীবকে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে খাঁটি ক'রে নেন—এরূপ বিবেক জাগ্‌লে জীব সকল ছেড়ে ভগবানকে নিয়ে থাকে এ-জীবনে এবং জীবনান্তে সেই পরম পিতার কোলে স্থান পায়। ঠাকুরের (মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের) দেহত্যাগ দেখেছি, আজ তোমার কাছে কুমুদবাবুর দেহত্যাগের কথা শুন্‌লাম, এইরূপ মৃত্যুই কাম্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[সত্য-স্বপ্ন—বাবাজির লোটা]

বৈশাখ মাস, ১৩৪৮ সাল, বেলা ৮টা। ৮।০টা হ'বে একজন বৈষ্ণব বাবাজি এসে বড় মন্দিরের উত্তর দিকের বারান্দায় ব'সলেন। তখন ও বারান্দা খোলা। পাশেই প্রকাণ্ড কল্‌কে ফুলের গাছ, মন্দিরের পূবের দিকে একটি বিরাট বনফুলের গাছ। গাছে থোকা থোকা শাদা ফুল ধ'রেছে ; বাবাজি একবার কল্‌কে ফুলের গাছের দিকে তাকাচ্ছেন, একবার পূবের দিকের গাছের দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর পাশে একটা পেতলের ঘটী ; একসের পাঁচ পোয়া জল ধরে। বাবা মন্দিরে পূজোয়

ব'সেছেন। আমি ওপরে সব গোছাচ্ছি। বাবা পূজো ক'রে এসে একটু ফলমিষ্টি খেয়ে ৺ঠাকুরের ভোগ তৈরীর দিকে যান; কারণ উপেন চ'লে গেছে, সন্তোষবাবু কখনও রান্নার দিকে যান না। সীতেশ চন্দ্র গুপ্ত নামে এক ব্যক্তি মঠে থাকেন, বেকার; চাকুরির চেষ্টায় আছেন। মঠে খান, একবেলা লাইব্রেরীতে বসেন এবং মঠের প্রয়োজনীয় কিছু কিছু কাজ করেন। তাঁকে দেখ্‌লাম বৈষ্ণব-বাবাজির সঙ্গে কথা ব'ল্‌ছেন। বাবাজি আস্তে আস্তে মন্দিরের রকে শুয়ে প'ড়লেন এবং এপাশ-ওপাশ ক'রতে লাগলেন। ইতোমধ্যে বাবা পূজো থেকে উঠেছেন; বাবাজির তাদৃশ অবস্থা দেখে তখনই তাকে রিক্‌সা ক'রে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যেতে ব'ল্‌লেন সীতেশ বাবুকে। সীতেশ বাবু তার লোটাটা ছাত্রাবাসের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে একটা গজালে টাঙ্গিয়ে রেখে তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে চ'লে গেলেন। ৩।৪ দিন সীতেশ বাবুকে বৈষ্ণববাবাজিকে দেখ্‌তে পাঠিয়েছিলেন বাবা কিন্তু তিনি ঐ পীড়াতেই দেহ রাখেন! কয়েকমাস কেটে গেছে, খুব সম্ভব কার্তিক মাসের শেষ অথবা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম, অল্প অল্প শীতের আমেজ পড়েছে। একদিন রাত্রি ৩।টা হ'বে স্বপ্ন দে'খলাম। একটি চমৎকার গোপাল ঐ বৈষ্ণব-বাবাজির লোটার মধ্য থেকে গলা বাড়িয়ে আছেন। কেমন আশ্চর্য লাগল; লোটাতে কি আছে না আছে—এ পর্যন্ত কোনও দিন দেখিনি; পরের জিনিসে আগ্রহ ক'রে দৃষ্টি দিবার অভ্যাসও আমার নয়; দেওয়ালে ঘটীটা টাঙানই ছিল, আর কেউ কোনদিন দেখেনি মনে হয়। যা হোক্‌, রাত পোহালে মন্দির খুলে মন্দির মার্জনা ক'রে ফেরবার সময় স্বপ্নের কথা মনে প'ড়ল এবং লোটা নামাতে অবাক্ কাণ্ড। সত্যই কাপড় জড়ান এক গোপাল মূর্তি ঐ লোটার মধ্যে চোখে পড়ল। বড় চমৎকার পেতলের মূর্তি। দেখতেই ভালবাসা জাগল; হৃদয়ে রাখতে ইচ্ছা হোল। বাবা আসন থেকে নামতেই তাঁকে স্বপ্নবৃত্তান্ত (ঘটীতে গোপাল মূর্তি দর্শন) সব ব'ললাম এবং গোপাল প্রতিষ্ঠার জন্য আবদার্ ক'রলাম। বাবা ব'ললেন "গোপাল শিশু, তাঁকে পাঁচবার খাওয়াতে হ'বে, কেমন ক'রে

সম্ভব হ'বে? এমনিতেই যাঁরা আছেন, তাঁদের সেবাপূজো করার তেমন অর্থও নাই, তেমন সেবকও নেই। এমনিই বেশ আছ, তখন প্রতিষ্ঠা করে যথারীতি সেবাপূজো না ক'রলে, অপরাধ হ'বে; পুণ্যভাগী না হ'য়ে পাপভাগী হ'য়ে প'ড়বে। বাবাজি আজীবন তাঁর গোপালকে তাঁর মত ক'রে সেবা ক'রে গেছেন। হয়তো বুঝেছিলেন, তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে, এমনি ব'ললে নাও রাখতে পারি; রেখে গেলে নিশ্চয়ই সেবার ব্যবস্থা হ'বে—ভেবে রেখে গেছেন। আর নতুন কাজ বাড়িয়ো না; যা আছে, তারই সুষ্ঠু সেবা পূজো নিয়ে, ধ্যানধারণা নিয়ে দিন কাটাও, বস্তু লাভ হবেই। বড় হতাশ হলাম; স্বপ্নে দেখা, তারপর প্রত্যক্ষ করা; সর্বোপরি মোহন মূরতি বার বার সেবার তাগিদ দিচ্ছেন। কিন্তু বাবার ইচ্ছে নয় পরিবেশ পরিস্থিতির জন্য, আর আমিও স্বাধীন নই; গোপালকেও ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মনমরা হ'য়ে কাজ কোরছি; বেলা ৯টা হ'বে; বাবা মন্দিরে পূজো সেরে এসেছেন। এমন সময়ে নিমাই (৺প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী) এসে হাজির; তাকেও স্বপ্নবৃত্তান্ত ব'ললাম। সে শুনেই গোপালকে নিয়ে যেতে রাজি হোলো। মন আনন্দে ভ'রে গেল। যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি অনাদর ক'রে দূরে ফেলা যায়? গোপালকে এমনিই ভাল লাগতো, স্বপ্নদর্শনের পর হাতেনাতে পেয়ে সে-ভালবাসা অনেক গুণে বেড়ে গেছিল, কিন্তু নিরুপায় হ'য়ে হয়তো ঐ ঘটীতেই তাঁকে রাখতে হোত। যা হোক্, নিমাই গোপালকে হাস্‌তে হাস্‌তে (প্রায় নাচ্‌তে নাচ্‌তে) নিয়ে গেল। ওরা তখন রাধাপ্রসাদ লেনে থাকে। ওর বাবা রাজেন বাবু মারা গেছেন; একদিন নিমাই-এর মাকে দেখ্‌তে গেলাম। ঘরে ঢুক্‌তেই রূপোর সিংহাসনে নানাবিধ সোণার গহনায় সজ্জিত গোপালকে দেখে কী যে আনন্দ হোলো, তা ভাষায় বলা যায় না। হঠাৎ মনে এসেছিল। "গোপাল, তুমি রাজার রাজা, আবার তুমি দীনাতিদীন, তুমি কখন রাজা সাজ; কখনও দীনাতিদীন প্রজা হও। কখনও রাজার ঘরে গিয়ে রাজসাজে সেজে রাজভোগ খেয়ে তৃপ্ত হও, আবার কখনও দীনাতিদীন ভক্তের ঘরে গিয়ে একটা ফুল, একটি

তুলসী পাতা, একখানা বাতাসা পেয়ে আনন্দে মশ্‌গুল হও। তোমার লীলাখেলা বোঝা ভার। তুমি ছিলে বৈষ্ণব-বাবাজির চির-জীবনের-সাথী, তাঁর সঙ্গে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, কখনও রুটি-চাপাটী খেয়ে কখনওবা ফলমূল পেয়ে কত তীর্থে ভ্রমণ ক'রেছ; কত জায়গাকে তীর্থীভূত ক'রেছ। এসেছিলে মঠে, দিলে দেখা মাদৃশ অভক্তকে অপা-রগ্‌কে; তুমি গৃহহীনে গৃহ দাও, পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘাও, মূর্খকে বাচাল কর, তুমি কি ইচ্ছা ক'র্‌লে আমার কাছে থাক্‌তে পারতে না? না, শুধু দেখা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দূরে স'রে গিয়ে মজা দেখ্‌তে ভালবাস, তাই নিমাই-র ঘরে এসে রাজবেশে আছ, ভালই আছ; ভালই থাক।" নিমাই-র মা বড় ভক্ত মানুষ, ৺মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ-গোস্বামীজির শিষ্য। তিনি ব'ললেন, "বাবা তোমার গোপাল পেয়ে বড় আনন্দে আছি। বড় ছেলে নিহত হওয়ায়, কর্তা দেহ রাখায় সংসারে মন বড় উদাসীন হ'য়েছিল; মন সর্বদা হাহাকার ক'রতো? গোপাল এসে সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়েছেন। দেখ, তোমার গোপালকে ঠিক রেখেছি তো? আমি ব'ল্‌লাম "মা, আপনি যে মা, আপনি মাতৃ-হৃদয়ের যে স্নেহ ও ভক্তি দিয়ে গোপালের সেবা করেন, তা কি আমি পারতাম না আশ্রমজীবনে সম্ভব হ'তো? তা ছাড়া, আমার প্রয়োজনের চেয়েও বোধ হয় আপনার প্রয়োজন বেশী ছিল, তাই গোপাল আমাকে ক্ষণিকের দেখা দিয়ে আপনার কাছে আদরের সেবা নিবার জন্য এসেছেন। ভগবানের কাছে চাইলেই পাওয়া যায়, তবে চাওয়াতে অন্তরের টান চাই। শিশু সন্তান অন্তরা অন্তরা খেলনা চাইলে এবং অন্য খেলায় মেতে থাক্‌লে, মা তার আশা সহজে পূরণ করেন না, এড়িয়ে যান কিন্তু শিশু যখন নাছোড়বান্দা হয়, তখন মা-বাবা বুঝ্‌লে তাকে সেই জিনিসই দেন; আমরা অজ্ঞ, অতীত-অনাগত বর্তমানের কতটুকু জানি? যা জানি, অজ্ঞান-মোহের আবরণে বুদ্ধি বিকৃত থাকায় তাও সঠিক জানি না; তাই আমাদের উচিত ঠাকুর নগেন্দ্র-নাথের কথায় "মম সম দুঃখী নাই, তব সম দাতা নাই, এই ভেবে কর তাই হয় যাহা উচিত।" বলা। তাঁর নির্দেশিত পথে চলা এবং তাঁর

দেওয়া সব আমাদের মঙ্গলের মনে ক'রে মাথা পেতে নিয়ে পথে অগ্রসর হওয়া। স্বপ্নে দেখা ও পাওয়া গোপাল তো কাছে রইলেন না, ভক্ত নিমাই, ততোধিক ভক্তিমতী নিমাইর মায়ের সেবা নিবার জন্য চলে গেলেন। গোপালের কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, মন হয় উতলা।

[তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

[আন্তরিক কামনা পূর্ণ হয়]

বাবা ব্রহ্মলীন হ'লেন জ্যৈষ্ঠ মাসে, ফলহারিণী ৺কালিকাপূজোর পরদিন, বৃহস্পতিবার সকাল ৯-৫৫ মিঃ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। আশ্বিন মাসে নূর মহম্মদের লেনের ৺শৈলবালা ঘোষ তাঁর গোপাল, ৺শ্রীধর ও ৺বাণেশ্বরকে নিয়ে এলেন মঠে রাখতে ; তাঁদের বাড়ী বিক্রী ক'রবেন, বাড়ী কিনে আবার সব নিয়ে যাবেন! আজ বাংলা ১৩৮৬ সাল, বৈশাখ মাস, এখনও গোপাল আমারসেবা নিচ্ছেন। এই জন্যই তাঁকে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু বলেন ভক্তেরা। শরীর অপটু, নিয়মিত পুজো ক'রতে পারিনা, ভক্তিও নাই তেমন ; তাঁর অশেষ কৃপা ; এতদিনের মধ্যে মাত্র কয়েক দিন বাদে আর সব দিন সকালবেলা একবার দেখার সুযোগ দিয়ে আস-ছেন। "ঠাকুর। এই কর, সে-ঘোর অন্তিমকালে, নয়নসমীপে দাঁড়িয়ো ; তোমার মোহন মূরতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে, হৃদয়ে তোমাকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে এবং মনে মনে তোমার নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে জগতের সব ভুলে যেন তোমাময় হ'য়ে যাই ; সংসারে চলার পথে অধিকাংশ সময় তথা-কথিত "আমি ও আমার" নিয়ে ব্যস্ত আছি, শরীরে সামান্যমাত্র ব্যাধির প্রকোপ হ'লে তোমাকে ভুলে যাই, এই দেহের দিকেই মন প'ড়ে থাকে। "ঠাকুর, কত জন্ম এই ক'রেছি। এই জীবনেও সব দেখে, সব শুনে, বার বার ঘা খেয়েও দেহের প্রতি অনাসক্তি এল না, এখনও মনের সবটুকু তোমাকে দিতে পারিনি, তুমি দয়া ক'রে মনের সকল পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়াও, যেখানে যেখানে এই পোড়া মন যায়, সেখানেই যেন তোমার মোহন রূপ দেখে আত্মহারা হই, ভাবে ভুলে যাই। যে কটা দিন বাকি আছে যেন মনপ্রাণ খুলে তোমাকে ডাকি তোমার নামে, তোমার ভাবে যেন ডুবে থাকি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[৺ভুলুয়া বাবা]

বাবার আদেশ ছিল নিত্য ৺গঙ্গাস্নান করা। কিন্তু ব্রহ্মচারী-ভাইরা চলে গেছে, মঠের মুখপত্র সত্যপ্রদীপ বেরুচ্ছে, তার জন্য ঝামেলা বেড়েছে। আশ্রমের কাজের চাপও দিন দিন বাড়ছে, সভার সভ্যদের ঔদাসীন্যে। সুতরাং নিত্য আর গঙ্গাস্নানে যাওয়া হয় না; তবে একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং গ্রহণাদিতে ৺গঙ্গাস্নান কখনও বন্ধ হয়নি। মনে হয় সূর্য্যগ্রহণে স্নান ক'রে ফিরছি, বেলা ১২৷টা ১টা হবে। চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলের একটু পূর্বদিকে রাস্তার বামপাশে একজন সাধুর সঙ্গে দেখা। বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, খুব লম্বা-চওড়া চেহারা, তা প্রায় ৬ ফুট লম্বা হবেন। আকৃতিতে হিন্দুস্থানী বলে মনে হোলো। হিন্দী ব'লতে পারি না। হিন্দীভাষার প্রতি কোন শ্রদ্ধাও নাই; অথচ হিন্দুস্থানী সাধুর সঙ্গে হিন্দীতে না ব'লে বাংলায় ব'ললে যদি না বোঝেন, তাই ভাঙ্গ-ভাঙ্গা হিন্দীতে তার আশ্রম কোথায়, কোথায় থাকেন, নাম কি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা ক'রলাম। আমার দুর্দ্দশা দেখে সাধুজির দয়া হলো।

স্বামীজি—আমার বাঙ্গালী শরীর। আমি হিন্দুস্থানী সাধু নহি। সাধুদের পূর্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে নাই। এখন থাকি চিত্ত-রঞ্জন এ্যাভেনিউতে। ছাতুবাবুর বাজারের কাছে রাস্তার পশ্চিম পাশে, সিনেমা হলের কাছে। আমাকে লোকে ভুলুয়া-বাবা ব'লেন। সাধু বড় স্নেহপ্রবণ; তাঁর চেহারা, মিষ্টিকথা, মধুর ব্যবহার মনকে খুবই আকৃষ্ট ক'রল। আমি ঢিপ্ করে তাঁর পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম ক'রলাম। আমি অন্যের শিষ্য বলে ব্যবহারের তারতম্য দেখ্‌লাম না। তিনিও আমাকে হয়তো ভালবেসে ফেললেন; কারণ তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন, সেখানে না যেয়ে আমাকে নিয়ে তাঁর ডেরায় গেলেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী (শ্রীশ্রীকালীকুণ্ডলিনী, হরিবোল ঠাকুর প্রভৃতি) একসেট মঠের লাইব্রেরীতে দিলেন। তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়, তাঁর নির্বিকার ভাব হৃদয়ে প্রেরণা জাগাত। সত্যপ্রদীপ পত্রিকায় তাঁর লেখাও প্রকাশিত

হ'য়েছিল। যা বলবার জন্য একথা, তা বলা হয়নি। তিনি তখন থাকেন বীডন ষ্ট্রীটে, ঠিক বীডন পার্কের উত্তরদিকে, উত্তরের ফুটপাতের বাড়ীতে। খুবই অসুস্থ ছিলেন কিছুদিন, জানতাম না। মনে প'ড়ছে এক ১৩ই চৈত্রের বিকালে তাঁকে দেখ্‌তে গেছি। শুনলাম, তিনদিন কোন কথা-বার্তা নাই; চুপচাপ পড়ে আছেন; বহুকালের বিরক্ত সন্ন্যাসী হোলেও শেষ সময়ে পুত্রমুখ-দর্শনের কথা ব'লেছিলেন, পুত্রকে ঢাকায় টেলিগ্রাম করা হোয়েছে, এখনও আসেনি। চুচুড়ায় বাড়ী,—মুখুয্যে মশায় খুবই সেবা ক'রছেন। মনে হয় স্বামীজি তান্ত্রিক সাধু ছিলেন। আমাকে নাম শুনাতে ব'ল্‌লেন। মুখুজ্জে মশায়কে ব'ললাম, "ওঁকে নাম শোনাতে হ'বে না, ওঁর ভেতরে জ্ঞান আছে, নিজেই ইষ্টের স্মরণ-মনন ক'র্‌ছেন, অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে জেনে বাইরের সব ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন আছেন।" বার বার মাথা তাঁর চরণে নত হচ্ছিল, মনে মনে বার বার তাঁকে প্রণাম ক'র্‌লাম, আর প্রার্থনা জানালাম— দেহ ছেড়ে যাবার পূর্বে যেন জান্‌তে পারি, এবং তখন সকল চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ইষ্টচিন্তা নিয়ে যেতে পারি; তুমি বড় ভালবেসেছিলে তোমার শেষ আশীর্বাদ আমার শিরে বর্ষিত হোক।" খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আশ্রমে ফির্‌লাম, বাবাকেও ব'ললাম। বাবা ব'ললেন—ঠাকুরকে (মহর্ষি নগেন্দ্রনাথকে) দেখেছি মরণ সময় উপস্থিত জেনে মরণকে শ্যামের মত বরণ ক'রে যোগাসনে ব'সে হাস্‌তে হাস্‌তে দেহ রেখেছেন, এ মহাত্মাও সজ্ঞানে যাবেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তির বলে এখনও এই শরীরে আছেন; ঐ যে পুত্রমুখ-দর্শনের কামনা জেগেছে! কামনা শেষ ক'রে না গেলে আবার এই মরদেহ ধারণ করেতে হ'বে, আবার জন্ম-জরাব্যাধির জন্য কষ্ট ভোগ ক'রতে হ'বে। তাই সব কাটাবার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে আজও এই শরীরে আছেন। সত্যই ১৬ই চৈত্র সকালে ৭টার সময়ে যখন তাঁর ছেলে ঐ ঠিকানায় পৌছান এবং স্বামীজির কানের কাছে বলেন, "বাবা আমি এসেছি; তখনই স্বামীজি চোখ মেলেন এবং মৃদু হেসে দেহত্যাগ করেন। জন্মিলেই মরতে হ'বে, মরণকে কেউ এড়াতে পারে না। তবে সাধুদের কথা

বোধ হয় আলাদা, তাঁরা ভগবদিচ্ছার সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছা মিশিয়ে দিতে পারেন ব'লেই ভগবদিচ্ছায় প্রকৃত মহাত্মাদের জীবনে অঘটন ঘটে।

বিংশ অধ্যায়

[প্রথম পরিচ্ছেদ]

[জীবের মরণে ভয় কেন ?]

আমি—জন্মালেই তো মরতে হয়, চিরকাল কেউ থাকে না, মৃত্যুর হাত কেউ এড়াতে পারে না, তবে মানুষ ম'র্‌তে এত ভয় করে কেন ?

বাবা—সকলে মরণকে ভয় ক'র্‌বে কেন ? মরণে কারু কারু আনন্দও হয়। আবার কেউ কেউ মৃত্যু কামনাও করে। জীব বার বার জন্মমরণের কবলে পড়ে এবং নানাবিধ দুঃখসুখের সংস্কার তার অন্তঃকরণে সুপ্ত আকারে থাকে। মৃত্যুকালে, আবার কিরূপ গতি হ'বে, কিরূপ দুঃখের ভাগী হ'তে হ'বে তা মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে পায় এবং এই শরীর থাক্‌তে যেটুকু স্বাধীনতা আছে তাও থাক্‌বে না, অবশের মত সব দুঃখ জ্বালা মাথা পেতে নিতে হ'বে—ভেবে ভীত হয়। মানুষ জীবনে যে-সব ধনদৌলত ভোগ করে, যে-সব সুখ-সুবিধা সম্মান পায়, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন পুত্র-পরিবারবর্গ নিয়ে যে সুখের সংসার পাতে, মৃত্যুতে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যায়, সব ফেলে যেতে হয়। এই সবের প্রতি মানুষ অত্যন্ত আসক্ত, তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ত্যাগ ক'রতে হয় ব'লে তারা দুঃখ পায়। যারা জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ পাপকাজ করে এবং পাপের পরিণাম জীবনে বা জীবনান্তে কি হ'বে, তা দেখে, শাস্ত্রাদিতে শোনে, তারা মৃত্যুর পরে অবশের মত তার জন্য শাস্তির ভয়ে মরণকে অত্যন্ত ভয় করে। এমন কি যতই শরীর জীর্ণ হ'তে থাকে, মরণ ঘনিয়ে আস্‌তে থাকে বিষয় পুত্রকন্যাদিতে আসক্ত মানুষ ততই হতাশ হ'তে থাকে, বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আবার যারা দীন দরিদ্র, ত্যক্ত-পরিত্যক্ত, যাদের সেবা শুশ্রূষার লোক থাকে না, জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যও জোটেনা, বার্ধক্যে পরিজনবর্গের কাছে

নিত্য নিরন্তর লাঞ্ছিত-গঞ্জিত হয়, তারা কষ্টে প'ড়ে কথামালার কাঠ-কুড়োনো বুড়ীর মত "যম আমাকে দেখ্‌তে পায় না" ব'লে নিত্যই মৃত্যু কামনা করে। তারা আপাততঃ ভয় থেকে মুক্তি কামনা ক'রে মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু যাঁরা ভগবানের ওপর নিজকে ছেড়ে দিতে পারেন, যিনি ভগবানের কাজ ক'রবার জন্য ভগবান্ পাঠিয়েছিলেন, যেটুকু এ-শরীর দ্বারা করাবার তা করিয়ে নিয়েছেন আবার তাঁর প্রয়োজনে এ শরীর ছাড়িয়ে নিচ্ছেন, ভাবতে পারেন,সারাজীবনে প্রতি পদক্ষেপে যার প্রস্তুতিপর্ব চলে জীবনশেষে তাঁর রাতুল চরণে আশ্রয় নিবার জন্য, তাঁর কাছে মৃত্যু ভয়ের কারণ নহে। মৃত্যুই সেই পরমপ্রিয়ের সঙ্গে মিলনের দ্বার; তিনি মরণকে আলিঙ্গন করেন পরম প্রিয়কারী ব'লে। যিনি যেমনভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে চান, তাঁকে এই শরীর থাকতেই সব কর্মফল-জন্য দুঃখ ভোগ ক'রে শেষ ক'রে নিতে হয়। কৃপা-পারাবার ভগবান্ কৃপা ক'রে যাতে তাঁর ভক্ত নশ্বর ধন-সম্পত্তির প্রতি আসক্ত হ'য়ে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি মমতাবশতঃ শাশ্বত শান্তির পথ ত্যাগ না করে সেজন্য ভক্তকে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফেলে গড়ে পিটে নিজের মত ক'রে নেন। ভক্ত মানুষ বিষয়ের বিষে জর্জরিত হ'য়ে বিষয়কে বিষবৎ ত্যাগ ক'রে যখন সর্ব সুখধাম ভগবৎ-চরণ একান্ত ভাবে আশ্রয় করে, তখন তার কাছে জীবন, মৃত্যু—দুইই সমান হ'য়ে যায়। যতদিন জীব নিজের জন্মজরা বা মৃত্যু নাই, সে অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়, সে ধর্মাধর্মের অতীত, সে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত; চরাচরে দ্বিতীয় কিছু নাই, অতীত বা অনাগত নাই, সবই বর্তমান এ বোধে প্রতিষ্ঠিত না হ'বে, তত দিন মৃত্যু ভয় থাকবেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[শাস্ত্রপাঠের নিয়ম]

আমি—শাস্ত্রে তো মৃত্যুজয়ের কথা আছে, আমরা তো শাস্ত্রও পড়ি, তবে মৃত্যুভয় যায় না কেন ?

বাবা—শাস্ত্র পাঠের মত পাঠ তো হয় না, শুধু শব্দরাশি মাত্র কানে যায় বা মনে উঠে, কিন্তু মনে কোনও রেখাপাত করে না। একটা কথা আছে "সাবধানমবধারয়" [অর্থাৎ মনোযোগের সঙ্গে অবধারণ করা।] শাস্ত্র ভগবানের মুখ, শাস্ত্রবাক্য ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী। যখন শাস্ত্র পড় বা কারু কাছে শাস্ত্রকথা শোন, তখন কি ভাব, যে ভগবান্ স্বয়ং ব'লছেন। পরম শ্রদ্ধেয় ও পরম কল্যাণকামী ব্যক্তি তোমাকে আদেশ ক'রলে বা নির্দেশ দিলে, তা যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে শোন এবং কল্যাণকর মনে ক'রে অন্তর দিয়ে কর, শাস্ত্রপাঠের সময় তেমন কি ভাবতে পার ? দূরদেশে থেকে মাতা-পিতা বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে পত্রাদি পেলে, তা' যেমন আগ্রহের সঙ্গে পড়, তার বিষয়বস্তু বারবার মনে মনে তোলাপাড়া ক'রে প্রয়োজনানুরূপ কাজ কর, তেমনি যখন শাস্ত্রাদি পড়, তখন নিজকে বিদেশবাসী ভেবে স্বদেশবাসী পিতার নির্দেশরূপ শাস্ত্রবাক্য মেনে চ'ললে তোমার জীবন সুখের হ'বে, নানা বিপদসঙ্কুল এই সংসার-গহনে বিপদ-আপদরূপ হিংস্রজন্তুর কবল থেকে মুক্ত থেকে ডঙ্কা বাজিয়ে সেই পরম পিতার কাছে যেতে পা'রবে ভেবে কি শাস্ত্র পাঠ কর ? তা হ'লে "তরতি শোক-মাত্মবিৎ, তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত"—বাক্য শুনে বা প'ড়ে জাগতিক সমস্ত নশ্বর বস্তু ত্যাগ ক'রে শান্ত সমাহিত হ'য়ে সকলের আশ্রয়, সকলের কারণ, সকলের পালক সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে যেতে। শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁর কথা নিজে শুনতে, প্রার্থনার মাধ্যমে তোমার কথা তাঁকে শোনাতে। শাস্ত্রপাঠের সময়েও অনন্যচিত্ত হওয়া চাই। মুষলধারে বৃষ্টি হ'লে জল যেমন মাটির গভীরে প্রবেশ করে না, ওপর দিয়েই বয়ে চ'লে যায়, তাতে ফসলের উপকার হয় না, কিন্তু আস্তে আস্তে ঝির্ ঝির্ ক'রে বৃষ্টি হ'লে তা মাটির গভীরে প্রবেশ করে ; সে জলে ফসলের ফলন বেশী হয় তেমনি শান্ত একাগ্রমনে, উদ্বেগহীন অবস্থায় শাস্ত্র পাঠ ক'রলে, তাতে রেখাপাত করে ; মন বার বার তার স্মরণ মনন করে, ফলে স্থায়ী হয় তার ফল। যখন গীতায় পড়,—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ গীতা ১৬।২১

অর্থাৎ কাম ক্রোধ এবং লোভ নরকের দ্বারস্বরূপ, আত্মার অধোগতি কারক মহাশত্রু ; সুতরাং এদের ত্যাগ করবে এবং শান্তমনে মনোযোগ দিয়ে তাদের স্বরূপ, পরিণাম চিন্তা কর ; তা' হ'লে দৈনন্দিন জীবনে যখনই তারা উপস্থিত হ'বে, তখনই তাদের পরিণাম চিন্তা তোমার মনে জাগবে, তুমি কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে মুক্ত থাকবে, তোমার চিত্ত ক্রমে মলিনতা শূন্য হ'য়ে ভগবদ্ভাব ধারণা ক'রবার উপযোগী হ'বে। আর তা যদি না কর, তুমি গোলালোকের মতো তাদের কবলে প'ড়ে হাবুডুবু খাবে। তাছাড়া শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা চাই, রাগদ্বেষহীন সদ্‌বিদ্বান্‌রা নিজেরা আচরণ ক'রেছেন, আচরণ করেন এবং আচরণ ক'রে নিজেরা সুফল পেয়েছেন ব'লে দয়া ক'রে আমাদের জন্য শিষ্যপরম্পরা রেখে গেছেন। আমরা যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্তর দিয়ে আচরণ করি, আমরাও কল্যাণের ভাগী হ'ব, এমন বুদ্ধি থাকা চাই। তবেই শাস্ত্র-পাঠে শান্তি আসে। নতুবা ধারাবাহিক ভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শাস্ত্র না পড়ে, পরকে ঠকাবার জন্য স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার জন্য, তথাকথিত প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রের পাতা ওলটালে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়। অভ্যাস ক'রে সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা না থাকায় নাস্তিকতা জাগে। শুধু শাস্ত্র পাঠে কোন লাভও হয় না ; শাস্ত্রপাঠ যখন অন্যকে শোনাবার জন্য বা অন্যের কাছ থেকে বাহবা পাবার জন্য না হ'য়ে নিজেকে শোনাবার জন্য, নিজেকে ভগবানের পাদ-পদ্মের উপযোগী সেবক হ'বার উপযোগী ক'রবার প্রস্তুতির জন্য হয়, তখনই শাস্ত্রপাঠ সত্যকার কল্যাণের হয়। গরু যেমন মাঠে চ'রতে গিয়ে অনেক ঘাস খেয়ে নেয় এবং অবসর সময়ে রোমন্থন ক'রে দেহের উপযোগী ক'রে নেয়, তেমনি বুদ্ধিমান্ আত্ম-কল্যাণকামী শাস্ত্রপাঠী সারাদিনের মধ্যে সময়ে অসময়ে ঐ শাস্ত্র-বাক্যের কোন না কোনও অংশ বার বার স্মরণ-মনন ক'রবেন, নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা ক'রবেন। যেমন খাবার উদ্দেশ্য

শুধু খাওয়া নয়, খাওয়ার উদ্দেশ্য মনের তৃপ্তি দেহের পুষ্টির জন্য; তেমনি শাস্ত্রপাঠ বা শ্রবণ কেবল কর্ণতৃপ্তির জন্য না হ'য়ে আত্মতৃপ্তির জন্য হ'বে, আত্মার জন্মজরামৃত্যুর কবল থেকে মুক্তির উপায় হ'বে, তখনই সত্য সত্যই শাস্ত্রপাঠ করা হ'বে। নিজে নিজে শাস্ত্রপাঠের চেয়ে আচারবান্ অনুভবী আচার্যের নিকট শ্রবণে আরও উপকার হয়। নিজে প'ড়লে ভ্রম, প্রমাদ জাগার সম্ভাবনা থাকে। মন চঞ্চল; যখন যেমন তার অবস্থা, তখন সে সেরূপ অর্থ গ্রহণ করে; ফলে বিভ্রান্ত হ'বার সম্ভাবনা খুবই। কিন্তু শাস্ত্রার্থ যাঁরা সাধনার তুলিতে হৃদয়পটে এঁকে ফেলেছেন, তাঁদের কাছে শুন্‌লে ভুল তো হয়-ই না, উপরন্তু নতুন বিশ্বাসে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সফলতা লাভের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল হয়।

[শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন]

শাস্ত্রপাঠে শুভেচ্ছা অর্থাৎ কে আমি, কি আমি, কোত্থেকে এসেছি, কোথায় যাব, জগৎ পিতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি—এরূপ বুদ্ধি না জাগে এবং এসব জানবার প্রেরণা হৃদয়ে যদি না জাগে, পুত্র-পরিজন, ধন-দৌলত, গৃহ ক্ষেত্রের প্রতি আসক্তি না কমে, পক্ষান্তরে শাস্ত্রপাঠের ও বচনের দ্বারা অর্থোপার্জন ক'রে ভোগাসক্তি বাড়াবার ঝোঁক জাগে, তবে সে-শাস্ত্র পাঠ কল্যাণের না হ'য়ে স্বীয় অকল্যাণের হয়। শাস্ত্রার্থ গ্রহণে, তদনুরূপ আচরণে এবং শেষে তা' শাস্ত্রপাঠীর জীবনে রূপায়ণেই শাস্ত্রপাঠের সার্থকতা; নচেৎ গর্দভ যেমন লবণের বোঝা বয়, কিন্তু তার ভাগ্যে জোটে না, অন্যে তা' ভোগ করে তেমনি যাঁরা শাস্ত্র অভ্যাস করেন না, তাঁরা সমাজে তথাকথিত প্রতিষ্ঠা পেলেও তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না। জীবের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণের জন্য শাস্ত্রের শাসন বাক্য। যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করেন তাঁরা চতুর্বর্গ অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষ লাভ করেন। যাঁদের বুদ্ধি মলিন, রজস্তমোগুণযুক্ত, তাঁদের চিত্ত ধর্মার্থকামে আসক্ত, ইষ্টাপূর্ত, দানাদি কর্মে লিপ্ত তাঁরা এই জীবনে সুখ-দুঃখের ভাগী হন, আবার আসক্তির ফলে ধর্মাধর্মানুযায়ী জন্মলাভ ক'রে সুখদুঃখের ভাগী হন; কিন্তু শাস্ত্রপাঠে

যাঁদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, চিত্ত আসক্তি ও পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা থেকে মুক্ত হয়, জীবের জন্মজরামৃত্যু-প্রত্যক্ষ ক'রে তা' থেকে বেরিয়ে আস্‌বার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং মনোরথ মাত্র না হ'য়ে স্ব-স্বরূপে স্থিত হবার জন্য, ভগবানকে পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তাঁদেরই শাস্ত্রপাঠ সার্থক।

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

[সত্য স্বপ্রকাশ]

কার্ত্তিকমাস, বাংলা ১৩৪৭ সাল; পরমপূজ্যপাদ ঠাকুর যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের চতুর্দশ বার্ষিক তিরোধান তিথি হ'য়ে গেছে। ৺জগদ্ধাত্রী পূজোর দিন; বিকাল সাড়ে তিনটা হবে। বাবার কাছে ব'সেছি; এমন সময়ে একজন ভক্ত এসে প্রণাম ক'রে ব'সলেন এবং তাঁদের এক প্রতিবেশীর মৃত্যুকালীন ভয়াবহ অবস্থার কথা ব'ললেন; তিনি নাকি মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকেই নানাবিধ বিভীষিকা দেখ্‌-ছিলেন এবং খুবই ভীত হ'য়েছিলেন।

আমি—মৃত্যু তো স্বাভাবিক ভাবেই আসে এবং আসবেই, তবে তাতে বিভীষিকা দেখার বা ভয় পাবার কি কারণ আছে?

বাবা—জীব যখন এই মরদেহ ছাড়ে, তখন তার সামনে জীবনে সজ্ঞানে-অজ্ঞানে, পরোক্ষ-অপরোক্ষে, লোকচক্ষুর গোচরে-অগোচরে যা যা' করে তার সাক্ষী আর কেউ না থাক্‌লেও জীব নিজে সাক্ষী থাকে আর সাক্ষী থাকেন সেই সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ভগবান্। উত্তেজনার সময়ে মোহবশতঃ কোন অন্যায় কাজ ক'রে ফেললে, সেই সময়ে তার মনে আপাততঃ কোনও রেখাপাত না ক'রলেও, নির্জনে অবসরমুহূর্তে তার ফল তার বিবেকের কাছে ধরা পড়ে; বার বার চিন্তা করে এবং তার শাস্তির সংস্কার তার অবচেতন মনে দাঁনা বাঁধে। দেহত্যাগের সময়ে জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফলও তার সঙ্গে হাজির হয়; তখন দুষ্কৃতির ভয়াবহ ফল দেখে জীব ভীত-আতঙ্কিত হ'য়ে বিভীষিকা দর্শন

করে। ঐ ভদ্রলোক ভদ্রবেশী ছিলেন, মনেপ্রাণে ভদ্র ছিলেন না, বাইরে নিবৃত্তিমুখী সাজলেও অন্তরে ভীষণ দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন। ভদ্রবেশের আড়ালে তাঁর অনেক অকর্ম-কুকর্ম চাপা পড়েছিল; ওঁরা তাকে সাধু-মহাত্মা ব'লেই হয়তো জানতেন এবং ওঁদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভদ্রলোক স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'রতেন। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে; চিরকাল কিছু চাপা থাকে না। একদিন না একদিন ধরা প'ড়তেই হয় এবং তখন ঘৃণা, ধিক্কার সইতে হয়, হয়তো ভাগ্যে লাঠ্যৌষধি জোটে। আর মৃত্যুকালে তো মানুষ একদম অবশ হ'য়ে পড়ে, তখন সবই বেরিয়ে পড়ে, কিছুই লুকুতে পারে না। ঐ লোকটির হয়তো জীবনের কৃতকর্মের ফল এবং জন্মজন্মান্তরীণ কর্মের ফল মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যক্ষ হয়েছিল এবং তার পরিণাম ভেবে ভীত হ'য়েছিলেন।

[মৃত্যু এড়াবার উপায়]

আমি—কিসে মৃত্যুভয় যায়?

বাবা—জীবের মৃত্যু হয় না, মৃত্যু হয় দেহের, এই জ্ঞান হ'লে। দেহের সঙ্গে প্রাণের বিচ্ছেদকে লোকে ভুল ক'রে মৃত্যু বলে। দেহের নাশে জীবও শেষ হয়ে যায়—এই ভুল ভাঙলে মৃত্যু ভয় যায়। সেজন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। 'তৎ' এর স্বরূপ-এর জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান। যাকে জ্ঞানীরা বলেন ব্রহ্ম, ভক্তেরা ভগবান্ এবং যোগীরা বলেন পরমাত্মা, তাতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ব্যক্তাব্যক্তরূপে, পরাবররূপে, দেশকালপাত্রাদি সকল ভেদের অতীত সর্বকালব্যাপী সর্বময় একভূমা সত্তার অস্তিত্ব জানাবার জন্য, তদপেক্ষা দ্বিতীয় আর কিছুই নাই বুঝাবার জন্য উপনিষদ্ তারস্বরে ঘোষণা করেছেন "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্' বলেন। যতদিন দেশকালপাত্রাদি পরিচ্ছিদের জ্ঞান থাকে, ততদিন গতাগতি, স্থানচ্যুতি, স্থানলাভ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, হারান-প্রাপ্তি প্রভৃতি ভ্রান্তি থাকে, সুতরাং ভয়ও থাকে। দেহ ও মনকে আশ্রয় করেই ভয় জাগে।

দেহটা পঞ্চভূতের সমন্বয়ে তৈরী, কালে তারা তাদের দেওয়া জিনিস কেড়ে নিতে পারে—এ খেয়াল থাকে না এবং সেজন্য প্রস্তুতও থাকে না জীব। দেহটা পাবার পরে তাতে মমত্ব জাগে, তা ছাড়তে চায় না। দেহ পাবার পরে মায়ার প্রভাবে জাগতিক তথাকথিত বিষয়ের সংস্পর্শে এসে জীব সুখ-দুঃখের ভাগী বোধ করে। আসলে সুখদুঃখ ভয় ক্রোধাদি মনের ধর্ম, আত্মাতে উপচরিত হয় মাত্র। আত্মা সুখ-দুঃখের অতীত। আত্মা সুখ-দুঃখ-জন্মজরামৃত্যুর অধীন নয়, দেহই জন্ম-জরাদির অধীন। মনই সুখ দুঃখ বোধ করে। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ হ'য়েও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য স্বরূপ জীবাত্মা নিজকে খণ্ড পরিচ্ছিন্নবৎ মনে করে এবং সুখী বা দুঃখী হয় এবং কামনা-বাসনার তারতম্যানুসারে কখনও দেবগন্ধর্বাদিলোকে, কখনও মনুষ্যলোকে আবার কখনও বা মনুষ্যেতর লোকে জন্মে নানা-প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ ক'রে তার সংস্কার নিয়ে বারবার যাতায়াত করে, জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। সুতরাং এই শরীর, এইস্থান ছাড়ার ভয়ে সে ভীত হয়। জীব স্বীয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সর্বজ্ঞ ভূমা সত্তার জ্ঞানের অভাবে কুহকিনী মায়ার কুহকে প'ড়ে খণ্ড, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের প্রভাবে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়। যখন শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা, ধ্যানধারণা-সমাধি অভ্যাসের দ্বারা জাগতিক সকল বিষয়ের অতীত অথচ সর্বত্র সর্বদা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থিতি হয়,তখন সাধক মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হয়। গুরূপদেশে এবং ভগবৎ কৃপায় এবং আত্মকৃপার ফলে অর্থাৎ নিত্য নিরন্তর আগমপায়ি অনিত্য বিষয়ে এবং এমন কি দেহে-ন্দ্রিয়াদিতে 'নেতি নেতী'তি বিচারের মাধ্যমে বৈরাগ্য জাগিয়ে কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপে স্থিতির জন্য অভ্যাসের ফলে দেহেতে থেকেও জীব ভয় পায় না। বরং ভয়ই তাকে ভয় পায়। আর যাঁরা শ্রীভগবানের কথা—

"সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥"

[অর্থাৎ যারা মৃত্যুকালে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত ক'রে মনকে হৃদয়ে সংহত পূর্বক ভক্তির সহিত যোগাবলম্বনে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে (আজ্ঞা-চক্রে) প্রাণকে স্থাপন ক'রে সমাধি অবলম্বনপূর্বক আমার নাম (ওঙ্কার) উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে এবং আমাকে ধ্যান ক'রতে ক'রতে দেহত্যাগ করে] কাজে লাগাতে পারেন তাঁরাই মৃত্যু জয় করেন। সুতরাং মৃত্যু এবং মৃত্যুভয় জয়ের জন্য নিত্য নিরন্তর ভক্তির সঙ্গে ভগবানের স্মরণ-মনন কর, অন্য চিন্তা ছাড়; তাঁকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁর চিন্তায় ডুবে যাও মৃত্যুভয় জয় হবে। জন্ম-মৃত্যু জয়ের সাধনাই হোক্ তোমার জীবনের ব্রত।

আমি—এরূপ মৃত্যু তো কদাচিৎ কারু ভাগ্যে ঘটে। তবুও প্রত্যেকের কাম্য। কিন্তু কোন্ সাধনে সে অবস্থায় পৌঁছান যায়।

বাবা—কদাচিৎ তো বটেই। ভগবান্ গীতায় ব'লেছেন হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেউ সিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হয়; আবার যাঁরা একান্তভাবে যত্ন করেন, তেমন হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেউ তাঁর তত্ত্ব অবগত হন। শুধু এলোপাতাড়ি যত্ন করলে হয় না। যত্ন ক'রতে হয়, নিয়মপূর্বক নিষ্ঠার সঙ্গে। কোন্ ক্রিয়াবান্ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রাভ্যাসী, সাধনপরায়ণ মহাত্মার কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে অন্য কোনও বিষয়ে মন না দিয়ে, অভীষ্ট বিষয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাক্‌লে, নিশ্চয়ই একদিন কৃতকৃত্য হওয়া যায়। জন্মজন্মান্তরের কত দুরিত, কত বিরোধী সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে জমে আছে, তার কি ঠিক্ আছে? কচ্ছপ গতিতে বা গড্ডালিকা প্রবাহের মত চল্‌লে কি সহজে তেমন অবস্থা লাভ হয়! চাই তীব্র সংবেগ। চাই বুদ্ধদেবের মত মরণপণ প্রতিজ্ঞা ভগবানকে লাভ করার জন্য, নিত্য নিরন্তর একান্ত-ভাবে লেগে থাকার চেষ্টা। ঠাকুর আগে কি ক'রতেন জানি না, কিন্তু যখন থেকে সাধনের মর্ম কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হোয়েছে, তখন থেকে দেখে আস্‌ছি, সাধনই তাঁর প্রাণ; জগতের সকল বিষয় থেকে মনকে গুটিয়ে এনে একান্তভাবে ভগবচ্চরণে জুড়ে দিবার চেষ্টা; দেখেছি রাতের পর রাত তাঁর জেগে কেটেছে। সকল বিষয় থেকে মন ও ইন্দ্রিয়-

গুলিকে ফিরিয়ে এনে ভগবন্মুখীকরাই ছিল তাঁর ব্রত। মন যখন কোনও বিষয়ে একান্তভাবে লেগে যায়, তখন দেহ বা বিষয়ের জ্ঞান থাকে না; শরীরের জ্ঞান থাকৃত না এবং মন আত্মধ্যানে বা ভগবদ্ধ্যানে ডুবে যেত ব'লেই রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে রাত্রিযাপন ক'রলেও তাঁর কোনও ক্লেশ হোতো না। নিরন্তর চেষ্টার ফলে ঠাকুরের মন সর্বদাই ভগবানে যুক্ত থাকতো ব'লেই ঐরূপ অসুস্থ অবস্থায়ও যোগাসনে ব'সে দেহ ত্যাগ করা সম্ভব হোয়েছিল।

আমি—তা হ'লে যোগীরাই কেবল তেমন গতিলাভের অধিকারী, আর কেউ নয়।

[নিষ্ঠা থাক্‌লে সকলের হয়]

বাবা—শুধু যোগীদিগের মাত্র হ'বে কেন? যাঁরা প্রাণায়াম করেন, হঠযোগ করেন, তাঁদের মাত্র হবে এমন কথা শাস্ত্রমুখে শুনা যায় না। যে পথে সাধক চলুক্ না কেন, যদি বৈরাগ্য জন্মে, ধৈর্য থাকে, দীর্ঘকাল নিরন্তর যত্নের সঙ্গে বিষয়মুখী মনকে বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে ভগবানে লাগাবার একান্ত আগ্রহ জাগে এবং তদনুকূলে চেষ্টা ক'রে যায়, তবে নিশ্চয়ই হবে। সাধারণতঃ সাধনার চারটি পথ দেখা যায়—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, প্রাণায়াম এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে 'যোগ' শব্দটি জুড়ে দিয়ে জ্ঞান-যোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং ক্রিয়াযোগ বা প্রাণায়াম যোগ বলা হয়। অর্থাৎ সাধক জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলে প্রারব্ধ জন্য সংস্কারের বশে এগুলির অন্যতমটি আশ্রয় ক'রে সাধনপথে অগ্রসর হয়। এরা কেউ নিরপেক্ষ নয়, অর্থাৎ শুধু জ্ঞান, শুধু কর্ম, শুধু ভক্তি বা শুধু ক্রিয়া কাউকে চরম সত্য পাইয়ে দেয় না, যে সাধকের জন্মান্তরীণ সংস্কারের জন্য যে ভাব প্রবল হয়, সে সেই ভাবটিকে মুখ্য ক'রে এগিয়ে যেতে চায় কিন্তু যখন সত্যসত্যই কাজে লাগাতে চায়, বা তার দ্বারা কোন বিশিষ্টফল পেতে চায়, তখনই তাকে অন্যগুলিকে অল্পবিস্তর ভাবে আশ্রয় ক'রতে হয়, অন্যগুলির সাহায্য নিতে হয়। ধর, কোন মহাত্মা কোনও জিজ্ঞাসুকে ব'ললেন—"আত্মা বা ইদং সর্বম্, আত্মানং—

বিদ্ধি, তত্ত্বমসি"—অর্থাৎ সবই আত্মময় ; আত্মা ছাড়া আর কিছুই নাই, আত্মাকে জান, সেই আত্মাই তুমি।" একথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে যদি স্বীয় দেহাদ্যতিরিক্ত, সর্ব পরিচ্ছেদরহিত, সর্বভেদরহিত, স্বজাতীয়-বিজাতীয়স্বগত-ভেদরহিত এক অদ্বয়তত্ত্বের জ্ঞান তার হৃদয়ে ভাসে, নানা দৃষ্টি থাকে না, দ্বৈত বা বহুবোধজন্য সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি বুদ্ধিধর্ম আর না ভাসে, তবে সে নিশ্চয়ই কৃতকৃত্য হবে। তবে মনে ক'রো না, তার শ্রবণমাত্রই তেমন বোধ জেগেছে। বহু জন্মের বহু সাধনার ফল তার জীবত্বের গণ্ডীতে জমা ছিল। উন্মুখতা পুরোপুরি এসেছিল, শুধুমাত্র উপদেশের অপেক্ষা ছিল। ধ্রুবের অল্পবয়সে সাধনের ফলে ভগবদ্দর্শনে অহঙ্কার জেগেছিল। তাই করুণাময় ভগবান্ ধ্রুবকে তার প্রতিজন্মের এক একখানা হাড়ের স্তূপ দেখিয়ে ধ্রুবের অহঙ্কার চূর্ণ ক'রেছিলেন ; তাকে, জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফল জমা থাকে, কোনও জন্মে বিশেষ সাধনায় তার প্রকাশ হয়, জানিয়েছিলেন। তার ওপর মানুষ তার জীবনের কতটুকু জানে বা জান্‌তে পারে? তাকে প্রকৃতির নিয়মে, সন্তমহান্তদের জীবন আদর্শ ক'রে নাছোড়বান্দা হ'য়ে জেগে থাক্‌তে হয়। না হ'লেও হতাশ হোতে নাই, বিধির নিয়মের অধীন ক'রে দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে চল্‌তে হয়। শুধু শুন্‌লেই হয় না, শ্রুত বিষয়ে মন লাগাতে হয়। অন্য সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে ত্রুটিবিচ্যুতি সাধকের কাছে ধরা পড়ে, সে পথে সহজে এগিয়ে যেতে পারে। আর এই চেষ্টাই তো কর্ম, আবার যদি বিশ্বাস না হয়, তা হোলে সব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'য়ে যায়। এই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ ; আবার অভ্যাস যোগের একটা অঙ্গ। পতঞ্জলি ব'লেছেন—"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"—অর্থাৎ নিদিধ্যাসিত বিষয়ে তৈলধারাবৎ একভাবে জেগে থাকার নাম অভ্যাস। তা হ'লে দেখ্‌ছো, জ্ঞানপথের অধিকারী কেউ নাই শুধু জ্ঞানই তার অবলম্বন ব'ল্‌লেও কদাচিৎ কখনও যদি জ্ঞানমার্গীকে দৈনন্দিন জীবনে নিরন্তর লক্ষ্য কর, তা হ'লে দেখবে, সে জ্ঞানপথে চলার সময়ে অল্পবিস্তর অঙ্গগুলির সাহায্য নিয়েছে বা নিতে বাধ্য। সুতরাং ঘাব্‌ড়াবার কিছুই নাই। পথে চল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শুনা যায় ঋষিপুত্র শৃঙ্গী কর্তৃক অভিশপ্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ অভিশাপের বিবরণ এবং ঋষি তাঁকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে আদেশ করায়, তিনি আসক্তি ও আসক্তির মূল রাজ্যপাটাদি সব ত্যাগ ক'রে ৺গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন ক'রে ব'সেছিলেন এবং মুক্তপুরুষ শুকদেবের মুখে হরিকথা শুন্‌তে শুন্‌তে তাঁর সমস্ত পিছুটান একেবারে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, ভগবানে একান্ত রতি জন্মেছিল। আর জীবনের শেষ মুহূর্তে একান্তভাবে ভগবানের ধ্যান ক'র্‌তে ক'রতে তাঁতে লীন হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি? তিনি আত্মারামে মিশে গিয়েছিলেন। তবেই দেখ, শুন্‌তে শুন্‌তে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান জন্মেছিল, বিষয়ের আগমাপায়িতা বোধে ফুটেছিল, ভগবানের শাশ্বত, নিত্য, মাধুর্যময় ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'য়েছিল। এই শ্রবণ এবং ভাবনা—তো কর্মের অঙ্গ; জগতের নশ্বরতাবোধ এবং ভগবানের নিত্যতা জ্ঞান, তা জ্ঞানের অঙ্গ। সুতরাং, কোনটাই নিরপেক্ষ নহে। শুধু শিক্ষা, সংস্কার, পরিবেশ এবং তার মূল জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিদুষ্কৃতিকে অভিজ্ঞ আচার্যের উপদেশে জীবনে কাজে লাগাতে পারলেই জীবন সফল হয়। জীব চিরমৃত্যুকে বরণ করে জন্মজরামৃত্যুর কবল থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হ'তে পারে।

শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তির কথা শুনেছো। অর্থাৎ এই নয় প্রকারে ভজন-সাধন ক'রে ভক্ত জীবনে কৃতকৃত্য হয়। জন্মজরামৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হয়। কলির জীব অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত, তাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল, কোনও বিষয়ে অধিকক্ষণ একভাবে থাক্‌তে পারে না; তাই তারা তাদের জীবনে চায় বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্য যে তারা শুধু ব্যবহারিক, পারিবারিক, সামাজিক, বা রাষ্ট্রিয় জীবনে চায় তা নয়, তারা আধ্যাত্মিক জীবনেও একটি ভাব নিয়ে অনেকক্ষণ মনন-নিদিধ্যাসন নিয়ে থাকতে পারে না। তাই যদিও ভক্তির এক-একটি ধারার সাধনে (যেমন, শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্তনে শুকদেব ও দেবর্ষি নারদ, স্মরণে

পৃথুরাজা, প্রহ্লাদ, বন্দনায়-উদ্ধব, দাস্যভাবে হনুমান, সখ্যভাবে অর্জুনও ব্রজবালকেরা, পাদসেবনে লক্ষ্মীদেবী, আত্মনিবেদনে শ্রীমতী রাধা] এক একজন জীবনে কৃতকৃত্য হোয়েছেন আবার শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর প্রভৃতি ভাবের এক একটাকে অবলম্বন করে (যেমন শান্ত-ভাবে মহাদেব, সনক, সনাতন, সনৎকুমার, সনন্দন, যেমন দাস্যভাবে হনুমান, বাৎসল্যভাবে মা যশোদা, সখ্যভাবে অর্জুন, উদ্ধব, ব্রজবালক-গণ আর পরকীয়া কান্তাভাবে শ্রীমতী রাধারাণী) সাধকদের একটা দল কৃতকৃত্য হোয়েছেন, তথাপি কলির জীবের মানসিক চঞ্চলতার জন্য দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনে একাধিক ভাব আশ্রয় করাও মন্দ নয়। শুধু ভাবাশ্রয় ক'রলে হবে না, চাই ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা, ব্যাকুলতা, বিষয়ে বৈরাগ্য এবং ভগবানে অনন্যা ভক্তি তা হ'লে যে পথেই চলো না কেন একদিন কৃতকৃত্য হবে। তীব্র সংবেগ থাকলে এই জীবনেই হবে। যা ব'লেছি ভাব, ঠাকুরের আদর্শে চলো। জীবন নিশ্চয়ই ধন্য হবে।

বিবেকী ব্যক্তিরা সারা জীবনই মৃত্যুর সাধনা করেন। তাঁরা বুঝেন যে, যে মৃত্যুতে কেবল পুরাতন দেহ ছেড়ে নতুন দেহ ধারণ করতে হয় সঞ্চিত ক্রিয়মাণের ফল ভোগ করবার জন্য, সে মৃত্যু মৃত্যুই নয়, সে কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যা পেলে, যা হ'লে জন্মমরণের হাত থেকে চির মুক্তি হয়, তাই সত্যকার মৃত্যু। সে মৃত্যুর জন্য তাঁদের চেষ্টা থাকে জীবনব্যাপী ; জন্মমরণের মূল কামনা-বাসনা বা দেহেন্দ্রিয়াদি ও বিষয়ে যে আসক্তি তা সমূলে উৎপাটিত ক'রবার জন্য একান্তে নির্জনে নিত্য নিরন্তর নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, আত্ম ও অনাত্মবিচার ও সর্বেন্দ্রিয় সংযমনপূর্বক ধারণা-ধ্যান-সমাধি, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন নিয়ে থাকেন সাধনার অনুকূলতার জন্য, সাধনের আশ্রয় দেহরক্ষার জন্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করেন না, ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকেন।

পরিশিষ্ট

(১)

শ্রীগুরু ভগবান্ সদা স্বপ্রকাশ। তিনি নিত্য, তাঁর জন্মজরামৃত্যু নাই। তবুও জীবের কল্যাণের জন্য যখন মায়ামানুষবেশ ধ'রবার ইচ্ছা করেন, তখনই মাদৃশ অধমগণকে পথপ্রদর্শনের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁর জন্ম লগ্ন, দিনক্ষণ তারিখ নিয়ে জ্যোতিষীরা আলোচনা ক'রে থাকেন। সেজন্য প্রয়োজন হয় কোষ্ঠীর। আমার অনুগ্রাহক শ্রীমন্ মহারাজের পূর্ব আশ্রমের জীবনসাক্ষী কেউ না থাকায় কোষ্ঠীই তার পরিচায়ক মনে ক'রে তাঁর এই শরীরের বিশেষ অসুস্থতার সময়ে সংগৃহীত কোষ্ঠীটি হয়তো চিরতরে বিস্মৃতির অতলতলে চলে যাবে এবং ভবিষ্যতে কোনও অনুসন্ধিৎসুর জানবার সুযোগ থাকবে না —ভেবে আশ্রমজীবনে তাঁর শ্রীচরণতলে থেকে যা পেয়েছি, এই শ্রীগুরুচরণতলে-র সঙ্গে তা পরিশিষ্টরূপে যোগ ক'রে দেওয়া গেল।

৯১নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ (কলিকাতা-৬) রাতুল চতুষ্পাঠী ও জ্যোতিষ মন্দিরের অধ্যাপক শ্রীসারদাচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের গনণানুসারে শ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজের কোষ্ঠী।

শকাতীতাব্দা ১৭৯৯।৩।৬।২৪।২৫ বাংলা ১২৮৪ সাল ৭ই শ্রাবণ দিবা ৩।১৫ মিঃ [ইং ১৮৭৭।৭।২২]। বৃশ্চিক লগ্ন, বৃশ্চিক রাশি, বিপ্রবর্ণ। ৯ম-পতি চন্দ্র, লগ্ন ও ৬ষ্ঠ পতি মঙ্গল, ৩য় এবং ৪র্থ পতি শনি এবং মূল ত্রিকোণ পতি রাহু ও কেতু কেন্দ্রস্থ। ১০ম-পতি রবি ৮ম ও ১১শ পতি বুধ এবং ৭ম ও ১২শ পতি শুক্র৯-মে এবং শ, রা ও কে স্বস্ব মূল ত্রিকোণেও বটে।

রাহু ও কেতু কেন্দ্রে মিত্র গৃহে।

তিরোধান বঙ্গাব্দ ১৩৬৪ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ফল-হারিণী কালিকা পূজার পরদিন শুক্লপ্রতিপদে দিবা ঘ ৯-৫৫ মিঃ এ।

(২)

শ্রীমৎ পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ স্বামী ত্রিপুরসূদন তীর্থ মহারাজের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখিত হ'য়েছে। উভয়েই আমার
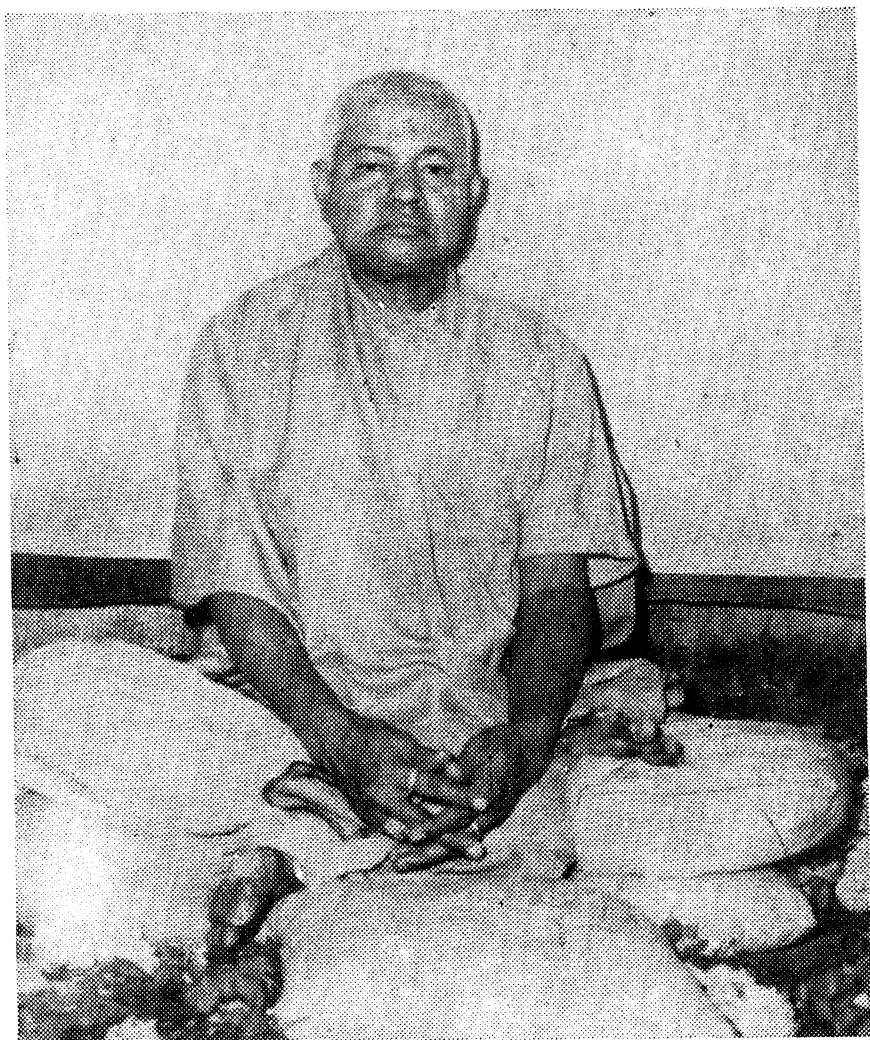
শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহারাজ

[সপ্ততিতম জন্মতিথি পূর্তি উপলক্ষ্যে খিদিরপুরে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বর্মনের বাড়ীতে গৃহীত আলোক চিত্র]

★ মাঘী শুক্লা দশমী তেরশ আশি বঙ্গাব্দ ★

[ছবি তুলেছেন—৺সুপ্রভাত গুপ্ত]
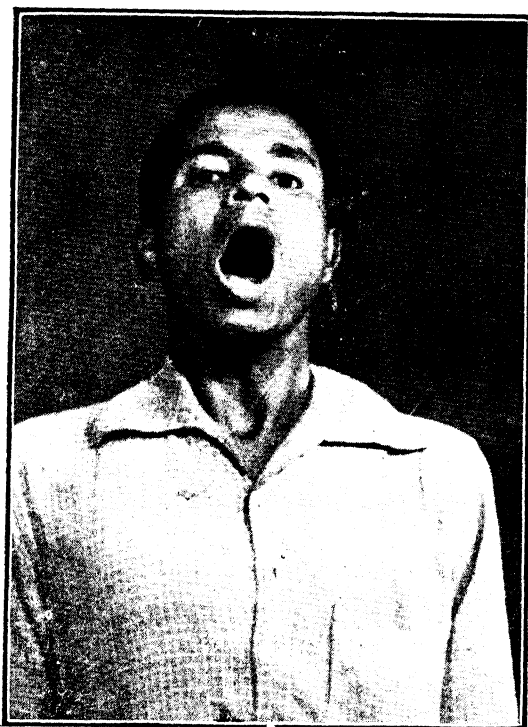
স্বর বৃদ্ধির প্রণালীর একটি প্রক্রিয়া

শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

[১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তোলা ছবি]

আশ্রমে আসার পূর্বে আমাদের মঠে (শ্রীশ্রীনগেন্দ্রমঠে কলিকাতায়) এসে সাধনায় অনুকূল পরিবেশ জেনে বাস কোরেছিলেন। তখন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা ১০৪, আপার সারকুলার রোডে (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯) ছিল। আমার আশ্রমে আসার পরে ব্রহ্মচারীজি মঠে অনেকবার এসেছেন। বাক্স-প্যাটরা কাগজপত্র খুলতে খুলতে তার একখানি চিঠি পেয়েছি, সেটি এখানে দেওয়া গেল, ব্রহ্মচারীজি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভায় বেদবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

২৯নং হনুমান ঘাট
৵কাশী ধাম
১লা, আশ্বিন,

সচ্চিদানন্দনিকতনেষু
নমস্কারান্তে নিবেদনম্,

মহারাজজী, আমি বাস্তবিকই আপনার নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি। আপনার মঠ হইতে ব্রাহ্মণসভায় আসিয়া প্রায় দেড় মাস থাকিয়া এখানে আসিয়াছি। ঐ দেড় মাসের মধ্যে একদিনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া হয় নাই এবং আসিবার পূর্বেও দেখা করিয়া আসি নাই, আশা করি নিজ মাহাত্ম্যগুণে ক্ষমা করিবেন। ইহা আমি আন্তরিকই অনুভব করিতেছি যে, তাহা আমার নিতান্ত অসাধুচিত হইয়াছে। কলিকাতার মত অতি ভীষণ বহির্মুখীন সহরেও আপনার প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমোচিত সদ্ব্যবহারে আমি সর্বক্ষণ মুগ্ধ হইতাম। যাহাকে বলি তিনিই বিস্মিত হইয়া থাকেন। আপনার ঐ ব্যবহার ও সৎকার-সেবা সর্বত্রই গৌরবের সহিত বলিবার যোগ্য। কলিকাতার মত সহর বলিয়াই তাহা অতীব বিচিত্র মনে হয়। আর ঐ পবিত্র তপোবনে আমার তপস্যাও নিরন্তর নির্বিঘ্নে চলিতেছিল। সমস্ত প্রকারেই আমি আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। আশা করি মঠের সেবকবৃন্দসহ আপনি কুশলে আছেন। ইতি

নিঃ ভবদীয়
শ্রীপরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মচারী

অশুদ্ধি শোধন

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা। পংক্তি	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা। পংক্তি	শুদ্ধ
সর্ব্বাঙ্গীন	৮ | ২০	সর্বাঙ্গীণ।	নিরঞ্জন	৩৪০ | ১৪	নিরঞ্জন।
যেতে	৯ | ১১	যেতে।	পরিস্কৃত	৩৪০ | ১৭	পরিস্কৃত।
অনুকুল	৯ | ১২	অনুকূল।	শ্রীকৃষ্ণায়ার্ণমমস্তু	৩৪১ | ২৮	শ্রীকৃষ্ণা-র্পণমস্তু।
আকা	৩১ | ২	আঁকা।			
আশ্রয়	৩২ | ১৫	আশ্রয়ে।	স্বতন্ত্র	৩৪২ | ২৭	স্বতন্ত্র।
পরিস্কার	৩৭ | ৭	পরিষ্কার।	বলৈ	৩৫২ | ১৭	ব’লে।
খেশাল খুশী	৩৮ | ১৬	খেয়াল… ।	…..	৩৫৪ | ২২	তার।
বিয়জা হোম	৪৬ | ১৯	বিরজা হোম।	ভাণ	৩৭০ | ২২	ভান।
Carefull	৫৫ | ৬	Careful।	দ্বার	৩৭৩ | ৭	দ্বারা।
অমি	৫৫ | ২৪	আমি।	স্রকৃবন্দনাদি	৩৭৩ | ১৯	…চন্দনাদি।
জায়গায়	৬০ | ৭	জায়গার।	হয়	৩৭৬ | ১৬	হন।
সফল	৬৩ | ২৪	সকল।	জানবাব	৩৭৭ | ১৫	জানবার।
কমাস	৮৭ | ১৬	কম্মার্স।	কেই	৩৮৫ | ৮	(হবেনা)।
মাথা	৯৩ | ২২	মাথায়।	করে	৩৮৭ | ১০	করি।
জ্যোতিবগণণা	৯৩ | ২৬	জ্যোতিষ-গণনা।	ক’রছেন	৩৯৮ | ১৪	কোরছো
			ট্রেণ	৪০২ | ৩	ট্রেন।
আব্‌ছি	১২৫ | ২১	ভাব্‌ছি।	ঐ	৪০২ | ১৩	ঐ।
খলু	১২৫ | ২৭	খলু।	তোমন	৪১০ | ৪	মনতো।
পরিচ্ছেদ	২০৯ | ৪	অধ্যায়।	হরতো	৪১১ | ৮	হয়তো।
স্বশুর ও	২৬৩ | ১৭	শ্বশুর।	বস্তুতে	৪১৮ | ৬	বস্তুতে।
তায়	২৬৯ | ১৮	তার।	আমার	৪১৮ | ১২	তার।
যাঘ	২৯৮ | ১	মাঘ।	……	৪২০ | ২১	বন্ধ (হবে)।
জণ্মান্তরীণ	৩০০ | ১১	জন্মান্তরীণ।	ব’লেস্বেন	২২৪ | ৩	ব’লছেন।
ধন	৩০১ | ২৪	ঋণ।	একাস্তভাবে	৪২৫ | ৪	একান্তভাবে।
হ’য়ে	৩২০ | ১০	সেজে।	তূণ	৪২৭ | ১৩	…তৃণ…
একাস্ত	৩২৪ | ১০	একান্ত।	আস্বস্ত	৪৩৪ | ৩	আশ্বস্ত।
ক্রিয়াবান্	৩৩০ | ৬	ক্রিয়াবান্।	বহয়েছে	৪৪৩ | ২৬	বইয়েছে।
Bombing কথা	৩৩১ | ১১	Bombing-এর।	পল্লবগ্রাহিতা	৪৪৮ | ২৮	.. গ্রাহিতা